ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } বৈশাখ ১৩৩৮ { ১ম সংখ্যা

টার্কি মোরগ পালন

সাধারণতঃ এদেশে তিন প্রকার টার্কি মোরগ দেখা যায়। ইহারা ভারতীয় মোরগ নহে, বাহির হইতে উহাদিগকে এদেশে আনা হইয়াছে। এখন উহা প্রচুর পরিমাণে পালিত হয়। বড়দিনের ছুটিতে ইহার দাম খুব বেশী উঠে। আরও কয়েক প্রকার মোরগ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায়ই তাহা দেখা যায় না।

মোরগ পালন অতিশয় সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু মোরগের আকার বড় করিয়া অধিক দামে উহা বাজারে বিক্রয় করাই প্রধান চিন্তার বিষয়। কেননা জিনিস বড় না হইলে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায় না।

ভারতে সাধারণতঃ আমেরিকান নরফোক ও কেম্ব্রিজ—এই তিন প্রকার মোরগ দেখা যায়। 'আমেরিকান' মোরগের বর্ণ ব্রোঞ্জ ধাতুর ন্যায়, 'নরফোক' মোরগের রং কালো এবং 'কেম্ব্রিজ' মোরগ ধূসর রংএর। ব্রোঞ্জ রংএর গুলি আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। কালোগুলির চর্বি জন্মে সকলের আগে, কিন্তু উহারা একটু নরম রকমের। বিশুদ্ধ মোরগ ভারতে কদাচিৎ দেখা যায়। কালো এবং ধূসর মোরগ প্রায়শঃই ব্রোঞ্জ রংএর মোরগের সহিত সংমিশ্রণ করা হইয়া থাকে। ইহাদের বাচ্চাও সেজন্য কতগুলি ব্রোঞ্জ, কতগুলি কালো এবং কতগুলি ধূসর রংএর হয়। এক রকম মোরগের সহিত অপর রকমের মোরগ না মিশাইয়া বিশুদ্ধ রকমে মোরগ জন্মাইলে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। সাদা হলাণ্ড টার্কি দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমেরিকায় এক প্রকার টার্কি আছে তাহাদিগকে বার্ফ টার্কি বলে। তাহারাও দেখিতে বেশ সুন্দর।

এতদ্ব্যতীত নীল ও অন্যান্য রকমের অনেক টার্কি আছে।

টার্কির ওজন নিম্নলিখিত রূপ হইয়া থাকে।

মোরগ	২৬ পাউণ্ড হইতে ৪০ পাউণ্ড	
মুরগী	১৪ " "	১৮
ককরেল	১৬ " "	২৪
পুলেট	১০ " "	১৩

সাদা হল্যাণ্ড টার্কির আকার বেশ বড় এবং দেখিতেও বেশ সুন্দর। ইহাকে অন্য মোরগের সহিত সংমিশ্রণ করিলে ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করা হইবে। তিন বৎসর বয়সে টার্কি মোরগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং যত্নের সহিত পালন করিলে খুব বড় হয়। ব্রোঞ্জ টার্কির কোন কোনটার ওজন ৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ৩৫ পাউণ্ড ওজন হইলেও মন্দ নয়। এদেশে যেসকল টার্কি মোরগ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই বেঁটে এবং খর্ব্বকায়। উহাদের উপযুক্তরূপে পালন করা হয় না বলিয়াই বিশেষ বড় হয় না। তাহারা মনে করে, টার্কি মোরগ—তার জন্য আবার যত্ন কি? কিন্তু দামের বেলা বেশী না পাইলে অসন্তুষ্ট হওয়ায় বাধা নাই। টার্কির দাম সময়ানুযায়ী বাড়ে, কমে। উৎসব বা পর্ব্ব উপলক্ষে ইহার খুব দাম। কিন্তু সাধারণ সময় ইহার তত আদর নাই। উৎসবের সময় একটি মোরগের দাম ষোল টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, একটি মুর্গী আট টাকায় মিলিতে পারে। গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে সাধারণ টার্কির জোড়া পাঁচ টাকা হইতে আট টাকায় পাওয়া যায়। ভাল এক জোড়া কিনিতে দশ বারো টাকা লাগে। ডিসেম্বর মাসে টার্কি মোরগ বিক্রয় বেশ লাভজনক। বিশ টাকায় যে টার্কির জোড়া বিক্রয় হইবে, তাহা দ্বারা অনেক বাচ্চা পাওয়া যাইবে। যদি অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ডিমে বসানো যায়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বড় দিনের সময় উহা বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত বয়স্ক টার্কিকে দিনে দুইবার খাদ্য দিলেই চলে। প্রাতে গমের ভুষি, ধান, শাকসব্জী সিদ্ধ খাইতে দিবে। বৈকালে বা সন্ধ্যায় ভাত, গম, এবং তরকারী সিদ্ধ টার্কির পক্ষে উপযুক্ত আহার। সারাদিন উহাদিগকে ইচ্ছা মত বেড়াইতে দিবে। মাঠ হইতে উহারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই খুঁটিয়া লয়। কেবল সর্ব্বদা পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে রাখা চাই। জল এবং খাবার পাত্রে যেন ময়লা পড়িয়া না থাকে।

টার্কিগুলিকে ঘরে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা বৃথা। উহারা বড়ই অস্থির এবং ভীতু। ইচ্ছামত বেড়াইতে পারিলেই উহাদের আনন্দ হয়। রাত্রে বাহিরে রাখিলে উহারা গাছের শাখায় চড়িয়া ঘুমাইবে। কিন্তু রাত্রে টার্কিকে বাহিরে রাখা উচিত নহে। চোর অথবা বন্য জন্তুতে যাহাতে উহাকে না লইয়া যায়, তজ্জন্য একটি ভাল ঘর করিয়া রাখিবে। একটি বড় চালার চারিদিকে লোহার জাল ঘেরিয়া দিলেই হইল। শীতের দিনে ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে রক্ষা করা দরকার। গ্রীষ্মের দিনে আবার পশ্চিমের গরম হাওয়া যাহাতে না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। লোহার জালের বাহিরে উত্তর এবং পশ্চিম দিকে মাদুর টানাইয়া দিলেই শীত বা গরম হাওয়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মেজেটি যেন বেশ উঁচু এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তাহার উপরে পরিষ্কার খড় বা ছাই বিছাইয়া দিবে। যদি ভিজা জমিতে মুরগী ঘুমায় তাহা হইলে উহার অসুখ হইবে। যদি ঘরের দরজা খোলা রাখা হয় তাহা হইলে গরমের দিনে

উহারা ঘরে ঢুকিয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিবে। ঘরের মুখ দক্ষিণ দিকে থাকা আবশ্যক। হাঁসের ঘর যেরূপে তৈয়ার করিবে টার্কির ঘরও সেইরূপ করিবে। টার্কির ঘরে যেন অন্য কোন প্রকার হাঁস মুর্গী অথবা অন্য কোন গৃহপালিত পাখী না রাখা হয়। যদি টার্কির সহিত এক ঘরে হাস মুর্গী থাকে তাহা হইলে হাস ও মোরগ মরিয়া যাইবে। টার্কি বাগানে মাঠে ঝোপ ঝাড়ে বেড়াইতে ভালবাসে। তাহারা শামুক, পোকা, কেঁচো প্রভৃতি যাহা পায় খাইয়া ফেলে। সুতরাং বাগানের পক্ষেও ইহা খুব উপকারী। টার্কির জন্য যদিও আচ্ছাদিত বিচরণ ক্ষেত্রের দরকার হয় না, তথাপি যেখানে উহারা চলাফেরা করে, সে স্থান যাহাতে ছায়াশীতল থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। উহারা যেখানে খায় ও চরিয়া বেড়ায় তাহার কাছাকাছি বড় গাছ অথবা ঝোপ থাকিলে ভাল হয়।

বেশ বড় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত, শক্তিশালী পাখী দ্বারা ডিম বা বাচ্চা করাইবে। পুরুষ টার্কি ও মেয়ে টার্কি একই রং এর হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। টার্কি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে না। তিন বৎসরের কমে একটি পুং টার্কি এবং দুই বৎসরের নিম্নে একটি স্ত্রী টার্কি সন্তান জননের উপযোগী হয় না। এক বৎসরের পুর্ব্বেই ইহাদের ডিম হইতে আরম্ভ হয়। মুরগীকে পূর্ণ এক বৎসর না হইলে এবং মোরগকে দুই বৎসর না হইলে এক সঙ্গে মিশিতে দিবে না। এই সময়ের পরে তাহাদের মিশিতে দিতে পারা যায়, কিন্তু উহাদের সংযোগে যে ডিম হইবে উহা প্রথম বৎসরে খাইয়া ফেলিবে, বাচ্চা করার জন্য রাখিবে না। দ্বিতীয় বৎসরে ডিমে বাচ্চা করা যাইতে পারে। উহাতে বেশ বলশালী বাচ্চা জন্মিবে। টার্কির বাচ্চা জন্মাইতে হইলে উহাদের জন্মসম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিকটতম বাচ্চাদের মধ্যে অর্থাৎ যেমন সহোদর ভাই বোন ইত্যাদির মধ্যে বাচ্চা হইলে সেগুলি দুর্ব্বল হয়, এবং তাহাদের প্রতিপালন ও কষ্টসাধ্য হয়। এই কারণে এক বৎসর অথবা প্রতি দুই বৎসর পরে হয় মোরগ না হয় মুর্গী পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। একটি তিন বৎসরের মোরগ দ্বারা যদি দুই বৎসর বয়স্ক ৪টি হইতে ছয়টি মুর্গীর কতকগুলি বাচ্চা জন্মান হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা তিন বা চার বৎসর বাচ্চা জন্মান যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের নিকট সম্পর্কের জন্য ডিম বা বাচ্চা ভাল হইবে না। যদি দুই দল আলাদা মোরগ এবং মুর্গী রাখা যায়, তবে উহাদের একের সহিত অপরের সংযোগে ভাল বাচ্চা হইবে। কিন্তু তাহাতে দুই দলের জন্য আলাদা বাসগৃহ, পৃথক বিচরণ ক্ষেত্র প্রভৃতি তৈয়ার করা আবশ্যক। তাহা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। মোরগ অথবা মুর্গীটিকে প্রত্যেক দুই বৎসর পরে বদলাইয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। ইহাতে এক দিকের বাচ্চার সহিত অপর দিকের বাচ্চার কোন রক্তের সম্পর্ক না থাকাতে উহাদের সন্তানগুলি খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কোন্ টার্কি দ্বারা কাহার সহিত সন্তান উৎপাদন করিবে, ইহা নির্ব্বাচন একটি শক্ত ব্যাপার। কেননা বাচ্চা নির্ব্বাচনের উপরেই লাভের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। দুইটি পাখীই এক রক্তের না হওয়ার একটি সহজ ব্যবস্থা আছে। একজনের নিকট হইতে একটি মোরগ কিনিবে, এবং ভিন্ন গ্রামের আর এক জনের নিকট হইতে মুরগী কিনিবে। অথবা যদি দুই দল মোরগ ও মুর্গী কেনা হয়, তবে একদলের মোরগের সহিত অপর

দলের মুর্গীর সংমিশ্রণ ঘটাইবে। ইহাতে আর রক্তের নিকট সম্বন্ধ জনিত দুর্ব্বল বাচ্চা হওয়ার ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

একটি মোরগের সহিত কয়টি মুরগী মিশিতে দিবে তাহা একটু চিন্তার বিষয়। একটি মোরগের জন্য ছয়টির বেশী মুর্গীর ব্যবস্থা উচিত নয়। দুইটি মুর্গী ও একটি মোরগ রাখিয়াও দেখা গিয়াছে যে বেশ ভাল বাচ্চা জন্মে।

একটি মোরগের জন্য ছয়টির অধিক মুরগীর ব্যবস্থা করিলে ফল ভাল না হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ আবার মনে করেন যে একটি টার্কি মোরগের জন্য দশটি মুরগীও বেশী নয়।

কোন কোন টার্কি বড়ই কলহ পরায়ণ এবং হিংসা পরায়ণ। উহারা প্রায়শঃ স্ত্রী মোরগ দিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। কখনও কখনও ইহারা বালকদিগকে এবং বড় ছেলেদিগকেও আক্রমণ করে। কোন সময়ে বিসম্বাদ এমন প্রবল হয়, সে ঝগড়ার চোটেই হয়ত উহারা মারা যায়। অন্যান্য মোরগের সহিত টার্কি মোরগ রাখা একরূপ অসম্ভব। উহারা যেমন অপর মোরগের ক্ষতি করে, তেমনি নিজেরাও ক্ষত বিক্ষত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে টার্কি পালন করিতে হইলে উহা গৃহ পালিত জন্তুদের আবাস স্থল হইতে অনেক দূরে রাখিবে।

টার্কি মুরগী নির্জ্জন ও নিভৃত স্থানে থাকিতে ভালবাসে। মার্চ্চ মাসের মাঝা মাঝি উহারা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। ডিম হইবার পূর্ব্বে উহারা এক প্রকার অদ্ভুত রকমের চীৎকার করে এবং মনের আনন্দে ঘাড় দোলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক সময়ে ডিম ফুটাইবার স্থানের সন্ধানে অনেক দূরে নিরালা কোন স্থানে চলিয়া যায়। উহারা পুরুষ টার্কিকে বড় ভয় করে। টার্কির এইরূপ অবস্থা দেখিলেই উহার যত্ন লইবে এবং যাহাতে নির্দ্দিষ্ট বাসায় ডিম পাড়ে তজ্জন্য চেষ্টা করিবে। ঘাস ও শুক্‌না পাতা দিয়া ডিম পাড়ার স্থান তৈয়ার করিবে। ইহা যেন নিরালা স্থানে করা হয়। এবং টার্কি যাহাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ডিম পাড়িতে প্রলুব্ধ হয়, তজ্জন্য চক্ খড়ি কাটিয়া ডিমের মত আকারে বাসার মধ্যে রাখিয়া দিবে। যখন তাহার অস্থিরতা দ্বারা বুঝা যাইবে যে প্রসবের কাল আসন্ন, তখন চালার মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা বাসায় প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং যখনই ডিম পাড়া হইয়া যাইবে, তখনই উহাকে বাহির করিয়া আনিবে। সাধারণতঃ প্রাতে একদিন পর একদিন টার্কি মোরগ ডিম পাড়ে। এইরূপে পনরটি হইতে বিশটি পর্য্যন্ত ডিম না পাড়িয়া তাহারা ক্ষান্ত হয় না। কোন টার্কি আবার প্রত্যহই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়া হইলেই উহা বাহির করিয়া আনিবে। আসল ডিমের স্থলে টার্কির বাসায় কয়েকটি চকের ডিম রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। টার্কি মুরগী বেশ ধৈর্য্য সহকারে ডিমে বসাতে জানে। এই বিষয়ে তাহাদের অনেক বুনো পাখীর সহিত সাদৃশ্য আছে। একবার বসিলে আর কিছুতেই ডিম ছাড়িয়া উঠিতে চাহে না। তাহাদের স্নেহের টান এত বেশী যে জোর করিয়া উঠাইয়া না খাওয়াইলে, কখনও তাহারা খাদ্য স্পর্শ করে না। তাহাদের ঠোঁটের কাছে খাবার ও জল রাখিয়া দিবে। ডিমে তা দিতে বসার পরে যদি আবার কোন ডিম পাড়ে, তাহা হইলে পরের ডিমটি সরাইয়া রাখিবে। ডিমে বসিয়াও কোন কোন টার্কি ডিম পাড়ে। এই কারণে যে সকল ডিম ফুটাইতে দেওয়া হয়, সে গুলি চিহ্নিত করিয়া রাখা ভাল। উহাদিগকে ডিমে বসার পরে আর

বিরক্ত করিবে না। যাহার হাত হইতে উহারা খাদ্য লইতে ভালবাসে, কেবল মাত্র তাহাকেই খাবার দিয়া পাঠাইবে। যাহা তাহারা পছন্দ করে না, তাহা কখনও করিবে না। টার্কির ডিম দেশী মুরগী দিয়া তা দেওয়া যায়। প্রথম পাড়া কতগুলি ডিম মুরগী দিয়া তা দেওয়াইবে। শেষ পাড়া ডিমগুলি টার্কিকে তা দিতে দিবে। তারপর যখন বাচ্চা ফুটিবে, তখন সবগুলি বাচ্চাই প্রতি পালনের জন্য টার্কি মাকে দিয়া দিবে। ইহাতে সহজে এক সময়ে অনেকগুলি বাচ্চা জন্মানো যায়। টার্কির বাচ্চা বড়ই নরম। উহাদের ঠাণ্ডা মোটেই সহ্য হয় না। কাজেই উহাদিগকে শুষ্ক অথচ শীতল স্থানে রাখার ব্যবস্থা করিবে।

২৭ দিনে ডিম ফাটিয়া যায় এবং ২৮ দিনে বাচ্চা বাহির হয়। মুর্গীর ছানার মত টার্কির ছানারও ডিম ফুটিয়া বাহির হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। মা-টার্কিনকে গমের ভুষি ও ভাত জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে। আহার শেষে উহাকে বাসায় ফিরাইয়া নিবে এবং বাচ্চা গুলির উপরে বসাইয়া দিবে। চব্বিশ ঘণ্টা কাল এরূপে রাখিয়া পরে ৬ ফিট × ৩ ফিট একটি কাঠের বাক্সে উহাদিগকে তুলিয়া রাখিবে এবং ছানাগুলির জন্য সম্মুখে খাবার রাখিয়া দিবে।

প্রথম প্রথম টার্কিকে ডিম সিদ্ধ খাইতে দিবে। ডিম প্রথমে শক্ত করিয়া সিদ্ধ করিবে। পরে শ্বেতভাগ এবং কুসুম বা হলদে অংশ একত্রে ছানিবে। তৎপরে উহার উপরে কতগুলি ময়দার গুঁড়া দিবে, এবং শাক কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া উক্ত ডিম ময়দার গুঁড়া ও শাক একত্র ঘাঁটিয়া খাইতে দিবে। প্রথম একদিন বা দুই দিন এইরূপে খাদ্য খাইতে দিবে। তৎপরে চাউলের গুঁড়া, দুধ, ময়দা, ডিমসিদ্ধ, পিয়াজের কুচি, শাক উইপোকা, দই, ভাত ইত্যাদি খাইতে দিবে। প্রথম সপ্তাহের পরে কিছু মাংস ছানিয়া গুড়া করিয়া দিবে।

প্রথম সপ্তাহে ছানাগুলিকে দুই ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প করিয়া খাইতে দিবে। প্রথম সপ্তাহের পরে তিন ঘণ্টা পরে খাওয়ানো উচিত। অল্প পরিমাণে অধিক বার খাওয়ানোই আহারের শ্রেষ্ঠ নীতি। যদি ছানাগুলিকে দুই অথবা তিন ঘণ্টা পরে খাওয়ানো না হয়, অথবা প্রতিবারে অত্যধিক খাদ্য দেওয়া হয়, তবে ছানাগুলির অসুখ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মাঝে মাঝে খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক। সকাল বেলার খাদ্য ডিমসিদ্ধ ময়দার গুড়া এবং পোড়া লঙ্কার গুঁড়া দিলে দ্বিতীয় বারে শাক ও পিয়াজ তৃতীয় বারে চাউল এবং ওটের গুঁড়া চতুর্থবারে দুধ ময়দা ও অল্প লঙ্কা মিশাইয়া, পঞ্চমবারে উইপোকা ষষ্ঠবারে ভাত ও শাক এবং ৭ম বারে রাত্রে কিছু মাংস ও পিয়াজ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। একবারে যতটা খাইতে পারে, প্রত্যেক বারে কেবল মাত্র ততটা খাদ্য দেওয়া উচিত। খাদ্য এবং জলের পাত্র যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। মাটির উপর খাবার পড়িয়া থাকা উচিত নয়। টার্কির বাচ্চার পক্ষে 'লেটুস' শাক, পিয়াজ, উইপোকা, এবং মাংসের গুঁড়া বড়ই উপকারী। দ্বিতীয় দিনেই মা ও বাচ্চাগুলিকে ৬ × ৩ ফিট পরিমাণ আবদ্ধ স্থানে দুর্ব্বাঘাসের উপর ছাড়িয়া দেও। দিনটী বেশ পরিষ্কার এবং মাটি শুক্না না থাকিলে ছানাগুলির ক্ষতি হইবে। রৌদ্র থাকিলে সকাল সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা করিয়া ছানাগুলিকে বাহিরে বেড়াইতে দেওয়া যায়। কিন্তু দুপ্রহরের সূর্য্য কিরণ না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা

একান্ত প্রয়োজন। বাচ্চা-টার্কির যেন কিছুতেই ঠাণ্ডা না লাগে। যদি বৃষ্টি আসিবে মনে হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বাচ্চাগুলিকে ঘরে তুলিবে। তৃতীয় দিনে চওড়া থালে জলপান করিতে দিবে, যেন উহারা শরীর না ভিজাইতে পারে। দিনে তিন চারিবার জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে।

প্রথম দুই সপ্তাহে বাচ্চাগুলিকে লোহার জাল ঘেরা ঘাসের উপর বেড়াইতে দিবে। জালের বেড়াটাকে দিনে অন্ততঃ দুইবার সরাইয়া নূতন স্থানে নিবে। চৌদ্দদিন পরে বাচ্চাগুলিকে সকালে এবং সন্ধ্যায় কিছু কালের জন্য একাকী বাহিরে বেড়াইতে দেওয়া যাইতে পারে। তারপরে উহারা একাই পারিবে। কিন্তু অত্যধিক গরমের দিনে অথবা অত্যধিক ঠাণ্ডার সময় যেন উহাদিগকে অনাবৃত স্থানে বেড়াইতে দেওয়া না হয়।

বাচ্চাদের ঘরের মেজের উপরে ইট চুণ সুর্কী প্রভৃতির গুড়া, পুরাতন রাবিশ এবং মোটা বালি বিছাইয়া দিবে।

ভাল ছাকা পাথরকুচি বালির সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। পানীয় জলের সহিত ৬ মাস মিকশ্চার মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

টার্কির বাচ্চার জন্য প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ আলো হাওয়ার প্রয়োজন। যদি আবদ্ধ স্থানে আটকাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে অসুখ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মা-টার্কি অথবা বাচ্চা টার্কি কাহারো গায়ে যেন পোকা না পড়ে। বাক্সটি এবং উহাদের বিচরণ স্থান কেরোসিন এবং আলকাতরা দিয়া পরিষ্কার করিবে। যখন ছানা-গুলির বয়স ছয়মাস হইবে তখন উহাদিগকে দিনে তিনবার খাইতে দিবে, এবং বড় বড় পাখীদের সহিত বেড়াইতে দিবে। এইরূপ করিলে টার্কি গুলি অতি সহজে বড় সুন্দর ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

টার্কিগুলি বড় হইলে আর উহাদের অসুখ-বিসুখ হয় না। যদি কোন কারণে কখনো হয়' তবে হাঁসের মতই চিকিৎসা করিবে।

খাদ্যের জন্য টার্কি বিক্রয় করিতে হইলে, বিক্রয়ের ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাকে পৃথক করিয়া রাখিবে, উহাকে শুষ্ক হাল্‌কা এবং বড় একটি ঘরে থাকিতে দিবে। এক কোণে প্রচুর পরিমাণে বালি চুণ ছাই ও সুরকী রাখিবে। দিনে চারিবার করিয়া টার্কিটি যত পারে তত খাইতে দিবে। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দাও। মোটা করিতে টার্কির জন্য ডালের গুড়া, বালি, ভাত এবং গমের ভুসি এক সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া ভাল।

উক্ত জিনিসগুলি এক সঙ্গে করিয়া গরম জলে মিশাইবে এবং সিদ্ধ আলুর টুক্‌রা, গাজর, বাধাকপি, শুক্‌না মরিচ ও নুন সংযোগে খাইতে দিবে। দিনে চারিবার করিয়া জলপান করিতে দেওয়া উচিত। মোরগ এবং মুরগীকে এই সময়ে এক স্থানে রাখিবে না। এক বৎসর হইতে দেড় বৎসর বয়স্ক হাঁস মোটা করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

টার্কির নানাপ্রকার রোগ আছে। 'কালো-মাথা' নামে উহাদের এক প্রকার ব্যাধি দেখা যায়। ইহাতে টার্কির মস্তকটা ঘন নীল রং ধারণ করে। ইহা বড়ই সংক্রামক ব্যাধি। পাকস্থলীর পথে যকৃত ও অন্ত্রমধ্যে একপ্রকার পোকা জন্মিয়া এই ব্যাধি উৎপাদন করে।

এই বীজাণু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উহা দেখিতে খুব ছোট ব্যাঙের ডিমের মত। ইহারা এত ছোট যে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে কয়েক হাজার পোকা রাখা যায়।

এই পোকা মাটিতে জন্মে এবং খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া পাখীর পেটে ঢুকিয়া যায়। খুব বেশী পেটের অসুখ দেখিলেই বুঝিতে হইবে 'কালো মাথা' নামক অসুখের বীজাণু উদরে প্রবেশ করিয়াছে। আক্রান্ত পাখীটি প্রথমে নিরুৎসাহ ও অলস হয়, পরে অভিভূতের মত চৈতন্য হারাইয়া ফেলে। তখন উহার মাথাটি গম্ভীর নীল রং ধারণ করে এবং কয়েক দিন পরে ইহাতেই উহার মৃত্যু ঘটে। ক্রমশঃ দলের অন্যান্য টার্কির মধ্যে ও রোগটি ছড়াইয়া পরে। কোন চিকিৎসাতেই আর ফল দেয় না। অবশেষে ব্যবসায়ীকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। সুতরাং এই রোগে পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে উপায় নাই। পাকস্থলীর পথে এই রোগের বীজাণু বাসা বাঁধে—ইহা স্মরণ রাখিবে। কাজেই যখন এক পাখীর সহিত অপর একটির সংমিশ্রণ ঘটাইবে তখন দেখিবে যেন কোন রোগা পাখীর রক্ত না মিশে, যখনই রোগের লক্ষণ টের পাইবে, তৎক্ষণাৎ ঘর দরজা শতকরা দশভাগ ফর্ম্মালিন, ফিনাইল অথবা কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা ধুইয়া দিবে। টার্কির জন্য বিস্তৃত স্থানের আবশ্যক বলিয়া এই শোধন কার্য্য একটু কষ্টকর। আক্রান্ত পাখীকে সরাইয়া রাখিবে। এক চামচ ইপসম্ Epsom লবণ অথবা এক চামচের তিন ভাগের এক ভাগ পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট পানীয় জলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত। দেড় গ্রেণ 'সালোল' salol গলিত খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে। যদি এই রোগের লক্ষণ দেখা দেয় তাহা হইলে কয়েক বৎসর টার্কি পালন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু অনেকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। এই রোগে যে পাখী মরিবে, তাহাকে একেবারে পুড়াইয়া ফেলিবে।

পরীক্ষিত ফরমূলা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিম্নলিখিত ফরমূলা অনুযায়ী Rubber Cement for Cloth প্রস্তুত করা যায়।

(১) ৫ ভাগ Caontchone ও ৩ ভাগ Chloroform একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে এক ভাগ gum mastic (Powder) মিশাইয়া এই কার্য্য উপযোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

(২) ১৬ ভাগ Gutta parcha, ৪ ভাগ Indian rubber, ২ ভাগ Pitch, ১ ভাগ Shellac, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে পরিণত করিয়া একত্র কর। তারপর উহাতে ২ ভাগ linseed oil দিয়া গুলিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। তাহা হইলে ভাল সিমেণ্ট প্রস্তুত হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত প্রণালীতে যে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায় সেই সিমেণ্ট rubber Shoes এবং tiresএ লাগাইবার পক্ষে বেশ ফলপ্রদ।

এই সিমেণ্ট প্রস্তুত ফরমূলা এইরূপ যথা—

Caontchone in Shavings	১০ ভাগ	by weights
Rosin ...	৪ ভাগ	
Gum turpentine	৪০ ভাগ	

এবং খানিকটা oil of turpentine

উপরোক্ত পদার্থগুলি হইতে প্রথমে Caontchone এবং rosin গালাইয়া উহার সহিত gum turpentine মিশ্রিত করিয়া যখন উহা তরল হইবে, তখন উহাতে oil of turpentine মিশ্রিত করিলে উহা তরল থাকিবে। তারপর—

Caontchono ...	১০ ভাগ	by weights
Chloroform ...	২৮০ ভাগ	

একত্রে গুলিয়া আর একটী সলিউসন প্রস্তুত কর।

ব্যবহার করিবার সময় এই সলিউসন দুইটী একত্রে মিশ্রিত করিতে হয়। এই সিমেণ্ট দিয়া rubber Shoeর ভিতর ধৌত করিয়া এবং এই সিমেণ্টে একখণ্ড linen ডুবাইয়া সেই linen, rubber Shoeর ভিতরে লাগাইয়া দাও। তারপর এই linen যখনই Sole এর সহিত লাগিয়া যাইবে তখনই তাহার উহার উপর দরকার অনুযায়ী পাতলা করিয়া সিমেণ্ট লাগাইতে হয়।

নিম্নলিখিত ফরমূলাগুলির সাহায্যে যে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায় তাহার দ্বারা Metals বা ধাতু দ্রব্য সিমেণ্ট করা যায়, এবং নানাবিধ Substance ধাতু দ্রব্যে লাগান যায়। যথা—

(১) ৬০ ভাগ লৌহার গুঁড়া (Powdered iron) ২ ভাগ Sal Ammoniac "স্যাল এমোনিক" এবং ১ ভাগ Sulphur flower "সালফার ফ্লাওয়ার" একত্রে জল দিয়া গুলিয়া ঘন Paste এর মত করিয়া এক প্রকার ভাল সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়, উহার দ্বারা লোহা লোহার উপর সুন্দর ভাবে লাগান যায়। এবং লোহা লোহার উপর লাগাইতে হইলে উপরোক্ত প্রণালী

দ্বারা সিমেণ্ট প্রস্তুত করা বিধেয় এবং এই সিমেণ্ট টাট্‌কা টাট্‌কা ব্যবহার করা উচিত।

(২) এই প্রকার সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার দ্বিতীয় ফরমূলাটী এইরূপ যথা,—

৬ ভাগ Sulphur flowers,

৬ ভাগ dry white lead,

একভাগ Powdered borax,

প্রথমে চালুনি দিয়া ছাঁকিয়া, তারপর একত্রে মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক অবস্থায় একটী টিনের পাত্রে রাখিয়া দিয়া, সেই পাত্রটীর মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহাতে Strong Sulphuric Acid (ষ্ট্রং সালফিউরিক এসিড) মিশ্রিত করিয়া পাত্‌লা বা Thin Paste এর মত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। এই সিমেণ্ট ৫ দিনের ভিতর শক্ত হইয়া যাইবে।

(৩) তৃতীয় ফরমূলাটী এইরূপ যথা—

Graphite	...	৫ পাউণ্ড
Whiting	...	১৫ পাউণ্ড
Litharge	...	১৫ পাউণ্ড

উপরোক্ত পদার্থগুলি একত্রে করিয়া উহার সহিত গরম তৈল (boiled oil) মিশ্রিত Paste এর মত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

(৪) ৪র্থ ফরমূলাটী এইরূপ যথা, white lead "হোয়াইট লিড" এবং Asbestoss "এসবেসটোস্‌" একত্রে মিশ্রিত করিয়া paste এর মত করিলে এক প্রকার সিমেণ্ট হইল।

৫ম ফরমূলা—

(৫) Litharge "লিথারজ" এবং Glycerine গ্লিসিরিণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী Paste প্রস্তুত কর—এবং উহাতে কিছু red lead "রেড লিড" মিশান যাইতে পারে। এই সিমেণ্ট Stone বা পাথরের কার্য্যেও ব্যবহার করা যায়।

৬ষ্ঠ ফরমূলা—

(৬) Boiled oil বা গরম তৈলের সহিত সম পরিমাণে White lead, Pipe clay, এবং black oxide of manganese মিশ্রিত করিয়া একটী Paste প্রস্তুত কর। ইহাও একপ্রকার ভাল সিমেণ্ট, এবং ধাতুদ্রব্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৭ম ফরমূলা—

(৭) Iron fillings এবং Water glue একত্রে মিশ্রিত করিয়া pasteএর মত প্রস্তুত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৮ম ফরমূলা—

(৮) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লও :

Salammoniac	...	...	৪ আউন্স
Sulphur	...	...	২ ঐ
Iron fillings	...	...	৩২ ঐ

যে পরিমাণে সিমেণ্ট দরকার, সেই পরিমাণে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি লইয়া উহাতে অল্প জল মিশ্রিত করিয়া pasteএর মত প্রস্তুত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৯ম ফরমূলা—

Iron fillings (আইরণ ফিলিংস)	...	...	১৬২ আউন্স
Lime (চুণ)	...	...	৮০ ঐ
Red lead "রেড লিড"		...	১৬ ঐ
Alum (ফটকিরি)	...	...	৮ ঐ
Sal ammoniac (সল এমোনিয়াক)			২ ঐ

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া, উহাতে অল্প জল দিয়া pasteএর মত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

১০ম ফরমূলা—

Clay	১০ আউন্স
Iron filling	৪ ঐ
salt	১ ঐ
Borax	১ ঐ
Black oxide of Manganese	২ ঐ

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া উহাতে অল্প পরিমাণে জল দিয়া pasteএর মত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

(১১) নিম্নলিখিত পদার্থগুলি মিশ্রিত কর।

Iron filings	১৮০ আউন্স
Lime	৪৫ ঐ
Salt	৮ ঐ

তা৺পর এই সিমেণ্ট ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই এই মিশ্রণের সহিত Strong Vinegar মিশিত করিয়া pasteএর মত করিয়া লইতে হয়।

(১২) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত কর।

Iron fillings	১৪০ আউন্স
Hydraulic lime	২০ ঐ
Sand	২৫ ঐ
Salammoniac	৩ ঐ

তারপর ইহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উপরোক্ত মিশ্রণের সহিত Strong vineger মিশ্রিত করিয়া pasteএর মত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

(১৩) সম পরিমাণে Zinc oxide এবং Black oxide of manganese মিশ্রিত করিয়া উহাতে Water glue মিশাইয়া pasteএর মত করিলে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

(১৪ ৫ ভাগ glue de Nerfs (of sinews) Water bathএর উপর করিয়া গুলিয়া উহার মধ্যে ১৫ ভাগ Copal varnish, ১০ ভাগ Hydrated lime, ৫ ভাগ Fat drying oil, ৩ ভাগ powdered turpentine, আর ২ ভাগ Essence of turpentine দিয়া গুঁড়া করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

(১৫) Copal Varnish ১৫ ভাগ, Powdered turpentine ৩ ভাগ, Essence of turpentine ২ ভাগ, powdered fish glue ৩ ভাগ, Iron fillings ৩ ভাগ এবং Ocher ১০ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

(১৬) Cast ironএর উপর সিমেণ্ট করিতে হইলে, ১৬ আউন্স Cast iron borings, ২ আউন্স Sal ammoniac এবং ১ আউন্স Sulphur একত্রে মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক অবস্থায় রাখিতে হয়। তারপর ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উপরোক্ত powderএর একভাগ ২০ ভাগ Cast iron boringsএর সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে অল্প পরিমাণে জল দিয়া Stiff pasteএর মত করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

(১৭) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লও।

Litharge বা সিসার গুঁড়া	২ ভাগ,
Boiled linseed oil বা মসিনার তৈল	২ ভাগ,
White lead "হোয়াইট লেড"	১ ভাগ,
Copal "কোপাল"	১ ভাগ,

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্রে গরম করিয়া মিশ্রিত কর; এবং গরম অবস্থায় এই সিমেণ্ট ব্যবহার করা বিধেয়।

(১৮) লোহায় লাগাইবার উপযোগী এক প্রকার Cement আছে তাহাকে water proof এবং fire proof সিমেণ্ট বলে এই প্রকার সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে, সমপরিমাণে red

lead "রেড লেড" এবং litharge "লিথার্জ" glycerine "গ্লিসিরিণের" সহিত একত্রে ভাল ভাবে মিশ্রিত করিয়া glazier's puttyর মত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

এই প্রকার সিমেণ্ট নানাবিধ বড় বড় iron vesselsএ লাগান যায় এবং steam pipes এর iron pans এর ভগ্ন স্থান ইহার দ্বারা সিমেণ্ট করিলে, তাহা আর নষ্ট হয় না।

METALS,, GLASS, PORCELAIN প্রভৃতি দ্রব্যের উপযোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী।

৩০ ভাগ হইতে ৩৬ ভাগ Copper ১.৮৫ Specific gravityর Sulphuric acid এর সহিত একটি iron case বা একটী Porcelain mortar বা "খল" এ ভাল ভাবে চূর্ণ করিয়া fine brown powder এর মত করিয়া উহার সহিত ৭৫ ভাগ mercury বা পারদ সংযুক্ত করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর ধুইয়া ফেলিলে acid টা নষ্ট হইয়া যায়। ১০ ঘণ্টা হইতে ১৪ ঘণ্টার ভিতর এই মিশ্রিত পদার্থটা শক্ত হইয়া আইসে। কিন্তু ইহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে গরম করিয়া লইতে হয়। ইহা গরম করিবার সময় ৬১২'F ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ উঠিলে ইহা নরম হইয়া আইসে এবং ইহাকেই মোমের মত চট্‌কান যায় এই অবস্থায় এই সিমেণ্ট ব্যবহার করিতে হয়, এবং metals কিংবা glass লাগাইলে সিমেণ্টটা যত ঠাণ্ডা হইতে থাকিবে ততই দৃঢ়ভাবে আঁটিতে থাকিবে।

একই কার্য্যোপযোগী অন্য আর এক প্রকার ফরমূলার সাহায্যে সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমে একটা পাত্রে এক ড্রাম (drachm) gum mastic, তিন ড্রাম (drachms) spirit of wine এ গুলিতে হইবে। তারপর আর একটা পৃথক পাত্রে জল রাখিয়া উহাতে তিন ড্রাম (drachms) isinglass ভিজাইতে হইবে। তারপর এক খণ্ড gum ammoniacum লইয়া উহার সহিত অল্প পরিমাণে spirit of wine এবং isinglass সংযুক্ত করিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত gum ammoniacum না গুলিয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা পেষণ করিতে হইবে। শেষে সমস্ত দ্রব্য গুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া water bath এর উপর রাখিয়া গরম করিতে হইবে। তারপর একটা বোতলে সেই বোতলটার মুখ ভালভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ব্যবহার করিবার সময় এই বোতল অভ্যন্তরস্থ সিমেণ্টে গরম জল দিয়া সিমেণ্ট গুলিয়া লইতে হইবে।

Porcelain বা চীনা মাটীর দ্রব্য কোন ধাতু দ্রব্যে লাগাইতে যে সিমেণ্টের দরকার হয়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) সমপরিমাণে alcohal "এলকোহল" (৯৫ P. C.) এবং জল মিশ্রিত করিয়া, এই তরল পদার্থটী ৩০০শত ভাগ finely pulverised chalk অর্থাৎ পরিষ্কার খড়ির গুড়া এবং ২৫০ ভাগ starch (ষ্টার্চ) এর সহিত ভাল ভাবে একত্রিত করিয়া paste এর মত করিলে যে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয় তাহার দ্বারা porcelain বা চীনা মাটীর দ্রব্য ধাতু দ্রব্যে লাগান যায়।

(২) প্রথমে finely powdered burned lime ৩০০ ভাগ অর্থাৎ গরম চূণ সুন্দরভাবে চূর্ণ করিয়া তাহার ৩০০ শত ভাগ, ২৫০ ভাগ powdered starch "ষ্টার্স পাউডার" এর সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর সমপরিমাণে জল

এবং alcohal (৯৫ p.c.) অন্য একটি পাত্রে মিশ্রিত করিয়া, শেষে এই মিশ্রিত পদার্থ দুইটি একত্রিত করিয়া paste এর মত করিলেই সিমেণ্ট হইল।

(৩) সিমেণ্ট এবং plaster উভয়ই এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যে দ্রব্যে জল এবং pressure লাগিতে পারে সেই দ্রব্যে plaster ব্যবহার না করিয়া সিমেণ্ট ব্যবহার করা উচিত। এবং নিম্নলিখিত উপায়ে সিমেণ্ট প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা porcelain দ্রব্য ধাতু দ্রব্যে লাগাইলে, উহাতে যদি জল কিংবা pressure লাগে তাহা হইলেও নষ্ট হইবে না। যথা—

সমপরিমাণে খড়ি (chalk), brick dust বা শুরকি, Clay Romanian Cement একত্রে চূর্ণ করিয়া, উহা মসিনার তৈল বা Linseed oil এর সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। কিন্তু এই পাউডার linseed oil এর সহিত মিশ্রিত করিবার একটা নিয়ম আছে, যথা—অর্দ্ধ ভাগ linseed oil আর ৩ ভাগ উপরোক্ত পাউডার—এইরূপ proportion এ মিশ্রিত করিয়া এই প্রকার সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়। এই সিমেণ্টের adhesive power খুব প্রবল, অর্থাৎ ইহা খুব তাড়াতাড়ি আঁটিয়া যায়।

(৪) প্রথমে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি নিম্নলিখিত ওজনে লইয়া পৃথক পৃথক পাত্রে রাখ।

Acetate of lead	৪৬½ ভাগ by weight,
Alum বা ফট্‌কিরি	৪৬½ ভাগ by weight,
Gum arabic	৭৩ ভাগ by weight,

Flour ৫০০ ভাগ by weight জল ২,০০০ ভাগ by weight,

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমে একটা পাত্রে acetate of lead (এসেটেট অফ লেড) আর alum বা ফটকিরির সহিত অল্প জল মিশ্রিত করিয়া গুলিতে হইবে।

তারপর gum arabicএর মধ্যে গরম জল দিয়া উহাকে পাউডারের (powder) মত করিতে হইবে, যখন উক্ত gum গলিয়া আসিবে, তখন উহাতে flour মিশ্রিত করিয়া আগুনের উপর রাখিয়া গরম করিতে হইবে এবং একখণ্ড কাঠ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। তারপর উহাতে acetate of lead এবং alum এর সলিউসনটী দিয়া কাঠ দ্বারা নাড়াচাড়া করিয়া ভাল ভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে। এই সিমেণ্ট ফুটিয়া উঠিবায় একটু আগেই আগুনের উপর হইতে তুলিয়া লইতে হইবে।

এই সিমেণ্ট ঠাণ্ডা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়। এবং ইহা কাঠ, glass, card board ইত্যাদি metals ধাতু দ্রব্যের সহিত লাগাইবার উৎকৃষ্ট সিমেণ্ট। (ক্রমশঃ)
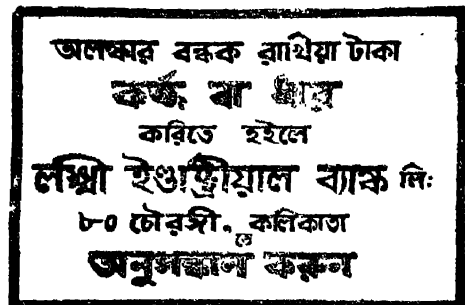
তামাকের বিভিন্ন ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তামাকের পাতা

তামাকের পাতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিয়া শুধু তামাক প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করা বৃথা। কত রকমের তামাকের গাছ আছে তাহার চাষ কোথায় হয়, ভিন্ন ভিন্ন রকমের পাতার কি কি গুণ, এবং তাহার মধ্যে কি কি উপাদান আছে, এই সকল বিশেষরূপে জানা দরকার।

তামাকের পাতা উদ্ভিদ্ বিভাগ (Nicotina) "নিকোটিনা" শ্রেণীভুক্ত; যদিও তামাকের আদি জন্ম ভারতবর্ষে নহে, তথাপি ভারতের মাটিতে অতি পুরাকাল হইতে তামাকের ফসল অতি সুন্দর হইতেছে। ভারতীয় মাটিতে, ভারতীয় আবহাওয়ায় তামাক এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে আজকাল জগতের ভিতর ভারতবর্ষে যে পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইতেছে, একমাত্র আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ছাড়া আর কুত্রাপি তত তামাক উৎপন্ন হইতেছে না। সুতরাং তামাকের চাষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ জগতের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতে বর্ত্তমানে সব শুদ্ধ মোট প্রায় দশ লক্ষ 'একর' জমিতে তামাকের চাষ হইতেছে; এই জমি প্রধানতঃ বাংলা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বিহার ও উড়িষ্যা, বোম্বে প্রেসিডেন্সি ও ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি। ভারতে তামাক উৎপাদনের উপযুক্ত ভূমির অভাব নাই এবং নানা জাতীয় তামাক যথেষ্ট পরিমাণে এদেশে তৈরী হয় বলিয়াই ভারতবর্ষ নানাবিধ তামাক প্রস্তুতের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলা যাইতে পারে।

কোন্ কোন্ জায়গায় তামাকের চাষ বেশী হয়

ভারতের সর্ব্বপ্রধান তামাক চাষের স্থান গুলির নাম আমরা এখানে দিতেছি। বাংলাদেশে প্রধানতঃ রংপুর জেলার সর্ব্বত্রই তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তারপর জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঢাকা ও যশোহর জেলা; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গণ্টুর, কোয়েম্বাটোর, ভিজাগাপটম্, এজেন্সি ডিভিসন, মাদুরা, কৃষ্ণা, গোদাবরী এবং কর্ণোল প্রভৃতি স্থানে প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া গঞ্জাম, নেলোর, অনন্তপুর, বেলারি, আর্কট, কুড্ডাপা ও রামনদ প্রভৃতি স্থানেও তামাক জন্মিয়া থাকে। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা জেলায় সবচেয়ে বেশী তামাক জন্মে। কটক ও মুঙ্গের জেলায়ও প্রচুর তামাক হয়। বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে বেলগাঁও, কয়রা ও সেতারা ডিভিসন, আমেদাবাদ, ব্রোচ, খান্দেশ, আহমেদনগর, বিজাপুর ও সোলাপুর

প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে তামাকের চাষ হয়। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও বোধ হয় তেমন হয় না। পাঞ্জাব প্রদেশে শিয়ালকোট, জলন্ধর, আটক, লায়ালপুর, ফেরোজপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে তামাক উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদেশকে আপার বর্ম্মা ও লোয়ার বর্ম্মা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অপার বর্ম্মায় ম্যান্‌ডালে, পে-নেঙ্গ্‌ পাকোক্কু, মিলজিয়াম্‌ প্রভৃতি স্থান, এবং লোয়ার বর্ম্মায় হেন্‌জাদা, থেয়েটমো, টঙ্গো, থারাওয়াডি, পেগু, মবিন এবং বেসিন্‌ প্রভৃতি স্থানে তামাক যথেষ্ট জন্মে। এই সকল স্থান ব্যতীত আগ্রা ও অযোধ্যায়, যুক্তপ্রদেশে, সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও আসাম প্রদেশেও ব্যবসায় উপযোগী তামাকের চাষ হইয়া থাকে।

ব্রিটিস্‌ভারতের এলেকার বাহিরে হায়দারাবাদ ষ্টেটেও প্রচুর পরিমাণে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। ক্রমেই এই ষ্টেটে তামাকের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানকার উৎপন্ন তামাকের পরিমাণ সমুদয় ভারতের উৎপন্নের সঙ্গে যোগ করিলে, ভারতবর্ষ যে জগতের মধ্যে তামাক চাষের একটি সর্ব্বপ্রধান জায়গা তাহাই প্রমাণিত হয়।

ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন দেশের তামাক বিস্তীর্ণ ভূমিতে ও বিভিন্ন আবহাওয়ায় জন্মিয়া থাকে, যথা—ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস্‌ অব আমেরিকা, সুমাত্রা, কিউবা, ফিলিপাইনস্‌, ব্র্যাজিল, মেক্সিকো এবং কানাডা প্রভৃতি দেশ।

ভারতে উৎপন্ন বিভিন্ন রকমের তামাক

আবহাওয়ার বিভিন্নতা ও মাটির প্রকার ভেদে তামাক বিভিন্ন রকমের উৎপন্ন হয়; অন্য কোন পণ্য তেমন প্রায় হয় না। এই কারণে তামাকের প্রায় শতাবধি বিভিন্ন পাতা ভারতবর্ষের নানা স্থানে উৎপন্ন হইতেছে এবং যে জেলায় এই সকল তামাক উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল জেলার নাম অনুসারে ঐ তামাকের নাম হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন রকম তামাক বিভিন্ন রকমে ব্যবহার করিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে শ্রেণীর পাতায় ভাল হুঁকার তামাক হইতে পারে, সেই পাতা নস্য, সিগার বা সিগারেটের পক্ষে হয়ত মোটেই উপযোগী নহে। মোটামুটি ভাল তামাকের বিশেষত্ব ইহার flavour বা শুঁকিলেই গন্ধ দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট তামাকে সুমিষ্ট মনোমোহন গন্ধ থাকিবে, এবং তাহা খুব কড়া বা খুব মিঠাও হইবে না। চিবাইয়া খাওয়ার জন্য যে তামাক ব্যবহৃত হয় তাহার সুবাস খুব বেশী থাকা চাই ও তাহা কঠিন তামাক হওয়া দরকার যেন বাহিরের সৌগন্ধ তাহাতে মিশ্রিত করিলে তাহা আঁকড়াইয়া ধারণ করিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের তামাকের পাতার বর্ণনা করিতে গেলে, "গাহ তামাক"কে (Strongest tobacco) সবচেয়ে কড়া তামাক বলা যায়। ইহার কোন সুবাস নাই, পাতার ভাগও ইহাতে অল্পই থাকে—কেবল ১৫ থেকে ১৮ ইঞ্চি লম্বা একটি মোটা ডাঁটাই ইহার সর্ব্বস্ব। "মতিহারী" তামাকও তেজস্বী চওড়া আকারের। ইহা প্রায় সকল রকম সাধারণ তামাকের সঙ্গে সামান্য একটু কড়া করার জন্য মিশান হইয়া থাকে। ইহা লম্বায় প্রায় ৮ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৬ ইঞ্চি হইয়া থাকে। "হিংলি" তামাক medium বা মিঠা কড়া তামাক; ইহা লম্বায় ৮ হইতে ১০ ইঞ্চি ও চওড়ায় ১॥০ হইতে ২॥০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাতা উৎকৃষ্ট তামাকে ব্যবহৃত হয়।

"পানুপাতা" তামাক সবচেয়ে বড় আকারের হয়, ইহা ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া হইয়া থাকে। ইহা (mild) মিঠা তামাক এবং এই জন্য মিঠা তামাক তৈরি করিতে সর্ব্বদা এই পাতাই ব্যবহৃত হয়।

এখানে ইহা বলা যাইতে পারে যে এক জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের পাতা তাহাদের স্ব স্ব গুণ অনুসারে পৃথক শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ "মতিহারী" তামাক ধরা যাইতে পারে। ইহাকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হয় যথা—'উত্তম' 'মধ্যম' ও 'নিকৃষ্ট'। আবার "মতিহারী" অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে তামাক তাহার "উত্তম শ্রেণী" মতিহারীর 'মধ্যম' ও "নিকৃষ্ট" শ্রেণীর তুল্য হইয়া বা একই জিনিস বলিয়া যে বাজারে অহরহঃ চলিতেছে তাহাও দেখা যায়।

PIPE TOBACCO বা পাইপে খাওয়ার তামাক

পাইপে যে তামাক ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রধানতঃ নানা প্রকার উৎকৃষ্ট মিশ্রিত তামাকের মিশ্রণে তৈরি হয়।

CHEWING TOBACCO বা চিবাইয়া খাওয়ার তামাক

ইহা উৎকৃষ্ট তামাকের মিশ্রণে তৈরি হয় এবং প্রেসে চাপিয়া ইহাকে কাঠের মত শক্ত করিয়া পণ্য হিসাবে বিক্রয় করা হয়।

নস্য বা - SNUFF

নস্য তামাকের সূক্ষ্ম গুড়া মাত্র ; টানিয়া নাসিকায় সেবন করা হয়। ভারতের মান্দ্রাজ অঞ্চলের তামাকেই ভাল নস্য তৈরি হয়। ইহা তৈরি করিতে তামাককে সূক্ষ্ম করিয়া গুড়া করা ছাড়া আর কোনো হাঙ্গাম নাই।

আমরা এখানে তামাক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম, তাহার ভিতর চুরুট ও বিড়ি ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। চুরুট ও বিড়ি সিগারেটের জাত ভাই বলা চলে. কিন্তু ইহা ছাড়া অনেক প্রকার (Smoke) তামাক আছে যাহা কেবল ভারতবর্ষেই তৈরি হয় এবং বিলাতে প্রস্তুত কোনো তামাকের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য মিলে না। ভারতবাসীর সভ্যতা ও আদব-কায়দার দস্তুর অনুসারে যেমন ভারতীয় তামাক প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তেমনি পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার অনুযায়ী সিগারেট ইত্যাদি তৈরি হইয়াছে। দেশীয় তামাক গুলিকে আমরা নিম্নলিখিত বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি, যথা—

(১) ধূম পানার্থে—

(ক) হুঁকায় ব্যবহৃত নানা প্রকারের তামাক।

(২) নাসিকায় সেবনের জন্য—

(ক) নস্য, অবশ্য ইহাও নানা প্রকারে তৈরি হয়।

(৩) চিবাইয়া খাওয়ার জন্য—

(ক) সুরতি

(খ) জর্দ্দা

(গ) দোক্তা

(ঘ) সুখা

হুঁকার তামাক

ইহা তৈরি করা অতি সহজ। তামাক কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তাহা চিটাগুড় বা রাব গুড়ের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইতে হয়। গয়ার, আনারপুরী ও বিষ্ণুপুরী তামাকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সুগন্ধ বা খোসবাই মিশ্রিত করা হয়। বড় লোকেরা এই তামাক আরামের জন্য হুঁকায়

বদলে জল সংযোগে লম্বা গড়গড়া বা আলবোলায় সেবন করিয়া থাকেন। হুঁকার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না; কারণ ভারতবাসীর প্রতি ঘরে ইহা বিরাজমান আছে।

কথায় বলে—"হুকায় পুত্র শোক নিবারণ করে," ইহার অর্থ ভারতের ঘরে ঘরে হুঁকার এত প্রভাব-প্রতিপত্তি যে মানুষ কর্ম্মশ্রান্ত, পথশ্রান্ত হইয়া বা পুত্রশোকের ন্যায় ভীষণ মনোবেদনা পাইয়াও হুঁকায় এক ছিলিম তামাক খাইয়া একটু আরাম ও সান্ত্বনা অনুভব করে। হুঁকার প্রতিপত্তিকে বিদেশী সিগারেট আসিয়া নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে।

যদিও বাহিরে travelling বা দেশ বিদেশে ভ্রমণের পক্ষে হুঁকা সুবিধা জনক নহে, তথাপি হুঁকার তামাকের ধুঁয়া জলের ভিতর দিয়া (filtered) শোধিত হইয়া আসে বলিয়া সিগারেট, চুরুট ও বিড়ির ধুঁয়া (lungs) ফুসফুসের ক্রিয়ার যত অনিষ্ট করে, হুঁকার তামাক তত অনিষ্ট করে না, ইহা ডাক্তারেরা বলিয়া থাকেন। একথা বলার উদ্দেশ্য, যাঁহারা ধুম পানে অভ্যস্থ, তাঁহারা যেন বিচার করিয়া, একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইলেও যে প্রকার তামাকে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের অনিষ্টের সম্ভাবনা কম, তাহাই যেন সেবন করেন।

নস্য

ইতিপূর্ব্বে যে প্রণালীর কথা বলিয়াছি, নস্য তৈরি করিতে তাহা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তবে তামাকের সূক্ষ্ম গুড়া হাতে না করিয়া 'মেসিনে' করিলে বোধ হয় পরিশ্রম ও সময়ের অনেক সাশ্রয় হইতে পারে। ব্যবসায়ের হিসাবে এই সাশ্রয়ের মূল্য আছে।

সুরতি

সুরতি তৈরি করিতে তামাকের সঙ্গে অনেক প্রকার সুগন্ধ, আস্বাদ উপযোগী করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। সুরতি বড়লোক ছাড়া প্রায় কেহ ব্যবহার করিতে পারে না।

জরদা

সুরতির অপেক্ষা মোটা আকারে তৈরি হয়। ইহাতেও কিছু খোসবাই মিশান হইয়া থাকে এবং মধ্যবিত্ত লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

দোক্তা

সাধারণ তামাকের পাতা আগুনের উত্তাপে বেশ মড়মড়ে করিয়া ভাজিয়া, তাহা গুড়া করতঃ, তাহার সঙ্গে নানা প্রকার সুগন্ধি মশলা মিশাইলেই দোক্তা তৈরি হয়। ইহা পানের সঙ্গে বা শুধু চিবাইয়া খায়।

সুখা

অতি গরীব লোকেরা (যাহারা পান পর্য্যন্ত কিনিয়া খাইতে অক্ষম) সুখা চিবাইয়া খায়। ইহা তামাকের পাতার শুধু গুড়া মাত্র।

বাংলার পাট

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথমতঃ দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে পাট একমাত্র আমাদেরই Monopoly—এ বিষয়ে আমরা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভাগ্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এমন লাভবান কৃষি আমাদের দেশে ব্যতীত অন্য কোন দেশে জন্মে না। আর এই পাটের চাহিদা সমস্ত দেশেই আছে; এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমরা ভাগ্যবান। কিন্তু শুধু পাটের Monopoly থাকিলে চলিবে না, কারণ পাট Monopoly বলিয়া যদি আমরা ইহার চাহিদা অপেক্ষা বেশী পাট উৎপন্ন করি তবে পাটের প্রকৃত মূল্য থাকিবে না। পাটের যে পরিমাণে চাহিদা হয় সেই পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিলে তবে পাটের প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায়। নতুবা যদি চাহিদা অপেক্ষা বেশী পাট জন্মে তবে খরিদদারগণ ইচ্ছা মত দর দিয়া পাট খরিদ করিতে পারিবেন। কারণ পাট যথেষ্ট আমদানী আছে, আর দরিদ্রগণও বিক্রয় না করিয়া পারিবে না।

অতএব পাটের প্রকৃত মূল্য পাইতে হইলে ইহার Demand and supply যাহাতে সমান হয় তাহাই করিতে হইবে। বর্ত্তমানে পাট যখন Over production তখন Restriction পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পাটের over production কমাইয়া দিতে হইবে। যে জাতি জিনিসের Over production হ্রাস করিতে না পারে সে জাতি সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য পায় না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কতকটা সেই প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাটের Over production হ্রাস করিয়া দিবার আমাদের একান্ত প্রয়োজন; নচেৎ শুধু monopoly of Jute এর কোন অর্থ থাকিবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাহারা restriction এর কার্য্য করেন তাঁহারা production বন্ধ করিতে না বলিয়া বিক্রয় বন্ধ করিতে বলেন। আচ্ছা, পাটের production যদি বন্ধ না হইল তবে তাহার বিক্রয় বন্ধ করিলে কি লাভ হইবে? কারণ কৃষকগণ পাট উৎপন্ন করিতে থাকিল আর এদিকে বিক্রয় বন্ধ, ইহাতে কৃষকদিগের ক্ষতি ছাড়া ক্রেতাদিগের ক্ষতি নয়। কারণ দরিদ্র কৃষকগণ যখন পাট উৎপন্ন করিয়াছে তখন তাহাদের বিক্রয় করিতেই হইবে। তখন ক্রেতাগণ সুবিধা বুঝিয়া অল্প দামে পাট খরিদ করিতে পারিবেন। এই প্রকারে restriction করিলে চলিবে না। যে কোন উপায়ে হউক পাটের over production বন্ধ করিতেই হইবে। তাহা হইলে পাট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে। আরও বুঝা যায়, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি এখনও হয়নি যাহাদের পাট না হইলে চলিতে পারে; আর সেই পাটের জন্য তাহাদিগকে ভারতের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। অতএব এখন হইতেই যদি সতর্ক পূর্ব্বক পাটের over

production বন্ধ করা যায় তবে আমরা এই লাভবান কৃষির উপযুক্ত দর পাইব, আর আমরা যদি পাটের Over production বন্ধ করিতে না পারি তবে ইহার উপযুক্ত মূল্য দূরে থাকুক সিকি মূল্যও পাব কিনা সন্দেহ।

হয়তঃ অপরাপর দেশে Over production বন্ধ করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিতেও পারে; কারণ যে জিনিষের over production বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে সে সমস্ত জিনিষের চাহিদা elastic হইতেও পারে।

কিন্তু পাটের চাহিদা inelastic। অতএব পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যত পাটের দরকার তাহার চেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন করিলে কোন লাভ নাই। সুতরাং আমরা যদি পাটের over production বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করি তবে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাট অতিরিক্ত উৎপন্নের দরুণ এবৎসর কৃষক, প্রতি মণ ৩৲ কি তারও কম মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে তাহাদের পাট উৎপন্ন করিবার অর্দ্ধেক মূল্যও উঠিতেছে না বলিলেও অত্যুক্তি হবে না। যদিও Director of statistics এবং Bengal Provincial Banking Enquiry এক মত হইয়া বলিয়াছেন যে এক মণ পাট উৎপন্ন করিতে ৬৲ টাকার কম পড়িতে পারে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে তাঁহারা একটু ভুল করিতেছেন। কারণ অনেক কৃষকগণই পাট উৎপন্ন করিবার সময় মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকেন তাহার সুদ এবং Extra "bullock days" এর খরচ ধরিয়া হিসাব করিলে এক মণ পাট উৎপন্ন করিতে প্রায় ৮৲ টাকার বেশী পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে কৃষকদিগকে বাঁচাইবার একমাত্র পথ পাট উৎপাদনের উপর restriction অবলম্বন।

এই প্রসঙ্গে Mr. G. W. F. Rowe'র কথা সংক্ষেপে বলিবার প্রয়োজন। Mr. Rowe গত সেপ্টেম্বর মাসের Economic Journal এ "Artificial Control of Raw Material supplies" নামে একটী article বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহাতেও তিনি কৃষকগণকে পাট অতিরিক্ত উৎপন্ন করা বন্ধ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কারণ এ বৎসর যে প্রকার পাট আমদানী আছে তাহার উপর আগামী বৎসর যদি পুনরায় পাট জন্মে তবে আর পাটের দর উঠিবে না। তিনি restriction policy অবলম্বন করিতে বলিতেছেন না। তিনি সাধারণভাবে কৃষকগণকে অতিরিক্ত পাট বুনিতে নিষেধ করিতেছেন।

ইহার ফলে হয় ত কৃষকগণ পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে; কিন্তু ভয় হয় যে যদি পাট উৎপন্ন সম্বন্ধে কোন প্রকার restriction policy বা আইনকানুন না থাকে তবে হয়তঃ ক্রমে ক্রমে পাটের চাহিদা অপেক্ষা পাট উৎপন্ন কম হইয়া যাইবে, অর্থাৎ insufficient supply of Jute হইবে। পৃথিবীতে যে প্রকার পাটের চাহিদা হইবে সেই প্রকারে পাট উৎপন্ন করার তো দরকার। তবে আমরা Mr. Rowea মতটী এই বলিয়া ধরিতে পারি যে কৃষকগণ যদি এই বৎসর আর নূতন পাট না উৎপাদন করে তবে পাটের খাঁটী মূল্য পাওয়া যাইবে। তবে কৃষকগণ যে ক্রমে ক্রমে পাট বুনা একেবারে হ্রাস করিয়া দিবে তাহা নহে।

Mr. Rowe এই প্রকার মত দিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহার মতে কৃষিজাত ফসলের

(Agricultural crops) উপর কোন প্রকার Control করা প্রকৃতই অসম্ভব। তাই তিনি কৃষকদিগকে এই বৎসর নূতন পাট বুনিতে নিষেধ করিয়াছেন।

Mr Rowe যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অস্বীকার করিবার কিছুই নাই। তথাপিও পাট যখন আমাদের monopoly তখন পাটের উপর restriction বসাইলে অনেক উপকার হইবে। কারণ পাটের দরকার হইবেই। আর সেই পাট আমাদেরই Supply করিতে হইবে। কারণ পাট অন্য কোথায়ও হয় না। সুতরাং যদি restriction Policy অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে কৃষকগণের মধ্যে একতা সংস্থাপন হইতে পারে। আর propaganda work দ্বারা কৃষকগণকে কতটা জমি পাট বুনিতে হইবে, কতটা জমিতে পাট বুনিলে কি পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইবে, কি প্রকারে পাটের চাষ করিলে ভাল পাট হইতে পারে, কোন বৎসর পাটের কি পরিমাণ চাহিদা, আর কি পরিমাণ পাট বুনিলে চাহিদা উপযোগী পাট উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি সম্যক বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। আর এই কার্য্য ভাল ভাবে Organise করিয়া ware house, নূতন নূতন Market স্থাপন করিয়া এবং যাহাতে marketএ ভাল ভাবে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহার সুবিধা করিয়া দিলে কৃষকগণের অনেক উপকার হইবে এবং তাহাদের নানাবিধ অসুবিধাও দূর হইবে।

গত ৩০ বৎসরের মধ্যে পাটের ব্যবহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর যদি পাট সম্বন্ধীয় কোন ভাল Organisati n থাকে তাহা হইলে Propaganda works দ্বারা পাটের চাহিদা আরো বৃদ্ধি হইতে পারে। এই প্রকার propaganda work দ্বারাই Tea Association বা (চায়ের সমিতিটা) বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং চা'র market এর ঢের উন্নতি হইয়াছে।

ধান, চাল, গম এবং অন্যান্য মাল মশলার ন্যায়ই পাটের চাহিদাও খুব বেশী। অর্থাৎ পাটও এই সকল দ্রব্যের মত আবশ্যকীয় এবং নানাবিধ কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

এই সমস্ত কারণে পাটকে আমরা "Primary necessities" এর ভিতর গণ্য করিতে পারি। অতএব পাট যখন আমাদের এত দরকারী তখন propaganda work দ্বারা ইহার যথেষ্ট উন্নতি করা যাইতে পারে।

আজকাল যে সব কাগজের, তুলার বা কাপড়ের bags বা থলে লোকে সচরাচর ব্যবহার করে। পাটের উন্নতি হইলে লোকে এই সকল থলের পরিবর্ত্তে পাটের থলেই ব্যবহার করিবে। এবং পাটের থলের দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবে। ইহা কাগজের থলের ন্যায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যাইবে না। যদি প্রথমে ইহার একটু মূল্য বেশী হইত, তথাপিও তাহাতে লোকসান হইবে না, কারন ইহা কাপড় কিংবা কাগজের থলের চেয়ে অনেক দিন টিকিবে, এবং পুরাতন থলে গুলির দ্বারাও অনেক কার্য্য চালান যাইবে। এই সমস্ত কারণে আশা করা যায় যে পাটের Propaganda work করিলে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে National Economic policyর প্রয়োজন। এবং আশা করা যায় যে গভর্ণমেণ্ট যদি এই বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন তবে National Economic Policyর অভাব হয় না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নানাবিধ কার্য্যাবলী নানাবিধ পথে চালিত হয় এই জন্য

মাঝে মাঝে এমন এমন সমস্যা উপস্থিত হয় যাহা গভর্ণমেণ্টের শক্তির বাহিরে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান সমস্যার স্থায় সমস্যার মীমাংসা করিতে গভর্ণমেণ্ট যদি National Economic policy অবলম্বন করেন তবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সব সময় তাহা করেন না। যেমন The Department of Agriculture মাঝে মাঝে পাটের report বা বিবরণ দেন, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি থাকে না। যথা পৃথিবীতে কি পরিমাণে পাটের চাহিদা এবং কৃষকগণ কি পরিমাণে বা কি পরিমাণ জমিতে পাট বুনিবে ইত্যাদি থাকে না। সুতরাং এই সমস্ত report দ্বারা কৃষকের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না। কারণ নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞতার গাঢ়তম স্তরে রহিয়াছে, তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে যে পাটের কি পরিমাণ চাহিদা, আর কি পরিমাণ পাট মজুত আছে এবং কি পরিমাণে তাহারা উৎপন্ন করিবে। এই জন্যই ware house, Propaganda work প্রভৃতির দরকার; আর আজ যদি প্রত্যেক কেন্দ্রে কেন্দ্রে ware house থাকিত, Propaganda work ভাল ভাবে চলিত তাহা হইলে নিরক্ষর কৃষকগণ সহজেই বুঝিতে পারিত যে কি পরিমাণ পাট মজুত আছে আর কি পরিমাণে তাহারা বুনিতে পারে। এবং তাহা হইলে আজ এ দুর্দ্দশাময় সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপনীত হইত না। বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক দেশেই মাঝে মাঝে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার মত সমস্যার মীমাংসা করিতে হয়। কিন্তু তাহা আমাদের দেশের ন্যায় দারুণ সমস্যার বহ্নিতে বেশী দিন দগ্ধ হয় না। কারণ তাহাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট এবং ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ঐকান্তিক যত্নে সেই আগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আর দেশবাসীদিগের বিশেষ কষ্ট থাকে না। কিন্তু আজ আমাদের এই দুর্দ্দিনে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা করণে এবং যখনই কোন সঙ্কটপূর্ণ সমস্যা উপস্থিত হয় সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করণে আমাদের গভর্ণমেণ্টের এবং দেশবাসীর অবহেলা সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হয়। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা।

আমরা Year book of Agriculture of the U. S. A. for 1930" পাঠ করিলে যে কেবল মাত্র তাহাদের গভর্ণমেণ্টে এবং আমাদের গভর্ণমেণ্টে কি প্রভেদ জানিতে পারিব তাহা নহে; ইহা পাঠে আমরা আরো জানিতে পারিব যে আমরা কি কি প্রণালীতে কার্য্য চালাইলে পাটের সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিব।

গত বৎসর আমেরিকার কংগ্রেস হইতে যে Agricultural Marketing পাশ হইয়াছে তাহার তালিকা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি।

(১) কো-অপারেটিভ সেলিং এসোসিয়েশন (Co-operative selling association) stabalisation Corporation এবং ক্লিয়ারিং হাউস্ (Clearing houses) ইত্যাদির দ্বারা যাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে "বারগেণিং" (bargaining) ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে তাহারা Marketing opration এ সুদক্ষ হইতে পারে এ বিষয় শিক্ষা দিবার দরকার।

(২) Stabilizing the supply of agricultural products এবং surplus production সম্ভবমত নিবারণ করিয়া এবং surplus দ্রব্যগুলি distribution করিয়া,

জিনিসের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি যত কমিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় agricultural policyর উন্নতি করিতে হইবে with reference to land utilisation, marginal land, and in general the control of the farm land area.

(৪) কৃষি জাত দ্রব্য সমূহের দেশীয় এবং বিদেশীয় market যাহাতে বড় হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশেষতঃ by-products বা খারাপ দ্রব্য সমূহের উন্নতি করিয়া এবং কৃষি জাত দ্রব্যের নূতন নূতন ব্যবহার দেখাইয়া দেশী এবং বিদেশী market গুলি বড় করিবার চেষ্টা করা উচিত।

(৫) অনেক সময় কৃষকগণ জিনিষ পত্র রপ্তানি করিবার সময় অনেক ভুল করিয়া থাকে সেই সমস্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবার বিশেষ দরকার।

(৬) কৃষকগণ যাহাকে তাহাদের জিনিষগুলি অনর্থক নষ্ট না করে এবং কৃষি জাত দ্রব্য সমূহ লইয়া অপ্রিয় sepeculation না করে, সে বিষয় শিক্ষা প্রদান করা বিশেষ দরকার।

মোটের উপর সংক্ষেপে এই বলা যায় যে তথাকার কংগ্রেস,—কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য Co-oparative Marketing associations যাহাতে ভাল ভাবে organise করা যায় বা চালান যায় সেদিকে নজর দিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

মোটের উপর এখন আর একটা কথা বলিয়া শেষ করা যাক—যে পাট যখন আমাদের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য এবং ইহার উন্নতি অবনতির সঙ্গে বাংলার জাতীয় জীবনের উন্নতি অবনতি ঘটিতে পারে, তখন এই পাটের উন্নতি কল্পে সকলের দৃঢ় চেষ্টা হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। *

* শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তৃতাবলম্বনে লিখিত।

সপেটা

[শ্রীসুরথ কুমার সরকার]

অনেকেই এখনও এই ফলটীর সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত ন'ন। ইহার গাছগুলি দেখিতে অনেকটা ছাতিমগাছের ন্যায়। ফলগুলি গাবের আকারের মত হয়। রং পোড়া মাটির মত বাদামী ও ধূসর মিশ্রিত। ইহা খাইতে এত মিষ্টি যে ইহাকে গেছো দানাদার বা রসগোল্লাও বলা যাইতে পারে। বিলাতী গাবের ন্যায় ইহাতে যে একটা মিষ্টি গন্ধ আছে তাহা যাঁহারা পছন্দ করেন তাঁহারা এই ফলটীর খুবই ভক্ত। তবে মিষ্টি গন্ধটাই যাহাদের নাকে সহ্য হয় না তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

এই ফলটীর সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা ইহাকে একটা মূল্যবান ফল বলিয়া গণ্য করেন। না জানার জন্য যাহারা সপেটা পছন্দ করেন না তাঁহাদিগকে ইহার স্বাদ একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারা ইহাকে দৈনন্দিন আহার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইবেন। এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এইরূপ—

নদীয়া জেলার উত্তর অঞ্চলে কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ সপেটা কিনিত না। কিন্তু মাত্র এক মাসের চেষ্টায় কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী কয়েকটা হাটে সপেটার চাহিদা এখন সকল ফলের অপেক্ষা বেশী। সেখানে এখন বড় সপেটা একটী দুই তিন পয়সা মূল্যেও বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রথমে পয়সায় ৪।৫টী দিলেও কেহ লইতে চাহে নাই।—চেষ্টার দ্বারা ইহার চাহিদা সর্ব্বত্রই সমান করা যাইতে পারে।

একটী ১০।১২ বৎসরের গাছে যে পরিমাণ সপেটা ধরে তাহার মূল্য গড়ে ৩টী করিয়া পয়সায় হইলেও ১৫।২০ টাকা। সুতরাং আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের অপেক্ষা যে ইহাতে অনেক বেশী লাভ সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

সপেটার দুইটী জাতি আছে—একফলা ও বারমেসে। একফলা সপেটাগুলি আকারে বারমেসের প্রায় দ্বিগুণ হয় ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকে। বারমেসে সপেটা ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের শেষ পর্য্যন্ত গাছপাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

পাকা সপেটা ও কাঁচা সপেটার রং'এর কোনও প্রভেদ নাই বলিয়া ইহার কাঁচা পাকা ঠিক করা খুবই কঠিন। কাঁচা সপেটার উপরে খস্‌খসে' ও খোসাওঠা মত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ডাঁসা অবস্থায় ইহার উপরিভাগ অনেকটা মসৃণ হইয়া আসে। এই অবস্থায় গাছ হইতে পাড়িয়া ঘরে পাকাইয়া না লইলে পাকা সপেটা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। গাছে রাখিয়া পাকাইতে গেলে শতকরা ৯৫টা ফলই পাখী ও বাদুড়ে খাইয়া যায় বলিয়া গাছপাকা সপেটার আশা করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

গাছ হইতে পাড়িবার সময়ে অন্য ফলের ন্যায়

ইহাকে কখনই মাটিতে ফেলা উচিত নহে। ফলগুলি কেবলই শাঁসে ভরা এবং ইহার খোসা zigzag paper এর স্থায় পাতলা বলিয়া সামান্য আঘাতেই ইহার শাঁস শক্ত ও স্বাদের ব্যতিক্রম হইয়া যায়। সুতরাং ফল সংগ্রাহক এবিষয়ে সাবধান হইবেন।

সপেটার বীজগুলি খুবই শক্ত বলিয়া ইহাদের চারা জন্মান বিশেষ আয়াসসাধ্য। বিশেষতঃ সপেটার বীজের চারায় ফল ধরিতে খুবই বিলম্ব হয় বলিয়া ইহার কলম রোপণ করাই বিধেয়।

সপেটার গুল কলম হয় না। তবে ইহার বীজের চারার সহিত মূলগাছের শাখার যোড় কলম হইতে পারে। কিন্তু সপেটার চারা পাওয়া এতই কঠিন যে এ চেষ্টা কেহই করেন না। সকলেই ক্ষীরণী বা ক্ষীর খেজুর নামে অন্য একটা সপেটা জাতীয় গাছের চারার সহিত ইহার যোড় কলম বাঁধিয়া থাকেন। ক্ষীরণীর গাছগুলি বড়ই কষ্টসহ। এই জন্য কলম রোপণের পর ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত দেখা উচিত যে, ক্ষীরণীর চারাটী নিজের শাখা বিস্তার করিয়া সপেটার শাখাটীকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে কি না। এইরূপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরণীর শাখাটাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অন্যথায়, ভবিষ্যতে উক্ত কলমে সপেটা না ধরিয়া ক্ষীরণী ধরা আশ্চর্য্য নহে।

ক্ষীরণীর চারা দুষ্প্রাপ্য হইলে ছাতিমের চারা দিয়াও সপেটার কলম বাঁধিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ছাতিম ও সপেটার গাছ এক জাতীয় নহে, কিন্তু দেখিতে একই প্রকার। জাতির পার্থক্য থাকায় ছাতিম ও সপেটার কলম বাঁধিলে তাহাদের যোড় বাঁধিতে বিলম্ব হয় এবং সময়ে সময়ে আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। তবে ভাল বর্ষা হইলে কলম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। আমি অন্যকে ছাতিমের চারার সহিত সপেটার কলম বাঁধিয়া নামাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু নিজে দুইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

সপেটার কলম অন্ততঃ ২৫ হাত ব্যবধানে রোপণ করা উচিত। ইহার গাছগুলিও আম, জাম প্রভৃতি গাছের ন্যায় বেশ বড় হয়। গাছের বৃদ্ধিও বেশ তাড়াতাড়ি হয় বলিয়া উপরোক্ত ব্যবধানের কম ব্যবধানে ইহাদিগকে রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে।—রোপণ প্রক্রিয়া আমগাছ রোপণের ন্যায়। কলমের যোড়ের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া দিতে হইবে। রোপণ কালে বা রোপণের বৎসরে গাছে কোনও প্রকার সার ব্যবহার করা উচিত নহে। গাছ রোপণ করিয়া প্রথম ২।৪ দিন জল সেচন করিবার পরে জলসেচন করাও বন্ধ করা উচিত।

একফলা সপেটাগুলি ধরে কম। গ্রীষ্মকালে অন্যান্য ফলের সহিত একত্রে পাকে বলিয়া তখন উহার মূল্যও কম হইয়া পড়ে। তবে ফলগুলি খুব বড় বড় হয় বলিয়া উহার ক্রেতার অভাব হয় না। বারমেসে সপেটাগুলি ফাল্গুনের প্রথম হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত পাকা পাওয়া যায়। ফল ছোট হইলেও ধরে অজস্র। সুতরাং ইহাতে লাভও বেশী। একফলা সপেটা কমলা নেবু অথবা বড় গাবের ন্যায় গোলাকার হয় কিন্তু সেস্থলে বারমেসে সপেটা কতকটা লম্বাকৃতি ও অপেক্ষাকৃত আকারে ছোট হয়।

কাঁচা সপেটা অত্যন্ত কষায় স্বাদযুক্ত। কিন্তু ডাঁসা সপেটায় কষ অনেকটা কমিয়া যায় এবং ফলগুলি মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট হইতে থাকে। এই সময় হইতে বহু ফল বাদুড়ে কামড়াইয়া নষ্ট করে।

সুতরাং লিচুর ন্যায় ইহাদিগকেও এই সময় হইতে জাল দিয়া ঘিরিয়া রাখা প্রয়োজন।

কলিকাতার বাজারে অন্য ফলের ন্যায় সপেটার খুব বেশী চাহিদা নাই। সুতরাং অন্যত্র হইতে কলিকাতায় সপেটা চালান দিয়া বিশেষ লাভ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা Hogg's market এ প্রতি হাজার সপেটার সাধারণ পাইকারী মূল্য পাচ টাকা, College Street market এবং অন্যত্র সাড়ে চারি টাকা। অবশ্য ফলের আকার অনুসারে এই মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলেও মফঃস্বলের যে কোনও স্থানে ইহার অপেক্ষা অধিক মূল্য পাওয়া যায়। তবে কাটতি কলিকাতাতেই সব চেয়ে বেশী হয় বলিয়া, কম মূল্য পাইলেও বেশী পরিমাণ ফল হইলে কলিকাতায় চালান দেওয়াই লাভজনক।

রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর লাল

বাংলায় বাঙ্গালীর ছেলে হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া যখন জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে থাকে, তখন সে বেশ বুঝিতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা তাহার সংসার প্রতিপালনে অল্পই সাহায্য করিবে। কিন্তু এই বাংলা দেশেই অবাঙ্গালীরা সামান্য মাতৃভাষা সম্বল লইয়া রিক্ত হস্তে আসিয়া আপন অধ্যবসায় বলে বাংলার কৃপা লাভ করে এবং শত শত বেকার বাঙ্গালীও নিজের জাত ভাইকে প্রতিপালন করে। পরলোকগত রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর লাল হালুআশিয়া এইরূপ একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। ১৯৪৪ সম্বতে তাঁহার পিতা দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। সে সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর লালের বয়স ১৫ বৎসর এবং কনিষ্ঠ মতিলালের বয়স ছয় মাস মাত্র। বিশ্বেশ্বর লালের পৈতৃক নিবাস পাঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলায় ভিওয়ানা নামক স্থানে। তাঁহার পিতার যে পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী ছিল তাহাতে তাঁহার এক আনা মাত্র অংশ ছিল এবং সে সময়ে ইহার মূল্য ১৫০০ টাকা মাত্র। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে দশ হাজার টাকা দেনা করিয়াছিলেন। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বেশ্বর লালের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই অদ্ভুত কর্ম্মী পুরুষ সপ্তদশ বর্ষ বয়সে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভাগ্য পরীক্ষার্থ রিক্ত হস্তে কলিকাতায় আসিয়া কাহারও গদিতে কি বাটীতে সরকারী না লইয়া স্বাধীনভাবে চট ও থলির দালালী আরম্ভ করিলেন। দালালীর কাজে মূলধনের আবশ্যক নাই। যোগ্যতা থাকিলে ও লোক পটাইতে পারিলে সহজেই এই কাজে উন্নতি করিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত কেশোরাম পোদ্দার পাটের কাজে দালালী করিয়া মাসে ২০।২৫ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

বিশ্বেশ্বর লালের অধ্যবসায় গুণে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। অর্থোপার্জ্জন করিয়া তিনি পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিলেন। এবং কলিকাতায় ৪৭নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। ভুবনেশ্বরে ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। লিলুয়াতে তাঁহার বৃহৎ বাগান বাটী আছে। দেওঘরেও তিনি বাটী নির্ম্মাণ করেন। অমৃতসরে সুতার কল এবং বাঁকুড়ায় ধানের কল স্থাপন করেন। কলিকাতায় আরও কয়েকটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। বহু পাট কল ও কাপড় কলের শেয়ার খরিদ করেন। বদান্যতার জন্য সরকার ইহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ অথবা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড কি মিউনিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান কি ভাইস চেয়ারম্যান, কি সরকারী উকিলের কাজ করিয়া অথবা সরকারের নোকরী করিয়া কিম্বা রাজনৈতিক মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া রায় সাহেব কি রায় বাহাদুর উপাধি পান কিন্তু

ইনি সে ভাবে রায় বাহাদুর উপাধি পান নাই। স্বীয় বদান্যতার জন্য রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন।

তাঁহার ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিলালের সহিত বরাবর একান্নে ছিলেন, পৃথক হন নাই। গত ১৯১৫ সালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিলাল লোকান্তরিত হন। ইহার ৬ মাস পরে ২৫শে আগষ্ট তারিখে ৫৫ বৎসর বয়সে বিশ্বেশ্বরলালও কনিষ্ঠের অনুগমন করেন। দুই ভ্রাতারই পুত্র সন্তান ছিল না। বিশ্বেশ্বরলাল দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি উইল করিয়া যান। এই উইলে তিনি মতিলালের তিন কন্যাকে ৮০ হাজার টাকা, তাঁহার স্ত্রী, পোষ্যপুত্র এবং মতিলালের পত্নী প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। মতিলালের বিধবা পত্নী পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিলে তাহাকে এক লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার এক খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা দেন। তাহার বাটীতে তাঁহার ও মতিলালের বিধবা পত্নী ও পোষ্যপুত্র বাস করিতে পাইবেন, দান বিক্রয় কি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। এই সমস্ত দিয়া তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে যে আয় হইবে, তাহা শিক্ষার্থ দাতব্যচিকিৎসা প্রভৃতিতে ব্যয় হইবে, উইলে তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উইল অনুসারে কাজ করিবার জন্য তিনি ৫ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অছি (ট্রাষ্টী) নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে অছিরা হাইকোর্টে উইল প্রবেটের দরখাস্ত করিলে মতিলালের পত্নী আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহার সহিত এ বিষয়ে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বেশ্বরলাল ৩৬ বৎসর মাত্র কলিকাতায় ব্যবসা করিয়াছিলেন মৃত্যুকালে তিনি ৪০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই কলিকাতা সহরে হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক অর্থোপার্জ্জনের পন্থা খুঁজিয়া পায় না। আর রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বরলাল সামান্য মাতৃভাষা মাত্র সম্বল করিয়া রিক্ত হস্তে কলিকাতায় আসিয়া আপন অধ্যবসায় গুণে প্রধান নাগরিকের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

শ্রীরামানুজ কর

ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাকচী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা এরূপ "পাঁচ ফুলের সাজ"র মত নানা সংবাদে ভরা। ইহাতে প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle Parts আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন—যাহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up to date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এই কাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা; কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতি আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সংকল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

—:•:—

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়

আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" মাসিক পত্রিকা স্তম্ভে ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরীতে নিম্নলিখিত কয়েকটী মহাজন ও দোকানদার রপ্তানিকারকদিগের নাম ও ঠিকানাদির স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

পোঃ—জিয়াগঞ্জ

জেলা—মুর্শিদাবাদ

জিয়াগঞ্জ সহরটী ভাগীরথী তীরে অবস্থিত ও ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে কেন্দ্র স্থান ইহার দুই পার্শ দিয়া ট্রেণ যাতায়াত করে। জিয়াগঞ্জের অপর পারে আজিম গঞ্জ, ইহাও বহু ধনী ও ব্যবসায়ী-দিগের বাসস্থান। আজিম গঞ্জে E. I. R. রেল চলাচল করে। আজিমগঞ্জ একটী জংসন। জিয়াগঞ্জে E. B. R. রেল চলাচল করে। এই জন্যই এইস্থান ব্যবসার পক্ষে এত সুবিধাজনক।

ওজন ৮২।।৶০ আনার

১। কাপড়, পাট এবং অন্যান্য ভুষি-মাল আমদানী ও রপ্তানি কারক :—

(ক) শ্রীশিউ বকস্ জহরীলাল।
(খ) " জহরীলাল কানাইলাল।
(গ) " রেঘব চাঁদ ঘিসুলাল।
(ঘ) " রামচাঁদ গৌরীলাল।
(ঙ) " রামচাঁদ ছোগালাল।
(চ) " রামচাঁদ মংরীলাল।

২। কেবল মাত্র ভুষিমাল আমদানী ও রপ্তানি কারক :—

(ক) শ্রীপঞ্চানন মজুমদার।
(খ) " বিনয়লাল মানি।
(গ) " গঙ্গানারায়ণ সাহা।

৩। কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী—

(ক) ইস্মাইল এণ্ড ইসাক্ সেখ

৪। উত্তম জুতা রপ্তানি কারক, জিয়াগঞ্জেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(ক) মহম্মদ ইদ্রিস্ সেখ

৫। ঘী রপ্তানি ও আমদানী কারক—

(ক) শ্রীনির্ম্মলকুমার সিং নও লাক্ষা
পোঃ আজিমগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
(খ) রামচাঁদ গৌরীলাল, পোঃ—জিয়াগঞ্জ

৬। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত রেশমী কাপড় ও খাগড়ায়ী বাসন রপ্তানি কারক :—

(ক) মন্মথ নাথ সাহা।
(খ) রাধিকা পোদ্দার।
(গ) গোবিন্দ চন্দ্র ধর।
(ঘ) রণজয় সাহা ও প্রাণকুমার সাহা।

৭। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ষ্টীলট্রাঙ্ক প্রস্তুত কারক ও রপ্তানি কারক :—

(ক) জঙ্গলী সাহা।
(খ) বৈদ্যনাথ সাহা।
(গ) হাজারী সাহা।

৮। হারমোণিয়ম প্রস্তুত ও রপ্তানি কারক :—

(ক) দেবেন হালদার।
(খ) শিরিশ চন্দ্র মিস্ত্রি।

৯। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত হাতীর দাঁতের খেলনা প্রস্তুত কারক ও রপ্তানি কারক ঃ—

(ক) শ্রীমহেশ চন্দ্র ভাস্কর।
(খ) " ভূষণ ভাস্কর।
(গ) " গণেশ চন্দ্র ভাস্কর।

১০। সোডা ওয়াটার বিক্রেতা কারক ও প্রস্তুত কারক ঃ—

(ক) শ্রীচুন্নীলাল খাঁ।
(খ) " অবণী মোহন কুণ্ডু।
(গ) " পাটোয়ারী সোডা ওয়াটার কোং

পোঃ আজিমগঞ্জ

১১। সোনার গহনা বিক্রেতা ও প্রস্তুত কারক ঃ—

(ক) শ্রীরাধিকা প্রসাদ পোদ্দার।
(খ) " লক্ষীকান্ত স্বর্ণকার।
(গ) " অহিভূষণ ধর।
(ঘ) " তারাপ্রসাদ সাহা।
(ঙ) " নবদ্বীপ চন্দ্র ধর।

১২। উত্তম ময়দা ও সুজি রপ্তানি কারক ঃ—

(ক) ডমু সিং বয়েদ (সূর্য্য ফ্লাওয়ার মিল)

১৩। আজিমগঞ্জ জৈন খাদি ষ্টোর, আজিমগঞ্জ ই, আই, আর।

১৪। মালয়ের বরফী ও নানাবিধ ফলের মোরব্বা বিক্রেতা

শ্রীরজনীকান্ত সাহা

পোঃ আজিমগঞ্জ

১৫। আসল নেপালি তামাকের বিড়ি প্রস্তুত ও রপ্তানি কারক ঃ—

(ক) অবণী মোহন কুণ্ডু।
(খ) চুন্নীলাল খাঁ।

১৬। উত্তম দুগ্ধের মোয়া প্রস্তুত কারক ঃ—

(ক) শ্রীক্ষুদু ঘোষ।
(খ) " হরি ঘোষ।

১৭। পাট আমদানী ও রপ্তানি কারক ঃ—

বাহাদুর সিংহ

শ্রীকালিদাস মজুমদার
পোঃ—জিয়াগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ)

———

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয়ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এইসকল বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; **নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।**

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৮। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের কাগজের নামোল্লেখ করতঃ ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তা'হা লিখিবেন। নচেৎ কোনও জবাব পাইবেন না।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

[১৩ই মার্চের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

শুক্‌না আদা

(T-190) দার্জ্জিলিং জিলার একটি প্রতিষ্ঠান শুক্‌না আদার খরিদ্দার চাহেন।

বিচালী (Fodder)

(T-191) মহীশূর ষ্টেটের অধীন বাঙ্গালোরের একটি ফার্ম উত্তর ভারতে বিচালী সরবরাহকারীর সহিত পত্রালাপ করিতে চাহেন।

জঙ্গলী পিঁয়াজ (Indian squill)

(T-192) মুলতানের জনৈক পত্র প্রেরক জঙ্গলী পিঁয়াজ বা Indian squill ব্যবসায়ীর ঠিকানা চাহেন।

মোহাইর পাকানো সূতা
(Mohair twisted yarn)

(T-193) বেল্ট তৈয়ারীর জন্য স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান মোহাইর পাকানো সূতা (Mohair twisted yarn) ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহেন।

হাঙ্গরের চামড়া (Shark skins)

(T-194) বোম্বাইএর একটি ফার্ম লবণে ভিজানো হাঙ্গরের চামড়ার সরবরাহ করিতে পারে, এরূপ ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহেন।

[২০ শে মার্চের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে]

কোণ বা কসুম্বা তৈল

(T-195) স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান কোণ বা কসুম্বা তৈল সরবরাহকারীদের ঠিকানা চাহেন। ইহার দেশী নাম কোসুম, কুসুম, গৌসুম, কোসিম্ব, আগুমার ইত্যাদি।

Marking Nut

(T-196) বোম্বাইএর একটি ফার্ম Marking nut এর খরিদ্দার চাহেন।

(২৬ শে মার্চের ট্রেড জার্ণাল হইতে)

অপরঙ্গ (Dragous blood)

(T-197) দিল্লীর একটি প্রতিষ্ঠান অপরঙ্গ বিক্রেতার সন্ধান চাহেন।

খস্‌খসের মূল (Khus Khus roots)

(T-198) ত্রিবাঙ্কুরের অন্তঃপাতী ত্রিবান্দ্রমের একটি ফার্ম খস্‌খস্‌ মূলের ক্রেতা চাহেন।

মাওহা বা মাওরা তৈল

(T-199) মধ্যভারতের অন্তঃপাতী গোয়ালিয়রের একটি ফার্ম মাওহা বা মাওরা তৈলের খরিদ্দার সন্ধান করেন।

লোনা মাছ (Salted fish)

(T-200) স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান লোনা মাছের রপ্তানীকারদের সহিত আলাপ করিতে চাহেন।

ORDER SUPPLY এর ব্যবসায়

সংসারের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক জিনিসের আবশ্যক হয়; কিন্তু কোথায় কোন্ জিনিস পাওয়া যায়, তাহা অনেকের জানা থাকে না। তাই একটি বস্তুর প্রয়োজন হইলে উহার ঠিকানা জানিতে নানা লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হয় উহার দাম কত, কোথায় খাঁটি জিনিস মিলিবে ইত্যাদি বিষয়ের জন্য হয়রাণ হইতে হয়। আবার জিনিসের সন্ধান পাইলেই হইল না; উহা অল্প ব্যয়ে কিরূপে বাড়ীতে আনা যায় তাহাও একটি প্রধান সমস্যা। সকলেই আর বড় সহরে থাকিতে পারেন না, অর্থবা প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য তাঁহার ঘরের নিকটস্থ দোকানে পান না। এরূপ অবস্থায় বাহির হইতে কোন জিনিস আনাইতে হইলে প্রয়োজন মত জিনিস না পাইবার বা ঠকিবার আশঙ্কা আছে। যাঁহারা সুদুর মফঃস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

এই জন্য বিলাতে ও আমেরিকায় একদল লোক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ জিনিস সরবরাহ করার ভার লইয়া থাকেন। যাহার যাহা প্রয়োজন, সেই কোম্পানীকে জানাইলেই তাহারা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ষ্টীমারে, ট্রেনে অথবা ডাকের মারফতে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। আমাদের এদেশেও এই ব্যবসায়টি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইহা দ্বারা সমাজ সেবা এবং অর্থোপার্জ্জন দুইই এক সঙ্গে হইতে পারে; সুতরাং এইরূপ সরবরাহ ব্যবসায় সম্পর্কে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এইখানে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমেরিকার অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বহু অর্থব্যয়ে বিবিধ দ্রব্যের মূল্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহা দূর দুরান্তের পল্লীগ্রামে প্রেরণ করেন। ঘরে বসিয়া উক্ত দ্রব্য সমূহের তালিকা ও মূল্য জানিতে পারিয়া গৃহস্থগণের খুব উপকার হয়, এবং তাহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত উক্ত তালিকা পাঠ করিয়া থাকে। কলিকাতার হোয়াইট এওয়ে লেড'ল, হল্ এণ্ড এণ্ডার সন প্রভৃতি কয়েকটি বিলাতী কোম্পানীও এইরূপ বিস্তৃত তালিকা তৈয়ার করিয়া এদেশী ধনীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ তালিকা বিশেষ যত্ন লইয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক। কেননা, দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা আছে; কেহ বা অল্প দামের জিনিস চাহে, কেহ বা বহু মূল্যে দ্রব্য কিনিতে চায়, কাহার ও বা সুন্দর জিনিসের প্রতি অধিক ঝোঁক্, কেহ বা টেঁকসই জিনিস পছন্দ করে। এইরূপ সকল প্রকার ক্রেতার রুচি অনুযায়ী দ্রব্য এবং মূল্য তালিকা তৈরী করা সহজ বিষয় নহে সুতরাং মূল্যতালিকা বা ক্যাটালগ তৈরী করার সময় যথেষ্ট যত্ন এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন। ক্রয় বিক্রয়ের বাসনা আদিমকাল হইতে নরনারীর মজ্জাগত হইয়া আছে। সুতরাং জিনিসের তালিকা ও মূল্য নিরূপণ নরনারীর নিকট অত্যাবশ্যক।

সরবরাহ

(১) প্রথম—দোকানে জিনিস বিক্রয় ও

ক্রেতাগণের আদেশ মত ডাকে বা পার্শ্বেলে খুচরা জিনিস প্রেরণ।

(২) দ্বিতীয়—প্রায় সমুদয় দ্রব্য ডাকে, রেলে বা ষ্টীমারে প্রেরণ। এই প্রকারের ব্যবসাতে দোকান না রাখিলেও চলে। ক্রেতাগণ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার নিকট পত্রে জিনিস চাহিয়া পাঠায়, এবং সরবরাহকারী ব্যবসায়ীও উহা ডাক যোগে বা অন্য প্রকারে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

প্রথম প্রকারে একসঙ্গে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবসা করা যায়। যেমন একটি দোকানে জামা, জুতা, কাপড়, সাবান, তেল, ছুরি, কাঁচি চামচ, বাসন ইত্যাদি সবই রাখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প দ্রব্য লইয়া কাজ আরম্ভ করা যায়। কারণ, উক্ত অল্প কয়েকটি জিনিসের যে কোন একটিকে বিশেষ ব্যবসায় রূপে পরিণত করা যাইতে পারে। যে লোক কেবলমাত্র কালী কলম ও জুতা সরবরাহ করে সে হয়তো উহার যে কোন একটি জিনিসে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া সেই জিনিসেরই বড় মহাজন হইতে পারে। ধরুন, একজন উপরোক্ত তিনটি জিনিস লইয়া সরবরাহ ব্যবসা আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে মফঃস্বলে তাহার কালীর খুব নাম হইয়া গেল। তখন সে কালীর ব্যবসাকেই একমাত্র ব্যবসায়ে পরিণতি করিতে পারে। কিন্তু আবার দোকানের ব্যবসা হইতেও বড় সরবরাহের ব্যবসা দাঁড়াইতে পারে। কেহ হয়তো ষ্টেশনারী জিনিসের দোকান খুলিল। তারপর কালক্রমে একদিন তাহার দোকানের 'আলো'র খুব নাম পড়িয়া গেল এবং 'আলো'র খরিদ্দারের জন্যই তাহার দোকানের চাহিদা বাড়িল। তখন সে দোকানের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া অথবা কমাইয়া আলোর ব্যবসা প্রধান করিয়া তুলিতে পারে। এইজন্য দোকান ব্যবসা ও সরবরাহ ব্যবসায়ে বিশেষ কড়াকড়ি ভাবে পার্থক্য দেখিলে চলিবে না।

কেবল তাহাই নহে, অনেক সময়ে দোকান ব্যবসায় থাকিলে বিশেষ ব্যবসা পরিচালনেও সুবিধা হয়। কারণ, প্রথমেই একটা বিশেষ দ্রব্যের ব্যবসা আরম্ভ করিলে অভিজ্ঞতার অভাবে, উক্ত কার্য্যে পদে পদে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। কিন্তু যাহার দোকান আছে, তাহার দোকান পরিচালনের অভিজ্ঞতাই বিশেষ ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। উহার হাল চাল ঝঞ্ঝাট বিপদ প্রভৃতি পূর্ব্বেই জানা থাকায়, বিশেষ ব্যবসায়ে আর তাহাকে বেগ পাইতে হয় না। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ ধরা যাউক।

ধরুন, রামচরণের একটি তামাকের দোকান আছে। সে সেই তামাক দিয়া বিড়ী ও সিগার তৈরী করে। এই বিড়ী ও চুরুটের মধ্যে তাহার 'হাতী' মার্কা চুরুট হয়তো স্থানীয় বাজারে খুব আদৃত হইল। তখন সে যদি কোন খবরের কাগজে তাহার তামাকের গুণ বর্ণনা করিয়া 'হাতী' চুরুটের বিজ্ঞাপন দেয়, তাহা হইলে অবশ্যই মফঃস্বল হইতে উক্ত চুরুটের জন্য অনেক চিঠিপত্র আসিতে থাকিবে। এবং সরবরাহকারীও অনতিবিলম্বে যথেষ্ট টাকা উপায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

এইরূপে যে ব্যবসায়ীর জিনিষ কলিকাতায় আদৃত হইল, সে যদি সরবরাহ কারবার প্রসারিত করিতে চাহে, তখন তাহাকে বোম্বাইএ বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ

হইতে ব্রহ্মদেশ এমনি করিয়া ক্রমশঃ চারিদিকে ছাইয়া ফেলিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে বোম্বাইএ একখানা পত্র লিখিতেও যে ব্যয়, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীরেও সেই একই ব্যয়। সুতরাং ডাকের সাহায্যে বিজ্ঞাপন অথবা মাল প্রেরণ সর্ব্বত্রই সমান ব্যয়ে চলে। এইরূপে কলিকাতার ব্যবসা সম্বন্ধে আসামে বিজ্ঞাপন দিতে অধিক ব্যয়ের দুর্ভাবনায় পড়িতে হয় না।

কিন্তু যখনই রামচরণ তাহার খুচরা দোকান হইতে বাহিরে মাল পাঠাইবার কার্য্য আরম্ভ করিল, তখনই কিন্তু তাহাকে অন্যদিকে যাইতে হইল। তাহার দোকান ব্যবসা বৃহৎ সরবরাহ ব্যবসায়ে পরিণত হইল।

দোকান ও সরবরাহ ব্যবসায়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য বিক্রয়ব্যবস্থা। বড়বাজারে রামচরণের দোকান কেবল সেই রাস্তায় চলাচলকারী লোকেরই চোখে পড়ে। কিন্তু আসামের লোক রামচরণের দোকানের সন্ধান রাখে না। তাহারা 'হাতী' মার্কা চুরুটের সহিত পরিচিত, কিন্তু তাহারা চুরুটের কারখানা অথবা প্রধান আড্ডা দেখে নাই। সেই যে প্রকাণ্ড একটি হাতীর উপরে বিরাট একটি চুরুটের বাক্সের ছবি উহাই জনসাধারণের চিত্তে মুদ্রিত হইয়া থাকে। দোকানের ব্যবসা ও সরবরাহের ব্যবসায়ের প্রভেদও এইখানে। দোকানের ব্যবসা স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ, সরবরাহের ব্যবসা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। এইজন্য স্থানীয় বিজ্ঞাপন ও বাহিরের বিজ্ঞাপন সম্পর্কেও প্রভেদ করিতে হয়: কারণ স্থানীয় বাজারে যেরূপ বিজ্ঞাপনে ভাল ফল দেয়, বাহিরে হয়তো সেরূপ বিজ্ঞাপন চলে না।

'আগষ্টের সেল' 'পূজার বাজার' প্রভৃতি বলিয়া কলিকাতার সংবাদপত্রে যখন কোন দোকানের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখন দোকানের মালিকের দৃষ্টি থাকে—তাহার দোকানের সম্মুখে ক্রেতার ভীড় জমাইবার দিকে। মফঃস্বল হইতে কত অর্ডার আসিল না আসিল তাহা তখন লক্ষ্যের বিষয় নহে। ক্রেতার সংখ্যা কত বাড়িল, দোকানের বিক্রয় রাত বারোটা পর্য্যন্ত চলিল কি না, মজুত জিনিসগুলি কিরূপ কাট্‌তি হইল ইত্যাদি তখনকার প্রধান বিষয়।

স্থানীয় বিজ্ঞাপন তাহার ব্যবসায়ের সাধারণ প্রচার মাত্র। তাহার দোকানের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাহা হইতে দোকানের বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ওরূপ করা হইয়া থাকে। মূলতঃ দোকানের প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি করাই স্থানীয় প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। কোন কোন ব্যবসায়ী এইজন্য ক্রেতাদের প্রিয় কোন জিনিসের দাম এত কমাইয়া দিয়া থাকেন যে, হিসাব ধরিলে দেখা যায় উহাতে লোকসান অনিবার্য্য। কিন্তু ব্যবসায়িগণ মনে করেন উক্ত জিনিসটির জন্য যে পরিমাণ ক্রেতা তাহাদের দোকানে আসিবে এবং সেই জিনিসটির সঙ্গে তাহারা অন্যান্য যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিবে, তাহাতেই একটি জিনিসের লোকসান উপিয়া যাইবে; ক্রেতার সঙ্গে যে কোন উপলক্ষে দোকানের একবার পরিচয় হইয়া গেলে তাহারা সেই দোকানেই পুনঃ পুনঃ তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আসিতে থাকে।

ইহা ত গেল যাহাদের দোকান আছে তাহাদের কথা; কিন্তু যাহাদের দোকান নাই, অথচ যাহারা সরবরাহ ব্যবসায় চালাইতে চাহে, তাহারা কি করিবে? যাহার ক্রেতাগণ দূরে, সুদূর মফঃস্বলে পড়িয়া আছে, এরূপ বিজ্ঞাপন

প্রথা ত তাহাদের কাজে লাগে না। এরূপ ব্যবসায়ীকে ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। একক্রমে অনেকদিন বা অনেকবার লোকের চোখে বিজ্ঞাপন পড়িলে তাহারা উক্ত ব্যবসায়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যাহার যে জিনিস নাই. সে জিনিস কম দামে বিক্রয় করিবার আশ্বাসে ক্রেতা আহ্বান করা মূর্খতা মাত্র। সুতরাং তাহাকে সে পন্থা অবলম্বন করিলে চলিবে না। তাহাকে ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দ্বারা লোক আকৃষ্ট করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের প্রধান কৌশল পুনরাবৃত্তি। একটি বিষয় যত অধিকবার দেখাইতে বা শুনাইতে পারিবে. ততই সেই বিষয়টি সম্পর্কে লোকের কৌতুহল জাগ্রত হইবে। ইহাতে একটি বিষয়ের প্রতি লোকের অনুরাগ কেন্দ্রীভূত হয়। যে লোক নানা দ্রব্য লইয়া দোকান করে, সে বিভিন্ন উপায়ে নানাভাবে বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতার ভীড় জমাইতে পারে, কিন্তু যে অধিক জিনিসের ব্যবসায় করে না, যাহার দোকান নাই, তাহাকে তাহার জিনিসের উপরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন।

কোন সরবরাহকারী হয়তো সাড়ী, কম্বল, চাদর ও জামার কারবার করে। সে যতবার বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিবে, ততবার তাহার নাম দেখাইতে হইবে। যেমন একজন জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞাপন দিলেন—ঘোষের কম্বল, ফেব্রুয়ারীতে—ঘোষের সাড়ী, মার্চ্চে—ঘোষের চাদর, এপ্রিলে—ঘোষের জামা। ক্রমাগত "ঘোষ" কথাটি বিজ্ঞাপনের সহিত সংযুক্ত থাকায় লোকের সহিত ব্যবসায়ীর পরিচয় অধিক হয়।

কিন্তু সরবরাহ ব্যবসায়ে এইপ্রকার বিজ্ঞাপন সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। ব্যবসার প্রতিষ্ঠানকে প্রচার করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আবশ্যক। যে জিনিসের কারবারই হউক না কেন ব্যবসায়ীকে প্রচার না করিলে বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ হইল না।

প্রতিযোগিতার বাজার

আজকাল প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞাপনের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। একবার একখানি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই হয় না, স্থায়ী ফলের জন্য দীর্ঘকাল বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন। সকলের নিকট ব্যবসায়ীর নাম সুপরিচিত হইলেই পণ্য দ্রব্য বাজারে চালানো সহজ হয়। যখনই বিজ্ঞাপন দিবে, তখনই একটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হইবে। উহার সঙ্গে অন্য নানা কথা বা প্রসঙ্গ যুক্ত হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু মূল বিষয়টিকে সব স্থানেই বড় করিয়া প্রচার করিবে। কোন ব্যবসায়ী যদি তাহার কার্য্যের বিজ্ঞাপন দিবার সময় লিখিতে থাকে 'কলুটোলার রামরতন কোম্পানী' তাহা হইলে রামরতন কোম্পানী এবং তাহার ব্যবসাস্থল কলুটোলার নামই প্রচারিত হইতে থাকিল, তারপর সে তাহার ইচ্ছামত অন্য দ্রব্যের ব্যবসা আরম্ভ করিলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহার নামটা লোকের নিকট যে জানা থাকিল, ব্যবসায়ের ইহাই প্রধান লাভ। কিন্তু কেবল ঘোষের "কম্বল", ঘোষের "সাড়ী" ইত্যাদি বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিলে উক্ত দ্রব্য সমূহে তাহাদের বিশেষত্বের কথাই প্রচারিত হয়। অবস্থাবিশেষে ইহার যে কোনও প্রকারে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে।

(ক্রমশঃ)

কমলা লেবুর খোসা

অনাবশ্যক এবং অব্যবহার্য্য মনে করিয়া আমরা যেসকল জিনিস গৃহপার্শ্বের আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করি, তাহা হইতেই কত লোক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের পথ করিয়া লইতেছে। বেকার সমস্যা লইয়া যাহারা দিনরাত হা হুতাশ করেন, তাঁহাদের হতাশার সহস্র কারণ থাকিলেও, উহা যে প্রধানতঃ আমাদেরই কর্ম্মবিমুখতা এবং অনুসন্ধিৎসা বিমুখতার ফল ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। সংসারে কত জিনিস পড়িয়া থাকে, কাজে লাগিতে পারে না মনে করিয়া কত জিনিস আমরা ফেলিয়া দেই কিন্তু এই সকল আবর্জ্জনার মধ্যে যে কত রকমের অর্থোপার্জ্জনের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার বিষয় চিন্তা করে কয় জনে? কলিকাতার ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, মাদুর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া উহা কাগজের কলে বিক্রয় দ্বারা কত লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছে; ভাঙ্গা শিশি বোতল গালাইয়া কত সুন্দর সুন্দর কাঁচের পাত্র তৈরী হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে; ছেঁড়া জুতা, যাহাকে একেবারে অকেজো ভাবিয়া আমরা রাস্তার উপর ফেলিয়া দেই, তাহাই শত শত মণ প্রতিদিন বেলেঘাটায় চালান হইয়া পুরাতন চামড়ার প্রকাণ্ড কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। গোভাগাড়ের হাড় সংগ্রহ করিয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া প্রতিদিন বহু হাড়ের গুঁড়া বিদেশে চালান যাইতেছে। ঔষধের কারখানায় লতাগুল্ম চালান দিয়া কত লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছে! কিন্তু এই সব বিনা মূলধনে সামান্য শ্রমসাধ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগী না হইয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গতানুগতিক পথে চাকুরীর উমেদারী করিয়া নিজের জীবন বিড়ম্বিত করিতেছে—যেন চাকুরী ছাড়া জীবনের অন্যগতি নাই; কোন রকমে অন্ততঃ পনর টাকা বেতনেও একটি চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহার জীবন সার্থক, আর তাহা না পারিলেই সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। এই মূঢ়তার বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী ঘুরিয়া মরে, চাকুরী না পাইয়া

নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু স্বাবলম্বী হইয়া উপার্জ্জনের জন্য উদ্যম দেখায় না।

আবর্জ্জনার মধ্য হইতে কত প্রকারে অর্থের সন্ধান হইতে পারে তাহার বিবরণ অনেকবার 'ব্যবসা-বাণিজ্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল প্রবন্ধ অনুযায়ী কাজ করিলে বহু যুবক বিনা মূলধনে অথবা স্বল্প পুঁজি লইয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে পারে। ব্যবসায় প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দশজনকে চাকুরী দিতে পারে—নিজের উদরান্নের জন্য শুষ্ক ও বিরস বদনে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতে হয় না। আজ আবার আর একটি ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। উপযুক্তরূপে এই ব্যবসায়টি সংগঠন করিয়া লইতে পারিলে ইহাও একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় হইয়া উঠিতে পারে।

আমাদের নিকট অনেক সময় কমলালেবুর খোসার গুঁড়া ক্রয় করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে সন্ধান আসে। কমলালেবুর খোসার গুঁড়ার দ্বারা নানারূপ Confectionery তৈরী হইতেছে এবং পাউডারের প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে নানাদেশে ইহার চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কমলালেবুর খোসা সংগ্রহ করিয়া উহার গুঁড়া বিক্রয়ের লোক বেশী নাই; কেবল বেশী নহে, একরূপ নাই বলিলেই চলে।

অথচ বাঙ্গলাদেশে কমলার অভাব নাই। শীতকালে ভারতবর্ষের এমন কোন হাট বা বাজার দেখা যায় না যাহাতে প্রতিদিন শত শত কমলা লেবু বিক্রয় না হয়। শ্রীহট্ট, শিলং, দার্জ্জিলিং, নাগপুর, পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতভাবে কমলালেবুর চাষ হইয়া থাকে। শীতকালে বাঙ্গলার বাজার কমলালেবুতে ছাইয়া যায়। শুধু যে ভারতবর্ষেই কমলার চাষ হয় তাহা নহে, বিভিন্ন প্রদেশে বহুসংখ্যক সুবিস্তৃত কমলার ক্ষেত্র রহিয়াছে। কালিফোর্ণিয়া, ফ্লোরিডা, আলবামা, লুসিয়ানা, টেক্সাস্, আরিজানো প্রভৃতি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবুর চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকার একটি ডলারের মূল্য এখানকার প্রায় তিন টাকার সমান। কেবল কমলা বিক্রয় করিয়াই সেখানকার চাষীরা বৎসর প্রায় এক কোটি আশী লক্ষ ডলার মূল্য পাইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে শ্রীহট্ট, দার্জ্জিলিং, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের কমলালেবু বিশেষ বিখ্যাত। বাঙ্গলার বাজারে প্রতি বৎসর বহু সহস্র টাকার কমলালেবু বিক্রয় হয়। কিন্তু ইহার খোসাগুলি প্রায় সকলেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। শীতকালে হাট অথবা বাজারের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত হইতে ঘুরিয়া আসিলে দেখা যায় এখানে ওখানে স্তুপীকৃত খোসা পড়িয়া আছে। কোন যুবক যদি সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া সূক্ষ্ম চালুনীর দ্বারা চালিয়া রাখে, তাহা হইলে সেই গুঁড়া চালান দিয়া সে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারে।

যে সকল স্থানে কমলা লেবুর আমদানী বেশী, সেই সকল স্থানে ইহা বিশেষ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। যে কোন হাট বাজার হইতে এক সের বা দুই সের খোসা গুঁড়া করিয়া রাখিলে তাহা দ্বারা ব্যবসা চলে না। এই জন্য যে স্থানে কমলার আমদানী অথবা রপ্তানী হয়, সেই স্থানে ব্যবসায়ের স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত। কমলা লেবুর উৎপত্তি স্থানের সহর অথবা বড় বন্দর বা

হাট এই ব্যবসায়ের জন্য প্রশস্ত। যেখানে ইহার ক্রয় বিক্রয় বেশী, সেখানের কোন ঝাড়ুদার বা নিম্নশ্রেণীর বালকের সহিত খোসা সংগ্রহ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। সে হাট বা বাজারের শেষে পরিত্যক্ত সমুদয় খোসা একস্থানে আনিয়া দিবে। তারপর তাহা শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া উহা বিক্রয়ার্থ জমা রাখিলেই হইল। ইহার জন্য কোন হাঙ্গাম অথবা বিশেষ পরিশ্রম কিংবা বহু টাকা মূলধনের আবশ্যক হয় না। এইরূপ দশ বারো মাইলের মধ্যবর্ত্তী হাটের ভার একজনেই লইতে পারে। প্রথম বৎসরেই ইহাতে খুব লাভ না হইতে পারে কিন্তু লোকসান হইবার কোন আশঙ্কা ইহাতে নাই। যদি যথারীতি সংগ্রহ করিয়া খোসার গুঁড়া একটু অধিক পরিমাণে করা যায়, তবে প্রথম বৎসরেও প্রচুর লাভ পাওয়া যায়। একবার এই ব্যবসায়টি কেহ সংগঠন করিয়া লইতে পারিলে ভবিষ্যতে প্রচুর লাভ অবশ্যম্ভাবী। যত অল্প পরিমাণেই হউক কেহ যদি এইরূপ গুঁড়া তৈয়ার কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে তাহার লাভ কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। আমরা কমলালেবু প্রধান জিলাগুলির যুবকদিগকে এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইতে অনুরোধ করি। লেবুর গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া দিলে আমরা তাহার খরিদ্দারের সন্ধান দিতে পারি।
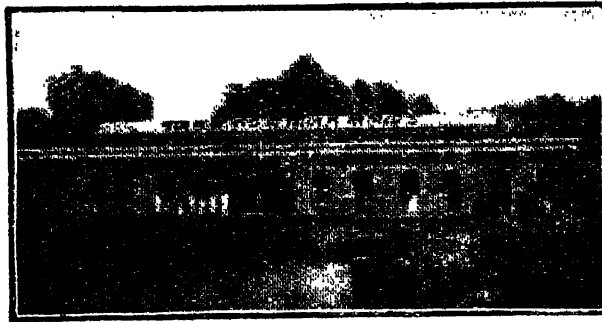
আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা

মাদ্রাজ স্বদেশী প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

ইউরোপে শিল্প প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ-সমূহের নমুনার এত অত্যধিক সমাবেশ হইয়া থাকে যে, সাধারণতঃ ঐ জিনিষসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে একজনের যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু ভারতে যখন ভারতজাত শিল্পের প্রদর্শনী হয়, তখন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বিভিন্ন শিল্পের নমুনার অল্পতা দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়। এই নিমিত্তই যখন আমি বিদেশ হইতে আমদানী করা জিনিষ সমূহের পরিমাণ দেখিতে পাই তখনই অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ি। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৭-২৮ সালে ভারতে বস্ত্র এবং চিনি ব্যতিরেকে মোট ৭০ কোটী কিম্বা তদূর্দ্ধ টাকার দ্রব্যাদি আমদানী করা হইয়াছিল।

সিগারেট (৩—৪ কোটি); ঔষধপত্রাদি (২ কোটি); গাড়ী ও যন্ত্রাদি (মোটর গাড়ী সহ) (৩ কোটি) শুধু মোটরগাড়ী (৩॥০ কোটি)

এক্ষণে আমি শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গলার অবস্থার কথা কিছু বলিতে চাই। আমি মনে করি ইহাতে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে বাঙ্গলার বস্ত্র যে শুধু বাঙ্গলাতেই প্রস্তুত হইত এমন নহে। প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত প্রস্তুত বস্ত্র বাঙ্গলা হইতে রপ্তানিও করা হইত। কিরূপে এই বস্ত্রশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল সেই পুরাণো একঘেয়ে কথা বর্ত্তমানে আমি আর উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। সেই সম্বন্ধে দু'এক জন লোকের মন্তব্য আমি উল্লেখ করিব।

"স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক সূতা কাটা হইত এবং তাঁহারা তাঁহাদের অবসর সময়ে কাজ করিতেন।"

"১৬৮৬ সালে ভারতীয় মসলিন যখন প্রথম ইংলণ্ডে রপ্তানী করা হয় তখন বিলাতী ফ্যাক্টরী এদেশে স্থাপিত হয়।"

"জেলায় দুইবার তুলার চাষ হইত, উহা এপ্রেল এবং সেপ্টেম্বর মাসে করা হইত।"

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায়

ঢাকাই মসলিনের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সময় মসলিন হিন্দুস্থানের আমীর ওমরাগণ ব্যবহার করিতেন এবং উহা রাজদরবারে আদর পাইত। প্রাচ্যে এই মসলিনকে "প্রাতঃকালীন শিশির বিন্দু" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হইত। পরেও ঢাকাই মসলিনের যথেষ্ট আদর প্রতিপত্তি ছিল, এমন কি বর্ত্তমান কালেও যখন ব্রিটেনে বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল তখনও কি সৌন্দর্য্যে কি সূক্ষ্মতায় এ মসলিন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

পূর্ব্বকালে বস্ত্র শিল্প দ্বারা বহু লোকের অন্নের সংস্থান হইত। ১৮২৪ সাল হইতে ব্রিটিশ জাত বস্ত্রের আমদানী হইবার পরই এই শিল্পের ক্ষতি এবং ১৮২৮ সাল হইতে ইহার ক্রমশঃ অবনতি ঘটে।

জেলার প্রত্যেক পরিবারে পূর্ব্বে সূতা উৎপাদন করা হইত এবং উহাতে বহু-লোকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। বিলাতী সূতা সস্তার দরুণ ক্রমে লোক উহা পরিত্যাগ করে। এই প্রকারে ৬০ বৎসর মধ্যে বস্ত্র শিল্প অন্য জাতির হস্তে চলিয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম উহা আপনাদের দেশ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য জানিবেন। ইহা উল্লেখ করা আমি একান্ত প্রয়োজন মনে করি যে 'মসলিপট্টম' হইতেই মসলিন নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে আমি চিনি সম্বন্ধে কিছু বলিব। ১৮৭১ সালেও বাঙ্গলা দেশে তাহার নিজ আবশ্যকীয় গুড় এবং চিনি উৎপাদিত হইত। এমন কি লণ্ডনেও বিশুদ্ধ চিনি রপ্তানি করা হইত।

মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাহার "যশোহর" বহিতে লিখিয়াছেন :—

"যদিও চিনি জেলার সর্ব্বত্রই উৎপাদিত হয় তথাপি পশ্চিম অংশেই উহার উৎপাদন অধিক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম করা যাইতে পারে, যথা :—কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, ঝিঁকারগাছা, ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোহর, খাজুরা, এতদ্ব্যতীত কলিকাতা এবং নলচিটিতেও চিনির আমদানী যথেষ্ট হয়। বাখরগঞ্জ মধ্যে নলচিটিই প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান, নলচিটি অথবা ঝালকাঠিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত "ধলুয়া" কাঁচা চিনি প্রেরণ করা হইত। কোটচাঁদপুর হইতেও "ধলুয়া" চিনি তথায় যাইত বটে—কিন্তু বেশীর ভাগই কলিকাতায় যাইত; কারণ কলিকাতাতে মাল প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। কলিকাতায় দুই প্রকার চিনি আমদানী হইত,—যথা স্থানীয় লোকের আবশ্যক মত "ধলুয়া" চিনি এবং ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানীর জন্য বিশুদ্ধ চিনি। এই বিশুদ্ধ চিনি কেশবপুর ও জেলার দক্ষিণ ভাগ হইতে আসিত।"

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে প্রায় ১৫ কোটী টাকার জাভা চিনি আমদানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই হইয়া থাকে ইহার অর্দ্ধেক।

এইরূপে দেখা যায় যে, ব্রিটীশ শাসনাধীনে দিন দিন আমাদের অর্থনৈতিক অবনতি ঘটিতেছে।

আমাদের দেশের যুবকগণের কোথায় অবনতি ও শিল্প উন্নতির কোথায় অন্তরায়, সে সম্বন্ধে আমি এক্ষণে কিছু বলিব।

কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক যুবকগণের ব্যবসা চালাইতে হইলে তাহাদের চাই খুব বেশী টাকার মূলধন, সুসজ্জিত অফিসগৃহ, টেবিল, চেয়ার, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, পাখা এবং মোটরগাড়ী ইত্যাদি। পরিধানে থাকিবে সাহেবী পোষাক। এ প্রকার যুবক মাসে ২৫৲ টাকা মাত্র

উপার্জ্জন করিয়া তাহার সমগ্র জীবন যে নষ্ট করিবে ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। মিঃ কার্নেগী তাঁহার প্রথম জীবনে তারের সংবাদ বিলি করিবার বালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কোটীপতি হন।

তিনি "এম্পায়ার অব বিজিনেস" নামক বহিতে লিখিয়াছেন—যুবকগণ তাঁহাদের জীবনের প্রথম ভাগেই কাজ আরম্ভ করিবেন এবং ক্ষুদ্রতম কাজেই প্রথমে নিযুক্ত হইবেন, আমি নিজে প্রথমে আফিসের ঝাড়ুদার হইয়াছিলাম।

হেনরি ফোর্ড, ইউলিয়াম মরিস প্রভৃতি কেহই পুঁথিগত উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই। এবং তাঁহারা এ বিষয়ে এক মত যে, ব্যবসায় জীবনে ইউনিভার্সিটীর শিক্ষার ডিগ্রী একটা মস্ত বাধা—কারণ ইহাতে মূল প্রেরণা নষ্ট হইয়া যায়।

পুনরায় জগতের বড় একজন সাবান উৎপাদনকারীর কথা ধরুন। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বোল্টনে এক মুচির দোকানে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে এক বালক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উজ্জ্বল এক জোড়া চক্ষু ব্যতীত অন্য কিছুই বৈশিষ্ট্য ছিল না। সেই বালকই একদিন ভাইকাউন্ট লিভারহুলম হইয়াছিল। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বোল্টনের এক বৃদ্ধের নিকট হইতে এই বর্ণনা আমি শুনিয়াছিলাম। সেই বৃদ্ধ উইলিয়াম লিভার এবং তাহার পিতাকেও ভাল করিয়া জানিত, সেই বালকও বর্ত্তমানে একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি মিঃ লিভার তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগেই শিক্ষার পরিবর্ত্তে অন্য জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন… পরলোকগত মিঃ টাটা এলফিনষ্টোন কলেজে অল্প সময়ই পড়িয়াছিলেন, অন্ততঃপক্ষে তিনি বিদ্যুৎ এবং ধাতু বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই পড়েন নাই, কিন্তু জামসেদপুর ও বোম্বাইয়ে ঐ বিষয় সম্পর্কে তাঁহার দুইটি সুবৃহৎ কারখানা রহিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাও কিছু বলিব। আশা করি, আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করি তখন আমার হস্তে আমার তিন বৎসর চাকুরীর জমা ৮০০৲ শত টাকা মাত্র ছিল। তখন আমার মনে এই মাত্র ধারণা ছিল যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল রাসায়নিকগণ বাহির হইয়া আসেন তাঁহাদের যাহাতে একটা সংস্থান হয় তাহার একটা বন্দোবস্ত করিব।

আমাদের কলেজ হইতে যে সকল যুবকগণ বিজ্ঞান শিখিয়া বাহির হন তাঁহারা ২৫।৩০ টাকার জন্য না ঘুরিয়া ছোট রকমের ট্যানারী ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে পারেন। এ সম্পর্কে আমি পুনরায় বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করিব। কলিকাতার উপকণ্ঠে টেঙ্গরা এবং বেলিয়াঘাটাতে জাট মুসলমান এবং চীনাগণ কর্ত্তৃক চালিত প্রায় ২৫০টি ট্যানারী ফ্যাক্টরী আছে, এই ব্যবসায়ে তাহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসরই বহু শত বি, এস, সি ; এম, এস, সি ; ডি, এস, সি, প্রভৃতি বাহির হইতেছেন কিন্তু জীবন সংগ্রামে তাঁহারা সদ্যোজাত শিশুর মতই নিরুপায়।

"ট্যানিং" শিল্পের জন্য আপনাদের প্রদেশ প্রসিদ্ধ। ইউরোপে "অল্প ট্যান করা চামড়া" এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত মান্দ্রাজে ক্রোম চামড়ার বহু রহিয়াছে। মেসার্স চেম্বার্স এণ্ড

কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এই ট্যানারী পরিচালিত হয়। তথায় বুট ও অন্যান্য জুতার নিমিত্ত, জুতার সোলের নিমিত্তও অন্যান্য বহু প্রকার চামড়া প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া বাঙ্গালোর ত্রিচিনপল্লীতে এবং মান্দ্রাজেও একটী করিয়া ক্রোম ট্যানারী রহিয়াছে, এই সকল স্থানে চামড়া 'ট্যান্' করিবার যথেষ্ট খ্যাতি রহিয়াছে।

চামড়া পাকা করা সম্পর্কে মান্দ্রাজ যে, শুধু ভারতের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এমত নহে, অন্যান্য স্থানের সহিতও এ ব্যবসায়ের তুলনায় তাহার স্থান অনেক উচ্চে।

যে "অল্প ট্যান করা চামড়ার" কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা অশিক্ষিত চামারগণ দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি আমাদের দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ বিষয়ে গবেষণা ও কাজ করেন তাহা হইলে এই চামড়া সম্পূর্ণ সংস্কৃত ও ব্যবহারোপযোগী হইয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা যাইতে পারিত এবং তাহাতে আমাদের দেশে বহু কোটী টাকা আসিত।

আমার খুবই দুঃখ হয় যে, ভারত হইতে প্রায় ২৬৷৷০ কোটী টাকার সর্ষপ, তিসি, বাদাম ইত্যাদি রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে আপনাদের প্রদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে ১৪ কোটী টাকার উপর, প্রায়

১১ লক্ষ টন ওজনের সর্ষপ, তিসি ইত্যাদি রপ্তানি হয়। এক্ষেত্রে যখনই আমি মনে করি যে, ঐ সাথে ঐ ওজনের ২এর ৩ অংশ বাবদ খইল ইত্যাদিও বিদেশে চলিয়া যায়—যাহা গরুর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য ও সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে—তখনই আমার মনে হয় যে দেশের কি দুরবস্থা! এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে ঐ তৈলের সারাংশ ভেজিটেবল ঘি প্রভৃতি আমাদের দেশে আসিয়া চড়া দরে বিক্রয় হয়। এ সকল কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমরা কতদূর অসহায়।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি ও নেতাগণ এই একমাত্র প্রতিকার নির্দেশ করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াইতে হইবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিয়া নূতন ভাবে ছাত্রগণকে গড়িয়া তোল। অবশ্য ঐ কার্য্য অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবে। গত কয়েক বৎসরে আপনাদের প্রদেশেই দুইটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হইয়াছে। উহার উদ্যোক্তা-গণের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে যুক্তপ্রদেশের কথাও বলিব। পূর্ব্বে এলাহাবাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ই সমগ্র প্রদেশেরই প্রয়োজন মিটাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতে পাই যে, আরও প্রায় অর্দ্ধ ডজন বিশ্ব-বিদ্যালয় তথায় সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমি বিস্তৃত কিছু এখন আর বলিব না। কিছু দিবস পূর্ব্বে আপনাদের এখানকার কোনও এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, আমি কি বলিতে চাই।

"শিক্ষিত বেকার"—এই নাম দিয়া প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল :—"যুদ্ধের সময় হইতে মধ্য ইউরোপে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার একটা অদম্য ইচ্ছা জাগিয়াছে; ফলে, বৎসরে তাহাদের মধ্য হইতে বহু শিক্ষিত যুবক বাহির হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহাদের জন্য কোন চাকুরী জুটিতেছে না। ইহাতে একটা অশান্তি সৃষ্টি হইতেছে মাত্র"—এফ,এম, কামরুপ্পা, "হিন্দু", ১৩ই মার্চ্চ ১৯৩০।

আপনারা অবগত আছেন যে, চীনাগণ ব্যবসার জন্য দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দলে দলে তাহারা মালয় উপদ্বীপে যাইতেছে। আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ লেখক মালয় উপদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায় হইয়াছে উচ্চশিক্ষা।

"দেশের মধ্যে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহেও ব্যবসায়ে চীনাগণ যে শুধু বড় হইয়াছে তাহা নহে, তাহারা মালও যথেষ্ট উৎপাদন করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ টীন শিল্পের কথাই ধরুন। বাঁধা-ধরা নিয়ম কানুনের মধ্যে চীনাগণ এরূপ স্থানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে ব্যবসায়ে পিছনে রাখিয়াছে।

"ইহা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা যে, এরূপ বিদেশে চীনাগণ কুলী মজুরের ন্যায় আসিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। অধ্যবসায় গুণেই তাহারা এত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

—Baker ; "Explaining China." P 180.

চীনাগণ প্রথমে কুলী থাকিলেও পরে হয় কোটীপতি। ইউরোপীয়গণের চেয়েও চীনাগণের অধীনে অনেক বড় বড় রবারের কারখানা রহিয়াছে। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পুঁথিগত বিদ্যায় কিছুই হয় না।

যদিও বাঙ্গলা দেশের বহু শিল্প সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে তথাপি আমি চরকারই উপাসক।

কি জন্য আমি চরকার উপাসক তাহা পুনরায় আপনাদের সমক্ষে বলিতেছি।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বহু লোকেরই ব্যবসার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে আমেরিকা এবং ইউরোপের আদর্শ রাখা উচিত নয়। ইহা বিশদরূপেই বলা হইয়াছে যে—"শিল্পপ্রধান দেশে কি করিয়া পরিশ্রম বাঁচান যায় তাহা নিয়াই অর্দ্ধেক লোক চিন্তা করে, বাকী অর্দ্ধেক বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করে।"

ইংলণ্ডের বেকার সংখ্যা ১৯ লক্ষ ; এবং মিঃ টমাসের মতে জার্ম্মাণীতে ৩০ লক্ষের উপর, ইটালীতে ৫ লক্ষ এবং যুক্ত রাজ্যে ৩০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ হইবে।

মোটের উপর ২০ লক্ষ লোক শিল্পকার্য্যে ও মিল সমূহে চাকুরী পাইয়া থাকে। কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের অবস্থাই বর্ণনা করিতেছি। তথায় মাত্র কয়েকজন বণিক তাহাদের টাকার সংখ্যা বাড়াইতেছে আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কোন রকমে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছে। তথাকার শিশু মড়কের সংখ্যা হাজারে ৪০০ হইতে ৫০০ শত পর্য্যন্ত। আমি এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি যে, বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে কতিপয় চাউলের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ঠিক যে, এই সকল মিল দ্বারা স্বত্ত্বাধিকারীরই পকেট ভর্ত্তি হয় বেশী, কিন্তু এরূপ একটা মিল দ্বারা বহু অসহায়া বিধবার মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়া হয়।

এক্ষণে ম্যাঞ্চেষ্টারের কথা বলিব। কবডেনের সময় হইতে গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টারের সময় ভাল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, সমগ্র স্থান হইতে কাঁচা মাল আমদানী করিয়া তাহারা বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া অন্যান্য দেশে উহা রপ্তানী করিবে ; কিন্তু এখন চীন, জাপান এমন কি ভারতেও বহু মিল স্থাপিত হইয়াছে। ফলে মেসার্স ম্যাকডোনাল্ড ও লয়েড জর্জ্জকে বেকার সমস্যা সমাধান জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছে।

সিগারেট, গাড়ী ইত্যাদি, সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য, গ্রামোফোন, খেলনা প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী হয়, কিন্তু অল্প আয়াসেই এ সকল জিনিষ আমাদের দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে।

অর্থবিজ্ঞানবিশারদ ছাত্রদের নিকট মাদ্রাজ ধনশালী দেশ নয় বলিয়াই পরিচিত ; কিন্তু যদি কোন বিদেশাগত লোক আপনাদের সহর পরিদর্শন করেন এবং মোটর গাড়ীর দোকানের 'শো' রুম প্রভৃতি দেখেন তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন যে, ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগরী।

"আজকাল যাহারা মোটর গাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে তাঁহাদের মধ্যে প্রতি দশজনের একজনও এই খরচ চালাইতে পারেন না।"

বিচারপতি মিঃ ক্রফোর্ড আধুনিক বিলাসিতার তীব্র সমালোচনা করিয়া উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বার্ণেটে এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "নিজ সম্পত্তি থাকা ব্যতিরেকে একজন বিচারকও তাঁহার বেতনের উপর নির্ভর করিয়া মোটর গাড়ী কিনিতে পারেন না ; কারণ তাঁহার বাৎসরিক বেতন শুধু ১,৫০০—পাউণ্ড।"

তিনি আরও বলেন যে,—"ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় যে, চাকরী করে, এরূপ একটি বালিকার গ্লোভসের দাম প্রায় ৫ শিলিং, জুতার দাম এক পাউণ্ডের উপর, কোটের দাম ৫ গিনির উপর।"

যদি ইংলণ্ডের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নগরীতেই উপরোক্ত মন্তব্য ব্যবহৃত হইতে পারে,তাহা হইলে আমাদের দেশের কথা একবার ভাবুন—যে দেশের লোকের গড়পরতা দৈনিক আয় ২।০ আনার বেশী নহে বাস্তবিক পক্ষে, সে দেশে সংক্রামক রোগের ন্যায় যুবকগণের মধ্যে বিলাসিতার বাসনা ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্প্রতি ভারতের খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে আমি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি। একজনের মনে স্বতঃই ধারণা হইবে যে, বাঙ্গলায় তাহার প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জন প্রতি প্রতিবৎসরে তাহার একমণ করিয়া চাউল ঘাটতি পড়ে। মিঃ লতিফ তাঁহার "Economic Aspect of Indian Rice Export Tarde" নামক বহিতেও এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা অনুযায়ী ভারতে মোট ৩৩৫১ মিলিয়ন টন চাউলের প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন হয় ৩২ মিলিয়ন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্মা হইতে ভারতে চাউল না আসিলে ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইত।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মিঃ ম্যাক্‌কারসন রয়েল কমিশনের নিকট বলিয়াছেন যে, "ভারতে অন্যান্য অভাবের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই প্রধান। বৎসরে বৎসরে কলেরা, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে হাজার হাজার লোক মারা যায় বটে; কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মারা যায় তদধিক।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিলাসিতার উপকরণ যোগাইতে গিয়া আমরা যে সকল আহার্য্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হই তাহাতে পুষ্টিকর কিছুই থাকে না।

এই নিমিত্তই মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, গ্রামে গ্রামে চরকার প্রচলন করিতে হইবে। মিঃ জ্যাক পূর্ব্ববঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "কৃষকগণ ৩ মাস পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট ৯ মাস আলস্যে কাটায়" সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য দ্বিতীয় একটা ব্যবসায় থাকিলেও ভাল হয়।

আজন্ম আমি স্বদেশী জিনিষ পছন্দ করি, সুতরাং আপনারা এই প্রদর্শনীর নাম "স্বদেশী প্রদর্শনী" রাখায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আমি "বর্জ্জন" কথাটি মোটেই পছন্দ করি না। উহাতে এই বুঝায় যে, বিদেশজাত জিনিষ ব্যবহার করিব।

মোটরকার HORN

মূল্য ১২৲ বারো টাকা

Howrah Motor Company.

Norton Buildings, Calcutta.

NATIONAL BATTERY
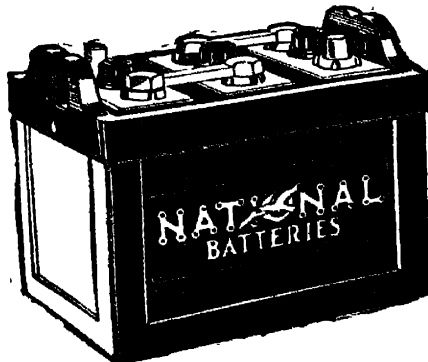
ভারতবর্ষে দীর্ঘ আঠারো মাসের গ্যারাণ্টি দিয়া কেবল আমরাই ব্যাটারী বিক্রয় করি। এই সময়ের মধ্যে এসিড বদলানো, ব্যাটারী পরীক্ষা ইত্যাদি সমুদয় Battery Service free দিয়া থাকি।

Batteries for Chevrolet, Ford and Whippet—মূল্য ৪৫৲ টাকা।
CHEVROLET গাড়ী এবং BUS এর সব রকম SPARE PARTS এবং ACCESSORIES আমরা বাজারের সকল ফার্ম্ম অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রয় করি। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

Howrah Motor Coy.,
Norton Buildings, Calcutta.

দেশলাইয়ের ব্যবসা

ভারতে দেশলাই প্রস্তুত-প্রচেষ্টা আজ নতুন নয়। কিন্তু ১৯২১ সালের অনেক ছোট খাট কারবার এদিকে ওদিকে থাকলেও ব্যবসার জন্যে পরিচালিত কারখানার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ছিল আহমেদাবাদের গুজরাট ইস্‌লাম ম্যাচ ফ্যাক্টরী! অন্যান্য ছোটখাট কারখানা দু'চার দিন চ'লেই বন্ধ হ'য়ে যেত। তার কারণ;—অভিজ্ঞতা, মূলধন, কাঁচামাল (অর্থাৎ কাঠ), ভালরকম পরিচালন ব্যবস্থা। এই সকলের অভাব তো ছিলই; এর উপর সব চেয়ে বিরোধী ছিল বিদেশী প্রতিযোগিতা। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত আমদানি শুল্ক গ্রোস পিছু মাত্র বার আনা থাকাতে বিদেশী প্রতিযোগিতার বহর ছিল খুবই বেশী। সেই বিপুল প্রতিযোগিতার স্রোতের মুখে সামান্য মূলধন নিয়ে ভারতীয় অব্যবসায়ীদের দাঁড়ান একরকম অসম্ভবই ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে আমদানি শুল্ক দ্বিগুণ হ'য়ে গেল—গ্রোস পিছু বার আনা থেকে দেড় টাকা। দেশী ব্যবসা-সংরক্ষণ নীতি অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এটা করেন নি, একথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। তাঁরা শুল্ক বাড়িয়েছিলেন রাজস্ব বাড়াবার জন্যে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে এটা দেশের কাজে এল। ১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে এই নূতন শুল্ক আইন আমলে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের জন্য দেশে একটা হুড়াহুড়ি প'ড়ে গেল। সেই সময়ে বাক্সের সাদা কাঠ এবং সাদা কাঠির জন্য কোন শুল্ক দিতে হ'ত না। তাই প্রথম প্রথম জাপান থেকে এই কাঠ ও কাঠি আনিয়ে এখানে বাক্স তৈরি ক'রে বারুদ মাখিয়ে নেওয়া হত।

ফলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব গেল বিশেষ রকম ক'মে; এবং ১৯২৪ সালে এর প্রতিবিধানকল্পে এই দুটি জিনিষের আমদানির উপর নূতন শুল্ক জারি হ'ল—সাদা কাঠির পাউণ্ড পিছু সাড়ে চারি আনা এবং বাক্সের সাদা কাঠের পাউণ্ড পিছু ছ' আনা। দেশীয় ব্যবসা এতে বাধা পেয়ে বরং জোর পেল—কাঠ ও কাঠি দেশ থেকে তৈরীর ব্যবস্থা চলতে লাগল। এই চেষ্টা যে কতকটা সফল হ'য়েছিল তা' বোঝা যায় আমদানির উপর এর প্রতিক্রিয়া দেখে। ১৯২১—২২ সালে আমদানির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৬·৮ লক্ষ গ্রোস; ১৯২৬—২৭ এ সেটা গিয়ে দাঁড়াল ৬১০২ লক্ষ গ্রোসে; আর তার পরের বছরে সেটা নেমে এল ৪০ লক্ষে। গত বৎসর যে আরও কম দেশলাই বিদেশ থেকে আমদানি হ'য়েছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ভারতের দেশলাইয়ের বাজার সুইডেনের একরকম একচেটে ছিল অতএব তারই ক্ষতি হ'ল সব চেয়ে বেশী। এদিকে অত উঁচু হারে শুল্ক দিয়ে দেশী দেশলাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে তারা শেষে ভারতবর্ষে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করবার সঙ্কল্প করলে; এবং সে সঙ্কল্প তারা কার্য্যে পরিণতও করেছে।

যুদ্ধের আগে ভারতের বাইরে নানা দেশ থেকেই দেশলাই আমদানি হলেও, আসলে

আসিত সুইডেন ও জাপান থেকে। ১৯১২—১৩ সালে সব শুদ্ধ দেড় কোটী গ্রোসের উপর বাক্স ভারতে আমদানি হয়েছিল। তার মধ্যে জাপান থেকেই এসেছিল ৭২·৯ লক্ষ গ্রোস এবং সুইডেন থেকে ৪২·২ লক্ষ। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের খুব সুবিধা হয়ে গেল। ওই সুদীর্ঘ যুদ্ধের সময়ে এবং তার কিছুদিন পর পর্য্যন্ত ভারতের দেশলাইয়ের বাজার জাপান একচেটে করেছিল। ১৯১৮-১৯ সালে আমদানি দেশলাইয়ের সংখ্যা হ'চ্ছে ১ কোটী ১১·১ লক্ষ গ্রোস। এর মধ্যে জাপান সরবরাহ ক'রেছিল এক কোটী ৭·৪ লক্ষ গ্রোস; সুইডেনের ভাগ সেবারে ছিল দশ লক্ষেরও কম।

কিন্তু ইতিমধ্যেই সুইডেনের ব্যবসাদাররা স্থির করেছিল যে যেন-তেন প্রকারেণ শুধু যে হৃতরাজ্য জয় করতে হবে তাই নয়, নতুন জায়গা দখল করবারও চেষ্টা করতে হবে। ফলে ১৯১৭ সালে কয়েকজন ধনী ব্যবসাদার মিলে সুইডিস্ ম্যাচ কোম্পানী নাম দিয়ে একটা বৃহৎ কারখানা খুলে দিলে। এর পর থেকেই জাপানকে ক্রমে ক্রমে ভারতের বাজার থেকে হঠতে হ'ল। ১৯২৩।২৪ সালে সুইডেন থেকে আমদানি দেশলাইয়ের সংখ্যা উঠল ৫১·৬ লক্ষ গ্রোসে—আর জাপানের সংখ্যা নেমে এল ৫৫·৫ লক্ষে। একদিকে সুইডেন আর একদিকে ভারতে তৈরি দেশলাই এই দু'দিক সামলাতে জাপান একেবারে নাজেহাল হ'য়ে গেল। সেটা তার ১৯২৭ সালে ভারতে প্রেরিত দেশলাইয়ের সংখ্যা—মাত্র ৪·২ লক্ষ গ্রোস—দেখলেই বোঝা যায়। এইখানেই যদি ব্যাপারটার শেষ হ'ত তাহ'লেও তো ছিল ভাল। দামের পাল্লায় জাপান সুইডেনের কাছে শুধু যে ভারতেই হেরে গেল তা' নয়—নিজের দেশেও তাকে সুইডেনকে অনেকটা স্থান ছেড়ে দিতে হ'ল। দেখা যায় যে ১৯২০ সালে জাপানী দেশলাইয়ের ব্যবসাতে সুইডেনের ভাগ ছিল শতকরা আশী।

জাপানকে ভারত থেকে হটিয়েও তো বিশেষ নিশ্চিন্ত হ'বার উপায় ছিল না। কারণ এই দেশেই দেশলাইয়ের কারবার দিনের পর দিন বেড়ে চ'লেছিল। সেইজন্যে সুইডিস ম্যাচ কোম্পানী ভারতের নানাস্থানে দেশলাইয়ের কারবার খুললে। টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে এদের কারখানা থেকে বছরে ৬০ লক্ষ গ্রোস দেশলাই তৈরি হয়। সেটা তো কিছুকাল আগের কথা। আমাদের ধারণা বর্ত্তমানে তাদের কারবার আরও ফলাও হ'য়ে উঠেছে। এদের কারবারে তৈরি দেশলাইয়ের নানারকম লেবেল আছে বটে কিন্তু সকলের মধ্যেই "Wimco" ছাপ আছে। (অর্থাৎ Western India Match Co.)

১৯২১ সাল থেকে উচ্চ আমদানী-শুল্কের সাহায্যে ভারতীয় ব্যবসা দিন দিন বেড়ে চললেও এই Western India Match Co. কে ভয় করবার অনেক কারণ আছে। এর মূলধন এবং সহায়-সম্পদের সীমা নেই, পৃথিবীর নানাদেশে এর কারবার। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো দেশে ইনি খণ্ডগ্রাসী আর বেলজিয়মের পক্ষে ইনি সর্ব্বগ্রাসী রাহু হ'য়ে উঠেছেন। এঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বেলজিয়মের নিজের ব্যবসা কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে। এঁদের মনের গোপন কোণে বোধ হয় এই আশাই বলবতী যে ভারতেও একদিন বেলজিয়মের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ'য়ে তাদের বিজয় দুন্দুভি বেজে উঠবে। এটা যে এঁদের অসম্ভব আশা সে কথাও তো জোর

ক'রে বলা যায় না। তাই টারিফ বোর্ডকে অনুরোধ করা হ'য়েছিল, এই অসম প্রতিযোগিতায় বাধা দেবার ব্যবস্থা করবার জন্য। অবশ্য টারিফ বোর্ড সে অনুরোধে বিশেষ কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু তাঁরা রিপোর্টে এ সম্বন্ধে লিখেচেন—"সুইডিস কোম্পানীর অস্তিত্বের ফলে ভারতীয় ব্যবসা চালান মুস্কিল হয়েছে—এ রকম আমাদের মনে হয় না। তবে এই কোম্পানীর শক্তি সম্পদ খুব বেশী এবং অন্যান্য দেশে ইনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাতে এঁর ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালীর উপর বিশেষ চোখ রাখা দরকার। এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় ব্যবসার ক্ষতি করে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার চেষ্টা যদি ইনি করেন, তাহ'লে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সেই চেষ্টাতে বাধা দেওয়া—এ সম্বন্ধে এই কথাই আমরা বলতে চাই।"

সেই চরম বিপদের দিন হয়তো এখনো আসেনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে সেটাও যে বিশেষ আশাজনক তা' মনে হয় না। ভারতে তৈরি দেশলাই সংখ্যায় ও পরিমাণে আগেকার চেয়ে বেড়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এখনও সেটা সুইডেনের দেশলাইয়ের এক তৃতীয়াংশ। বছরে ১ কোটা ৭০ লক্ষ গ্রোস দেশলাই ভারতবর্ষে দরকার হয়। তারমধ্যে ১ কোটা থেকে ১ কোটা ২০ লক্ষ গ্রোস দেশলাই সুইডেনের। এর মধ্যে কিছু সুইডেন থেকে আসে, বাকীটা এইখানে তৈরি হয়। সুইডিস কোম্পানীর দেশলাইয়েব এত বেশী কাটতির একটা প্রধান কারণ এই যে দেশী লোকেরা এখানের কারখানায় তৈরি দেশলাই তত পছন্দ করে না। দেশী দেশলাইয়ের চেয়ে আমাদের দেশের লোকেরা যে Wimco মার্কা দেশলাই বেশী পছন্দ করে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সুইডেনের দেশলাই দেশী দেশলাইয়ের চেয়ে ভাল এ ধারণা ভুল। এই স্বদেশীর যুগে, আত্মনির্ভরতার যুগে আমাদের দেশের লোক যদি তাঁদের এই অহেতুক ধারণাটা বদলে ফেলতে পারেন, তা'হলে একটা বড় দেশী ব্যবসা দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে টারিফ বোর্ড কি বলেন সেটা দেশের লোকদের শোনান উচিত মনে করি :—

"ভারতীয় দেশলাই আগেকার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে ভারতীয় কাঠের রং একটু কালচে; তাই এ্যাস্পেন কাঠ থেকে তৈরি সুইডেনের দেশলাই কাঠির মত দেশী কাঠি তত ফর্সা হয় না। কিন্তু কালচে-কাঠির দেশলাইয়ের উপর এ-দেশী লোকের একটা বিতৃষ্ণা আছে। তার কারণ প্রথমে এ দেশে যখন দেশলাই তৈরি হ'য়েছিল তখন সে জিনিষ হয়েছিল অত্যন্ত খেলো। জ্বালতে গিয়ে হয় তার কাঠি ভেঙ্গে যেত, নয় মাথার বারুদ খ'সে যেত। আর বর্ষাকালে বারুদ এত স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে যেত যে জ্বলত'ই না। এর ফলে সাধারণের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে কালচেকাঠির দেশলাই মানে খেলো ও খারাপ দেশলাই। এ ছাড়া কুটীর শিল্পের মত ছোটখাট কারবার যাঁরা চালান তাঁরা বড় বড় কারখানার বাতিল কাঠ থেকে দেশলাই তৈরি করেন। এর জন্যেও পূর্ব্বোক্ত ধারণা সাধারণের মনে এক রকম অচলপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু আমরা নানাভাবে ভারতীয় দেশলাইয়ের পরীক্ষা ক'রেছি, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। তার ফলে আমরা বলতে পারি যে ভারতে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত যে সমস্ত বড় বড় কারখানা আছে তার তৈরি দেশলাই বাইরের জলুস কম হ'লে কার্য্যতঃ ব্যবহারে বিদেশী আমদানি করা যে-কোন দেশলাইয়ের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়।"

রেশম শিল্পের কথা

(শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি)

বঙ্গীয় রেশমকীট বিভাগের পক্ষ হইতে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত সুরুল শ্রীনিকেতনে একটী রেশমকীট বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে তাহার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

রেশমকীট বলিতে রেশমসূত্র প্রদানকারী নানারকম কীট বুঝায়। তন্মধ্যে শ্রীনিকেতনে দেশী পলু বা 'ছোটপলু' পালিত হইয়া থাকে; পলু বলিতে সাধারণতঃ রেশমকীট বুঝায়।

কোয়া বা ককুন

কোয়া বলিতে রেশমকীটেরা লুতাতন্তু দ্বারা যে আবরণের সৃষ্টি করিয়া থাকে ও যাহা হইতে সূতা কাটিয়া রেশম সূত্র প্রস্তুত হয়, ঐ পাকানো সূতার পিণ্ডকেই 'কোয়া বা ককুন' বলা হইয়া থাকে।

নামের বিভিন্নতা

বিভিন্ন জাতীয় রেশমকীট "পলু" নামে অভিহিত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পলুর ইংরাজী নামের সহিত যে বাঙ্গলা নাম দেওয়া হয় তাহাই আজকাল প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইহা রেশমের বিষয় যাঁহারা একটু চর্চা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। যেমন 'বোম্বিক্স ফর্টনেটাস' নামক পলু বিশেষকে দিশী বা ছোট পলু নামে অভিহিত করা হয়। 'বোম্বিক্স টেক্সটার'নামক পলু বা রেশমকীটকে বড় পলু নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

তুঁতপত্রভুক ও অপরাপর পত্রভুক পলু

যে সকল পলু রেশমসূত্র প্রদান করে কেবল-মাত্র তাহারাই তুঁত, অথবা Mulberry plant গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে; কিন্তু তসরসূত্র প্রদানকারী পলুবা সাল, অর্জ্জুন, হরিতকী ও বহেড়া এবং কুল-মহুল-লোধ্র সিমূল করমচা-জাম রেড়ি সেগুন ও বাদাম গাছের পাতা খাইয়া কোয়া বুনিয়া থাকে; এণ্ডিসূত্র প্রদানকারী পলুয়া এরণ্ড রেড়ি অথবা ভেরেণ্ডা গাছের পাতা খাইয়া কোয়া বা ককুন প্রস্তুত করে। এণ্ডির পলুয়া তাহাদের মুখনিঃসৃত রস দ্বারা যে লুতাতন্তব পিণ্ড অথবা কোয়া তৈয়ারী করে তাহা কাটাই করিলে কাটাইয়ের সূতাকে বারম্বার জোড়া লাগাইয়া তবেই সূত্রের নিরবচ্ছিন্নতাকে রক্ষা করিতে হয়; সুতরাং এণ্ডির কোয়ার সূত্র বিচ্ছিন্ন কীটেরা থামিয়া থামিয়া তাহাদের লালা নিঃসৃত করে বলিয়া কোয়ার সূত্রেরও কাটিবার সময় থাকিয়া থাকিয়া খেই পাওয়া যায় না।

এণ্ডির সূতার বিশেষত্ব

এই সব অসুবিধার জন্য কারীগরেরা এণ্ডির কোয়াকে ধুনিয়া ও পিজিয়া পশম বা কাপাস সূতার ন্যায় সূতা বাহির করে; কার্য্যতঃ ইহা খুব সুবিধাজনক বলিয়া এই উপায় মন্দ নয়। এণ্ডি কোয়ার সূত্র পশম, কার্পাস—এমন কি গরদ সূত্র অপেক্ষা শক্ত।

চন্দ্রকী বা ডালা

রেশম অথবা Mulberry plantএর কোয়া বা ককুন প্রস্তুতের জন্য সাধারণতঃ বড় ডালা অথবা চন্দ্রকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে এণ্ডি কোয়ার জন্য চন্দ্রকী অথবা চক্রাকার খোষাযুক্ত ডালা ব্যবহৃত হয় না।

শ্রীনিকেতনের পলু

শ্রীনিকেতনে সাধারণতঃ দিশী অথবা ছোট পলু রেশমসূত্র বয়নের জন্য পালিত ও ককুন অথবা কায়া কাটাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পলুর বিষয়ে ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, রেশম কীটের পলু মাত্রেই চারিটী অবস্থার ক্রম অথবা পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া প্রজাপতি আকারে অবয়ব লাভ করিয়া থাকে। উক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ের কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। ১। ডিম ২। গুটপোকা ৩। অপরিণত প্রজাপতি ৪। প্রজাপতি।

১। ডিম্ব

গুটি কাটিয়া প্রজাপতিরা বাহির হইয়া আসিলে কিছুদিন পরে তাহারা বেশ্ বড় হইয়া উঠে তখন তাহাদের পুরুষ প্রজাপতিদের সহিত একত্র রাখা হয়। কিছু পরে স্ত্রী প্রজাপতিরা কাগজের উপর সাদা সাদা অতিক্ষুদ্র দানার আকারে তিনশত সাড়ে তিনশত ডিম প্রসব করিয়া থাকে; ঐ সকল ডিম্ব যথাসময়ে পরিপুষ্ট হইয়া গুটিপোকার আকার ধারণ করে।

২। গুটিপোকা

গুটিপোকা অবস্থায় রেশম কীটেরা কোয়া বুনে না; ইহার পর অবস্থায় কোয়া বুনানী সুরু হয়।

৩। পপ বা অপরিণত প্রজাপতি

তৃতীয় অবস্থায় গুটিপোকারা তাহাদের মুখ হইতে লালাজাতীয় পদার্থদ্বারা অনবরত তাহাদের নিজের চতুর্দ্দিকে যে লুতাতন্তুরাশি বয়ন করিয়া চলে তাহাই পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে আমরা তাহাকে 'ককুন' বলিয়া থাকি। ইহাই রেশম সূত্রের আদিম অবস্থা। সুতরাং গুটিপোকার তৃতীয় অবস্থাতেই গুটিপোকারা কোয়া বা ককুন্ বয়ন করিয়া থাকে।

৪। প্রজাপতি

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় অবস্থা হইতে গুটিপোকারা অবশেষে ৪র্থ প্রজাপতি অথবা ইমাগো সম্পূর্ণ অবয়ব যুক্ত প্রজাপতির অবস্থায় আসিয়া পৌছায়। এই সকল প্রজাপতিদের স্ত্রী ও পুং সংযোগে ডিম্ব উৎপন্ন হয়। ডিম্বের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কোয়া বুনানীর সময়

আগেই বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় অবস্থাতেই গুটিপোকারা ককুন্ বুনিয়া থাকে। এই সময় তাহাদের মুখনিঃসৃত লালাদ্বারা তাহারা যে দেহ-বস্ত্র তৈয়ারি করে, কিছুদিন পরে প্রজাপতিরা তাই ছিদ্র করিয়া বাহিরে আইসে। উক্ত আবরণের মধ্যে পপ অথবা অপরিণত প্রজাপতিদের লালাদ্বারা রচিত লুতাতন্তুরাশিই হইতেছে রেশমসূত্রের আদিম অবস্থা।

কোয়াতে ছিদ্র হওয়ার কারণ

গুটি পোকার মুখ নিঃসৃত লালার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া যখন অপরিণত প্রজাপতিরা বাহির হয়, তখন উক্ত লালার কঠিন আবরণে

একটি ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্র শুধু যে আবরণটিকে কাটিয়া ফেলে তাহা নহে; পরন্তু তাহার ভিতরকার লুতাতন্তুর পিণ্ডটীকেও কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং 'কোয়ার' সূত্রকেও নিরবিচ্ছিন্ন না পাইয়া এক বা দুইহাত অন্তর অন্তর তাহাকে খণ্ড খণ্ড আকারে পাওয়া যায়। সূত্রের নিরবিচ্ছিন্নতা রক্ষার জন্য গুটিগুলিকে গরমজলে ফেলিয়া রাখিয়া ভিতরকার অপরিণত প্রজাপতি গুলি মারিয়া ফেলা হয়; প্রণালীটা নির্দ্দয় প্রকৃতির হইলেও ব্যবসায়ে ইহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

ছিদ্ররোধের উপায়

এইরূপে গুটিকে গরমজলে ফেলিয়া ভিতরকার অপরিণত প্রজাপতিকে মারিয়া ফেলা হয়। সুতরাং তাহারা বড় হইয়া গুটিতে ছিদ্র রচনা করিতে পারে না। এইরূপে কাটা গুটি ও সম্পূর্ণ গুটি দুই রকম সূত্র প্রদান করে, তাহা কাটাইয়ের সময় বারংবার জোড়া দিতে হয়। সম্পূর্ণগুটি যে সূত্র দেয় তাহা নিরবিচ্ছিন্ন আকারে পাওয়া যায়।

লেবুর রসের উপকারিতা

লেবুর রসের উপকারিতার অন্ত নাই। সুস্থ ও সবল দেহের জন্য যে সকল উপাদান আবশ্যক ইহাতে তাহার অনেকগুলিই বিদ্যমান। এই কারণে সকল জাতি ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নিকট লেবু অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। কেবল দেহরক্ষার জন্য নহে, শারীরিক নানাবিধ পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইহার গুণ অবর্ণনীয়। রুগ্নদেহে পথ্যের সহিত ইহা অহরহঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অরুচি নিবারণে ইহা অতুলনীয়। সাগু, বালি প্রভৃতি যাহারা পছন্দ করে না, লেবুর রস মিশাইয়া দিলে তাহাদের নিকটেই ঐ সকল জিনিষ সুখাদ্য বলিয়া মনে হয়। নিম্নে ইহার কতকগুলি উপকারিতা বর্ণনা করা হইল।

লেবুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পটাস, সোডা চুণ, ম্যাগ্‌নেসিয়া, ফস্‌ফরাস্‌, গন্ধক, সাইলিসিয়া আয়রণ ম্যাগ্‌নেসিয়া এবং ক্লোরিণ বিদ্যমান আছে। মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে এগুলি মহোপকারী এবং ইহাদের গুণ অতুলনীয়।

১। প্রাতে কিছু আহারের পূর্ব্বে আধ গ্লাস জলের সহিত আধখানা লেবুর রস পান করিলে যকৃত ও পিত্ত দোষ নাশ করে।

২। গলা ভাঙ্গিলে চিনি ও লেবুর রস পান উপকারী। ইহাতে বেশ আরাম পাওয়া যায়। কুলকুচা করিলে গলার বেদনা সারে।

৩। জ্বরের সময় যখন ঠোঁট শুকাইয়া যায়, তখন উহা ভিজা রাখিতে লেবু অদ্বিতীয়। ইহাতে জিহ্বাও পরিষ্কার থাকে। টাইফয়েড

রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিলে প্রচুর পরিমাণে লেবু খাওয়া উচিত।

৪। গরম এবং কড়া এক পেয়ালা চা এর মধ্যে দুই তিন টুক্‌রা লেবুর রস দিয়া খাইলে মাথাধরা আরোগ্যে হয় এবং দেহ মনে স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে।

৫। এক পেয়ালা কড়া কফির মধ্যে এক চামচ লেবুর রস দিলে পিত্তজনিত মাথা ধরার উপশম হয়।

৬। বিছা বা বিষাক্ত পোকার কামড়ে কীট-দষ্ট স্থানে লেবু ঘষিয়া দিলে জ্বালা কমে।

৭। মধু, ফটকিরি এবং লেবুর রসে শিশুদের ঘড়ঘড়ি কাশির উপশম হয়।

৮। ফুটন্ত চাল অথবা সাগুর মধ্যে এক চামচ লেবুর রস ঢালিয়া দিলে ভাত ও সাগুগুলি বেশ সাদা ও সুগন্ধযুক্ত হইবে।

৯। মাংস শক্ত হইলে যে জলে উহা সিদ্ধ হইবে তাহাতে এক চামচ লেবুর রস দিবে। ইহাতে মাংস নরম হইবে।

১০। মাছ প্রভৃতি খাদ্যের সহিত লেবু খাওয়া উপকারী।

১১। রন্ধন কার্য্যে লেবুর রসই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং সুগন্ধযুক্ত।

১২। গরমের সময় লেবুর সরবতের মত স্নিগ্ধ পানীয় আর নাই।

১৩। রস বাহির করা লেবুর ছিবড়ায় নুন মিশাইয়া পিতলের বা কাঁসার বাসন মাজিলে উহা খুব পরিষ্কার হয়।

১৪। নুন মিশাইয়া লেবুর রসে ধুইলে সাদা জিনিস হইতে কালী, তেল, কলঙ্ক এবং নানারূপ ফলের রসের দাগ উঠিয়া যায়।

১৫। সমান অংশে গোলাপ জল ও লেবুর রস প্রয়োগ করিলে রৌদ্রে পোড়া কালো দাগ ক্রমে মিলাইয়া যায় এবং চামড়া নরম হয়।

১৬। জলে খানিকটা লেবুর রস দিয়া সেই জল দিয়া মুখ ধুইলে সমস্ত ময়লা কাটিয়া যায় এবং দাঁতের উপরে যে Tartar বা হলুদ বর্ণের deposit পড়ে তাহা দূর হইয়া যায়। ইহাতে মাঢ়ি শক্ত হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হইয়া মুখে সুগন্ধ হয়।

১৭। কেশ ধুইতে ও কেশের গোড়া শক্ত করিতে লেবুর রস অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে চুল শীঘ্র সাদা হয় না, এবং চুল পড়িতে থাকিলে তাহা বন্ধ হয় এবং নূতন কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

১৮। শুক্‌না লেবুর খোসা কয়লার উপর বিছাইয়া রাখিলে দুর্গন্ধ দূর হয়।

১৯। দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে একখানি ন্যাকড়া লেবুর রসে ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে জড়াইয়া রাখিবে। ইহাতে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে। ডাক্তার আসিয়া না পৌঁছা পর্য্যন্ত এইরূপে রক্ত বন্ধ রাখা যায়।

২০। লেবুর রস হাতের সকল প্রকার ময়লা এবং দাগ দূর করে এবং হাতকে খুব নরম রাখে।

NON-PARTICIPATING

Vers.

PARTICIPATING POLICIES

বিনালাভে পলিসি বনাম লভ্যাংশসহ পলিসি

(ফাল্গুনমাসের অবশিষ্টাংশ)

লভ্যাংশ বিহীন বীমাচুক্তি-পত্র প্রদানে যাবতীয় বিষয়ের অনুমান যতদূর সম্ভব সঠিক স্থির না করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা এই যে, যদ্যপি কোনও বিষয়ের অনুমান ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতায় অন্যায় হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, তখন সে বিপদের হাত হইতে নিস্তারের কোনও উপায়ই থাকে না; কেন না লভ্যাংশসহ বীমাচুক্তি পত্র বাবদ যে বীমাপণ নির্দ্ধারিত হয়, তাহাতে Bonus দিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত অংশ যাহা বীমাপণের সহিত চাপাইয়া লওয়া হয় তাহা হইতে ঐ শ্রেণীর কার্য্যের অনুমানে কোনও ভুল ভ্রান্তি ঘটিলে যেমন তাহার পূরণ বা সংশোধন সম্ভব, লভ্যাংশ বিহীন বীমাচুক্তি বাবদ যে বীমা পণ লওয়া হইবে তাহাতে ঐ উপাদানের অভাব হেতু কোম্পানীর ক্ষতি পূরণের কোনও উপায়ই থাকে না।

তাহা হইলে প্রশ্ন হইল এই যে, সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে কোম্পানী কর্ত্তৃক মাত্র লভ্যাংশ-বিহীন বীমা কার্য্য করা কি করিয়া সম্ভব করিয়া তুলা যাইতে পারে এবং তাহার জন্য যে বীমাপণের হার নির্দ্ধারণ করা হইবে তাহা ভবিষ্যতে মৃত্যুহার, সুদের হার এবং খরচার হার কি হইবে তাহা কেবল মাত্র একটি অনুমানের উপরেই নির্দ্ধারিত

করিয়া লওয়া হইবে? যদি ইহাকে সম্ভব করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা হইলেই কেবল বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে লভ্যাংশসহ বীমাতে যে সকল সুযোগ প্রদান করা হইয়া থাকে, তদপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ ঠিক ততটুকুই সুযোগ সুবিধা সর্ব্বসাধারণকে এই লভ্যাংশ বিহীন বীমা প্রথায়ও দেওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সর্ব্বদাই কেবল এই কথাই প্রচার করা হইয়া থাকে যে, এইরূপ প্রথা প্রচলন করিতে গেলে যে সকল বিষয় সম্বন্ধে মাত্র অনুমানের উপরেই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়—সেই সকল অনুমানে যদি কখনও বিপর্য্যয় ঘটে এবং যদি পূর্ব্ব হইতে তাহার সামঞ্জস্য করিবার কোনও ব্যবস্থা স্থির করা না হয়ে থাকে, তবে শুধু যে কোম্পানীরই সমূহ ক্ষতি তাহা নয়—সে ক্ষেত্রে সমগ্র বীমাকারীর পক্ষেও উহা সমূহ বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু তাহার উত্তরে আবার উপায়ান্তর হিসাবে ইহাও ত বলা চলে যে, যে সকল অনুমান গণনাধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়াই বীমাপণ ধার্য্য হয় ঐ বীমাপণের উপর, ভবিষ্যৎ বিপর্য্যয়ের জন্য যৎসামান্য কিছু অতিরিক্ত পণ চাপাইয়া লইলেই সমস্ত বিপদাশঙ্কার হাত হইতে মুক্তিরও পথ পরিষ্কার হইতে পারে এবং বীমাকারীকেও লভ্যাংশসহ বীমা বাবদ অথবা যে অতিরিক্ত বীমা পণ ধরা হয়, তাহার হাত হইতেও তাহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। অনেকেই তখন হয়ত এই কথাই বলিবেন যে, যদি অনুমানের উপর নির্ভরে এতই বিপদ এবং যদি লভ্যাংশবিহীন বীমাতেও অনুমানানুযায়ী যাহা ন্যায্য বীমাপণ তাহার উপরেও আবার অতিরিক্ত কিছু পণই চাপাইতে হইল, তবে লভ্যাংশসহ বীমাতে দোষ করিল কি? ইহার উত্তর একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা সম্ভব।

এই যে অতিরিক্ত পণ যাহা চাপাইয়া লওয়ার প্রস্তাব করা হইল, উক্ত দুই শ্রেণীর বীমাপণের মধ্যে তাহাদের ঐ অতিরিক্ত অংশের হারে প্রভেদ যে অনেক তাহা, এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগেই আলোচনা করা হইয়াছে। লভ্যাংশবিহীন বীমার গণনাধ্যক্ষগণ সামান্য যে অতিরিক্ত পণ চাপাইবার উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার কারণ এই যে, যদিও আনুমানিক পণের হার ঠিক এমনই দাঁড়ায় দেখা যায় যে তাহা দ্বারা গড়পড়তায় কোম্পানী কর্ত্তৃক তাহার যাবতীয় দায়ীত্ব পূরণ ঠিক টায় টায়ই করা সম্ভব হইতেছে, তথাপিও, ভবিষ্যতে পাছে কোনও কিছু বিপর্য্যয় ঘটে তাহারই ব্যবস্থা রাখিবার জন্যই তাঁহাদের এই উপদেশ, নচেৎ তাহা হইতে লাভ উৎপন্ন করিয়া সেই লাভ অপর শ্রেণীর বীমাকারিদিগের হিসাবে গণ্য করিয়া, একের খরচায় অপরের উদর পূরণ, কখনই ঐ উপদেশের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, এবং উহা বীমাকোম্পানীর পক্ষে আদৌ প্রশংসণীয় কথাও নহে; বরং তাহাতে এক শ্রেণার প্রতি অবিচারই করা হইয়া আসিতেছে।

অতএব, যদিও লভ্যাংশবিহীন বীমার ক্ষেত্রেও যৎসামান্য কিছু Loading এর ব্যবস্থা রাখার ফলে, হয়ত প্রতি পাঁচ, দশ, পনের কি কুড়ি বৎসর অন্তর কোম্পানীর যাবতীয় খরচ খরচা ও দায়িত্ব পূরণ করিয়াও কিছু লাভ হইতে থাকে এরূপ দেখা যায়, তথাপি ভবিষ্যতে, যদি কখনও কোনও অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটে বা ঘাটতি পড়ে, তাহা হইলে পূর্ব্বে যৎসামান্য যাহা লাভ হইয়াছে তাহা হইতে ঐ ঘাটতি পূরণের জন্যই গণনাধ্যক্ষগণ

উক্ত Loading এর ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে কোন সময়েই হউক না কেন, যাবতীয় অবস্থা বিপর্য্যয়ে বীমাপণের হারকে সর্ব্বদাই প্রয়োজনানুরূপ রাখিবার জন্যই এই যৎসামান্য অতিরিক্ত পণের (Loading) প্রয়োজন। অতএব যদি Gross premium এর উপর কিছু অতিরিক্ত অংশ (margin) চাপাইবার ফলে ভবিষ্যতে এমন দেখা যায় যে কোম্পানীর আবশ্যকীয় সমস্ত খরচ খরচা ও দায়িত্ব প্রভৃতি পূরণ করিয়াও হাতে উদ্বৃত্ত (Surplus) কিছু জমিয়া যাইতে থাকে, তখনই প্রমাণীকৃত হইবে যে এই Loading এর আবশ্যকতা কিছুই ছিল না এবং তখনই পুনরায় সেই একই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে এই উদ্বৃত্ত (Surplus) কি ভাবে ব্যবহার্য্য হইবে।

এরূপ সামান্য কিছু যদি উদ্বৃত্ত হয় তবুও, লভ্যাংশসহ বীমা হইতে ইহা ভাল, যেহেতু লভ্যাংশসহ বীমাচুক্তি পত্রের বাবদ কোম্পানী সমূহ ইচ্ছাপূর্ব্বকই প্রয়োজনাপেক্ষাও অনেক উচ্চহারে বীমাপণ আদায় করিয়া থাকেন এবং যদিও তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে তদ্বারায় ভবিষ্যতে তাঁহারা Bonus বণ্টনে সক্ষম হইবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ এই Bonus বণ্টন্ ব্যাপারে অনেক অবিচারের পরিচয়ই পাওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বানুবৃত্তি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিতে হইলে, ভবিষ্যত বিপর্য্যয় সমস্যার সমাধানের জন্য মাত্র যেটুকু আবশ্যক ঠিক ততটুকুই মাত্র অতিরিক্ত পণ চাপাইয়া, লভ্যাংশ বিহীন বীমাচুক্তি পত্র প্রদানে কোম্পানীর পক্ষে কোনও বাধাই থাকিতে পারে না বরং বীমাকারী তদ্বারা যথেষ্ট লাভবানই হইবেন। আবশ্যক হইলে প্রতি দশ বৎসর অন্তর, কোম্পানীর অভিজ্ঞতানুযায়ী, বীমাপণের হার সংশোধন করা যাইতে পারে এবং এই প্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন সংশোধিত বীমা

পণ অনুযায়ী যে সকল বীমাচুক্তি পত্র প্রদান করা হইবে তাহাদিগের পৃথক পৃথক হিসাব অনুপাতে পৃথক পৃথক তহবিল থাকিবে। অর্থাৎ যখনই কোনও সংশোধিত বীমাপণ বহাল করা হইবে তখনই তদনুযায়ী বীমাচুক্তি পত্র গুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করা হইবে এবং এই প্রকার প্রতি বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাবে যখনই সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে তখনই ঐ উদ্বৃত্ত তহবিল দ্বারা প্রথমেই ঐ ঐ শ্রেণীর Reserve Fund সৃষ্টি করিতে হইবে এবং যদি এরূপ দেখা যায় যে ক্রমান্বয়ে Valuation এর ফলে কেবল Surplusই হইতে চলিয়াছে, তবে তাহা হইতে, লভ্যাংশ বিহীন বীমাচুক্তি পত্র প্রদান সত্বেও, বীমাকারীকে তখন লভ্যাংশ স্বরূপ কিছু প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তনে কি প্রথা অবলম্বন আবশ্যক তাহাই বিশেষ বিবেচ্য। বীমাচুক্তি পত্রের মূল্যের পরিমাণ ঐ উদ্বৃত্তের পরিবর্ত্তে বৰ্দ্ধিত করিয়া দেওয়া এই শ্রেণীর বীমায় সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। অতএব উক্ত Surplus বণ্টন করিতে হইলে হয় বীমাপণের হার কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, আর না হয় বীমাপণ দিবার কাল সীমা বদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তবে একথাও বলিতে হইবে যে লভ্যাংশবিহীন বীমার ক্ষেত্রে যদিও প্রথম ২।১ টি Valuation এ Surplus দেখা যায়, তথাপি বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথানুযায়ী তাহা তৎক্ষণাৎ বণ্টন না করিয়া, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া তারপর লাভ বণ্টনের কথা ভাবিতে হইবে।

Some of the methods in vogue embodying low scale premium with modification in participation of surplus would go a great way towards solution of the problem.

অতএব সাধারণত: Full participation plans যাহা বর্ত্তমানে বিশেষ প্রচলিত, তদপেক্ষা উপরোক্ত বর্ণিত প্রথাই অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয় বলিয়া বীমা বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

Proprietory কোম্পানীর ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য রকম বিবেচনা করিবার আবশ্যক এবং এরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ লভ্যাংশবিহীন বীমা প্রথায় Surplus যদিও দাঁড়ায়, তবে তাহা বণ্টন না করাই সম্ভব; কেননা, পণের হার নির্ণয়ে যদি কোনও পার্থক্য না করাই হয়, তবে যদিও সামান্য কিছু Surplus দেখাও যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে অংশীদার দিগকে তাহাদিগের মূলধনের উপর কিছু Dividend দিবার ব্যবস্থা থাকা চাই। পরন্তু ইহাতে ভাবিতে হইবে যে অংশীদারগণ যে মূলধন যোগাইয়াছেন তাহা যে সর্ব্বদাই অবস্থা বিপর্য্যয়কালে সহায়ক হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সমস্ত বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে যে ভাবে Participating policy issue করা হইয়া থাকে তাহার ক্রমান্বয় সমর্থনের পক্ষে এমন কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না, কেননা একথা ঠিকই যে অতিরিক্ত যে বীমাপণ আদায় করা হইয়া থাকে তাহা সমগ্র বীমাকারীকে তুল্য ভাবে বণ্টন করা হয়ই না। অতএব যে কোন অতিরিক্ত অংশই বীমা-পণের সহিত চাপাইয়া লওয়া হউক না কেন, তাহা

আবশ্যকানুযায়ী যথাসম্ভব এত কম হওয়া উচিত যে তাহা হইতে যাবতীয় খরচ খরচা ও দায়ীত্ব পূরণ সঙ্কুলান হইয়া যেন উদ্বৃত্ত এমন কিছুই না দাঁড়ায় যে Bonus বণ্টনের প্রয়োজন হইতে পারে।

হয়ত একথাও কেহ কেহ বলিবেন যে উপরোক্ত Scheme অনুসারে কেবলমাত্র লভ্যাংশ বিহীন বীম চুক্তি পত্রই দিতে হইলে বর্ত্তমানে যে সমুদয় কোম্পানী উভয় শ্রেণীরই বীমাচুক্তি পত্র দিয়া থাকেন তাঁহাদের এই শ্রেণীর জন্য বর্ত্তমানের বীমাপণের হার অপেক্ষা অনেক অধিক হারে পণ Charge করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে কোনও কোনও কোম্পানীতে লভ্যাংশ বিহীন বীমা বাবদ পণের হার এতই কম যে এইরূপ আশঙ্কার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না।

অতএব লভ্যাংশ বিহীন বীমাচুক্তি পত্র প্রদানই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর; এবং এই পন্থা অবলম্বনে যদি এরূপ দেখা যায় যে ক্রমশঃই উদ্বৃত্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা হইলে প্রথমে Reserve Fund সৃষ্টি করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৎসরান্তর তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার যতটা প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা রাখিয়া বাকি যাহা উদ্বৃত্ত থাকিলে চলে, সেইপরিমাণ অংশ বীমাপণ হইতে কমাইয়া, বীমাকারীকে যথাসম্ভব অল্প পরিমাণ বীমাপণে সর্ব্বোচ্চ অধিক টাকার বীমাচুক্তি পত্র গ্রহণে সহায়তা করার চেষ্টা, বীমা কোম্পানী সমূহেরই পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয় এবং

এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তখন বলা যাইতে পারে যে জীবন বীমার প্রকৃত যে উপকার জনসাধারণের উপভোগ করা প্রয়োজন তদ্বিষয়ে কোম্পানী সমূহ সত্যই সদা যত্নবান।

বাস্তবিক, বর্ত্তমানে যেভাবে লভ্যাংশসহ বীমা-চুক্তি প্রদান করা হইয়া থাকে তাহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য অনেকেই হয়ত এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিবেন; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে Bouus কখনই এইভাবে ক্রমোচ্চহারে আবহমান কাল ধরিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। অন্ততঃ এ কথা ঠিকই যে বীমাকারীদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত যে বীমাপণ (over charge) আদায় করা হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠভাবে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়ই না। অতএব এই overcharge যথাসম্ভব কম করাই উচিত এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর পরীক্ষা দ্বারা যদ্যপি দেখা যায় যে যৎসামান্য অতিরিক্ত যে বীমাপণের ভাগ (overcharge) ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাও আবশ্যকানুযায়ী পরিমাণাপেক্ষা প্রকৃতই অধিক, তবে উহাকে আরও নিম্নহারে ধরিয়া Bonus বন্টনের প্রয়োজন যাহাতে না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা কোম্পানী সমূহের পক্ষে অতীব সহজসাধ্য।

Mr. E. E. Rhodes, F.A.S., F.A.I.A., F.I.A. বলিয়াছেন :—

"It seems clear that Life Insurance cannot progress materially as a means of saving. In the case of endowment insurance, the return at maturity cannot be made to compare favourably with the return which is realised upon sound investments Endowment insurance combines protection with investment, and the return upon the amount paid for both protection and investment cannot, from the nature of things, be as large as if the same amount was used solely for investment...It appears, however, that the growth of life insurance will be proportionate to the stress which is laid upon the need of protection."

শ্রীচুণীলাল লাহিড়ী

নিরক্ষর লোকের বীমা

শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের
সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়,

ভারতে যে সমস্ত Indian Insurance Co কাজ করিতেছেন তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটী কোম্পানীর কাজ আশাতীতরূপে ভালভাবে চলিতেছে। এই ভারতীয় কোম্পানী গুলির মধ্যে কয়েকটী কোম্পানী Illiterate (নিরক্ষর) লোকদিগের Life গ্রহণ করেন না। National Insurance Co ইহাদের মধ্যে অন্যতম। Oriental পূর্ব্বে ঐরূপ ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন হইতে Illiterate Life গ্রহণ করিতেছেন।

এই যে Illiterate Life গ্রহণ না করা, ইহার জন্য Agentকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং মাত্র এক জনকে ঐ কারণে না লওয়ায় তাহার অনেক গুলি proposal (যদিও তাহারা Literate) হাত ছাড়া হইয়া যায়। এইরূপে নূতন কাজ অপরের তুলনায় কম হইতে থাকে এবং তজ্জন্য কোম্পানী তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোম্পানীর সঙ্গে পারিয়া উঠে না। অথচ আমার জ্ঞানমতে মনে হয়—Illiterate Life গ্রহণ করিলে কোম্পানীর কোনই অসুবিধা হয় না; বরং তাহাতে কোম্পানী বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

এই সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক সহ আপনার মত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব এবং এতদ্বারা অনেকেরই উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

এতৎসহ একখানা কার্ড দিলাম, এই সম্বন্ধে কিছু প্রকাশিত হইবে কিনা জানাইলে উপকৃত হইব। আর ১৩৩৫ ও ১৩৩৬ সালের পুরাতন

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" সেট পাওয়া যাইবে কিনা? জানাইবেন।

বিনীত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন নাথ

ভেড়ামারা (নদীয়া)

আমাদের বক্তব্য

যতীন্দ্র বাবু নিরক্ষর লোকদিগের জীবনবীমা করার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমাদিগের মতে সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া চলাই আমাদিগের দেশের লোকের স্বাভাবিক রীতি। সাবানের ব্যবসা চালু হইয়াছে, সুতরাং দেশের সকল ধনীই সাবানের কাজে অর্থ নিয়োগ করিতে লাগিলেন। শেষে এমন হইল যে মানিক-তলা, শুঁড়া প্রভৃতি অঞ্চলে সাবানের কারখানা ছাড়া আর বাড়ীই দেখা যায় না এবং কয়েকখানা কড়া এবং ছাঁচ সংগ্রহ হইলেই লোকে মনে করিতে লাগিল, এইবার সাবানের কারখানা খোলার সব সরঞ্জাম জোগাড় হইয়াছে। শেষে বাজারে যখন সরেষ, নীরেষ, মাঝারি সকল রকম কাপড় কাচা ও টয়লেট সাবানে গাদি লাগিয়া গেল, তখন মাল কাটাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে রেট কাটাকাটি সুরু হইল এবং তাহার ফলে অনেককেই অকালে পটল তুলিতে হইল। অথচ লোকের ভাবিয়া দেখার ক্ষমতা, উৎসাহ বা প্রবৃত্তি নাই, যে সাবানের demand অপেক্ষা supply বাড়িয়া চলিতেছে কি না।

Bus এর ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা লাভ হইতেছে দেখিয়া যার যেখানে যা কিছু পুঁজি ছিল সকলেই ধারে, নগদে, কিম্বা কিস্তীতে, যে যেরূপে পারিল, একখানা করিয়া Bus রাস্তায় বাহির করিল এবং পরস্পরের সঙ্গে রেট কাটাকাটি করিয়া এমন ভাবে Bus চালাইতে সুরু করিল যে তিন বৎসর বাদে যখন গাড়ী বদলাইবার দরকার হইল, তখন হাতে

আর পুঁজি নাই ; সব কারবারে খরচ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অনেক ব্যবসায়ের কথা বলা যাইতে পারে যেখানে আমরা বিশেষ কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি এবং শেষে প্রতিকূল ঘটনায় নাস্তানাবুদ হইয়া অবশেষে পটল্ তুলিতে বাধ্য হইয়াছি।

এই যে ব্যাধি এবং মনোবৃত্তি, ইহার মূলে আমরা দেখিতে পাই অনুসন্ধিৎসার অভাব। সকলেই স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতে চায়; একটু পাশ কাটাইয়া সাঁতার দিলে, হয়ত সংগ্রাম বাড়িতে পারে, কিন্তু সেই নূতন রাস্তা হয়ত এমন স্থানে নিয়া পৌছাইয়া দিতে পারে, যেখানকার জমিতে সোণা ফলিতেছে। কিন্তু কে মাথা ঘামাইয়া আবার নূতন নূতন ফন্দী বাহির করে? Thinking is a bit hard, তার চেয়ে স্রোতে গা ভাসানোই সোজা।

নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে বীমার বিস্তার এইরূপ একটী নূতন ক্ষেত্র। আমরা যাহাদিগকে নিরক্ষর বলিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি এবং অবজ্ঞার চ'ক্ষে দেখি, তাহারা নিরক্ষর বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ নহে। অনেক অক্ষরাভিজ্ঞ, ডিগ্রীধারী বাবুদের চেয়ে তারা অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে এবং এইরূপ তথাকথিত শিক্ষিতাভিমানী লোকদিগকে তাহারা অনেকে হাতে তুলিয়া নাচাইতে পারে। তাহারা সই করিতে পারেনা এই যা তাদের দুর্ভাগ্য; নচেৎ বুদ্ধি, বিবেচনা, এবং নিজের ভালমন্দ তাহারা অনেকের চেয়ে ভাল রকমেই বোঝে।

এইবার নিরক্ষর লোকদিগের বীমা গ্রহণ করার আপত্তি সম্বন্ধে যে হেতু দেখানো হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

১। Proposal form বা প্রস্তাব পত্রে বীমাকারী স্বাক্ষর করিতে না পারিলে, তাঁহার সহিত বীমা কোম্পানীর যে policy contract হয় তাহা আইনতঃ সিদ্ধ হইবে কি না?

২। বীমাকারী প্রস্তাবপত্রে যে সকল প্রশ্ন পূরণ করেন, এবং বিবরণ পাঠাইয়া দেন, তাহাই বীমা কোম্পানীর সহিত তাঁহার চুক্তির ভিত্তি। এই সকল বিবরণ দিয়া প্রস্তাব পত্রে বীমাকারী স্বাক্ষর করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে যদি কোনও গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই চুক্তিনামার সর্ত্ত সমূহ বাতিল হইবে কি না?

৩। Medical Report বা ডাক্তারের রিপোর্ট বীমা সম্বন্ধে একখানি অতি মূল্যবান দলীল। ডাক্তারের নানারূপ প্রশ্নের উত্তরে এই রিপোর্ট বীমাকারী যে সকল যুক্তি করিয়া থাকেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার জীবন, বীমা করার যোগ্য কি না এবং কোম্পানী তাঁহার জীবন সাধারণ রেটে (on usual rate of premium) গ্রহণ করিবেন কিনা ইত্যাদি সকল বিষয় মীমাংসিত হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের ফলে Medical Roport এ বর্ণিত এই সকল উক্তির মধ্যে যদি কোনও কথা বা বিবরণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, কিম্বা বীমাকারী কোনও প্রশ্নের উত্তরে সত্য গোপন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে সমস্ত Contractই বাতিল হইয়া যাইতে পারে এবং তিনি যত টাকা প্রিমিয়ম দিয়াছেন তাহা সব কোম্পানীতে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতে পারে। যে Proposal form এবং Medical Report সকল রকম বীমার মূলভিত্তি, সেই Report দুইটি যদি বীমাকারী নিরক্ষর বলিয়া সই করিতে না পারেন, তবে ভবিষ্যতে গোলযোগ উপস্থিত হইলে চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে কি না?

৪। বীমাকারী নিরক্ষর হইলে নিজের Policy আগে থাকিতে assign করিয়া দিবার পক্ষেও অসুবিধা হয়। অর্থাৎ মোটের উপর কথা এই যে বীমার মূল ভিত্তি যে Proposal from এবং Medical Report, তাহা বীমাকারী নিজে স্বাক্ষর করিতে না পারায় এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক ব্যাপারে যেখানেই বীমাকারীর স্বাক্ষরের প্রয়োজন, সেইখানেই নিরক্ষর বলিয়া বীমাকারী সহি দিতে অসমর্থ হওয়ায় কোম্পানীকে অনেক রকম হাঙ্গামা পোহাইতে হয় এবং এইভাবে নানারূপ প্রতারণার রাস্তাও খোলা থাকে।

মোটামুটী এই কয়েকটি কারণেই সাধারণতঃ বীমা কোম্পানী সমূহ নিরক্ষর লোকের জীবন বীমা করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন।

আমরা কারণগুলির উল্লেখ করিয়া এক্ষণে সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বারান্তরে প্রকাশ করিব।

ইণ্ডিয়ান গ্লোব ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ইণ্ডিয়ান্ গ্লোব্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর হেড্ আফিশ বোম্বাইয়ে ; সম্প্রতি তাঁহারা ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক শাখা আফিস (Branch Office) খুলিয়াছেন ; গত ২২শে মার্চ্চ তারিখে সার পি, সি, রায় ইঁহাদের আপিশের দ্বারোদ্‌ঘাটন্ উপলক্ষে এক সুন্দর সময়োপযোগী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাঁহার বক্তৃতাটী প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইবে।

"গ্লোবের" কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা দেশের শাখা সমিতির কার্য্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে একটা Local Advisory Board বা পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন।

এই Advisory Board এর যাঁহারা সভা মনোনীত হইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগের নাম এইখানে দিলাম।

১। সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু। বাংলাদেশে ইঁহার নাম না জানেন শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। ইনি এই বোর্ডের চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

২। রায়বাহাদুর জগমল রাজা।

৩। বিখ্যাত সেয়ার ব্রোকার মংগনীরাম বাঙ্গরের ফার্ম্মের শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বাঙ্গর।

৪। সর্দ্দার মুলুক সিং বেদী

of Messrs Ladhasing Bedi & Sons

৫। শ্রীযুক্ত ত্রিভুবন দাস হীরাচাঁদ

of Messrs Tribhubandas Hirachand & Co

৬। শ্রীযুক্ত মোহন লাল লালুচাঁদ

of Messrs Chimanlal Valilal & Co

Agents, Kushtea Mohini Mill

Branch অফিস খোলার সময় "গ্লোবের" ম্যানেজিং এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বিজয় সিং গোবিন্দজী বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়াছিলেন এবং

শ্রীযুক্ত বিজয় সিং গোবিন্দজী

সময়োপযোগী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। Mr. A. L. Nanavati বেঙ্গল ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

সচরাচর ভারতীয় কোম্পানী সমূহের প্রায় সকলেই এক জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য কোনও প্রকার বীমার কাজ করেন না। অতি অল্প কয়েকটী কোম্পানী Fire ও Marineএর কাজ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে জীবনবীমা ছাড়াও অন্যান্য বীমার বাবদ বহুকোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। "গ্লোবের" বিশেষত্ব এই যে জীবনবীমা ছাড়াও ইঁহারা Fire এবং Motor Insuranceএর কাজও ব্যাপক ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক এজেন্ট জীবনবীমার কাজে Competition খুব বেশী বলিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। তাঁহারা যদি এইরূপ Fire, Motor Car, Accident ইত্যাদি বীমার কাজের জন্য চেষ্টা করেন তবে এত প্রতিদ্বন্দ্বীতার কোপ পোহাইতে হয় না। Branch Secretaryর নিকট আমাদের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে সব বিবরণ পাইবেন।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা

লিলিবিস্কুট কোম্পানী

কারখানা :—৩নং রামকান্ত সেন লেন,
উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা।

আমরা লিলিবিস্কুট কোম্পানীর নিকট হইতে একটীন Sample বিস্কুট উপহার পাইয়াছি। ইহাতে নোনতা, মিষ্টি, এবং বাজার প্রচলিত "Thin Arrowroot, Petit Bruer, Cocoanut, Gem, ইত্যাদি নানাপ্রকারের বিস্কুট ছিল। সব রকমের বিস্কুট আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিলাম, ইহা বিদেশাগত কোনও প্রকার বিস্কুট অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই। আকারে প্রকারে এবং আস্বাদে ইহা হুবহু Huntley Palmer, Pick Frean, Jacob, Carter প্রভৃতির বিস্কুটের ন্যায় হইয়াছে।

বিস্কুটের ব্যবসায়ে পরলোকগত কে, সি, বসু বাংলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতে অগ্রণী ছিলেন। তিনি নানা সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহার কারবারটীকে দাঁড় করাইয়া গিয়াছিলেন। পরে Britannia Biscuit ফ্যাক্টরী বিগত কোম্পানী Boomingএর সময় তাঁহাদের কারখানা হইতে এমন সব বিস্কুট বাহির করিতে লাগিলেন যাহা দেখিয়া লোকে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া গেল। আগে দেশী বিস্কুট খেলে দাঁতে ময়দার তাল লাগিয়া

থাকিত এবং একটা চটচটে (stickyness) ভাব দাঁতে এঁটে থাকায় লোকে ভয়ানক অসোয়াস্তি বোধ করিত; তারপর যে শ্রেণীর ময়দাদি ব্যবহার করা হইত, তাহা খুব কমদামের গুদামজাত ময়দা বলিয়া বিস্কুট খাবার সময় একটা ভোটকা গন্ধ লাগিত এবং আস্বাদও ভাল ছিল না। Britanniaর বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়া দেশী বিস্কুটের এই সব অপবাদ এবং দুর্ণাম একেবারে দূর করিয়া দিল এবং বলিয়া না দিলে কেহ বুঝিতেই পারিত না যে, Huntley Palmer খাচ্ছে কি Britannia খাচ্ছে। ইহার ফলও হইল অসাধারণ। Britanniaর বিস্কুটের জন্য সমগ্র ভারতে এমন সোরগোল পড়িয়া গেল যে সত্বাধিকারিগণ output বা মাল ক্রমাগতই বাড়াইতে লাগিলেন।

তারপর লিলির পালা। বিস্কুটের ব্যবসায়ে সকল দিকেই up-to-date হইবার জন্য লিলির সিনিয়র Partner মিঃ পি, সেট আপনার ছেলে ও ভাইকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন; ইঁহারা দুইজনে ইউরোপের নানাস্থানে ঘুরিয়া অনেক বিস্কুটের কারখানা দেখিয়া আসিয়াছেন এবং এইরূপে বিদেশ হইতে যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিজেদের কারখানায় কাজে লাগাইতেছেন; ফলে লিলির বিস্কুট আজ ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছে। আমরা এই ষোলআনা স্বদেশী কারখানাটার সর্ব্বান্তঃকরণে সাফল্য কামনা করি।

পদ্মমধু

প্রাপ্তিস্থান :—সুরসুন্দরী ঔষধালয়
৮ এ মারহাট্টা ডিচ্ লেন
বাগবাজার, কলিকাতা

আমরা মেসার্স জে, কে, ঘোষ কোম্পানীর নিকট হইতে এক শিশি পদ্মমধু ব্যবহারের জন্য পাইয়াছিলাম। আমরা যাঁহাকে ইহা ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলাম, তিনি একমাসকাল ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন বলিলেন। ইহাতে চোখ জ্বালা করা, চোখের করকরানি, চোখ দিয়া জলপড়া এবং চোখের লালিমা সুন্দররূপে উপশম হয়।

যাবতীয় চক্ষু রোগে কাশ্মীরের আসল পদ্মমধুর স্মরণাতীত কাল হইতে বিশেষ খ্যাতি ও নাম আছে। কিন্তু আসল কাশ্মীরের পদ্মমধু সংগ্রহ করা সহজ নহে; সেইজন্য অনেকেই কাশ্মীরের নাম করিয়া সহজলভ্য যে কোনও মধু বেচিয়া লোক ঠকাইয়া থাকে; ফলে এই সকল মধু ব্যবহারে চক্ষু রোগের কোনও উপকার না হইয়া বরং অপকার হবারই সম্ভাবনা বেশী।

এইজন্য আসল পদ্মমধুর পরীক্ষাই তাহার ব্যবহার জনিত ফলাফলের উপর নির্ভর করে। এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা ইহার বিশুদ্ধতা এবং উপকারীতার পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। যাঁহারা এই গরমের দিনে নানারূপ চক্ষুপীড়ায় কাতর হইতেছেন তাঁহারা এই কোম্পানীর "কাশ্মীরের খাঁটি পদ্মমধু" ব্যবহার করিয়া দেখিলে নিশ্চয় ফল পাইবেন।

কীটারী বা ছারপোকার যম

প্রাপ্তিস্থান :—

২২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

ঠন্ঠনিয়া কালীতলা, কলিকাতা।

আমরা মেসার্স রায় চৌধুরী কোম্পানীর নিকট হইতে এক বোতল কীটারী বা ছারপোকা মারার ঔষধ পাইয়াছি। ইহার সম্বন্ধে প্রস্তুত-কারকগণ বলেন :—

ইহা ছারপোকার ধ্বংসে একমাত্র অদ্বিতীয় মহৌষধ। একমাসের ব্যবহার উপযোগী ১২ আউন্স এক বোতল ২নং কীটারীর মূল্য মাত্র এগার আনা।

২নং কীটারী খাট, গদি, বিছানা গালিচা, মাদুর, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতিতে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী ; কাপড়ে দাগ পড়ে না।

প্রত্যেক কোণে, জোড়ায় ও ফাটা জায়গায় সিঞ্চন করিলে ছারপোকা ডিমসহ নির্বিবে মরিয়া যায়। প্রত্যেক ১৫ দিন পর একবার ব্যবহার করিলে ছারপোকা জন্মাইবে না। ইহা মশা, মাছি ও অন্যান্য কীটাদি বিতাড়ন করে ও সকল প্রকার সংক্রামক রোগের বীজাণু ধ্বংস করে। মানুষের কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

স্প্রে করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবহারের পূর্ব্বে শিশি নাড়িয়া লইতে হয়।

আমরা নিজে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। চাকর বাকর দিগের মাদুরে অসংখ্য ছারপোকা ছিল; সেই ছারপোকা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া কীটারীর মধ্যে আঙ্গুল ডুবাইয়া যে ছারপোকাকে স্পর্শ করা গেল সেইটাই তৎক্ষণাৎ বজ্রাহতের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই মারা গেল। যেগুলি খুব বড় আকারের ছারপোকা তাহারা দুই একবার হাত পা খেঁচিয়া কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মারা যাইতে দেখিলাম। ইহা হইতে বোঝা গেল যে ঔষধটী চমৎকার হইয়াছে।

আমরা বহুদিন হইতে Fleet ব্যবহার করিতেছি। Fleet spray করিলে মশা, মাছি উচ্চিংড়ে, মাকড়সা এবং আরশুলা খুব শীঘ্র মারা যায় সত্য, কিন্তু ছারপোকার উপর ইহার কোনও প্রভাব দেখি না। খাট, চেয়ার, বিছানা প্রভৃতিতে কতবার Fleet spray করিয়া দেখিয়াছি, ছারপোকা মরে নাই।

কিন্তু কীটারী ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল দেখিলাম। গদি, বিছানা, মশারী প্রভৃতিতে spray করিলে ছারপোকা মারা যায়, অথচ কাপড়ে দাগ লাগে না। spray করার উদ্দেশ্য এই যে ছারপোকাগুলির শরীর কীটারীর আরকে ভিজিয়া যাওয়া চাই, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যাইবে। কিন্তু চেয়ার টেবিলের ছিদ্রে spray করিলে কীটারী তাহার মধ্যে ঢোকে না, সুতরাং ছারপোকাও মরে না। এইজন্য এই সকল ফাটলে কীটারী ঢালিয়া দিতে হয়। বোতল হইতে ঢালিলে অনেক আরক নষ্ট হয়, এই জন্য আমরা সকলকে একটা glass dropper দ্বারা ফাটলে কীটারী ঢালিতে পরামর্শ দিতেছি।

Flit আদি বিদেশাগত জিনিষ বিক্রয় করিয়া দেশের বহু টাকা পরদেশে চলিয়া যাইতেছে। এ সময় বাঙ্গালীর চেষ্টায় এবং যত্নে যে এরূপ একটী অত্যাবশ্যকীয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় যথার্থ ভাল জিনিষ বাহির হইয়াছে ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। আমরা বেকার যুবক দিগকে কীটারীর এজেন্সী নিয়া দেশের সম্পন্ন ধনীদিগের গৃহে Canvass করিতে পরামর্শ দিতেছি। বড় বড় Club, থিয়েটার, সিনেমা, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী, আদালত, বারলাইব্রেরী পোর্ট-কমিশনারদের আপিশ, বড় বড় সওদাগরী আপিশ, মোটর বাস, ট্রাম গাড়ী, রেলের গাড়ী ইত্যাদি যে সকল স্থানে বহু লোক সমাগম হয়, এবং লোক যাতায়াত করে, সেইখানেই এইরূপ আরক খুব বেশী পরিমাণে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। আমরা এ বিষয়ে কেবল একটা ইঙ্গিত দিলাম মাত্র। চতুর লোকে ইহা হইতে অনেক রাস্তা বাহির করিতে পারিবেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকার বারো আনা লোক, চৌদ্দ আনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—Canvass করিয়াই অতি ভাল ভাবে জীবিকার্জ্জন করে। সেয়ারের দালালী বল, ইন্সিওরেন্সের এজেন্সিই বল, বড় বাজারের সকল রকম কার-বারের কথাই বল এই পৃথিবীর বিরাট ব্যবসা ও বাণিজ্য চলিতেছে কেবল Canvasser দের চেষ্টার উপর। আমাদের এই বাংলা দেশের তথাকথিত শিক্ষিত এবং শিক্ষাভিমানী অথচ মুখ সর্ব্বস্ব ভিখারীর দল কেবল এই সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই তাহাদের পেটেও ভাত জোটেনা এবং লজ্জারও সীমা নাই।

Flit আসিয়া দেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। আজ এই বাংলা দেশে এমন একটা জিনিষ বাহির হইয়াছে যাহা বেচিলে দেশের এই নূতন দোহনের রাস্তাও যেমন বন্ধ হইবে তেমনি নিজেরাও লাভবান হইতে পারিবেন।

—•—

জমাট দুগ্ধ CONDENSED MILK

আমরা জাপান প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর নিকট হইতে ২ শিশি (Glass Stoppered bottle) জমাট দুধ উপহার পাইয়াছিলাম। যখন তিনি এই দুধ দেন, তখন আমরা বলিয়াছিলাম যে এরূপ অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খাদ্যাদি preserve করিলে তাহা কিছুদিন বাদেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। সমস্ত খাদ্য preserve করার মূল principle বা পদ্ধতি এই যে, খুব বেশী উত্তাপে টীন অথবা শিশির মধ্যস্থিত সমস্ত বীজাণু নষ্ট করিয়া সেই অবস্থাতেই তাহা harmetically বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে, নচেৎ কিছুদিন বাদে উহার মধ্যে বাতাস ঢুকিয়া বাতাসের মধ্যস্থিত বীজাণু খাদ্যদ্রব্য পচাইয়া দিবে।

আমরা তাঁহাকে এই সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেও তিনি তাঁহার জাপান বাসের নানারকম আবোল তাবোল অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া আমাদিগকে দুধ ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে বলিলাম যে এখন না—৩।৪ মাস বাদে আমরা পরীক্ষা করিয়া ফলাফল জানাইব। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৩.৪ মাস পরে আর পরীক্ষা করিতে হইল না ; কারণ শিশির মধ্যস্থিত দুধ গাঁজিয়া, পচিয়া, দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাকে শিশি ফেরৎ পাঠাইয়া লিখিয়া দিয়াছি—এরূপ জিনিষ আর কদাচ বাজারে বাহির করিবেন না। ইহাতে আপনার লাভ কিছুই নাই, পরন্তু সকল দেশী জিনিষের প্রতি দেশের লোকের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস বাড়িয়া যাইবে। আমরা এই জাপান প্রত্যাগত ভদ্র লোকটীর নাম ধামাদি প্রকাশ করিয়া লোকসমাজে তাঁহাকে খেলো করিতে চাহি না। শুধু দেশের লোকদের বলি যে, খাদ্যদ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী রক্ষিত (preserved) না হইলে কদাচ তাহা নিবেন না—তা তাঁরা যতই বক্তৃতা করুন না কেন।

— ——

নব প্রবর্ত্তিত লোন কোম্পানী

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু

ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু —

মহাশয়,

আপনারা দেশের উপকারের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কাজেই একটা বিষয় বিশেষ ভাবে জানিবার জন্য আপনাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

"আনন্দ বাজার," "বসুমতী" প্রভৃতি পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিতে পারিলাম কলিকাতায় কতকগুলি লিমিটেড রিলিফ লোন কোম্পানী মফঃস্বলে বার্ষিক শতকরা ৬৲ হইতে ৯৲ টাকা সুদে ৫০৲—১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লোন দিবার জন্য স্থানে স্থানে অনেক ইন্‌স্পেক্টার ও সুপার-ভাইজার নিযুক্ত করিতেছেন। ঐ সকল লোন কোম্পানী সম্বন্ধে আমার ও সাধারণের কোনই অভিজ্ঞতা নাই। স্থানীয় লোন আফিসের দেওয়া সুদের হার কম থাকায় সাধারণের উপকার হইবার আশা করা যায়। আমি স্থানীয় অনেক লোকের সঙ্গে ঐরূপ লোন সম্বন্ধে আলোচনা করায় তাঁহারা লোন গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু লোন আফিস গুলির বিষয়ে সম্যক্‌রূপ অবগত না হইয়া কাজে হাত দিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ আমাদের মফঃস্বল হইতে চিঠি পত্র দ্বারা ঐ সকল লোন কোম্পানীর ভিতরের প্রকৃত ঘটনা জানিয়া লওয়া অসম্ভব। কাজেই আপনাকে অনুরোধ করিয়া লিখিতেছি, যদি দয়া করিয়া ২।১টি বিশেষ লোন কোম্পানীর কার্য্য প্রণালী অনুসন্ধান করিয়া জানান তবে বিশেষ উপকৃত হইব।

দেশের বর্ত্তমান অর্থকষ্টের দিনে অভাবের তাড়নায় অনেকেই এই প্রকার ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে বটে, কিন্তু কোন প্রকার ক্ষতির কারণ আছে কি না? ঐ সকল লোন কোম্পানীর দ্বারা কোন প্রকার প্রতারণা মূলক কার্য্য হইয়া ভবিষ্যতে সাধারণের কোন অনিষ্ট হইবে কি না? এবং সাধারণের প্রদত্ত টাকা পয়সা লইয়া কোন প্রকার প্রবঞ্চনা হইবার কারণ আছে কি না, বিস্তারিত ভাবে জানাইলে সুখী হইব। আপনার অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটি কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা দিলাম। * নিবেদন ইতি—

বিনীত—
শ্রীনবীনচন্দ্র বর্ম্মাপণ্ডিত
ম্যানেজার
কৃষক সমবায় কোং লিমিটেড
গ্রাহক নং ৪৩২৯

---

* আমরা নামগুলি দিলাম না।

সম্পাদক

আমাদের বক্তব্য

আমরা এইরূপ আরও কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি। সবগুলি এক জাতীয় বলিয়া এবং আপনি পুরাতন গ্রাহক বিধায় আপনার পত্র অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

কলিকাতার ন্যায় বড় বড় মহানগরীতে যেমন বিরাট আকারে নানাবিধ ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান আছে, তেমনি মফঃস্বলের লোকদিগকে নানারূপ প্রলোভনের কুহকে ফেলিয়া তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ঠকাইয়া আত্মসাৎ করার জন্যও শত শত

অনুষ্ঠান আছে। সব দেশেই এক এক সময় এক এক ব্যবসায়ের হাওয়া জোরে বহিতে থাকে। ব্যবসায়ী মহলে এইরূপ জোর হাওয়ার নাম Booming. এইরূপ কখনও বা কয়লার Boom আসে, কখনও বা চায়ের Boom আসে, কখনও বা কাপড়ের কলের Boom আসে, কখনও বা বীমা কোম্পানীর Boom আসে, আবার কখনও বা অন্যান্য Miscellaneous কারবারের Boom আসে। ভণ্ড প্রতারকেরা এই সকল মহানগরীতে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহারা যেই দেখে যে বাজারে কোনও একটা কারবারের খুব booming সুরু হইয়াছে অমনি তাহারা আসরে নাবিয়া পড়ে। কিন্তু কলিকাতায় চালাক লোকে আপিসে আসিয়া সব যাচিয়া বাছিয়া বাজাইয়া নেয় বলিয়া এই সকল প্রতারকের কলিকাতায় কাজ করার বিশেষ কোন সুযোগ বা সুবিধা হয় না। তাই তাহাদের Brigade বা বাহিনী সজ্জা গজ্জা করিয়া বাহির হয় এবং যাহারা নিরীহ এবং নীরেট তাহাদিগকেই বড়শীতে গাথিয়া বধ করে

বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতা গজাইবার ন্যায় হঠাৎ বাংলা দেশের আনাচে কানাচে এবং কলিকাতা সহরে অনেক গুলি Bank এবং লোন কোম্পানীর সৃষ্টি হইয়াছে। যেন ব্যাঙ্ক এবং লোন কোম্পানী ট্যাকে শতখানেক টাকা থাকিলেই খোলা যায়। ফলতঃ এই জাতীয় ব্যাঙ্ক এবং লোন কোম্পানী-গুলির আসল তথ্য জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে ফি দিয়া Certified Copy আনাইলে সব গুপ্ত কথাই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য আমাদের উপদেশ :—

১। যদি কোম্পানীর এজেণ্ট Inspector, বা অন্য কোনও কর্ম্মচারী মফঃস্বলে এইরূপ Bank বা লোন কোম্পানীর সেয়ার বেচিবার জন্য যায়, কিম্বা ডিপজিট সংগ্রহ করিতে যায়, তবে কোম্পানী পুরাতন হইলে Registrar of joint Stock Companies এর আপিসের Seal মোহরাঙ্কিত Last Balance Sheetএর Certified Copy একখানি না দেখিয়া কদাচ মুখের কথায় কিম্বা ছাপানো Balance Sheet দেখিয়া সেয়ার কিনিবেন না কিম্বা deposit দিবেন না। আর যদি কোম্পানী পুরাতন না হয়, তবে first Statutory meeting এর একখানি Certified Copy না দেখিয়া কদাচ তাহাদের সহিত কারবার করিবেন না।

এইরূপ Certified Copy দেখিলে কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ Paidup Capital কত, কত সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে, ডিপজিট কত, রিজার্ভ কত ইত্যাদি সব জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে এইরূপ ব্যাঙ্ক বা লোন কোম্পানীতে সেয়ার কেনা কিম্বা টাকা খাটানো উচিত কি না সে সম্বন্ধেও বিচার করিতে পারিবেন।

২। যেরূপ নগণ্য এবং যৎসামান্য মূলধন নিয়া এই সকল অনুষ্ঠানকে লোকে ব্যাঙ্কের আখ্যা দিতেছে তাহাতে ঠিক "কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম" করণের মতো শোনাইতেছে। এ যেন ঠিক ঘরে ঘরে গঙ্গা নেওয়ার মতো হইয়াছে। শোনা যায় কলিকাতার নিকটে হরিনাভী, চাংড়ীপোতা প্রভৃতি অঞ্চল দিয়া এক সময় গঙ্গা বহতা ছিল। কালে গঙ্গার স্রোত ঘুরিয়া যাওয়ায় এই সকল গ্রামের নীচে গঙ্গা ক্রমে মরিয়া আসে এবং তখন এই মরা নদীর মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়া গ্রামস্থ লোকেরা এক একটা পুকুর করিয়া ফেলে এবং তাহার নাম দিয়াছিল "ঘোষের গঙ্গা" "বোসের

গঙ্গা" ইত্যাদি। এই সকল নূতন নূতন ব্যাঙ্কের ছাতাগুলিকে ব্যাঙ্ক বলিতে গেলে ঠিক ওই বোসের গঙ্গা ও ঘোষের গঙ্গার মতো মনে হয়।

৩। আপনি লিখিয়াছেন যে এই সকল ব্যাঙ্ক শতকরা ৬৲ টাকা সুদেও টাকা কর্জ্জ দিতে রাজী আছে। কোনও ব্যাঙ্ক বা কোন কোম্পানী সাধারণতঃ সেয়ারের টাকা দিয়া দাদনি করে না। আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক অথবা লোন কোম্পানীতে বেশী সেয়ার বিক্রয় হয় না; সকলেই ডিপজিটের টাকার আশায় লোন কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক খোলে এবং এই ডিপজিটের টাকা বেশী সুদে দাদন দিয়াই ডিপজিটরদিগকে সুদ দেয় এবং নিজেরাও লাভ করে। ব্যাঙ্কের ডিপজিট পাইবার এবং সেই ডিপজিটের টাকা খাটাইবার মোটামুটী principle বা ব্যবস্থাটা এই।

বর্ত্তমান সময়ে টাকার বাজারে যেরূপ কষাকষি চলিতেছে তাহাতে শতকরা ৬৲ টাকা, এমন কি ৭৲ টাকা সুদ না লইলে লোকে ব্যাঙ্ক অথবা লোন কোম্পানীতে টাকা আমানত রাখিতে চাহে না। কোম্পানীর কাজে ওয়ারবণ্ড এবং ট্রেজারী Billএ যখন ৫৲ টাকা, ৫।।০ টাকা, ৬৲ টাকা ৬।।০ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায় তখন ব্যাঙ্কে কম সুদে লোকে কেন আমানত রাখিতে যাইবে? এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক যখন ৬ টাকা কিম্বা ৭ টাকা সুদের কমে কাহারও নিকট হইতে Deposit বা আমানত পায় না, তখন খাতকের নিকট কেমন করিয়া ৬৲ টাকা সুদে টাকা লগ্নী করিতে পারে তাহা বুদ্ধিমান লোকে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৪। এই সকল লোক ত অতি কম সুদে টাকা কর্জ্জ দিবে বলিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু কখন কি অবস্থায় টাকা কর্জ্জ দিবে তাহা ত আপনি খোলসা করিয়া লেখেন নাই। আমরা এইরূপ তথাকথিত কয়েকটী ব্যাঙ্কের দালালের কথা শুনিয়াছি, তাহারা আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবে বলিয়া লোকের মনকে প্রথমে আকৃষ্ট এবং প্রলুব্ধ করিয়া তোলে; শেষে যখন বোঝেন যে নেশা জমিয়া উঠিয়াছে এবং চারে মাছ লাগিয়াছে, তখন তাহারা বলে যে আগে মেম্বর না হইলে এবং অন্ততঃ কিছু টাকা ডিপজিট না রাখিলে যা'কে তা'কে অথবা দেশ শুদ্ধ লোককেত টাকা কর্জ্জ দেওয়া যায় না। কথাটা শুনিতে খুব সঙ্গত এবং স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং কেহ দ্বিরুক্তি বা তর্ক করিতে পারে না। তখন অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইবার প্রলোভনে এই সকল সহজ বুদ্ধি সরলমতি লোক ইহাদিগের ফাঁদে পা দিয়া সেয়ারও কেনে এবং টাকা আমানতও রাখে। এইরূপে কাজ হাসিল হইয়া গেলে, "টাকা কর্জ্জ নিবার দরখাস্ত আদি আপনারা Head officeএ পাঠাইয়া দি'ন" এইরূপ মাতব্বরী চালের দুই চারিটা পরামর্শ দিয়া এজেন্টরা সে কোয়াটার হইতে প্রস্থান করে এবং ইহাই শেষে তাহাদের মহাপ্রস্থানে পরিণত হয়। অতি লোভী গ্রাম্য লোকের, কিছুকাল পরে বুঝিতে পারে যে তাহাদের তেলও গিয়াছে এবং তৈলাধার থালীটিও গিয়াছে। এইরূপে যাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন তাঁহাদের কতকগুলি পত্র আমরা পাইয়াছি। আইন বড় কড়া; সুতরাং সকল প্রমাণ সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত তাহাদের নাম ধামাদি আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমাদের শেষ কথা এই যে, উপযুক্ত অনুসন্ধানাদি না নিয়া অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিচালিত কোনও অনুষ্ঠানে টাকা দিবেন না।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ { ২য় সংখ্যা

গিনি মোরগ

আমাদের দেশে যে গিনি মোরগ দেখা যায়, তাহা আফ্রিকা দেশ হইতে প্রথম আসিয়াছিল। আফ্রিকায় এখনও উহার প্রচলন খুব বেশী। ইহারা বনের পাশে নদীর তীরে এবং যে সকল স্থানে শস্য, পোকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সকল স্থানে বেড়াইতে ভালবাসে। দল বাঁধিয়া ভ্রমণ করা ইহাদের স্বভাব। দিনের বেলা কয়েকটিতে একত্র হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার সন্ধ্যা হইলে বাসায় ফিরিয়া আসে। গাছের ডালে, ঝোপের পাশে কর্কশ চীৎকার করিয়া তাহারা নিদ্রার আয়োজন জ্ঞাপন করে। পাখা থাকা সত্ত্বেও গিনি মোরগ উড়িতে চাহে না। যদি পশ্চাৎ হইতে তাড়া করা যায় তাহা হইলে সামান্য কতটুকু স্থান উড়িয়াই উহারা মাটিতে পড়িবে। ইহাদের ভাব গতিক দেখিয়া মনে হয়, উড়া অপেক্ষা হাঁটাই ইহারা অধিক ভালবাসে। দৌড়াইতে ইহাদের মত ওস্তাদ কেহ নাই। ইহারা স্বভাবতঃ নম্র এবং সাবধানী। তাড়া পাইলেই গভীর বনের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

গিনি মোরগের খুব ভাল সুন্দর ডিম হয়। সাধারণ মোরগ অপেক্ষা ইহাদের ডিম অনেক বড়। মাংস বেশ সুস্বাদু। ইহারা বন্য, অথচ লাজুক প্রকৃতির; ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে এবং কোন বাধা বন্ধন মানিতে চাহে না। বন, জঙ্গল, মাঠ, বাগান ইহাদের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। ইহারা গোপনে ডিম পাড়িতে ভালবাসে। এই কারণে ইহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। হয়ত কিছুকালের জন্য ইহারা নির্দিষ্ট বাসস্থান হইতে কোথায় চলিয়া গেল কেহ বুঝিবে না; তারপর অনেক দিন পরে যেদিন ফিরিয়া আসিল, সেদিন অনেক বাচ্চা পরিবৃত হইয়া আসিল। আম

গোপন করিতে ইহারা এমন পটু যে কখন বাসস্থানে আসে, এবং কখন বাহির হইয়া যায়, তাহা পাখী অন্বেষণকারী বালকগণ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারে না। তবে যখন ডিম পাড়ে, অথবা তা' দিতে বসে, তখন পুরুষ গিনির সদাজাগ্রত পাহারা দেওয়া দেখিয়া ধরা যায় যে নিকটে কোথাও মুরগীটি রহিয়াছে। ইহাতে একটি অসুবিধা আছে,—পাখীগুলি বড় বিলম্বে ডিমে বসে; যখন তাহাদের বাচ্চা ফুটে, তখন বর্ষাবাদলে ছানাদের অসুখ হইয়া পড়িতে পারে।

এরূপ স্থলে সাধারণ মুর্গী দ্বারা বাচ্চা ফুটানোই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এইরূপ করিলে বর্ষাকালের পূর্ব্বেই বাচ্চা পাওয়া যায়। জুন মাসে যে সব বাচ্চা হয়, তাহাদিগকে আর বৃষ্টির জন্য দুর্ভোগ ভুগিতে হয় না। টার্কির বাচ্চার জন্য যেরূপ যত্ন লইবে, গিনি মোরগের জন্যও তদ্রূপ করিবে। অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা পোকা ধরিয়া খাইতে শিখিবে। তখন আর উহাদের জন্য বিশেষ কোন যত্নের প্রয়োজন হইবে না।

প্রশস্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে, যেমন কোন বড় বাগান অথবা কল বাড়ীতে ইহা পালন করা সুবিধা-জনক। ইহাকে গৃহ পালিত পাখী বলা হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে গৃহের জীব নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গাছের উপর, ডালের ফাঁকে ঘুমাইতে ইহারা ভালবাসে। খাদ্যের জন্য ভাবিতে হয় না বলিয়া ইহা পালন খুব লাভজনক; কিন্তু চাকার ঘর্ষণের ন্যায় কর্কশ চীৎকারে, এবং বাহিরে বেড়াইয়া সর্ব্বদা উৎপাত সৃষ্টির আশঙ্কায় কেহ গিনি মোরগ সহজে পালন করিতে চাহে না। পুরুষ পাখীগুলি ঝগড়ার সময়ে অন্যান্য পাখীকে উহাদের ঠোঁট দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করে, যে তাহাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। উহাদিগকে অন্য কোন গৃহ পালিত পাখীর সহিত একত্রে রাখিবে না, তাহা হইলে উহারা তাহাদের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া ফেলিবে।
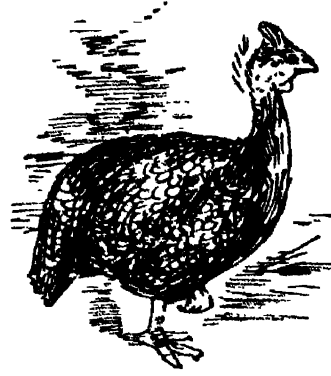
গিনি মোরগ

বন্য গিনি মোরগের ন্যায় গৃহ পালিত গিনি মোরগও গাছে চড়িতে ভালবাসে। উহারা ঝোপের নিকট দল বাঁধিয়া যায়, এবং একটি ডাল নামাইয়া ধরিয়া একে একে তাহার উপর চড়িয়া বসে, এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার সময় এমন কর্কশ ভাবে চীৎকার করিতে থাকে যে মনে হয় এ উৎপাত বিদায় হইলেই বাঁচা যায়।

বাগান হইতে শামুক, শুঁয়া পোকা, কেঁচো ও ফুলফলের নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি খাইয়া উহারা বাগানটি বেশ পরিস্কার রাখে। এই কারণে গিনি মোরগ বাগানে পোষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দেখিতে যত বড় আসলে তত বড় নয়। ফুলানো পাখা ও পালকে ইহাকে বড় দেখায়। কিন্তু একবার পালক ছাড়াইলে দেখা যাইবে যে সাধারণ মোরগ অপেক্ষা ইহার ওজন বেশী নহে। পুরুষ ও স্ত্রী গিনি মোরগ দেখিতে প্রায় একই প্রকার। পুরুষ মোরগের মাথার ঝুঁটি উঁচু এবং ঠোঁটের নিম্নের টুটির রং নীলাভ লাল। স্ত্রী মুরগীর টুঁটির আকার ছোট এবং বর্ণ লাল।

সাধারণ গিনি মোরগের মাথার উপরে শিংএর মত ঝুটি, লাল টুঁটি, চোখের নীচে সাদা রং, ঘাড়ের নীচের পালকগুলি ধূসরবর্ণ। দেহের রং মোটামুটি ধূসর, সারা গায়ে সাদা সাদা ছিটা দাগ, কোন কোন স্থলে ধূসর পালক একেবারে কালো হইয়া থাকে। পা তুটি হয় কালো নাহয় শ্লেটের বর্ণ। সমস্ত দেহটি দেখিলে মনে হয় যেন একটি অর্দ্ধ গোলাকার পদার্থ। কথনও আবার উহাদের গায়ের রং ধূসর মিশ্রিত সাদা হয়, এবং ছিট গুলি বেগুনী রং এর ন্যায় দেখা যায়। একেবারে সাদা এক প্রকার গিনি মোরগ আছে ; এগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। একেবারে কালো বা সাদায় কালো মিশ্রিত পাখীও বিরল নহে। গাঢ় নীল গিনি মোরগও দেখা গিয়াছে।

গিনি মোরগের বাচ্চা জন্মাইতে হইলে বেশ বড় দেখিয়া পুরুষ ও স্ত্রী পাখী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। উহারা আকারে যাহাতে বড় থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। মোরগ এবং মুরগীর যেন একই বর্ণ হয়, এবং উহাদের বয়স যেন এক বৎসরের কম না হয়। তুইটি মুরগীর জন্য একটি মোরগ রাখিবে। উহাদের রক্তের সম্পর্ক যত না থাকে, ততই ভাল। এজন্য মোরগ একজনের নিকট এবং মুরগী আর একজনের নিকট হইতে ক্রয় করা উচিত। গিনি মোরগের জোড়া তুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। তা' দেওয়ার উপযুক্ত ডিমের বারোটার মূল্য এক টাকা হইতে দেড় টাকার মধ্যে।

এই পাখীর জন্য আধ ইঞ্চি অথবা এক ইঞ্চি ফাঁকের জালের বেড়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক। উক্ত আবৃত স্থলে যেন মাঝে মাঝে এমন উচু জায়গা থাকে, যাহাতে পাখীগুলি বসিতে পারে। মেজের উপরে বালি ও ছাই বিছাইয়া দিবে। বাড়ীটি দক্ষিণ মুখো হওয়া উচিত। ছয়মাসের বেশী বয়স না হইলে বাচ্চাগুলিকে গাছের ডালে বসিতে দিবে না।

গিনি মোরগের জন্য খাওয়ার ভাবনা ভাবিতে হয় না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথাপি উহারা নিজে যে সব খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খায় তদুপরি ছানাগুলিকে কিছু কিছু আস্ত শস্য খাইতে দিবে। সকাল সন্ধ্যায় কিছু ধান বা গম খাইতে দিলেই চলে। উহারা বেশী খায় না।

গাছের নীচে মাটির উপরে অল্প কিছু শস্য বিছাইয়া দিলেই চলে। কাছে কিছু পানীয় জল রাখিয়া দিবে! অন্যান্য যে সব খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা উহারা নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইবে।

গিনি মোরগ আটকাইয়া রাখা অসম্ভব। যত উঁচু বেড়াই হউক না উহারা তাহা ডিঙ্গাইয়া যাইবেই। বিশেষতঃ আটক থাকিতে ইহারা মোটেই ভালবাসে না ; সুতরাং ছানাগুলিকে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ।

ডিমে বসিবার পূর্ব্বে ইহাদের ত্রিশ চল্লিশটি ডিম হয়। উহারা গৃহে ডিম পাড়িতে চাহে না। ডিমের সময় হইলে ঝোপে, ঝাড়ে জঙ্গলে বাসা নির্ম্মাণ করে। যদি বাধা না পায়, তবে সেই বাসাতেই সে সব ডিম পাড়িবে, কিন্তু বাধা পাইলে উহারা অন্যত্র চলিয়া যায় এবং সেখানে বাসা করিয়া অবশিষ্ট ডিম পাড়ে। নূতন-পাড়া ডিমটি ব্যতীত আর সবগুলি ডিমই প্রত্যহ গোপনে সরাইয়া রাখিবে। গিনি মুরগীটি বাসা ছাড়িয়া বাহিরে গেলে ডিম সরাইবে। কিন্তু সাবধান, যদি মুরগীটি উহা দেখিতে পায়, তাহা হইলে কিন্তু সে অন্যত্র বাসা করিতে চলিয়া যাইবে। একই বাসায় একাধিক মুরগী ডিম পাড়িতে পারে। গিনি মুরগীর ডিম ফুটাইতে হইলে উহা সাধারণ মুরগীর

নীচে দিবে। দুই তিনটি এক সঙ্গে দিলেই হয়। সাধারণ মুরগী গিনির বাচ্চা পালনে বেশ ভাল, কিন্তু পালক উঠিলেই উহা গিনি-মুরগী অর্থাৎ উহাদের মায়ের সঙ্গে বাস করিতে দিবে। কেননা সেখানে তাহারা অবাধ বিচরণের সুবিধা পাইবে। রাত্রিতে উহাদিগকে মায়ের পাখার নীচে ঘুমাইতে দিবে।

গিনি মোরগের ডিম ফুটিতে ২৬ দিন হইতে ২৮ দিন লাগে। যদি দুই তিনটি মুরগীকে ডিমে বসানো হয়, তাহা হইলে প্রথম-পাড়া দশটি ডিম একটি মুরগীকে দিবে, এবং শেষের গুলি অন্য মুরগীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে। গিনি মোরগের বাচ্চাগুলি বড়ই নরম। এই কারণে তাহাদের অধিক যত্ন লওয়া আবশ্যক। তাহাদের ঠাণ্ডা অথবা অতিশয় গরম কোনটিই সহ্য হয় না। ছানার জন্মের পর বারো হইতে ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ছানাগুলিকে মায়ের পেটের নীচে থাকিতে দিবে, তাহার পরে মুরগী এবং বাচ্চাগুলিকে সরাইয়া একটি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিবে। বাক্সের মধ্যে মোটা বালি এবং পাথর কুচি বিছাইয়া দিবে। শক্ত করিয়া ডিম সিদ্ধ করিয়া উহা ছানিয়া ময়দার গুড়া ও লঙ্কার কুচি সহযোগে খাইতে দিবে। খাবার বাক্সের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে গিনির মা বাচ্চাদিগকে ডাকিয়া উহা খাওয়াইবে। তখন উহারা বাহির হইয়া যাহা ইচ্ছা খাইবে। মা-মুরগীকে প্রচুর জল ও শস্য দিয়া পৃথক ভাবে খাওয়াইবে।

একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে গিনির বাচ্চাগুলিকে যেন প্রত্যেক ঘণ্টায় খাবার দিতে ভুল না হয়। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হওয়া আবশ্যক; যদি কয়েক ঘণ্টা কালও এই নিয়মের অন্যথা করা হয়, তাহা হইলে প্রাণীগুলির ধ্বংস অনিবার্য্য। গিনির বাচ্চার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য শাক, পিঁয়াজ, উই, মাংস, চাল ও গমের গুঁড়া। প্রথম সপ্তাহে উহাদিগকে ডিম, উই, ধান ও লেটুস্ শাক খাইতে দিবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে উই, লেটুস্, পিঁয়াজ, চাউল ও গম। দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে উই (কাঠ পিপড়া) লেটুস্, পিঁয়াজ, চাউল, গমের সহিত চট্‌কানো মাংস খাইতে দেওয়া উচিত।

বাচ্চাগুলিকে প্রথমাবধি কাঠ পিপড়া ও লেটুস্ শাক খাইতে না দিলে উহারা বিশেষ বড় হয় না। তিনদিনের পরে প্রথম জল দিবে, তৎপরে দিনে চারিবার করিয়া জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। শুক্‌নার দিনে বাহিরে একটি বেড়ার মধ্যে দুর্ব্বাঘাসের উপর উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। যতক্ষণ সম্ভব উহাদিগকে বাহিরে রাখিবে; কেবল দেখিবে যেন প্রখর রৌদ্র কিরণ অথবা বৃষ্টি বা ঝড়ের ঝাপটা না লাগে। প্রত্যহ বেড়াটিকে সরাইয়া দিবে। যখন বাচ্চাগুলির বয়স এক সপ্তাহ হইবে, তখন উহাদিগকে মায়ের সঙ্গে বেড়াইতে দিবে। এ সময়েও যাহাতে বৃষ্টি না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। একবার মাত্র বৃষ্টি গায়ে পড়ার ফলে সব বাচ্চা গুলি মরিয়া গিয়াছে, এমনও দেখা গিয়াছে; সুতরাং এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথম সপ্তাহের পরে আর ডিম খাইতে দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু লেটুস্ শাক, পিঁয়াজ, চাউল, গম, মাংস প্রভৃতি অন্ততঃ তিন মাস খাওয়ানো দরকার। তখন উহারা দল বাঁধিয়া ভ্রমণ করিতে ও নিজের খাদ্য সম্পূর্ণ যোগাড় করিতে পারিবে। তিন মাস হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত দিনে তিনবার ধান, গম ও অন্য প্রকারের শস্য খাইতে দিলেই

চলিবে। গিনি মোরগের অসুখ খুব কম হয়; কিন্তু একবার অসুখ হইলে আর বাঁচিবার আশা থাকে না। যত ঔষধ প্রয়োগ কর, যাহাই কিছু কর, কোন কাজে আসে না। সুতরাং রোগাক্রান্ত পাখীটিকে মারিয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাদিগকে ধরা বড় কঠিন। ধরিতে চেষ্টা করিলেই পাখীটি আহত হইবে। যে পাখী যখন রোগাক্রান্ত হইবে, সেটিকে তৎক্ষণাৎ দল হইতে পৃথক করিয়া রাখিবে।

তামাকের বিভিন্ন ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তামাকের উপাদান

তামাকের মধ্যে nicotine নামক এক প্রকার বিষাক্ত তরল পদার্থ বিদ্যমান থাকে এবং এই "নিকোটিনের" জন্যই তামাকে নেশা হয়। "নিকোটিন" এক প্রকার তৈলবৎ, উদ্বায়ব (evaporating) পদার্থ; ইহার গন্ধ অতি উগ্র ও ঝাঁজ তীব্র—রসায়ন শাস্ত্রে ইহাকে (alkaloid) 'এলক্যালয়েড' বলা হয়। বিভিন্ন রকমের তামাকে ইহার পরিমাণ বিভিন্ন দেখা যায়। এমন কি তামাক গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার পরিমাণের কম বেশী দেখা যায় এবং গাছ যত পুরাতন হইবে 'নিকোটিনের' মাত্রাও তত বেশী বাড়িতে থাকিবে।

যেহেতু 'নিকোটিন' ছাড়া তামাকে উত্তেজনা শক্তি ও নেশা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, এই কারণে অনেকে মনে করিতে পারেন যে খুব প্রচুর পরিমাণে 'নিকোটিন' বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেই উত্তম তামাক হইবে—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। মনে রাখিতে হইবে, 'নিকোটিন' বিষাক্ত পদার্থ; সুতরাং তৈরী তামাকে ইহার মাত্রা কম হইলেই তামাক সেবীদের পক্ষে মঙ্গলের কথা। বিশেষতঃ 'নিকোটিন' প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলে স্বাস্থ্যের হানি অবশ্যম্ভাবী; কেবলমাত্র mild for বা সামান্য মাত্রায় ইহা তেমন অনিষ্টকর হয় না। এই কারণে যে তামাককে উত্তম বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহাতে 'নিকোটিনের' মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকে, পক্ষান্তরে coarser বা মোটা রকমের তামাকে শতকরা ৭% ভাগ পর্য্যন্ত 'নিকোটিনের' মাত্রা দেখা যায়।

'নিকোটিন' ব্যতীত তামাকের পাতায় বহু প্রকারের জটিল রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রিত থাকে। তামাকের পাতায় যে সুরভি ও সুবাস থাকে, তাহা ইহার মধ্যস্থ এক প্রকার তৈলবৎ উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়, বিশেষতঃ পাতা সংরক্ষণ ও উত্তাপ দেওয়ার কালে যে প্রণালী অবলম্বন করা হয় তদ্দ্বারা গন্ধ দ্রব্যের সাহায্যে পাতাকে সুবাসিত করার চেষ্টা করা হয়। তামাকের পাতায় এতদ্ব্যতীত, (resins) ধুনা (fats) চর্ব্বি কতগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (acid) এ্যাসিড থাকে—তাহার সঙ্গে ভস্মের উপাদানও আছে।

এখানে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যদিও 'নিকোটিন' অতি বিষাক্ত পদার্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কুফল কিছু পরিমাণে তামাক প্রস্তুত প্রণালীতে ও কিছু তামাক সেবনের সময় নষ্ট হইয়া যায়। তবে তামাকের ধুঁয়ায় যে বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহার

কারণ তামাক পুড়িবার সময় 'নিকোটিনের' বিষাক্ত ভাগ চুয়াইয়া অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়।

সংরক্ষণ ও সংশোধন প্রণালীর বিশেষত্ব importance of curing and Fermentation তামাক প্রস্তুত করিতে তাহাতে Fermentation যথোপযুক্তরূপে করা একটি বিশেষ প্রণিধানের কাজ। Bacteriologists বা জীবাণুবিদ্‌গণের মতে ইহাই আসল কাজ; সেজন্য ইহারা ঐ কাজ সকল কাজের শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন। তামাক সেবী ও নস্য-সেবীদের আস্বাদের উপযুক্ত করার জন্য যে প্রণালীতে সুরভিত ও সুবাসযুক্ত করিতে হয়, তাহাকেই Fermentation বলা হয়।

যদি একটি তামাকের পাতা হাতে রগড়াইয়া তাহার গন্ধ শোঁকা হয়, তবে সাধারণ গাছ গাছড়ার পাতা হইতে যে গন্ধ পাওয়া যায়, প্রায় সে রকম গন্ধ তামাকের পাতা হইতেও পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা যদি হামান দিস্তায় চূর্ণ করিয়া তৎসঙ্গে সামান্য পরিমাণে (quicklime) "কুইকলাইম" অথবা (Caustic alkali)"কষ্টিক্ এ্যালক্যালি" মিশ্রিত করা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ইহা হইতে Manufactured tobacco বা তৈরী তামাকের সুবাস নির্গত হইবে। উপরোক্ত মিশ্রণের ভিতরে যে দ্রুতগামী ও উদ্বায়ব উপাদান বর্ত্তমান থাকে, তাহা ammoniaর প্রভাবে হঠাৎ ক্রিয়া করিতে থাকে এবং বহু পরিমাণে ammonia ঐ Fermentation এর ফলে উৎপন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে ঐ সুগন্ধ নির্গত হয়। তামাকের পাতা বাজারে বিক্রয় হওয়ার পূর্ব্বে, তাহা পণ্য উপযোগী করার জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত যথোপযুক্ত প্রণালীতে Fermentation করিয়া ঐ সকল পরিবর্ত্তন সংসাধিত করা হয়। শুধু জল (অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া) দ্বারা তামাকের পাতার সম্পূর্ণ Fermentation রক্ষা করা যাইতে পারে। পাতাগুলি যখন গরম হইয়া উঠে ও তাহা হইতে প্রচুর ammonia নির্গত হইতে থাকে, তখন তামাকের তুঞ্জ মাঝে মাঝে খুলিয়া দেখিতে হয়। ইহা না করিলে অত্যন্ত গরম হইয়া হয়ত তাহাতে আগুন ধরিয়া উঠিতে পারে এবং পাতায় দুর্গন্ধ ধরিতে পারে। Fermentationএ ভিন্ন ভিন্ন রকমের তামাক তৈরী করিতে ১ মাস হইতে ৩ মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে। curingএর যে বিভিন্ন প্রণালী আছে, তাহাতে তামাক পাতার গুণেরও বিভিন্ন উন্নতি সাধন করে।

Selection বা বাছিয়া লওয়া

তামাক তৈরীর ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যখন পাতা খরিদ করিতে হইবে, তখন খুব সতর্ক হওয়া দরকার। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মাটিতে উৎপন্ন ও আব-হাওয়ায় পরিপুষ্ট তামাককে (cured) সংশোধিত করিলে তাহার সুফল ও রং যেমন পৃথক রকমের হয়, তেমনি তাহাতে বিভিন্ন রকমের তামাক তৈরী করিলে তাহাতেও পার্থক্য থাকে। যে তামাকের জন্য যে রকম পাতা দরকার তাহা ঠিক মতে যে বাছিয়া কিনিতে পারিবে, তাহারই ঐ কাজে বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা। বড় বড় কারবারী লোকেরা (যাহারা অনেক টাকার পাতা কিনিয়া থাকে) যে জমিতে তামাকের চাষ হইয়া থাকে, সেই জমি ও যে প্রণালীতে তাহা cure করা হয় তাহা পরিদর্শন করিয়া আপনাদের কাজের উপযুক্ত পাতা কিনিয়া থাকে, বাছিয়া লওয়ার একটা বিধি ব্যবস্থা করা চলে না ; এ বিষয়ে Experience বা

অভিজ্ঞতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক। যিনি এই কাজের Expert বা অভিজ্ঞ, তিনি এক দৃষ্টিতে যে (selection) বাছুনি করিতে পারিবেন, অনভিজ্ঞ নূতন লোক হাজার গণ্ডা কেতাবের নজির মুখস্থ করিয়া তাহা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। যাহা হউক সাধারণতঃ নিম্নোক্ত বিষয় গুলির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পাতা খরিদ করা উচিত, যথা—

(১) রং (Colour)
(২) আকার (size)
(৩) সৌগন্ধ (flavour)
(৪) গঠন (Texture)
(৫) অবস্থা (Condition)

ভাল তামাক পীতাভ হলদে রংএর, দাগশূন্য পরিপাটি হইবে। কাল ও পীত রংএর তামাক দীর্ঘকালের গুদাম পচা মাল; পাতা গুলি যে শ্রেণীর তামাক হইবে, সেইমত অটুট অবস্থায় পূরা আকারে আছে কিনা এবং পচা-পসা কিনা তাহা দেখিয়া শুনিয়া কিনিতে হইবে। বাছুনি (Selection) করার পক্ষে পাতার (flavour) সৌগন্ধ শুঁকিয়া দেখা একটা মস্ত বড় পরখ। স্মরণ রাখিতে হইবে, তামাক পাতা কি উদ্দেশ্যে খরিদ করা হইতেছে এবং তদ্দারা যে তামাক তৈরী হইবে, তাহা প্রস্তুতকারী যে শ্রেণীর লোকের নিকট বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের (taste) আস্বাদ কিরূপ অর্থাৎ তাহারা কি রকম তামাক ভালবাসে। তারপর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তামাক-পাতা বেশী শুষ্ক ও মড়মড়ে অথবা সেঁতসেতে ও ভিজা না হয়। সব চেয়ে ভালপাতা নরম ও নমনীয় অবস্থায় থাকে। বাছুনি করার সময় ইহাও সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে, পাতা উপযুক্ত প্রণালীতে (cured and ferment d) সংরক্ষিত ও সংশোধিত হইয়াছে কিনা! অবশ্য বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ক্রেতা কখন এই সকল বিষয়ের দিকে চোখ না রাখিলে মাল কিনিতে পারে না। মাল যত সরস (Excellent) হইবে, তাহা সে পরিমাণে বিচক্ষণ খরিদদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

এই সম্পর্কে ইহাও জানা দরকার যে জুয়াচোর ব্যবসায়ীরা ক্রেতাকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে তামাক-পাতায় জল দিয়া তাহা বিক্রয় করে। ইহাও অত্যন্ত অন্যায় কাজ, কেননা ইহাতে পাতার ওজন যেমন একদিকে বাড়ে, তেমনি অন্যদিকে পাতাকে (damaged) খারাপ করিয়া ফেলে। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেও আভাস দিয়াছি। জুয়াচোর ব্যবসায়ীরা পাতা একবার সম্পূর্ণরূপে তৈরী হওয়ার পরেও এই প্রকারে অতিরিক্ত মাত্রায় জল-সিক্ত করিয়া থাকে এবং এই হেতু পাতার ভিতর নানা প্রকার (undesirable elements) অনিষ্টকর উপাদানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং ক্রেতাকে এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে পাতা যেন জল-সিক্ত হয় না। এই সকল ছাড়াও দেখিতে হইবে যে পাতা পোকায় কাটা বা কচি অবস্থায় শিষকাটা নহে। পোকায় কাটা পাতা দ্বারা উৎকৃষ্ট তামাক তৈরী হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)
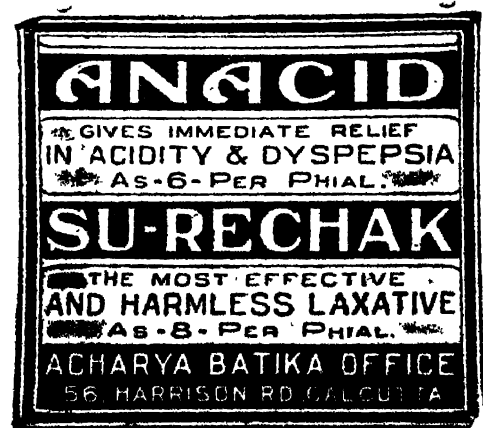
নানারূপ আঠা প্রস্তুত প্রণালী

কাগজের প্যাড প্রস্তুত করিবার জন্য যে আঠা ব্যবহৃত হয় তাহার প্রস্তুত প্রণালী—

১। প্রথমে ৩½ আউন্স শিরিষ; ৮ আউন্স গ্লিসিরিণ (Glycerine) এবং পরিমাণ মত জল পৃথক পৃথক পাত্রে রাখিতে হইবে।

তাহার পর এই ৩½ আউন্স শিরিষে খানিকটা জল দিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিতে হইবে।

তারপর উহার তলানি ফেলিয়া দিয়া অন্য পাত্রে করিয়া জাল দিয়া শিরিষ গালাইয়া লইতে হয়। তারপর উহার সহিত "গ্লিসিরিণ" মিশ্রিত করিতে হয়; এইরূপ করিলে যদি mixture "মিকৃশ্চার"টা খুব ঘন হয়, তবে উহাতে আরও জল মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

২। প্রথমে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ওজন করিয়া পৃথক পৃথক পাত্রে রাখিতে হয়।

গ্লু ৬ আউন্স, ফটকিরি ৩০ গ্রেণ, এসেটিক এসিড ½ আউন্স, এলকোহল ১½ আউন্স, জল ৬½ আউন্স; তারপর 'এলকোহল' ব্যতীত অন্যান্যগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া water bathএর উপর রাখিয়া গরম করিলে শিরিষ গুলিয়া যাইবে। তারপর ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত 'এলকোহল' (alcohal) মিশ্রিত করিতে হয়।

৩। এক আউন্স জলে এক আউন্স ক্যাল-সিয়াম ক্লোরাইড (calcium chloride) মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত ৫ আউন্স শিরিষ মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর উহা আঠা আঠা হইয়া আসিলে জাল দিয়া সম্পূর্ণভাবে গুলিতে হয়।

৪। ২০ আউন্স শিরিষে খানিকটা জল দিয়া সমস্ত রাত্র রাখিতে হয়, পরদিন প্রাতঃকালে বেশী জলটুকু ফেলিয়া দিয়া, আঠাটা 'মসলিন' (muslin) কাপড়ের উপর করিয়া ছেঁকিয়া উহার অপরিষ্কৃত অংশ ফেলিয়া দিতে হয়।

তারপর water bathএ করিয়া জাল দিয়া ভাল করিয়া শিরিষটাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর উহার সহিত ৫ আউন্স গ্লিসিরিণ (Glycerine), এক আউন্স সিরাপ (syrup) মিশাইয়া ভাল করিয়া নাড়িতে হয়। শেষে ৫০ গ্রেণ ট্যানিন (Tannin) অপর একটী পাত্রে অল্প পরিমাণে জল দিয়া গুলিয়া, উহাতে মিশ্রিত করিতে হয়।

এই প্রকার মিকশ্চার গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

৫। ১৫ আউন্স শিরিষ খানিকটা জলে ভিজাইয়া গুলিতে হয়। তারপর উহার সহিত ৫ আউন্স গ্লিসিরিণ আর এক আউন্স চিনি মিশ্রিত করিয়া জাল দিতে হয়। শেষে উহার সহিত দুই আউন্স মসিনার তৈল বা Linseed oil মিশ্রিত করিয়া নাড়িতে হয়। ইহাও গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

টেবলেট গ্লু প্রস্তুত প্রণালী।

১। ৩½ আউন্স শিরিষে যথেষ্ট পরিমাণে জল দিয়া কয়েক ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তারপর উহার তলানি ফেলিয়া দিয়া অন্য পাত্রে করিয়া গরম করিয়া শিরিষটাকে গলাইয়া ফেলিতে

হয়। তারপর উহার সহিত ৮ আউন্স গ্লিসিরিণ মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ করিলে যদি "মিকশ্চার"টা (mixture) খুব ঘন থাকে, তবে উহাতে আরও জল দিতে হয়।

২। ৬ আউন্স শিরিষ, ৩০ গ্রেণ ফটকিরি (alum), ½ আউন্স এসেটিক এসিড (acetic acid), আর ৬½ আউন্স জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া water bathএর উপর রাখিয়া যতক্ষণ শিরিষটা ভাল করিয়া মিশ্রিত না হয় ততক্ষণ জ্বাল দিতে হয়; তারপর ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত "এলকোহল" মিশ্রিত করিতে হয়।

৩। এক আউন্স "ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড" (Calcium chloride) ১ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া; উহার সহিত ৫ আউন্স শিরিষ মিশাইয়া আঠা আঠা করিয়া আগুণের উপর রাখিয়া যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষটা সম্পূর্ণ ভাবে মিশ্রিত হয় ততক্ষণ জ্বাল দিতে হয়।

৪। এক পাউণ্ড শিরিষ, ৪ আউন্স গ্লিসিরিণ, বড় দু' চামচ "ফলের সিরাপ" (Glucose syrup), আর ½ আউন্স "ট্যানটিন" একত্রে গরম করিয়া এক ঘণ্টা রাখিয়া, তারপর উহা কোন পাত্রে পাতাইয়া দিতে হয়। এই আঠার যে কোন প্রকার রং করা যাইতে পারে।
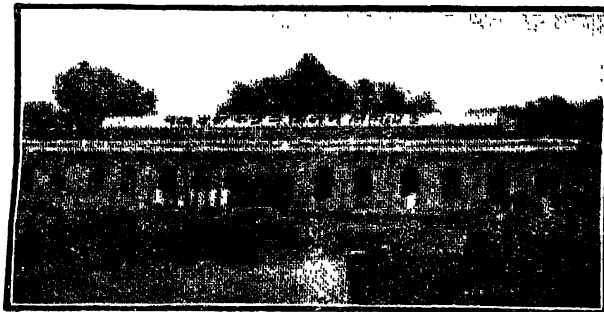
পরীক্ষিত ফরমূলা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

Leather (চামড়া) এবং Iron (লোহা) এ লাগাইবার উপযোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Cast-iron pulleyর উপর চামড়া লাগাইতে হইলে, pulleyর উপর ক্রস দিয়া acetic acid লাগাইতে হয় ; এবং এই এসিডটা যখন শুষ্ক হইয়া আসিবে, তখন উহার উপর নিম্নলিখিত উপায়ে সিমেণ্ট প্রস্তুত করিয়া সেই সিমেণ্ট লাগাইতে হয়।

এই সিমেণ্ট pulleyর উপর লাগাইয়া তাহার উপর চামড়া লাগাইয়া শুকাইয়া লইলে চামড়া দৃঢ়ভাবে লাগিয়া যায়।

সেই সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী।

এক পাউণ্ড fish glue আর অর্দ্ধ পাউণ্ড common glue, alcohol এবং জলের মিক্শ্চারের মধ্যে গুলিয়া, সেই সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়।

Amber (অ্যাম্বার) সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) যদি দুইখণ্ড yellow amber একত্রে সংযোগ করিতে হয়, তবে সেই দুই খণ্ড amber অল্প অল্প গরম করিয়া, উভয় খণ্ডতে caustic sodaর সলিউসন লাগাইয়া সংযুক্ত করিলে শীঘ্রই অাঁটিয়া যাইবে।

(২) একটী বোতলের ভিতর ৬০ ভাগ chloroform উহাতে ৭৫ ভাগ cut-up caoutchoue দিয়া বোতলটীর মুখ বন্ধ করিয়া উক্ত পদার্থ দুইটী একত্রে গুলিতে হইবে। তারপর উহার সহিত ১৫ ভাগ mastic মিশ্রিত করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রে না মিশে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই মিক্শ্চারটী কোন এক ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হইবে।

(৩) যে দুই খণ্ড amber একত্রে সংযুক্ত করিতে সেই দুইখণ্ড caustic potashএ ভিজাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে উভয় খণ্ড সংযুক্ত করিলে উহা ভাল ভাবে অাঁটিয়া যায় এবং rosin, alcoholএ গুলিয়াও এই কার্য্য উপযোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

এতদ্ব্যতীত hard এবং finely powdered copal, Pure sulphuric etherএর সহিত মিশ্রিত করিয়া সলিউসন প্রস্তুত করিলে এই কার্য্যোপযোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়। শেষোক্ত সিমেণ্ট দিয়া যদি দুই খণ্ড amber জোড়া দিতে হয়, তবে প্রথমে amber দুইখণ্ড পরিষ্কার করিয়া লইয়া, তারপর উভয় খণ্ডে এই সিমেণ্ট লাগাইয়া জোড়া দিয়া, বাঁধিয়া দিলে কিংবা চাপে রাখিলে শীঘ্রই জোড়া লাগিয়া যাইবে।

(৪) Alumina ৩০ ভাগ by weight, copal ৩০ ভাগ by weightএর মধ্যে দিয়া

water bathএর সাহায্যে গুলিয়া লইতে হইবে, তারপর যে পদার্থ দুইটা সিমেণ্ট দ্বারা জোড়া দিতে হইবে, সেই পদার্থ দুইটা gelatinous liquid দ্বারা অল্প অল্প ধৌত করিয়া alumina এবং copalএর মিশ্রণটা উভয় পদার্থে লাগাইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিমেণ্টটা অর্থাৎ alumina এবং copalএর মিকৃশ্চারটা না শুষ্ক হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংযুক্ত পদার্থ দুইটা চাপে রাখিলে উহা দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া যাইবে।

Stone ware এবং glassএর লাগাইবার উপযোগী acid proof সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালীগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) সম পরিমাণে pitch, rosin, এবং plaster of paris একত্রে একটা পাত্রে করিয়া গরম করিলে ঐ পদার্থ গুলি গুলিয়া মিশ্রিত হইলে যে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয় তাহা acid proof সিমেণ্ট-রূপে stone ware কিংবা glassএ ব্যবহার করা যায়।

(২) Silicate of soda, ground glass এর সহিত মিশ্রিত করিয়া pasteএর মত করিলে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

৩। Boiled oil বা গরম তৈল এবং china clay একত্রে মিশ্রিত করিয়া pasteএর মত করিলে stone ware এবং glassএ লাগাইবার উপযোগী acid proof সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৪। Coal tar বা আলকাতরা pipe clayর সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া উপরোক্ত কার্য্যোপযোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৫। Boiled oil বা গরম তৈল quick limeএর সহিত মিশ্রিত করিয়া pasteএর মত করিলেও সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৬। এক শত পাউণ্ড sulphur, দুই পাউণ্ড tallow বা চর্ব্বি এবং দুই পাউণ্ড rosin বা ধুনা একত্রে গরম করিয়া মিশ্রিত করিবার পর, উহাতে কিছু ground glass দিয়া ঘন করিয়া লইলে stone ware এবং glassএ লাগাইবার উপযোগী acid proof সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৭। ২ পাউণ্ড rosin বা ধুনা ২ পাউণ্ড sulphur এবং ৪ পাউণ্ড brick dust একত্রে গরম করিয়া মিশ্রিত করিলেও উপরোক্ত কার্য্যোপযোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

৮। আগুনের সাহায্যে দুই পাউণ্ড Indian rubber এবং ৪ পাউণ্ড Boiled oil বা গরম তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে ১২ পাউণ্ড pipe clay দিয়া ঘন করিয়া লইলে এই কার্য্যোপ-যোগী সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৯। এক শত পাউণ্ড Indian rubber, ৭ পাউণ্ড tallow বা চর্ব্বির সহিত একত্রে তাপ দ্বারা গলাইয়া, উহাতে dry slaked lime মিশ্রিত করিয়া pasteএর মত করিয়া, শেষে উহাতে ২০ পাউণ্ড read lead দিয়া বেশ সুন্দর সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়, উহার দ্বারাও stone ware এবং glassএ acid proof সিমেণ্ট লাগান যায়।

১০। ২৪ পাউণ্ড rosin, ৮ পাউণ্ড red acher, ২ পাউণ্ড boiled oil, ৪ পাউণ্ড plaster of paris একত্রে আগুনের সাহায্যে মিশ্রিত করিয়া উপরোক্ত কার্য্যোপযোগী cement প্রস্তুত করা যায়।

Wood metals ইত্যাদির জন্য acid proof সিমেণ্ট প্রস্তুত ফরমুলাগুলি একে একে নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

১। Powdered asbestos ২ ভাগ

Ground baryta	১ ভাগ
Sodium water glass Solution	২ ভাগ

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া acid proof সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায় এবং উহা wood metals ইত্যাদি দ্রব্যে ব্যবহার করা যায়।

নিম্নলিখিত ফরমুলা অনুযায়ী যে acid proof সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায় তহা patnitric acidএ নষ্ট হয় না। ফরমুলাটী এইরূপ, যথা—

Sodium water glass Solution দুই ভাগ, Sand এক ভাগ এবং asbestos এক ভাগ; উপরোক্ত পদার্থগুলি একত্র কর, তাহা হইলেই এই সিমেণ্ট প্রস্তুত হইবে।

৩।

Asbestos	২ ভাগ
Sulphate of barium	৩ ভাগ
Silicate of Sodium	১ ভাগ

উপরোক্ত পদার্থগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া যে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায় তাহা Strongest nitric acidএও নষ্ট হয় না।

৪। নিম্নলিখিত উপাদানগুলির দ্বারা যে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়, তাহা কোন প্রকার গরম এসিডেও নষ্ট হয় না। যথা -

Silicate of Sodium	৫০°
Baume)	২ ভাগ
Fine Sand	১ ভাগ
Asbestos	১ ভাগ

এই পদার্থগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিয়া তবে এই সিমেণ্ট ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু যদি এই সিমেণ্ট তাড়াতাড়ি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়, তবে উপরোক্ত পদার্থগুলির সহিত Silicate of Sodiumএর পরিবর্ত্তে Silicate of Potassium ব্যবহার করিলে mixtureটী খুব শীঘ্রই effective হইবে, এবং Silicate of Sodiumএর পরিবর্ত্তে Silicate of Potassium ব্যবহারে মিক্শ্চারটীর শক্তির কোন অংশ হ্রাস হইবে না।

(ক্রমশঃ)

বাজার কৃষি

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

জমি চাষ

শক্ত জমিতে ঘোড়ার লাঙ্গলে ভাল চাষ হয়। আমাদের দেশে গভীর করিয়া অথবা হাল্‌কা ভাবে জমি চাষের জন্য কোন পৃথক্‌ লাঙ্গল নাই। একই লাঙ্গল জোরে মাটীর মধ্যে ঠেলিয়া ধরিলে গরু উহা লইয়া অগ্রসর হয়, তাহাতে যতটা সম্ভব গভীর চাষ হয়। আবার হাল্‌কা চাষের বেলাতে আল্‌গা করিয়া লাঙ্গল ধরিতে হয়; অর্থাৎ গভীর ও হাল্‌কা করিয়া খনন কৃষকের হাতের জোরের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

কিন্তু ইহার জন্য কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। খুব শক্তও নয় আবার একেবারে নরমও নয় এইরূপ জমির পক্ষে Planet junior machine উপযোগী। বৃষ্টির আধিক্যে মাটী খুব কাদা হইয়া পড়ার পূর্ব্বেই যত অধিকবার সম্ভব লাঙ্গল দিবে। বিস্তীর্ণ জমি হইলে উহা বাষ্পচালিত ইঞ্জিন দ্বারা চাষ করা উচিত; কিন্তু অল্প জমিতে ইঞ্জিনের চাষ দিলে উহাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে। যে-সব জমি খুব শক্ত গাছপালা কাটিয়া আবাদ করা দরকার, এইরূপ বিস্তৃত জমিতেই বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের চাষ লাভজনক। কেননা ইহাতে খুব তাড়াতাড়ি চাষ করা যায়।

বেড়া

উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষা করিতে হইলে ক্ষেতের চারিদিকে বেড়া দেওয়া একটি প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়। উপযুক্ত বেড়ার অভাবে অনেক চারাগাছ গরু ঘোড়ার পদদলনে নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে ফসলের অনিষ্টকারী কোন জীব বা জন্তু বাহির হইতে বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোন্‌ ফসলের জন্য কিসের বেড়া উপযুক্ত হইবে তাহাও ভাবা আবশ্যক। ক্ষেতের চারিদিকে যদি খাত বা পরিখা থাকে, তাহা হইলে বেড়া না দিয়াও ফসল রক্ষা করা যায়। জমির বন্দোবস্ত লইবার সময় এইরূপ ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে হয়। চারিদিকে

পরিখা থাকিলে জলসেচন ব্যবস্থা যেমন সহজ হয়, তেমনি বেড়ার জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করার আবশ্যক হয় না। কিন্তু এই প্রকার জমি সকল সময় সহজে পাওয়া যায় না বলিয়াই ক্ষেতের চারিদিকে বেড়ার সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। গরু ঘোড়া ক্ষেতে ঢুকিয়া ফসলের যে অনিষ্ট করে, তাহা আর শোধরানো যায় না। ফসল ফলার পূর্ব্বেই যদি বীজ অথবা চারা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আর লাভের আশা কোথায়? এইজন্য ডুরাণ্ডা প্রভৃতির মতো কাঁটা গাছের বেড়া লাগাইলে ভাল হয়। বাঁশ বা কাঠের বেড়া পুনঃ পুনঃ বদলাইতে বা মেরামত করিতে হয়, তাহাতে অনেক খরচ পড়িয়া যায়; কিন্তু কোন কাঁটা গাছের বেড়া লাগাইলে বিনা মেরামতে উহা দ্বারা অনেক কাল চালানো যায়। এই কারণে ক্ষেতের পক্ষে গাছের বেড়াই প্রশস্ত।

মজুর সমস্যা

জমির পরেই মজুর সমস্যা আসে। যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টার উপর অনেক পরিমাণে ভাল ফসল পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে; সুতরাং ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য, চারা গাছগুলির যত্ন লইতে ও ফলনের সময় তত্ত্বাবধান করিতে মজুরের প্রয়োজন হয়। বাজার কৃষির জন্য দুই রকমের মজুরের প্রয়োজন। (১) স্থায়ী মজুর ও (২) অস্থায়ী বা ঠিকা মজুর।

যে কোন কৃষিক্ষেত্রের জন্য এক দুই বা ততোধিক স্থায়ী মজুর রাখা প্রয়োজন। ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে তাহাদের জন্য ছোট ছোট কুটির বাঁধিয়া দিতে হয়। স্থায়ী মজুরদের জন্য বিশেষ কোন ভাবনা নাই; কিন্তু অস্থায়ী মজুর বা ঠিকা কাজের জন্য লোক সমস্যাই প্রবল। হয় তো যেখানে জমি লওয়া হইয়াছে, তাহার আশে পাশে লোকের বসতি নাই। এদিকে এক সপ্তাহের মধ্যে একশত বিঘা জমি চাষ করা প্রয়োজন। তখন বাধ্য হইয়া বাহির হইতে মজুর আনাইতে হয়। কষ্ট করিয়া মজুরও না হয় আনা গেল, কিন্তু তাহারা থাকিবে কোথায়? কাছাকাছি লোকালয় নাই—রাত্রিবাসের স্থান পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং দিবসের কর্ম্মশেষে তাহারা নিদ্রা যাইবে কোন্‌খানে? এই কারণে প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের সহিত প্রয়োজন মত একদিকে বাসঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ইহা যত অল্প খরচে পারা যায়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। কতকগুলি ঢেউ-টিন কিনিয়া রাখিলে এই কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রয়োজন মত ইহা দ্বারা বেড়ার কাজ ও ঘরের কাজ দুইই হয়। ইহাপেক্ষা অল্প খরচে যদি খড়ের ঘর তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত ভালই; কিন্তু খড়ের ঘরগুলি আর পরে কোন কাজে লাগে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যত অল্প ব্যয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারিবে, ব্যবসায়ে ততই অধিক লাভ হইবে। এই জন্য যত কম সংখ্যক মজুর দ্বারা অধিক পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মজুরী বেশী লাগিলে লাভের অঙ্ক যে কমিয়া যাইবে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এক মাইল পরিমাণ চাষের ক্ষেতে দুই বা তিন জন লোক রাখিলেই যথেষ্ট। বিশ্বস্ত এবং ভাল লোক না পাইলে চাষে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। একটু বেশী বেতন দিয়াও বিশ্বস্ত, কর্ম্মঠ এবং কৌশলী লোক রাখা উচিত। যখন কাজের চাপ খুব বেশী থাকে, তখন স্থায়ী লোকটিকে কিছু অতিরিক্ত মজুরী অথবা ঠিকা কাজের জন্য কিছু অর্থ দিলেই সে কাজে উৎসাহ

পাইবে। ইহাতে বাগানের উন্নতির জন্য তাহার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অত্যধিক বর্ষায় যখন বাহিরের কাজ করা যায় না, তখন মজুরকে যাহাতে বসিয়া থাকিতে না হয়, তজ্জন্য কিছু কিছু কাজ ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। বাঁশ বেতের কাজ, ঝুড়ি, চুপড়ি প্রভৃতি তৈয়ার করার কাজে তাহাদিগকে সেই সময়ে খাটানো যায়। আমাদের দেশে ক্ষেতের লোক অনেক সময় বিনা কাজে ঘরে বসিয়া থাকে; কিন্তু সে সময় যাহাতে বৃথা না যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

যাহারা অস্থায়ী মজুর, তাহাদের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মজুরী দেওয়া প্রয়োজন। ঘণ্টা হিসাবে মজুর খাটাইলে তাহাদের শৈথিল্য ধরা কঠিন হয়। যেখানে ঘণ্টা হিসাবে কাজ—সেখানেই ফাঁকির সুযোগ বেশী। এই কারণে ঘণ্টা হিসাবে মজুর না খাটাইয়া কাজ অনুযায়ী মজুরী স্থির করা ব্যবসায়ের পক্ষে অধিক লাভজনক। প্রায়শঃই দেখা যায় যে ঠিকা কাজ যত শীঘ্র হয়, ঘণ্টার কাজ তত শীঘ্র অগ্রসর হয় না। ঠিকা কাজে লোক আসে কম, তথাপি ঘণ্টা হিসাবে কাজ অপেক্ষা কাজ অনুযায়ী বেতন ঠিক করা অনেক ভাল।

লোক খাটাইতে সদয় ব্যবহার ও কর্ত্তব্যে কঠোরতা চাই। বেতনের তারিখ, আহারাদির সময়, কাজের ঘণ্টা প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ একটি নিয়ম বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়। এই সকল নিয়ম কড়াকড়ি ভাবে পালন করা আবশ্যক। কোন বৃহৎ ব্যবসায়ে সময় মত কাজ আদায় না হইলে লোকসান অনিবার্য্য, অথচ সময় মত কাজ করা এমন কিছুই নহে। কেবল একটু অভ্যাসের প্রয়োজন।

অধিক গভীর করিয়া চাষের পক্ষে কলের লাঙ্গল উপকারী। কিন্তু সাধারণ চাষে গরুর দ্বারা হাল চালনাতেই বেশ চলে। ভারী জমি অথবা কঠিন মাটী চাষ করিতে ভাল লাঙ্গলের প্রয়োজন। বেয়াড়া জমির জন্য সর্ব্বত্র কলের লাঙ্গল প্রচলিত হওয়া উচিত।

যাহারা বাজার কৃষি করিবেন তাহাদিগকে যে কোন একটা ফসল লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না। বাজারের প্রয়োজনীয় ফল, ফুল, তরী, তরকারী যাহাতে বারোমাস বিক্রয় করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। আলুর সময়ে আলু, বেগুণের সময়ে বেগুণ, মূলার সময়ে মূলা, কপির সময়ে কপি এমনি করিয়া যাবতীয় ফল মূল যাহাতে যথা সময় বাজারে পৌঁছান যায় তজ্জন্য নানাবিধ কৃষির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

কৃষি দুই প্রকার—রৌদ্র জাত কৃষি ও ছায়া জাত কৃষি। শশা, ঝিঙ্গে, পটল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছায়াচ্ছন্ন জমিতে ভাল জন্মে, কিন্তু তরমুজ, ফুটি, কুমড়া প্রভৃতি মাঠফাটা রৌদ্রোত্তাপেই ভাল ফসল দেয়। আবার আলু, কচু, মূলা প্রভৃতি মাটির নীচে জন্মায়। এগুলি জন্মাইতে পৃথক ভাবে ক্ষেত্র তৈয়ার করা আবশ্যক। যে ফসলের যেরূপ সার উপযোগী, সেই ফসলের জন্য তদনুরূপ সার সংগ্রহ করিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী কৃষি, যথা—আম, কাঁঠাল, কমলালেবু নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির জন্য পৃথক জমি এবং পৃথক বন্দোবস্ত প্রয়োজন।

লোকে বলে কলিকাতার উপকণ্ঠ ব্যতীত ফুলের কৃষি এদেশে লাভজনক ব্যবসায় হিসাবে কোথাও সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু এ উক্তি ঠিক নহে; সাঁওতাল পরগণা মধ্যে যশিডির নরত্তোকড়ি Chatterjeeর এবং আরও কয়েকজনের নার্শারী

দেওঘরের বাগান বিঘার নার্শারী এবং মিহিজাম, মশিদি ও ঝাঁঝার ফুলের বাগানগুলি হইতে মালিকদিগের প্রভূত অর্থাগম হইতেছে। ফলতঃ এই সকল বাগানের গোলাপ, Crysenthemam প্রভৃতি ফুল কলিকাতার New marketকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

বিলাতের লোক লক্ষ লক্ষ টাকার ফুল বিক্রয় করিয়া বড় লোক হইতেছে। আমাদের দেশে প্রধানতঃ লোক পূজা, পার্ব্বণ, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে ফুল ক্রয় করে। একমাত্র কলিকাতাই উহার প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র। এই ব্যবসায়ের প্রসার একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য সহর গুলিতেও ফুলের যাহাতে আদর বৃদ্ধি পায়, এবং ব্যবসায় হিসাবে ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা যায় তজ্জন্য চেষ্টা করা দরকার।

কৃষি পদ্ধতি

একই ক্ষেত্রে যখন শাক, সব্জী, ফল, মূল প্রভৃতি জন্মান হয়, তখন সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

১। মিশ্র পদ্ধতি।

ইহা দ্বারা একই ক্ষেত্রের মধ্যে নানাবিধ ফসলের চাষ দেওয়া হয়। যথা—সরিষা, ধনিয়া এবং পালংশাক, লাউশাক প্রভৃতি একই ক্ষেত্রে লাগান। আবার হয় ত ইহাদের উপরে মাচায় লাউ, কুমড়া ঝুলিতেছে। এইরূপ এক কৃষির মধ্যে আরও অনেক জিনিষের চাষ দেওয়াকে মিশ্র পদ্ধতি বলে।

২। পৃথক রোপণ প্রণালী।

এই প্রথায় বিভিন্ন ফসলের জন্য পৃথক ভাবে এক এক খণ্ড জমিতে চাষ দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। একটির পর একটী রোপণ প্রণালী।

একখানি ক্ষেতের মধ্যে কতক অংশে ফল, তারপর কতকাংশে ফুল বা শাক সব্জী, আবার ফল, তারপর আবার শাক সব্জী—এইরূপ রোপণ প্রথাকে একটির পর একটি রোপণ প্রণালী বলে।

সাধারণতঃ উক্ত তিন প্রণালীতে ফলমূল শাক সব্জী প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের মিশ্র চাষ পদ্ধতিতেই অধিক ফলমূলের চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন সময়ে বাজারে পাঠাইবার পক্ষে সুবিধা হয়; কিন্তু ইহাতে একটি অসুবিধাও আছে। যখন ফসল তোলার সময় হয়, তখন অন্যান্য গাছ গুলির কোন না কোন ক্ষতি না করিয়া উহা তোলা কঠিন। পৃথক রোপণ দ্বারা চাষের পক্ষে খুব সুবিধা হয়। তবে নানা প্রকারের ফল ও ফুলের চাষ একই ক্ষেত্রে জন্মাইলে উহার সবটাই ভাল হইবে কিনা বিবেচ্য।

ফলের গাছের সারির মধ্যে কতটা ব্যবধান থাকিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। এমন ভাবে ফলের গাছগুলি থাকা উচিত, যাহাতে নীচের তরী তরকারীর চারা গুলির আলো হাওয়া বন্ধ না হয়। এইজন্য বাগানের মধ্যে বিশ গজ অন্তর বড় ফলের গাছ লাগাইলে ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে বহু বৎসর একই জিনিসের চাষ করিবে না; যে ক্ষেত্রে একাদিক্রমে তিন চারি বৎসর মূলা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে চতুর্থ বৎসরে এমন কোন ফসলের চাষ দিতে হয় যাহাতে মাটির অভ্যন্তরে ফসলের বৃদ্ধি প্রয়োজন হয় না। তিন বৎসর এরক্ষেতে মূলার চাষ করিলে চতুর্থ বৎসরে সেখানে কোন শাক সব্জীর চাষ দেওয়া উচিত। যেখানে ক্রমাগত ফসল উৎপাদনের

ফলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি কমিয়া গিয়াছে,সেখানে কিছু ফুলের চাষ করা ভাল। আবার ক্ষেত্র অতিরিক্ত উর্ব্বরা হইলে ফসল অপেক্ষা পাতা বেশী হয়। লাউ কুমড়া ও অন্যান্য কৃষিতে কখন কখন দেখা যায় যে গাছগুলি বেশ জোর করিয়া উঠিতেছে। তারপর যখন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, তখনও গাছ গুলি দেখিয়া মনে বেশ আনন্দ সঞ্চার হয় ; কিন্তু কাজের বেলা দেখা যায় গাছ যত ফুলিয়াছে, ফসল তত ফলে নাই। ইহা ক্ষেত্রের অতিশয় উর্ব্বরতার ফলে হইয়া থাকে। অধিক উর্ব্বরা জমি যে ফসল উৎপাদনের পক্ষে সব সময় প্রার্থনীয় নহে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির জানা কর্ত্তব্য।

ফসল ফলাইয়া উহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা, এবং যত্ন ও নিপুণতার সহিত উহার জন্য শ্রম করাই বাজার কৃষির সাফল্যের মূলমন্ত্র।

জমির সার

আমাদের এদেশে জমি চাষ কালে ক্ষেত্রে সার দেওয়া সম্পর্কে অনেকেরই আগ্রহ কম ; অথচ সার দিয়া যে কোন জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক গুণে বৃদ্ধি করা যায়। অনেকে গাড়ী বোঝাই করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করেন। এবং খালি গাড়ী আবার গৃহে ফিরাইয়া আনেন। তাহারা যদি খালি গাড়ী ফিরাইয়া না আনিয়া উহাতে বাজারের ময়লা আবর্জ্জনা পূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলেন, তাহা হইলে নাম মাত্র খরচে জমিতে বেশ ভাল সারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আর তাহাকে কৃত্রিম সার ক্রয় করিতে হয় না। যে সকল দ্রব্য হইতে নাইট্রোজেন, পটাশ অথবা ফস্‌ফরিক এসিড পাওয়া যায়, উহাই সারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বস্তু। যে সকল জমিতে অধিক পরিমাণে সার দেওয়া হয়, তাহাতে মাঝে মাঝে চুণ দিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু কৃত্রিম সার প্রয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। এইজন্য স্বাভাবিক সার অর্থাৎ বাজারের ময়লা আবর্জ্জনা অথবা জমির পচা আগাছাই শ্রেষ্ঠ সার।

পোকায় ফসলের কম ক্ষতি করে না ; কিন্তু পোকা নিবারণের কোন প্রতিকার নাই মনে করিয়া ব্যবসায়ীবৃন্দ হাল ছাড়িয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকেন এবং দলে দলে কীট পতঙ্গ ক্ষেতে পড়িয়া শস্য নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। ফসলের এই ভয়ানক শত্রু দুর করার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ এই চেষ্টায় অনেকটা সফল হইয়াছেন। তাঁহারা প্যারিস গ্রিন, কপার সালফেট, তামাক, কোয়াসিয়া, নরম সাবান, পেট্রলিয়াম প্রভৃতি প্রয়োগে গাছের পোকা নিবারণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পোকা নিবারণার্থে সেখানে বাজারেও অনেক মিকশ্চার বিক্রয় হইয়া থাকে।

যাহারা বাজার কৃষিতে সাফল্য লাভ করিতে চাহেন, তাহাদিগকে ক্ষেত্র কর্ষণ হইতে ফসল বিক্রয় পর্য্যন্ত সমুদয় প্রণালী বিশেষ ভাবে জানিতে হইবে। কেবল পড়া বিদ্যা দ্বারা জানিলেই চলিবে না,নিজ হাতে খাটিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। বাজার কৃষি সুসম্পন্ন করিতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

১। আগাছা জন্মিলে ভাল ফসল পাওয়ার আশা বৃথা ; সুতরাং ক্ষেতের মধ্যে যে সকল আগাছা জন্মে বা লতা, মূল এবং বীজ গজাইতে

থাকে উহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যে, ফসল ফলানো আবশ্যক তাহা ব্যতীত যেন বাজে আগাছা জন্মিতে অথবা থাকিতে না পারে! মোট কথা ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কার রাখা চাই।

২। বার বার মাটি কোদ্‌লাইয়া খুঁড়িয়া অথবা গুঁড়া করিয়া দিবে। শুক্‌না দিলে গাছের গোড়া খুঁচিয়া রসগ্রহণের সুবিধা করিয়া দিলে ফসল খুব শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। নীচের মাটি উপরে উঠাইয়া, উপরের মাটি নীচে নামাইয়া দেওয়া ফসলের পক্ষে উপকারী; সুতরাং চারা গাছগুলি একটু বড় হইলেই সুযোগ মত মাটি উল্‌টাইয়া দিবে।

৩। জমির উর্ব্বরা শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যত্ন লওয়া সত্বেও ফসল কম ফলিলে উহার কারণ অনুসন্ধান করিবে; এবং যদি মনে হয় উর্ব্বরা শক্তির অভাবেই ফসল কম ফলিয়াছে, তবে অবিলম্বে জমিতে সারের ব্যবস্থা করিবে।

৪। পোকারা যাহাতে ফল মূল নষ্ট না করে তজ্জন্য ক্ষেতে পোকা পড়িলেই উহা তাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে।

সাধারণতঃ উক্ত বিষয় গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই ভাল ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কোন বিষয়েই ফাঁকি দিয়া বড় হওয়া যায় না। ভাল জিনিস বাজারে দিতে হইলে এবং তদ্দ্বারা অধিক দামের আশা করিলে, অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে এবং কৃষি সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। নতুবা মাঠে বীজ বপন করিয়া ঘরে বসিয়া ফসলের স্বপ্ন দেখিলেই, ভাল ফসল পাওয়া যাইবে না। (ক্রমশঃ)

জাল জুয়াচুরীর নানা ফন্দী

(১)

কিছুদিন আগে ছোট্টু কাহার নামক এক ব্যক্তি বেশ সাজিয়া-গুজিয়া উমাদাস লেনে একটা বাড়ীতে গিয়া ঐ বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে। বাড়ীর কর্ত্তা বাহির হইয়া আসিলে ছোট্টু বলে যে, সে তাহার মেয়ে বিবাহ দিবে। কর্ত্তাটির ছেলের স্ত্রী সম্প্রতি মারা গিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে সে তাহার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব পাড়িয়া বসিল। এই লইয়া উভয়ের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল, পরে কর্ত্তার কাছে বিদায় লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

ঐ সময়ের মধ্যে ছোট্টুর কিন্তু সব সময় চোখ ছিল একটি ছোট ছেলের উপর। ছেলেটি নিকটেই খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। ছোট্টু বাহিরে আসিয়াই ছেলেটিকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিল— বলিল বড় রকম খেলনা, বল ইত্যাদি সে দিবে। ছোট ছেলের মন, খেলনার লোভে সহজেই ভুলিয়া গেল। ছোট্টুর সঙ্গে ছেলেটি বাহির হইয়া পড়িল। এ গলি সে গলির ভিতর দিয়া আসিয়া শেষে একটা নির্জ্জন স্থানে ছোট্টু ছেলেটির কাণের ২টী সোনার গহনা লইয়া কাজ হাসিল করিয়া সরিয়া পড়িল।

খোকা অতঃপর অসহায় হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে পুলিশের নজরে পড়িয়া গেল। পুলিশ তাহাকে লইয়া থানায় উপস্থিত করিল। থানায় খোকার মুখে ঘটনা শুনিয়া পুলিশ ছোট্টুর সন্ধানে বাহির হইল বটে কিন্তু ছোট্টুকে আর পাওয়া গেল না। খোকাকে তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হইল।

৮।১০ দিন পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছোট্টু ধরা পড়ে এবং যথারীতি প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চুরির অপরাধে তাহার নামে মামলা রুজু হয় এবং সে শাস্তি পায়।

(২)

বজলার রহমান এবং নিতম্বিনী নাম্নী এক বারবণিতা প্রতারণা করার অভিযোগে নোয়াখালীর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বজলারকে ৪২০ ধারা অনুযায়ী দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয় আসামী নিতম্বিনীকে ছয় মাস সশ্রম কারাবাস এবং ৫০০ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে যথাক্রমে ৬ মাস ও ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ ; বজলার রহমান যুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়ায় ছিল। বাখরগঞ্জের সাহাবাজপুরের কতিপয় লোকের সহিত নোয়াখালী হোটেলে তাহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা ভুলুয়ার জমিদারকে খাজনা দিতে আসিয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে বজলার তাহাদিগকে বলে যে খাসমহালের অনেক কর্ম্মচারীর সহিত তাহার পরিচয় আছে, সুতরাং সে তাহাদিগকে খাসমহালের জমি লইয়া দিতে পারিবে। সে আরও বলে যে সেলামী ও অন্যান্য খরচ সহ তাহাদিগকে প্রত্যেক ৩০ বিঘা

জমির জন্য ১১২॥০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। সাহাবাজপুরের লোক সকল ইহাতে সম্মত হইয়া কয়েক সপ্তাহ পরে তাহাকে কিছু টাকা দেয়। দ্বিতীয় আসামী নিতম্বিনীর বাড়ীতে উক্ত টাকার আদান প্রদান হয়। স্ত্রীলোকটি নাকি সেই সময় বলিয়াছিল যে খাসমহাল বাবুদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; সুতরাং সে সেটেলমেণ্টের জমি লইয়া দিতে পারিবে। এই প্রকারে তাহারা সেটেলমেণ্টের জমির জন্য ৩০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করে।

কয়েক মাস পরে এই প্রতারণা ধরা পড়ে। তখন আসামিগণকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়।

(৩)

আরি সোয়ামী চাম্পিয়েন, মান সোয়ামী ও ডেভিড মাদ্রাসী নামে ৩ জন যাযাবর পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের বাড়ী হইতে ২৬২৫০ টাকা চুরি করার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মেঘনা মিল্‌স্ লিমিটেডের এক ব্যক্তি ব্যাঙ্ক হইতে চেক ভাঙ্গাইয়া ২৬২৫০ টাকা একটি ব্যাগে রাখে। সে যখন অন্য কাজে অমনোযোগী ছিল তখন প্রথম আসামী অপর আসামীর সাহায্যে ব্যাগটী সরাইয়া ফেলে; কিন্তু ব্যাঙ্কের বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার হয়।

ইহা ব্যতীত আসামীদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে; তাহারা ক্রিমিন্যাল টাইবসের লোক, অথচ কলিকাতায় আসিয়া পুলিশে রিপোর্ট করে নাই।

(৪)

বাবুগঞ্জ থানার অধীন দেহেরগতি ইউনিয়নের রাকুদিয়া গ্রামের আমজেদালি চৌকিদার উক্ত গ্রামের সরলা সুন্দরী রায়ের ৪৲ টাকা চৌকিদারী টেক্স আদায় করিয়া এক জাল রসিদ দেয় এবং ঐ টাকা আত্মসাৎ করে। পঞ্চায়েৎ জানিতে পারিয়া সার্কেল অফিসারকে ইহা জানান। তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক টাকা আত্মসাৎ এবং জাল রসিদ প্রদানের জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হয়। জুরিরা একমত হইয়া উভয় চার্জ্জে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ সাহেব দুই চার্জ্জে আসামীকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

(৫)

কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মুরত নামক একজন জুতাপ্রস্তুতকারক ১০০০৲ টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী ফরিয়াদী পরমেশ্বরের নিকট যাইয়া বলে যে তাহার নিকট ১০০ টাকা করিয়া ২৪৫ খানা নোট আছে এবং ৩০০০ টাকা পাইলে সে উহা ফরিয়াদীকে দিতে পারে।

ফরিয়াদী আসামীর কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ৩০০০ টাকা প্রদান করে এবং আসামী তাহাকে একটি পুলিন্দা দেয়। পরে পুলিন্দাটী খুলিলে দেখা যায় যে উহার মধ্যে নোট নাই কেবল কতকগুলি বাজে কাগজ রহিয়াছে।

Order Supply এর ব্যবসায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্রব্য নির্ব্বাচন ও বিক্রয় ব্যবস্থা

কেহ যদি সরবরাহের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি কোন্ জিনিসের ব্যবসা করিবেন. তাহা স্থির করা সকলের আগে প্রয়োজন।

ধরা যাউক, কোন লোক সাবানের সরবরাহ ব্যবসা করিতে চাহেন। হয় তো তাঁহার এমন কোন পরিচিত কারখানা আছে যেখান হইতে তিনি ইচ্ছামত যত প্রয়োজন সাবান পাইতে পারেন। সে সাবান ভাল এবং দামও অল্প। সাবান প্রস্তুতকারক উক্ত সাবান যে কোন ট্রেড মার্ক বা ব্যবসায় চিহ্ন দিয়া বিক্রয় করিতে দিতে প্রস্তুত আছেন। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ আগ্রহশীল ব্যবসায়ীকে মূলধন দিয়া অথবা বাকীতে জিনিস দিয়া সাহায্য করিতেও কোম্পানী প্রস্তুত।

এমনও হইতে পারে যে উক্ত সাবান প্রস্তুতকারক কোম্পানী নিজেদের ক্ষতি না হয় এরূপ ভাবে একটি বিক্রয় কেন্দ্র বা দোকান খুলিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু এরূপ করিতে হইলে একজন সরবরাহকারীকে দিয়া উহা করাই সুবিধা জনক। কেননা, যদি কোন কারণে দোকানটি ফেল পড়ে তাহা হইলেও মূল কারখানার কোন ক্ষতি হয় না। কেবলমাত্র দোকানের উপর দিয়াই লোকসান চলিয়া যায়। তাহাতে মাল প্রস্তুতকারী কোম্পানীর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।

এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিলে কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিব—এভাবনাও ভাবিতে হয় না। কিন্তু সকলেরই হয়তো একটি মাত্র জিনিস লইয়া সন্তুষ্ট থাকার ইচ্ছা না থাকিতে পারে। হয় তো একাধিক জিনিসে তাহার পছন্দ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থাই প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। জামসেদপুরে যে লোক বাস করে তাহার পক্ষে লোহা বা লৌহজাত দ্রব্যের ব্যবসা করাই স্বাভাবিক। পাঞ্জাবের লোক শাল আলোয়ান প্রভৃতি উলের জিনিস পছন্দ করিবে। আসামের লোকের পক্ষে এণ্ডি মুগার ব্যবসা করা সহজ। যদি কোন যৌথ কারবার না থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায়ীকে সর্ব্বদা প্রয়োজন মত জিনিস পাওয়ার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বহু ব্যবসা হস্তান্তর হইয়া যায়, অথবা ফেল পড়ে। তাহাতে যেন সরবরাহ ব্যবসায়ীকেও বিপন্ন হইতে না হয়। এই কারণে যে কোন সরবরাহ ব্যবসায়ীর পক্ষে নিয়মিত জিনিস পাওয়ার বন্দোবস্ত একটি প্রধান লক্ষ্যর বিষয়। ঠিক এই জন্যই দূরদেশের পণ্যদ্রব্য লইয়া ব্যবসা করা শঙ্কাজনক। যদি কোন কারণে উক্ত কারবারটি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সরবরাহ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের সকল সুনামও নষ্ট হইবে। অপরের দোষে তাহার নিজের ব্যবসাটিও মাটি হইয়া যাইবে। যখন

ব্যবসা আরম্ভ করিবে, তখন দেখিবে যেন একাধিক স্থান হইতে প্রয়োজন মত জিনিস পাইতে বাধা না হয়।

জিনিস তৈয়ার

কথায় বলে, 'মাল তৈরী করার আগে, মাল চালাইবার বাজার ঠিক কর।' এ কথাটা সরবরাহ ব্যবসায়ের পক্ষেও অত্যাবশ্যক। কারণ যে ক্রেতা সে তাহার ইচ্ছামত জিনিস ক্রয় করিবে। সে জিনিস কমও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে। হয় তো সে চারি সপ্তাহ ধরিয়া অনেক জিনিস খরিদ করিল, আবার চারি সপ্তাহ অত্যন্ত কম কিনিল; কিন্তু তাহার চাহিদার উপরে কাহারো হাত নাই। কিন্তু যে জিনিস তৈরী করে, সে যদি প্রয়োজন মত খরিদ্দার না পায়, অথবা তৈরী মালের যদি উপযুক্ত দাম না পায়, তবে তাহার লোকসান অনিবার্য্য।

সরবরাহ ব্যবসায়ীকে অনাবশ্যক সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞাপনে অনর্থক কতকগুলি অতিরিক্ত টাকা ব্যয় না করিয়া সে যদি এক একবারে মাসিক একশত অর্ডার সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলেই চলিয়া যায়। তাহার পরে হয়তো সামান্য অর্থব্যয়ে উহা হইতে দশ বারো গুণ অধিক অর্ডার পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবসা সম্পর্কে একবার নিশ্চিন্ত হইলে তাহার পরে জিনিস তৈরী আরম্ভ করা যাইতে পারে। তখন লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা জন্মে এবং মরসুমের সময়ে কিরূপ অধিক জিনিসের চাহিদা হইতে পারে সে সম্বন্ধেও পূর্ব্ব হিসাব হইতে একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

ব্যবসা আরম্ভ করিয়াই কিরূপে চলিতে হইবে তাহা স্থির করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে তহবিলের কথা বিশেষ ভাবে ভাবিতে হইবে। সোজা কথায় জিনিসের ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যেন লাভ সম্বন্ধে আর সন্দেহ না থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লোক এসব দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অধিক মাল চালাইবার আশায় যে কোন দরে জিনিস সরবরাহ করিতে থাকে। হয়তো একডজন ফাউন্টেন পেন সে ৫০৲ টাকায় খরিদ করিয়াছে এবং ৫২৲ টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে পোষ্টেজ প্যাকিং প্রভৃতিতে তাহার তিন চারি টাকা ব্যয় গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ফাউন্টেন পেন প্রচারের জন্য তাহার যে বিজ্ঞাপনের ব্যয় পড়িয়াছে, তাহাও তুচ্ছ নহে। তাহার মোট ব্যয় পড়িল ষাট্ টাকা, কিন্তু পাইবার বেলা সে পাইল ৫২৲ টাকা। ব্যবসায়ে এরূপ অদূরদর্শিতা বিরল নহে।

সুতরাং যে জিনিসের ব্যবসা করিবে, তাহা স্থির হইয়া গেলেই উহা দূর দেশে পাঠাইবার খরচ হিসাব করিবে। প্যাকিং, পার্শ্বেল খরচ, পোষ্টেজ প্রভৃতি সরবরাহ ব্যবসায়ের একটি প্রধান বিষয়। কোন জিনিসের দাম অল্প, কিন্তু তাহা পাঠাইতে হইলে ভাল প্যাকিং, আবশ্যক, তাহাতে হয়তো অনেক খরচ পড়িয়া যায়। সুতরাং সে জিনিসের দাম ফেলিতে হইলে উক্ত পোষ্টেজ প্যাকিং, পার্শ্বেল, কুলী খরচ প্রভৃতিও নির্ভুল ভাবে হিসাব করিয়া লইবে। পোষ্ট অফিস আবার বড় পার্শ্বেল গ্রহণ করে না; সুতরাং যেখানে ডাকে ছাড়া জিনিস পৌছান সহজ নহে, সেখানে প্রেরণের ব্যয় ভাল ভাবে না ধরিলে লোকসান ঠেকানো অসম্ভব। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে ব্যয়ের দিকটা কখনই কম করিয়া ধরিতে নাই। অপ্রত্যাশিতভাবেও কত অজানা

খরচ আসিয়া ঘাড়ে পড়ে। সেগুলি পূর্ব্বাহ্ণে না ভাবিলে পরে আর সংশোধনের সময় পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন বিজ্ঞাপনে জিনিসের দর বাড়ে না। কিন্তু ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা আর নাই। বস্তুতঃ ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন ব্যতীত চলা অসম্ভব; যে প্রকারেই হউক, পণ্য প্রচারে বিজ্ঞাপন অত্যাবশ্যক। তবে বুদ্ধিমানের মত বিজ্ঞাপন প্রচার চাই। অনর্থক যাহাতে কম লাভের জিনিসে অধিক টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় না হয় তাহা দেখা আবশ্যক। কোন্ জিনিসের জন্য কিরূপ প্রচার ফলদায়ক হইবে তাহা জানা ও বুঝা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর একটি বড় কৌশল। এই কৌশলটি জানা থাকিলে অল্পব্যয়ে অনেক লাভ পাওয়া যায়; কিন্তু বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করা যাইবে।

অর্থই ব্যবসায়ের প্রাণ। উপযুক্ত মূলধন অথবা সঞ্চিত তহবিলের অভাবে অনেক ভাল ব্যবসায়ও মারা পড়ে; সুতরাং অর্থের ধাক্কা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। যেখানে টাকাটা খাটাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফেরৎ পাওয়া যায়, সেখানে সমস্যা অনেক কম, কিন্তু তাহাতেও অনেক ঝুঁকির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। একটি উদাহরণ ধরা যাউক।

রমেশবাবু কতগুলি চাকু তৈরী করিলেন। সেই চাকুগুলি বিক্রয় করিতে হইলে তাহার প্রচার প্রয়োজন। তাই তিনি স্থির করিলেন যে উহা তিনি সংবাদ পত্রে প্রচার করিবেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, প্রত্যেক একশত টাকার বিজ্ঞাপনে তাঁহার যদি পাঁচ শত টাকা মূল্যের অর্ডার আসে, তাহা হইলে তাঁহার চাকু তৈরীর ব্যয় এবং বিজ্ঞাপন ব্যয় উঠিয়া বেশ লাভ থাকে। এই হিসাবে তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন এবং সত্য সত্যই তাঁহার প্রত্যেক একশত টাকার বিজ্ঞাপনে পাঁচ শত টাকার অর্ডার আসিতে লাগিল।

ব্যবসায় যখন চল্‌তি অবস্থায় থাকে, তখন এইরূপ হিসাবানুযায়ী ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এক দিনেই ত আর কোন ব্যবসায় সকলের পরিচিত হইয়া উঠে না? তাই বাজারে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে ব্যবসায়ীকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। হয়তো যতটা আশা করা গিয়াছিল, ততটা অর্ডার পাওয়া গেল না, এবং যে হিসাবে জিনিস চলিলে লাভ হইত, সে অনুপাতে না চলায় প্রথম বৎসরে আর লাভ পাওয়া গেল না। এই কারণে বাজারে পরিচিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে প্রারম্ভিক আর্থিক ঝুঁকি বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

আবার নগদ দামের পরিবর্ত্তে যদি কোন রকমে বাকী কারবারের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেও অনেক সময় প্রারম্ভিক আর্থিক সমস্যা বহু পরিমাণে দূর হইতে পারে। একেবারে সবটাই বাকী দিলে চলিবে না। যে জিনিস বিক্রয় করিবে, তাহার কতক দাম নগদ লইবে, এবং অবশিষ্ট মূল্য মাসিক বা সাপ্তাহিক কিস্তীতে যত শীঘ্র সম্ভব আদায়ের চেষ্টা করিবে। একটি জিনিসের মূল্য বিশ টাকা হইলে তাহার নিকটে প্রথমে দশ টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকা দুই তিন কিস্তীতে আদায় করিবে।

কিন্তু এইরূপ বাকী প্রথায় কারবার আরম্ভ করিলে প্রথমে কোন ব্যাঙ্ক বা লোন অফিস মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে চাহিবে না। কেননা একে নূতন ব্যবসায়, তাহার উপরে আবার বাকী কারবারের কথা শুনিলে কোনও ধনী বা লোন,

কোম্পানী এইরূপ ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে সাহস পায় না। তবে যাহাদের চরিত্রবল এবং কর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে সুখ্যাতি আছে, তাহাদের পক্ষে ধারে অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন নহে।

কিস্তি প্রথায় দিবার কড়ারে আজকাল মোটর, গ্রামোফোন, সাইকেল প্রভৃতি অনেক জিনিষ ধারে পাওয়া যায়। একটি লোক হয়তো চারি হাজার টাকা দিয়া একখানি মোটর কিনিবে; তখন তাহাকে নগদ দুই হাজার টাকা দিতে হইল। বাকী টাকা সে প্রতিমাসে দুইশত করিয়া দিয়া দশমাসের মধ্যে সমুদয় দাম চুকাইয়া দিল। এইরূপ বাকীতে মোটর খরিদের সময় একজন উপযুক্ত লোকের জামীন লইতে হয়। এইরূপ জামীন থাকাতে টাকাটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়, এবং বাকী আদায়ের জন্য দুর্ভাবনায় পড়িতে হয় না। যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মূল্য আদায় না হইবে সে পর্য্যন্ত মোটরখানি কোম্পানীর থাকিবে, দাম শোধ হইয়া গেলে উহা ক্রেতার নিজস্ব হইবে। ইহাকে ইংরাজীতে hire purchase system বা ধারে ক্রয় করার প্রথা বলে।

আর একটি কথা। ব্যবসায়ে কাহারো কোন জিনিস পছন্দ না হইলে, উহা ফেরৎ লইয়া তৎপরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়া ব্যবসায়ের একটি প্রধান কৌশল। যদি ক্রেতাদের অখণ্ড বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে মাল পছন্দ না হইলে নগদ টাকা ফেরৎ দিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাতে লোকসান না হইয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা বাড়িতে থাকে। হারমোনিয়ম, অর্গান, গ্রামোফোন প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া পছন্দ না হইলে ফেরৎ লওয়া কঠিন। এই সকল স্থানে কোম্পানীর যে ক্ষতি হয়, তাহা ক্রেতার নিকট আদায় করিয়া পরে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। উপরোক্ত জিনিসগুলি একটু ভিন্ন প্রকারের বলিয়া উহা ফেরৎ লইয়া নগদ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু সব জিনিসই ত আর উহাদের মত নহে, যে ব্যবহার করিলেই খারাপ হইতে থাকিবে। কল কব্জার জিনিস ব্যতীত অন্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে অপছন্দ হইলে মাল ফেরৎ লইয়া যথাসম্ভব নগদ টাকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

হ্যাট প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বিভার হ্যাট অর্থাৎ পশুর লোমের হ্যাট

উৎকৃষ্ট Beaver hat (বিভার হ্যাট) গুলি ভেড়ার লোম এবং খরগোষের লোম দ্বারা প্রস্তুত হয়; উপরোক্ত হ্যাট প্রস্তুত করিতে, হ্যাটে লোম ধরাইবার জন্য Beaver fur বা লোম ব্যবহৃত হয়।

বর্ত্তমান প্রণালী

Felt hat "ফেল্‌ট হ্যাটগুলি" শীতের সময় প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয় এবং উহা ভালভাবে প্রস্তুত করিবার জন্য মেসিন অর্থাৎ কলের প্রয়োজন হয়। উহার বর্ত্তমান প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"উল" পরিস্কার ও ধৌত করিবার প্রণালী

Wools and Silk অর্থাৎ রেশম ও পশমের সংমিশ্রণে হ্যাট প্রস্তুত হয়; সেই জন্য রেশম ও পশম একত্রিত করিয়া ধুনারী দ্বারা ধুনিয়া আঁশ বাহির করিতে হয়।

বৃহদাকারে ব্যবসায় করিতে হইলে পরিশ্রম লাঘবের জন্য wool (উল) পরিস্কার করিতে Machineএর প্রয়োজন। এই কার্য্যে opener নামক যন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। এই যন্ত্রটীই রেশম এবং পশমের সমস্ত আঁশগুলি বাহির করিয়া দেয় এবং সমস্ত ধূলা বালি ও ময়লা বাহির করিয়া ফেলে। কিন্তু এই যন্ত্রে এক সময়ে অধিক পরিমাণে রেশম অথবা পশম দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে কলের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

অতঃপর এই ময়লা রেশম ও পশম Caustic soda এবং সাবানের জলে ধৌত করিতে হয়; এই জন্য Caustic soda (কস্‌টিক সোডা) ও সাবান, দুইটী পৃথক বড় পাত্রে গুলিতে হইবে; এবং প্রত্যেক পাত্রে এক gallon গরম জলে ১½ পাউণ্ড Caustic soda এবং ১½ পাউণ্ড সাবান দিয়া গুলিয়া উহা এক কড়াইতেই রাখিতে হইবে। তাহার পর washing machine এর মধ্যে অর্থাৎ কাপড় কাচা কলে ফেলিয়া ইহা কাচিয়া পরিস্কার করিয়া লইতে হয়।

তারপর সেই ধৌত wool (উল) পুনরায় গরম জলের পাত্রের মধ্যে দিতে হয় এবং সেই গরম জলে অল্প পরিমাণে সাবান মিশ্রিত করিয়া পুনরায় কাচিয়া লইতে হয়।

(কার্ডিং উল) অর্থাৎ রেশম পশম ধূনা বা পরিস্কার করা

উপরোক্ত প্রণালীতে ধৌত করিয়া তৎপরে উহা শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। তাহার পর

পুনরায় একবার opener (ওপেনার) দ্বারা সেই woolগুলি খুলিয়া নিলে শেষে wool গুলি ধুনিবার উপযুক্ত হয়। এই কার্য্য করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ wool ধুনিবার জন্য Carding machine (কার্ডিং মেসিন) ব্যবহৃত হয়। Carding machineএ পশমগুলি এরূপ ভাবে ধুনিত হয় যে উহা প্রায় ১ ফুট চওড়া জালের মত হয়। কলের মধ্যে wool খুব সাবধানে দিতে হয়—যাহাতে খারাপ cardingএর দরুণ কোথাও গেরো অথবা গাট লাগিয়া উহা নষ্ট হইয়া না যায়।

Hatএর body বা জমি

Carding engine (কার্ডিং এঞ্জিন) হইতে এইরূপে পশম প্রস্তুত হইয়া আসিলে, পরিচালকগণ উহা বাহির করিয়া আনে এবং হাত দিয়া হ্যাটের আকার করিয়া mould বা ছাঁচের উপর পরতে পরতে সাজাইতে থাকে। মোটামুটী এইরূপে হ্যাট প্রস্তুত কার্য্য সমাধা হয়। এই mould বা হ্যাটের ফর্ম্মাগুলি কাষ্ঠ নির্ম্মিত না হয় Tin "টিন" নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

প্রথমে টুপীর ফর্ম্মার চারিপাশে (Sides) এইরূপে পশম জমাইতে হয়। তারপর হ্যাটের brim বা কিনারা প্রস্তুত করিবার জন্য wool জমাইতে হয়। হ্যাটের brim বা কিনারা শক্ত হইলে পশমের layer বা স্তর গুলি একটীর উপর আর একটী রাখিয়া আস্তে আস্তে চাপ দিয়া বা ঠোকর মারিয়া খুব পুরু করিয়া বসাইতে হয়।

হ্যাট শক্ত করিবার নিয়ম

হ্যাট প্রস্তুত করিয়া উহা শক্ত করিবার নিমিত্ত শক্ত করিবার machine বা কলে আনা হয়। তারপর গরম জলের ভাবরায় সিক্ত করিয়া চাপ দিতে হয়। ইহা করিবার অগ্রে হ্যাটের যে যে অংশে পশম পাতলা হইয়া গিয়া থাকে তাহা আলো দিয়া দেখিয়া লইয়া সেই অংশ গুলিতে পুনরায় আবার পশম জমাইতে হয়।

খুব যত্ন সহকারে পাতলা অংশগুলিতে wool লাগাইয়া দিয়া এক টুকরা পরিস্কার কাপড় (linen cloth) ঠিক একই আকারের কাটিয়া নিয়া জলে সিক্ত করিয়া তারপর উহা নিঙড়াইয়া ঐ সকল পাতলা জায়গায় যেখানে পুনরায় পশম জমানো হইল তথায় এমন ভাবে লাগাইতে হয় যেন উহা হ্যাট হইতে পড়িয়া না যায়।

তারপর গরম জলের তাপ ও চাপ দিলে wool গুলি দৃঢ় ভাবে আঁটিয়া যায়। পরে হ্যাট শক্ত হইয়া গেলে হ্যাট চিৎ করিয়া linen কাপড়ের টুক্‌রা ফেলিয়া দেওয়া হয়। হ্যাটটাকে পুনরায় একবার ভাল ভাবে পরীক্ষা করিতে হয় কারণ যদি আর কোন defect বাহির হয়।

এই সময় হ্যাটের সমস্ত পার্শ্বটা (sides all round) ঘন লোমাবৃত আকার ছাড়িয়া পাতলা কাপড়ের আকার ধারণ করে। হ্যাটের crown (ক্রাউন) অর্থাৎ উপরিভাগ আগেই শক্ত হয়; শেষে সমস্ত হ্যাটটি সম্পূর্ণভাবে শক্ত হয়। তারপর উহা ছাইতে হয়।

হ্যাট ছাওয়া

হ্যাট শক্ত করিয়া তারপর এইরূপে উহা হ্যাট planking shopএ (ছাইবার স্থানে) লইয়া যাইতে হয়।

এই planking shopএ কল থাকে; এই কলে হ্যাটগুলিকে উহার Original shape বা আকৃতিতে পরিণত করে। এই কলের একটী আধারে গরম

জল ও Sulphuric acidএর mixture থাকে। হ্যাটগুলি উহার মধ্যে ডুবাইয়া India Rubber Cloth বা রবারের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া roll (রোল) করিতে হয়। কিয়ৎকাল এইরূপ করিয়া তারপর কাপড়টী ফেলিয়া দিতে হয় এবং হ্যাট চিৎ করিয়া উহার চারি পার্শ্বে চাপ দিতে হয়। তারপর তাড়াতাড়ি আবার কলের মধ্যে দিতে হয়।

যে সমস্ত woolen হ্যাট pressure বা চাপ দিবার সময় সংযুক্ত হয় না, সেই হ্যাটগুলি ৪।৫ গ্রোস করিয়া এই sulphuric acid এবং গরম জলের Bath এ ডুবাইয়া রাখিতে হয় এবং হ্যাটগুলি যতদিন প্রকৃত আকারের না হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই Bathএর মধ্যেই ডুবাইয়া রাখিতে হয়।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয়ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এইসকল বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; **নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।**

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৮। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের কাগজের নামোল্লেখ করতঃ ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। নচেৎ কোনও জবাব পাইবেন না।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

[২রা এপ্রিলের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

হাড়

(U-1) কালিম্পংএর (বাঙ্গলা) একটি প্রতিষ্ঠান হাড়ের খরিদ্দারের ঠিকানা চাহেন।

ক্রোটন বা জয়পাল তৈল

(U-2) বোম্বাইএর অন্তর্গত আমেদাবাদের একটি ফার্ম ক্রোটন তৈল সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

ক্রোটন বীজ (CROTON SEED)

(U-3) আমেদাবাদের একটি ফার্ম ক্রোটন (Croton) বীজ বিক্রেতার ঠিকানা চাহেন।

DOLOMITE (বা পাথরে চুণ)

(U-4) স্থানীয় একটি ফার্ম ভারতবর্ষে dolomite বা পাথর চুণের খরিদ্দার চাহেন।

KAHOK

(U-5) আমেদাবাদের একটি ফার্ম ভারতে Kahok এর সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

[৯ই এপ্রিলের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

প্রজাপতি

(U-6) স্থানীয় একটি ফার্ম ভারতে প্রজাপতির খরিদ্দার চাহেন।

দেবদারু, কয়েল, চির প্রভৃতি কাঠ

(U-7) লাহোরের (পাঞ্জাব) একটি প্রতিষ্ঠান রেলের বড গজ শিপারের জন্য দেবদারু, কয়েল, চির এবং ফার স্প্রুস কাঠের Sleeper এর খরিদ্দারের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন।

GYMNEMA SYLVESTRE, BR

(U-8) স্থানীয় একজন পত্র লেখক Gymnema Sylvestra, Br. সরবরাহকারীর সন্ধান চাহেন। ইহার দেশী নাম মেষ শৃঙ্গী, তিক্ত দুগ্ধ, সর্পদংষ্ট্রা, খুলেটি, গুরমার, আদিগাম, কোগিলম্, পোদপত্রী ইত্যাদি।

রেশমের সূতা

(U-9) দক্ষিণভারতের অন্তর্গত বাঙ্গালোরের একটি ফার্ম রেশমের সূতার খরিদ্দার চাহেন।

[১৬ই এপ্রিলের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

CELERY SEED.

(U-10) দক্ষিণ ভারতের অন্তঃপাতী তুতিকোরিণের একটি ফার্ম Celery seed এর সরবরাহকারী চাহেন। ইহার দেশী নাম—আজমুদ, চাণ্ড, খাজওয়ান-কাপুতা, করফস্, সালেরী।

MOWHA OIL

(U-11) বোম্বাইএর একটি ফার্ম ভারতে মহুয়া তৈলের সরবরাহকারী চাহেন।

শিলাজতু

(U-12) কার্শিয়াংএর একটি ফার্ম বিশুদ্ধ শিলাজতু বা শিলাজী ক্রেতার সন্ধান চাহেন।

[২০শে এপ্রিলের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

AVANTURINE, AQUAMARINE, ETC.

(U-13) মাদ্রাজের জনৈক পত্রলেখক Avanturine, Aquamarine, Beryl, Ruby আইডি ও লাইট আস্ত পাথরের খরিদ্দার চাহেন।

মেহেন্দী পাতা HENNA ও গুড়া

(U-14) জালালপুরের (পাঞ্জাব) একটি ফার্ম মেন্দীপাতা ও গুঁড়ার (মেহেন্দী) খরিদ্দার চাহেন।

তিসির খৈল

(U-15) তিসির খৈল প্রস্তুতকারক বম্বের একটি প্রতিষ্ঠান তাহাদের মালের ক্রেতা চাহেন।

সোপ ষ্টোন

(U-16) কাটনীর (মধ্য প্রদেশ) একটি ফার্ম ভারতে সোপ ষ্টোনের খরিদ্দার চাহেন।

[৩০শে এপ্রিলের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

CHARCOAL বা অঙ্গার

(U-17) রজতগড় (উড়িষ্যা) জনৈক পত্রলেখক চারকোল বা অঙ্গার ক্রেতাদের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন।

CLOVER বা ত্রিপর্ণ

(U-18) মান্দ্রাজের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ত্রিপর্ণ সরবরাহকারার ঠিকানা চাহেন। ইহার ইংরেজী নাম ত্রিফোলিয়ম (trifolium) এবং দেশী নাম টিটবট্টো।

হরিণের শিং

(U-19) Dhencanal (উড়িষ্যা) জনৈক পত্রলেখক হরিণের শিং ক্রেতার সন্ধান চাহেন।

নাক্স ভোমিকা

(U-20) Dhenkenal এর (উড়িষ্যা) জনৈক পত্রলেখক নাক্স ভোমিকার ক্রেতা চাহেন।

তেঁতুল

(U-21) Dhenkenal এর (উড়িষ্যা) জনৈক পত্র লেখক তেঁতুল খরিদ্দারের ঠিকানা চাহেন।

প্রকৃতির পথানুসরণ

প্রাকৃতিক উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জীবন ধারণের জন্য প্যারিস নগরে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বিধাতার দান এই সূর্য্যালোক, এই সুশীতল সমীরণ, এই নির্ম্মল জলই যে মানবের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান, এই সমিতি তাহাই প্রচার করিতেছেন।

আমাদের এই ভারতবর্ষের নিকট এই তত্ত্ব নূতন নহে; কিন্তু এখন পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতবাসীর জীবন যাত্রা প্রণালীও কৃত্রিম এবং নানারূপ বিলাসিতায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ সেই সরল জীবন-যাত্রা প্রণালী আর নাই; সুতরাং বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী যাহার অনুকরণে আপনাদের জীবনকে কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই পাশ্চাত্য জাতি যখন আবার জীবন যাত্রা প্রণালী সরল করিবার জন্য প্রাকৃতিক উপায়ের শরণ লইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন ভারতবাসীও সেই দিকে মনঃসংযোগ করিবেন আশা করি।

এই সমিতির উদ্দেশ্য এবং নিয়মাবলী নিম্নে লিখিত হইল;—

উদ্দেশ্য।

(১) বর্ত্তমান কালে মানব সমাজ অস্বাস্থ্য জনিত যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাস্থ্যের নানাবিধ প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বন করিলে তাহা দূর হইতে পারে। মানব স্বাভাবিক উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারে।

(২) আমরা বিশ্বাস করি যে, ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন সমষ্টির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমষ্টির জীবন সমাজকে সুন্দর করিয়া তোলে। প্রত্যেক লোকে যদি তাহার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে সুন্দর করে তবে সমাজ এবং দেশও সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

(৩) আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক লোকের নিজের মঙ্গলের জন্য তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ব্যতীত জাতির ভবিষ্যৎ উৎকর্ষের জন্য তাহার নিজের জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা উচিত।

(৪) আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষ যে পরিমাণে তাহার জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিবে সেই পরিমাণে সে সুখী হইবে।

(৫) আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুখী করিতে হইলে প্রকৃতির নিয়ম সকল অধ্যয়ন করা এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই একমাত্র উপায়।

(৬) আমরা বিশ্বাস করি যে, যে মানুষের মনে পরের মঙ্গল সাধন করিবার ইচ্ছা এবং চিন্তা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে তাহার চরিত্রের উপরও সেই চিন্তা এবং ইচ্ছা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। মানবাত্মার এই মহতী ভাব অপরের মঙ্গল সাধনের জন্য কার্য্যে লাগান উচিত।

(৭) আমরা মানব সমাজের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কদর্য্যতার উপর সৌন্দর্য্য জয় লাভ করিবে, অসত্য এবং

পাপের উপর সত্য ও পুণ্য জয় লাভ করিবে এবং ঘৃণা ও স্বার্থপরতার উপর মঙ্গলেচ্ছা জয় লাভ করিবে।

(৮) আমরা বিশ্বাস করি যে, উদার প্রেম, বিমল ভ্রাতৃভাব এবং পরস্পরের সহিত সহযোগীতা জাতির উন্নতির প্রধান সহায়। পৃথিবী জুড়িয়া এই যে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্বেত-কৃষ্ণের মধ্যে এই যে ঘৃণা, মানব সমাজের মধ্যে এই যে প্রতিহিংসা ও অত্যাচার করিবার স্পৃহা—মানবাত্মার এই সব দুর্গতি, একমাত্র সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলই দূর করিতে পারিবে।

(৯) আমরা বিশ্বাস করি যে, যে কেহ বিধাতার সৃষ্ট এই জগত এবং তাঁহার জীবের মঙ্গল সাধন করিবেন তাঁহারই প্রতি পৃথিবীর সকলের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা মানব সমাজের ভবিষ্যৎকে বর্তমান অপেক্ষা একটি উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিবেনই। এই সকল মানব হিতৈষীর মঙ্গল সাধনের পন্থা বিভিন্ন দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে তাঁহারা পরস্পর বিরোধী। মানবের স্বভাব যেমন বিভিন্ন, তেমনি তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীও বিভিন্ন; কিন্তু এই বিভিন্নতার ভিতরে একটি শাশ্বত মিলনের সূত্র রহিয়াছে।

নিয়মাবলী।

(১) আমাদের সমিতির সভ্য হইতে হইলে কেহ মদ্য পান করিবেন না।

(২) সভ্যগণ কোনো প্রকার তামাক কিংবা নেশা-উৎপাদক দ্রব্য সেবন করিবেন না।

(৩) সভ্যগণ মাংস এবং সাধারণতঃ উত্তেজক ও দেহের ক্ষতিজনক খাদ্য আহার করিবেন না।

(৪) প্রতিদিন নিয়মিত রূপে উত্তম করিয়া স্নান করিবে। নিতান্ত অসুবিধা হইলে অন্ততঃ হাত, পা, দেহ ধুইয়া ফেলিবে।

(৫) নির্ম্মল বাতাস এবং সূর্য্য কিরণের মধ্যে যতদূর সম্ভব বাস করিবে।

(৬) প্রতিদিন ব্যায়াম করিবে। স্বাস্থ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যায়াম করিবে।

(৭) বিধাতা এই পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার। শক্তি, এই সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি, এই সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিবার শক্তি আহরণ করিবে। প্রতিদিন মহৎ চিন্তা ও সৌন্দর্য্য চর্চায় যাপন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিবে।

(৮) প্রতিদিন কোনো কঠিন বিষয় অধ্যয়ন করিয়া আপনার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিবে।

(৯) মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণের উৎকর্ষ সাধন করিবে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণে উন্নত তপস্যানিরত মনস্বিগণের অনুমোদিত পন্থা অনুসরণ করিয়া, মনের বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন করিবে। প্রতিদিন প্রেম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, উদারতা, গাম্ভীর্য্য, শান্ত ভাব, নিষ্ঠা প্রভৃতি মানসিক গুণের অনুশীলন করিবে প্রতিদিনের জীবন যাত্রার মধ্যে যাহাতে এই সব গুণ কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া সাধনায় রত হইতে হইবে। এই পৃথিবীতে চলিতে চলিতে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের পথে পদে পদে বাধা উপস্থিত হয়। সেই সব বিপদের সময় আত্মদমন করিয়া এই গুণগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা না করিলে মানুষ কখনো আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি করিতে পারে না।

(১০) জগতের উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়া তোমার উন্নত জীবন ধারণের ইচ্ছার পরিচয় দাও এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট-জীব সকলকে—বিশ্ব মানবকে ভালবাসিয়া এবং তাহাদের উপকারের জন্য কাজ করিয়া তোমার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান কর।

যাঁহারা এই সমিতির সভ্য হইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী আপনাদের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন দেখিব, তাহারাই ইহার প্রকৃত কর্ম্মী হইবেন।*

শ্রীকুমুদিনী বসু।

* মূল ফরাসী হইতে।

ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাকচী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। ইহাতে প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle Parts আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন—যাহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up to date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এই কাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা; কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতি আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সংকল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকামধ্যে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

—:•:—

সবিনয় নিবেদন—

অগ্য আমি ৩টা বাজারের লিষ্ট ডাইরেক্টরীর জন্য পাঠাইলাম, প্রাপ্তি সংবাদ দানে বাধিত করিবেন। আমি ইতিপূর্ব্বেও অনেকগুলি বাজারের লিষ্ট আপনাদের ডাইরেক্টরীর জন্য পাঠাইয়াছিলাম, সেগুলি আপনারা পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন।

নিবেদক :—

শ্রীহরেন্দ্রনাথ পাল

সেয়ার ব্রোকার ও অর্ডার সাপ্লাইয়ার

পোঃ—হাট বোয়ালিয়া

মোড়ভাঙ্গা, নদীয়া।

যদুবয়রা বাজার।

কুমারখালি (ই, বি, আর) ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত কিংবা কুষ্টিয়া হইতে নৌকাযোগে যাওয়া যায়।

বেনেতি মসলা, চাউল ধান্য ইত্যাদি—

১। শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন বাগচি
২। „ ক্ষিতিশ চন্দ্র মৈত্র
৩। „ সতীশ চন্দ্র পাল

মিষ্টান্ন।

১। শ্রীযুক্ত ভবতারণ পাল।

স্বর্ণকার ও কর্ম্মকার।

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ নাথ (স্বর্ণকার)
২। „ হৃদয়নাথ কর্ম্মকার (কর্ম্মকার)

দর্জ্জি।

১। মহম্মদ হবিবর খলিফা

ডাক্তার।

১। ডাঃ গোকুলচন্দ্র চৌধুরী
২। „ তারাপদ মজুমদার

ইনায়েতপুর বাজার।

কুমারখালি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

বেনেতি মসলা, চাউল ধান্য ইত্যাদি—

১। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নাথ
২। „ ললিতচন্দ্র নাথ

মিষ্টান্ন।

১। শ্রীঘটকৃষ্ণ পাল

ডাক্তার।

১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার পরামাণিক

কর্ম্মকার।

১। খগেন্দ্রনাথ নাথ

স্বর্ণকার।

১। ললিতমোহন পরামাণিক

বহলবাড়িয়া বাজার।

কুমারখালি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

বেনেতি মসলা, তৈল লবণ ইত্যাদি—

১। মহম্মদ যোরশেদ আলি খাঁ
২। „ ইয়াকুব কারিকর
৩। „ বাবুরালি বিশ্বাস

পাট

শ্রীরামানুজ কর

পাটের মূল্য হ্রাস হওয়ায় বাংলাদেশে কেবল যে পাট চাষীদেরই দুরবস্থা হইয়াছে তাহা নহে; জমীদার, মহাজন, ব্যবসাদার প্রভৃতিরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ীদেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে। পাটের বাজার মন্দা হওয়াতে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে অচল হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এক বাংলা দেশেই পাট জন্মে। প্রত্যেক দেশে বহির্বাণিজ্য যত প্রসার লাভ করিবে পাটের চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। সারা জগতে এখন বাণিজ্যে ভাটা পড়িয়াছে; কাজেই পাটের চাহিদাও হ্রাস হইয়াছে।

বাংলা দেশে গত বৎসরে ৩০২০২৬৫ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। এ বৎসরে ৩০৬২০০০ একরে হইয়াছে। গত বৎসর ৯২৬৪২০০ এ বৎসর ৯৯৬৬০০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামে এবং নেপালে মোট আবাদী জমীর পরিমাণ গত বৎসরে ৩৬১৪৯৬৫ এ বৎসরে ৩৪৮৫৬০০ একর। উৎপন্ন পাটের পরিমাণ গত বৎসর ১ কোটী ৪ লক্ষ, বর্ত্তমান বৎসরে ১ কোটী ১২ লক্ষ গাঁইট। এক গাঁইট বেল ৪০০ পাউণ্ড প্রায় ৫ মণ। বর্ত্তমান বৎসরে যদি প্রতি গাঁইটের দাম ২০৲ টাকা ধরা হয় তবে কৃষকেরা ২২॥০ কোটী টাকা পাইবে।

ঢাকা বিভাগেই পাট চাষের পরিমাণ বেশী। এ বৎসর বাংলা দেশে যত জমীতে পাট চাষ হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক জমী অর্থাৎ ১৫ লক্ষ একর ঢাকা বিভাগে অবস্থিত। ইহার মধ্যে আবার ঢাকা, মৈমনসিংহ ও ফরিদপুরেই জমীর পরিমাণ বেশী। বাখরগঞ্জ জেলায় মাত্র ৫২ হাজার একর জমীতে পাট চাষ হয়। চট্টগ্রাম বিভাগে আবাদী জমীর পরিমাণ এবং ঢাকা জেলায় আবাদী জমীর পরিমাণ প্রায় সমান। চট্টগ্রাম বিভাগে কেবলমাত্র ত্রিপুরা জেলায় পাটের চাষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সী ও চট্টগ্রাম বিভাগে যত জমীতে পাট চাষ হয়, মৈমনসিংহ জেলায় আবাদী জমীর পরিমাণ তদপেক্ষা বেশী। বর্দ্ধমান বিভাগে মোট ৪৭ হাজার একর জমীতে পাট চাষ হয়। বাংলা দেশে পশ্চিমে বাঁকুড়া এবং পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এই দুই জেলায় পাট চাষ হয় না।

বাংলা দেশে দেড় কোটী একর জমীতে হৈমন্তিক এবং ৬০ লক্ষ একর জমীতে আশুধান্যের চাষ হয়। ১২৫ হাজার একর জমীতে গম, ৯০ লক্ষ একরে সরিষা, গুঞ্জা, পেয়ালা প্রভৃতি, তিন লক্ষ একরে তামাক দুই লক্ষ একরে ইক্ষু এবং ৭৬ হাজার একরে তুলার চাষ হয়।

ভারতবর্ষে আবাদী জমীর পরিমাণ ধান্য ৮ কোটী একর, গম ৩০ কোটী, তুলা ২॥০ কোটী; চীনাবাদাম ৬০ লক্ষ, তিসি ৩১ লক্ষ, পিয়াজ, সরিষা, গুঞ্জা ৩১ লক্ষ, ইক্ষু ২৫ লক্ষ, রেড়ী ১৪

লক্ষ, তামাক ১০ লক্ষ, চা ৮ লক্ষ, রবার ২॥০ লক্ষ কাফি ১॥০ লক্ষ, নীল ৭০ হাজার একর জমীতে চাষ হয়।

পাটের বাজার সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয়দের আয়ত্বে আছে। ইহার উপর বাঙ্গালীর কোন হাত নাই। পাটের কলগুলিও বিদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত। বাঙ্গালীর পরিচালিত ১টীও কল নাই। পাটের মূল্য যে হারে হ্রাস হইয়াছে, পাটের বস্তা ও চটের মূল্য সে হারে কম হয় নাই। এ সময়ে পাটকল ওয়ালারা বেশ মোটা লাভ করিয়া লইতেছে অথবা যদি গত সনের খরিদা মাল মজুত থাকে তবে তাহা পড়তা মত বিক্রয় করিতেছে; লোকসান হয় নাই। পাট চাষীরা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে। কলওয়ালাদের একতা আছে, ধৈর্য্য আছে অর্থবল আছে; পাট চাষীদের তাহা নাই। চাষের পাট কিছুদিন ধ'রে রাখিবার ক্ষমতাও চাষীদের নাই। কলিকাতা সহরে পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য দশটী শক্তিশালী সমিতি আছে। এই সমিতি গুলির সদস্য সংখ্যাও কম নহে। পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান তত সহজ নহে। পাটের চাষ করিয়া যাহারা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের নিকট সংবাদ পত্রের বিবরণ পৌঁছায় নাই। অনেকে বাজার দরে গবর্ণমেণ্টকে পাট কিনিয়া মজুত রাখিতে বলিতেছেন কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। যদি ধরা যায় অৰ্দ্ধেক পাট অবিক্রীত আছে, তাহা হইলে ইহা খরিদ করিতে অন্ততঃ ৮।১০ কোটী টাকার প্রয়োজন। বাংলা সরকারের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ করিয়া পাট ধরিয়া রাখিতে পারেন, বাংলা সরকারও কর্জ্জ করিয়া পাট ধরিয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখন শতকরা বার্ষিক ৬৷৷ টাকা হারে সুদ দিয়া পাট ধরিয়া রাখিলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তবে যদি গবর্ণমেণ্ট উচ্চ সুদে কর্জ্জ লইয়া ও বাংলার অবিক্রীত পাট খরিদ করিয়া ধরিয়া রাখেন এবং আগামী বর্ষে অর্ডিনান্স জারী করিয়া পাট চাষ বন্ধ করিয়া দেন তবে সরকারের প্রভূত লাভ হইবে। কিন্তু ৫০ লক্ষ গাইট পাট গুদামজাত করিয়া রাখিবার স্থানাভাব।

যে সকল জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জমীতে পাট চাষ হইয়াছে সেই সকল জেলাতেই চাষীদের কষ্ট বেশী হইয়াছে। এক বিঘা জমীতে সাধারণতঃ ১ গাইট অর্থাৎ ৫/০ পাট উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান বাজার দরে দাম ১৫ কি ২০ টাকা। কয়েক বৎসর উচ্চ মূল্যে পাট বিক্রী হওয়ায় কৃষকেরা খুব উচ্চ মূল্য দিয়া জমী খরিদ করিয়াছে এবং খুব বেশী হারে সেলামী দিয়া বেশী খাজনায় জমীদারের নিকট হইতে জমী বন্দোবস্ত লইয়াছে। অনেক আবাদী জমীর খাজনা প্রতি বিঘায় ৪৲ কি ৫৲ টাকা। সহরে পাটের দর ৩৲।৪ টাকা হইলে, রেল ষ্টেশন হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে পাটের দর ১॥০।২৲ হওয়াই সম্ভব কোন কোন স্থানে এই দরে পাট বিক্রয়ের বিবরণ সংবাদ পত্রে বাহির হইয়াছে। যে সকল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে রেল কি ষ্টীমার ষ্টেশনে মাল আনা কষ্টকর সেই সকল স্থানে সস্তা দরে পাট বিক্রী হওয়াই সম্ভব। যেখানে দুই টাকা মণদরে পাট বিক্রী হইয়াছে সেখানে এক গাইট পাটে ১০৲ টাকা দাম হইবে এবং ৫৲ টাকা খাজনা দিলে চাষীর হাতে ৫৲ টাকা মাত্র থাকিবে।

প্রত্যেক জেলায় পাট চাষীরা যদি পাট চাষকে মুখ্য না ভাবিয়া গৌন ভাবে চাষ করে তবে তাহাদের কষ্টের লাঘব হইতে পারে। বিহার

উড়িষ্যা ও আসামে পাট চাষ হয়, কিন্তু ঐ সকল স্থানে চাষীদের পাট চাষই প্রধান অবলম্বন নহে ; এজন্য এ বৎসর পাটের দর কম হইলেও বাংলার চাষীদের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, ঐ সকল স্থানের চাষীদের সেরূপ হয় নাই। বর্দ্ধমান বিভাগে পাঁচটী জেলায় পাট চাষ হয় ; সেখানেও অবস্থা তত শোচনীয় নহে।

পাট চাষ হ্রাস হইলে চাষীরা তাহার বদলে কি চাষ করিবে তাহাও আলোচ্য বিষয়। ধান্যের মূল্যও হ্রাস হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় ধান চাষে লাভের সম্ভাবনা নাই। তবে যাহারা ধান চাষ ছাড়িয়া পাট চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং পাট বেচিয়া ধান চাল খরিদ করিত তাহাদের আবার ধান চাষ করা উচিত। বিদেশে চালের রপ্তানী হ্রাস হইয়াছে, জাপানে ধান চাষ হইয়া তাহা কোরিয়া ও ফরমোজায় রপ্তানী হইতেছে। ইটালিতেও ধান চাষ হইতেছে। এখন ইটালি হইতে ইউরোপের নানা দেশে চাল রপ্তানী হইতেছে। অতএব ধান চাষ বৃদ্ধি করিলে কোন ফল হইবে না এবং অবস্থা আরও খারাপ হইবে। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি শস্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়, সে গুলির চাষ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বাংলা দেশে তুলা রেড়ী, তিসি, গুঞ্জা, সরিষা, লঙ্কা, তামাক, গম প্রভৃতির চাষ যাহাতে প্রতি জেলায় হয় তাহার চেষ্টা করা বিধেয়। ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ করিতে পারিলে চাষীদের লাভ হইবে, বিলাতে ভার্জিনিয়া তামাকের চাহিদা আছে। পাট চাষ করিয়া কৃষকের ঘরে অন্নাভাব, কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় লঙ্কা পাতিয়ালা ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কোকনদ হইতে আমদানী হয়।

ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২৮-২৯ সালে বাংলা দেশে পাটের মূল্য প্রতি মণ ৯৲ টাকা প্রতি একরে চাষ খরচ ৯২৲ এবং প্রতি একরে উৎপন্ন পাট ১৬·২ মণ, দাম ১৪৫৸৹ টাকা ধরিয়া ৫৪।৹ টাকা লাভ দেখান হইয়াছে। এ বৎসরে ৪৲ টাকা মণ দরে মূল্য ৬১৸/ টাকা কৃষকের ক্ষতি প্রতি একরে ২৭৶৹, তিন টাকা মণ দরে পাটের দাম ৪৮৷৴১০ ক্ষতি প্রতি একরে ৪৩৷৶১০ টাকা।

উক্ত বিবরণীতে প্রতি একরে তামাক চাষে ৭৬৲ টাকা আয় দেখান হইয়াছে। বাংলায় লাভজনক চাষের পক্ষে তামাক প্রথম, পাট দ্বিতীয়, ইক্ষু তৃতীয়, ধান্য চতুর্থ গম পঞ্চম, সরিষা গুঞ্জা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইলেও পাট চাষে কৃষক যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অন্য চাষে সেরূপ হইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা লাভ কম হইবে মাত্র।

বাংলায় চাষীদের ঘরে এখনও যে পাট অবিক্রীত আছে, তাহা যদি পাট না হইয়া তুলা হইত তাহা হইলে আজ কি সুখেরই দিন হইত। বাংলার প্রতি ঘরে দিবারাত্র চরকা চলিত। রেল হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামেই সকল দ্রব্যের আবাদ হইত। প্রত্যেক গ্রামে সরিষা গুঞ্জা, পেয়ালা, ইক্ষু, বেগুন, মুলো, লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন, কলাই, তুলো, ভুট্টা, তামাক, শাকসব্জী প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবাদ হইত। এখন বহু গ্রামে এ সকল দ্রব্যের আবাদ হয় না। প্রত্যেক গ্রামে তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবাদ হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। পাঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মিলেও উচ্চ হারে রেল মাশুল দিয়া কলিকাতায় বিক্রয় হইতেছে না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানী হইয়া সুবিধা দরে বিক্রী হইতেছে। কিন্তু যদি বাংলা দেশেও

পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গমের চাষ হইত তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়ার গম বাংলার বাজারে স্থান পাইত না। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক জেলাতে যদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাষ হয় তাহা হইলে রেল ও ডাক বিভাগের প্রভূত ক্ষতি হইবে। রেল কোম্পানী যেমন ভাড়া না কমাইয়া আমাদের অন্তর্বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি করিতেছে দেশবাসীও যদি এবিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা ক'রে তাহা হইলে রেল ও ডাক বিভাগের ক্ষতি অনিবার্য্য। পাঞ্জাব হইতে বাংলায় গম আমদানী হয় আবার বাংলাদেশ হইতে পাঞ্জাবে চাউল রপ্তানী হয়। এই উভয় কারণ রেল কোম্পানী লাভবান হইতেছে। কিন্তু যদি পাঞ্জাব হইতে বাংলায় গম আমদানী না হয় এবং বাংলা হইতে পাঞ্জাবে গম রপ্তানী না হয় তবে রেলের ক্ষতি হইল। পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় রেল ও ডাক বিভাগের কত ক্ষতি হইল। যদি উক্ত মূল্যে পাট বিক্রী হইত তাহা হইলে কলিকাতা হইতে কোটী কোটী টাকার বিদেশী দ্রব্য জেলায় জেলায় বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত।

বাংলা দেশে বাহির হইতে প্রচুর ফল আমদানী হয় কিন্তু ইহারা বাংলার মাটীতেও জন্মে। কাশী মির্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে শীতকালে প্রত্যহ ঝুড়ি ঝুড়ি পেয়ারা ও কুল বাংলায় আমদানী হয়। মান্দ্রাজের আনাকাপালী হইতেও বাংলায় পেয়ারা আমদানী হয়। চেষ্টা করিলে বাংলা দেশেও এ সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় বিলাতের রপ্তানীকারকেরাও ধাক্কা পাইয়াছে। বাংলায় বিদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের হ্রাসের ইহাও অন্যতম কারণ। বিলাতের ব্যবসায়ীরাও উপলব্ধি করিয়াছে পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় তাহাদের দ্রব্যের চাহিদা কম হইয়াছে।

পাট হইতে চট থলি, সুতলী ও দড়ি বাদে অন্য কোন দ্রব্য তৈয়ার হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে কোন গবেষণা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পাটের শুল্ক হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বৎসরে ৪ কোটী টাকা আয় হয়। পাটের উন্নতির জন্য ভারত সরকার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না। পাট হইতে আর কি কি দ্রব্য তৈয়ার হইতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান উদ্ভাবন করার জন্য একটা গবেষণাগার স্থাপিত হওয়া উচিত দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীর পরিচালিত একটীও পাটের কল নাই। দেশীয় অবাঙ্গালীর পরিচালিত ৮টী কল আছে, ইহাদের পরিচালকগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাট হইতে নূতন নূতন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করেন তবে ভবিষ্যতে তাঁহারাও লাভবান হইবেন এবং দেশের চাষী ও মহাজনগণও লাভবান হইবেন। অবশ্য এবৎসরের উৎপন্ন পাট হইতে এত শীঘ্র নূতন নূতন দ্রব্য তৈয়ার হইতে পারে কিনা সন্দেহ। তবে শ্রাবণ ভাদ্র মাস হইতে চেষ্টা করিলে হয়ত কোন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। এদেশে তুলার সুতায় প্রস্তুত যে সকল দ্রব্য প্রচলিত আছে পাটের দ্বারা সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সেগুলিকে স্থানচ্যুত করিতে পারা যায়। তবে পাটের দ্রব্য যাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি সহিতে পারে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। আসন সতরঞ্চ ত্রিপল, গালিচা, পাল সামিয়ানা, তাঁবু শীতকালে গায়ের চাদর, দোকানের গদি, ন্যাট গরুর গাড়ীর ছাওনী মটর গাড়ীর ছাওনা, পরদা, প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারিলে বিক্রয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। পাট হইতে বর্ষাকালের ব্যবহারের জন্য ছাতার কাপড় ও জামা তৈয়ার হইতে পারে কিনা তাহাও চেষ্টা করা বিধেয়।

গবেষণা করিলে পাট হইতে বহু পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বিক্রি হইত; কিন্তু এতদিন সে বিষয়ে কেন আলোচনা হয় নাই। কোন ব্যবসাই চিরদিন সমান ভাবে চলে না। তেজী মন্দা উঠতি পড়তি লাভ লোকসান সকল কারবারেই আছে, কিন্তু পাটের বাজার মন্দা হইলে ভবিষ্যতে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে এদেশের লোক কি গবর্ণমেন্ট কোন আলোচনা বা অনুসন্ধান করে নাই।

পাটের দর কম হইয়াছে অথচ পাটের চট ও থলির দর সেরূপ হ্রাস না হওয়ায় বেশ বোধ হইতেছে যে মিলওয়ালাদের লোকসান না হইয়া লাভ হইতেছে। মিলওয়ালাদের সম্বন্ধে, তাহারা বরং কাজ কম করিবে তবু খুব কম দরে মাল ছাড়িবে না—এদেশের যাঁহারা টাকার গদিতে বসিয়া আছেন তাঁহারা ভাবেন জিনিসের মূল্য কম হইলেই বাঁধি করিয়া রাখিব এবং ভবিষ্যতে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিব। যাহারা বাঁধি করিয়া রাখেন তাঁহারা সকল জিনিসের বাজার দরের খবর রাখেন। এ বৎসর সকল পণ্য দ্রব্যেরই বাজার দর অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় তাঁহারা "বাঁশবনে ডোমকানা" হইয়াছেন। পাট বাঁধি করিয়া রাখিতে হইলে প্রশস্ত গুদাম ঘরের আবশ্যক। কলিকাতা সহরে যাহাদের বাটী আছে সেখানে পাট রাখিলে চলিবে না। পাটের গুদাম, আমদানী রপ্তানী, কেনা বেচা সব হাটখোলায়; কিন্তু এমন অনেক পণ্যদ্রব্য আছে—যাহা অল্প স্থানে থাকিবে এবং বাজার চড়িলে লাভ হইবে। রাং, তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের মূল্যও খুব হ্রাস হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাং ১৯০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে এখন উহার বাজার দর ৬৬৲ টাকা, তামা ৭০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে বাজার দর ৩৲ টাকা; ধান, চাল, সরিষা, গম প্রভৃতি সকল দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে। বাজারে এমন কোন পণ্যদ্রব্য নাই যাহার মূল্য হ্রাস হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে বাজার দর উঠিবে কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ হওয়ায় এখন কেহই মাল বাঁধী রাখিতে সাহস করেন না। গত সনে যাহারা মাল বাঁধী করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

পাটের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায় এই সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম—কৃষক, সে জানে পাট চাষ করিয়া অন্য চাষের চেয়ে বেশী লাভ হইবে এবং এই ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া সে ক্রমশঃ অন্যান্য দ্রব্যের চাষ কমাইয়া পাটের চাষ বাড়াইয়াছে। বাজারে কিরূপ চাহিদা, ভারতবর্ষের পাট মহাজনের গদিতে মজুত আছে কি বিক্রয় হইয়াছে, পাট মিলওয়ালারা খরিদ করিয়াছে কত, পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে কত, তাহার কোন সংবাদ সে রাখে না—এই পাটে কি কি দ্রব্য তৈয়ার হইতেছে কোন্ কোন্ দেশে কত পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে তাহাও সে জানে না।

দ্বিতীয়—মহাজন ও আড়ৎদার, তাঁহারা যে দরে কলিকাতায় বিক্রয়ের সংবাদ পাইবেন, তদপেক্ষা কম দরেই পাট খরিদ করিবেন। তবে তাঁহাদেরও লোকসান হয়। কারণ মোকাম হইতে কলিকাতায় মাল পাঠাইলে এবং তাহা হাটখোলার গুদামে উঠিতে উঠিতে হয়ত বাজার দর কম হইয়া গেল।

তৃতীয়—মিলওয়ালারা—তাঁহারা অধিকাংশই বিদেশী; তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্যই এদেশে

আসিয়াছেন—সদাব্রত বা দানপত্র করিতে আসেন নাই। যাহাতে মোটা লাভ হয় তাহার চিন্তাতেই তাঁহারা ব্যস্ত আছেন। চাষীরা না খাইয়া মরুক অথবা ঋণের দায়ে সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখুক অথবা বিক্রী করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

চতুর্থ—ভারত গভর্ণমেণ্ট—পাটের দর তেজী হউক আর মন্দাই হউক তাহাতে সরকারের কোন ক্ষতি নাই। যতবেশী পাট উৎপন্ন হয় ভারত সরকারের ততবেশী লাভ। যত বেশী পাট ও পাটজাত দ্রব্য বাহিরে রপ্তানী হইবে, ভারত সরকারের লাভ আরও ততবেশী জিনিস দরে সুবিধা হইলেই বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইবে। ভারত সরকার শুল্ক আদায় করেন—পাটের গাইট প্রতি এবং চট ও থলিয়া টন প্রতি। শুল্ক আদায় দামের উপর নহে কাজেই এ বৎসর ভারত সরকারের অন্যান্য বিষয়ে আয় হ্রাস হইলেও পাটের উপর আয়টা ঠিকই থাকিবে ভারত সরকারও পাট চাষাদের প্রতি উদাসীন। তুলার কাজে গবেষণা প্রভৃতির জন্য ভারত সরকার কিছু কিছু ব্যয় করেন কিন্তু পাটের কাজে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন ইঁহারা পাটের দালালী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। পাটের উপর ভারত সরকারের খাঁটী আয়, আর কোন উপায়ে ভারত সরকারের এরূপ আয় হয় না। পাটের কারবারের জন্য ভারত সরকারকে মাথা ঘামাইতে হয় না। তুলার জন্য Indian Central Cotton Committee আছে। ভারতের কাপড় ও সুতা বিক্রীর জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট পারস্য, মেসোপটেমিয়া, এডেন, সিরিয়া সুদান পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা কমিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজকীয় কৃষি কমিশন তুলা সমিতির ন্যায় পাট সমিতি স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন; ভারত গভর্ণমেন্ট ইহা অনুমোদন করিয়াছেন কিন্তু উহা এখনও কাজে পরিণত হয় নাই এই কমিটির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আবার গাইট প্রতি এক আনা কর বসিবে। ইহাতে ৭ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

চন্দন

চন্দন যে কি পদার্থ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু ইহা কোথায় জন্মে, অথবা চন্দন-বৃক্ষের আকার কিরূপ তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। আর উহা কি কি গুণবিশিষ্ট তাহাও অনেকে বিদিত নহেন।

আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাঠ করিতে পাই—দেবর্ষি নারদ মহালক্ষ্মীর পূজায় বলিতেছেন—

"মলয়াচল-সম্ভূতং বৃক্ষসারং মনোহরম্,
সুগন্ধযুক্তং সুখদং চন্দনং দেবি গৃহ্যতাম্॥"

উক্ত শ্লোক হইতে আমরা চারিটি তথ্য চন্দন সম্বন্ধে অবগত হইলাম। (১) ইহা বৃক্ষসার, (২) মলয়াচলসম্ভূত, (৩) সুগন্ধযুক্ত, এবং (৪) সুখদ ও মনোহর।

আবার বিষ্ণুশর্ম্মা বিরচিত হিতোপদেশে আছে—

"বিনা মলয় মন্যত্র চন্দনং ন প্ররোহতি"

অর্থাৎ মলয় পর্ব্বত ব্যতিরেকে চন্দন অন্যত্র জন্মে না সেইরূপ ধারণা এখনও অনেকের মনোমধ্যে আছে, কিন্তু তাহা কতদূর সত্য, তাহা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পাঠকমাত্রেই বিশেষরূপে বিদিত আছেন।

"কুঙ্কুম কস্তুরী পঙ্ক, চামর চন্দন শঙ্খ,
নাহি ছিল রাজার ভবনে
রাজার আদেশ পায়, ভরা দিয়া সাত নায়,
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে।"

অমনি চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল—

"সিংহলে যাবেন সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা।"

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সেই সময়ে সিংহলে চন্দনবৃক্ষ জন্মিত এবং সেই চন্দন ক্রয় করিবার জন্য রাজা বিক্রম কেশরীর আদেশ মত ধনপতি সওদাগরকে গমন করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে চন্দনবৃক্ষ সিংহল ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে মহীশূর রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে। অর্থাৎ এক্ষণে সিংহলদ্বীপে চন্দনবৃক্ষ নাই বলিলেই চলে। তাহার স্থানে সুন্দর সুন্দর বিলাতি ফল ও ফুল সুশোভিত উদ্যান হইয়াছে।

জন্মস্থান

এক্ষণে ভারতে—মহীশূর, গঞ্জাম, পশ্চিম ঘাট মলয়পর্ব্বত, কাশ্মীর, নলতিগিরি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মেলগিরি, কোইম্বাটুর, কোড়্গা, মেতাব, সিদ্ধপুর, বাবাবুদন প্রভৃতি স্থানে চন্দনবৃক্ষের আবাদ আছে। তন্মধ্যে মহীশূরের আবাদই সুবিখ্যাত। অধুনা অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ফিজি ও তিমির প্রভৃতি দ্বীপ হইতেও প্রতি বর্ষে লক্ষাধিক মুদ্রার চন্দন আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু যাভা, সুমাত্রা বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে চন্দনবৃক্ষ জন্মায় না বলিলেও চলে। এক্ষণে সিংহলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতি নিকৃষ্ট জাতীয় চন্দন। মহীশূরে এক্ষণে নয়টী শ্রেণীর সুবৃহৎ চন্দনবৃক্ষের আবাদ আছে। পিগট (Pigot) সাহেব বলেন—মহীশূরে উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশে ২৪০ মাইল লম্বা এবং ১৬ মাইল চওড়া সর্ব্বশুদ্ধ ৫৪৫০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত চন্দনের আবাদ আছে। বৎসর বৎসর ঐ আবাদ হইতে ১৫০০ হাজার হইতে ২০০০ হাজার টন চন্দন কাষ্ঠ বিক্রীত হয়। তাহার মূল্য ৬,৭ লক্ষ টাকার অধিক। ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠ ও কাষ্ঠের ধূলাগুড়া পর্য্যন্ত আদরের সহিত বিক্রীত হয়। প্রথম শ্রেণীর চন্দনের মূল্য এক টন ৫০০৲।৬০০৲ টাকার কম নহে।

চন্দনবৃক্ষের আকৃতি ও প্রকৃতি

চন্দনবৃক্ষ তেমন বড় হয় না। যখন চারাগাছ অবস্থায় থাকে, তখন ইহাকে লতানে গাছ বলিয়া বোধ হয়, ক্রমে যতই বড় হইতে থাকে, ইহার গুঁড়ি ততই মোটা ও শক্ত হইতে থাকে। ইহা বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট হয়, সুতরাং এক একটী বৃক্ষ অনেকটী স্থান অধিকার করিয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে। গাছগুলি যখন ক্ষুদ্র থাকে, তখন ইহাকে শশকাদি জন্তুগণ বড় নষ্ট করিয়া ফেলে, হরিণগণও ইহার পাতা খাইতে ভালবাসে। সেইজন্য ইহার চারিদিকে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। আবার ইহার স্বভাব এই, একাকী ভাল জন্মায় না, অন্যান্য নানাজাতীয় গাছের মধ্যে বেশ তেজাল হইয়া উঠে। অর্থাৎ অন্য গাছের আওতা পাইলে ইহা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া অন্যান্য গাছকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করে। অনেক স্থলে আবার ইহা অর্‌কিডাদি (Orchid) গাছের ন্যায় পরগাছা রূপে জন্মিয়া থাকে সরস সমতল ভূমিতে ইহা ভাল জন্মে না, পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহা অধিক সারবান হয়; সুতরাং ঐ সকল বৃক্ষের মূল্যও অধিক হয়।

ইহার বৃদ্ধি অতি মন্দ; ১০ বৎসরে ৮ ইঞ্চি মাত্র বর্দ্ধিত হয় এবং ৪০।৫০ বৎসরের কম ইহা সারবান হয় না। তজ্জন্য মহীশূর-রাজের আদেশ ৫০।৬০ বৎসরের না হইলে কোনও চন্দনবৃক্ষকে ছেদন করিতে পারিবে না। ইহা উচ্চে বড় বেশী হয় না, মাটি হইতে সাধারণতঃ ৫।৭ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। তবে অন্যান্য বৃক্ষের আশ্রয় পাইলে ৩০।৩২ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে, সেরূপ বৃক্ষ কিন্তু অতি বিরল।

ইহার ফুলগুলি সংখ্যায় অনেক হয় বটে, তবে আকৃতিতে অতি ক্ষুদ্র। ফুলের রং প্রথম ফিকে পীতবর্ণ থাকে, পরে ঘোর বেগুণে রং ধারণ করে।

ইহার ফল আকৃতিতে ছোট, গোল ও মসৃণ। সুপক্ক হইলে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহার পত্রগুলি লম্বাটে ধরণের অর্থাৎ যেরূপ লম্বা সেরূপ চওড়া হয় না। পাতার অগ্রভাগ তেমন সরু নহে। ইহার ত্বক্ বড় পাতলা। ইহার কাষ্ঠ অতিশয়

শীতল, তজ্জন্য সর্পগণ অনেক সময়ে ইহার গুঁড়ি জড়াইয়া থাকে। তাই লোকে বলে চন্দনবৃক্ষ সাপের আবাস। পূর্ব্বে চন্দনবৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া বিক্রীত একণে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিক্রয় করা হয়। কারণ চন্দনবৃক্ষের কাষ্ঠাপেক্ষা মূলে অধিক তৈল থাকে।

চন্দন তৈল

একমণ উত্তম চন্দনকাষ্ঠ হইতে তিন ছটাকের অধিক তৈল নিষ্কাশিত হয় না। ইহার তৈল অস্বচ্ছ এবং ফিকে হরিদ্রাবর্ণ। ইহার রস হইতে "চুয়া" প্রস্তুত হয়। তৈল ও চুয়া প্রায় এক, তবে নিষ্কাশন প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এই চুয়া উড়িয়্যাবাসিগণ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অনেকে (কি স্ত্রী কি পুরুষ) দোক্তার মসলারূপে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাইফোঁটা উপলক্ষে ভগ্নীগণ যখন ভ্রাতার কপালে টীপ দেয়, তখনও এই চুয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ত্বক্ পুষ্প ও পত্রাদি মর্দ্দন করিলেও অতি সুখদ সুগন্ধ বাহির হয়। এই বৃক্ষের ত্বকে সুদীর্ঘ ফাটল দেখা যায় এবং অনেক সময়ে কাঁচাবৃক্ষেও নানা প্রকার কীটের আবাস হয়। তবে বৃক্ষ বড় হইলে আর কীটের উৎপাত থাকে না। ইহার কাষ্ঠ বেশ কঠিন এবং সুগন্ধ বিশিষ্ট।

চন্দনের প্রকার ভেদ

বর্ণভেদে ও গুণের তারতম্যানুসারে চন্দনবৃক্ষ বৈদ্যকগণের মতে ছয় প্রকার। বৈদ্যক গ্রন্থে উপরোক্ত এক একবিধ চন্দনের গুণাবলীর কথা বলা যাইতেছে—

(১) শ্বেতচন্দন

দোষ ও দাহবিনাশক, এবং শীতবীর্য্য, রুক্ষ তিক্তরস, আহ্লাদজনক ও লঘু গুণবিশিষ্ট। মাত্রা ২ মাষকে—ইহার মাত্রা চারি আনা।

(২) রক্তচন্দন

ইহা নেত্ররোগ, রক্তদুষ্টি, পিত্তজ কাস, জ্বর, বমন, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, ব্রণ, ক্রিমি, বিষদোষ, বাত, পিত্ত ও রক্তপিত্ত রোগে প্রযোজ্য। মাত্রা ২ মাষকে—মাত্রা চারি আনা।

(৩) কুচন্দন বা পতঙ্গ

ইহার অপর নাম বকম কাঠ। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য এবং পিত্তশ্লেষ্মা ব্রণ ও রক্তদুষ্টি নাশক। ইহা হরিচন্দন তুল্য গুণকারক, বিশেষতঃ দাহনাশক। মাত্রা চারি আনা।

(৪) কালীয়ক বা পীতচন্দন

দ্রাবিড়ে ইহাকে কলম্বক বলে। ইহা একণে পাওয়া যায় না। পীতচন্দন (বা কালীয়ক) বিচর্চ্চিকা (চুলকান), কুষ্ঠ কণ্ডু, কফ, দদ্রু, বিষদোষ, রক্তদোষ, ক্রিমি, ব্যঙ্গ, পিত্তদোষ, পিপাসা, জ্বর ও দাহরোগে প্রযোজ্য। মাত্রা—চারি আনা।

(৫) বর্ব্বরচন্দন

ইহা শীতবীর্য্য, তিক্তরস ও কফবাতপিত্তঘ্ন। ইহাতে কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণরোগ বিশেষতঃ রক্তদুষ্টি-রোগ আরোগ্য হয়।—মাত্রা ৵০ আনা।

(৬) গোপীচন্দন

গোপীচন্দন ব্যবহারে দাহ, ক্ষত, রক্তবিকৃতি, পিত্ত, কফ ও প্রদর নষ্ট হয়। মাত্রা—৵০ আনা।

কাহারও কাহারও মতে আর এক প্রকার চন্দন আছে—

(৭) শবরচন্দন

ইহার অন্য নাম কৈরাতক। ইহা শীতবীর্য্য, তিক্তরস ও পিত্তক নাশক। ইহাতে বিস্ফোট, পামা, কণ্ডু, শ্রম, বায়ু গজকর্ণাদিকুষ্ঠ, লূতাবিষ, পিপাসা ও মোহ বিনষ্ট হয়। মাত্রা—চারি আনা।

চন্দন তৈল

এই বঙ্গদেশে চন্দন তৈল প্রস্তুত করা হয় না। আমরা যে চন্দন তৈল বাজারে ক্রয় করিয়া থাকি, সে সমুদয় অযোধ্যা, কণৌজ, লক্ষ্ণৌ, জোনপুর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্বেতচন্দন হইতেই তৈল প্রস্তুত হয়, অন্য কোন চন্দনে তৈল হয় না। রক্তচন্দন হইতে কেবল রং ও ঔষধ হইয়া থাকে।

বেরাইচ (Bahraich) প্রদেশে চন্দনবৃক্ষের বন আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে শ্বেতচন্দন অতি বিরল হায়দ্রাবাদেও চন্দনের চাষ হয় বটে, কিন্তু সে চন্দনের বাজারে বড় কাটতি নাই।

তৈল প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমতঃ চন্দন কাষ্ঠকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। তাহার পর নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কোন এক তামার পাত্রে দুইদিন যাবৎ ভিজাইয়া রাখিলে ভাল হয়।

তাহার পর বকযন্ত্রের সাহায্যে যে প্রণালীতে গোলাপ জল বা যোয়ানের আরক প্রস্তুত হয়, ঠিক সেই উপায়ে আগুনে চড়াইয়া কোন এক পাত্রে নীত হইলে ঐ জলের উপর তৈল ভাসিতে থাকে। তাহার পর ঐ তৈল আস্তে উঠাইয়া লইয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হয় এবং উত্তমরূপে ছাঁকিয়া পরিস্কৃত করিয়া লইতে হয়।

ঐ তৈল প্রায় এক বৎসরকাল কাচের পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহার যত কিছু ময়লা ক্রমে থিতাইয়া পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে। তৎপরে আস্তে আস্তে উপরের ভাগ অন্য পাত্রে পুরিয়া লইতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেশের জলে ঐ তৈল ভালরূপ হয় না, কণৌজাদি স্থানের জলেই উৎকৃষ্ট চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। কণৌজে একমণ কাষ্ঠে প্রায় তিন সের তৈল হয়।

তৈল প্রস্তুত করিতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়—

(১) জল যেন পরিষ্কার ব্যবহৃত হয়।

(২) জলের পরিমাণ যেন অধিক না হয়।

(৩) অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা কাল যেন চন্দন কাষ্ঠের চূর্ণগুলি ভিজান থাকে।

(৪) জ্বাল সমান ভাবে দিতে হইবে, বেশী কম হইলে চলিবে না।

(৫) বোতল পূর্ণ হইলেই সেখান হইতে সরাইয়া লইতে হইবে।

(৬) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রস্তুত না করিলে বিশুদ্ধ তৈল পাওয়া যায় না।

(৭) এমন কি বকযন্ত্রগুলি সর্ব্বদাই অতি পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

(৮) বিশেষতঃ বকযন্ত্রের সংযোগ স্থলগুলি যেন পরিস্কার থাকে এবং সছিদ্র না হয়।

কণৌজে বৎসরে হাজার মণ চন্দন তৈল প্রস্তুত হইয়া নানাস্থানেই নীত ও বিক্রীত হয়। তবে আজকাল সেখানেও অনেক ভেজাল দেয় বলিয়া ক্রমে কাটতি কমিয়া যাইতেছে। অন্যদিকে চন্দন কাষ্ঠের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় চন্দন তৈলের পড়তা

অধিক হয়, তাই ব্যবসায়িগণ ভেজাল মিশাল করিয়া আরও বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে।

আজকাল শ্বেত চন্দন কাষ্ঠের দাম ৭৫৲।৮০৲ টাকা মণ দরে এবং রক্তচন্দনের দাম ১০৲।১২৲ টাকা মণ আর চন্দন তৈলের দাম ৩৮৲।৪০৲ টাকা সের। চীনেরা চন্দন তৈল আনন্দ সহকারে ভক্ষণ করে।

চন্দনকাষ্ঠে প্রস্তুত দ্রব্যাদি

চন্দনকাষ্ঠ সারবান—তজ্জন্য বহু বৎসর এক ভাবেই থাকে। এইজন্য ভারতের নানাস্থানে চন্দনকাষ্ঠের বিবিধ খেলনা ও ঘরের আসবাব পত্র প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ কঠিন হয় বলিয়া যন্ত্রদ্বারা সুন্দর কারুকার্য্য করা চলে।

পূর্ব্বে ধনী লোকের গৃহে চন্দন কাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি শোভা পাইত। এমন কি বসিবার চেয়ার বা চৌকিও চন্দনকাষ্ঠের তৈয়ারী হইত। দেবগৃহগুলি চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্য্য দ্বারা বিমণ্ডিত থাকিত। এক্ষণে কিন্তু তাহা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

চন্দনকাষ্ঠে মৃতদেহ সংস্কার করা হিন্দুগণের বিশেষ আদরের জিনিষ। তজ্জন্য ধনীব্যক্তিরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চন্দনকাষ্ঠে মৃতদেহের অগ্নি-সংস্কার করিয়া থাকেন।

ইতিহাসে পাঠ করা যায় রোমের রাজা নীরোর (Nero) ভার্য্যাকে ঐরূপ চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল। ভারতীয় বণিক্‌গণ রোমে এই ভারত হইতে চন্দনকাষ্ঠ লইয়া গিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন।

—গন্ধবণিক।

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশীয় ঔষধ

অনেকেরই ধারণা যে কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ। কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে ডাক্তারদিগের মধ্যেই সন্দেহ আছে। কারণ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডাক্তার মেজর রস বলিয়াছেন যে, "ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বলিয়া অনেকে কুইনাইন ব্যবহার করে, কিন্তু তাহাতে উল্টা ফল হয়। কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়ার জ্বর অনেক দিন দমন থাকে বটে, কিন্তু একেবারে যায় না। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত উহা মানুষের শরীর যন্ত্রে অবস্থান করিতে থাকে।"

সে যাহা হউক, আজ আমরা এমন একটি দেশীয় ঔষধের কথা বলিব যাহা কুইনাইন অপেক্ষা কম ফলদায়ক নহে, বরং অনেকক্ষেত্রে বেশী কার্য্যকর। অপিচ ইহা সেবনে কুইনাইনের মত পাল্টাইয়া জ্বরে পড়িবার আশঙ্কা নাই। এই ঔষধটীর নাম হইতেছে—

নাটার বড়ি

একটা কথা আছে—"যস্য দেশস্য যো জন্তু-স্তজ্জং তস্যৌষধম্ হিতম্" অর্থাৎ যে দেশের প্রাণী সেই দেশজাত ঔষধই তাহার পক্ষে সম্যক্ উপযোগী। ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে ছিল কি না সে কথা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহিনা। ম্যালেরিয়ায় যেমন বঙ্গদেশ ছাইয়া গিয়াছে সেইরূপ বঙ্গের প্রতি পল্লীতে নাটাকরঞ্জার গাছ বিনা যত্নে বনে জন্মায় এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বহুকাল হইতে এদেশে জীর্ণ ও বিষম জ্বরে নাটার ডগা সেবনের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

প্রায় এগার কি বার বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রবীণ এসিসট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্ মহাশয় নাটার বড়ির কথা আমাদিগকে জানান। তিনি লেখেন —আমি স্বয়ং একজন কুইনাইনের গোঁড়া ভক্ত ছিলাম। অনেক রোগীর দেহেই আমি কুইনাইনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয়। নাটার জ্বরনাশিনী শক্তি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। প্রথমে আমি নাটার ডগা বাটিয়া বটী প্রস্তুত করিলাম, তাহার পর মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতাম। কিন্তু ইহা বড় অধিক মাত্রায় দিতে হইত, নইলে জ্বর আটকাইত না; রোগীকে অনেকবারও খাইতে হইত। শেষে বীজের চূর্ণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম নাটার গুণ ও বীর্য্য তাহার বীজেই অধিক পরিমাণে নিহিত আছে।

নাটার ফল ঠিক বস্ত্ররঞ্জক লটকান ফলের মত। এই ফলের মধ্যে ১টা বা ২টা কখনও বা ৩টা পর্য্যন্ত বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ বড় কঠিন। বীজগুলি দেখিতে ঠিক কড়ির মত। উপরের আবরণ মোচন করিলে ভিতরে শ্বেতবর্ণের শস্য বা শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস কিঞ্চিৎ তৈলাক্ত। শাঁসগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খট্‌খটে করিতে হইবে। পরে হামানদিস্তায় গুঁড়া করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই নাটার বীজ চূর্ণ ৩ ভাগ ও পিপুল চূর্ণ ১ ভাগ

একত্র জল দিয়া মাড়িয়া বটী প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাই একমাত্রা। এই মাত্রানুযায়ী যত ইচ্ছা বটী প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ঐ বটীগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শিশির মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেকদিন পর্য্যন্ত ইহার গুণ ঠিক থাকে। এই বটী জল দিয়া বা মধু দিয়া মাড়িয়া খাইলেই চলে।

আমি কয়েক বৎসর হইতে এই ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। অনেকদিন যাবৎ দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকরূপে কাজ করার দরুণ বহু ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগী দেখিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা ব্যবহার করিয়া অতি চমৎকার ফল পাইয়াছি। এই পরম কল্যাণকর মহৌষধটি যাহাতে সকলে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন সে জন্য বহুবার অনেকের নিকট ইহার গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। আমার কথামত কয়েকজন কবিরাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন; ইহাদের মধ্য হইতে একজন ইহা চক্রিকাকারে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই ঔষধ শিশু, বৃদ্ধ সকলকেই খাওয়ান চলে এমন কি মূর্চ্ছা ও গর্ভাবস্থাতেও নিষিদ্ধ নহে। ইহাতে কোন বিপদের ভয় নাই। ইহা সেবনে মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতি কোন উপসর্গ হয় না। ইহা প্লীহা যকৃতের বিকৃতি দূর করে, বিবৃদ্ধির হ্রাস করে এবং পালাজ্বর নষ্ট করে। এই ঔষধ খাইতে দিবার পূর্ব্বে রোগীকে একটু গরম দুগ্ধ খাইতে দিতে পারিলে ভাল হয়।

ডাক্তারদিগকে ইহা পরীক্ষা করিতে বলি এবং তাঁহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পরীক্ষিত গুণাগুণ প্রকাশ করেন।

—পঞ্চপুষ্প।

ফেলপড়া বীমা কোম্পানীর কথা

বিলাত (United Kingdom) বনাম ভারত

ভারতবর্ষে বীমা-ব্যবসার ইতিহাস বড় বেশী দিনের নয়। অল্প কয়েকটি কোম্পানী ছাড়া আর বাকী সব গুলিই স্বদেশী যুগের সময় হইতে স্বরু হইয়াছে, সুতরাং ঐ সকল কোম্পানীর বয়স খুব বেশী নয়। স্বদেশী যুগের পূর্ব্বে যে সকল কোম্পানী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে সকল গুলিরই সমুদয় মূলধন ভারতবাসীর নহে।

প্রথম প্রথম ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সহিত বিদেশী-বীমা কোম্পানীগুলি তেমন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতেন না। এই মহানুভবতার কারণ বোধ হয় এই যে বিদেশী বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ ঐ সকল ভারতীয় বীমা কোম্পানীর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে তেমন আস্থাবান ত ছিলেনই না, বরং তাঁহারা মনেই করেন নাই যে ঐ সকল কোম্পানীর কোন দিন পসার প্রতিপত্তি হইবে। এখন তাঁহারা হয় ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে ভারতবাসীর বিদেশী বীমার কুহক ক্রমেই অতীতের গর্ভে বিলীন হইতেছে এবং তাঁহাদের স্বদেশ প্রিয়তার ফলে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবাসীর দেশ-প্রাণতার স্রোত এখন আর অনায়াসে অবরোধ করা সম্ভব নয় বলিয়াই বোধ হয় বর্ত্তমানে বিদেশী-কোম্পানীর পরিচালকগণ কোমর বাঁধিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছেন, আর এই প্রতিযোগীতার জন্যই আজ ভারতীয় বীমা কোম্পানীর অনেক-গুলিকেই Anglo-Indian সংবাদপত্রাদিতে "Mushroom" আখ্যা দেওয়া হইতেছে

Blue Book অনুযায়ী দেখা যায় যে ইংরাজী ১৮৪৯ সন হইতে ১৮৯৯ সন পর্য্যন্ত অর্থাৎ অর্দ্ধ

শতাব্দীর মধ্যে ভারতে কুড়িটী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ পৃথক কোনও আইন পাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। কিন্তু ইংরাজী ১৯০০ সন হইতে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত নূতন নূতন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল দেখিয়া, ইং ১৯১২ সনে ভারতীয় বীমা বিষয়ক আইন পাশ করা হয়; সে আইনও বিলাতী ১৯০৯ সনের বীমা আইনের অনুকরণ বলিলে অন্যায় হইবে না। ভারতে, এখনও পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে এবং যাঁহাদিগের অনুকরণ করিয়া ভারতীয় বীমা আইন রচিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের বীমা কার্য্যকলাপাদির ইতিহাস আমরা খুব কমই জানি; দেশের সংবাদ পত্রাদিতে বিদেশী বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার সকল কথা যদি আলোচিত হইত তবে দেশের লোক বুঝিতে পারিতেন যে ঠগামী এবং ভণ্ডামীতে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির কোন্ কোন্‌টী সকলকে হার মানাইয়াছে। মজা এই যে এদেশের লোক সে সকল কোম্পানীর কথা কিছুই জানেন না কিম্বা কোথাও শুনেননা; অথচ তাঁহাদিগের দেশের অর্থে পুষ্ট ভারত সরকারের Actuary প্রতিবৎসর কোথায় কোন দেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে তাহার আমূল তালিকা সযত্নে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী ১৯১২ সনের আইন পাশের পর হইতে দেশী বীমা কোম্পানীর (যে সকল কোম্পানী বাস্তবিক জীবন বীমা কোম্পানী নহে) ফেল পড়ার বিবরণ বৎসরের পর বৎসর সরকারী Blue Bookএ এমন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে যে তাহার ফলে ভারতবাসীর ভারতীয় কোম্পানীর প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা ভারতীয় বীমা আইনের বিরোধী, অথবা ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি আইনের অধীনে থাকিয়া সুসংযত ভাবে কাজ করে তাহা ইচ্ছা করি না। অন্যায় ভাবে কার্য্য কলাপাদির পরিচালন হেতু বীমাকারীদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আমরা কঠোর আইন প্রণয়ণের পক্ষপাতী, কিন্তু তাই বলিয়া ফেল পড়া প্রকৃত জীবন বীমা কোম্পানী নহে; এইরূপ মুষ্টিমেয় কয়েকটী দেশী কোম্পানীর কথা বার বার Blue Bookএ উল্লেখ করিয়া সমগ্র দেশী বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে যে প্রচার কার্য্য চালানো হইতেছে আমরা তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করি।

যে সকল ভারতীয় বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে বলিয়া ভারত সরকার বছর বছর তাঁহাদের প্রচারিত Blue Bookএ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাধারণ জীবন বীমা কার্য্য (Ordinary Life Insurance Business) চালাইতেন না। Blue Bookএর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে ভারতীয় ঐ ফেলপড়া কোম্পানীগুলির কার্য্য ছিল Dividing Societyর অনুকরণে। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ বিবরণ লোপ পাইল এবং তাহার স্থলে তাহাদিগের আখ্যা দেওয়া হইল "Life Insurance Company" এবং তাহাদিগের বিনষ্ট হইবার হেতুর মধ্যে প্রধান বলিয়া প্রকাশ করা হইল—নিজ নিজ কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের ভিতর অবিচারে টাকা ধার দেওয়া। বাস্তবিকই যদি ঐ কারণেই ঐ সকল কোম্পানী ফেল পড়িয়াছিল, তবে ঐ সকল ব্যাপারের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

এই ভাবে দেশের বীমা-প্রতিষ্ঠান গুলির যেমন পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারী সহানুভূতি প্রকাশ হইতেছিল, তেমনই আবার যে সরকারী সংবাদ পত্রাদিতে বলা হইয়া আসিতেছে ভারতবর্ষের Mushroom কোম্পানী সমূহের কথা।

Mushroom কোম্পানী যে ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি এরূপ ধারণা যাঁহারা পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে বিলাতের (United Kingdom) বীমা কোম্পানী সমূহের কার্য্য কলাপের বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইং ১৯২৫ সনের Blue Book হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারত সরকার তৎপূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া ইং ১৯১২ সনের ভারতীয় জীবন বীমা আইন সংশোধনের বিষয় ভাবিতে থাকেন। কিন্তু সংশোধন প্রস্তাব এই কারণে স্থগিত থাকে যে ইং ১৯০৯ সালের বিলাতী আইন সংশোধনের জন্য Londonএ ১৯২৩-২৪ সনে বিভাগীয় সমিতি (Departmental Committee) গঠিত হয় এবং ঐ কমিটির মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া বিলাতী আইনে যেরূপ সংশোধন হইবে তদনুযায়ী ভারতীয়

বীমা আইনের সংশোধন করা হইবে। কিন্তু যে যে ঘটনাবলির জন্য বিলাতী ১৯০৯ সনের বীমা আইনে সংশোধনের প্রয়োজন ঘটে ভারতে এখনও তদ্রূপ এমন কোনও ঘটনা ঘটে নাই যেজন্য ভারতীয় বীমা আইন সংশোধন করিতে হইলে, বিলাতী আইনের সকল সংশোধনেরই অনুকরণ করা প্রয়োজন। ইংরাজী ১৯২৪ সনের ২রা আগষ্ট তারিখে বিলাতের কোনও সুপ্রসিদ্ধ বীমাবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ঐ Departmental Committee নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ প্রথম প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, যে ব্যবসা জগতে বিশেষতঃ বীমা ব্যবসায়ে বিলাতের মূলমন্ত্র হইতেছে "Freedom and Publicity" অথচ সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ জড়িত এই বীমা ব্যাপারে, বিলাতী ঐ ১৯০৯ সনের বীমা আইন সংশোধন সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমে ঐ Departmental Committee'র আলোচনা ব্যাপারাদি গুপ্তভাবে চালাইবার প্রস্তাব হয়; "It was decided to meet weekly, to take the first oral evidence at the next meeting, and to keep the Sessions, at any rate at present, Private ;"—P. M 8th Nov. 1924. ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে তাঁহাদের ঘরের কথা যাহাতে জগতের লোক জানিতে না পারে সেজন্য কর্তৃপক্ষীয়গণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সে দেশে Public opinion বা জনমত অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। পচা আবর্জ্জনা দেশে সহজে কেহ চাপা চাপা দিয়া রাখিতে সাহসও করে না এবং পারেও না। সেইজন্য এই Departmental Enquiry'র ব্যাপারটা পরদার আড়ালে পরিচালিত করিবার প্রস্তাবসত্ত্বেও ইহার আমূল বিবরণ অবশেষে কর্তৃপক্ষীয়গণ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাতে বীমা কোম্পানী সমূহের যাবতীয় কার্য্যকলাপাদির বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে জানা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই অভিযোগ যে আজ নূতন তাহা নহে। ইংরাজী ১৮৯৮ সনে "Legislation in the United kingdom" বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া Mr. A. R. Barrand F. I. A., Second International Actuarial Congressএ মন্তব্য প্রকাশ করেন "Public opinion may have a very potent influence under certain circumstances, but those circumstances can hardly be said to arise when an average member of the public is being canvassed by an enthusiastic agent. In 99 cases out of 100, the person canvassed has never heard of the Board of Trade returns" এই অভিযোগ তখনও যেমন ছিল এখনও প্রায় তদ্রূপই আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; অতএব ঐ দেশের "Publicity" কথা বুঝিতে হইলে Departmental Committeeর সমস্ত আলোচনা বিশেষ ভাবে পাঠ করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে না হউক অন্ততঃ বীমা ব্যবসায়ে যে সকল ভারতবাসী নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমাদিগের দেশে অতি অল্পলোকেই এই সকল নীরস বিষয় পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাক্ সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমানে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে যে প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার কার্য্য চালানো হইতেছে

এবং তাহার ফলে অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের মনে দেশী কোম্পানী সমূহের প্রতি যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা দুর করা বিশেষ আবশ্যক। মাত্র ২৫।৩০ বৎসরই যে দেশের জীবন বীমার ইতিহাস সে দেশের সহিত বহু পুরাতন অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ভারতে এমন কিছু ঘটে নাই যে কারণে লোকের মনে আতঙ্কের উদয় হইয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির প্রতি ভারতবাসীর আস্থা হারাইতে পারে।

"Mushroom companies" ভারতে যত না প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকুক, বিলাতে অর্থাৎ United Kingdomএ তাহাদের রকম ও সংখ্যা এত অধিক যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে বিষয়ে তদ্দেশীয় কর্তৃপক্ষগণের পক্ষে কোনরূপ প্রতীকার করা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। Departmental Committee কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টাদি হইতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পাঠ করিলে এই ব্যাপারের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"Question No 1638 :—Might I ask you at this point, so far as you are able to speak of the 60 or 70 fresh companies formed between 1907 and 1990, if you can tell the Committee whether any considerable proportion of these were what you would describe as mushroom companies ?

Ans :—Yes. The list shows that in most cases they had very little capital behind them।

পুনরায় ২টী কোম্পানী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া Sir Harold Eivertsonকে যে প্রশ্ন করা হয় এবং তদুত্তরে তিনি যা বলেন তাহা পাঠ করিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়।

"Question No 1905. All I do know about these two cases is that the people in question have been using the Company and the Society, which now frequently no longer exists, for the purposes of—what shall I say—wangling the accounts between the two ?

Ans.—I know many cases like that. I came accross one where the paid up capital was the large sum of 2s, (two shillings) quite recently."

'Question No 2645.—(Chairman) The reason I asked the question was that as a poor outsider it struck me as an unusual field for a promoter to enter to defraud people by starting a mutual Company ?

Ans.—Going back to the days of the Act of 1870, there were something like 285 Life Companies started between 1824 and 1868, of which no less than 175 had failed by the latter date—1868".

অনেকে হয়ত বলিবেন যে এসব ত গেল পুরাতন ইতিহাসের আবৃত্তি; বর্ত্তমান যুগে United Kingdomএর কি অবস্থা? ইহার উত্তরে আর কিছু এখন না বলিয়া আনুসঙ্গিক ১৯০০ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত বিলাতের ফেল পড়া কোম্পানী সমূহের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা পাঠ করিলে লোকের চোখ খুলিয়া যাইবে এবং বিলাতেও যে বীমা কোম্পানী এখনও গণ্ডায় গণ্ডায় ফেল পড়িতেছে তাহা এ দেশের কর্ত্তাভজার দল বুঝিতে পারিবেন। এই বিদেশী মোহের কুহকজাল দুর করিবার জন্য আমরা ক্রমশঃ আরও অনেক ব্যাপার প্রকাশ করিব।

এই তালিকাস্থিত কোম্পানীগুলির প্রারম্ভাবস্থা হইতে ধ্বংসাবস্থা পর্য্যন্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোন কোম্পানী অর্দ্ধমৃত হইয়া রহিল, কেহ বা শৈশবাবস্থাতেই লয় প্রাপ্ত হইল, কেহবা যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থায় হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিল আর বৃদ্ধত্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্তির আশ্চর্য্য কি?

শ্রীচুণীলাল লাহিড়ী।

———

United Kingdom এ (বিলাতে) "mushroom" বীমা কোম্পানীর কথঞ্চিৎ পরিচয়

Name of the Company	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of existence
Britannic Marine	1885	1900	15
Million Accident	1895	1900	5
North of England Plate Class	1896	1900	4
Metropolitan Fire	1897	1900	3
London Fire office	1897	1900	3
Forward	1898	1900	2
Lombard	1894	1901	7
Acme Fire & Accident*	1896	1901	5
Property Owners	1897	1901	4
Tariff Fire	1898	1901	3
New Britannic	1898	1901	3
Eastern Counties Hailstorm	1898	1901	3
Empire Mutual Workmen's Compensation	1898	1901	3
Star Fire & Burglary	1900	1901	1
London & County Industrial Accdt :	1895	1902	7
Cycle	1896	1902	6
Advance	1899	1902	3
Guarantee Insurance & Invest :	1901	1902	1
Absolute Life & Accident*	1894	1903	9
*National Reliance	1898	1903	5
*British Dominions	1901	1903	2
Independent Fire	1902	1903	1
Health	1885	1904	19
Victory	1900	1904	4
Artizans' Free Home	1900	1904	4
Thrift Accident	1901	1904	3
British United Guarantee	1883	1905	22
Alpha Fire	1894	1905	11
Castle General	1898	1905	7
Times Fire	1902	1905	3
Imperial Federation	1902	1906	4
British Star Accident	1903	1906	3
Anglo Continental Plate Glass	1903	1906	3

Name of the Company	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of existence.
*Law Guarantee	1888	1907	19
National Mercantile	1876	1907	31
National Insurance & Guarantee	1891	1907	16
Law Investment & Reinsurance	1892	1907	15
National Fire	1894	1907	13
Health & Sickness	1896	1907	11
Ramsgate Smackowners' Protection	1904	1907	3
Preferred Accident	1904	1907	3
Midland	1904	1907	3
Lightning Plate Glass & Window Cleaning	1905	1907	2
Federal	1905	1907	2
Enterprise	1906	1907	1
Securities	1894	1908	14
Sub-Postmasters' Mutual Guarantee	1898	1908	10
Excelsior Insurance & Property	1898	1908	10
Norwich & District Master Builders	1899	1908	9
London & Scottish Fire	1901	1908	7
West Riding Reversionary Interest	1902	1908	6
Sovereign Sickness, Accident & Guarantee	1904	1908	4
Rubber Trades Mutual	1905	1908	3
Kent Plate Glass	1905	1908	3
British United	1906	1908	2
*Progressive	1891	1909	18
Birmingham Vehicle Owners	1899	1909	10
Poole & District Plate Glass	1900	1909	9
Mercantile Plate Glass	1902	1909	7
Alert	1903	1909	6
Drew's Glass	1904	1909	5

Name of the Company	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of existence.
Assurance Limited	1905	1909	4
Law Guarantee, Trust & Accident	1907	1909	2
Universal Provident	1909	1909	Same Year.
Counties and General	1909	1909	Same Year.
*Universal Insurance Loan	1866	1910	44
Aberporth Mutual Ship	1878	1910	32
Wallasey Accident	1898	1910	12
Home Insurance Company	1898	1910	12
Universal Plate Glass	1898	1910	12
East Northamptonshire Builders	1898	1910	12
Liverpool Mutual Plate Glass	1900	1910	10
Empire Guarantee*	1900	1910	10
Mid Glamorgan Plate Glass	1902	1910	8
British United Thrift	1902	1910	8
Co-operative Sickness and Accident	1905	1910	5
Law Car and General	1906	1910	4
Capital	1906	1910	4
Yorkshire Investment and Insurers	1907	1910	3
United Farmers'	1907	1910	3
Monarch	1907	1910	3
Self Help	1908	1910	2
*British Casualty	1908	1910	2
Albion Plate Glass	1908	1910	2
Adelphi	1908	1910	2
Cattle Warranty	1909	1910	1
British Enterprise	1909	1910	1
Indemnity Association	1903	1911	8
Electric and General	1903	1911	8
British Provident	1903	1911	8
National Provincial Fire, Burglery	1904	1911	7

Name of the Company.	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of existence.
Medical Indemnity	1906	1911	5
Local and District			
Fire Marine Accident	1906	1911	5
Insurance	1906	1911	5
National Glass	1907	1911	4
*Legal and Commercial	1907	1911	4
English Legal	1907	1911	4
United Professions	1908	1911	3
Twentieth Century	1908	1911	3
Reinsurance and Guarantee	1908	1911	3
Katz Patent Dog Collar			
and Assce:	1908	1911	3
Ilford South Essex Mutual P.G.	1908	1911	3
Home and General	1908	1911	3
British Mutual	1908	1911	3
British Seamen's Mercantile	1908	1911	3
Grand Fire, Accident	1909	1911	2
British Industries			
unemployment	1909	1911	2
Mutual Steamship	1885	1912	27
St. Helen's and District			
Mutual P. G.	1887	1912	25
Key and Season Ticket	1896	1912	16
Farmers Mutual	1900	1912	12
Realm Industrial	1904	1912	8
Manchester and County	1905	1912	7
London and Westminster Fire	1905	1912	7
Commercial Indemnity	1905	1912	7
United London and Scottish*	1907	1912	5
*Erin	1907	1912	5
City Reversionary	1907	1912	5
Brixham Plate Glass	1907	1912	5
Glassgow Assurance	1908	1912	4
*Corporation			
British General Investment	1908	1912	4
Accountants	1908	1912	4

Name of the Company.	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Star of Hope	1909	1912	3
*Omnium Life and Fire	1209	1912	3
Biitish Union and National	1909	1912	.3
Property	1898	1913	I5
Automatic and General	1903	1913	I0
Railway Transit Claims	1908	1913	5
One and All	1908	1913	5
National Protector	1908	1913	5
National Commercial	1909	I913	4
Amicable General	1909	1913	4
Tramways Third Party	19I1	1913	2
*Law Fidelity and General	1891	1914	23
Castle	1898	19I4	I6
Traders' Plate Glass	1899	I9I4	I5
*National Live Stock	1901	1914	13
Yorkshire Glass	1905	1914	9
Cambrian Plate Glass	1906	1914	8
*National General	1907	1914	7
Imperial Crown Fire Accident	1907	1914	7
Scottish Indemnity	1908	1914	6
Forward Glass	1908	1914	6
Unity	1909	1914	5
National and Co-operative	1909	1914	5
British Indemnity	1909	1914	5
Sprinkler and General	1911	1914	3
Employment	1911	1914	3
Anchorage Life	1913	1914	1
St. Albans Plate Glass	1900	1915	15
*King Insurance Company	1901	1915	14
*Consolidated	1903	1915	12
British Commercial Plate Glass	1903	1915	12
*Cosmopolitan	1905	1915	10
Warwickshire Plate Glass	1907	1915	8
National Key	1912	1915	3

Name of the Company.	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Customs and Excise Officers' Mutual Guarantee	1857	1916	59
Reversion Purchase	1878	1916	38
National Standard Life	1906	1916	10
City and County	1908	1916	8
British Commercial Fire	1908	1916	8
Excelsior	1909	1916	7
London and North British Plate Glass	1911	1916	5
Letters Patent	1912	1916	4
British Reinsurance	1912	1916	4
Safeguard	1898	1917	19
Planet	1908	1917	9
*Invincible and General	1909	1917	8
Dreadnaught	1909	1917	8
*London and Midland	1913	1917	4
Globe Reinsurance	1914	1917	3
Liverpool and District Drapery and Allied Trades	1904	1918	14
Warrington and District Tradesmen's Plate Glass	1906	1918	12
Registered Societies Sickness and Accident	1906	1918	12
London Shipping and Marine	1917	1918	1
Whitehall Marine Mutual	1884	1919	35
Hand-in-Hand Plate Glass	1888	1919	31
West Lancashire Plate Glass	1890	1919	29
London and County Commercial Re-insurance	1911	1919	8
Civic	1911	1919	8
Comprehensive	1918	1919	1
South Western Traders' Mutual Plate Glass	1899	1920	21
Birmingham Lombardian Plate Glass	1901	1920	19

Name of the Company.	Year of Establish-ment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Metropolitan Mutual Plate Glass	1906	1920	14
Birkenhead Traders' Council Mutual Plate Glass	1906	1920	14
Birmingham and Midland Plate Glass	1906	1920	14
Shopkeepers' Plate Glass and General	1909	1920	11
Eclipse	1909	1920	11
South Wales Plate Glass	1911	1920	9
Eastern General	1911	1920	9
Home and Eoreign Reinsurance	1914	1920	6
Accident and General Law	1917	1920	3
Suffolk Mutual Fishing Boat	1876	1921	45
Truro District Mutual Fire	1879	1921	42
St. Colomb District Mutual Fire	1885	1921	36
Scarisbreck Halsall and Down-holland Farmers' Mutual Fire	1904	1921	17
British Security	1907	1921	14
Progress Glass	1908	1921	13
Capital and Counties	1908	1921	13
British Citizens	1909	1921	12
Investors Income	1915	1921	6
Clyde Marine	1915	1921	6
British Isles Marine and General	1916	1921	5
*National Benefit	1917	1921	4
Franco British Marine	1917	1921	4
Eucrate Marine	1917	1921	4
United Kingdom Colonial and Foreign Marine	1918	1921	3
Inland Transport and Marine	1918	1921	3
British Reinsurances	1918	1921	3
British Ensign	1919	1921	2

Name of the Company.	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Universe	1920	1921	1
Scottish Equity Plate Glass	1892	1922	30
Essex Union	1898	1922	24
Cambridge Master Builders	1898	1922	24
*Traders and General	1907	1922	15
National Marine and Fire	1908	1922	14
City of London	1908	1922	14
City Equitable Fire	1908	1922	14
Barking Traders' Asso • Mutual Plate Glass	1911	1922	11
National Spectacle and Eye Glass	1913	1922	9
Bexhill-on Sea Glass	1914	1922	8
Overseas Marine	1916	1922	6
Home and Colonial Marine	1916	1922	6
British International Marine and General	1916	1922	6
London and Yorkshire Marine	1918	1922	4
London and Paris Marine	1918	1922	4
Greater Britain	1918	1922	4
United General Commercial	1919	1922	3
First National Reinsurance	1919	1922	3
International	1920	1922	2
British Indian Marine	1900	1923	23
*City Life	1909	1923	14
Bankers and General	1909	1923	14
United Motor and General	1917	1923	6
British Automobile & General	1920	1923	3
*Profits and Income	1901	1925	24
*Allied Traders	1920	1925	5
*Lancashire and Cheshire	1904	1925	21
Motor Manufacturers' Traders' Mutual	1924	1926	2
North British Fishing Boat	1886	1927	41
Lancashire and General	1907	1927	20
Aviation and General	1919	1927	8

* তারা চিহ্নিত কোম্পানী সমূহের বিভিন্ন বিভিন্ন কোনও কোনও বিভাগের কার্য্য হস্তান্তরিতও হইয়াছে।

 সম্পাদক

List compiled by Chunilal Lahiri

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩৮ { ৩য় সংখ্যা

পায়রা পালন

অনেকে সখের জন্য কবুতর বা পায়রা পালন করিয়া থাকেন; কিন্তু সখের পায়রা সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। খাদ্য হিসাবে পায়রা পালনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

পায়রার মাংস খাইতে যেমন সুস্বাদু তেমনি ইহা পালনও বেশ সহজ। ইহার খাবারের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। অধিকন্তু বৎসরে ছয় হইতে দশ জোড়া পর্য্যন্ত পায়রা জন্মানো যায়। অনেক প্রকারের কবুতর বা পায়রা আছে। খাবার পক্ষে 'হোমার' 'ড্রাগুন' 'লক্ষ্ণৌ' অথবা 'লাহোর গোলা' এবং নরাজী কবুতরই উপাদেয়। কেহ কেহ ছোট ছোট কবুতর পালন করিয়া থাকেন কিন্তু সেগুলি মোটেই লাভজনক নহে। পূর্ব্বে যে শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হইল, উহারা বেশ মোটা এবং ভারী; শান্ত এবং অনায়াসে পালন যোগ্য।

সাধারণ 'হোমার' বা 'ড্রাগুন' জাতীয় কবুতরকে এদেশে বাগদাদী পায়রা বলা হয়। এই পাখীগুলি বেশ বড় এবং কালো, নীল, ডোরা ডোরা বা সাদা প্রভৃতি নানা বর্ণের দেখা যায়। এইরূপ বড় এক জোড়া পায়রা এক টাকা হইতে চারি টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে যাহাতে সুন্দর হয় তাহার জন্য এ দেশী লোক খুব ব্যগ্র নহে। আমাদের চোখে কবুতর বা পায়রা মাত্রেই সুন্দর।

'লক্ষ্ণৌ' এবং 'লাহোর গোলা' পায়রার রং বিভিন্ন প্রকারের নীল বর্ণ। এগুলি দেখিতে বেশ বড়, গায়ে অনেক মাংস থাকে এবং পায়ে কোন পালক নাই। 'লক্ষ্ণৌ' এবং 'লাহোর গোলা' পাখীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহারা যেমন কষ্ট-সহিষ্ণু তেমনি ডিম পাড়িতে ওস্তাদ। এইরূপ এক জোড়া কবুতরের দাম এক টাকা হইতে সাত

দুই টাকা। এই প্রকারের কোন কোন পায়রা দেখিতে প্রায় তিন মাসের চট্টগ্রাম মোরগের মত।

সাদা-পা 'সিরাজী' পায়রা আকারে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পায়রা অপেক্ষা বড় বটে, কিন্তু উহাদের তেমন ডিম বা বাচ্চা হয় না। ইহাদের জোড়া এক-টাকা বা দুই টাকা। যদি কেহ ব্যবসায়ের জন্য পায়রা পালন করিতে চাহেন, তাহা হইলে একই শ্রেণীর পায়রা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি ডিমে দেওয়ার জন্য রাখা উচিত। ছোট পাখীগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। যদি একই শ্রেণীর কবুতর পালন করা যায় তাহা হইলে খাইবার জন্য অনেক বাচ্চা পাওয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ পায়রা বাচ্চা তৈয়ারের জন্যও অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যায়। যদি বিক্রয়ের ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে উপরোক্ত তিন প্রকারের পাখীই এক সঙ্গে রাখা যাইতে পারে, এবং উহাদের সংমিশ্রণে বাচ্চা জন্মাইতেও বাধা নাই। সংমিশ্রণ জাত বাচ্চাগুলি বেশ শক্ত এবং মাংসের পক্ষে লাভজনক হইবে।

পায়রার গৃহ নির্ম্মাণ একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এক সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁষি করিয়া রাখিলে পায়রাগুলি সহজে বাড়িতে পারে না। এই কারণে পায়রার বাক্স অথবা মাচা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

কাক, চিল বা বিড়ালে নাগাল না পায় এইরূপ চারিদিকে আবৃত বেশ আলো হাওয়া যুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই ভালো হয়। উঁচু একটি স্থানে বাঁশের মাচা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে আধ ইঞ্চি ফাঁকের জালের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিবে। উহার চারিদিকে মাটির দেয়াল দিবে। ছাদটিতে বাঁশ ও খড় দিয়া ছাইবে। যখন দেয়াল নির্ম্মাণ করিবে তখন তাহার মাঝে মাঝে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বড় মাটির ঘড়া বসাইয়া দিবে। ঘড়ার মুখ যেন পাশে দশ ইঞ্চি হয়। এই ঘড়া গুলির মধ্যে পায়রা থাকিবে। তাহা হইলে ঘড়াগুলি খুব সহজে পরিষ্কার করা যাইবে।

পুরু করিয়া মেজের উপর বালি বিছাইয়া দিবে। কতকগুলি গুঁড়া করা চুণ সুরকী পায়রার ঘরের এক কোণে রাখিবে। ঘরটি মাটির অন্ততঃ দেড়ফুট উচ্চে যেন হয়। বড় দরজার উপরিভাগে ছোট একটি খিড়কী দরজার মত রাখিবে। এই দরজা দিয়া পায়রাগুলি ইচ্ছা মত বাহির হইবে অথবা ঘরে প্রবেশ করিবে। এই খিড়কী দরজাটি সর্ব্বদা খোলা রাখিবে। কিন্তু রাত্রে বন্ধ করিয়া দিবে। জল এবং খাবার বাহিরে পরিস্কৃত এবং ছায়া শীতল একটি স্থানে রাখিয়া দিবে। ঘরটি নিয়মিত ভাবে ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। পায়রার বাসাটিও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিয়া দিবে। যদি উহার মধ্যে কোন পোকা জন্মে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ফিনাইল অথবা কেরোসিন মিশ্রিত ফিনাইল খুব বেশী করিয়া ছিটাইয়া দিবে। কতকগুলি পরিষ্কার খড়

এক ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া বাসার নিকট রাখিয়া দিলে আবশ্যক মত পায়রা তাহার বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। ঘর ও বাসার দেয়াল মাঝে মাঝে চূণকাম করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

পায়রার খাদ্য দেওয়া একটি সহজ বিষয়। দিনে দুইবার করিয়া উহাদিগকে খাইতে দিলেই চলে। বাজারে খুব ছোট ছোট এক প্রকার পায়রা গুটি নামে মটর বা কড়াই কিনিতে পাওয়া যায়। উহা যেমন সস্তা তেমনি পায়রাদিগের অতি প্রিয় খাদ্য· বাচ্চা পায়রার পক্ষে ধান, ওট বা বার্লি ভাল খাদ্য নহে। উহাতে তাহাদের ক্ষতি হইতে পারে। একটা কাঠের বার কোষের মধ্যে খাদ্যগুলি ছড়াইয়া দিলেই পায়রাগুলি উহা খুঁটিয়া খাইবে। খাবারের থালার নিকটে একটি পাত্রে পানীয় জল রাখিয়া দিবে।

লবণ পায়রাদের একটি অতি প্রিয় খাদ্য এবং উহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় উপকারী। চারি সের মাটি এক সের চূণ এবং দুই সের ফ্লাওয়ার অব সালফার একত্রে মিশাইয়া শক্ত কাদা করিবে। তারপর ঘণ্টা খানেক উহা শুকাইয়া বড় বড় বলের মত তৈরী করিবে· পরে উহা একখানি ইটের উপর রাখিয়া দিলে শীঘ্রই পায়রাগুলি উহা হইতে লবণ খুঁটিয়া লইতে শিখিবে।

বাসা ছাড়িয়া বাহির হইতে শিখিলেই পায়রার বাচ্চা খাওয়ার উপযোগী হয়। এই সময়ে পায়রা খুব নরম এবং চর্ব্বিযুক্ত থাকে। বংশ বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কবুতর বহু দিন বাঁচে। কোন কোন পায়রা পনর হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চার পাঁচ বছরের অধিক বয়স্ক পাখী না রাখাই উচিত। খাওয়ার জন্য বড় পাখী গুলি মারিয়া ফেলিবে এবং তাহাদের স্থলে বাচ্চা পালন করিবে।

পায়রা গুলিকে ইচ্ছা মত বেড়াইতে দিলে উহাদের অসুখ বিসুখ হয় না। কিন্তু এক ঘরে ঠাসাঠাসি করিয়া বদ্ধ অবস্থায় আটকাইয়া রাখিলে শীঘ্রই উহাদের অসুখ হইবে। মোরগের যেরূপ অসুখ হয়, পায়রাগুলিও সেই সকল রোগে ভুগিয়া থাকে। উহাদের চিকিৎসা প্রণালীও একই প্রকারের। যখন উহারা কলেরা, শ্বাস প্রশ্বাস প্রণালীর অসুখ, অথবা ঘায়ের অসুখে ভুগে তখন দ্বিধা মাত্র না করিয়া উহাদিগকে হত্যা করিবে এবং পরে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে, না হইলে বাড়ী হইতে দূরে একটি স্থানে গভীর গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে।

তামাকের পাতা প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তামাক প্রস্তুত করার সময়,এমন কি তৎপূর্ব্বেও যে প্রকারের তামাক তৈরী করিতে হইবে সেই জিনিসের ধাঁজ বুঝিয়া, পাতাকে বিভিন্ন প্রণালীতে তদুপযুক্ত করিতে হইবে। আমরা নিম্নে তাহার প্রধান মৌলিক প্রণালী গুলির উল্লেখ করিলাম, যথা—

(১) বাছাই করা, ঈষৎ জল-সিক্ত করা বা ধোঁয়া দেওয়া।

(২) পাতার শিরা ছাটিয়া ফেলা।

(৩) শুকানো।

(৪) গুড়া করা (Pounding)

(৫) সংরক্ষণ ও সংশোধনের উপাদান সংযুক্ত করা।

(৬) সুবাসিত করার উপদান সংযুক্ত করা।

বাছাই করা—Sorting

তামাক প্রস্তুতকারী বাজার হইতে সাধারণতঃ তামাকের আঁটি (bundles) কিনিয়া আনে। তখন পাতাকে তামাকের উপযুক্ত করিতে তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ঐ আঁটি মেজে বা আঙ্গিনায় খুলিয়া ছড়াইয়া দেওয়া। তৎপরে পাতায় যে কর্দ্দম, ধূলা বালি থাকে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে এবং তখন বাছাই করিয়া বিভিন্ন প্রকারের তামাক তৈরীর জন্ম পাতায় উপযুক্ততা হিসাবে আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে।

মনে করুন, তাহার মধ্যে সবচেয়ে ভাল পাতা সুরতির জন্ম রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পাতা বা খাস্তা পাতা হুকার তামাকের জন্ম রাখা যাইতে পারে। এইরূপে জিনিসের কদর অনুসারে বাছাইয়া কাজ করিতে হইবে।

বিড়ি ব্যতীত দেশীয় অন্যান্য যত প্রকারের তামাক আছে, তাহা তৈরী করিতে পাতায় (Dampening) কিঞ্চিৎ জল বা ধোঁয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। গোড়াতে পাতার মড়মড়ে অবস্থা থাকিলে তাহা হইতে বিড়ি তৈরী হইতে পারে না, কাজেই বিড়ির তামাকে প্রথমতঃ ধোঁয়া দিয়া কাজের উপযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু পাতা অত্যন্ত শুষ্ক হইলে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা গুড়া করার প্রয়োজন না হইলে, সে পাতায় ধোঁয়া দিয়া রাখা দরকার। ব্যবসায়ের দিক হইতে এই কাজের একটা বিশেষত্ব আছে। যদি পাতা অতিরিক্ত মাত্রায় শুষ্ক হয়, পাতা সেটুকু জল স্বাভাবিক ভাবে শোষণ করিবার ক্ষমতা রাখে সেটুকু জল (পাতায়) দিলে তাহাতে কোনো প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা হয় না, পক্ষান্তরে তজ্জন্য তামাকের ওজন রীতিমত বাড়িয়া যায়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কেবল মাত্র পাতায় শোষণ উপযোগী জল না মিশাইয়া অতিরিক্ত মিশাইলে তাহার কুফল অনিবার্য্য হইবে।

পাতার শির ছাঁটা
(Stripping of the ribs)

তামাকের পাতায় একটী প্রকাণ্ড মোটা ডাঁটা অনেকগুলি ক্ষুদ্র শিরা বিদ্যমান থাকে। তামাক-পাতার মূল বোঁটা (Stalk) শুদ্ধ প্রায় তামাক-ব্যবসায়ীর হাতে পৌঁছায় না, কারণ চাষারা প্রায়ই (Cure) সংশোধন করার পূর্ব্বে তাহা কাটিয়া ফেলে। হুকার তামাক তৈরী করিতে মূল বোঁটা ডাঁটা ও শিরা প্রভৃতি না ফেলিয়া সব শুদ্ধ একত্রে মিশাইয়া লওয়া হয়; কিন্তু স্বরতি তৈরী করিতে ডাঁটা, শিরা ইত্যাদি ছাটিয়া ফেলা হয়। যদি পাতার বোঁটা থাকে, তবে তাহা কাটিয়া ফেলা হয়, তারপর পাতাটিকে ভাঁজ করিয়া পান হইতে যেমন তন্মধ্যস্থ ডাঁটা ছাটিয়া ফেলা হয়, সেই মত অভ্যস্থ হাতে একটু জোর দিয়া সটান তামাক পাতার মধ্যস্থ ডাঁটা ছাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু এই কাজ করিতে যেন পাতা ছিঁড়িয়া না যায়, এই বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। ছোট ছোট শিরা গুলি না ফেলিলেও চলে। ভারতবর্ষে এই কাজ হাতে করা হয়; কিন্তু আমেরিকা বা পাশ্চাত্য দেশে এই কাজ 'মেসিন' দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি ও কম খরচে হইতেছে।

শুকান—Dying

যদি তামাকের পাতা ভিজান হয়, তবে অতিরিক্ত জলের ভাগ শুকাইয়া ফেলিতে হয়; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যদি জলের ভাগ পাতায় অতিরিক্ত থাকে, তবে তাহাতে পাতার গুণের মাত্রা নষ্ট করিয়া খাস্তা করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ যখন পাতাকে গুড়া করার প্রয়োজন হয়, তখন শুকান বা উত্তাপ দেওয়াই একমাত্র উপায়। তাহাতে পাতাকে গুড়া করার সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে পাতাগুলিকে পরিষ্কার মেজের উপর ছড়াইয়া, ধূলা-বালি-ময়লা হইতে রক্ষা করার জন্য চাটাই বা মাদুরের উপর ছড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া উচিৎ। রৌদ্রের প্রখর উত্তাপই শুকাইবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে তারের জাল্‌তির মত করিয়া তাহার উপর পাতা ছড়াইয়া নীচে আস্তে আস্তে এক ভাবে আগুণের উত্তাপ দিতে হইবে। এই উপায়ে পাতাগুলিকে পুনঃ পুনঃ উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া ভাজিতে হয়; কিন্তু বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে যে জল যে পরিমাণে পাতার মধ্যে থাকা উচিৎ, তাহার বেশী যেন শুকাইয়া না যায়; তাহাতে তামাক প্রস্তুত-কারীর লোকসান হইবে। জর্দ্দা, নস্য প্রভৃতি তৈরী করিতে যে পর্য্যন্ত না তামাকে একটা উপাদের গন্ধের সৃষ্টি না হয়, সে পর্য্যন্ত বেশ কড়া করিয়া তাহা ভাজিতে হয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে যে পাতাগুলি যেন পুড়িয়া ছাই না হয়; তাহা হইলে কোনো কাজ তদ্দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। যে প্রণালীর কথা বলা হইল, প্রথম অবস্থায় সেই মতে তাপ দেওয়া সত্ত্বেও, ভিজা তামাকের গুড়া ও যে তামাক কাইর আকারে তৈরী করিতে হইবে, তাহা রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। ইহা ডালার উপরে পাতলা ভাবে রাখিয়া রৌদ্রে দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আগুণের উত্তাপ দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ; কারণ একেবারে ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই তামাক তৈরী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহার সঙ্গে যে সৌগন্ধ মিশ্রিত করা হয়, তাহাও আগুণের উত্তাপে উড়িয়া যায়।

গুঁড়াকরা—Pounding

উত্তমরূপে শোষণ ও অপেক্ষাকৃত সহজে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ তামাকের

পাতা ছোট ছোট টুকরায় পরিণত বা হামানদিস্তায় গুঁড়া করিতে হয়। পাতাগুলিকে উপযুক্ত রূপে ভিজাইয়া ও নরম করিয়া কখনো ২ খুব সূক্ষ্ম গুঁড়া করিতে হয় এবং কখনো বা তাহাতে কিছু সুগন্ধি মশলা মিশাইয়া গুড়া করিতে হয়। হুকার তামাক তৈরী করিতে পাতা গুলিকে দা বা কাটারি দিয়া ছোট ছোট টুকরা করিতে হয়, কখনো কখনো ঢেঁকিতেও চূর্ণ করা হয়। পর্দ্দা ও নস্য করিতেও প্রথমে পাতা ঢেঁকিতে গুড়া করিতে হয় এবং পরে বড় খল বা হামানদিস্তায় পিষিয়া সূক্ষ্ম গুড়া করিতে হয়। ঐ গুড়াকে কাপড়ে ছাঁকিয়া অবশিষ্ট গুড়াকে পুনরায় হামানদিস্তায় পিষিতে হয়। কখনো কখনো পাতাকে মুষলের গর্ত্তে ফেলিয়া লগুড় দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া পেষণ করা হয় এবং তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে জল ও সুগন্ধি মিশাইয়া তামাকের তালকে আটান কাইর মত করা হয়।

সংশোধনের উপাদান—
(Fermentative Agents)

উৎকৃষ্ট তামাক তৈরী করিতে, বিশেষতঃ যে প্রণালী অবলম্বন করিলে তামাকের গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া তাহা মিঠা, মিঠা-কড়া ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ (non-injurious) হয়, তাহা উপযুক্ত রূপে Curing and Fermentation করা দরকার। তামাকের পাতায় যে যে বিভিন্ন Compounds মিশ্রিত পদার্থ বিদ্যমান, এই প্রণালীতে তাহার কোনো কোনোটাকে আবশ্যক মত পৃথক ভাবে বাড়াইয়া কমাইয়া, তাহা হইতে উপযুক্ত (Flavour and Colour) সুবাস ও রং উৎপন্ন করা হয়। হুকার তামাক প্রস্তুত করিতে তামাকের গুড়া গুলিকে প্রথমতঃ চিটা গুড়ে মাখিতে হয়। তাহার সঙ্গে কখনো বা অতিরিক্ত পাকা ফল মিশাইয়া, তাহাকে বড় বড় মাটির জালায় পুরিয়া ঐ জালা কয়েক মাসের জন্য মাটির নীচে পুতিয়া রাখা হয়। চিটাগুড়ে তামাকের পাতায়, বোঁটার ও শিরার পচন ক্রিয়া সম্পাদন করে। তাহাতে তামাকের ঝাঁজ বা উগ্র গন্ধও নষ্ট করে বলিয়া হুকার তামাকের উপযুক্ততা ও গুণাবলী বৃদ্ধি পায়। চিটা গুড়ে তামাকের সুমিষ্ট আস্বাদ শুধু বাড়ায় তাহা নহে, ইহাতে রং ও সুন্দর হয় এবং তামাক খুব শীঘ্র শুকাইয়া যাইতে পারে না। অতিরিক্ত পাকা ফল তাহার সংযোগে উপযুক্ত bactoria জীবাণু ও গাঁজনের সৃষ্টি করে, তাহাতে সংশোধন ক্রিয়ার সহায়তা যেমন করে, সুবাসের সৃষ্টিও তেমনি করিয়া থাকে। তৈরী তামাকের Fermentation করিতে পালা ক্রমে ভিজাইয়া তাহা শুকাইতে হয়। পাতাগুলিকে Cure করিতে তাহা সাধারণ বা সৌগন্ধযুক্ত জলে মিশাইয়া কবিরাজেরা পাথরের যে বড় হামানদিস্তা ব্যবহার করিয়া থাকে সেইরূপ খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন ও পেষণ করিতে হয়। তাহা কখনো কখনো কড়া অবস্থা হইতে মিঠা করার জন্য গরম জলে সিদ্ধ করাও হয়।

সৌগন্ধের উপাদান
(Perfuming Agents)

মানুষ আপনার খুসী মতে তামাকের খোসবাই ভালবাসে; কিন্তু বিভিন্ন রকমের তৈরী তামাকে বিভিন্ন রকমের সুবাস ব্যবহার করা হইয়া থাকে। হুকার তামাকে সাধারণতঃ এই সকল সুবাসের উপাদান মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, যথা—চন্দনের

তৈল (Sandal oil), Majuma, Istambal kalri, Patchouli ইত্যাদি এবং নানা প্রকারের সুগন্ধি মশলাও ব্যবহার করা হয়। সুরতি ও জর্দ্দাতে নানাপ্রকারের সুবাসিত মশলা ও তাহার সঙ্গে সুগন্ধি জলও মিশ্রিত করা হয়। নস্য তৈরী করিতে তাহার সঙ্গে নানা প্রকার সৌগন্ধ দ্রব্য ও "অটো", "মেনথল্" ইত্যাদি সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করা হয়।

সৌগন্ধ দ্রব্য মনোনীত করিয়া তাহার অনুরূপ তামাকে যথোপযুক্ত মনোযোগিতার সহিত মিশ্রিত করিলে (succes) সুফল হওয়া অনিবার্য্য। হুকার তামাক তৈরী করিতে তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া তাহা একখানা মার্ব্বেলের 'প্লেট' বা চৌরাস পাথরের উপর রাখিয়া পুনঃ পুনঃ অবিরাম ময়দার মত ঠাসিতে হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রকারের তামাকে সুগন্ধি জিনিস পাথরের খলের মধ্যে পেষণ করিয়া মিশাইতে হয়।

যন্ত্র-পাতি ও সরঞ্জাম

(Apparatus and Utensils)

তামাক প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালীতে নানা প্রকার যন্ত্র-পাতি ও সরঞ্জাম দরকার হয়। নিম্নে তাহার মোটামুটি তালিকা দেওয়া গেল, যথা—

(১) ঢেকি (Rice-Husker)

(২) হামানদিস্তা ও খল (Mortar and Pestle)

(৩) ভাজিবার সরঞ্জাম (Drying appli-ances)

(৪) ভিজাইবার গামলা

(৫) জালা—

(৬) ভাজিবার পাত্র (Drying Trays)

(৭) অন্যান্য পাত্রাদি বা সরঞ্জাম—

ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে সকল পাত্রাদি তামাক তৈরী বা রাখার জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহা যেন ধাতব পাত্র না হয়। এই সকল মাটির, পাথরের গ্লাস বা চিনা-বাসনের পাত্র হওয়া উচিৎ। ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রে তামাক তৈরী করিলে বা রাখিলে তাহা হইতে Jumnic acid জন্মিয়া এক প্রকার বিষাক্ত উপাদানের সৃষ্টি করে। ইহা তামাকসেবীদের পক্ষে ভীষণ অনিষ্টকর। তৈরী শেষ হইয়া গেলেও তামাক লৌহ-নির্ম্মিত বা অন্য কোনো ধাতুর পাত্রে রাখা উচিৎ নহে, তবে হুকার তামাক এলুমিনিয়াম পাত্রে বিনা সঙ্কোচে রাখা চলে।

Order Supply এর ব্যবসায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুদাম ও জিনিস প্রেরণের ঘর

কোন কোম্পানীর গুদাম ঘর হইতেই তাহার লাভের ধন উড়িয়া যাইতে পারে। ঘরে মাল কেবল মজুত থাকিলেই হইলনা; উহা যাহাতে চুরি না যায়, তজ্জন্য সতর্ক হওয়াও একান্ত প্রয়োজন, কেননা ব্যবসায়ে চুরি অতি ভয়ানক জিনিস। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক খুঁটি নাটি বিষয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করা চুরি নিবারণের সর্ব্বোত্তম উপায় নহে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, সন্দেহ অবিশ্বাস ও খুঁটিনাটির ফলে ব্যবসায়ে লাভ অপেক্ষা লোকসানের আশঙ্কাই অধিক হয়। অনেক সৎ, এবং কর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মচারী তাহার প্রভুর খিটখিটে ব্যবহার ও অন্যায়আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। ফলে তাহার ব্যবসায়ের জন্য মমতা কমিয়া আসে, এবং একনিষ্ঠ কর্ম্মের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় আর আগ্রহ থাকেনা। যে সব কর্ম্মচারীর চরিত্রবল খুব দৃঢ় নয়, তাহারা এমনও মনে করিতে পারে যে প্রভু যদি বিশ্বাসই না করে, তাহা হইলে আর সাধু সাজিয়া কি লাভ? সুতরাং তাহারা প্রভুর জিনিসের জন্য আর মমতা দেখাইবার আবশ্যকতা বোধ করেনা এবং প্রয়োজন মত জিনিস সরাইতে দ্বিধা বোধ করেনা।

এই জন্য ব্যবসায়ে সততা ও কর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইলে কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় বিশেষ বিবেচনা করিতে হয়। ভাল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারিলেই তাহারাই কোম্পানীর উন্নতি সাধনের প্রণালী অবলম্বন করিতে এবং চৌর্য্য প্রভৃতি নিবারণে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করিবে। এজন্য ব্যবসায়ীর নিরর্থক ভাবিয়া মরিতে হইবেনা। একজন ভাল কর্ম্মচারীকে সকল অসৎ কর্ম্মচারী ভয় করে।

কিন্তু চুরি নিবারণের উপরেও জিনিস পাঠাইবার প্রণালী নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। কতটা মাল পাঠানো হইল, কিরূপে কত সময়ে প্যাক্ করা হইল, ইত্যাদির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে সব বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে কাজ ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়। এজন্য বিশেষ জরুরী সময় ব্যতীত সদর রাস্তায় বাহির হইবার একাধিক দ্বার খোলা রাখিতে নাই। কল্‌কারখানা বা ফ্যাক্টরীতে এক দরজা দিয়া প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া বিধেয়। গুদামে প্রচুর স্থান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে মালগুলি কোন্‌টা কোথায় রহিয়াছে, তাহা সহজেই চোখে পড়ে; একটার পিছনে আর একটা কোন রকমে ঠাসাঠাসি বা আড়াল করিয়া রাখার প্রয়োজন হয়না। যে সকল জিনিস বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাকে অসম্পূর্ণ মাল হইতে পৃথক করিয়া রাখিবে। একই স্থানে সম্পূর্ণ তৈরী এবং অসম্পূর্ণ তৈরী জিনিস রাখা উচিত নহে। ধরা যাউক, আপনি চায়ের কারবার করেন। বড় বাক্সের একসঙ্গে অনেক পরিমাণ চা কিনিয়া, উহা এক পাউণ্ড, আধ পাউণ্ড করিয়া টিনে

ভরিয়া বিক্রয় করা আপনার ব্যবসা। এখন যদি প্যাক্ করা টিনগুলি আপনি প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে পৃথক করিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে কে কত কাজ করিল, কত সময়ে করিল ইত্যাদি অতি সহজে ধরা যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, কে কত যত্নের সহিত প্যাক্ করে, কাহার প্যাকিং সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তাহাও অনায়াসে স্থির করা যায়। ধরুন, পঞ্চাশ মণ চা প্যাক্ করিবার জন্য আপনি প্যাকিং ঘরে পাঠাইয়া দিলেন; তখন সেখানে একটুও চা ছিলনা। আপনার দশজন লোক খাটিতেছে। এই পঞ্চাশ মণ প্যাকিং শেষ হইতে যখন আর মাত্র একমণ বাকী তখন হয়তো পুনরায় চা না আনিলে দুই জন লোককে দশ মিনিট বসিয়া থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে দশ মিনিট বসাইয়া রাখিয়াও যে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট 'চা' প্যাকিং শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত নূতন চায়ের বস্তা ঘরে আনা উচিত নহে। কারণ অসম্পূর্ণ কাজ বিশৃঙ্খল ভাবে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়া আবার কাজ আরম্ভ করিলে মোটের উপর লোকসান হয় অনেক বেশী।

এই কারণে, একটি কাজ এক সময়ে শেষ করাই সরবারাহ ব্যবসায়ের মূল নীতি। যাহার হাতে জিনিস আসে অথবা যাহার হাতে যায় বা প্যাকিং হয় তাহাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাখা আবশ্যক। ডাকে যে সব জিনিস যায়, তাহার অবশ্য স্বাক্ষর রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু যে কর্ম্মচারী ডাকে দিতে যায়, তাহার স্বাক্ষর লওয়া একান্ত আবশ্যক।

যত অধিকবার সম্ভব মজুত মালের হিসাব লইবে। যেখানে সব জিনিস প্যাক করা অথবা আলাদা সাজানো থাকে, তাহা মোটামুটি গণিয়া যতগুলি প্যাকেট বিক্রয় হইয়াছে তাহার সহিত যোগ দিলেই বিক্রীত ও অবিক্রীত মালের একটা বাকী মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাইবে। যদি জায়গা থাকে, তাহা হইলে আর একটি ভাল উপায় আছে। একখানি ঘর অথবা চারিদিকে ঘেরা খানিকটা স্থান মাল পাঠাইবার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। সেখানে জিনিস পাঠাইবার জন্য যাহা আবশ্যক যথা—প্যাকিং, লেবেল লাগানো, ঠিকানা লেখা ইত্যাদি সেই ঘরে চলিবে। দিনান্তে সেখানে যাহাতে একটি জিনিসও পড়িয়া না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।

হিসাব

হিসাব সকল ব্যবসায়ের প্রাণ। উপযুক্তরূপ হিসাব না রাখিলে সব ব্যবসায়ই নষ্ট হইয়া যায়। অনেক দোকানী এজন্য গভীর রাত্রি জাগিয়াও হিসাব মিলাইয়া রাখে। এক পয়সার হিসাব মিলাইতে দুই পয়সার তেল পুড়াইতে লোকসান মনে করেনা।

আমাদের একটা প্রধান দোষ যে আমরা একখানি খাতা হইতেই সকল বিষয়ের হিসাব বাহির করিতে চাই, একাধিক হিসাবের বই লিখিতে আমাদের আলস্য বোধ হয়; কিন্তু ব্যবসায়ের পথে ইহা বড়ই মারাত্মক। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক বই ও আলাদা হিসাব থাকা আবশ্যক। নতুবা একই খাতার মধ্যে বহু বিষয়ের হিসাব রাখিয়া অনেক সময় গোলমাল হইবার আশঙ্কা থাকে। সরবরাহ ব্যবসায়ে সোজা প্রণালীতে যাহাতে স্পষ্ট হিসাব রাখা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

সাধারণতঃ দুই প্রকারে সরবরাহকার্য্য হইয়।

থাকে। সুতরাং তাহাদের হিসাবের আলোচনাও পৃথক ভাবে হওয়া আবশ্যক।

(১) নগদ দামে সরবরাহ।

(২) বাকী সরবরাহ।

নগদ মূল্য অগ্রিম লইয়া মাল প্রেরণে কোন চিন্তা ভাবনা বা হিসাবের গোলমালের আশঙ্কা নাই। মাল পাঠাইবার পূর্ব্বেই যদি জিনিসের দাম আদায় করা যায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ের বহু ঝঞ্ঝাট ঘুচিয়া যায়।

বাকী প্রথায় মাল প্রেরণের পূর্ব্বে জিনিসের সমুদয় টাকা একসঙ্গে পাওয়া যায় না। কতক টাকা অগ্রিম লইয়া জিনিস পাঠাইতে হয়, তৎপরে কিস্তি হিসাবে বাকী টাকা পরিশোধ করা হয়।

প্রত্যেক নগদ হিসাবের খাতাতেই দুটি ভাগ করিতে হয়। উহার একভাগে প্রত্যহ জমার তারিখ ও অঙ্ক এবং অপরভাগে খরচের তারিখ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে লেখা আবশ্যক। টাকা পয়সা যাহাকিছু আয় বা ব্যয় হউক, তাহা এই খাতায় তুলিতে হইবে।

প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়েই নানাপ্রকার খরচ আছে। ডাকটিকেট, ষ্টেশনারী দ্রব্য, এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যে অনেক টাকা খরচ হয়। এই সকল খরচের হিসাব সাধারণতঃ একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী রাখিয়া থাকেন। এজন্য তাহার নিকট বিশ পঁচিশ বা এইরূপ কিছু টাকা গচ্ছিত থাকে। এই টাকাটার অধিকাংশ যখন খরচ হইয়া যায়, তখন আবার কিছু টাকা দেওয়া হয়। এইরূপ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক হিসাবে তাহার নিকট কিছু টাকা জমা রাখিতে হয়। সাধারণতঃ আফিস-গুলিতে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীটি গাড়ী ভাড়া, ডাকটিকেট, আফিসের খুচরা খরচ প্রভৃতির জন্য ভাউচার দাখিল করে এবং সেই ভাউচার বা রসিদ লইয়া তাহার নিকট কত টাকা থাকে জানিয়া পরে আরও কিছু নগদ টাকা দেওয়া হয়। সমস্ত হিসাবই ব্যাঙ্কের মারফতে চলে বলিয়া এই সকল টাকা চেকে দেওয়া হয় এবং নগদ হিসাবের বইএর খাতায় উহা এক পাশে ব্যাঙ্কের নামে খরচ ও অপর পার্শ্বে জমা লিখিয়া লওয়া হয়।

এইরূপ হিসাবের সুবিধা এই যে অনেকগুলি দেনা পাওনার হিসাব এক সঙ্গে করা যায় এবং অনর্থক অনেকগুলি খাতা ও হিসাবের খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই নীতি অবলম্বন করিয়া ক্যাসবইতে একবার হিসাব তুলিয়া পৃথক পৃথক ভাবে প্রাপ্ত অনেক টাকার অঙ্ক একসঙ্গে মিলানো সহজ হয়।

যেখানে সরবরাহের বড় ব্যবসায় চলে প্রত্যহ খুচরা অল্প অল্প করিয়া অনেক টাকা জমা হয়, অথবা চেকে বা পোষ্টাল অর্ডারে টাকা আদান প্রদান হয়, সেখানে এইরূপ ব্যাঙ্কের মারফতে হিসাব প্রথায় অনর্থক কেরাণীর ঝঞ্ঝাট বহুল পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া সম্ভব।

সাধারণতঃ কোন টাকা পাওয়া গেলেই উহা ক্যাসবইতে জমা করিতে হয়; কিন্তু এই প্রকার ব্যবসায়ে যেখানে ক্রেতার লেজার তৈরীর প্রয়োজন নাই সেখানে দৈনন্দিন হিসাবের বইকেই ক্যাসবই রূপে ধরা যায়। এইরূপ হিসাব রাখা হইলে দৈনিক বইএ দেনা পাওনার হিসাবগুলি যাহাতে স্পষ্ট করিয়া রাখা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। ইহাতে যে টাকা পাওয়া গেল এবং যাহা বিক্রয় হইল তাহার

স্পষ্ট হিসাব ব্যতীত যে সকল জিনিস গ্রাহকের নিকট পাঠানো হইল তাহারও হিসাব পাওয়া যাইবে।

কাহারও মতে দৈনিক হিসাবের বইএর প্রথম ক্যাস কলমে মালের বাবদ যে দাম পাওয়া গেল উহা তুলিবে। প্রত্যেক ডাকের পরে অথবা দিনে একবার এই ঘরটি যোগ দিবে এবং কেবলমাত্র মোট অঙ্কটি দ্বিতীয় কলমে তুলিবে এবং উহা ক্যাস বইএ জমা করিবে।

নিম্নলিখিতরূপে ক্যাস বইএ ইহা জমা করা যাইতে পারে ১৫ই মে প্রাতে ৯টার ডাক, দৈনিক বইএ নগদ—২১২৷৵৬

এই সমুদয় টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিবে।

বিভাগীয় ব্যয়

কেহ হয়তো একাধিক জিনিসের সরবরাহ ব্যবসা করেন এবং তাহার প্রত্যেক বিভাগের হিসাব পৃথকভাবে রাখা আবশ্যক।

ধরা যাউক, এক জন ব্যবসায়ী লোহার যন্ত্রপাতি এবং ফাউন্টেন পেনের ব্যবসা করিতেছে। কোন্ ব্যবসায়ে কত লাভ হইতেছে ইহা দেখা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। অথচ কতগুলি কাজ এক সঙ্গেই করা হয়। ফলে খরচের হিসাবও একসঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে। দুটি জিনিসের একই আফিস, একই গুদাম এবং মাল পাঠাইবার ঘরও এক; কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় পৃথক ভাবে, এবং দুটি জিনিসের বিজ্ঞাপনে দুইটি ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এরূপ স্থলে অতিরিক্ত খাতা রাখার খুঁটিনাটির মধ্যে না যাইয়া কিরূপে হিসাব পরিষ্কার রাখা যায়? সরবরাহ ব্যবসায়ে একাধিক জিনিসের কারবারে নিম্নলিখিত রূপে হিসাব রাখিবে:—

ফার্মের দুইখানি দৈনিক খাতা রাখিবে। দুইখানি খাতা রাখিতে অসুবিধা বোধ হইলে একখানি খাতায় বিস্তৃত ভাবে হিসাবের ঘর রাখিবে। অথাৎ যাহাতে কলম এবং যন্ত্রপাতির আয় ব্যয় পৃথক ভাবে রাখা যায় সেইরূপে ঘর করিবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের হিসাবে এই দুই দফার টাকা একসঙ্গে জমা হইবে। ক্যাস বইখানি উভয় শাখার জন্যই ব্যবহৃত হইবে। হিসাব লেখার সময় নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিবে:—

৯ই মে সকাল ৯টার ডাক...লোহার যন্ত্রপাতি
দৈনিক খাতা-২১০৷৷৬
" " " কলম ৪০৷৴০

হিসাবের বেলায় একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিবে যে উহা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা চাই। যে কোনো সময়ে হিসাব দেখিলেই যেন একটি মাল প্রেরণের সমুদয় ইতিহাস ধরা পড়ে।

চেক এবং নগদ টাকা

যদি খুচরা অল্প অল্প টাকা প্রত্যহ অনেকবার আসে, তাহা হইলে একটি পৃথক খাতায় সে টাকাগুলি কোন্ বাবদে জমা হইল তাহা লিখিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। মণি অর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার, ট্রেজারি নোট প্রভৃতিতে নম্বর কপি করার আবশ্যক নাই, কিন্তু হিসাবের খাতায় মণি অর্ডার, না পোষ্টাল অর্ডার অথবা ট্রেজারি নোটে টাকা পাওয়া গেল তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। চেকে টাকা পাইলে তাহার বিশদ বিবরণ হিসাবের খাতায় উল্লেখ থাকা উচিত। কেননা হয়তো একই অঙ্কের অর্থাৎ পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার অনেকগুলি চেক্ নানালোকের নিকট

হইতে পাওয়া গেল। এইজন্য কাহার কোন্ চেক্ ঠিক রাখিতে হিসাবের খাতায় ব্যাঙ্কারের নাম, শাখার নাম, টাকার অঙ্ক এবং চেকে দস্তখতকারীর নাম উল্লেখ করা আবশ্যক।

ডাক খোলার পরে পত্রের মধ্যে যে সকল টাকার দলিল আসে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তারিখের ষ্ট্যাম্প দিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে আঁটি বাঁধা পোষ্টাল অর্ডারগুলি গুণিয়া পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া উহার মোট কষিয়া দৈনিক বইএর সহিত মিলাইতে সুবিধা হইবে।

তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা

ক্যাসবইএ যে টাকা জমা হইল তাহার মোট অঙ্ক এবং যে টাকা হিসাবে তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইল এই দুই প্রকারের পদ্ধতি হইতেই মোট হিসাবের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যায় এবং যদি বিশেষ কোন টাকা সম্বন্ধে মনে কোন প্রশ্ন উদিত হয়, তবে গ্রাহকের বিস্তৃত হিসাবের খাতা দেখিলেই বুঝা যাইবে। গ্রাহকগণের অর্ডারের পত্র একটি ফাইলে আলাদা করিয়া রাখিয়া দিবে। উহা যেন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। যে পর্য্যন্ত সেই অর্ডার সম্পর্কিত সমস্ত মিটিয়া না যায় সে পর্য্যন্ত উহা নষ্ট করিবে না।

চিঠির বাক্সে সাবধানতা

চিঠির বাক্সে সব সময় তালাচাবি লাগাইয়া রাখিবে এবং বিশ্বস্ত লোকের হাতে উহার চাবি রাখিবে। চিঠির বাক্সের অভাবে অনেক স্থানে পিওনকে দরজা জানালার নীচ দিয়া চিঠি ফেলিতে হয়, এই প্রথা ব্যবসায়ের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ। পোষ্টাফিস হইতে চিঠি পত্র আনা হইলে উহা যেন বিশ্বস্ত লোক দিয়া আনা হয়।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীর মনে রাখা উচিত যে ব্যবসায়ের সাধারণ বিষয়গুলির উপরেও তাহার ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতি এবং সুনাম দুর্নাম বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

সামান্য অসতর্কতায় অনেক ক্ষতি হইতে পারে। যে লোক চিঠির মধ্যে অগ্রিম টাকা (বা চেক্) পাঠাইয়াও যথাসময়ে তাহার জিনিস পায় না, সে বড় ভয়ানক সমালোচক হয়। একখানা ট্রেজারি নোটের পরিবর্ত্তে দুইখানা দেওয়ার ভুল ত্রুটি মানুষ ক্ষমা করে, কিন্তু টাকা পাঠাইয়া জিনিস না পাইলে অথবা বিলম্বে পাইলে তাহার ত্রুটি ক্রেতাগণের নিকট অমার্জ্জনীয়। সামান্য অসতর্কতা অথবা সামান্য ত্রুটিতে ব্যবসায়ের অবর্ণনীয় ক্ষতি হইতে পারে। সাধারণ ব্যাপারে একটু এদিক ওদিক হইলে ক্রেতাগণ ব্যবসায়ীকে চোর জুয়াচোর বলিতে ছাড়ে না। যে ব্যবসায়ী মাল প্রেরণে বিলম্ব করে না, যাঁহার জিনিসে ফাঁকি নাই অথবা যে দরে ঠকায় না তাহার ব্যবসায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই এ সকল বিষয়ে অনাবশ্যক বিলম্ব নিবারণ করা যায়। সাধারণের টাকা লইয়া যেখানে কারবার সেখানে খবরের কাগজের অফিস অতিশয় সাবধান। কেননা তাহারা প্রশংসা ও সুনামের মূল্য জানে। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এবিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

বিশ্বস্ত কেরাণী

চিঠিপত্র দায়িত্বশীল লোক দিয়া খোলাইবে যে লোক সাবধানী নহে, অথবা যাহার দায়িত্ব বোধ অল্প তাহাকে কিছুতেই ডাকের চিঠিপত্র খুলিতে দেওয়া উচিত নহে। টাকাকড়ি চিঠি

পত্র পাঠাইবার সময়েও বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। জনসাধারণের সামান্য অসতর্কতার ফলে মালিকের নিকট যথাসময়ে জিনিস পৌঁছে না। ঠিকানা লিখিতে ভুলিয়াছে বা ভুল করিয়া লিখিয়াছে এরূপ বহু চিঠিপত্র ডেড্ লেটার অফিসে প্রতিদিন জমা হইয়া থাকে।

বড় কারবারের বেলায় সামান্য অসতর্কতায় ভয়ানক লোকসান হইতে পারে। তাড়াতাড়ি করিতে যাওয়াতেই এই প্রকার হইয়া থাকে। কাহারো নিকটে হয়তো পাঁচ শত টাকা পাওনা আছে। সে তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিয়া দিল "সমুদয় পাওনা শোধ" বাবদ ৩০০৲ টাকা দেওয়া হইল। অত কথায় লক্ষ্য না করিয়া উহাতে দস্তখত দিয়া রাখিয়া দিল। তারপর তাহার হিসাবে উক্ত টাকা জমা দিতে গিয়া দেখা গেল যে তাঁহার নিকট দুই শত টাকা বাকী থাকিতেই ভুলে সমুদয় পাওনা মিটমাটের রসিদ দেওয়া হইয়াছে। যদি গ্রাহক একটু দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং এই ভুল অস্বীকার করিয়া তাহার রসিদের প্রমাণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলিল রূপে দেখাইতে চাহে তাহা হইলে কোম্পানীর লোকসান ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সামান্য একটু ত্রুটির জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক লোকসান হওয়াও অসম্ভব নয়; সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই সাবধানতা আবশ্যক।

অনেক সময়ে কোন টাকা ফেরৎ দিতে হইলেও উহা কোম্পানীর নিজ চেকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। তাহা হইলে হিসাবে আর গোল হইবার আশঙ্কা থাকে না।

নিম্নলিখিতরূপে হিসাব রাখিবে:—

তারিখ	নং	নাম	ঠিকানা	প্রাপ্ত টাকা	মোট	কাহার দ্বারা পরীক্ষিত	তাং	ক্যাস বই ফলিও	কার্ডে চ	নগদ ফেরত

উপরে হিসাব লেখার একটি সাধারণ আদর্শ দেখান হইয়াছে। প্রয়োজন বা সুবিধা মত যাহার যেরূপ ইচ্ছা বদলাইলেও ক্ষতি নাই। যদি কাহারও দোকানে কেহ বিশেষ নূতন ধরণের কোন হিসাব দেখিয়া থাকেন বা সেইরূপে হিসাব লেখাই যদি সুবিধাজনক মনে হয়, তিনি সেই প্রকারেই হিসাব রাখিতে পারেন।

প্রত্যেক অর্ডারের উপর একটি আলাদা নম্বর দেওয়া সুবিধাজনক। দৈনন্দিন হিসাব বহিতে যেরূপভাবে অর্ডার জমা দিবে সেইরূপ এক দুই তিন করিয়া নম্বর দিতে থাকিবে। প্রত্যেক নম্বরের নীচে দাগ দিয়া রাখিবে।

প্রত্যেক ডাকের পরে অথবা প্রত্যেক দিনের শেষে ক্যাস কলম যোগ দিবে; অর্থাৎ ক্যাসবইতে হিসাব তুলিবার সময় অঙ্কগুলি যোগ দিয়া তুলিবে। এই মোট অঙ্কগুলি আবার দ্বিতীয় কলমে তুলিবে এবং ইহা এক সপ্তাহ, এক মাস বা ৬ মাস পর্য্যন্ত কেবল যোগ দিয়া যাইবে।

পরবর্ত্তী দুই কলম অর্ডারি জিনিস পাঠানো শেষ করার হিসাব ঠিক রাখার জন্য। ইহা দ্বারা মাল কে এবং কবে প্রেরণ করিল তাহা জানা যাইবে এবং সব দেনা পাওনার হিসাবই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখিবে। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা কার্ডে নম্বর দিয়া রাখিবে। ক্যাস কলমের শেষ ঘরটি, যে টাকা ফেরৎ দিতে হইল তাহা তুলিবার ঘর। যাহাদের টাকা ফেরৎ দিবার কোন কারণ ঘটে না তাহাদের এ ঘর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। মূল ক্যাসের জমা কখনই কাটিবে না। লাল কালীতে ফেরৎ ঘরে স্পষ্ট করিয়া ফেরতের কথা লিখিবে।

বাকী ও তাগিদের অতীত হিসাব

কোন কোন সরবরাহ ব্যবসায়ী তাঁহাদের গ্রাহকগণকে বাকীতে মাল দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবসায়ে মাল নিবার সময় গ্রাহককে এক কিস্তী টাকা দিতে হয়, পরে পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক বা যান্মাসিক কিস্তীতে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিতে হয়। সাধারণতঃ মাসিক কিস্তীতেই চুক্তি হইয়া থাকে। কেহ কেহ নগদ কোন টাকা না লইয়া একেবারেই বাকীতে জিনিস দিয়া থাকেন। আমেরিকায় এইরূপ প্রথার প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

বাকীর কারবারে আলা কার্ডে হিসাব না রাখিয়া লেজার বইতে হিসাব রাখিবে। বইএ লেখা জিনিস স্থায়ী হয় এবং তাহা হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অল্প। লেজারের হিসাব এমন হইবে যে দেখামাত্রই হিসাবের অবস্থা কি বুঝা যাইবে। যাহারা হিসাব রাখিতে পাকা ওস্তাদ তাহারা লেজার দেখিয়াই চটপট হিসাবের অবস্থা বুঝিতে পারে। নিম্নে বাকী হিসাব রাখার একটী প্রণালী প্রদর্শিত হইল।

.মহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

১৭নং পুরাণ বাজার, ঢাকা

তারিখ	জিনিস	ফলিও	টাকা আ পা	টাকা দিবার তারিখ	প্রাপ্য কিস্তির তারিখ	কিস্তি	ফলিও	প্রাপ্ত টাকা
১৯৩০ ১৭ই জুন	মোহিনী ফ্লুট হারমোনিয়াম	২৪৭	৪৮	১৭ই জুন	১৭ই জুন	১	১	৪
				২৫শে জুলাই	,, জুলাই	২	৬৮	৪
					,, আগষ্ট	৩	৯৩	৪
				১৮ই সেপ্টেম্বর	,, সেপ্টেম্বর	৪	×	
					,, অক্টোবর	৫	১১৫	৮
				৪ঠা ডিসেম্বর	,, নভেম্বর	৬		
					,, ডিসেম্বর	৭		
					১৯৩১ ,, জানুয়ারী	৮		
					,, ফেব্রুয়ারী	৯		
					,, মার্চ্চ	১০		
					,, এপ্রিল	১১		
					,, মে	১২		

উপরিলিখিত হিসাব দেখিলেই গ্রাহকের নিকট কত পাওনা এবং কত দেওয়া হইয়াছে প্রভৃতি একই সময় সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়িবে। টাকা দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট তারিখ এবং যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার তারিখ কাছাকাছি থাকায় বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়াই কত টাকা বাকী পাওনা রহিয়াছে ধরা যায়। এইরূপে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাবের খতিয়ানের দিকে চাহিলে দেখা গেল যে মোটের উপর দুই কিস্তী টাকা বাকী পড়িয়াছে। তখন এই টাকা আদায়ে অথবা গ্রাহকের নিকট হিসাব দিতে পুনরায় সকল কাগজ ঘাঁটাইয়া লেখার প্রয়োজন হয় না। কার্ড প্রথায় হিসাব রাখিলে উপর হইতে মনে হয় যেন উহাই সহজ, কিন্তু আসলে তাহা নয়। লেজারই প্রকৃতপক্ষে আর্থিক অবস্থার প্রধান পরিচয়; সুতরাং লেজার বইতেই এমনভাবে সব হিসাব লিখিয়া রাখা আবশ্যক যেন উহা খুলিলেই প্রত্যেক হিসাব পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়।

পাওনা হিসাব

পাওনা হিসাবের বইখানি একটি বড় লম্বা সরু খাতায় হইবে। উহার মধ্যে লেজার বইএর পৃষ্ঠার নম্বর উল্লেখ করিয়া সেই বইএ যে গ্রাহক টাকা বাকী ফেলিয়াছে এবং যাহাকে তাগিদ দিতে হইবে, তাহাদের হিসাব লিখিয়া রাখিবে। সপ্তাহের মধ্যে একবার এই খাতা হইতে যদি কোন টাকা আদায় হইয়া থাকে, তাহা লেজার বইএ তুলিবে এবং যে কিস্তীর টাকা পাওয়া গেল সেই কিস্তীটি খাতায় কাটিয়া রাখিবে।

প্রত্যেক মাসে অথবা অনুরূপ সময়ের মধ্যে একবার করিয়া লেজার বই ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। তারপর যাহার নিকট যাহা পাওনা তাহা ছোট হিসাবের খাতার উপরে তারিখ দিয়া লিখিবে। এইরূপ করার পরে

পূর্ব্ব তালিকার সহিত সেই হিসাব মিলাইয়া দেখিবে, এবং নূতন তালিকায় একটি × চিহ্ন দিয়া রাখিবে। যদি লেজার হিসাবের সহিত উহা একবার মিলানো হইয়া থাকে তবে একটি, দুইবার মিলানো হইয়া থাকিলে দুইটি এইরূপ যতবার মিলাইয়া দেখা হইবে, ততবার ততটা × চিহ্ন দিবে। একবার নূতন তালিকা তৈরী এবং পরীক্ষা হইয়া গেলে উহা পুনরায় ঘাঁটাইবার আবশ্যকতা নাই। কেননা নূতন খাতাতেই কে কত খারাপ বা ভাল গ্রাহক তাহা বুঝা যায়।

লেজার বই হিসাবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরকারী সুতরাং হিসাব-রক্ষক যত অধিকবার সম্ভব এই খাতাখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। অধিক টাকার বাকী জিনিস দিতে হইলে ক্রেতার অবস্থা জানা আবশ্যক; ইহার জন্য খুব পাকা লোক চাই।

ক্রমশঃ

লেবুর ব্যবসায়

ভারতবাসীর নিকট আর অধিক করিয়া লেবুর পরিচয় দিতে হইবে না। লেবু অনেক প্রকারের আছে (১) পাতি লেবু, (২) কাগজি লেবু (৩) বাতাবি লেবু, (৪) কমলা লেবু প্রভৃতি। আজ আমরা প্রথম দ্বিতীয় প্রকার লেবুর কথা বলিব। আমাদের দেশে ছোট আকারের এক প্রকার লেবু আছে, তাহার মত টক দ্রব্য খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে যে Lime tree বলিয়া শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র লেবু জাতীয়। ইউরোপে ইহাকে Linden tree ও আমেরিকায় Basswood কহে। বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে এই Lime কথার বেশ মিল আছে। আবার Lime কথাটী ফরাসী ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে, french Limu, a lemon। অতএব Limu হইতে লেবু ও Lime কথার উৎপত্তি হইয়াছে, এই তিনটি একজাতীয় শব্দ ও অর্থও এক।

এই ক্ষুদ্রজাতীয় লেবু গাছে তিন বৎসর হইতে না হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। অনেক গাছে মাটীর দোষে পাঁচ বছরের কমে ফল ধরে না। কেহ কেহ বলেন, এই লেবু গাছ ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক হইলে হাজার লেবু প্রসব করে, এবং গাছ পূর্ণ বয়স্ক হইলে তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজার ফল দান করিতে দেখা যায়। ৪৩ হাজার ৫ শত ৬০ বর্গ ফুট জমিতে এই প্রকার গাছ রোপন করিলে অনেক লেবু পাওয়া যায়; অনুমান বার্ষিক দেড় শত হইতে দুই শত ঝুড়ি লেবু ফলিতে পারে। তাহার এক একটী ঝুড়িতে লেবুর ছোট বড় আকার অনুসারে ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত লেবু পাওয়া যায়। এক্ষণে পাঠকগণ বুঝুন, সামান্য এক টুকরা জমিতে বার্ষিক কত লেবু জন্মে। লেবু গাছের চাষ করিতে হইলে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। অনেকের ধারণা যে, অধিক ফল পাইতে হইলে তাহার মাটি ঢিলা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ও সেই গাছ উত্তম রূপে রোপন করা দরকার। গাছের শিকড়ে যাহাতে মাটির বেশী চাপ না পড়ে, তাহাও আজকালকার মালীরা করিয়া থাকে। এইরূপ করায় গাছ

অনেক সময় সামান্য বাতাস বহিলে বা জল হইলে উল্টাইয়া যায় ও শিকড় বাহির হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে "Nature" পত্রিকায় একটু আলোচনা হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে গাছ রোপন করা উচিত নহে। যাহা স্বাভাবিক-ভাবে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই করা ভাল। নুতন নিয়মে চলিলে গাছের ক্ষতি অনেক, গাছের শিকড় দুমড়াইয়া খুব শক্ত করিয়া মাটী দিয়া ঠাসিয়া নিতে হয়। ইংলণ্ডে বেড্‌ফোর্ড কেম্বি জসায়ার প্রভৃতি স্থানে এই-রূপেই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহাতে শতকরা ৫৯টি গাছ বেশ ভাল হইয়া জন্মিয়াছিল। ২৭টীর বিশেষ কোন উপকার বুঝা যায় নাই ; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, আমাদের পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে গাছ রোপণ করিলেই যথেষ্ট হইল। উহার জন্য আর বিশেষ কোন প্রথা অবলম্বন করা উচিত নহে। তবে জমিতে মধ্যে মধ্যে সামান্য সার দিলেই যথেষ্ট হইবে। অতএব এই লেবুর চাষ করিলে ভারতবর্ষে বিশেষ বাঙ্গলা দেশে যত লাভ হয়, এমন আর পৃথিবীতে কোথাও হইবে না। একটি লোক এই চাসে সামান্য পরিশ্রমে যত লাভ করিতে পারিবে, অপর কোন ব্যবসায়ে অল্প পরিশ্রমে তত লাভ করিতে পারিবে না, ইহা খুব সত্য।

লেবুর তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার খোসা এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে ইহার তৈল বাহির করিবার জন্য স্পঞ্জের উপর ইহাকে হাত দিয়া চাপ দিতে হয়। হাতের চাপের পরিমাণ অনুসারে তৈল কম বেশী হইয়া থাকে। অবশিষ্ট যে খোসা পড়িয়া রহিল, তাহা গরু ভেড়াদির খাদ্য হইল ; যে স্থানে বেশী বৃষ্টি হয় না, তথায় লেবুর রস অধিক হয় এবং তাহা হইতে তৈল কম জন্মে ; যে জায়গায় বৃষ্টি অধিক হয় তথায় লেবুর রস কম হয় ও তৈল বেশী পাওয়া যায়। এই কারণে বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানে যথায় বৃষ্টি তত বেশী হয় না, তথায় লেবুর রস খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বোধ হয় সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। হাজারটি পক্ক লেবুর খোসা হইতে ০·৭ হইতে ১·৫ পাউণ্ড লেবুর তৈল পাওয়া যায়। লেবুর খোসাটি ছাড়াইয়া ফেলিয়া নরম কোষ রোলারের মধ্যে ফেলিয়া চাপ দিলে যে লেবুর রস পাওয়া যায়, তাহাকে "মধু রস" কহে। ইহাকে সিদ্ধ করিয়া যখন ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬০° ডিগ্রি হইল, তখন তাহাকে উনান হইতে নামাইতে হইবে। আপেক্ষিক গুরুত্ব কি ?

কোন পাত্রস্থিত তরল অথবা নিরেট দ্রব্য যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে তাহার ভারত্ব জলের জ্ঞাত পরিমিত তাপ ও চাপের সমতুল্য হইলে তাহাকে (সেই ভারত্বকে) সেই দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব কহে। অতএব এই স্থলে লেবুর রসের সঙ্গে জলের জ্ঞাত পরিমিত তাপ ও চাপের যখন সমতা হইবে, তখনই তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করা হইবে। এই আপেক্ষিক গুরুত্ব যখন ৬০ ডিগ্রি হইবে, তখন তাহাকে উনান হইতে নামাইতে হইবে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ৬০ ডিগ্রি কি প্রকারে পরীক্ষা করা যাইবে? Citrometer বা লেবু রসের গুরুত্ব-জ্ঞাপক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। তখন ইহা দেখিতে ঘোর ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট সরবতের মত। তখন ইহাকে "ঘন" লেবুর রস বলে। এখন এই রস হইতে লেবুর দ্রাবক প্রস্তুত তত কঠিন নহে।

লেবুর চাষ বোধ হয় ভারতের সকল জেলাতেই হইতে পারে এবং ইহার ব্যবসায়েও খুব লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এক স্থান

হইতে অন্য স্থানে নৌকা ষ্টীমার, রেলগাড়ী বা অন্য যান যোগে লেবু পাঠাইবার ব্যবস্থাও বোধ হয় করা তত কষ্টসাধ্য নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট এক প্রকার ঝুঁড়ি প্রস্তুত করিয়া এই লেবুর চালান দিলে ইহা শীঘ্র পচিয়া যাইবে না ও দূরদেশে পাঠাইবারও সুবিধা হইবে। এই কলিকাতা সহরে Lemonade প্রস্তুত করিতে রোজ রোজ কত শত লেবুর আবশ্যক হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে Citric acid বা লেবুর আরক দ্বারা কত শত রোগী বাঁচিয়া যায় তাহা এই লেবু হইতেই প্রস্তুত হয়।

বোম্বাই প্রীতি

[শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

আমরা অনেক সময় দোষারোপ করি যে, বঙ্গীয় মুসলমানের জন্ম হয় বাঙ্গলায়, ভাব প্রকাশ করে বাঙ্গলা ভাষায়, কিন্তু অত্যধিক আরব প্রীতিবশতঃ মন ফেলিয়া রাখে আরব ও মিশরে; কিন্তু আমরাও যে সেই দোষে কতকটা দোষী তাহা কি বিচার করি? বোম্বাই কোথায়—কোথায় সে দেশ—কিরূপ নগরী—কিরূপ বসতি তাহা জানি না; সেদেশে কিরূপ লোক বাস করে, তাহাদের চাল-চলন রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ কিছুই জানে না,—তবুও তাহাদের ধারণা—কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই সহর আকৃতিতে বড়, প্রকৃতিতে সম্পদশালী; সেখানকার অধিবাসীরা জ্ঞানে গুণে কলিকাতার তথা বাঙ্গলার অধিবাসীদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যেও অনেকেই বোম্বাইর শ্রেষ্ঠত্বে দ্বিধাহীন। ইহারা বলিতে পারেন না যে বোম্বাইর সহিত তুলনায় কলিকাতার তথা বোম্বাইবাসীর সহিত তুলনায় বঙ্গবাসীর অপকৃষ্টতা কোথায়? কিন্তু বাঙ্গালীরা যে বোম্বাইর সহিত তুলনায় বাঙ্গলার অপকৃষ্টতা মানিয়া লইয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিতেছি।

শীতকালে প্রাতঃকালীন বাজারে প্রচুর পরিমাণে মুলো বিক্রয় হয়। বাজারে যেদিন যে পাইকার ভাল মুলো আনিবে, সেইদিন তাহা বোম্বাই মুলো নাম গ্রহণ করিবে। বোম্বাইমুলো নাম দিলে যেন ক্রেতা সন্তুষ্ট হন।

বর্ষাকালে ইক্ষুদণ্ড বিক্রয়ের বেলাও তাহাই। আঁককে উর্দ্দূভাষায় গেণ্ডারী বলে। ঢাকার গেণ্ডারি প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাজারে বিক্রয় করিতে যাইয়া উহাকে বোম্বাই গেণ্ডারী বা বোম্বাই আঁক না বলিলে ক্রেতার মন উঠে না। আঁকের গুড় বিক্রয়ের সময়েও, যে গুড়ের রং অপেক্ষাকৃত মনোরম এবং যাহাতে বেশ দানা বাঁধিয়াছে, তাহাই বোম্বাই গুড় বলিয়া বিক্রয় হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে হাটে বাজারে বোম্বাই কলা, বোম্বাই লঙ্কা বা মরিচ পর্য্যন্ত দেখা যায়! বড়, ভাল বা নূতন যাহাই বাজারে আসিবে, তাহাই বোম্বাই নাম পরিগ্রহ করিবে।

কলিকাতার বাজারে কিশেনভোগ বাদসাভোগ অপেক্ষা মজঃফরপুর দ্বারভাঙ্গার অপকৃষ্ট আম বোম্বাই নামের মহিমায় ত্রাণ পাইতেছে, ফেরিওয়ালারও দু'পয়সা হইতেছে। কলিকাতাবাসীরা 'বোম্বাই চাদর' কিনিয়া ফেরিওয়ালার নিকট বোম্বাই থাপ্পর খাইতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। মাদ্রাজের দিক হইতে বড় বড় পিঁয়াজ কলিকাতায় আসে, তাহার নাম 'বোম্বাই পিঁয়াজ'। ব্যবহারিক জীবনে যাহা ভাল, তাহাই বোম্বাই। কেহ কাহাকেও ঠাট্টা তামাসা করিয়া বা চতুরতা পূর্ব্বক কোন কার্য্য সম্পন্ন করিলে তাহাকে 'বোম্বাই চাতুরী' বলা হয়।

এই যে অজ্ঞাতসারে নিজের দেশকে ছোট করিয়া বোম্বাইকে বড় করার মনোবৃত্তি, তাহার উৎস কোথায়? এই মনোভাব যে কেবল

শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে। বাঙ্গলা দেশের জলবায়ু ভগবানের অপূর্ব্বদান। বাঙ্গলায় সোণা ফলে, তাহার মধ্যে একটা হইল পাট। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা উত্তম গুণ সম্পন্ন একটী পাটের নামকরণ করিলেন 'কাকিয়া বোম্বাই পাট'—যেন বাঙ্গলার পাটের সহিত বোম্বাই নাম যুক্ত না হইলে, সে জাতে উঠিতে পারিত না।

বঙ্গদেশে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য বহুদিন হইতে নানাপ্রকার শিশুতোষ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। উহাদের মধ্যে অধুনা লুপ্ত একখানার নাম ছিল 'মুকুল'; তাহাতে বাঙ্গলার শিশুদের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে 'বোম্বাই কীল' নামক গল্পের অবতারণা করা হইয়াছিল।

ভারতের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্শীদের নাম উল্লেখযোগ্য। পার্শী মহিলাদের পরিধেয় শাড়ী পার্শী শাড়ী নামে পরিচিত। ক্রেতাসাধারণের তৃপ্তি হয়না বলিয়া পার্শী শাড়ী নাম বদলাইয়া বোম্বাইশাড়ী নাম গ্রহণ করিয়াছে। যত বিদেশী রেশমী বস্ত্র নামের মহিমায় এই দেশে ত্রাণ পাইতেছে।

আমাদের দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত খাটের চারি কোণের দণ্ড চারিটী কিছুদিন ব্যবহারের পর ঢিলা হইয়া যায় বলিয়া, উহার প্রতীকারার্থে দি ষ্টাণ্ডার্ড কেবিনেট কোম্পানী ১৯১৬সনে নূতন নক্সার মাঝে ডাণ্ডাওয়ালা খাটের প্রবর্ত্তন করেন। ইংরেজের ক্যাটালগের অনুকরণে প্রস্তুত তাহারা ইহাকে ইংলিশ বেড বলিতেন। কিন্তু বাজারে পরিচিত হইল 'বোম্বাই খাট' বলিয়া। শুধু খাট নহে একপ্রকার আয়না দেওয়া আলমারী এবং খেলো সেক্রেটারিয়েট টেবিল বোম্বাই নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

বোম্বাই নামের মহিমা প্রচার করিবার উপযুক্ত স্থান প্রবাসী নহে, কিন্তু বাঙ্গালী যে নিজের ঘরে কাঙ্গাল হইয়া পরের গর্ব্ব প্রকাশ করে তাহার কারণ অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই প্রবাসীর শরণ লইতেছি।

শুধু সাধারণের ভিতর দিয়াই যে এই অসাধারণ দৈন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। আত্মভোলা বাঙ্গালীর দুয়ারে যখন যে অতিথি আসিয়াছে, বাঙ্গালী তাহাকেই হৃদয়ে স্থান দিয়া আপন যথা-সর্ব্বস্ব দিয়াই করিয়াছে। যদি অতিথি-সৎকার-রূপ পরম পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা বাঙ্গালী অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিতে চায়, তবে আমার এই আলোচনার প্রয়োজন নাই। আর যদি ব্যবহারিক জগতে অপর জাতির সহিত পৃথিবীতে তাহার সত্তা বজায় রাখিয়া বাড়িয়া উঠিতে চায়, তবে এখনই ভাবা উচিত, এই তোমারই প্রীতির উৎস কোথায়, এবং এই প্রীতির টানে আমরা কোথায় যাইতেছি!

হাটে পণ্য নিয়া ব্যাপারী, পাইকার উপস্থিত, দশ জন বাঙ্গালী মহাজনও আছেন, যেই একজন বম্বেওয়ালা উপস্থিত হইল, অমনি সকলে যাইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, যেন "শরণ-মণি"

অপ্রত্যাশিত কারণে চাউলের মূল্য হঠাৎ দুই আনা বৃদ্ধি পাইল—কোন কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইলনা, বাজারে রটিল, 'বম্বেওয়ালা "কাটা দিয়াছে" (বড় কাটায় মাপাকে সাধারণ কথায় কাটা দেওয়া বলে)। আবার যেদিন চাউলের মূল্য পড়িয়া গেল, সেদিনও অনুরূপ প্রচার হইল, 'বম্বেওয়ালা থামনা'।

প্রকৃত সংবাদ নিলে দেখা যাইত, এই হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত বম্বেওয়ালার কোন সম্বন্ধই ছিল না।

দেশে একটী প্রবাদ আছে "গেঁয়োযোগী ভিক্ পায়না।" এই প্রবাদটী বাঙ্গালী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে। বাঙ্গলার শিক্ষিত জনসাধারণ বৎসরে ক্রোড়াধিক টাকা জীবন-বীমার প্রিমিয়াম বম্বেতে পাঠাইয়া সেখানকার টাকার বাজার ঠাণ্ডা রাখেন। পক্ষান্তরে বম্বেওয়ালা বাঙ্গলায় আসিলেই তাহাকে আমরা ধনী বলিয়া সেলাম করি—সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াই, যেন আমরা নাবালক শিশু।

আজ সারা ভারতে জাগরণের যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়, বোম্বাই পরে জাগিয়া আগে উঠিল। বর্ত্তমানের আন্দোলনে জেলে গেল বাঙ্গালী যত, নাম হইল বোম্বাইর। রাজনৈতিক ব্যাধিতে বাঙ্গলার নেতারা প্রয়াগ-তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিয়া 'বোম্বাই দাওয়া' নিয়া আসেন। প্রবাদ আছে, 'নেচেমরে নরসিংহ, চৈতে চিড়ে যায়' বাঙ্গালীর ভাগ্যেও তাহাই। আজ পঁচিশ বৎসরের সাধনা, বহু প্রাণ দান, অশেষবিধ ত্যাগ দ্বারা যে আন্দোলনকে সাফল্যের পথে আনিল, ফলপ্রাপ্তির সময় ভাগ বাটোয়ারার সময় তাহার স্থান কোথায়? বাঙ্গালী এতদিন ইংরেজের নিমক খাইয়াছে, এখন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র সভায় বোম্বাইর নিমক খাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে,—হায় অদৃষ্ট! বাঙ্গালীর এই অস্বাভাবিক দৈন্যের উৎস কোথায়—সুধীবৃন্দ ভাবুন।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নান। দেশের ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয়ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এইসকল বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; **নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।**

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৮। Indian Trade Journal হইতে যে সকল enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের কাগজের নামোল্লেখ করতঃ ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journal এ এই enquiryর কথা কত নম্বর enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন; নচেৎ কোনও জবাব পাইবেন না।

Director of Commercial Intelligence
I Council House Street,
Calcutta

(৭ই মে'র ইণ্ডিয়ান ট্রেড্‌জার্ণাল হইতে গৃহীত ।

আমাজোনাইট, বেরিল (মরকত মণি) ও টার্কুইস

(v-22) অমৃতসরের (পাঞ্জাব) একটি ফার্ম আমাজোনাইট, বেরিল এবং টার্কুইসের সরবরাহ কারীর ঠিকানা চাহেন।

নারিকেলের মাখম
(coco butter)

(v-23 নদীয়া জিলার (বাঙ্গলা) জনৈক পত্রলেখক ভারতবর্ষে নারিকেলের মাখম সরবরাহকের সন্ধান চাহেন।

টুকরা ধাতু (Scrap metal)

(v-24) হ্যামবার্গের (জার্ম্মাণী) একটি ফার্ম ভারতে টুকরা ধাতুর রপ্তানী কারক যাহারা জার্ম্মেণীতে বিক্রয়ের এজেন্ট চাহেন, তাহাদের সন্ধান চাহেন।

টিন ও তামার অসংস্কৃত খনিজ ধাতু

(v-25) হ্যামবার্গের একটি ফার্ম ভারত হইতে টিন ও তামার অসংস্কৃত ধাতুর রপ্তানী কারকের ঠিকানা চাহেন।

[১৪ই মে'র ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

চূর্ণ মার্ব্বেল (Dolomite)

(v-26) স্থানীয় একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভারতে চূর্ণ মার্ব্বেল বা dolomite এর খরিদ্দার চাহেন।

আপরং (Dragon's Bloods)

(u-27) দিল্লীর একটি প্রতিষ্ঠান আপরং সরবরাহ কারীর ঠিকানা চাহেন। ইহার ইংরেজী নাম Dragon's Blood.

জঙ্গলী পিঁয়াজ

(v-28) মুলতানের জনৈক পত্রলেখক জঙ্গলী পিঁয়াজ ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহেন।

Marking nut

(v-29) বোম্বাইএর একটি প্রতিষ্ঠান Marking nut এর খরিদ্দার চাহেন।

মোহাই এর পাকানো সুতা

(v-30) স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান বেল্ট তৈয়ারের জন্য মোহাইএর পাকানো সূতার সরবরাহকারীর সন্ধান চাহেন।

হাঙ্গরের চামড়া

(u-31) বোম্বাইএর একটি প্রতিষ্ঠান লবণে ভিজানো হাঙ্গরের চামড়া বিক্রেতার সন্ধান চাহেন।

[২১শে মে তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

লাল অক্সাইড অব আয়রণ

(U-32) মধ্য প্রদেশান্তর্গত নরসিংপুরের জনৈক পত্র লেখক ভারতবর্ষে লাল অক্সাইড অব আয়রণের খরিদ্দার চাহেন।

পরিত্যক্ত রেশম

(U-33) সালেমের (দক্ষিণ ভারত) একটি ফার্ম্ম পরিত্যক্ত রেশমের ক্রেতা চাহেন।

সাবান

(U-34) স্থানীয় একটি সাবান তৈরীর কারখানা সাবানের খরিদ্দার চাহেন।

টার্কি লাল তেল
(TARKEY RED OIL)

(U-35) স্থানীয় একটি ক্যাষ্টর অয়েল প্রস্তুত কারক উক্ত তৈল ক্রেতার ঠিকানা চাহেন।

[২৮শে মে'র ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

কয়লা

(U-36) উড়িষ্যার অন্তর্গত রজত গড়ের জনৈক পত্র লেখক চার কোল কয়লার খরিদ্দার চাহেন।

ত্রিপর্ণ

(U-37) মান্দ্রাজের একটি প্রতিষ্ঠান ত্রিপর্ণ, ট্রিফোলিয়াম, বা চিৎবট্টো সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

হরিণের শিং

(U-38) ধেনকল (উড়িষ্যার) জনৈক পত্র লেখক হরিণের শিং ক্রেতার ঠিকানা চাহেন।

[৪ঠা জুনের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

আকন্দ তুলা

(U-39) স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান পাইকারী আকন্দ তুলা সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

BERYL মণি

(U-40) স্থানীয় একটি ফার্ম্ম মরকত মণি বা Beryl সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

ইসফগুল

(U-41) স্থানীয় একটি ফার্ম্ম ইসফগুলের পাইকারী সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

কমলার খোসা

(U-42) অমৃত সরের (পাঞ্জাব) জনৈক পত্রলেখক কমলার খোসার ক্রেতা চাহেন।

বাজার কৃষি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে নানা-দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বাজার কৃষিকে যাহারা জীবিকার্জ্জনের অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকেও নানাদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল ক্ষেতে ভাল ফসল ফলাইলেই হইল না; উহার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া চাই। বাজারে প্রতিযোগিতার অন্ত নাই। সকলেই যে যাহার জিনিস চালাইয়া অধিক মূল্য পাইবার চেষ্টা করে। সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজের জিনিস চালাইয়া উহার উপযুক্ত মূল্য আদায় করা খুব সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষ দালাল ফড়িয়া প্রভৃতি যেখানে সর্ব্বদা জিনিসের দাম কমাইয়া নিজের লাভ বাড়াইতে ব্যগ্র, সেখানে দর সম্বন্ধে সতর্ক না থাকিলে কৃষি ব্যবসায়ীর পদে পদে ঠকিবার আশঙ্কা থাকে।

ব্যবসা লইয়া পরখ চলে না। যে ফসলের কৃষি করিবে তাহা যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। কৃষির ফাঁকে ফাঁকে যখন সম্ভব পরখ করা যাইতে পারে কিন্তু গোটা ব্যবসায় লইয়া পরখ চলে না। বেগুন, আলু, কপি, মূলা প্রভৃতি কত বড় জন্মান যায় অথবা কত সের ভারী করা যায় সে সব বিষয়ের পরখ যাহারা বীজ বিক্রয় করে, তাহারা করিবে কিন্তু যাহারা কৃষি করিবে তাহারা প্রধানতঃ তাহাদের মাল ভাল ভাবে বাজারে চালাইবার চেষ্টা করিবে।

অনেকে ভবিষ্যৎ কৃষির জন্য নিজের ক্ষেত্র হইতেই বীজ রাখিয়া থাকেন। বীজের জন্য খুব ভাল ফুল বা ফল বাছিয়া রাখিতে হয়। যে ফসল আগে জন্মে এবং যাহা খুব বড় হয় তাহা হইতেই বীজ রাখা কর্ত্তব্য। ধরা যাউক, কেহ কপির চাষ করিতেছে। সে আগামী বৎসরের জন্য কোন্ কপির বীজ রাখিবে? যে কপি বাজারে প্রথম চালানো যায় তাহার মধ্য হইতে খুব ভাল এবং বড় দেখিয়া কয়েকটি কপিতে দাগ দিয়া রাখিবে। উহার বীজ আগামী বৎসরের চাষের জন্য রাখিবে। সকলের আগে বাজারে যাহারা ফসল দিতে পারে, তাহারাই লাভ পায় বেশী। প্রথম প্রথম যে ফল মূল বাজারে উঠে, তাহার জন্যই ক্রেতাগণের নিকট অধিক দাম পাওয়া যায়। এই কারণে ফসল পাকানো অথবা বড় করার জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে প্রথম উঠার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে যাহাতে ফসল বিক্রয় করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। হয়ত কাঁচা কুমড়া বা শশার দাম পাকা কুমড়া এবং পাকা শশার দাম অপেক্ষা বেশী; তখন ঐ সকল ফসল পাকাইবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে নাই। আজ কাল দেখা যায় অনেক স্থানে ঝুনো নারিকেল অপেক্ষা ডাবের দাম বেশী। প্রথম যখন কাঁচা আম টকের জন্য বাজারে উঠে তখন যে দাম পাওয়া যায়, পাকা আমে হয়তো তত দাম পাওয়া যায় না। কাজেই বাজার-

কৃষি যাহাদের জীবিকার্জ্জনের উপায় তাহাদের অধিক দাম পাইবার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সময়ের পূর্ব্বে একটি ফসল বাজারে দিতে পারিলে ফসলের সময়ের দামের অন্ততঃ দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যায়। বাজার কৃষির বিশেষত্বই এইখানে। সময়ের আগে এবং পরে ফসল দিতে পারিলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। একটি জিনিস যখন প্রথম বাজারে দেখা যায় তখন উহার মূল্য বেশী তারপর ক্রমে উহা সস্তা হইতে থাকে। বাজার যখন উক্ত ফসলে ভরিয়া যায় তখন দামও ক্রমশঃ কমিতে থাকে। কিন্তু আবার যখন উহা ফুরাইয়া যায় তখন আবার মূল্য চড়িতে থাকে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে আগ ফসল ও শেষ-ফসলই ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রার্থনীয়।

ফসল যত অধিক ফলানো যায়, ততই লাভ। কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে। যে ক্ষেতে খুব বেশী ফসল হয়, তাহার আকার হয়তো বড় হয় না। কতকটা পর্য্যন্ত ছোট আকারে অবশ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রাকার অধিক ফসল অপেক্ষা বৃহদাকারের মাঝামাঝি রকমের ফসল পাইলে বেশী লাভ হয়। ক্ষুদ্রাকার অধিক ফসলে কোন কোন সময় ব্যবসায়ীর লোকসান পড়িয়া যায়।

আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক। চোখে যে ফসলটি দেখিতে ভাল দেখায় ক্রেতাগণ তাহার প্রতি তত আকৃষ্ট হয়। যে ফলটি দেখিতে ভাল সেই ফলটিই আগে বিক্রয় হইয়া যায়। প্রায়শঃই যাহা দেখিতে ভাল তাহা খাইতেও ভাল। সুতরাং ফসগুলি যাহাতে মনোরম, চকচকে ও সুন্দর দেখায় তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। সাধারণ ক্রেতা খুব ভাল জিনিসের জন্য তত ব্যগ্র নহে। অল্প মূল্য তাহাদের একটি প্রধান বিবেচনার বিষয়। অল্প মূল্যে সাধারণ ভাল জিনিস পাইলেই তাঁহারা খুসী। বাজারে অল্পদামে ক্রেতার সংখ্যা অধিক বলিয়া জিনিস সস্তা ও সুলভ করার দিকে নজর রাখিতে হয়। ভাল জিনিসের জন্য অবশ্য আশাতীত দাম পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু সখে বা ঝোঁকে পড়িয়া ক্রয়কারীর সংখ্যা সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।

ফসলের রং-এর উপরেও অনেকটা দাম নির্ভর করে। সাদা বেগুন অপেক্ষা কালো বেগুনের আদর বেশী। মুলা পটল, কলা, আনারস প্রভৃতিতে মেটে বা সাদা রং অপেক্ষা উজ্জ্বল গাঢ় রং ক্রেতাগণের অধিক প্রিয়। সাধারণতঃ লোকের পছন্দ এইরূপ। কিন্তু সকল লোকেরই রুচি এক নহে। নানা লোকে নানারূপ জিনিস ভালবাসে। এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে লোকের রুচির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফসল ফলাইতে হয়। সকলের চেয়ে বড় ভাবনা কিসে জিনিসের দাম বেশী পাওয়া যায়। ব্যবসায়ে লাভবান হইতে হইলে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

কেবল যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে উৎকৃষ্ট ফসল ফলাইতে পারিলেই চিন্তা দূর হয় না। উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চালাইতে হইলে উহা যাহাতে বাজারে খুব টাটকা অবস্থায় পৌঁছিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলে বা গাড়ীতে দূরের বাজারে মাল পাঠাইবার সময় এই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে দীর্ঘকালের সকল পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। যে জিনিস পথে আসিতে পচিয়া বা শুকাইয়া যায় তাহাদের আর দাম থাকে না। ফিরি-ওয়ালারা নাম মাত্র মূল্যে ঐ সকল দ্রব্য কিনিয়া লয়। এইরূপে অনেক ভাল ফসল বাজারে পাঠাইতে উপযুক্ত যত্নের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়। খুব ভোরে ফসল

তুলিয়া উহা প্রান্তের বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। রেল পথে মাল চালান ব্যতীত অনেকের গত্যন্তর নাই। কিন্তু রেলে পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার অসুবিধা এই যে যদি কোন কারণে ট্রেণ বিলম্ব হইয়া যায় তাহা হইলে বাজার এবং জিনিস উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। গরমের দিনে লাউ, কুমড়া শাক প্রভৃতি এমনি প্রায় অর্দ্ধমৃত শ্রান্ত অবস্থায় থাকে তাহা যখন রেল পথে বাজারে আইসে তখন সেগুলিকে বড়ই মলিন ও বিরস দেখা যায়। সুতরাং ক্রেতার উহার জন্য আগ্রহ জন্মিতে পারে না। সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে শাক্ সব্জী তুলিয়া রাত্রে চালান করা মন্দ নহে। দীর্ঘপথে পাঠাইতে হইলে ভিজা অবস্থায় ফসল তুলিতে নাই। উহাতে পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। গরমের দিনে নরম ফল ও শাক সব্জী শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে। পচা, দাগী বা ঈষৎ নষ্ট হওয়া মাল কখনই ভাল জিনিসের সহিত একত্রে প্রেরণ করিবে না। উহাতে ভাল ফল গুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে। বরং ছোট, বড় ফল একসঙ্গে পাঠানো যায়, কারণ গন্তব্য স্থানে উহা আবশ্যক মত শ্রেণী ভাগ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু ভাল ও পচা জিনিস একসঙ্গে পাঠাইলে সকল লাভের আশা সমূলে বিনাশ পাইবে। পোকা বা পচা পাতা ঝুড়ির মধ্যে দিতে নাই। সকল সময়েই পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবে।

সকল ফসলের সমান চাপ সহ্য করার শক্তি নাই। আলু যতখানি চাপ সহিতে পারে, ঝিঙে ফুলকপি প্রভৃতি তত পারে না। সুতরাং কৃষিদ্রব্য প্রেরণের সময় ফল মূল গুলি যথাসম্ভব আলগা ভাবে প্রেরণ করিবে। অনেকের আবার একটি মস্ত ভুল ধারণা আছে যে আলু যত ইচ্ছা চাপ সহিতে পারে। এই ভুল ধারণার ফলে অজ্ঞ ব্যবসায়ীর হাতে অনেক আলু নষ্ট হইয়া যায়।

কোন কোন উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করার পূর্ব্বে ধুইয়া লইতে হয়। যথা মূলা, পটল, শালগম ইত্যাদি। কিন্তু উহা চালানের সময় দৌত করা ভাল নয়। কারণ তাহাতে ঐ সকল দ্রব্য পচিতে পারে। দীর্ঘপথে পাকা ফল পাঠাইতে এক অংশ চাপে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বেশী নষ্ট হইলে জিনিসের আর দর উঠে না। সুতরাং দূর পথে ফল প্রেরণের সময় বেশী পাকা ফল পাঠাইতে নাই। সামান্য একটু কাঁচা থাকিতে প্রেরণ করা উচিত। যত কম ঠাসা-ঠাসি করিয়া মাল পাঠাইতে পারিবে, ততই নষ্ট হইবার আশঙ্কা কম হইবে।

(ক্রমশঃ)
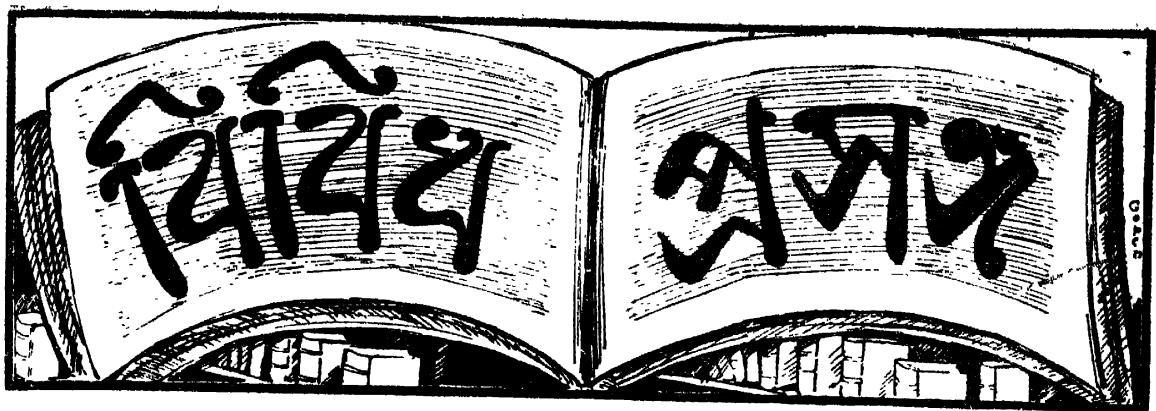
সিঙ্গাপুর হইতে লাক্ষা রপ্তানী

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুর বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে ২৫৭৬৪৯ ডলার মূল্যের ৩৪৬'৯৫ টন পরিমিত লাক্ষা (Stick lac) রপ্তানী হইয়াছে। (এই সময়ে ১০০ ডলার—১৫৩৪ টাকার সমান ছিল) কোন্ দেশে কি পরিমাণ লাক্ষা প্রেরিত হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

দেশ	টন হিসাবে পরিমাণ	ডলার হিসাবে মূল্য
জার্ম্মাণী	১৬.৯৭	১২৩৭৭
বোম্বাই	২'৩৪	১৭৬০
মান্দ্রাজ	২'৪৮	১৯৪০
কলিকাতা	৩১৮'৫০	২৩৬১০৪
ফরাসী ভারত	৬'৬৬	৫৪৬৮
মোট	৩৪৬'৯৫	২৫৭৬৪৯

ভারতের কয়লার হিসাব

১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ কয়লা বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে তৎ সমস্তের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। খনি সমূহের প্রধান ইন্সপেক্টরের পার্ট হইতে এই হিসাব সঙ্কলিত হইল :—

প্রদেশ	খনি হইতে উত্তোলিত টন	অন্যত্র প্রেরিত টন
আসাম	২৬৫১৯	২৪৭৬৬
বেলুচিস্থান	৫৪২	৩৮২
বাঙ্গলা—		
রাণিগঞ্জ খনি	৩৯২৯৫৯	৪২৭৪৬৪
বিহার ও উড়িষ্যা—		
(১) বালিগঞ্জ	৪৯৮৮৬	৫৪৯৪২
(২) ঝরিয়া	৭৩৩৪২৪	৭৫৪৯৮৮
(৩) বকারো	১৮৫৮৭২	১৯:৮৫২
(৪) গিরিডি	৩৭৬২৭	৩৭৪৫২
(৫) জয়ন্তী	৩০৭৯	৩০০৬
(৬) ডেল্টান্‌গঞ্জ—(পালামৌ)	১২১	....
(৭) হিঙ্গির রামপুর	২৭৭২	১৮৩৪
(৮) করণপুরা	৪৩০৪২	৪২০২০
বিহার ও উড়িষ্যার মোট	১০৫৫৮২৩	১০৭৬১২৪

মধ্য প্রদেশ—		
(১) পঞ্চভেলী—		
(ছিন্দোয়ারা)	৪৪০৬৫	৪৩০৫৯
(২) চন্দা	১৭১২৩	১৫৬৩৩
মধ্য প্রদেশের মোট	৬১১৮৮	৫৯৬৯২
পাঞ্জাব	৩৬৯৪	২২৬২
সর্ব্বমোট	১৫৪০৭১৫	১৫৯১৩৯০

চিনির বাজারের ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর চিনির বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ল্যামবর্ণ কোম্পানীর মিঃ বোনার সম্প্রতি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯২৯ সালে ২৭১৬৮০০০ টন আন্দাজ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল—সচরাচর এত বেশী চিনি উৎপাদিত হয় না। ইহার ফলে বিগত বৎসরের কাট্‌তির পরও যথেষ্ট মাল জমা রহিয়াছে। এই অবস্থায় অদুর ভবিষ্যতে চিনির বাজার চড়িবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ১৯৩০ সালের শেষ দিকে চিনির বাজারের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

১৯২৯ সালের উৎপন্ন চিনি বলিতে মিঃ বোনার কেবল সেই মালকেই গণ্য করিয়াছেন, যে মাল যথারীতি বাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রস্তুতকারীদের নিকটে অল্প বিস্তর কিছুটা চিনি জমা ছিল। সেই চিনি তাঁহার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। তিনি মনে করেন যে, ১৯৩০ সালে যে চিনি বাজারে উপস্থিত করা হইবে তাহার পরিমাণ মোটের উপর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ৩২৭০০০ টন কম হইবে। এই পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় অবশ্য বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, অতিরিক্ত উৎপাদনের ফল ভাল নহে বুঝিয়া ব্যবসায়ীরা বোধ হয় এখন হইতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হইয়াছেন। বিগত চারি বৎসরের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপের উৎপন্নের পরিমাণ ২০০০০০ টন আন্দাজ হ্রাস পাইয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া জাভা ও ফিলিপাইনে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছিল। এইবার সর্ব্বপ্রথম তথায় ১৪০০০০ টন উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আফ্রিকায়ও ১৯২৯ সালে ৪০০০০ টন আন্দাজ চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছে। তবে আমেরিকায় উৎপন্নের পরিমাণ একটু বর্দ্ধিত হইয়াছে।

রেশম ও রেশমজাত পণ্য

রেশমজাত দ্রব্য যে পরিমাণে ভারতবর্ষে আমদানী হয় কাঁচা রেশম কিন্তু সে পরিমাণে হয় না। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা কাঁচা রেশম আমদানীর পরিমাণ একটু পড়িতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, এদেশের কলের মালিকেরা সিল্কের কাপড় প্রস্তুতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। ১৯২৫-২৬ সালে ১৩২৫০০০ পাউণ্ড, ১৯২৬-২৭ সালে ১৭৮৩ ০০ পাউণ্ড এবং ১৯২৭-২৮ সালে ২৩৫৬০০০ পাউণ্ড পরিমিত কাঁচা রেশম ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে—

চীন হইতে ২২৭০০০০ পাউণ্ড
শ্যাম " ১১০০০ পাউণ্ড
জাপান " ৬২০০০ পাউণ্ড

পরিমিত কাঁচা রেশম ক্রয় করা হইয়াছে।

রেশমের সূতা, প্যাজ ইত্যাদিও এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৬-২৭ সালে এই শ্রেণীর মাল প্রায় ১২১৭০০০ পাউণ্ড আমদানী

হইয়াছিল। তাহা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া ১৯২৭-২৮ সালে দাঁড়াইয়াছে — ১৩৫৮০০০ পাউণ্ড। ইহার মূল্য প্রায় ৫৯½ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে চীন হইতে আসিয়াছে ৩৮২০০০ পাউণ্ড (মূল্য ১৬ লক্ষ টাকা) ইটালী হইতে ৪০৬০০০ পাউণ্ড(মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা) এবং সুইজারল্যাণ্ড হইতে ১৯৯০০০ পাউণ্ড।

কাঁচা রেশম আমদানীর পরিমাণ যে হারে বাড়িতেছে তাহার দ্বিগুণ হারে কিন্তু রেশমী কাপড় আমদানীর পরিমাণ বাড়িতেছে। ১৯২৬ ২৭ সালে ১৯০০০০০০ গজ পরিমিত সিল্কের কাপড় ২৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যে এদেশে আমদানী হইয়াছিল। তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ১৯২৭-২৮ সালে ২১০০০০০০ গজ পরিমিত রেশমী কাপড় ২৫৮ লক্ষ টাকা মূল্যে আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে জাপান হইতে আসিয়াছে প্রায় ১১৩৩৩৩৩৩ গজ (মূল্য ১৩৩ লক্ষ) এবং চীন হইতে ৯৩৩৩৩৩৩ গজ (মূল্য ১১২½ লক্ষ টাকা।)

পশম ও পশমী দ্রব্য আমদানীর পরিমাণ

১৯২৭-২৮ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে ৫৩৭ লক্ষ টাকার পশম ও পশমী দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সালে ৩২ লক্ষ টাকার প্রায় ৫০০০০০০ পাউণ্ড ওজনের কাঁচা পশম (wool) এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৮০০০০০ পাউণ্ড কাঁচা পশম আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে গ্রেটবৃটেন হইতে আসিয়াছে —১৬০০০০০ পাউণ্ড, পারস্য হইতে ২৫০০০০০ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১২২৯০০০ পাউণ্ড।

পশমী কাপড়ের আমদানীও ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৯২৬-২৭ সালে ১৫৫০০০০০ গজ পশমী কাপড় ভারতে আসিয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া ১৮০০০০০০ গজে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূল্য প্রায় ৩২৮½ টাকা। মূল্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ২২ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে গ্রেট বৃটেন হইতে আসিয়াছে— ১৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭০০০০০০ গজ। ফ্রান্স হইতে আসিয়াছে ৪৪০০০০০ গজ, ইটালী হইতে ৩৭০০০০০ গজ, জার্ম্মাণী হইতে ১৬০০০০০ গজ, জাপান হইতে ১৭০০০০০ গজ। ইহা ছাড়া বেলজিয়াম হইতেও কিছু আমদানী হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে গ্রেটবৃটেন হইতে যে সকল পশমী কাপড় আমদানী হইয়াছে গড়ে তাহার প্রতি গজের দাম পড়িয়াছে—২।৫ পাই এবং ফ্রান্সের প্রেরিত মালের দাম পড়িয়াছে গড়ে প্রতি গজ ১।/১১ পাই।

শাল, আলোয়ান ইত্যাদির আমদানীও বাড়িতেছে। ১৯২৭-২৮ সালে প্রায় ১০ লক্ষ শাল এদেশে আমদানী হইয়াছে। ইহার মূল্য ৩৯ লক্ষ টাকা। জার্ম্মাণীই এই ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রধান। আলোচ্য বর্ষে জার্ম্মাণী হইতে ২৩ লক্ষ টাকার শাল আলোয়ান এদেশে আসিয়াছে।

কার্পেট ও র‍্যাগ প্রভৃতির আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৬৫ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্যের দিক দিয়া বিচার করিলে বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩১ হইবে। ১৯২৫-২৬ সালে ২৯¾ লক্ষ টাকার কার্পেট ও র‍্যাগ ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে তাহার পরিমাণ ৫০¾ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইটালী হইতেই এই শ্রেণীর মাল বেশীর ভাগ আমদানী হয়। চিত্র বিচিত্র

গালিচা প্রস্তুত করাই ইটালীর বিশেষত্ব। ১৯২৭-২৮ সালে ইটালী হইতে ৩৪¾ লক্ষ টাকা মূল্যের আন্দাজ ২৫০০০০০ পাউণ্ড ওজনের গালিচা আমদানী হইয়াছে।

আমেরিকায় আম রপ্তানী।

নিউইয়র্কের কের ষ্টিম সিপ কোম্পানীর কলিকাতাস্থ এজেন্ট Grahams' Trading Company সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন—১৯৩০ সালের মধ্যভাগ হইতে কলিকাতা বন্দর হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত কয়েকখানি মালবাহী জাহাজ চলাচলের বন্দোবস্ত করা হইবে। এই সমস্ত জাহাজ লস্ এঞ্জেলস্ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য বন্দরে নঙ্গর ফেলিবে।

লস্ এঞ্জেলস্ সহরের ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতের অনেক মাল এই বন্দরে বিক্রয় হয়। ইচ্ছা করিলে সেখানে আরও অনেক প্রকার ভারতীয় মালের কাট তি হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে পাট, রবার, সেল্যাক, গালি প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া ভারতীয় কাঁচা মাল—যেমন, ফল মূল ইত্যাদিও (Fresh Fruit) আমেরিকায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উপরে যে নূতন জাহাজের কথা বলা হইল তাহাতে কাঁচা ফল মূল লইবার জন্য বরফ দেওয়া খুব ঠাণ্ডা স্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে। ঐ স্থানে আম, কলা, লেবু প্রভৃতি রাখিলে সহজে পচিয়া যাইবে না। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ৩০ দিনের মধ্যেই এক একখানি জাহাজ আমেরিকায় গিয়া পৌঁছিবে। ইহাতে আম রপ্তানী করার সুবিধা হইতে পারে। এবিষয়ে ভারতের শিক্ষিত যুবকেরা অবহিত হইতে পারেন। আমেরিকার কোনও ক্রেতার সহিত বন্দোবস্ত করা যায় কি না সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নকল জাপানী গেঞ্জী।

ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু এই সুযোগে অসাধুতার প্রসার দান কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন খদ্দরের প্রতি এদেশের লোক একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল তখন জাপান হইতে নকল খদ্দর আমদানী হইয়াছিল। আজকাল আবার দেশীয় মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি হোসিয়ারীর নকল আরম্ভ হইয়াছে। পাবনার গেঞ্জির প্রতি ভারতবাসীর একটু আগ্রহ আছে দেখিয়া অনেকে আজকাল "Pabna Fashion" ও "Pabna Finish" প্রভৃতি মার্কা দেওয়া জাপানী মাল আমদানী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রুশিয়ার শিল্পের উন্নতি।

রুশিয়া হইতে সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়—দেশের শিল্পের উন্নতিকর কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট ১০০,০০০,০০০, ০০০ টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই টাকা ব্যয় করা হইবে। বিদ্যুৎশক্তির উন্নতি বিধান; পুরাতন খনির সংস্কার ও নূতন খনির কাজ আরম্ভ এবং উন্নত প্রণালীর কল কারখানা প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত কার্য্যের দিকে রুশিয়া এখন বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে। মোটের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল পাশ্চাত্য দেশকেও

ছাড়াইয়া যাওয়াই এখন রুশিয়ার একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ডিম রপ্তানী।

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ হইতে লণ্ডনে ২১৬০০টি ডিম রপ্তানী করা হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশে United Provinces Poultry Association নামক একটি ব্যবসায়ী সমিতি আছে। এই সমিতি শীঘ্রই প্রতি সপ্তাহে ৭২০০০টি করিয়া ডিম বিদেশে চালান দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন।

গ্রেট বৃটেনে প্রতি বৎসর ২০০০,০০০,০০০টি ডিম আমদানী করা হয়। চীন দেশ হইতে অধিকাংশ ডিম তথায় প্রেরিত হইয়া থাকে। ডিম যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য মালবাহী জাহাজে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে ডিম সংগ্রহের জন্য সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে ডিম সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে জমা করা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্তৃপক্ষ ডিম ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ সুবিধা দিয়াছেন। চীন দেশের ডিম সরবরাহ-কারীদের সহিত যাহাতে ইহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারেন তজ্জন্য রেলের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে ডিমের মূল্যের প্রভেদ কত বেশী তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যাইবে। কলিকাতার নিউ মার্কেটে এক ডজন ডিমের দাম ॥৵০ আনা। লক্ষ্ণৌ সহরে এক ডজন ডিম ।০ আনায় পাওয়া যায়!

চট্টগ্রামে দৈনিক ২৫০০০ ডিম আমদানী হয়। কোন কোন সময়ে তথায় চারি আনায় ৩০।৪০টি ডিম পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম হইতে সুবন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় ডিম চালান দিলে বেশ লাভ হইতে পারে। এদিকে দেশের বেকার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।
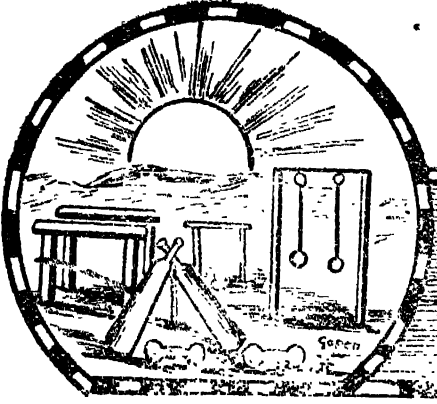
বসন্ত রোগের মহৌষধ

অনেকদিন পূর্ব্বে আমার মাতুল ৺রুক্ষকান্ত মুখোপাধ্যায় জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বসন্ত রোগের একটা ঔষধ পাইয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসী আমার মাতুলকে এই ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য আদেশ করেন এবং বলেন যে "এ দেশের লোকে সাধারণতঃ বসন্ত রোগীদিগকে কোন ঔষধ সেবন করাইতে সম্মত হয় না বলিয়া এই ঔষধ শীতলা দেবীর স্বপ্নাদ্য বলিয়া প্রদান করিও, তাহা হইলে সকলেই উহা ব্যবহার করিবে।" আমার মাতুল যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি প্রতি বৎসর শত শত লোককে ঐ ঔষধ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা ঐ ঔষধ সকলকে বিতরণ করিয়া আসিতেছি। আমি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে জানিতে পারিলাম যে আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদেও ঐ ঔষধ বসন্ত নিবারক বর্ণিত আছে। অধুনা কলিকাতায় সংক্রামকরূপে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে বলিয়া আমি সাধারণের উপকারার্থ ঔষধটী সকলকে জানাইতেছি।

কন্টিকারীর শিকড়ের ছাল সিকিতোলা অর্থাৎ একটা সিকির ওজন এবং ২১টা গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। ইহা পূর্ণ মাত্রা; যাহাদিগের বয়স ২১ বৎসর অপেক্ষা অল্প তাহারা নিজেদের যত বৎসর বয়স, ততটা গোলমরিচের সহিত সেবন করিবে। ১৩.১৪ বৎসরের বালকগণ অর্দ্ধমাত্রা এবং ৫।৬ বৎসরের শিশুগণ সিকিমাত্রা সেবন করিবে। বয়সের অনুপাতে কন্টিকারীর ওজন স্থির করিয়া লইতে হয়। সামান্য ন্যূনাধিক্য হইলে কোন ক্ষতি হয় না।

কন্টিকারী শ্লেষ্মজ রোগের একটি মহৌষধ। যে সময় বসন্ত রোগ সংক্রামকরূপে দেখা দেয়, সেই সময় সকলেরই এই ঔষধ সেবন করা উচিত। সাধারণতঃ এই ঔষধ সুস্থ শরীরেই সেবনীয়। যাহাদের বসন্ত বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করাইলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

আমরা প্রতি বৎসরই দেশে বসন্তের আবির্ভাব হইলে এই ঔষধ সেবন করি। প্রতি বৎসর একবার মাত্র সেবন করিলেই যথেষ্ট হয়। যদি কেহ এই ঔষধ সেবন করে, বহুদিনের জন্য তাহার আর বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কন্টিকারী সেবন করিলে সুস্থ ব্যক্তির কোন অপকার হয়

না। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, কণ্টিকারী সেবন করিয়া কেহ যদি টীকা লয়, তাহা হইলে তাহার টীকা ওঠে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কণ্টিকারীর বসন্ত রোগ নষ্ট করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

কণ্টিকারীর গাছ অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। ইহা বার্ত্তাকু জাতীয় গাছ। কণ্টিকারীর ফলগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্ত্তাকুর ন্যায়; গাছ ও পত্র কণ্টকাকীর্ণ; নদীর চড়ায় ও মাঠে এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বেদিয়াদিগকে আদেশ করিলেই তাহারা এই গাছ আনিয়া দিতে পারে।

যে গৃহে বসন্ত রোগী থাকে, সেই গৃহের স্থানে স্থানে কণ্টিকারীর গাছ (কাঁচা বা শুষ্ক) রাখা ভাল। এই গাছের হাওয়াও বিশেষ উপকারী। প্লেগ রোগেও কণ্টিকারীর শিকড়ের ক্বাথ সেবন করাইয়া আমি অধিকাংশ স্থলেই উপকার পাইয়াছি। প্লেগ রোগে উপর্য্যুপরি তিন দিন এই ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে ভাল হয়। আয়ুর্ব্বেদে প্লেগ (বিসর্পিক) ও বসন্ত এক জাতীয় রোগ বলিয়া কথিত আছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও এই ঔষধ অবাধে সেবন করাইতে পারা যায়।
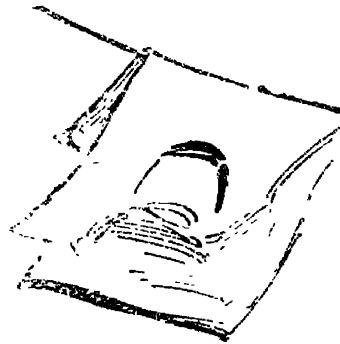
কলেরা নিবারণের উপায়

আজকাল পল্লীগ্রাম কলেরার প্রাদুর্ভাবে সর্ব্বনাশ হইতেছে। অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মফঃস্বলবাসিগণের উপকারার্থ আমরা নিম্নে কলেরার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কয়েকটা বহু পরীক্ষিত উপায় উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। প্রত্যহ বা সপ্তাহে দুইবার করিয়া পল্লীগ্রামস্থ পাতকুয়া বা ইন্দারাতে জলের পরিমাণানুসারে ½ আউন্স হইতে ১ আউন্স পর্য্যন্ত পারম্যাঙ্গানেট অব পোটাস্ (Permanganate of Potash) দেওয়া বিধেয়। এক বালতী পরিষ্কার জলে উক্ত মাত্রায় উক্ত দ্রব্য গুলিয়া সজোরে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

পানীয় জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে জলের মাত্রা অনুসারে অল্প পরিমাণে Permanganate of Potash মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, উক্ত দ্রব্য এরূপ পরিমাণে পানীয় জলে মিশ্রিত করিবে, যেন জলের রং পরিবর্ত্তন না হয়।

২। প্রত্যহ প্রাতে ডাইলিউটেড সাল্‌ফিউরিক এসিড্ (Sulphuric Acid) দশ ফোঁটা এবং Peppermint Water, mixture করিয়া ব্যবহার বিধেয়। ছেলেদের বয়স অনুসারে ১ হইতে ৫ ফোঁটা মাত্রা। *

গলসীর ডাক্তারবাবু দয়াময় দত্ত ডাইলিউটেড সালফিউরিক এসিড ব্যবহারের পক্ষপাতী, তিনি বলেন ভদ্রলোকগণের চাঁদা করিয়া গরিবদিগকে বিতরণ করা উচিত, কারণ ইহা সাধারণ বিপদ।

৩। জগদ্বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণের মত :—

ডাক্তার হেরিং বলিয়াছেন, জুতার ও মোজার মধ্যে গন্ধকচূর্ণ ব্যবহার করিলে কলেরা আক্রমণ করিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ ডাক্তার জার বলেন, হেরিং সাহেবের গন্ধকচূর্ণ ব্যবহারই উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক, বহুদর্শিতা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ; অন্য কোন প্রতিষেধক কার্য্যকরী হয় নাই। সকলে জুতার ভিতর গন্ধকচূর্ণ ব্যবহার করুন ফল পাইবেন, ঘরের মধ্যে দরজার সামনে যেমন পাপোষ থাকে, একখানি বস্ত্রের উপর চূর্ণ গন্ধক দিয়া রাখুন, মহিলাগণ তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিবেন। কিন্তু ছোট ছেলেদিগকে সাবধানে ধরিয়া রাখিবেন, যেন খাইয়া না ফেলে, তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে।

৪। অনেক প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মত, তামার মাদুলী, সিকি পয়সা কোমরে ধারণ করিলে, কলেরা হয় না, দেশীয় টোটকা প্রয়োগের মধ্যেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৫। ডাক্তার জার বলেন, যাহারা প্রথম দাস্ত হইবার পর একবার মাত্র ১২ শক্তির ভিরেট্রাম আর ১ মাত্রা—যে পর্য্যন্ত আর দাস্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ব্যবহার করেন নাই তাহারাও আক্রান্ত হয়েন নাই।

৬। পেটের পীড়ার সূত্রপাতে অথবা কলেরার উপসর্গ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক বার দাস্ত হইবার পর নিম্নলিখিত বটিকা সেবন করিলে আক্রমণ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা হইবে।

আকন্দর শিকড়ের ছাল— ২ ভাগ.
পিপুল চূর্ণ— ১ ভাগ
হলুদ চূর্ণ— ১ ভাগ
চুণ— ½ ভাগ

আদার রস বটী বাঁধিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ. উপরোক্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে একটী পাথরের খলে ২৪ ঘণ্টা মর্দ্দন করিতে হইবে। মাঝে মাঝে আদার রস দিতে হইবে। পরে তাহাতে আট গ্রেণ পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করাইবে। ।৵০ আনায় হাজার বটিকা প্রস্তুত হইবে। গরীব দুঃখীর মধ্যে চাঁদা করিয়া এই বটিকা বিতরণ করুন।

প্রথম ভেদের পরেই ২ ১ বটিকা শীতল জল সহ দিবে। উদরাময় ও কলেরার প্রথমাবস্থায় ইহা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না।

উক্ত উপায়গুলি সাধারণ মুষ্টিযোগ নহে। বরোদা রাজ্যে কলেরা সংক্রামক হইলে এই ঔষধটী ব্যবহার করা হয়। আজ ২০ বৎসর ধরিয়া ইহা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, নিস্ফল হয় নাই। ডাঃ বিশারদ

সাধারণ সতর্কতা—

১। মল তরল হইলেই প্রতিকারের জন্য ক্ষণবিলম্ব করিবে না, আরও ২।৩ বার দেখি করিলেই সর্ব্বনাশ।

২। পচা পুকুরের জল স্পর্শ বা মুখে করিবে না। ভিজে কাপড় অনিষ্টকারক, শরীর গরম থাকিলে ভেদের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা করিবে না।

৩। অনিয়মিত সময়ে আহার, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, মৈথুন অনিষ্টকারক।

৪। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন এমন কি অধিক তামাক খাওয়াও এ সময় অনিষ্টকারক।

৫। বাজারের খাবার, যাহাতে সর্ব্বদাই মাছি বসে, রাস্তার ধূলা লাগে তাহাতে কলেরা-বিষ সংক্রামিত থাকে, কদাপি খাইও না। মাছিতে বিষ বহন করে।

৬। নিজেদের পানীয় জলের খিড়্‌কী পুকুর প্রাণপণে রক্ষা কর যেন কেহ নষ্ট না করে।

৭। পেঁয়াজ খাইও না, ইহা রোগের বীজ শরীরে টানিয়া লয়।

৮। গন্ধক, ধুনা, আলকাতরা পোড়ান উচিত, সাবধান হইয়া খড়ের গাদা পোড়ান ভাল।

৯। কাগ্‌জী লেবু কলেরার বিষ নষ্ট করে, জলের কলসীতে ফোটা কতক দিলে জল পরিস্কৃত হইয়া যায়, ব্যবহার করা মন্দ নহে। ভাতের সহিত লবণ খাওয়া মন্দ নহে।

১০। দুগ্ধ বিষসংগ্রাহক, গরম না করিয়া খাওয়াই উচিত নহে। এ সময় না খাওয়াই ভাল। নিমন্ত্রণ খাওয়া বা খাওয়ান উভয়ই অনিষ্টকর।

১১। যাহার তাহার ঘরে জল, পান খাইও না। ইহাও সাংঘাতিক।

১২। কদাচ খালি পেটে থাকিও না। বিশেষতঃ কলেরা রোগীর নিকটে খালি পেটে যাইবে না।

১৩। সর্ব্বদা কায়মনে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা করিবে, হিন্দুর ঘরে ঘরে হরিনাম, চণ্ডীপাঠ, স্বস্ত্যয়ন, গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা করিবে, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, ভীত হইও না, "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" দৈব অপেক্ষা বল নাই, মৃত্যুর চিন্তা অপেক্ষা ভগবানের চিন্তায় প্রতিকার হইবে। বদ্ধপরিকর হও. হরিনামে গগন প্রতিধ্বনিত কর "হরিনাম মুক্তির কারণ" নিশ্চয় দুর্দ্দিন দুর হইবে।

পরীক্ষিত ফরমুলা

রৌপ্যের দ্রব্য পরিষ্কারের আরক

সূক্ষ্ম খড়ি চূর্ণ	...	৪ আউন্স
তারপিন তৈল	...	১ আঃ
আল্‌কোহল্‌	...	১ আঃ
স্পিরিট ক্যাম্ফর	...	৪ ড্রাম
লাইকার এমোনিয়া	...	২ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত কর। এই আরকের নাম দাও সিলভার ক্লিনিং লিকুইড্‌ (Silver Cleaning Liquid) লেবেল দিয়া ১ আউন্স শিশি ।০ আনা হইতে ॥০ আনা বিক্রয় করিতে পার। বিক্রয়ের উপায়—বিজ্ঞাপন দেওয়া,হাণ্ডবিল করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে বিলি করা ; গৃহিনীরা ক্রয় করিবেন।

মার্কিং ইঙ্ক প্রস্তুত প্রণালী

ইহা কাপড়ে নাম লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ধোপায় হারাইয়া বা গোলমাল করিয়া ফেলে বলিয়া, এই কালী দ্বারা নাম লিখিয়া ধোপাবাড়ী দিতে হয়। ইহাও বেশ বিক্রয়ের জিনিষ।

লাইকার এমোনিয়া	১০০ আউন্স
তুতে	৩ আঃ
কষ্টিক (Nitrate of Silver)	৮ আঃ
সোডা বাইকার্ব্ব	৪ আঃ

একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্লু শিশিতে রাখ, লিখিবার সময় পরিষ্কার নূতন কলমে একটু এই কালী লইয়া কাপড়ের একটা কোন গেলাস বা অন্য কোন জিনিসের পিছনে বেশ টাইট করিয়া ধরিয়া লিখিয়া একটু অগ্নির উত্তাপ দিলেই ব্লু রং হইয়া যাইবে, ধোপে উঠিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার।

১। কার্ব্বনেট অব সোডা ২২ ভাগ ডিষ্টিল্ড ওয়াটার বা পরিশ্রুত জল ২৫ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া গলাইয়া একটা পাত্রে রাখ।

২। তাহার পর ১৭ ভাগ ক্রিষ্টাল নাইট্রেড অব সিলভার বা দানাদার কষ্টিক এবং ২৪ ভাগ লাইকার এমোনিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া অন্য একটা পাত্রে রাখ।

৩। তারপর ২০ ভাগ গঁদ আর ৬০ ভাগ জলে দ্রব করিয়া আর একটা পাত্রে রাখ।

৪। পরে তুঁতে (Sulphate of Copper) ৩৩ ভাগ চূর্ণ করিয়া রাখ।

প্রথমে ১নং এবং ২নং মিশাও। তার পর ৩৩ ভাগ তুঁতে মিশাইয়া ৪ নং গঁদ সলুইসনটা মিশাইয়া একটা বোতলে পুরিয়া খুব নাড়িয়া কিয়ৎক্ষণ মিশাইতে থাক এবং ৩।৪ ঘণ্টা একস্থানে রাখিয়া দাও। তারপর শিশিটা বন্ধ কর। নাইট্রেড অফ সিলভার আছে বলিয়া সবুজ ও ব্লু রঙের বোতলে রাখা উচিত।

Furniture Polishing Paste

চেয়ার প্রভৃতির জন্য উৎকৃষ্ট পালিশ।

এই জিনিষটা খুব বিক্রয় হইবে। পল্লীগ্রামে এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিষ।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

সাদা মোম (white wax)	...	৩ আউন্স
কাষ্টাইল সোপ	...	½ আঃ
তারপিন	...	১ গিল্

প্রথমে সাবান ও মোমটাকে চাঁচিয়া ফাটিয়া সূক্ষ্ম কর, তারপর তারপিন তৈলটাকে মোমের গুঁড়াগুলি দিয়া ২৪ ঘণ্টা এক স্থানে রাখিয়া দাও। তারপর সাবানটাকে এক গীল্ জলে ফুটাইয়া গালাইয়া ফেল এবং ইহাতে মোম এবং তারপিন তৈলকে যাহা একত্রে গলিয়া আছে, তাহা ঢালিয়া দাও। ইহা একটি চট্‌চটে আঠার মত হইবে, কিন্তু তরল হইবে না। ইহাকে ফারনিচার পালিশিং পেষ্ট্ বলে। চেয়ার প্রভৃতিকে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেশ করিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া একটু ছেঁড়া নেকড়া দ্বারা এই প্রস্তুত পালিসটী মাখাইয়া দাও। একটু শুষ্ক হইলেই ফ্লানেল দ্বারা ঘষিয়া দিলেই খুব ঝক্‌ঝকে হইয়া যাইবে। তরল পালিশ বহিয়া লইয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহা সুবিধাজনক।

ছোট ছোট টীনে ৩।৪ আউন্স পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিবে। উদ্যোগী যুবকগণ ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটী ব্যাগে ১৫।২০টী এইরূপ টীন প্রাতে ও সন্ধ্যায় লইয়া বাহির হইবে। একটী টীন খুলিয়া একটী জিনিষ পালিশ করিয়া দিয়া গৃহস্থকে একটী টীন বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয় বিক্রয় হইবে, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত পালিশ। এই সকল টীনের ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা মূল্য করিলে অন্যায় হয় না। অবশ্য খরচা খতাইয়া মূল্য নির্ব্বাচন করা উচিত।

উপরোক্ত সমস্ত জিনিষ ড্রাগিষ্টের ও বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

জমাট গঁদ

এইটীও বিশেষ বিক্রয়ের সামগ্রী। একটা গঁদের শিশি বহিয়া লইয়া যাওয়ায় বিপদ আছে, শিশি ভাঙ্গিলে কাপড় চোপড়, কাগজ পত্র নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। জমাট গঁদে মুখের লালা বা সামান্য জল লাগাইলে কার্য্যোপযোগী হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমতঃ ১ পাউণ্ড গ্লু, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শিরিশকে জলে সিদ্ধ করিয়া খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লও। তারপর ৪ আউন্স আইসিংগ্লাসকে গরম জলে গলাইয়া শিরিশ এবং এই দুই জিনিষ একত্র করিয়া ইহাকে ১॥০ পাউণ্ড খুব সূক্ষ্ম পরিষ্কৃত চিনি দিয়া ফুটাইতে থাক এবং নাড়িতে থাক; যখন ঘন হইবে, তখন ছাঁচে বা গোল নলে ঢাল, পরে লম্বা লম্বা গঁদের ষ্টিক্‌গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলেই বিক্রয়ার্থ জমাট গঁদ প্রস্তুত হইল। মুখের লালায় বা সামান্য জলে এই গঁদ স্পর্শ করিয়া কাগজ পত্রে লাগাইয়া আঁটিয়া দিলে, আঁটিয়া যাইবে।

উপরোক্ত সমস্ত মাল মসলা বেণের দোকানে ও বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যাইবে।

ডিস্‌ইনফেক্‌ট্যাণ্ট

ড্রেন, নর্দ্দমা প্রভৃতিতে এই "ডিস্-ইনফেকটেণ্ট" ব্যবহার করিলে দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হইয়া রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়; ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

ক্রিসোল	...	৬৫'৫ ভাগ।
রজন	...	১২'৫ ভাগ।
কষ্টিক পটাস	...	২ ভাগ।
জল	...	১০০ ভাগ।

ক্রিসোল এবং রজনকে অগ্নির তাপে দ্রবীভূত করিয়া কষ্টিক পটাসকে ৮ ভাগ জলে গুলিয়া পূর্ব্বোক্ত রজন ও ক্রিসোলের যে সলিউসন প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ফুটাইতে থাক। তাহার পর ঠাণ্ডা হইলে নামাইয়া বোতলে রাখ। যখন আবশ্যক,যে পরিমাণ ব্যবহার করিবে, তাহাতে তাহার১০০ ভাগ জল মিশাইয়া ব্যবহার কর। সমস্ত জিনিস ঔষধ বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

ফুট পাউডার

অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষের পা ঘামিয়া থাকে তজ্জন্য পা হাজিয়া যায়। নিম্নলিখিত ঔষধে ভাল হইবে।

সালিসিলিক এ্যাসিড —	১॥০ ড্রাম
বোরাক্স্ —	॥০ আউন্স
প্রিপেয়ার্ড চক্ (ফুল খড়ি চুর্ণ)—	১ আউন্স

খুব ভাল করিয়া চূর্ণ করতঃ জুতা এবং মোজার মধ্যে ছড়াইয়া ব্যবহার করিতে হয়।—

টুথ পেষ্ট

প্রিমিপিটেড্ চক্—	২ পাউণ্ড
অরিস উড চূর্ণ—	৪ আউন্স
থাইমল—	১০ গ্রেণ
মেন্থল—	১০ গ্রেণ
দারুচিনির তৈল—	২০ ফোটা
উইন্টার গ্রীন তৈল—	অৰ্দ্ধ আউন্স
সলিসিলিক এ্যাসিড —	৩০ গ্রেণ
গ্লিসারাইট অফ ষ্টার্চ—	যতটুকু আবশ্যক।

ইহা দন্ত ধাবনের জন্য ব্যবহার ও বিক্রয় হয়।

মেটাল পালিশ

ট্রিপলী বা রটেন ষ্টোন্—	৩ আউন্স।
টারটারিক এ্যাসিড —	২ ড্রাম।
পেট্রল—	১৪ আউন্স।
অয়েল মিরবেন—	১০ ফোটা।

এইগুলি মিশ্রিত করিলেই হইবে। ন্যাকড়ায় একটু লইয়া কোন পালিশ করা ধাতুতে মাখাইয়া শুষ্ক ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই জিনিষ খুব চক্‌চকে হইবে। ইহা খুব বিক্রয় হইবে। কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

রবার ষ্ট্যাম্পের কালী প্রস্তুত

রবার ষ্ট্যাম্পের কালী প্রস্তুত প্রণালী যে রঙের কালী করিতে হইবে, প্রথমে সেই রঙ লইয়া আইস,

৪ ড্রাম রং (যে কোন রং ইচ্ছা) লইয়া উত্তমরূপে পিশিয়া ফেল, তাহার পর গ্লিসারিন (পিয়োর) ২ ড্রাম এবং জল ৵৹ আধপোয়া দিয়া অগ্নির উত্তাপে একটু ফুটাইয়া লও। তাহার পর ঠাণ্ডা হইলে একটু স্পিরিট মিশাইয়া শিশিতে পূর্ণ করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় কর। সচরাচর ২ আউন্স শিশি।০ আনা বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয়ের স্থান ষ্টেশনারী দোকান, রাধা বাজারের কাগজ কলম পেনসিল প্রভৃতির দোকান। স্পিরিট দিবার উদ্দেশ্য, কালীটা শীঘ্র শীঘ্র শুখাইয়া যায়।

কাল রবার ষ্ট্যাম্পের কালী

আনিলান ব্লাক—	৯০ গ্রেণ।
বৃষ্টির জল—	১ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সামান্য গুড় এবং গ্লিসারিণ দিলেই উজ্জ্বল কাল রবার ষ্ট্যাম্পের কালী

প্রস্তত হইবে। আধ আউন্স মাথ্ গুড় দিলে ভাল হয়।

উৎকৃষ্ট স্মেলিং সল্ট

৪ আউন্স কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে ভাঙ্গিয়া ফেল, সেইগুলিকে একটা প্রশস্ত মুখ শিশিতে রাখিয়া তাহাতে লাইকার অ্যামন্ ফোর্শিয়াই ২ আউন্স দিয়া শিশির মুখবন্ধ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দাও। প্রতিদিন ২।৪ বার ঝাঁকাইয়া পুনরায় রাখিয়া দাও, ইহা খুব উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট স্মেলিং সল্ট হয়। ইহাকে মৃদু এবং সুগন্ধ করিতে হইলে ইহাতে—

অয়েল ল্যাভেণ্ডার—	৪ ড্রাম
এসেন্স অব্ মস্ক—	৪ ড্রাম
অয়েল বারগামেট—	২ ড্রাম
অয়েল ক্লোভ্—	১ ড্রাম
অটোডি রোজ—	৫ ফোটা
দারুচিনি তৈল—	২ ফোটা

দিয়া মিশ্রিত কর। এইরূপ স্মেলিং সল্ট স্থায়ী, এবং উপাদেয় হইবে। ইহা ।৵০ আনা হইতে ॥০ আনা দামে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

ব্রাউন জুতার পালিশ (পেষ্ট)

হরিদ্বর্ণের মোম—	১ আঃ
পাম্ অয়েল—	১ আঃ
তারপিন তৈল—	৩ আঃ

গরম জলের ভাপ রায় একটা মুখ বন্ধ পাত্রে উত্তমরূপে গালাইয়া ফেল, তাহাকে রং করিবার জন্য ব্রাউন্ ল্যান্কিন্ পাঁচ গ্রেণ মাত্র মিশাইলেই ইহা আঠা আঠা হইবে, তখন টীনের কৌটায় পুরিয়া এক একটী ৴১০ দামে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার

(তরল)

হরিদ্বর্ণের মোম্—	৪ আঃ
পটাস্ কার্ব্বনেট—	½ আঃ
হরিদবর্ণের সাবান (বারসোপ)	১½ আঃ

এইগুলিকে অগ্নির তাপে বেশ গলাইয়া ফেল, তাহার পর ইহাতে—

স্পিরিট টারপেন্টাইন—	৫ আঃ
ফস্ফাইন—	৪ গ্রেণ
জল—	আধ আউন্স

ফস্ফাইন্কে প্রথমে জলে দ্রব করিয়া তাহার সহিত টারপেন্টাইন্ সুন্দরভাবে মিশাইয়া উপরোক্ত উত্তপ্ত মিশ্রনটীর সহিত মিশাইয়া ফেল, শীতল হইলেই বোতলে রাখিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

পিপীলিকার উপদ্রব নিবারণের উপায়।

কেপ্ আলোজ—	১ পাউণ্ড
জল—	১ গ্যালন

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ আউন্স কর্পূরে উপরোক্ত সলুইসন আস্তে আস্তে ঢালিতে থাক, কর্পূর মিশিয়া যাইবে। যেখানে পিপীলিকার বাসা, সেই স্থানে ঢালিয়া দাও। বেগুন গাছ ও অন্যান্য গাছপালা যাহা পিপীলিকায় নষ্ট করে, তাহাতে মাখাইয়া দাও, পিপীলিকার উপদ্রব নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

হ্যাট্ প্রস্তুত প্রণালী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

Washing and Drying the Hats:—

হ্যাটগুলি পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া এক জোড়া Wringing-rollersএর (রিংগ্নিং রোলার্স) মধ্যে দিলে অতিরিক্ত এসিড নষ্ট হইয়া যাইবে। হ্যাটগুলি এই প্রকারে অর্দ্ধেক পরিষ্কৃত হয়। তার-পর হ্যাটের চারিধারে এমন কি মধ্যস্থলেও ন্যাকড়া দিয়া ঘসিয়া মুছিয়া ষ্টোভে করিয়া শুষ্ক করিতে হয়।

Stiffening Process:—

ষ্টোভের কার্য্য শেষ হইলে পর, হ্যাট Stiffening (ষ্টিফ্ফেনিং) কার্য্য আরম্ভ হয়। পুনরায় প্রত্যেক হ্যাটগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় যে উহাতে কোন defect (ডিফেক্ট) আছে কি না।

হ্যাটগুলি শক্ত ও water proof ওয়াটার প্রুফ করিবার জন্য Shellac (সেলাক), Mastic (ম্যাসটিক), Sandarac (স্যানডার্যাক), Alcohal (এলকোহল) প্রভৃতি সংমিশ্রিত করিয়া একটী বার্ণিস প্রস্তুত করিতে হয়।

কখন কখন অশ্বলোমে নির্ম্মিত হ্যাটে Caout choue কুচুক্ গালাইয়া (অর্থাৎ রবার গালাইয়া) দিতে হয়। বার্ণিস প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ 4 lbs shellac এবং I gallon (গেলন) spirit (স্পিরিট) লাগে। শেলাক্ spiritএ ভিজাইয়া গলাইয়া নিতে হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গলে ততক্ষণ মাঝে মাঝে নাড়িতে হয়। গলাইবার জন্য যতখানি spiritএর (স্পিরিট) দরকার ততখানি spirit ব্যবহার করিতে হয়। যে পরিমাণে হ্যাট শক্ত করিতে হইবে সেই পরিমাণ মত বার্ণিস ক্রমে লাগাইয়া পালিস করিতে হয়। তারপর হ্যাটগুলি কাঠের সিন্দুকের মধ্যে যত্নের সহিত গরম জলের ভাবরায় প্রায় ২০ মিনিট রাখিয়া উপরের শক্তভাব দূর করিতে হয়, তারপর শুকাইতে হয়। ফল ভাল পাইতে হইলে কতকগুলি বড় টব ও হ্যাটগুলি ডুবাইবার জন্য কতকগুলি বড় পাত্রের প্রয়োজন হয়। সেখানে একটী গরম জলের সিন্দুক থাকে For reducing the "proof" (ফর রিডিউসিং দি প্রুফ)— উহাকে Sizing mixture (সাইজিং মিক্চার) বলে। কাল বর্ণের সাধারণ woolen hat (উলেন হ্যাটগুলি,) "Water Proof" (ওয়াটার প্রুফ) নামক এক প্রকার mixture দ্বারা শক্ত করা হয়। এই Waterproof mixture প্রস্তুত করিতে হইলে উহাতে ১ ভাগ সোডা, ৩ ভাগ borax (বোরাক্স), ৬ ভাগ gum (গাম), ৮ ভাগ rozin (রোজিন) এবং ৩০ ভাগ Shellac (সেল্যাক) লাগে। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনে mixture প্রস্তুত করিতে হয়।

গরম জলের মধ্যে borax (বোরাক্স) গালাইতে হয়, তারপর উহার সহিত rozin (রোজিন) gum (গাম) ও soda (সোডা) মিশ্রিত করিতে হয়। এইগুলি গলিয়া গেলে উহার সহিত Shellac (সেল্যাক) মিশ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়িতে হয়। তারপর হ্যাটগুলি Stove room (ষ্টোভ রুম) হইতে আনিয়া সম্পূর্ণ ভাবে ঠাণ্ডা করিতে হয়।

তারপর হ্যাটগুলি পূর্ব্বোক্ত proof mixtureএ সম্পূর্ণ ভাবে ডুবাইতে হয়। তৎপরে আবার সেইগুলি তুলিয়া গরম করিতে হয় ; শেষে পুনরায় ডুবাইতে হয় Crown proof (ক্রাউন প্রুফ) করিবার নিমিত্ত। অতিরিক্ত শক্ত হইলে এই সময় উহা দূর হয়। তারপর হ্যাটগুলি মেনের উপর শক্ত করিবার জন্য পাতাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করা শেষ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে আবার গরম বাষ্পীয় সিন্দুকের (Steaming Chest) উপরে রাখা হয়। এইখানে Stiffening fluid (ষ্টিফেনিং ফ্লুড) অর্থাৎ বাষ্পীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিয়া হ্যাটগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়। এইরূপে গরম করিবার পর হ্যাটগুলি Dye house (ডাই হাউজ) অর্থাৎ রং করিবার ঘরে আনা হয়।

Dyeing Hats :—

হ্যাট বেশীর ভাগই কাল বর্ণের। কালো রং করিবার সময় খুব সতর্ক হওয়া দরকার। যেন woolএর আঁশগুলি নষ্ট হইয়া না যায়।

Dye Pan (ডাই প্যান) শক্ত তামার পাত দ্বারা তৈয়ারী হয়। Log wood (লগউড) গরম করিয়া উহার Extract (এক্‌ষ্ট্রাক্ট) বাহির করিয়া dye অর্থাৎ রং প্রস্তুত করিতে হয়। উক্ত তরল পদার্থটা উত্তমরূপে নাড়িয়া তারপর উহার মধ্যে হ্যাট ডুবাইতে হয়। এই সময় কড়াইটা নিয়মিত ভাবে গরম থাকা চাই। জিনিষগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত কড়াইতে থাকিবে ততক্ষণ উহা সম্পূর্ণ ভাবে নাড়াচাড়া করিতে হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে তুলিয়া আনিয়া বাতাসে রাখিতে হয়। কিছুকাল বাতাসে থাকিলে হ্যাট ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ২।৩ বার এই প্রকার করিতে হয়।

তৎপরে হ্যাটগুলি আনিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিতে হয়। তারপর Blocking Process দ্বারা হ্যাটগুলির আকার বা Size (সাইজ) করিতে হয়।

Blocking and Pressing :—

কারিকরেরা হাত দিয়াই হ্যাটের Shape (সেপ) করে ; এক পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখিয়া Steam (ষ্টিম) দিয়া উহা আস্তে আস্তে গরম করিতে হয়। তাহার সাহায্যে যে আকারের হ্যাট করিতে হইবে সেই আকৃতি বিশিষ্ট কোন কাঠের উপর বসাইয়া হ্যাটের Size (সাইজ) করিতে হয়। হ্যাট কোমল এবং অধিক দিন স্থায়ী করিতে হইলে জলে কিছু ময়দা মিশ্রিত করা ভাল।

তারপর হ্যাটগুলি ষ্টোভের উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে গরম করিতে হয়। এই সময় খুব সতর্ক হইতে হয় যেন হ্যাটের আকৃতি অন্যরূপ না হইয়া যায়। এই প্রকারে হ্যাটগুলি শুষ্ক হইলে পর ক্রসের সহিত অল্প "Proof mixture" লাগাইয়া শক্ত হ্যাটগুলির উপর পালিশ করিয়া উহার স্থায়ীত্ব বর্দ্ধিত করিয়া দিতে হয়। তারপর শক্ত হ্যাটগুলিতে চাপ দিতে হয়।

হ্যাটগুলি শেষে Press খুলিয়া বাহির

করিতে হয়। এবং উহার আকার যদি সুন্দর হয় তবে উহা Finisher (ফিনিসার) অর্থাৎ যাহারা Finish করে তাহাদের নিকট দিতে হয়।

Finishing the Hats :—

এই সময় সাধারণ কার্য্যের জন্য Finishing lathe (ফিনিসিং লেদ) অর্থাৎ কুঁদের প্রয়োজন ; আর হ্যাটের অভ্যন্তরস্থ brim (ব্রিম) এর অর্থাৎ কিনারাগুলি লোহার পাতের সাহায্যে সমাপ্ত করিতে হয়।

যখন হ্যাট কুঁদের উপর ঘুরে তখন উহা বালির কাগজ দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। তারপর হ্যাটটী মোটা ব্রুস দিয়া পালিশ করিতে হয় এবং আস্তে আস্তে brimএর উপর পার্শ্বে এবং Crown (ক্রাউন) অর্থাৎ টোপরের উপরে বালির কাগজ দিতে হয়। এই প্রকার করিলে শেষে সমস্ত উপরিভাগ সুন্দর ভাবে পরিষ্কার হয়।

Shaping the Hats :—

শক্ত হ্যাটগুলি কারিকরের হাত হইতে শেষে Shaping departmentএ (সেপিং ডিপার্টমেণ্ট) আনিতে হয়। তারপর সেখানে রাখিয়া উহার brimএর মধ্যে Style (ষ্টাইল) অনুযায়ী কুঁড়ি কুঁড়ি করিয়া দিতে হয়।

Shaping departmentএ আনিয়াই হ্যাট যে আকারের ইচ্ছা সেই আকারে তৈরী করা যায়। এখানেই উহার অভ্যন্তরস্থ পার্শ্বে Curling (কার্লিং) কুঁড়ি কুঁড়ি দেওয়া, ইচ্ছা অনুযায়ী আকার ও পরিপাটি করা হয়।

Veluring the Hats :—

হ্যাট প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে "Veluring"ই শেষ প্রণালী। হ্যাটে লোম বসাইয়া উৎকৃষ্ট করিয়া শেষ করিবার জন্যই Veluring প্রণালীর আবশ্যক। ইহা Veluring lathes বা কুঁদ দ্বারা করিতে হয়। তারপর ব্রুস Velvet দিয়া ময়লা পরিষ্কার করিতে হয় এবং সিল্ক Padএর উপর গরম ইস্ত্রির দ্বারা পালিশ করিয়া সমান করিতে হয়।

Silk Hat :—

Silk (সিল্ক) হ্যাটগুলির উপরে Silk কাপড়ের আচ্ছাদন থাকে। এই Silk কাপড় একটু শক্ত কিন্তু বিশেষ গরম নয় এমন জিনিষের উপর লাগান থাকে। যে ভিত্তির উপর অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপর Silk কাপড় লাগান হয় তাহার স্থায়ীত্ব বা মূল্যানুসারে Calico (ক্যালিকো), Linen (লিনেন), Cambric (ক্যাম্‌ব্রিক) বা কোন Textile (টেক্সটাইল) দ্রব্য দ্বারা তৈয়ারী হয় এবং Shellac বা অন্য কোন Gum অর্থাৎ আঠা দ্বারা উহা শক্ত করা হয়। তারপর একখানি কাঠের উপর রাখিয়া Shape বা আকার করিতে হয়। Silkকাপড়ের আচ্ছাদনের উপর একখানি দীর্ঘ Velvet nap দিতে হয়। যে জিনিষের উপর Silk কাপড় লাগাইতে হয় সেই জিনিষটা আচ্ছাদন করিবার সময় খুব সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ Silk কাপড়গুলি এমন টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে হয় যাহাতে বেশী যেন নষ্ট না হইতে পারে। তারপর এক এক টুকরা আস্তে আস্তে সেলাই করিতে হয়। তারপর সেই ভিত্তিটা বা জিনিষটার উপর আঠা দিয়া সিমেণ্ট করিয়া দিতে হয়। তৎপরে Silk কাপড় সুন্দর ভাবে উহার উপর এমন প্রণালীতে লাগাইতে হয় যেন কাপড়খানি উহার উপর লাগিয়া যায়।

শেষে উহার উপর ব্রুস দিয়া পালিশ করিয়া উহা এমন সুন্দর মসৃণ করিতে হইবে যেন Silk কাপড়ের সেলাই দেখা না যায়। এই প্রকার কথিত ভেলভেটের হ্যাটগুলি এবং Satin (স্যাটিন) এর বা রেশমের হ্যাটগুলিকেই Silk Hat বলে।

সাবানের ব্যবসায়ে দেশীয় প্রচেষ্টা

জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষেই উহা তৈয়ারী করা যায় তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। জাতির পক্ষে ইহা যে পরম শুভ-লক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান জগতে শিল্প-সম্পদে যে জাতি যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত শক্তিশালী। বাস্তবিক পক্ষে শিল্পই জাতির প্রাণ এবং শিল্প প্রসারই জাতীয় সমৃদ্ধির প্রধান উপায়।

ভারতবর্ষেও শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য একটা আপ্রাণ চেষ্টা চলিয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের ফলে অনেক কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে, দেশলাই কল, ছুরী, কাটারী প্রভৃতির নূতন কারখানা বসিয়াছে, কুটির ও কারখানা শিল্পের জন্য প্রত্যেকের মনে একটা আগ্রহ জাগিয়াছে।

যাহারা রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না যাইয়া নীরবে শিল্প সাধনা দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের দেশ-প্রীতি অতুলনীয়; কারণ রাজনৈতিক উত্তেজনা দুইদিনে মিলাইয়া যায়, কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের চিরস্থায়ী সম্পদ। সুতরাং যাহারা শিল্পের পথে জাতিকে অগ্রসর করাইয়া দেয় তাহারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাদের গৌরবেই জাতির গর্ব্ব।

আমরা আজ সাবানের ব্যবসায়ে দেশীয় প্রচেষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে সাবানের ব্যবসায়ে বিদেশীয়দিগের এক চেটিয়া আধিপত্য ছিল এদেশে গায়েমাখা সাবান কেহই তৈয়ারী করিতেন না। ফলে যাহারা বিলাসিতার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে সাবান ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদিগকে বিলাতী অথবা বিদেশী সাবান কিনিতে হইত। বিশেষতঃ প্রসাধনের সাবান তৈয়ারী করা সহজ ব্যাপার নহে বলিয়া এদিকে বড় কেহ চেষ্টা বা উদ্যোগ করিতেন না। যাঁহারা এই ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন তাঁহারা কেবল কাপড় ধোয়া সাবানই তৈয়ার করিতেন। গায়ে মাখা সাবান অপেক্ষা কাপড় কাচা সাবানের চাহিদাও বেশী ছিল।

আজ দেশে কাপড় কাচা সাবানের কারখানার অভাব নাই। আমাদের মনে হয় বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার রাজশেখর বাবুই সর্ব্বপ্রথম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানিকতলায় কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত আরম্ভ করেন এবং ক্রমে উহা একটী কারখানায় পরিণত হয়। আমরা শুনিয়াছি রাজশেখর বাবুরা এই কাপড়কাচা সাবান বেচিয়া এত লাভবান হইতেছিলেন এবং কলুটোলা ও মুর্গীহাটায় তাঁহাদের সাবানের এত চাহিদা বাড়িয়াছিল যে, ক্রমে বহুলোকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং অনেকেই কাপড় কাচা ঢেলা সাবান তৈরী করিতে আরম্ভ করে। শেষে অবস্থা এমন হইয়াছে যে মানিকতলার ঘরে ঘরে লোকে এখন একটা কড়া ও কিছু তৈল ও কষ্টিক সোডা লইয়াই ময়রার দোকানে সন্দেশ তৈরীর মত ঢেলা সাবান তৈরী করিতেছে। লোকে ভুলিয়া গিয়াছে যে
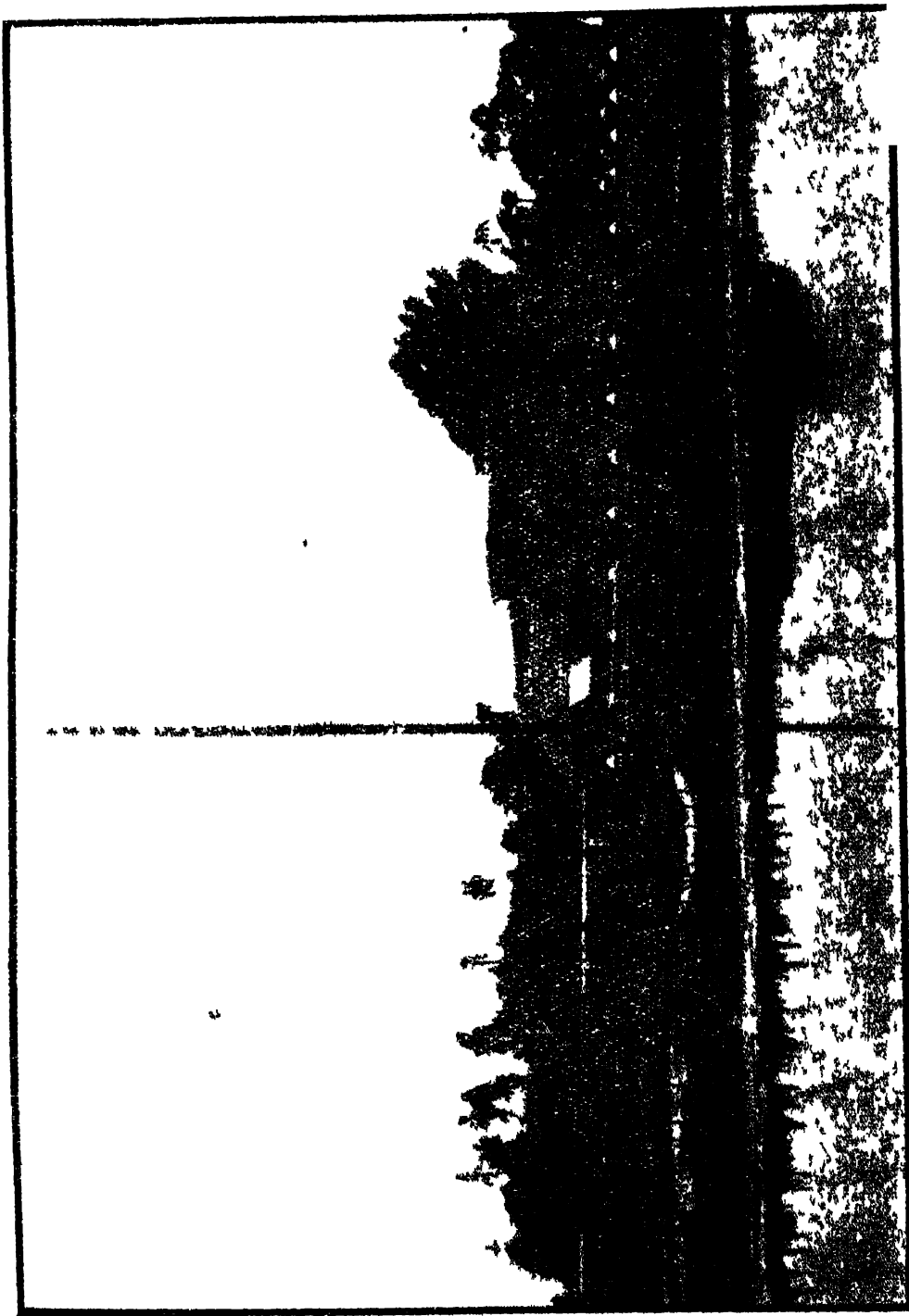
"কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের কারখানার সাধারণ দৃশ্য"

ময়রার মধ্যে ভীম নাগ ও দ্বারিকের সন্দেশও যেমন আছে তেমনি আবার রামা শ্যামার "দুগ্‌গি মণ্ডা"ও আছে। ঢেলা সাবান হইলেই হইল না। সাবানের যে আসল গুণ Saponifying properties, তাহা যে সাবানে নাই তাহা সাবান নামেরই যোগ্য নহে।

যাহা হউক ভালমন্দ মিশাইয়া দেশে এত কাপড় কাচা সাবানের কারখানা হইয়াছে যে নিত্য ব্যবহার্য্য এই অত্যাবশ্যক জিনিষটির জন্য এখন আর বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। কিন্তু সান্‌লাইট প্রভৃতির মত উচ্চ শ্রেণীর কাপড় কাচা সাবানের কারখানা দেশে একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। তাই অপেক্ষাকৃত একটু বেশী দামের কাপড় ধুইতে হইলেই অনেকে বিদেশী সাবানের শরণ লইতেন। কিন্তু সুখের বিষয় কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস প্রমুখ কয়েকটী সাবানের কারখানা জনসাধারণের এই অসুবিধাও দূর করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের কারখানার সাবান কাপড় কাচা সাবানের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর আসন লাভ করিয়াছে এবং উচ্চশ্রেণীর বিদেশী সাবানের সমকক্ষ হইয়াছে বলিয়া সকলেই আদরের সহিত এই সাবান ব্যবহার করিতেছেন।

ফুলেলিয়া পারফিউমারীর 'ধোবিরাজ' সাবানও উচ্চশ্রেণীর কাপড় কাচা সাবানরূপে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই কারখানার মালিক মিঃ জে. চক্রবর্ত্তী সাবান শিল্পের পীঠস্থান ফরাসী দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

প্রসাধন শিল্পে মীরা যেরূপ অত্যল্প কালের মধ্যে দেশব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা অভাবনীয় বলিতে হইবে। আজ "মীরা" ও "রেশমী"র নাম ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহার মূলে বিখ্যাত রাসায়নিক ডাক্তার ঘোষের অক্লান্ত গবেষণা এবং হরিপদ ও সত্যেন্দ্রবাবু দুই ভাইয়ের আপ্রাণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ব্যবসায়-বুদ্ধি কাজ করিতেছে। ইঁহারাও সম্প্রতি যে কাপড়কাচা সাবান বাহির করিয়াছেন তাহারও বেশ সুনাম হইয়াছে। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও কাপড় কাচা সাবানের আরও উন্নতি সাধনের জন্য এখনও অনেক কিছু করিবার আছে।

সাবানের কথা আলোচনা করিতে গেলে আরও দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। সাবান বলিতে গেলে কেবল কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান বুঝায় না। ইহা ছাড়াও অনেক প্রকারের সাবান আছে যেমন কামাইবার সাবান, ঔষধের জন্য ব্যবহারের সাবান ইত্যাদি। প্রস্তুত প্রণালী-ভেদে এদেশে প্রচলিত কাপড় কাচা সাবান সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রকারের সাবান "গোলা সাবান" "ঢেলা সাবান" "ডিবা সাবান" "টিলে সাবান" প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহার কোন বিশিষ্ট আকার নাই। সাধারণতঃ তাল বা পিণ্ডাকারে বিক্রীত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাবানের নাম "বাক্স সাবান"। ইহা গোলাকার, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা আকারের এবং নানা প্রকারের বিশিষ্ট আকারযুক্ত হইয়া থাকে। বার সাবান নামে যে একপ্রকার লম্বা চৌকোণা সাবান বাজারে বিক্রয় হয়, উহাই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। বাজারে ঢেলা ও বার সাবানের চাহিদা খুব বেশী। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে স্থাপিত অধিকাংশ কারখানাতেই এই ধরণের সাবান তৈরী হইয়া থাকে।

কয়েক প্রকার তৈল ও চর্ব্বি আছে যাহাদের সঙ্গে কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করিলে তৈল মধ্যস্থ চর্ব্বিযুক্ত এসিড এবং চর্ব্বি কষ্টিক সোডার সহিত
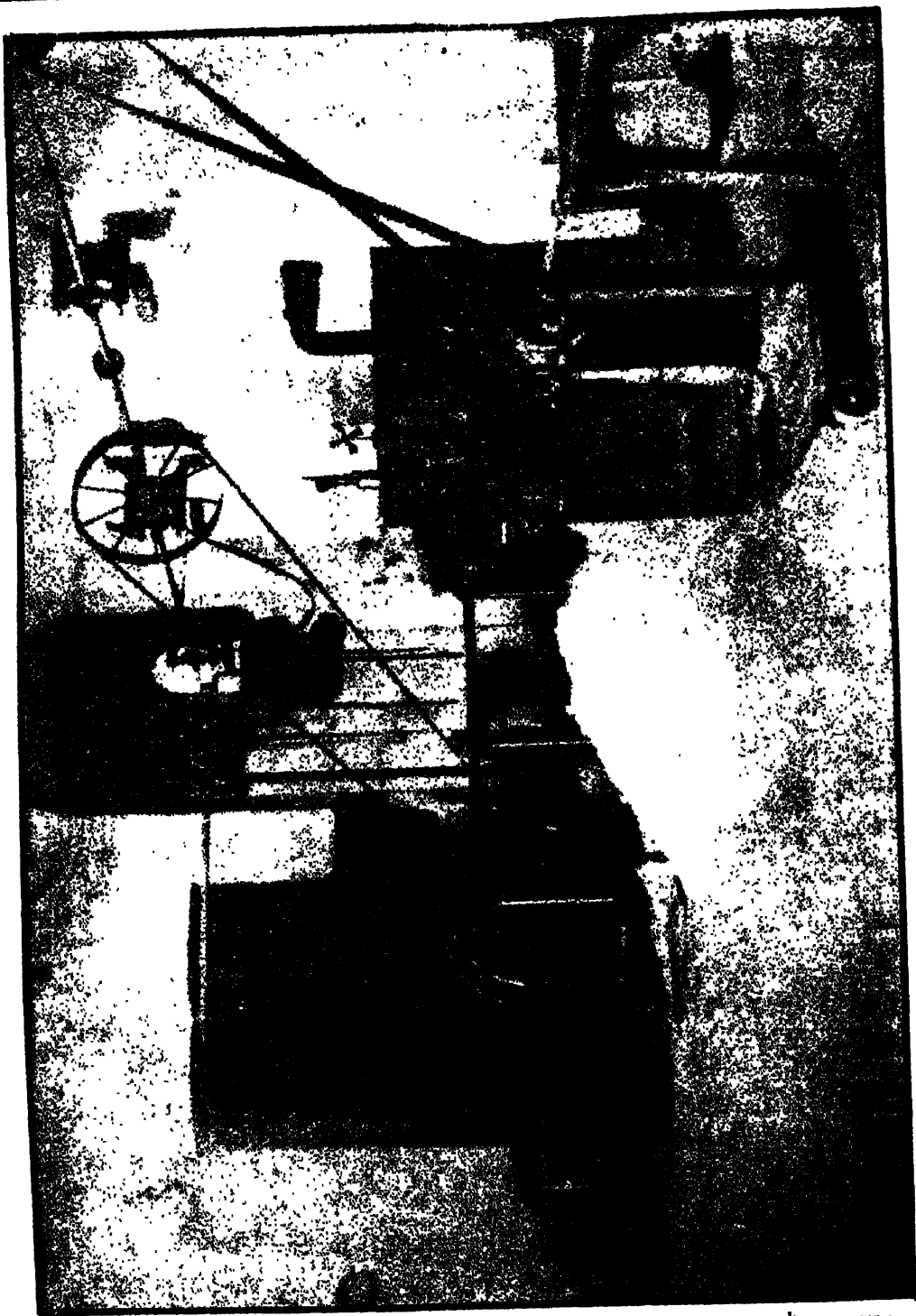
'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের টয়লেট কক্ষের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।"

মিলিত হইয়া চর্ব্বিযুক্ত এসিডঘটিত সোডিয়াম সল্ট নামক একপ্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই যৌগিক পদার্থই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সাবান। সাবান প্রস্তুত করার প্রণালীকে Saponifying বা সাবান করা বলে। সেপনিফাইং করিবার সময় তেল হইতে গ্লিসিরিণের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং লবণ সংযোগে সাবানের অংশ পৃথক হইলে ক্ষারজলের (লাই) সহিত গ্লিসিরিণের ভাগ পড়িয়া থাকে।

সাবান খুব শক্ত হইলেও চলে না আবার খুব নরম হইলেও চলে না। কঠিনও হইবে না আবার একেবারে নরমও হইবে না—এইরূপ সাবানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। Tallow বা বসা এবং সাধারণতঃ জীব জন্তুর চর্ব্বি, নারিকেল তৈল এবং কার্পাস বীজের তেল হইতে শক্ত সাবান এবং মহুয়া, চীনাবাদাম ও রেড়ির তেল হইতে নরম সাবান তৈরী হয়। এই দুই শ্রেণীর তেল ও বসা উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সাবান তৈরী করিলে কঠিন নয় নরমও নয় অথচ বেশ মোলায়েম যে সাবান উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে প্রচুর ফেণা উঠিবে। যে সাবান হইতে যত বেশী ফেণা উঠে সেই সাবানে কাপড় তত অধিক পরিষ্কার হইবে। কঠিন সাবান সহজে জলে গলে না এবং তাহাদ্বারা কাপড়ও ভাল পরিষ্কার হয় না। কিন্তু মোলায়েম সাবান সহজেই জলে গুলিয়া যায় এবং উহাদ্বারা বেশ ভালরূপে কাপড় পরিস্কৃত হয়। ফুলেলিয়া পারফিউমারী, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস, হিমানী সোপ ওয়ার্কস্ ও মীরা প্রভৃতি যে সকল কাপড় কাচা সাবান বাহির করিয়াছেন. উহাতে উপরোক্ত সকল গুণ বিদ্যমান। সুতরাং ইহাদের কাট্‌তিও হইয়াছে খুব বেশী।

ঘামের দুর্গন্ধ নাশ করিয়া শরীরের চামড়া পরিষ্কার ও মসৃন রাখিবার জন্য লোকে প্রসাধনের সাবান ব্যবহার করিয়া থাকে ; কিন্তু খারাপ সাবান মাখিলে দেহের চামড়া মসৃণ ও পরিষ্কার হওয়ার পরিবর্ত্তে খস্‌খসে ও কর্কশ হইয়া উঠে। স্নানের পরে সমস্ত শরীর হয় খস্‌খসে, না হয় চটচটে বোধ হয়। ইহার ফলে মানব দেহে নানাবিধ চর্ম্মরোগ দেখা দেয় এবং শরীরের পক্ষে নানারূপ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে। এই জন্য উৎকৃষ্ট গায়ে মাখা সাবান তৈয়ারী করা খুব কঠিন কাজ। অভিজ্ঞতা ও বিশেষ শিক্ষা ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। এত স্বদেশী আন্দোলন সত্ত্বেও এখনও যে বাজারে বিলাতী সাবান চলে তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রয়োজনের অনুপাতে গায়ে মাখিবার উপযুক্ত সাবানের কারখানা এদেশে অতি অল্প।

সাধারণ কাপড়কাচা সাবান এখন আর কেহ বড় একটা বিলাতী কিনিতে যায়না;কেননা দেশী কাপড় কাচা সাবানের এত কল হইয়াছে, এবং প্রয়োজন মত ভাল সাবান এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে বিলাতী সাবান আপনা হইতেই প্রায় পরিত্যক্ত হইতেছে। কিন্তু গায়ে মাখিবার উপযোগী দেশী সাবানের কারখানা এত অল্প যে সেগুলিতে দেশবাসীর চাহিদা পূরণ করা যায় না। আর একটি দোষ এই যে দেশী গায়ে মাখা সাবান এদেশে ভাল প্রস্তুত হয়না বলিয়া বহুদিন হইতে অনেকের একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। প্রথম যখন স্বদেশী টয়লেট সাবানের কারখানা স্থাপন করা হয়, তখন সেই সকল টয়লেট সাবান বিদেশী সাবান অপেক্ষা খুবই নিকৃষ্ট ছিল সন্দেহ নাই। আমাদের মনে আছে স্বদেশী যুগে বগ্‌ড়ী বাড়ীর জমিদার বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী, এবং সন্তোষের জমিদার কবি প্রমথ নাথ ওরিয়েন্ট্যাল সোপ্ ফ্যাক্টরী স্থাপন করতঃ দেশে টয়লেট সাবান প্রথম প্রচলন করেন ; তাঁহাদের
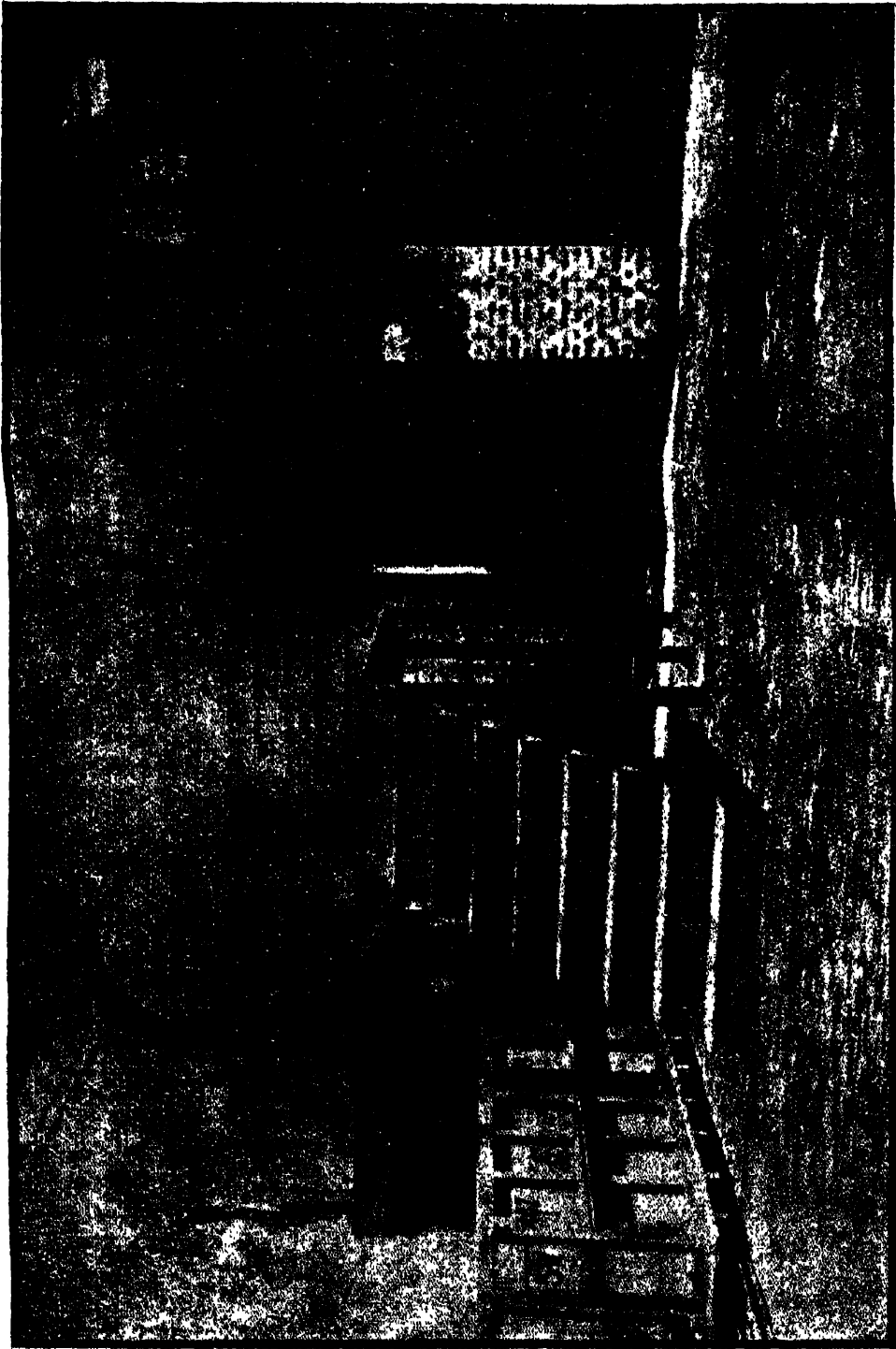
যে আধারে সাবান তৈরী হইতেছে তাহার দৃশ্য।
(কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্)

দেখাদেখি ঢাকার বুল্‌বুল্‌ও বাজারে টয়লেট্‌ সাবান প্রচলন করতঃ খুব নাম করিয়াছিল। আমাদের মনে আছে এই সকল সাবান বিদেশী টয়লেট্‌ অপেক্ষা অনেক খারাপ হইলেও দেশের লোক স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তাহাই মাথায় করিয়া লইয়াছিল। তখনকার দিনে সাবানের গুণাগুণ সম্বন্ধেও লোকের কোনও ধারণা বা শিক্ষা ছিল না,—সাবান হইলেই হইল; তাহার রং এবং গন্ধ যতই চটকদার হইত, লোকের নিকট ততই তাহার আদর বাড়িত। কিন্তু গত ২৫ বৎসরের আন্দোলনে সাবানের উপাদান এবং বিশুদ্ধতা (Purity) সম্বন্ধে লোকের চোখ ফুটিয়া গিয়াছে এবং খাদ্য সম্বন্ধে লোকে যেমন Pure food খোঁজে, সাবান সম্বন্ধেও লোকে এখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে এবং জিনিষটাও পরখ্‌ করিয়া লয়। এই জন্য গুণ সম্বন্ধে বিদেশীয় সাবানের সমকক্ষতা করিতে না পারিলে টয়লেট্‌ সাবানের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশী টয়লেট্‌ সাবানের আর সে দুর্দ্দশা নাই। স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সাবানের কারখানাগুলিরও দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে হিমানী সোপ ওয়ার্কস্‌, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্‌, গড্‌রেজের সাবান, মীরা এবং মহীশূর সোপ ওয়ার্কস্‌ প্রভৃতি অনেকগুলি কারখানায় এমন চমৎকার টয়লেট্‌ সাবান তৈরী হইতেছে যে বিলাতীর তুলনায় তাহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু দেশবাসীর মনের মধ্যে গায়ে মাখা দেশী সাবান ভাল হয় না বলিয়া সেই যে ধারণা জন্মিয়া রহিয়াছে সে ধারণা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। বাস্তবিক সাবানের ব্যবসায়ে অত্যল্পকাল মধ্যে যে কত উন্নতি হইয়াছে তাহা কেহ ভাবিতে চায় না। এইরূপ মনোবৃত্তির ফলে সাবান ব্যবসায়িগণ ইচ্ছা করিলেও আশানুরূপ তাঁহাদের ব্যবসায় প্রসার করিতে পারেন না। কেননা চাহিদার উপরেই কারখানার উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। চাহিদা না থাকিলে শিল্পের উন্নতি হইবে কোথা হইতে? স্বদেশী গ্রহণের আগ্রহে অনেকের মধ্যে দেশী সাবান ব্যবহারের একটা আগ্রহ জাগিয়াছে বটে, কিন্তু আশানুরূপ বিদেশী সাবান হ্রাস পাইতেছে না।

১৯২৩-২৪ সালে এক করাচী বন্দর দিয়া মোট ৬৫৬৭৮৯ টাকার বিদেশী সাবান ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ সালে ১১৯২৬৯৮ টাকার এবং ১৯২৬-২৭ এবং ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ১৪৯৪৮৫০৲ এবং ১৪৫৬৬২২ টাকার বিদেশী সাবান একমাত্র করাচী বন্দর দিয়াই এদেশে আমদানী হইয়াছে।

উপরোক্ত অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে স্বদেশী আন্দোলন্‌ সত্ত্বেও প্রতি বৎসর বিদেশী সাবানের বিক্রয় বাড়িয়া যাইতেছে। বিগত আন্দোলনের ফলে বিদেশী সাবানের আমদানী অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু দেশবাসী দেশী জিনিস ক্রয়ের সঙ্কল্প অটুট না রাখিলে দেশীয় শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। সাধারণতঃ বিলাত, আমেরিকা ও ফ্রান্স হইতেই বেশীরভাগ সাবান আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবাসী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটু চেষ্টা করে, তাহা হইলে সহজেই এই বিরাট শোষণ প্রতিরোধ করিয়া দেশীয় শিল্পের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে ভাবপ্রবণতা এত বেশী যে ভাবের জোয়ার চলিয়া গেলেই আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনাও নিস্তেজ হইয়া আসে।

টয়লেট কক্ষের আভ্যন্তরীণ অপর দৃশ্য।
(কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্)
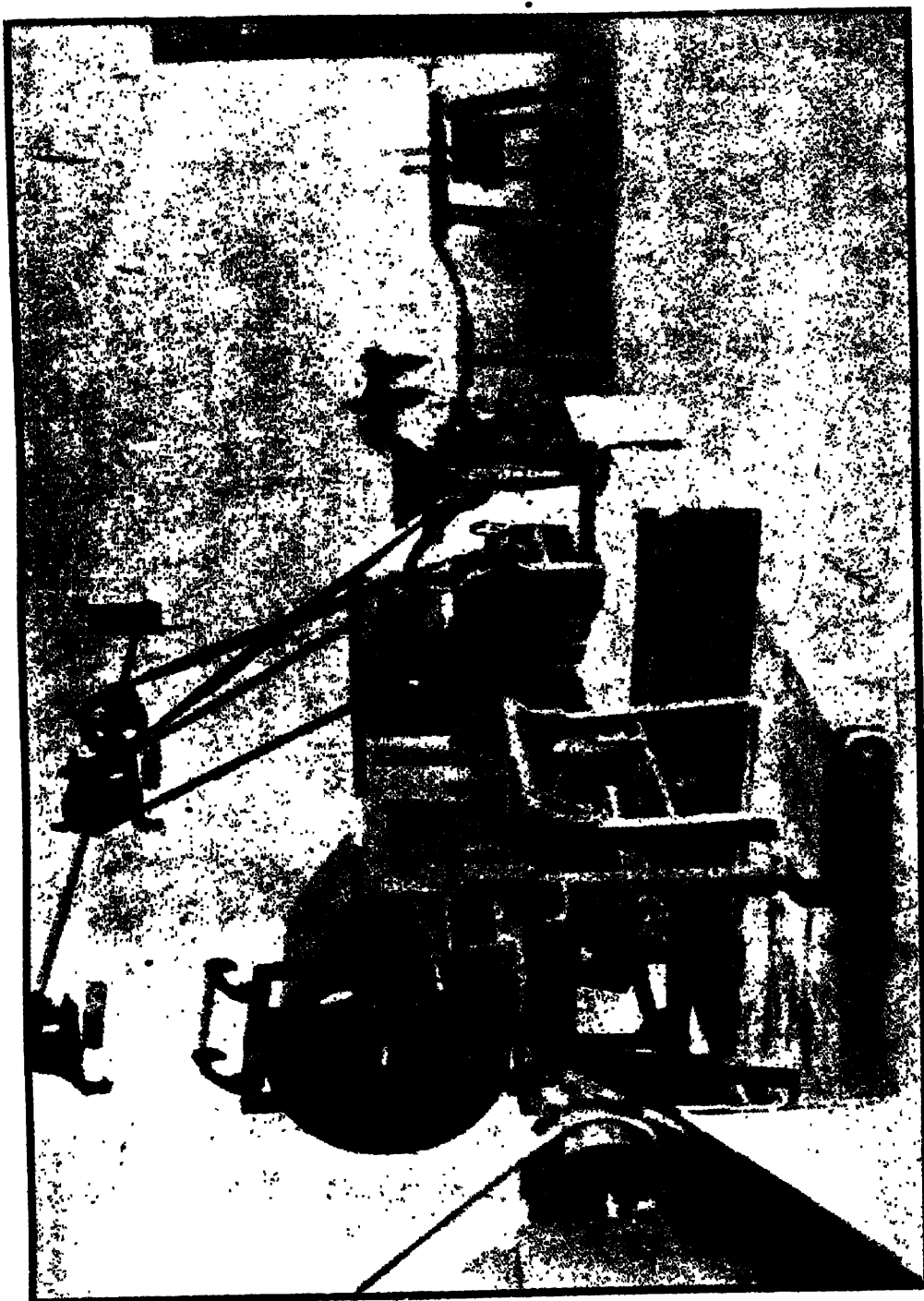
ফলে উচ্ছ্বাসের সময় দেশীয় শিল্পগুলি জাগিয়া উঠে, কিন্তু আন্দোলন থামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা আবার শক্তিহীন হইয়া পড়ে। আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়, তাহার অনেক কারণের মধ্যে ইহাও একটী প্রধান কারণ।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্ স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া আজ ভারতবাসীর একটি গৌরবের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারখানার তৈয়ারী সাবান ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। আশা করি, দেশবাসীর সহানুভূতি পাইলে ইহারা জাতিকে তাহার শিল্প সাধনায় জয়যুক্ত করিতে পারিবে।

টয়লেট্ সাবান নির্ম্মাণে এদেশের কারখানা সমূহ যে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহা এক গড্ রেজের সাবানের সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত কেমিষ্টের মত উদ্ধৃত করিয়া দেশবাসীর চক্ষুরুন্মীলন করিতে চেষ্টা করিল।

কার্ল লুসার্জ্জ একজন জার্ম্মেণীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি গড্ রেজ সাবানের গুণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—

"I am a Scientist and have devoted years of study to the functions of the human skin. Soaps made of animal fats are known to be a great danger to health as they clog the pores of the skin and retard the free flow of pers-

piration from them. I have tested by long personal use and chemical experiments your Toilet Soap No. 1 made of vegetable oils and I unhesitatingly give it the place of honour as a health and beauty Soap. Several ladies to whom I recommended your soap are highly gratified, especially with regard to the hair they prize so much."

Yours faithfully
Karl Lusurtze.

অস্যার্থ :—"আমি একজন বৈজ্ঞানিক। মনুষ্য শরীরের চর্ম্ম সম্বন্ধে বহুকাল গবেষণা করিয়াছি। জন্তুর চর্ব্বি দিয়া যে সাবান তৈয়ারী হয়, উহা দেহের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ উহা লোমকূপের ছিদ্রগুলি আটকাইয়া দিয়া ঘাম বাহির হইতে বাধা জন্মায়। আমি দীর্ঘকাল নিজে ব্যবহার করিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা গড্‌রেজের ১নং গায়ে মাখা সাবান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহা উদ্ভিজ্জ তেল দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমি দ্বিধাহীন ভাবে ইহাকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সাবানরূপে অভিহিত করি। কয়েকজন মহিলাকে আমি এই সাবান ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলাম, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পরম আদরের কেশে এই সাবান ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সন্তোষ জানাইয়াছেন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই সাবানের প্রশংসা করিয়াছেন। ডাঃ এনি বেসাণ্ট্ বলেন,—"জগতের মধ্যে গড্‌রেজের সাবান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

বোম্বাই ও প্যারিসের সুপরিচিত ফরাসী অলঙ্কার নির্ম্মাতা মিঃ ভ্যান্ প্রাগ্ বলিতেছেন :—

Mon. Van Praag the well known French Jeweller of Bombay and Paris Says :—

"My Skin is very sensitive. I have used the best of European and American soaps, but I find Godrej's to be better than all those soaps and I am taking Godrejs Soaps with me to paris for use while in Europe."

অস্যার্থ :—"আমার দেহের চর্ম্ম সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। আমি ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উহাদের সকল সাবান অপেক্ষা গড্‌রেজের সাবানই ভাল লাগিয়াছে। আমি ইউরোপে অবস্থান কালে ব্যবহারের জন্য আমার সঙ্গে গড্‌রেজের সাবান লইয়া যাইতেছি।"

ভূতপূর্ব্ব সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষক মেজর ডিকিনসন্ বলেন :—

Major Dickinson, Late Chemical Analyser to Government says :—

"Having made a careful and complete analysis of a cake of Toilet Soap sent to me by Mr. A. B. Godrej, I am of the opinion that it is a high grade article which satisfies to the full all tests applied to it. It is free from any uncombined alkali and thus is suitable for use on the most delicate skins."

অস্যার্থ :—মিঃ এ বি গড্‌রেজ প্রেরিত একখানি প্রসাধনের সাবান আমি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে উচ্চ শ্রেণীর সাবানের সকল গুণই ইহাতে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। ইহা uncombined alkali বিমুক্ত, সুতরাং খুব নরম, চর্ম্মের পক্ষেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার যোগ্য।

"গড্‌রেজ" নাম শুনিয়া অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে ইহা বুঝি কোনও ইউরোপীয়ানের কারখানা। গড্‌রেজ্‌ বোম্বাইনিবাসী জনৈক পার্শী ভদ্রলোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে একরূপ রিক্তহস্তেই তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং কালে নিজের অধ্যবসায়, চরিত্র এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের বলে অধুনা ভারত বিখ্যাত গডরেজের Iron Safe বা লোহার সিন্ধুকের কারখানা স্থাপন করেন। অতঃপর টয়লেট সাবান নির্ম্মাণে মনঃসংযোগ করিয়া তিনি যে সাবান বাহির করিয়াছেন তাহার পরিচয় বিদেশী রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের প্রশংসা পত্র হইতেই বুঝা যায়। বাঙ্গলা দেশে এই সাবান প্রচলনের জন্য ১৬০নং হ্যারিসন রোডস্থিত সুপ্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী ষ্টোর্স লিমিটেড্‌ ইহার এজেন্সী লইয়াছেন। মফঃস্বলের পাইকারগণ আমাদের নাম লইয়া ইঁহাদের নিকট পত্র লিখিলে এই সাবানের এজেন্সী আদি সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পাইবেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যিনি একবার গড্‌রেজের টয়লেট্‌ সাবান ব্যবহার করিয়াছেন তিনি কদাচ আর বিলাতী সাবান ব্যবহার করিবেন না।

বীমা কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস

প্রস্পেক্টাস্ প্রত্যেক জীবন বীমা কোম্পানীর অনুষ্ঠানপত্র বা কার্য্য প্রণালীর বর্ণনা পত্র। ইহাদ্বারা কোম্পানীর কাজ, উদ্দেশ্য, বিশেষত্ব, বিভিন্ন প্রকারের বীমার বিবরণ প্রভৃতি বিশদরূপে জানা যায়। প্রত্যেক প্রস্পেক্টাসে কোম্পানী কত প্রকারের বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন্ বীমার কি উপকারিতা, মাসিক বা বাৎসরিক কত প্রিমিয়াম দিতে হয় ইত্যাদি সমুদয় বিবরণ প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ প্রস্পেক্টাসে যে সকল বিষয়ের বিবরণ থাকে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রায় প্রত্যেক জীবন বীমা কোম্পানীই সাধারণতঃ তাঁহাদের অনুষ্ঠান পত্রের প্রারম্ভেই তাঁহাদের নিজেদের বিশেষত্ব এবং অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা কোন্ কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দুই চারিটী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া থাকেন। এই সকল বৈশিষ্ট্য আবার অনেকগুলি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।

(১) প্রিমিয়ামের অল্পহার। (২) অধিক বোনাস্। (৩) উদ্বৃত্ত টাকা সমান অংশে বণ্টন। (৪) রিজার্ভ ফণ্ডের প্রাচুর্য্য। (৫) মূলধন, বীমা ফাণ্ড অথবা প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণাধিক্য। (৬) তহবিলের টাকার investment বা লগ্নীর উপর অধিক সুদ আদায় (৭) বীমাকারীদের প্রতি সহজ সর্ত্ত প্রদান। (৮) বিশেষ চিত্তাকর্ষক বীমা পদ্ধতি। (৯) বীমা প্রত্যর্পণ করিলে তাহার মূল্য ফেরৎ পাইবার

সহজ ব্যবস্থা অথবা (surrender value) বা টাকা দিয়া (paidup) পলিসি পাওয়ার সহজ উপায় ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত কোন কোন কোম্পানী একটি বিশেষ রকমের বীমা স্থির করিয়া কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের চিত্তাকর্ষণ করে। জমিদার, কেরাণী, উকীল, ডাক্তার, স্কুলমাষ্টার, রেলওয়ে কর্ম্মচারী বা সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে সহজ ও লাভজনক বিশেষ কোন বীমা প্রচলন করিলে সাধারণতঃ তাঁহারা ইহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাতে দুই প্রকারের সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞাপনের ব্যয় কমাইয়া ইহাতে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা যায়; দ্বিতীয়তঃ ইহাদ্বারা নির্ভুলভাবে মৃত্যুর হার জানা যায়। একই শ্রেণীর মধ্যে বীমা নির্দ্দিষ্ট থাকায় প্রিমিয়ামের হার স্থির করাও সুবিধাজনক। মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইলেও এক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া এইপ্রকার বীমায় ক্ষতির ঝুঁকি অনেক কম।

বিভিন্ন প্রকারের প্রিমিয়াম।

সাধারণতঃ প্রসপেক্টাসে নিম্নলিখিত প্রকারের প্রিমিয়ামের ব্যবস্থা দেখা যায়।

(১) লাভসহ বা বিনালাভে যাবজ্জীবন প্রিমিয়াম দিবার চুক্তিতে জীবন বীমা।

(২) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রিমিয়ামে লাভসহ বা বিনালাভে Whole Term বা যাবজ্জীবনের জন্য বীমা।

(৩) প্রথম পাঁচ বৎসরে অল্প প্রিমিয়াম, তৎপরবর্ত্তী কালে উচ্চহারে প্রিমিয়াম এবং প্রথম পাঁচ বৎসর পরে লাভসহ যাবজ্জীবনের জন্য বীমা।

(৪) লাভসহ বা বিনালাভে এণ্ডাউমেণ্ট বীমা।

(৫) বিনালাভে স্বল্পকালের জন্য বীমা।

(৬) লাভসহ বা বিনালাভে যুক্তজীবন বীমা।

(৭) লাভসহ বা বিনালাভে শেষ ব্যক্তির অর্থপ্রাপ্তি বীমা।

(৮) বিনালাভে উত্তরাধিকার।

(৯) বালকবালিকাদের বিলম্বিত বীমা। ২১ বৎসরের পরে লাভসহ বীমা।

কেবলমাত্র জীবন বীমা সংক্রান্ত বিবরণ ব্যতীত এই সকল প্রসপেক্টাসে Sinking Fund বীমা, বালকবালিকাদের বীমা এবং এনুইটি প্রভৃতির Single এবং Annual premiumএর বিবরণও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই স্থানে উপরোক্ত পলিসি সমূহের কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সকল বিবরণ পড়িলে ভিন্ন ভিন্ন বীমার তুলনামূলক সমালোচনা করার সুবিধা হইবে এবং কোন টেবিলে বীমা করা সুবিধাজনক তাহারও একটা ধারণা করা সহজ হইবে।

(১) WHOLE TERM **পলিসি**—এই পলিসিতে লোক যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন প্রিমিয়াম দিতে হইবে। বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাহার পরিবার বা পুত্রকন্যা তাহার নির্দ্দেশমত টাকা পাইবে। পূর্ব্বে এই প্রথা খুব প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার আদর কমিয়া গিয়াছে। যদি আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের জন্য অর্থ সংস্থান বীমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই প্রকার বীমাই উৎকৃষ্ট। বিনালাভে কেহ এই প্রকার বীমা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রিমিয়ামে পলিসি পাইতে পারেন এবং কোম্পানীর নিকট সহজেই এই বীমা বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ পাইতে পারেন। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে (১) দীর্ঘকাল বাঁচিয়া

থাকিলে প্রিমিয়াম বাবদ হয়ত এত বেশী টাকা দিতে হইতে পারে যাহার পরিমাণ দাবীর টাকা হইতে বেশী হইতে পারে। (২) বৃদ্ধ বয়সে লোকের আয় কমিয়া যায় এবং উপার্জ্জন করার শক্তিও কমিয়াআসে ; সে সময় প্রিমিয়ামের টাকা নিয়ম মত দেওয়া অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়ে, অথচ এই টেবিলে যাবজ্জীবন প্রিমিয়াম দিবার চুক্তি থাকে, নচেৎ বীমা lapse হইয়া যায় অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়। প্রধানতঃ এই দুই কারণের জন্য লোকের নিকট Whole Life পলিসি বা যাবজ্জীবন বীমার আজকাল আদর কমিয়া গিয়াছে।

(২) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রিমিয়ামে বীমা বা LIMITED PAYMENT POLICIES.

এই প্রকার বীমাতেও মৃত্যুর পরে টাকা দেওয়া হয়। তবে বীমাকারীর ইচ্ছামত দশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অথবা বাৎসরিক কিস্তিতে বীমার প্রিমিয়াম দিতে হয়। যাহারা ব্যবসায়ী এবং যাহাদের বেশ ভাল আয় আছে, কিন্তু মধ্যজীবনে কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহাদের পক্ষে এই প্রকারের বীমা খুব উপকারী। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে লাভসহ (with profit) বীমা করিলে সুদের টাকা

হইতে যখন লাভ বণ্টন করা হয়, তখন Whole Term পলিসি অপেক্ষা এই পলিসিতে অধিক টাকা পাওয়া যায়। কেননা যে লোক আজীবন বসিয়া প্রিমিয়াম দেয় তাহার টাকার সুদ অনেক কম পাওয়া যায়। কিন্তু যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রিমিয়াম দেওয়া শেষ করে, তাহার অধিক সুদ জমিতে থাকে।

(৩) ASCENDING SCALE POLICY বা বর্দ্ধিত হার পলিসি।

এই প্রকারের বীমার প্রথম পাঁচ বৎসরে খুব অল্প হারে প্রিমিয়াম দিতে হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসরসমূহে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হারে প্রিমিয়াম লওয়া হয়। যাহারা চাকুরী করে, অথবা যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয়, এবং যাহাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহাদের পক্ষে এই প্রকারের বীমা উপযোগী।

এণ্ডাউমেণ্ট এসিওরেন্স বিগত অর্দ্ধশতাব্দী হইতে এই প্রকারের বীমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদর দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক বীমা কোম্পানীতে যত বীমা হয় তাহার প্রায় হয় শতকরা নব্বই ভাগই এণ্ডাউমেণ্ট পলিসিতেই হয়। ইহাতে বীমাকারীর দুই দিকেই লাভ হয়। ইহা একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বীমা। যেদিন বীমা করা হইল সেই দিন হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে বীমার সমুদয় টাকা পাওয়া যায়। অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বা বৎসর অন্তেও জীবিত থাকিয়াই ঐ টাকা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা একই সময়ে টাকা লগ্নী করা এবং বীমা করার কাজ হয়। সুতরাং এই প্রকার এণ্ডাউমেণ্ট বীমার আদর খুব বেশী। ইহার প্রধান সুবিধা এই :—

(১) ধরুন কেহ ১৫ বৎসরের জন্য এই টেবিলে বীমা করিলেন ; ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তবে তাঁহার ওয়ারীশানেরা তখনই টাকা পাইতে পারেন।

(২) যদি তিনি বীমার মেয়াদ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৫ বৎসর জীবিত থাকেন তবে মেয়াদ অন্তেই অর্থাৎ ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই সুদে আসলে বীমার টাকা ফেরৎ পাইবেন—যদি লভ্যাংশ সহ অর্থাৎ Endowment with Profits টেবিলে বীমা করিয়া থাকেন ; ইহাতে একদিকে যেমন হঠাৎ মৃত্যুর জন্য জীবন বীমা করা রহিল অন্য দিকে আবার মৃত্যু না হইলেও যে টাকা বীমার প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে তাহা মেয়াদ অন্তে সুদে আসলে ফেরৎ পাওয়া যায়। এ-যেন ঠিক "মূলার ক্ষেত।" শাক্ কে শাক্—আবার পিছনের দিকে তরকারী। অর্থাৎ একই জিনিষে শাকও খাওয়া যায় আবার উপাদেয় তরকারীও রাঁধা যায়। এই জন্য Endowment Assuranceকে একবারে Life Insurance and Investmentএর উপায় বলা হইয়া থাকে।

Whole term জীবন বীমা যাহারা বিবাহিত অথবা বিবাহ করিতে উদ্যত, তাহাদের পরিবারের ভবিষ্যতের পক্ষে উপকারী ; কিন্তু এণ্ডাউমেণ্ট বীমা কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজন। ৪৫ হইতে ৬৫ বৎসরের মধ্যে মানুষের কর্ম্ম ক্ষমতা কমিয়া আসে, তখন সাধারণতঃ মানুষ বিশ্রাম চায়, অথবা অল্প শ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে। সেই সময়ে যদি কিছু অর্থ সঞ্চিত থাকে, অথবা পেন্‌সনের ন্যায় মাসে মাসে কিছু টাকা পাইবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে শান্তিতে বাস করা যায়।

এণ্ডাউমেণ্ট পলিসি বার্দ্ধক্যের একটি প্রধান অবলম্বন। কারণ Endowment period বা মেয়াদ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে পলিসির টাকা

এককালীন সমুদয় পাওয়া যায়; সুতরাং তাহা ভাঙ্গাইয়া লগ্নীতে খাটাইয়া কিম্বা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে খাটাইয়া মাসে মাসে কিছু আয়ের সংস্থান হইতে পারে। অথবা পলিসির টাকাটা তখনই কোম্পানীর নিকট হইতে না নিয়া ঐ টাকার দ্বারা কোম্পানীর সহিত একটা Annuityর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যাহার ফলে মাসে মাসে অথবা ৩ মাস বা ৬ মাস অন্তর বীমার একটা নির্দ্দিষ্ট allowance বা ভাতা পাইতে পারেন। বৃদ্ধ বয়সের জন্য এইরূপ একটা annuityর ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে শেষ জীবন কতকটা শান্তিতে এবং নিরুদ্বেগে বাস করা যায়।

Short time Policy বা অল্প মিয়াদের পলিসি

টাকা কর্জ্জ লইবার জন্যই সাধারণতঃ এইরূপ পলিসির সৃষ্টি হইয়াছে; যাঁহারা ভূসম্পত্তি mortgage বা জামীন রাখিয়াও টাকা কর্জ্জ পাইতেছেন না, তাঁহারা যদি এই সম্পত্তি কোনও বীমা কোম্পানীতে Collateral security স্বরূপ আবদ্ধ রাখেন এবং further additional বা আরও বেশী জামীন স্বরূপ সেই কোম্পানীতে একটা বীমা করিয়া সেই বীমাও আবদ্ধ রাখেন তবে বীমা কোম্পানীও যেমন সহজে তাঁহাকে টাকা ধার দিতে পারেন, যিনি টাকা ধার নেন তাঁর পক্ষেও কর্জ্জ টাকা সহজে পরিশোধ করারও একটা উপায় হয়। ইহাতে কম সুদে যেমন টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়, তেমনি অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়াম দিয়া জীবন বীমাও করা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার কথা এই যে, যে Contingency বা দায় উদ্ধারের জন্য এইরূপ করা হয় তাহা উদ্ধার হইলেই বীমার মেয়াদও শেষ হইয়া যায়।

Joint Life Policies :—

যৌথ কারবার বা ব্যবসায়ের অংশীদারদিগের পক্ষে এই প্রকার বীমা বিশেষ সুবিধাজনক। কোন অংশীদারের মৃত্যুতে যদি হঠাৎ ব্যবসায়ের জন্য কোন টাকা উঠানো অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে তাহা হইলে এই বীমার ফলে তখন বেশ সাহায্য পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর নামেও এইরূপ বীমা করা যায়, তবে কোন কোন অফিস যৌথ নামে বীমার প্রয়োজনীয়তা না বুঝিলে স্বামী স্ত্রীর নামে পলিসি ইস্যু করিতে চাহেন না। কোন কোন অফিস যৌথ বীমাকে মাঝে মাঝে দুইটি পৃথক বীমায় ভাগ করিয়া দিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রিমিয়মের টাকা এরূপ ভাবে বিভক্ত করিয়া জমা দেন যেন উহারা দুইটি আলাদা বীমা।

Last Survivor Policy :—

ইহা দ্বারা দুই তিনটি লোকের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইবে সেই বীমার টাকা পায়; কিন্তু এ প্রকারের পলিসি এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। যুগ্ম পলিসির মত ইহাতেও প্রতি পঞ্চ বার্ষিক হিসাবে প্রিমিয়াম ধরা হয়।

Survivorship Policy :—

টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য সাধারণতঃ এইরূপ পলিসি লওয়া হইয়া থাকে। Reversioner's right অর্থাৎ কাহারও মৃত্যু অন্তে যে সম্পত্তি পাওয়া যাইবে তাহাই বন্ধক রাখিয়া এইরূপ পলিসি দেওয়া হয়।

Childrens Deferred Assurance—

এই প্রকার পলিসি অপেক্ষাকৃত নূতন হইলেও নানা কারণে নানা সুবিধার জন্য জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার বীমার প্রিমিয়াম

খুব কম এবং ordinary whole term, Limited payment বা Endowment assurance যে কোন প্রকারে করা যায়। ইহাতে কোন ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। বালক বা বালিকা যদি ২১ বৎসরের পূর্ব্বে মারা যায় তাহা হইলে যত প্রিমিয়াম দেওয়া হইয়াছে, সব ফেরৎ দেওয়া হয়। এবং শিশু জীবিত থাকিলে তিনবার প্রিমিয়াম দেওয়ার পরেই paid up policy or surrender value করার বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে যখন বালকটি পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয়, তখন সে আর নিজে বিশেষ অর্থ ব্যয় না করিয়া অথবা ঝঞ্ঝাটে না পড়িয়া অনায়াসেই পলিসি রক্ষা করিতে পারে।

অনেক প্রস্পেক্টাসে আবার এমন সব বীমার ব্যবস্থা থাকে যাহার সহিত মনুষ্য জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। Lease hold অর্থাৎ জমি পত্তনী বীমা এই প্রকারের। Sinking fund বীমায় মনুষ্য জীবনের সহিত সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু তাহা পরোক্ষ ভাবে।

Sinking Fund Policy :—

এই প্রকারের পলিসিতে বীমাকারী ইচ্ছা মত এক সময় সমুদয় প্রিমিয়াম অথবা বাৎসরিক প্রিমিয়াম দিতে পারে। দশ বৎসর বা ৯৯ বৎসরের মিয়াদে সাধারণতঃ এই প্রকারের বীমা করা হয়। নানা কারণে এইরূপ বীমার প্রয়োজন হয়। নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা করা হইল।

(১) জমি পত্তন অথবা জমির উন্নতির জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয়, তাহা ফেরৎ আনিবার জন্য।

(২) বহুকালের ব্যবহারে কোন বাড়ী জীর্ণ হইলে অথবা জমির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুনরায় অর্থের প্রয়োজন হইলে অথবা কয়েক বৎসর ব্যবহারের পর কলের পুরাতন কলকব্জা বদ্‌লাইতে হইলে এইরূপ পলিসির প্রয়োজন।

(৩) বণ্ড ষ্টক্ প্রভৃতি ক্রয়কালে উহার প্রিমিয়াম বা অতিরিক্ত মূল্য পোষাইবার জন্য।

(৪) কোম্পানীর ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য অর্থ জমাইতে।

এই প্রকারের বীমার সুবিধা এই যে সহজ উপায়ে ইহা যে কোন সময়ে Surrender করিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

Child's Endowment Policies :—

পুত্রকন্যাদের শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাহারা অর্থ জমাইতে চাহেন অথবা তাহাদিগকে কোন ভাল ব্যবসা দিয়া দিতে চাহেন কিংবা পড়া শেষে তাহাদের ওকালতী বা ডাক্তারীর প্রাথমিক ব্যয়ের টাকা রাখিয়া দিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে Child Endowment Policy খুব উপকারী। একবারে একটি প্রিমিয়ামে অথবা বাৎসরিক প্রিমিয়াম হিসাবে এই বীমা করা যাইতে পারে। পুত্রকন্যা যদি অকস্মাৎ মারা যায়, তাহা হইলে কোন কোন কোম্পানী যত টাকা প্রিমিয়াম পাইয়াছেন তাহার প্রায় সব টাকাই প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। আবার কোন কোন কোম্পানীতে পুত্রকন্যার মৃত্যুর সঙ্গে প্রিমিয়াম বন্ধ করা যাইবে এরূপ নিয়মও আছে। কিন্তু শেষোক্ত প্রকারে বীমার সময় বালকবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়।

উপরোক্ত প্রকারের বীমা ব্যতীত অনেক কোম্পানী নূতন রকমের বহুবীমার কথা প্রস্‌-পেক্টাসে উল্লেখ করেন। লোকের আগ্রহ আকর্ষণের জন্য যত সুবিধাজনক বীমার প্রথা প্রবর্ত্তন করা যায়, ততই লোক সেইদিকে ঝুঁকিয়া

পড়ে। পূর্ব্বে যে সকল বীমার কথা বলা হইয়াছে, উহা যাহারা মদ্যপ অথবা কোন প্রকার ব্যসনাসক্ত নহে তাহাদের জন্য। সর্ব্বসাধারণের জন্যও কয়েক প্রকারের বীমা আছে। উহাদের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়গুলির কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Deferred Bonus Scheme :—

এইরূপ পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বিনা লাভে সাধারণ প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষা কিছু বেশী। পলিসিগুলিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে লভ্যের অংশ দেওয়া হয় অথবা সঞ্চিত প্রিমিয়ামের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে যখন বীমার দাবীর টাকার সমান হয়, তখন বীমাকারীকে লাভ দেওয়া হয়।

Discounted Bonus Scheme :—

ডিস্কাউণ্ট দেওয়া বোনাস্ বীমা দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারে বীমাকারীর বয়স যদি বীমা করার সময়ে ৪৫ বৎসরের অধিক না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি 'লাভসহ টেবিলে'র হারে ⅘ অংশ টাকা বীমার প্রিমিয়াম ধরা হয়। অবশিষ্ট ⅕ অংশ টাকা বীমাকারীর নামে কোম্পানীতে কর্জ্জ স্বরূপ পড়িয়া থাকে। উক্ত ⅕ অংশ

কর্জ্জের টাকার উপর শতকরা পাঁচ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধরা হয়। তৎপরে কোম্পানী মাঝে মাঝে যে বোনাস্ ঘোষণা করিয়া থাকেন সেই বোনাসের টাকা আর বীমাকারীকে না দিয়া, উহা উক্ত ৳ অংশের কর্জ্জ টাকা ও তাহার সুদ বাবদ বীমাকারীর হিসাবে কাটিয়া লওয়া হয়। (ক্রমশঃ)

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৩৮ { ৪র্থ সংখ্যা

তামাক প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হুকার তামাক।

ভারতবর্ষে যত প্রকার তামাক ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে হুকার তামাকই সবচেয়ে সেরা। সাধারণ তামাক হইতে "বাদসাহী" তামাক পর্য্যন্ত হাজার রকমের হুকার তামাক আছে। ইহার নামের তাৎপর্য্য এই যে এই তামাক কেবলমাত্র ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ হুকায় ব্যবহার করা হয়; অবশ্য ধনী লোকেরা বেশী আরামের জন্য সুদীর্ঘ নল দ্বারা ঐ তামাক আলবোলায় সেবন করিয়া থাকেন।

হুকা, কল্কে, আলবোলা, তাওয়া প্রভৃতির আকার-প্রকার বাঙ্গালীর বা বাংলা পাঠকের অবিদিত নহে, কাজেই তাহার বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

ভাল তামাকের পরিচয়।

যদি ভাল হুকার তামাক কিংবা তাহার গুণাবলী কিরূপ হওয়া উচিৎ, এই সম্বন্ধে আমরা বিবৃতি করিতে যাই, তবে আপাতঃদৃষ্টিতে তামাক-সেবীদের দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইবে, কারণ তাঁহাদের প্রত্যেকেই আপনাপন রুচি অনুসারে তামাকের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি করেন। এই প্রকার দ্বন্দ্ব যে অযৌক্তিক বা অসঙ্গত তাহাও বলা যায় না, কারণ যে তামাক এক ব্যক্তি উত্তম বলিয়া মনে করেন, তাহা আবার অপরের রুচিকর নহে। যে সকল লোক শারীরিক পরিশ্রম কা[illegible]য়—অথবা বসিয়া থাকিতে অভ্যস্ত, এই শ্রেণীর লোক প্রায় মিঠা তামাক (Mild

tobacco) ভালবাসে, আর যে সকল লোক বাহিরের কাজে ও কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত তাহারা কড়া তামাক (Strong tobacco) ছাড়া সন্তুষ্ট হয় না। সুবাসের সম্বন্ধেও ঠিক তাই। যাহারা কোনো বিশেষ জাতীয় বা বিশেষ স্থানের তামাকের সুবাস ভালবাসে, তাহাদিগকে অন্য তামাক দিলে তাহারা কিছুমাত্র আরাম অনুভব করিবে না, এবং যে তামাকে তাহারা অভ্যস্ত তাহাই খুঁজিবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে ভাল তামাক হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হয়। তাহা পান করিলে গলায় 'খুস্-খুস্' করে না, তাহার সুবাসই তাহার পরিচয় দেয় এবং তাহা সহসা পুড়িয়া ছাই হয় না।

তামাকের ব্যবসায়ে সোণা ফলে।

আমাদের দেশে হুকার তামাকের প্রচলন দেশীয় অন্যান্য তামাকের অপেক্ষা অনেক বেশী, কাজেই সমুদয় ভারতবর্ষে যে তামাক বৎসরে দরকার হয় তাহার পরিমাণ বড় কম নহে। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, এই হুকার তামাকের চাহিদা কত! কেবল বাংলা দেশেই কত তামাক বৎসরে বিক্রয় হইতেছে। যদিও প্রতিযোগিতা আছে তথাপি এই তামাকের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রও যে তেমনি বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তামাকে যাহার একবার মৌতাত ধরিয়া গিয়াছে, সে খাদ্য দ্রব্য অবহেলা করিয়া উপবাস করিবে তবু "প্রিয়তম" তামাক ছাড়িতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, আমরা মাদক দ্রব্য সেবনের আদৌ পক্ষপাতী নহি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি আছে, তাহাই দেখাইতেছি। আশা করি পাঠকগণের মধ্যে কেহ ভুল বুঝিয়া আমরা মৌতাতের প্রোপাগণ্ডা করিতেছি, ইহা মনে করিবেন না। আমাদের বলার উদ্দেশ্য, বর্ত্তমানে গয়া, আনারপুর, বিষ্ণুপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে তামাক তৈরীর ব্যবসায় খুব চলিতেছে এবং সেজন্য ঐ সকল স্থানের তামাক বাজারে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এত বড় বাংলা দেশে যেখানে কোটী কোটী লোক তামাক সেবন করে সেখানে নামজাদা তামাক তৈরীর ব্যবসায়ে প্রায় কেহই লিপ্ত নাই বলিলেই চলে; বাঙ্গালীরা গয়া, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের তামাকের উপরই বেশী অনুরক্ত, সুতরাং সেই সব দেশের তামাক ব্যবসায়ীরাই বাঙ্গলার অর্থে ধনী হইতেছে। বাংলা দেশের নিজস্ব 'হিংলি' তামাকের বাজারে সুনাম ও চাহিদা থাকিলেও অতি অল্প পরিমাণে সরবরাহ হয় বলিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তামাকসেবীরা অন্য তামাক কিনিয়া থাকে। যদি বাংলা দেশে উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ করা হয়, তবে 'হিংলি'র ন্যায় পাতা উৎপন্ন করাও কঠিন নহে এবং বড় আকারে তামাকের কারখানা করাও অসম্ভব নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও আমরা দেখিয়াছি, সিগারেট যে সময় হইতে বাজারে আমদানী হইয়াছে, তখন হইতে সহরে-বন্দরে হুকার তামাকের প্রচলন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে; এখনো ঠিক তাহাই আছে—কিন্তু এখন সিগারেটকে বিসর্জ্জন দিয়া ভারতবাসীরা একবাক্যে শুভ মুহূর্ত্তে বিড়ি ধরিয়াছে। তাহার ফলে সিগারেট প্রস্তুতকারী বিদেশীয় কোম্পানীর দুরবস্থার কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সেই চির-পরিচিত আরামদায়ী হুকার তামাককে অবহেলা করিয়া হঠাৎ সিগারেটের এত আদর কেন বাড়িয়াছিল, তাহা আমাদের স্পষ্ট করিয়া বলা উচিৎ। সিগারেট ও

হুকার তামাকের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, দুইটি প্রধান কারণে হুকার তামাকের উপর সিগারেট আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রথমতঃ হুকার তামাকের ঢের অধঃপতন হইয়াছিল। খাটী সুবাসিত এবং ভেজালহীন আসল ও আদত জিনিস বাজারে পাওয়া একরূপ দুর্ঘট হইয়াছিল। এখনও সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সকল তামাকেই ভেজাল ঢুকিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আজকাল সহরে-বন্দরে এই ঘোর কর্ম্মব্যস্ত জীবনে দিনের বেলায় লোকে এমন অবসর পায় না যে নানাপ্রকার আবশ্যকীয় সরঞ্জাম যোগাড় করিয়া কিছুক্ষণ আরাম করিয়া হুকা টানে।

হুকার তামাকের শত অসুবিধা সত্ত্বেও যদি মৌতাত বা আরামের তুলনা করা যায়, তবে তাহা সিগারেটকুলের চেয়ে সহস্রগুণে বেশী সন্দেহ নাই—ইহাই হুকার তামাকের বিশেষত্ব। তাহা ছাড়া স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যদি তুলনা করা যায়, তবে হুকার তামাক সিগারেট অপেক্ষা যে অনেকাংশে কম ক্ষতিকর তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। সিগারেটের ধোঁয়া সোজা যাইয়া ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায় এবং দীর্ঘকাল সেবনে ফুস্‌ফুসকে জখম করিয়া দেয়; কিন্তু হুকার তামাকের ধোঁয়া লম্বা নলের ভিতর দিয়া প্রথমে হুকার খোলের ভিতরে যায় এবং পরে সেই ধোঁয়া ফুস্‌ফুসে পৌঁছায়। নইচা এবং হুকার খোলের জলের ভিতর দিয়া যাওয়ার ফলে তামাকের মধ্যস্থ নিকোটীন বিষের তেজ অনেক কমিয়া যায়। এইজন্য সিগারেট সেবন শরীর এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে যত সমস্ত কারণে বেশী ক্ষতিকর, তামাক সেবন তত বেশী ক্ষতিজনক নহে। হুকার জল আবার প্রতিদিন বদলাইয়া ফেলা হয় বলিয়া উহার নিকোটীন প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেক বেশী।

এই সকল কারণে চিন্তাশীল, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোক মাত্রই স্বীকার করিবেন, সকল রকম ধূম-পানের মধ্যে হুকার তামাকের ধোঁয়াই অধিকতর নির্দ্দোষ। সুতরাং যদিও আজকাল আমরা হুকার তামাককে তেমন পেয়ারের চোখে দেখি না, তথাপি সকলেরই উপরোক্ত বিষয় সকল বিশেষ চিন্তা করিয়া ইহার গুণাগুণ বিবেচনা করা উচিত। বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম সহকারে হুকার তামাকের ব্যবসায়কে যে বাজারে আরো উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি?

এই সমস্যা ভঞ্জনের একমাত্র উপায়, বাজারের বর্ত্তমান আমদানি সকল রকম ভেজাল তামাকের পরিবর্ত্তে আরো উৎকৃষ্ট ও আসল তামাকের আমদানি করা। অবশ্য হুকা, নল, জল, তামাক, কলকে ও তাওয়া ইত্যাদি সরঞ্জাম বিশেষ কমাইতে না পারিলেও যদি তামাক আসল ও ভেজালশূন্য হয়, তবে ধূমপায়ী তাহা হইতে যে আরাম ও আনন্দ উপভোগ করিবেন, তজ্জন্য সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তামাকের সার সেবনের উপায় উদ্ভাবন করিলেও ঐ কষ্টের হাত হইতে অনেকটা এড়াইতে পারা যায়।

হুঁকার তামাক প্রস্তুত প্রণালী

হুকার তামাক তৈরীর ৩টি বিশেষ অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় মিশ্রিত তামাককে যে কয়েক মাসের জন্য জালায় করিয়া মাটির নীচে রাখা হয়, তাহাকে "খাম্বিরা" বলে।

দ্বিতীয়তঃ আর এক প্রকারের মিশ্রিত তামাক 'খাম্বিরা'র সঙ্গে মিশাইয়া কখন কখন তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সুবাসিত করা হয়।

তৃতীয়তঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তামাক একত্রে মিশাইয়া তাহাকে পিঠা, মিঠাকড়া প্রভৃতি নানা শ্রেণীর তামাকে পরিণত করা হয়।

সুগন্ধি দ্রব্যের বাছুনির উপর তামাক তৈয়ার কৃতকার্য্যতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যাহাতে মাল মসলাদি ভালরূপে মিশিয়া গুড়া করা হয়, এবং তাহা তামাকে ময়দার মত ঠাসিয়া মিশ্রিত করা হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক! মাল-মসলা খুব ভাল হইলেও যদি উপযুক্তরূপে গুড়া করিয়া রীতিমত তাহা রগড়াইয়া তামাকের সঙ্গে মিশান না হয়, তবে তাহাতে তামাক সুবাসিত হওয়ার পরিবর্ত্তে অতি জঘন্য তামাক তৈয়ার হইবে।

খাম্বিরা তামাকের নানা শ্রেণী

"খাম্বিরা" তামাকেরও নানা শ্রেণী আছে; তার মধ্যে যে দুই শ্রেণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা এইরূপ তৈরী করিতে হয়, যথা—ইহার এক শ্রেণীতে তামাকের গুড়া প্রথমতঃ না মিশাইয়া 'খাম্বিরা' করা হয়; আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাতাকে টুকরা টুকরা করিয়া পরে তাহা খাম্বিরা করা হয়।

(১) একেবারে পূর্ণ পাকা ফল বাছাই করিয়া লইতে হইবে, তাহার মধ্যে পচা-ধসা থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিতে হইবে। ফলগুলিকে কাটিয়া বাঁচি ছাড়াইয়া লইতে হবে, অথবা থেতলাইয়া বাঁচি ছাড়াইয়া হইলেও হয়। এই সকল ফলের সারাংশ বড় মাটির জালায় ভরিয়া তাহার উপর চিটা গুড় ঢালিতে হইবে। তারপর বেশ ভাল করিয়া কাঠি দ্বারা নাড়িয়া তাহা মিশিত করিতে হইবে। তাহার পরেই একটা মাটির সরা দিয়া ঐ জালার মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তাহার উপর মাটির প্রলেপ দিয়া এমন করা দরকার যে তাহার ভিতর কোন কারণে যেন ময়লাদি প্রবেশ করিতে না পারে। অবশ্য দেখিতে হইবে যে জালার ¾ ভাগের বেশী যেন উক্ত মিশিত জিনিসে ভরা না হয়। জালাটিকে তখন ঠাণ্ডা, (অবশ্য সেঁতসেতে নয়) জায়গায় মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিতে হইবে যেন শুধু তাহার গলাটি মাত্র মাটির উপরিভাগে থাকে। তখন চিটা গুড়ে আস্তে আস্তে Permentation হইতে থাকিবে; অর্থাৎ গুড় গাঁজিতে আরম্ভ হইবে। ইহা ১ হইতে ৬ মাসের মধ্যে 'খাম্বিরা' তামাক তৈরী করিতে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) বাছাইকরা তামাকের পাতাগুলি প্রথমতঃ ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া তাহার সঙ্গে বাঁচি ও খোসা শূন্য পাকা ফল মিশাইতে হইবে। ফল কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মিশান চাই, যেন সমস্ত তামাকের গুড়াকে তাহা ঢেলা করিতে পারে এবং তামাকের টুকরাগুলি যেন ফলের রসে বেশ ভিজিয়া যায়। ঐ মিশ্রিত তামাককে তখন পিঠার মত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া দরকার। শুকাইয়া গেলে ঐ "পিঠা"কে ঢেঁকিতে চূর্ণ করিয়া তাহা চালুনিতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ঐ গুঁড়াকে অতঃপর চিটা গুড়ে ফেলিয়া ময়দা ঠাসার মত ঠাসিতে হইবে। চিটা গুড় বেশ প্রচুর পরিমাণে মিশাইতে হইবে, যেন তামাকের সমুদয় ভাগ তাহাতে সিক্ত হয়। উভয় দ্রব্যকে বেশ করিয়া ঠাসিয়া রীতিমত মিশাইতে হইবে, এবং তাহা মাটির বড় জালায় পুরিয়া তাহার

গলাটি মাত্র উপরে রাখিয়া জালাটিকে মাটির নীচে পুতিয়া ফেলিতে হইবে। জালার মুখ বন্ধ করিয়া কয়েক মাস জালাস্থ ঐ তামাকের তালকে নাড়া-চাড়া করা উচিৎ নয়। এইরূপে এক হইতে তিন মাসের মধ্যে "খাম্বিরা" তামাক তৈরী হয়।

সেবন-উপযোগী সাধারণ তামাক

উৎকৃষ্ট সেবন-উপযোগী তামাক, "খাম্বিরার" মত বিভিন্ন প্রস্তুত প্রণালীর উপর নির্ভর করে।

(ক) প্রথমোক্ত প্রণালীতে যে ভাবে 'খাম্বিরা' তৈরী হইবে, তাহার সঙ্গে তামাকের গুড়া এমন ভাবে মিশাইতে হইবে যেন তদ্দ্বারা সমুদয় তাল একেবারে সিক্ত হইয়া যায়। এ মিশ্রিত তামাককে তখন ঢেঁকিতে ফেলিয়া ভাল করিয়া মিশাইতে হইবে। তারপরে সুগন্ধি দ্রব্যের মাল-মসলা মিশাইয়া যে পর্য্যন্ত তাহাতে হুঁকার তামাকের উপযুক্ত হয় না, তত সে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া রগড়াইয়া মিশাইতে হইবে।

(খ) যখন দ্বিতীয় প্রণালীতে "খাম্বিরা" করিতে হইবে, তখন আর এক প্রস্থ তামাকের গুড়া চিটাগুড়ে মিশাইয়া তাহাকে ময়দা-ঠাসা করিয়া 'খাম্বিরার' সঙ্গে মিশাইতে হইবে। তাহা ছাড়া আবশ্যক মত সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া তারপরও অনেকক্ষণ উত্তমরূপে ময়দা-ঠাসা করিয়া মিশাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

Order Supply এর ব্যবসা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কার্ড প্রথা

সরবরাহ ব্যবসায়ে কার্ড প্রথা একটি বিশেষ সহায়; কিন্তু হিসাবের জন্য ইহার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিলে চলে না। কেননা অলগা পৃথক হিসাব যে কোন সময় উড়িয়া, পড়িয়া বা হারাইয়া যাইতে পারে। তবে যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে এইরূপ হিসাব প্রথায় আরাম আছে সন্দেহ নাই। কার্ড খর্চা তৈরী করার সময় মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক কার্ড একখানি পৃথক কাগজ মাত্র। উহা অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, হারাইয়া যাইতে পারে এবং নষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং টাকা পয়সার যতটুকু হিসাবই হউক না কেন উহা বইএ জমা দিবে। কার্ডের উপরে প্রয়োজন হইলে কখন কত টাকা পাওয়া গেল সহজ ভাবে লিখিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু হিসাবের লেজারে উহা তুলিতেই হইবে। হিসাবের খাতা হইতে কখনও কোন কারণে পাতা ছিঁড়িতে নাই। কেহ কেহ মনে করেন, কার্ড প্রথায় হিসাব রাখিলে আর লেজারের আবশ্যকতা হয় না। ইহা অপেক্ষা মারাত্মক ভুল আর নাই। পৃথক কাগজে প্রত্যেকের নামে হিসাব রাখা সুবিধা বেশ; এবং কাজেও বেশ সহজ মনে হয়। যখনই এক মাসের কিস্তী আদায় হইবে তখনই উহা এক দেরাজ হইতে অন্য দেরাজে স্থানান্তর করা হইবে এবং কেবল মাত্র তিন চারিটী দেরাজের দিকে চাহিয়াই ক্যাসিয়ার পাওনা আদায়ের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। সে সামান্য কয়েকটি আঙ্গুল চালাইবার পরেই কাহার নিকট তাগিদ পত্র দেওয়া প্রয়োজন অতি সহজে বুঝিতে পারে। কিন্তু কার্ডে আঙ্গুল না চালাইয়া সে লেজার বই এ আরও অনায়াসে আঙ্গুল চালাইয়া গ্রাহকগণের হিসাব বাহির করিতে পারে। বাক্সের মধ্যস্থ কতকগুলি কার্ড নাড়িয়া হিসাব বাহির করার চেয়ে লেজার বই হইতে হিসাব দেখা অনেক সহজ। বাক্সের মধ্যে কার্ড উল্টানো অপেক্ষা বইএর পাতা অনেক সহজে উল্টানো যায়।

কার্ড প্রথার প্রধান অসুবিধা এই যে নানা ভাগে কার্ড রাখায় গোলমাল হইয়া যাইতে পারে। অনেক সময় কার্ডগুলি নানাভাগে রাখা প্রয়োজন মনে হয়। এই কাজটিতে তখন যে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইতে পারে তাহা মনে হয় না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে যত বেশী কার্ড বিভাগ হইবে তত গোলমাল বাড়িতে থাকিবে। কেহ হয়তো নামের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী ক, খ, গ, ঘ বা এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি প্রকারে আলাদা বাক্সে গ্রাহকদের কার্ড রাখিতে আরম্ভ করিল। তারপর একদিন মনে হইল সহর বা জিলা অনুসারেও গ্রাহক তালিকা এবং দেনা পাওনার কার্ড প্রবর্ত্তন আবশ্যক। বিভিন্ন জিলার নাম পৃথক ভাবে রাখিলে কোথায় কত জিনিস চলে

কোন্ জিলার টাকা সহজে আদায় হয়, ইত্যাদি হিসাব সহজেই ধরা পড়ে। সুতরাং আবার কতকগুলি কার্ড এবং বাক্স বাড়িয়া গেল। এই তালিকার পরে দেখা গেল যে যাহাদের তালিকা করা হইয়াছে তাহারা সকলেই গ্রাহক নহে, কেহ বা গ্রাহক, কেহবা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক মাত্র। সুতরাং তখনই মনে হইল, নাঃ এরূপে ত চলিবে না। যাহারা গ্রাহক এবং যাহারা গ্রাহক নহে তাহাদের তালিকা আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। অতএব আবার তালিকা কর, বাক্স বাড়াও, কার্ড ত আছেই। সুতরাং একবার ৩২টি বাক্স ৬০টি হইল আবার উহা আরও বিভক্ত হইতে লাগিল। ইহাতেই শেষ হইলে না হয় হইত; কিন্তু এখানেই শেষ নহে। আবার মনে হইল যাহাদের টাকা বাকী পড়িয়াছে, তাহাদের ত পৃথক হিসাব চাই। অতএব আবার কার্ড এবং বাক্স বাড়াও।

তারপর মনে পড়িল বাকী হিসাব সহর অনুযায়ী করিতে হইবে, সুতরাং আরও বাক্স আরও কার্ড। হিসাব রক্ষক এখন আর পাঁচ টায় বাড়ী ফিরিতে পারে না। আলো জ্বালিয়া হিসাব শেষ করিতে করিতে রাত সাতটা বাজিয়া যায়। কেরাণী বলে একি বিপদ! আবার একদিন ম্যানেজারের মনে হইল মফঃস্বল ঘুরিয়া যাহাদের সহিত নূতন করিয়া ব্যবসায়ের কথা হইল তাহাদের হিসাব পৃথক রাখো। কেরাণী ক্ষেপিয়া বলে একি গোলক ধাঁধা নাকি? ম্যানেজার বলিলেন, তবে সেই পূর্ব্বের মত বর্ণানুক্রমিক সূচী করিলে কেমন হয়? হিসাব রক্ষক খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, ব্যবসা কি কেবল ছেলেমি?

কার্ড বিভাগ।

কার্ড বিভাগের সময় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যত অল্প ভাগ হয় ততই ভাল।

একটি উদাহরণ ধরা যাউক। এক কোম্পানীর হয়তো দুইটি জিনিসের ব্যবসায় আছে। তাহারা গ্রামোফোন ও ফাউন্টেন পেনের ব্যবসা করে। কার্ড প্রথায় হিসাব রাখিতে হইলে এই দুইটি জিনিসের জন্য পৃথক কার্ড করার প্রয়োজন নাই। একই কার্ডে গ্রামোফোনের হিসাব হইলে "G" এবং ফাউন্টেন পেনের হিসাব হইলে লাল কালীতে "F" লিখিয়া রাখিলেই হইল। ইহাতে হিসাব ভুলের যেমন আশঙ্কা থাকে না, তেমনিই একই খাতায় বিভিন্ন জিনিসের হিসাব রাখিতে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

কার্ড প্রথায় হিসাব রাখা দুই প্রণালীতে হইতে পারে:—

(১) প্রথমতঃ নামের আদ্যাক্ষর দিয়া হিসাব রাখা।

(২) সহর, জিলা, মহকুমা প্রভৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথকভাবে হিসাব রাখা।

যে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা অমল চন্দ্র দাস, হাঁসপাতাল রোড, বরিশাল তাহার কার্ড প্রথায় প্রথম প্রণালী অনুযায়ী "অ" ঘরে রাখিতে হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালীতে অর্থাৎ সহর গ্রাম ইত্যাদি অনুসারে ঠিকানা রাখিলে "ব" এর ঘরে গ্রাহক অমল বাবুর নাম উঠাইতে হইবে।

প্রত্যেক কার্ডে আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের স্পষ্ট এবং বিশদ বিবরণ থাকিবে। ইহাতে পুরা নাম ও ঠিকানা থাকা চাই, লেজার পৃষ্ঠার নম্বর

লেখা চাই এবং চিঠিপত্র লেখার ফাইলে তাহার নম্বর কত, কোন্ কোন্ মাল পাঠান হইয়াছে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং কতখানি সার্কুলার বা সার্কুলার পত্র পাঠানো হইল তাহার হিসাব থাকা চাই। যদি গ্রাহক সন্তোষজনক ব্যবহার না করে অথবা যদি তাহার সহিত আর কারবার করা অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে সেই নামের পার্শ্বে লাল কালীতে অসুবিধা বুঝাইবার জন্য কোন দাগ দিয়া রাখা উচিত।

টাকা আদায়ের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইবে তাহা লেজার বইএ তুলিতে হইবে। কোন আলগা কার্ডে উহার হিসাব রাখা উচিত নয়। টাকা সম্বন্ধে যে কোন বর্ণনা পাকা খাতায় তুলিবে। যদি অস্থায়ী ভাবে কেবলমাত্র টুকিয়া লইবার অভিপ্রায়ে কেহ খাতায় পেন্সিল দিয়া কোন হিসাব লিখিয়া রাখে তবে যত শীঘ্র সম্ভব উহা মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। একখানি কার্ড সূচীপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইল কেন তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনের ফলে হয়তো অনেক অনুসন্ধানকারীদের নাম হয়তো কার্ডে তোলা হইয়াছে। একই সময়ে স্থির হইল যে কাউন্সিলের সভ্য, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতির নামও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ পত্র দেওয়া হইবে। সুতরাং কে কোন্ শ্রেণীর গ্রাহক অথবা কিরূপে কার্ডে তাহার নাম উঠিল ইত্যাদি পরিচয়ও খাতায় লিখিয়া রাখা উচিত। কিন্তু যেহেতু সে সকল বিশদভাবে লিখিতে গেলে গোলমাল বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য উহা সংক্ষেপে সম্ভব হইলে কেবল মাত্র একটি চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করা উচিত। আবার এই চিহ্ন গুলি সম্পর্কে যেন কোন অস্পষ্টতা বা সন্দেহের উদ্রেক না হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। যেমন একজন গ্রাহক ক্যাটালগ চাহিয়াছেন বলিয়া তাহার কার্ডে "ক" লেখা হইল আবার সেই কার্ডেই সেই গ্রাহককে কলম পাঠানো হইয়াছে বলিয়া 'ক' লেখা হইল, এরূপ স্থলে কোন্ গ্রাহককে 'কলম' এবং কাহাকে ক্যাটালগ পাঠানো হইল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন সরবরাহ ব্যবসায়ের প্রাণ একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে ব্যর্থতা অনেক সময়ে ব্যবসায়ের ব্যর্থতায় পরিণত হয়। যাহাদের বিজ্ঞাপনের বুদ্ধি খোলেনা তাহাদের অন্যান্য প্রতিযোগীর সহিত পারা কঠিন। বিজ্ঞাপনের বুদ্ধি বলিতে ব্যবসায়ীকেই যে বিজ্ঞাপন লিখিতে হইবে এবং উহার কোন্ স্থলে কিরূপ টাইপ দিতে হইবে ইত্যাদি জানিতে হইবে এমন কথা বুঝায় না। অনেক ভাল বিজ্ঞাপন দাতা ইহার কোনটাই অবগত নহেন। তবে একটি বিজ্ঞাপনের ভাল মন্দ বুঝিবার গুণ তাহার থাকা চাই। জন সাধারণের নিকট উহা আদৃত হইবে কিনা অন্ততঃ এই বুদ্ধিটুকু বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক।

কাহারো কাহারো বিশ্বাস যে কিছু টাকা পয়সা খরচ করিতে পারিলেই বহু লেখক তাহাদের উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। তাহাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধি থাকুক, না থাকুক আর তাহাতে কিছু যায় আসেনা; কিন্তু যাহারা প্রথম ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ চিন্তা মারাত্মক। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তের মধ্যে ব্যবসায়ীর নিজ বিচার বুদ্ধিই তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান।

যে লোক নিজের অফিস টেবিলে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়াও

পছন্দ মত বিজ্ঞাপনের কপি তৈয়ার করিতে না পারে, তাহার নিকট একজন মাহিনা করা বিজ্ঞাপন লেখককে ভগবান প্রেরিত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতাকে কোন্ বিজ্ঞাপনটি ভাল তাহা জানিতেই হইবে। বিজ্ঞাপন লেখা যতই ভাল এবং অভিজ্ঞ হউক, যিনি বিজ্ঞাপন-দাতা তাঁহার নিজের ভালোমন্দ জ্ঞান না থাকিলে বিজ্ঞাপন কার্য্যকরী হইতে পারে না।

ব্যবসায় একবার চলিতে আরম্ভ করিলে তখন অভিজ্ঞ বহুদর্শী বিজ্ঞাপন এজেন্টের নিকট সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য নির্ভর করা যাইতে পারে। এইরূপে ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র এজেন্টের উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করিলেও তাহা অন্যায় হয় না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীর নিজের বিজ্ঞাপন বুদ্ধি থাকা চাই, নতুবা পরের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া থাকিলে অনুতাপ অবশ্যম্ভাবী।

আজকাল ব্যবসায়ে যাদু অথবা কোন অলৌকিকত্ব নাই। সুতরাং সরবরাহ ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপনদাতার প্রতি ব্যবসা প্রচারের সব দায়িত্ব ফেলিয়া নিজে অফিসের টেবিলে হিসাব লিখিবেন, আর অর্ডারের বাহুল্যে তাঁহার ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিবে—এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। অর্ডার সাপ্লাই বা মাল সরবরাহ ব্যবসায়ের মালিক নিজেই, একজন বিজ্ঞাপনদাতা। কেননা বিজ্ঞাপনের উপরেই তাহার সমগ্র ব্যবসায় নির্ভর করে। যদি তিনি বিজ্ঞাপন দিতেই না জানেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি তাঁহার ব্যবসাকেও জানেন না। বিজ্ঞাপন সাফল্য অথবা বিফলতার উপরেই তাহার ব্যবসায়ের সাফল্য বা বিফলতা একান্ত ভাবে নির্ভর করে। অনেক লোক আছে যাহাদের বিজ্ঞাপনের অভিজ্ঞতা না থাকিলেও প্রচার সম্বন্ধে খুব তীক্ষ্ণ জ্ঞান আছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করা খারাপ, কিন্তু অযোগ্য বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ নির্ব্বাচন আরও খারাপ। নিজেই নিজের ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন দিতে থাকিলে অধিক টাকা খরচ হইবার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভার অপরের হাতে থাকিলে ভুলের কারণ টের পাইবার বহু পূর্ব্বেই ব্যবসায়ের সমস্ত পুঁজি ফুরাইয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

ময়ূর পালন

এসিয়ার সর্ব্বদেশেই ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর ব্রহ্ম এবং জাপান হইতে অনেক ময়ূর জলপথে ভারতবর্ষে আনা হয়। ইহাদের পাখার রং বড়ই সুন্দর। ঘাড় ও বুকের রং চকচকে সবুজ এবং সোণালি রংএ চিত্রিত। কাঁধটি গভীর নীল; পৃষ্ঠদেশ চকচকে ব্রোঞ্জের বর্ণ। পুচ্ছটি খুব ঘন সবুজ। এই পাখীর মত সুন্দর রং আর কোন পাখীর নাই। এক প্রকার ময়ূর আছে তাহারা দেখিতে একেবারে সাদা। এগুলি বড়ই সুন্দর।

এবং আমাদের বাসস্থান বিষধর সর্প প্রভৃতি সরিসৃপ শূন্য করিয়া নিরাপদ করে। তিন বৎসরের কমে ইহারা পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয় না। পূর্ণ বয়স না পাইলে ইহাদের পুচ্ছ উঠে না।

বাসস্থান ও খাদ্য।

ময়ূর গাছের উপর বিশ্রাম করিতে ভালবাসে। অনেক অভ্যাসের পরে গৃহপালিত করিয়া না তুলিলে ইহারা গাছের শাখা হইতে নামিয়া আসিতে চাহে না। বহুকাল বাসায় রাখা অভ্যাস

ময়ূর।
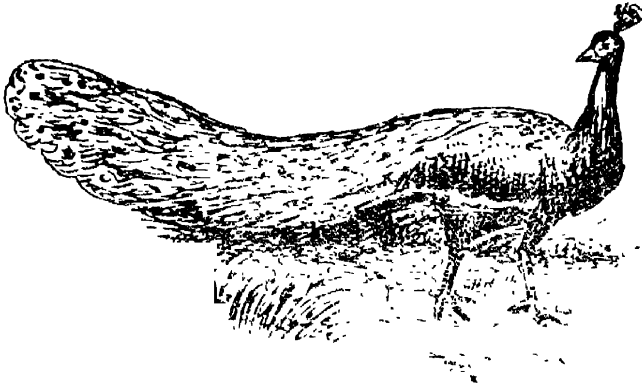
করিলে তবে ইহাদিগকে ঘরে রাখা যায়। বিশ ফিট দীর্ঘ ও পনর ফিট উচ্চ একটি স্থান লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া উহার মধ্যে বড় বড় উচ্চ ডাল রাখিয়া দিবে। তাহা হইলে সেই ডালে ময়ূরগুলি বসিতে পারিবে। সকালবেলা উহাদিগকে বাহিরে ছাড়িয়া দিবে এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরাইয়া আনিবে। সকাল বেলার খাদ্য ও জল ঘেরা-স্থানের মধ্যে দিবে। আবার সন্ধ্যা হইলে সেইখানেই সন্ধ্যার খাবার দিবে। এইরূপ করিলে উহাদের ঘরে

দেশী ও জাপানী ময়ূর খুব কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু সাদাগুলি একটু নরম। দেশী ময়ূর একজোড়া তিন টাকা হইতে দশ টাকায় কেনা যায়; কিন্তু জাপানী ময়ূরের জোড়া ৩০৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা। সাদা ময়ূর খুব অল্প দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার দাম অত্যন্ত বেশী।

ময়ূর খুব উপকারী পাখী। ইহার খাওয়ার জন্য ভাবনার প্রয়োজন নাই। ময়ূর উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করে, মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়

ফেরার এবং রাত্রে বাসায় ঘুমাইবার অভ্যাস জন্মিবে। ময়ূর অতি প্রত্যুষে খাদ্যের অন্বেষণে বাহির হয়, কাজেই খুব সকালে উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ময়ূর ডাল, গম, কড়াই শুঁটি, ফলমূল ও শাকসব্জী খাইতে ভালবাসে। যদি প্রাতে কিছু ডালের খুদ খাওয়াইয়া উহাদিগকে বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং সন্ধ্যাকালে কিছু ফলমূল বা শাকসব্জী খাইতে দেওয়া হয় তবেই যথেষ্ট। উহাদের জন্য অন্য খাবার ভাবনা ভাবিতে হয় না। উহাদের যতটুকু মাংস আবশ্যক তাহা তাহারা বাগান বা বাহির হইতে নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া খায়।

ময়ূর সচরাচর ভীতু এবং বন্য প্রকৃতির। কিন্তু বাচ্চাকাল হইতে যত্নের সহিত পালন করিলে উহারা ঘরে আসিয়া পালনকারীর হাত হইতে পর্য্যন্ত খাদ্য লইবে। কিন্তু যদি বিরক্ত করা হয়, তাহা হইলে উহারা ঠোঁট দিয়া এমন জোরে ঠোক্‌রাইবে, যে তাহাতে মানুষের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইবে। হয়তো একজন লোককে ময়ূরের ভাল লাগিল না। সে তখন উহার উপর এমন ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবে, যে উক্ত লোকটিকে দেখিতে পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিবে। কখনও কখনও ময়ূর বিনা কারণে বালক বালিকাদিগকে আক্রমণ করে। বাগানে অথবা বনের মধ্যেই উহাদিগকে রাখা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাগানের এক নিভৃত কোণে ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। কোন হাঁস মুর্গীর বিচরণ ক্ষেত্রের সহিত ইহার বাসস্থান যেন একস্থানে না করা হয়।

বাচ্চা জন্মান

একটী ময়ূরের সহিত তিন অথবা চারিটি ময়ূরী থাকিতে দিবে। এক সঙ্গে দুটি ময়ূর ও ছয়টী ময়ূরী রাখিলেও ক্ষতি নাই। ঝোপে জঙ্গলে লম্বা ঘাসের বনে ময়ূরী সাধারণতঃ ডিম পাড়ে। গিনি মোরগের মত ইহারাও বাধা পাইলে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইয়া ডিম পাড়িবে, না হয় ডিমগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। ময়ূরাগুলিকে জঙ্গলে বাসা করিতে দেওয়া উচিত নহে, কেননা উহাতে বন বিড়াল অথবা খেঁকশিয়ালের আক্রমণের ভয় আছে। গিনি মোরগের মত ইহার ডিম সংগ্রহ করিয়া ভাল পালক বিশিষ্ট বড় মুরগী দ্বারা তা' দিতে দিবে। যদি ময়ূরী দ্বারাই ডিমে বসানো যায় তাহা হইলে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু ডিমে বসার সময় ময়ূরীকে ডিম হইতে তোলা এক অসাধ্য ব্যাপার।

যখন সাধারণ মুরগী দ্বারা ডিমে বসাইবে, তখন প্রত্যেক মুরগীর নীচে ছয়টি করিয়া ডিম দিবে। ময়ূরী ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ডিম দিয়া থাকে। ডিমগুলি বড় এবং নীলাভ সাদা। তা' দিতে উহাদের ২৬ হইতে ২৮ দিন লাগে। গিনি মোরগদিগকে যে উপায়ে পালন করিবে ময়ূরীর বাচ্চাগুলিকেও সেই উপায়েই প্রতিপালন করা দরকার। কেবল উহাদিগকে সিদ্ধ ডিম দিবার প্রয়োজন নাই। কীট, পতঙ্গ, সিদ্ধ ছানা, মাংস, পিঁয়াজের অগ্রভাগ, লেটুস্ শাক, গম, চাউল, বার্লি ওট প্রভৃতি এবং নানাপ্রকার ফল মূলাদি প্রথম তিন মাসে খাদ্যের পক্ষে উপকারী। ময়ূরগুলি বড়ই অদ্ভুত রকমের হিংসুক। উহারা ময়ূরীর বাচ্চা অথবা ডিম দেখিলেই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ভয়ে ময়ূরী ময়ূরের নিকট হইতে ডিম ও বাচ্চাগুলিকে লুকাইয়া রাখে। যখন ঘরের মধ্যে ময়ূরী ডিমে বসিবে, তখন যেন ময়ূরকে

উহার নিকটে আসিতে দেওয়া হয় না। বাচ্চা ও ময়ূরকে সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে রাখিবে।

গিনি মোরগের বাচ্চা পালনের যে রীতি, ময়ূরের বাচ্চা পালনেরও ঠিক সেই রীতি। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে তিন সপ্তাহের পরে বাচ্চাগুলিকে বাহিরে বেড়াইতে দিবে। কিন্তু দেখিবে উহাদের পা যেন ভিজিয়া না যায়। ময়ূরীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহারা উই এবং পোকা প্রভৃতি ধরিয়া ধরিয়া খাইবে। ছয়মাস বয়স পর্য্যন্ত বাচ্চাগুলিকে দিনে চারিবার খাওয়ানো আবশ্যক, তারপরে দিনে দুইবার খাওয়াইলেই চলিবে। ময়ূরের বাচ্চাকালে এক সময় উহারা বড়ই নরম হইয়া পড়ে। যখন ইহাদের পুচ্ছ বদলাইয়া বাচ্চা ময়ূর হইতে বয়স্ক ময়ূরের রূপ ধারণ করে সেই সময়টা ইহাদের পক্ষে একটা সন্ধিক্ষণ। ময়ূরের মাংস অতি উপাদেয় খাদ্য।
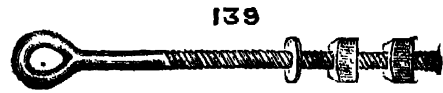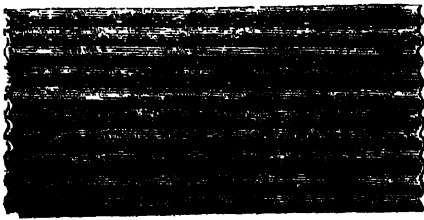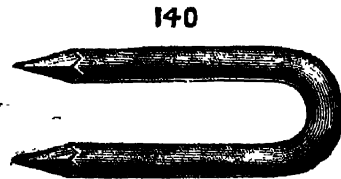
বাজার কৃষি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফসলের শ্রেণী বিভাগ

সংসারের সব ব্যাপারেই আজকাল কঠিন প্রতিযোগিতার যুগ। কেবল জিনিস ভাল হইলেই চলে না; যাহাতে উহা সুন্দর দেখায়, দোকানে রাখিলে যাহাতে গ্রাহকের চিত্ত আকর্ষণ করে সেইরূপ সাজ সজ্জাও একান্ত আবশ্যক। ফল প্রেরণের সময়েও এই সজ্জার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

গাছ হইতে ফল পাড়িয়া উহা ঝুড়ি ভরিয়া বাজারে নিলেই দাম পাওয়া যায় না; বিভিন্ন প্রকারের ফল বিভিন্ন ডালায় ছোট বড় বাছিয়া সাজাইতে হয়। কেহ কেহ বড় ছোট ফল একই ঝুড়িতে রাখে। আবার কেহ বা উপরে বড় ফল রাখিয়া নীচে ছোট ফল দেয়। তাহাদের ধারণা উপরের বড় জিনিসই ক্রেতাগণ দেখিতে পাইবে নীচের ছোটগুলি তাহাদের চোখে পড়িবে না। কিন্তু ক্রেতাগণ সকলেই বোকা নহে। অনেকেই ফল উল্টাইয়া দেখে। যদি নাও দেখে তথাপি ব্যবসায়ে এরূপ প্রবঞ্চনা ভাল নয়।

ফল তোলার পরেই ছোট, বড় ও মাঝারি এই তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। পোকা, দাগীগুলি পৃথক করিয়া রাখিবে। এক ঝুড়ি আমের মধ্যে যদি ছোটও থাকে খুব বড়ও থাকে, তাহা হইলে তাহার দাম বেশী উঠে না। যে ঝুড়ির সবগুলি আম বড়, ক্রেতারা কিনিবার সময় তাহার অধিক দাম দেয়। আবার সবগুলি মধ্যম রকমের দেখিলে তাহার জন্যও ভাল দাম পাওয়া যায়। ছোট ঝুড়ির দাম অল্প হইলেও তিন প্রকারে বিক্রয়ের ফলে মোট লাভ অনেক বেশী দাঁড়ায়। ফলগুলি ভাগ করার সময় রংএর দিকেও দৃষ্টি দিবে। উজ্জ্বল রংএর ফলের প্রতি ক্রেতার আকর্ষণ অধিক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মাল চালান দিবার সময় ঝুড়িগুলি যাহাতে বেশ শক্ত ও দৃঢ় হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। প্রথমতঃ রেলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল সরাইবার সময় যেরূপ অবহেলার সহিত নিক্ষেপ করা হয়, তাহাতে শক্ত চুপড়ি বা ঝুড়ি না হইলে ফলগুলি নষ্ট হইবার আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। কেবল তাহাই নহে, চারিদিকে চোরের অভাব নাই। যাহাতে সহজে ফাঁক করিয়া কেহ ফল মূল চুরি করিতে না পারে, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

আমাদের দেশে ঝুড়িগুলি সুন্দররূপে তৈরী করার আগ্রহ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কাজ চালাইবার মতো কোন রকম হইলেই হইল। কিন্তু এই রীতি ভাল নয়। ঝুড়ি চুপড়িগুলির গঠন যাহাতে সুন্দর হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। সব দিক দিয়াই মনোরম করিতে না পারিলে ভাল দাম পাওয়ার আশা বৃথা।

বিক্রয়ের ব্যবস্থা

উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা কৃষিজীবীর একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা

আর একটি ব্যবসায়। অনেক ছোট খাটো খুঁটি-নাটি বিষয় আছে যাহা জানা না থাকিলে বাজার নষ্ট হয়, জিনিষ বেচিয়া লোকসান পড়ে। অথচ অধিকাংশ উৎপাদনকারী সে সকলের খোঁজ রাখে না।

বিক্রয়ের জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন আবশ্যক। প্রথম, খুব তাড়াতাড়ি বাজারে মাল প্রেরণ। দ্বিতীয়, পথের নিরাপদতা। তৃতীয়—অল্প মূল্য। এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে সাধারণতঃ উৎপন্ন জিনিষের বেশ দাম পাওয়া যায়। বাজার কৃষির অধিকাংশ জিনিস ক্ষেত হইতে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় না করিতে পারিলে সব নষ্ট হইয়া গেল। সাধারণতঃ বিক্রয়ের চারি প্রকার ব্যবস্থা করা যায়।

(১) কোন স্থায়ী বিক্রেতার নিকটে মাল প্রেরণ।

(২) নিজেই বাজারে জিনিস লইয়া পাইকারদের নিকট বিক্রয়।

(৩) খুচরা বিক্রেতা, ফিরিওয়ালা অথবা দোকানীর নিকট বিক্রয়।

(৪) ক্রেতাদের নিকট সরাসরি বিক্রয়।

উক্ত প্রকারের সবগুলির মধ্যেই সুবিধা অসুবিধা আছে। স্থায়ী ব্যবসায়ীর নিকট মাল প্রেরণ করিলে অনেক চিন্তা ঝঞ্ঝাট বা উদ্বেগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার দোষ এই যে ব্যবসায়ী সব সময়ে কম দাম খুঁজে। যদি কোন লোক তাহার মাল বেশী মজুত পড়িয়া থাকার আশঙ্কা করে সে তৎক্ষণাৎ দর কমাইয়া ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। কাজেই ব্যবসায়ী আর অধিক মূল্য দিয়া পুরাতন লোকের মাল নিতে চাহে না। সুতরাং তাহাকে ব্যবসায়ীর প্রদত্ত স্বল্প মূল্যেই জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়। ভাল মহাজন পাইলে তাহার নিকট মাল পাঠাইয়া একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তেমনি আবার দুশ্চিন্তারও অন্ত থাকে না। মহাজনের নিকট মাল প্রেরণের আর এক অসুবিধা এই যে উৎপাদনকারী বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই অবগত থাকে না। কোথায় মাল চলে ক্রেতা কাহারা ইত্যাদি সম্বন্ধে সে একেবারে অন্ধকারে থাকে। যদি মহাজনের সহিত তাহার মতানৈক্য হয়, তাহা হইলে আর একজন মহাজন ধরিয়া অথবা অন্য লোকের নিকট জিনিস বিক্রয় করিয়া যে লাভ করিবে তাহারও উপায় থাকে না। আর এক অসুবিধা এই যে, মহাজনের অনুগ্রহের উপরেই তাহাকে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকিতে হয়। কেননা মহাজন যেমন তাহার মাল চালাইবে, উহা বাজারে তেমনি চলিবে। সে জোরে চালাইলে চাষী লাভ পাইবে—না চালাইলে তাহাকে নিরাশ হইতে হইবে। মাল বিক্রয়ের উপরে শতকরা একটা কমিশন পাওয়া ব্যতীত মহাজনের সেখানে অন্য লাভ নাই, সেখানে সে যাহার ইচ্ছা তাহার জিনিষ চালাইতেই অধিক ঝোঁক দিতে পারে। তবে ভাল বিশ্বাসী ব্যবসায়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মহাজন পাইলে এই প্রথাই চাষীর পক্ষে সব দিক দিয়া নিরাপদ।

ব্যবসায়ে অংশীদার থাকিলে মহাজনের হাতে না দিয়া নিজেরাই ফসল বিক্রয়ের ভার লওয়া উচিত। উপযুক্ত পুত্র কন্যা বা আত্মীয় থাকিলেও একার্য্য নিজেরাই সম্পন্ন করা যায়। ইহাতে চাষী ব্যবসায়ের বাজার, বিক্রয়ের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে। ইহাতে চাষ ও ব্যবসায় শিক্ষা একই সময় হইয়া

থাকে। জিনিসের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া গেল কিনা সে সম্পর্কেও আর খুঁতখুঁতি থাকে না। সম্ভব হইলে মাল বিক্রয়ের এইরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কেননা একই সময় কৃষির ও ব্যবসায়ের দুই লাভ এক বিষয় হইতেই পাওয়া যায়। তবে ইহার জন্য পরিশ্রম, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থাকিবেই। রাত্রিতে বা শেষ রাত্রে ফলমূল লইয়া বাজারে আসা—জায়গা ভাল দেখিয়া দোকান লওয়া—জিনিস বিক্রয় করা ইত্যাদি কাজ কম নহে। এইরূপ বিক্রয়ের একমাত্র অসুবিধা এই যে চাষীকে একটি বা দুইটি বাজার লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। দূরের বাজারের অথবা যখন যে বাজারে জিনিসের দাম বেশী, আবশ্যকমত সেখানকার দামের সুবিধা পাওয়া যায় না।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যায় যদি ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা যায়। যাহাদের ব্যবসায় ছোট, তাঁহারা এই কার্য্যে অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। ফিরিওয়ালা দিয়া মাল চালাইবার ব্যবস্থা করিলে তাহা হইতেও বেশ টাকা পাওয়া যায়।

বাজারে উঠা নামা আছেই। তদনুসারে জিনিসের দাম বাড়ে, কমে; সুতরাং দরের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়। যাহারা ফসল উৎপাদন করে তাহাদের জিনিসের দর জানা ব্যবসায়ের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

নীলাম দ্বারা মাল বিক্রয়ের অপর একটি পন্থা আছে। যে যত অধিক দামে ডাকিয়া

দিতে পারিবে সেই মাল পাইবে। কিন্তু বড় বড় নগরেই এই পদ্ধতি অধিক লাভজনক হয়। ছোট সহরেও 'হেঁচ্‌কা' বিক্রয় প্রথা আছে। অনেক সময় বড় বড় মহাজন খুচরা জিনিস ভালা বা সাজি দরে ক্রয় করিয়া চালান দিয়া থাকে। গ্রামের হাট বাজারে এই প্রথা প্রচলিত আছে। পাইকারদের নিকট বিক্রয়ে উৎপাদনকারীর লাভ অল্প। যাহাদের ব্যবসায় ছোট, তাহাদের নিজেদের বিক্রয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

সহযোগিতা

আমাদের দেশে ব্যবসায়ে সহযোগিতার বড়ই অভাব। দশ জনে মিলিয়া কোন কাজ করিতে গেলেই তাহা পণ্ড হইয়া যায়। কারণ, সকলের কাজ বলিয়া কেহই প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগ দেন না। ফলে, আমাদের দেশে যৌথ কারবার-গুলির নামে একটা দুর্ণাম আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ দশজনে মিলিয়া কোন কাজ যত সহজে করা যায় একলার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। তথাপি আমাদের দেশে ব্যবসায়ে সহযোগিতা গড়িয়া উঠিতেছে না।

কো-অপারেটিভ বা সমবায় পদ্ধতিতে চাষ আবাদ প্রবর্ত্তিত হইলে অর্থের অভাব ও মাল চালাইবার ভাবনা হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যায়। সমবায় প্রথা আজকাল অনেক স্থলে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতিতে দেশের অনেক উপকার হইবে।

দশজন লোক একত্রে একখানা নৌকা বা গাড়ী ভাড়া করিলে দূরের বাজারে জিনিস পাঠাইতে যে খরচ পড়ে, একার পক্ষে তাহার দশ গুণ, বিশ গুণ অধিক ব্যয় হয়। কিন্তু তাহাতে লাভের মূলধন যাতায়াতেই নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে যাহারা একত্রে কোন হাট বা বাজারে জিনিস পাঠাইতে পারে, তাহাদের যাতায়াতের ব্যয় অনেক কম লাগে এবং লাভের সম্ভাবনাও বেশী হয়।

বাজারে কৃষির মোটামুটি প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলি এই সকল ব্যবসায়ের মূল কথা—পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততা। অর্থের সহিত এই তিনটি গুণের মূলধনে যাহারা ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবে। জগতের কোন কাজ পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভব হয় নাই এবং পরিশ্রমের পুরস্কার আছেই আছে।
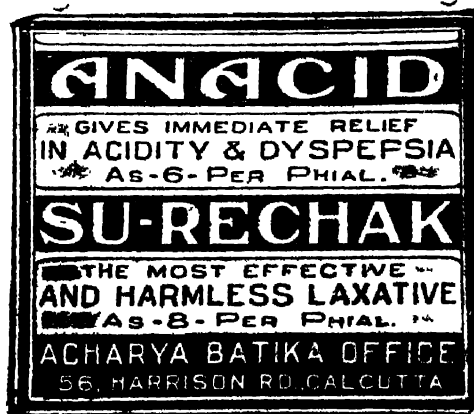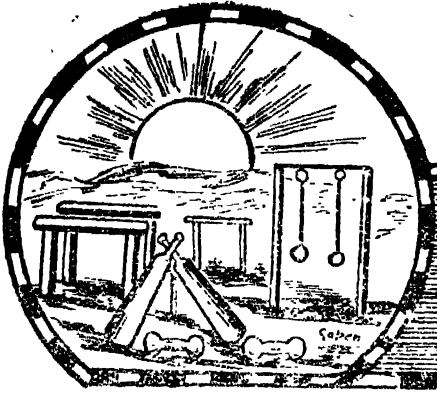
ষড়রসের গুণ-দোষ

[অধ্যাপক শ্রীরমেশ শর্ম্মা।]

জাতির স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলেই খাদ্যের বিচার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য আজকাল খাদ্য সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে; এ সময় আমাদের প্রাচীন জ্ঞান গবেষণার বিষয় আলোচনা হইলে, দেশবাসী ভাল মন্দ খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিবার সুযোগ পাইবেন। আশা করি, বর্ত্তমান শিক্ষিতা মহিলাগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইবেন।

প্রতিদিনের খাদ্যদ্রব্যে আমরা ছয়টী রসের দ্রব্য দেখিতে পাই; যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়। রুচি ভেদে কেহ মধুর, কেহ অম্ল, আবার কেহ কেহ বা কটু, তিক্ত, কষায় রসের দ্রব্য খাইতে ভাল বাসেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রসের গুণ দোষ জানা থাকিলে, তাঁহারা বিচার পূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। হয়ত কোন কোন বিষয় বর্ত্তমান মতের সহিত মিলিবে না; সেইজন্য প্রাচীন বলিয়া উহা উপেক্ষা না করিয়া বরং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত ঐ সবের তথ্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

১। **মধুর রসের গুণ**—ইহা রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, এবং স্তন্য বৃদ্ধি করে। দৃষ্টিশক্তি, কেশ, বর্ণ এবং বলও ইহা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শরীরের রস এবং রক্ত পরিষ্কৃত এবং বর্দ্ধিত হয় বলিয়া মধুর রস খাদ্য গ্রহণ করিলে কাটা ঘা শীঘ্র জোড়া লাগে। ইহা বালক, বৃদ্ধ এবং ক্ষীণের পক্ষে হিতকারী। তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা এবং দাহের পক্ষে শান্তিকর।

দোষ—ইহাতে কৃমি হয় এবং কফ বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিমাণে মধুর রসের আহার্য্য গ্রহণ করিলে কাস, শ্বাস, অলসতা বৃদ্ধি পায়; গা' বমি বমি করে, মুখ মিষ্টি লাগে, স্বর ভঙ্গ হয়, পা ফুলা, গলগণ্ড ইত্যাদি রোগ বৃদ্ধি হয়; বস্তিদেশকে গ্লানিযুক্ত করে এবং চক্ষুরোগ জন্মায়।

২। **অম্লরসের গুণ**—ইহা খাদ্য দ্রব্য হজমে সাহায্য করে; বায়ুর শান্তি করে, এবং বায়ুকে অধঃগামী করে; ইহা মুখপ্রিয়। ইহা গাঢ় কফ তরল করে।

দোষ—অম্লরসের দ্রব্য এবং পানীয়

অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে, দাঁত শির শির করে, চক্ষু বুঁজিয়া আসে, এবং শরীরে কাঁটা দেয়। ইহা দ্বারা শরীর অলস বোধ হয়। শরীরের কোন স্থানে ঘা হইলে, পুড়িয়া গেলে, ভাঙ্গিয়া গেলে এবং ফুলিলে বা দষ্ট হইলে (কুকুর, শৃগাল বা কীটে কামড়াইলে), ফোঁড়া হইলে, পিশিয়া গেলে ঐসব স্থান পাকিয়া উঠে। ইহা বেশী খাইলে গলা বুক জ্বালা করে ; হৃদয়কে (heart)ও পীড়িত করে।

৩। **লবণ রসের গুণ**—ইহা খাদ্য দ্রব্যকে সংশোধিত করে, শরীরের সমস্ত অবয়বকে কোমল করে।

দোষ ইহা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে চুলকানি, ব্রণ, শোথ ইত্যাদি রোগ জন্মে। ইহাতে শরীর বিবর্ণ (pale) হয়, পুরুষ শক্তি নষ্ট হয়। ইহাতে মুখে চক্ষুতে ব্রণ হয় ; রক্তপিত্ত, বাত রক্ত এবং অম্বলের ব্যারাম হয়।

৪। **কটু রসের গুণ**—ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, খাদ্য শোধন করে, খাদ্যে রুচি জন্মায় ; শরীরের স্থূলতা কমায় ; কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ এবং চুলকানি নষ্ট করে।

দোষ—ইহা অধিক খাইলে দেহে অবসাদ আনে, স্তন্য, শুক্র এবং মেদ নষ্ট করে। ইহাতে মত্ততা জন্মে এবং ভ্রম হয় ; গলনালী এবং তালু শোষ হয় ; শরীরের তাপ বৃদ্ধি করে এবং লোককে হীনবল করে ; স্থানে স্থানে কম্প এবং বেদনা উপস্থিত হয়। হাত, পা, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ আদি স্থলে বাত বেদনা জন্মে।

৫। **তিক্ত রসের গুণ**—ইহাতে রুচি জন্মে ; ইহা খাদ্য দ্রব্য শোধন করে এবং ইহা দীপ্তিকর। চুলকানি, কুষ্ঠ এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও জ্বরের শান্তিকর, ইহা স্তন্যের শোধন করে এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা এবং পুঁজ শোষণ করে।

দোষ—ইহা অধিক পরিমাণে খাইলে 'হস্ত পদাদিতে মধ্যে মধ্যে টাঁস লাগে ; শিরঃশুল জন্মে ; ভ্রম হয় এবং অরুচি জন্মে।

৬। **কষায় রসের গুণ**—ইহা মলমূত্রাদি শোধন করে, ক্লেদ শোষণ করে।

দোষ—মল, মূত্র এবং রক্তের গতি বন্ধ করে ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া জন্মায় ; মুখ শোষ, পেট ফাঁপা, কাণে চুম্ চুম্ শব্দ শ্রবণ এবং শরীরের নানা স্থানে খিচুনী উৎপন্ন হয়।

এই সঙ্গে এই কয় রসের কয়েকটি দ্রব্যের নাম করিব ; তাহা হইলেই পাঠকপাঠিকাগণের বিচার পূর্ব্বক খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় গ্রহণে সুবিধা হইবে।

১। **মধুর রসের দ্রব্য**—দুগ্ধ, ঘৃত, মজ্জা, শালি ধান্য, ষাটি ধান্য, যব, গম, মাষকলাই, পানিফল, কেশুর, শশা, লাউ, তরমুজ, পদ্মবীজ, দ্রাক্ষা, খেজুর, ক্ষীরাই, তাল, নারিকেল, খেজুর ও আকের রস, গুড়, চিনি, ভূমি কুষ্মাণ্ড, মৌরি, কুষ্মাণ্ড।

২। **অম্লরস দ্রব্য**—দাড়িম, আমলকি, আমড়া, কয়েদ বেল, কুল, তেঁতুল, কামরাঙ্গা, বেতফল, গোঁড়ালেবু, দধি, কোন কোন রকমের সুরা, সাধারণ টক, কাঁজি।

৩। **লবণ রস দ্রব্য**—সৈন্ধব, বিট্, সামুদ্র, যবক্ষার ইত্যাদি।

৪। **কটুবর্গ**—পিপুল, আদা, জীরা, ধনে, সর্ষপ, মূলা, রশুন, পেঁয়াজ, সোমরাজি ফল।

৫। **তিক্ত দ্রব্য**—গুড়ুচি, হরিদ্রা, কাকরোল, করেলা, বেগুন, ব্রাহ্মী, পুনর্ণবা, নিম্ব, পলতা; হিং, হিঞ্চা।

৬। **কষায় দ্রব্য**—ত্রিফলা (হরিতকী আমলকী, বহেড়া), পুষ্পহীন বৃক্ষের ফল (ডুমুর, কাঁঠাল ইত্যাদি), পালং, সুষুণি শাক।

সর্প-দংশন চিকিৎসা

১। অগ্নিই সর্প-দংশনের মহৌষধ। কাহাকেও বিষধর সাপে কামড়াইয়াছে কিনা জানিতে হইলে, প্রথমে রোগীর মুখে কিছু লবণ দিবেন; উহা যদি চিনির ন্যায় মিষ্ট লাগে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাকে বিষধর সাপে দংশন করিয়াছে। পায়ে কিংবা হাতে কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থানের উপর শক্ত সরু সূতা দ্বারা কষিয়া বাঁধিবেন। পরে কামড়ান স্থানে বরাবর আগুন লাগাইয়া রাখিবেন, যেন মাঝে মাঝে বন্ধ না হয়। সর্পাঘাত করা-মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন; নচেৎ বিষ নষ্ট করিতে সময় বেশী লাগিবে।

আরম্ভ হইতে এবং দেহ হইতে বিষ না যাওয়া পর্য্যন্ত রোগী অগ্নিদাহজনিত কোনরূপ কষ্ট বোধ করিবে না; কিন্তু বিষ নামিয়া গেলে আর সহ্য করিতে পারিবে না। ইহার পর রোগীকে কয়েকঘণ্টা ঘুমাইতে দিবেন; অতঃপর তাহাকে স্নান করাইয়া ডাবের জল ও সুপথ্য দিবেন।

২। কলাগাছের থোড়ের রস প্রচুর পরিমাণে লইয়া তাহা রোগীকে খাওয়াইলে এবং নাক কাণ প্রভৃতি ছিদ্রপথে ঢুকাইয়া দিলে, বিষধর সর্পের দংশনেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। শুনা যায়, সিংহল দ্বীপে এখনও শতকরা ৯০ জনের বেশী থোড়ের রস খাইয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

৩। দষ্ট স্থানে গরম লৌহ শলাকা দ্বারা গোলাকারভাবে দাগাইয়া পরে এক পোয়া খাঁটি সরিষার তৈল রোগীকে খাইতে দিবেন। এই সময় রোগীকে শুইতে বা দাঁড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। হেলান দিয়া বসাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহার পর রোগীর বমন ও মলত্যাগ হইতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় রোগীর মাথায় আধঘণ্টা কাল ঠাণ্ডা জলের ধারা দিবেন। ইহাতেই সে আরোগ্যলাভ করিবে। সর্পাঘাতের দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা কাজে লাগিবে; পরে ফল না'ও হইতে পারে। ইহা পরীক্ষিত।

৪। ৩টি কচি লাল ভেরেণ্ডার পাতা লবণসহ রগড়াইয়া—উহার রস পান করিলে, বিষ জল হইয়া যাইবে।

৫। শ্বেত করবীর মূল বাটিয়া ইহার রস ২।১ আনা পরিমাণ খাওয়াইলেও বিষ নামিয়া যায়।

৬। মনসাসিজের আঠা (সাদা কষ) দষ্ট স্থানে লাগাইলে এবং ঐ আঠা এক ছটাক পরিমাণ খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

৭। পুনর্নবা মূলের রস পান করাইবেন, গায়ে মাখাইবেন এবং চোখে অঞ্জন দিবেন। পরে দষ্ট স্থানে উক্ত মূল বারংবার ঘর্ষণ করিবার সময় দেখিবেন উহা কাল বর্ণের আকার ধারণ করিতেছে কি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কালবর্ণ দেখা যাইবে, ততক্ষণ ঘষিতে হইবে। মূল কাল হইলে আর একখানা নিতে হইবে।

৮। ভাঁণ্ডির (ভাঁইট) ফুলের গাছের উত্তর দিকের ৩ গাছি শিকড় ২১টা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

৯। কাল তুলসী (অভাবে সাধারণ তুলসী) পাতার রস এক পোয়া খাওয়াইলে এবং গায়ে মাখিলে, সর্ব্বপ্রকার বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

১০। দষ্ট স্থানে ও উহার চারিপার্শ্বে শ্বেত আকন্দের রস উত্তমরূপে লাগাইয়া পরে সামান্য ময়দাসহ ৩।৪ ফোঁটা রস বাটিয়া জলের সঙ্গে খাওয়াইবেন। জ্ঞান না থাকিলে, ৬ ফোঁটা রসের সঙ্গে ৪ ফোঁটা বিশুদ্ধ জল শিরাপথে ইঞ্জেক্সন করিয়া দিতে হইবে ; ইহা পরীক্ষিত।

১১। শিমুল গাছের ফল, মূল, পাতা ও ছাল একত্রে থেঁতো করিয়া তাহার কাথ তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইলে সাপের বিষ সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। শিমূলের ছাল সঙ্গে থাকিলেও সাপ কাছে আসিতে পারে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কার্ব্বলিক এসিড বাড়ীর আশে পাশে ছড়াইয়া রাখিলে এবং গর্ত্তের ভিতর ঢালিয়া দিলে সাপের ভয় কমিয়া যায়। হলুদ ও রাঁধুনী একত্রে আগুনে পোড়াইলে, সাপ বাড়ীর চারিদিকেও আসিতে পারে না।

[শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ।]

(বঙ্গবাণী)

সর্পাঘাতের অপর মুষ্টিযোগ।

কেলে কোঁড়া বলিয়া এক প্রকার গাছ আছে, তাহার পাতা লেবু গাছের পাতার ন্যায়, গাছে খুব কাঁটা এবং ফলগুলি আমড়ার ন্যায় ঘোর লালবর্ণ হয়। আমাদের পল্লীগ্রামে এই গাছ অনেক আছে, তাহার শিকড়ের ছাল ১ ইঞ্চি পরিমাণ—অর্থাৎ ওজনে আধ তোলা হয়,—ইহা ২০টী গোলমরিচের সহিত পরিষ্কার খলে বা শীলে হলুদ বাটার ন্যায় বাটা হইলে তাহা সর্পদষ্ট ব্যক্তির ব্রহ্মতালুর স্থানে স্থানে ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া (এমন ভাবে চিরিবে, যেন সামান্য সামান্য রক্ত মুখ হয় বা রক্ত পড়িতে থাকে) ঔষধটী মর্দ্দন করিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ না করে, ততক্ষণ মর্দ্দন করিতে বিরত হইবে না। এমন কি, সংজ্ঞাবিহীন মৃতপ্রায় রোগীও অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে। রোগীকে চলাফেরা করাইতে হইবে, আদৌ শুইতে দিবে না। অবসন্ন রোগীকেও এপাশ ওপাশ ওঠা বসা ইত্যাদি প্রক্রিয়া করিতে হইবে। এই মুষ্টিযোগ পরীক্ষা করতঃ তাহার ফলাফল আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।
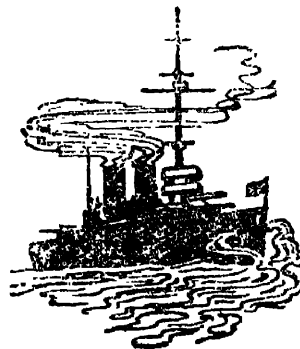
বীমা কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অপর প্রকার বীমায় প্রথমে ভবিষ্যৎ বোনাস্ কত হইতে পারে তাহার একটা হিসাব ধরা হয়। তৎপরে উহা হইতে হ্রাস মূল্য discount value বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত discountএর টাকাকে তখন Annuity dueতে প্রবর্ত্তন করিয়া বাৎসরিক প্রিমিয়ামে হার কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রকার বীমার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

প্রথম আপত্তির কারণ এই যে, বোনাস্ কত হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা কঠিন। হয়তো কোন কোম্পানী মনে করিলেন, তাঁহারা এবারে শতকরা বিশ টাকা বোনাস্ দিতে পারিবেন, কিন্তু যদি সে বৎসর মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অথবা প্রিমিয়াম বা সুদের টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে বিশ টাকা কেন, পাঁচ টাকা বোনাস্ দেওয়াও সম্ভব না হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বেই কিরূপে সম্ভাবনা ও আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভুলভাবে বোনাস্ ধরা যায়? এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বোনাস্ যত বেশী ঘোষণা করা হইয়াছে, আদায় হইয়াছে তাহার অনেক কম। তখন বিব্রত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এই জন্য সম্ভাবনার উপর আন্দাজে বোনাস্ হিসাব করিয়া বীমার প্রিমিয়াম ধরার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

Contingent Debt Scheme :—

কোন কারণে বীমাকারীর জীবন যদি প্রথম শ্রেণীতে (first class Life) গণ্য না হইয়া দ্বিতীয়

শ্রেণীতে ফেলিবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তাহার উপর সেজন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা হয় তাহা হইলে বীমাকারীর আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। তখন সাধারণ প্রিমিয়ামের হারেই পলিসি ইস্যু করা হয় বটে; কিন্তু যত টাকার বীমা করা হইল তাহা হইতে অস্থায়ী ভাবে একটা অংশ কাটিয়া উহা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আস্তে আস্তে কমাইয়া যে টাকা কাটিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা আবার পুরাইয়া দেওয়া হয়। বীমা করার বয়স হইতে নির্দ্ধারিত কালের সহিত এই অনুপাতের যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

Guaranteed option Scheme —

এই প্রকারের সুবিধা সাধারণতঃ লাভসহ এণ্ডাউমেণ্ট বীমাতেই দেওয়া হয়। এই টেবিলে Endowment এর মেয়াদ পূর্ণ হইলে বীমাকারীকে নিম্নলিখিত প্রকারের যে কোন দফার সুবিধা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেজন্য কোনও প্রকার অতিরিক্ত প্রিমিয়াম চার্জ্জ করা হয় না।

(ক) যত টাকা বীমা করা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ নগদ টাকা এবং সঞ্চিত রিভার্সনারী বোনাস্ দেওয়া হয়।

(খ) Endowment এর দাবীর টাকা ছাড়া ঐ পরিমাণ টাকার আর একটা সম্পূর্ণ Paid-up পলিসি যাহা মৃত্যুর পরে দেওয়া হইবে।

(গ) দাবীর টাকা নিবার সময় হইলে, উক্ত টাকা এক সময়ে নগদ না নিয়া উহাকে এন্যুইটি বীমায় পরিবর্ত্তিত করিয়া মাসিক বা বাৎসরিক কিস্তীতে উক্ত টাকা লওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(ঘ) যে টাকার জন্য বীমা করা হইয়াছে সেই টাকার একটি paid-up policy এবং রিভার্সনারী বোনাসের সমান টাকার একটি এন্যুইটি।

(ঙ) পূর্ণ বীমার অর্দ্ধেক নগদ টাকা এবং অপরার্দ্ধের এন্যুইটি এবং তৎসহ রিভার্সনারী বোনাস্।

(চ) একটী সম্পূর্ণ paid-up policyর টাকা কিছু বৃদ্ধি করিয়া মৃত্যুর পরে প্রাপ্য। এই প্রকার সুবিধা গ্রহণে বীমাকারীর ভাল স্বাস্থ্যের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।

Instalment Scheme বা কিস্তির প্রথা—

এই প্রথায় বিনালাভে যাবজ্জীবন বীমার একটি পলিসি ইস্যু করা হয়। ইহাতে প্রিমিয়ামের হার সাধারণ বীমা অপেক্ষা অনেক কম করিয়া ধরা হয়। বীমার নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইলে কোম্পানী একসঙ্গে সমুদয় টাকা না দিয়া উহা কিস্তীবন্দী হারে বীমাকারীর মৃত্যুর পর তাহার পরিবারে প্রদান করে। দাবীর সময় অতীত হইলেই প্রথম কিস্তীর টাকা দেওয়া হয়। বীমাকারীর মৃত্যুতে তাহার বিধবা পত্নী অর্থাভাবে যাহাতে বিপন্ন না হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই প্রকার বীমা করা হইয়া থাকে। হয়তো তাহার নাবালক পুত্রকন্যা রহিয়াছে, অথবা বাহিরের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে, তখন এই প্রকার একটি পলিসি থাকিলে বিধবা স্ত্রী দশ হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাৎসরিক বৃত্তিদ্বারা পরিবার পালন ও পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে। তৎপরে পুত্রকন্যাগণ একবার মানুষ হইলে আর নিঃসম্বল হইয়া পড়িতে হয় না।

ডাক্তারী পরীক্ষা না লইয়া বীমা (Schemes without medical examination.)

এই প্রকার বীমায় ডাক্তারী পরীক্ষার কঠোরতা উত্তীর্ণ হইবার আবশ্যক হয় না। মহিলাগণ সচরাচর ডাক্তারী পরীক্ষার খুঁটিনাটিতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা। ইহা চারি প্রকারে হইয়া থাকে। যথা—

(ক) যদি এক বৎসরের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে যত টাকার বীমা করা হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হয়। ২য় বৎসরে ⅔ অংশ এবং পলিসি দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে সমুদয় টাকাই একসঙ্গে দেওয়া হয়।

(খ) একটি প্রিমিয়ামে যে সকল বীমা করা হয়, তাহাতে এইরূপ ভাবে সর্ত্ত করা হয় যে যদি বীমার পরে এক বৎসরের মধ্যেই বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে, তবে প্রিমিয়ামের টাকা ও তৎসঙ্গে শতকরা ৩½ টাকা সুদ দেওয়া হইবে।

(গ) অপর একপ্রকার বীমা করা যায়; তাহাতে প্রথম বৎসরে শতকরা এক পাউণ্ড বা এইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট অতিরিক্ত প্রিমিয়ম দিতে হয়, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে উহা কমাইয়া শতকরা দশ শিলিং অথবা এইরূপ কিছু অতিরিক্ত প্রিমিয়াম লওয়া হয়।

(ঘ) আর এক প্রকার পদ্ধতি আছে, উহাকে ডবল এণ্ডাউমেণ্ট প্লান বলে। ইহাতে মৃত্যুর পরে বীমার টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু যদি বীমাকারী একটি নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত বাঁচে, তাহা হইলে উক্ত বয়সে পৌঁছার পরে উক্ত বয়সের দেয় টাকার ডবল দেওয়া হয়। প্রিমিয়াম যুক্ত-বীমার সাধারণ হারে লওয়া হয়।

Renewable Term Scheme—

এই প্রকার বীমায় নির্দ্দিষ্টকালের জন্য সামান্য বর্দ্ধিত হারে প্রিমিয়াম লইয়া বীমাকারীকে বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে ইচ্ছামত বীমার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হয়। তখন তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার বীমাকে whole life or endowment বীমায় পরিণত করিতে পারেন।

প্রিমিয়ামের হার ব্যতীতও প্রস্পেক্টাসে নানাবিধ নূতন রকমের বীমা পদ্ধতির কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। তদুপরি কোম্পানী কোন্ বৎসর কিরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বৎসরে কোন্ দফায় কত লাভ হইল ইত্যাদি সমুদয় বিবরণ উল্লেখ করা হয়। মোট কথা জীবন বীমা কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস্ প্রত্যেক কোম্পানীর জীবন-কথা।

বীমা রাজ্যের ব্যক্তিগত সংবাদ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ন্যাশন্যালের ডিরেক্টর এবং ম্যানেজিং ফার্ম্মের অংশী মিঃ রণজিৎ সিং মারা গিয়াছেন। আমরা সমুদ্র তীরে গোপালপুর যাইবার আগেও তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি যেমন সদালাপী এবং মিষ্টভাষী ছিলেন তেমনি সুতীক্ষ্ণ ব্যবসা বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া একটা বিষয় লক্ষ্য করিতাম, তিনি অতি অল্প কথা বলিতেন, কিন্তু কোনও ভাল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেন না এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা করিতে একটুও ইতঃস্ততঃ করিতেন না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ন্যাশন্যালের গভীর ক্ষতি হইল। মিঃ গোর্দ্ধন দাসের এই নিদারুণ শোকে আমরা সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

*　　*　　*

ন্যাশন্যাল ভাড়া বাড়ী ছাড়িয়া ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে নিজেদের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় স্থায়ীভাবে উঠিয়া গিয়াছেন। আমরা ন্যাশন্যালের আঁতুড় ঘর দেখিয়াছি। রাধা বাজারের মোড়ের নিকট ক্যানিং ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে অসাধারণ অধ্যবসায়ী এবং অদ্ভুত কর্ম্মী পান্না বাড়ুয্যের কোলে ন্যাশন্যালকে লালিত পালিত হইতে দেখিয়াছি। তারপর ছোট আদালতের সাম্‌নে চার্চ্চ লেনের বাড়ীতে ন্যাশন্যাল স্থানান্তরিত হয়। এই বাড়ীতে থাকা কালীন বে সাহেব এবং পান্নালাল কোম্পানীর বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে ম্যানেজিং এজেন্সী ছাড়িয়া দেন। অতঃপর ন্যাশন্যাল শেষবারের মত ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায়। তারপরেই মেসার্স আর, জি, দাস কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যাশন্যালের এই বিরাট অট্টালিকা বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্দিন পরে ন্যাশন্যালের নিজের বাস্তু হইল। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এইবার ন্যাশন্যাল সুখে গৃহস্থালী করুক এবং মাথার চুলের মত তাহার পরমায়ু হউক।

*　　*　　*

নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাশন্যাল তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বাড়াইয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত সকলকে জানাইতেছি যে জীবন বীমার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশন্যাল্ ফায়ার্ (Fire), মোটরকার (Motor Car) এবং মোটর সাইকেল্ (Motor Cycle) ইন্‌সিওরেন্সের বিভাগ খুলিয়াছে। অল্প কয়েকটা দেশী কোম্পানী Fire ও Motor এর কাজ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের কাহারও হেড্ আপিশ কলিকাতায় নাই। ন্যাশন্যালের হেড্ আপিশ কলিকাতায়, সুতরাং ন্যাশন্যাল এই বিভাগগুলি খোলায় দূর দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানী জ্ঞানে ন্যাশন্যালের নাম আজ ভারতের ঘরে ঘরে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। গত ২৫ বৎসরের কার্য্যকলাপ দ্বারা জন সমাজের মধ্যে ন্যাশন্যালের যেরূপ সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সুযোগ এবং সুবিধা গ্রহণ করিয়া

সুসময়েই ইঁহারা এই সকল নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। মিঃ রন্‌জিৎ সিং আজ নাই ; কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন মিঃ নায়েক এবং পান্নালালের কৃতীপুত্র আমাদের প্রিয় সুহৃদ ন্যাশন্যালের সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ এস্. এন্, ব্যানার্জ্জীর পরিচালনায় এই সকল বিভাগও যে অচিরে শ্রী এবং সাফল্য মণ্ডিত হইবে তাহাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই।

সুবিখ্যাত কুন্তলীন আবিষ্কারক পরলোকগত এইচ বোসের ভাই মিঃ যতীন বোস্ ন্যাশন্যালের মোটরকার ইন্‌সিওরেন্স বিভাগে যোগ দিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম এবং মিঃ নায়েকের লোক নির্ব্বাচনের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এইচ্ বোস্ পারফিউমারী লাইনে বাংলা দেশে অগ্রণী ছিলেন। এক জবাকুসুম, কেশরঞ্জন ও লক্ষ্মীবিলাস ছাড়া সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত স্থায়ী কেশ তৈল তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ বাংলা দেশের বাজার এমন ভাবে দখল করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রচলিত কুন্তলীনই তাহার সাক্ষ্য। নানারূপ গন্ধদ্রব্যের সংমিশ্রনে এসেন্স প্রস্তুত করতঃ ভারতের বাজার দখল করার ব্যাপারে এইচ বোসই অগ্রণী ছিলেন। এসেন্স দেলখোসই তাহার প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করতঃ বাজার দখল করার সম্বন্ধেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত Doggerel বা ছড়া :—

কেশে মাখো "কুন্তলীন"
রুমালেতে "দেলখোস্"
পানে খাও "তাম্বুলীন"
ধন্য হবে এইচ্. বোস্

আজিও বাংলার ঘরে ঘরে শুনিতে পাওয়া যায় ; Artistic এবং Fine Art Printing সম্বন্ধে তিনি এদেশে অগ্রণী ছিলেন। ৺এইচ্ বোসের ভাই মিঃ যতীন বোস্‌ও অগ্রজের এই ব্যবসায় বুদ্ধি পাইয়াছিলেন। বাংলা দেশে তিনি সর্ব্বপ্রথম সাইকেলের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং এই ব্যবসা হইতে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তারপর কলিকাতায় যেই প্রথম মোটরকার দেখা দিল তখনই তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই মোটরকারের ব্যবসা আরম্ভ করেন। Free School Srteetএ আমরা তাঁহার প্রকাণ্ড কারখানায় বহুবার গিয়াছি। তখন মোটর কারের দাম যেমন দুর্ম্মূল্য ছিল তেমনি অজস্র টাকার যোগান না দিতে পারিলে এ ব্যবসায়ে হাত দেবার উপায় ছিল না। এই মোটরকারের ব্যবসায়ই যতীন বাবুর কাল হইল। সাইকেলের ব্যবসায়ে যে কয়েক লক্ষ টাকা উপায় করিয়াছিলেন তাহা এবং মোটরের ব্যবসা সবই গেল। সেই হইতে তাঁহাকে আমরা আর কোনও ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে দেখি নাই। যৌবনে তাঁহার যেরূপ তীক্ষ্ণ ব্যবসা বুদ্ধি, অসাধারণ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, সততা এবং ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়াছি এ বয়সে যদি তাহা আবার ঝালাইয়া লইতে পারেন তবে মণিকাঞ্চন যোগ হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে না জানে এবং না চিনে কলিকাতা সমাজে এমন লোক বিরল। তবে আমাদের দেশে এক প্রবচন আছে যে,

"যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং"

এই আপ্ত বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াও যতীনবাবু এই বয়সে যখন আবার বিষয় বুদ্ধিতে মনঃসংযোগ

করিলেন তখন আশা করা যায় যে তিনি তাঁহার সুনাম রক্ষা করিবেন।

*   *   *

বাংলা দেশের কয়েকটী বীমা কোম্পানীর অবস্থা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য টলটলায়-মান হইয়া উঠিয়াছে; ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটী পুরাতন কোম্পানী। যাঁহারা এই কোম্পানীগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া এখনও রক্ত চুষিতেছেন তাঁহারা যদি এখনও নিবৃত্ত হন এবং দেশের অংশীদিগের ও বীমাকারীদিগের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কোনও ধনী লোকের নিকট অথবা কোন সিণ্ডিকেটের হাতে পরিচালনভার ছাড়িয়া দেন, তবে এই মৃতপ্রায় কোম্পানীগুলিকে একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে নূতন রক্তের প্রবাহ ছুটাইয়া এগুলিকে আবার বাঁচাইয়া তোলা যাইতে পারে। নচেৎ শেষে বাধ্য হইয়া দরজা বন্ধ করিতে হইলে নিজেরা'ত গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের রক্ত শুষিয়া এতকাল নবাবী করিলেন তাহাদিগকেও মারিবেন এবং দেশকেও মজাইবেন। বিদেশী বীমা কোম্পানীর মোহ কাটাইয়া দেশের লোক সবেমাত্র দেশী বীমা কোম্পানী সমূহে ব্যাপকভাবে বীমা করিতে সুরু করিয়াছে; আমরা দিনরাত দেশী কোম্পানীর পক্ষে প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা চালাইতেছি। এমন সময় যাহারা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে দেশী কোম্পানীর মাথায় বাড়ি দিবে তাহারা দেশের,দশের এবং জন সমাজের শত্রু। যে কয়েকটী কোম্পানীর এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহাদের কথা অনেকেই জানেন; বীমা মহলে সর্ব্বত্রই তাহাদের কথা আলোচিত হইতেছে; আমরা বলি যে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত দেশী কোম্পানী আছেন তাঁহাদেরও এ বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি এই কোম্পানী কয়েকটীকে amalgamate বা সম্মিলিত করতঃ সকলেই প্রয়োজন মত টাকার সেয়ার খরিদ করিয়া ইহাদের পরিচালনা ভার কোনও উপযুক্ত সিণ্ডি-কেটের হাতে ছাড়িয়া দেন তবে এখনও ইহারা বাঁচিয়া যাইতে পারে। আর ইহারা যদি ফেল পড়ে তবে কুরুকুল ব্যাপিয়া পড়িবে, এবং সেই পতনের বেগে বড় বড় অতিকায় কোম্পানীও কাঁপিয়া উঠিবে। বিদেশী কোম্পানীরা তখন দেশী কোম্পানীর স্থায়ীত্ব লইয়া নানারূপ প্রচার চালাইতে থাকিবে। সুতরাং বিপদের সময় শুধু ঢেউ গুণিলে কিম্বা চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। দরদীর ন্যায় সহানুভূতি দেখাইতে হইবে এবং অপরের প্রাণে সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আশা করি এইভাবে যদি কেহ চেষ্টা করিতে থাকেন তবে হয়ত তাঁহার চেষ্টা সফল হইতে পারে।

*   *   *   *

মিঃ জে, সি, দাস স্ত্রীর অসুখের জন্য দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর পুনরায় কাজে যোগদান করিয়া-ছেন। শুনিলাম সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্ত সমরেশ চক্রবর্ত্তী এবং "জেচির" প্রিয়বন্ধু এ্যাডভোকেট মিঃ সুশীল লাহিড়ী ক্যালকাটা ইন্‌সিওরেন্স ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা বহুদিন কলিকাতায় ছিলাম না, সুতরাং ওয়াকিবহাল্ নই। জনরব শতমুখে নানাকথা প্রচার করিতেছে। আমরা জনরব এবং জনমত উভয়েরই বাহক, তাই কর্ম্মকর্ত্তাদের জানাইয়া রাখিলাম।

*   *   *

নিউইণ্ডিয়ার বেঙ্গল ব্রাঞ্চের লাইফ বিভাগের সেক্রেটারী ডাক্তার রায় কলিকাতায় একটী ইন্‌সিওরেন্স কলেজ খুলিবার চেষ্টায় আছেন।

বলা বাহুল্য এইরূপ একটী কলেজের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। যে সকল এজেণ্ট সাধারণতঃ বীমার কাজে লিপ্ত আছে—তাহাদের অধিকাংশই বীমা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বীমার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, কিম্বা গণনা বিষয়ক জ্ঞানের সম্বন্ধে পড়াশুনা ত দূরের কথা, বীমার ফরমগুলি পূরণ সম্বন্ধে যে সকল মুদ্রিত প্রশ্ন প্রচলিত আছে তাহার কি তথ্য, অথবা কি উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধেও ইহাদের কোনও জ্ঞান বা সুস্পষ্ট ধারণা নাই,—অথচ এই ফরমগুলিই হইতেছে বীমার চুক্তিপত্রের মূল ভিত্তি। প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর নিন্দা করিয়া এবং তাহাদের পরিচালকবর্গের নামে নানারূপ কুৎসা রটাইয়া কাজ যোগাড় করাই সাধারণতঃ ইহাদের পন্থা; কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা আর বেশীদিন যে চলিবে না তাহার অনেক লক্ষণ আমরা দেখিতেছি। এমন সময় ডাক্তার রায় এইরূপ একটী কলেজ খুলিবার কল্পনা করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমরা বলি শুভস্য শীঘ্রং।

ইউনিকের শ্রীযুক্ত চুণীলাল লাহিড়ী আজ কয়েকমাস ধরিয়া শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছেন। ইহার জন্য কতকটা আমরাও দায়ী। তিনি যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বৈদেশিক বীমা-সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘাঁটিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" জন্য প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে এই গরমের সময় শিরঃপীড়া হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাঁহার সংগৃহীত ফেলপড়া বিলাতী বীমা কোম্পানী সমূহের বিবরণ এদেশীয় এজেণ্টগণের পক্ষে কাজ সংগ্রহ করার এক অমোঘ উপায় হইয়াছে।

যে কয়েকটী বীমা কোম্পানী এদেশে এযাবত ফেল পড়িয়াছে গভর্ণমেণ্ট এ্যাকচুয়ারী তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে প্রতিবৎসর তাহাদের ঠিকুজী বাহির করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা প্রকারান্তরে জনসাধারণকে দেশী কোম্পানীর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। অথচ বিলাতে এবং আমেরিকায় যে কত শত শত বীমা কোম্পানী ২৫।৩০।৪০ বৎসর কাজ করার পর সকলের টাকা মারিয়া পটল তুলিয়াছে এবং এখনও তুলিতেছে তাহার কোনও বিবরণ সরকারী এ্যাকচুয়ারী প্রকাশ করেন না। সুতরাং এদেশের জনসাধারণের পক্ষে তাহা জানিবারও কোনও উপায় নাই। এইজন্য যে সকল বিলাতী বীমা কোম্পানী এ যাবত ফেল পড়িয়াছে তাহার আংশিক বিবরণ আমরা চুণীবাবুর দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া প্রকাশ করিয়াছি। বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ দেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে নানারূপ প্রচার কার্য্য চালাইবার দরুণ দেশী কোম্পানীর এজেণ্টদিগের পক্ষে কাজ সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়া উঠে। সুতরাং তাহার Counterpropaganda বা বিরুদ্ধ-প্রচার না চালাইতে পারিলে দেশী কোম্পানী সমূহের অবস্থা ক্রমেই কাহিল হইয়া পড়িবে। চুণীবাবু বীমা সম্বন্ধে ব্যবসা ও বাণিজ্যে যে সকল মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন তাহা দ্বারা দেশী কোম্পানী সমূহের এবং তাঁহাদের এজেণ্ট-গণের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ইহাই চুণীবাবুর পরিশ্রমের পুরস্কার।

* * * *

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ বি, মুখার্জ্জী ইকুইটেবল্ ছাড়িয়া আসিয়া

বোম্বাইয়ের ইষ্ট্ এণ্ড্ ওয়েষ্ট্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীতে যোগ দিয়াছেন। ইষ্ট্ এণ্ড ওয়েষ্ট্ এবার বীমার পাড়ায় উঠিয়া আসিয়াছে। মিঃ মুখাজ্জী জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যেরূপ আকারে ইহার বিজ্ঞাপনাদি বাহির হইতেছে তাহাতে মনে হয় মুখাজ্জীর তত্ত্বাবধানে ইষ্ট্ এণ্ড ওয়েষ্ট শীঘ্রই চাঙ্গা হইয়া উঠিবে।

— —

নিউ ইণ্ডিয়া বীমা কোম্পানী লিমিটেড

যাহারা অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যে বীমা জগতে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, বোম্বাইএর নিউ ইণ্ডিয়া বীমা শ্রেণীর বীমার কাজ করিতেছিল। এই সকল বিষয়ে দ্রুত সাফল্য দেখিয়া কয়েক বৎসর পরে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইহার সঙ্গে জীবন বীমা
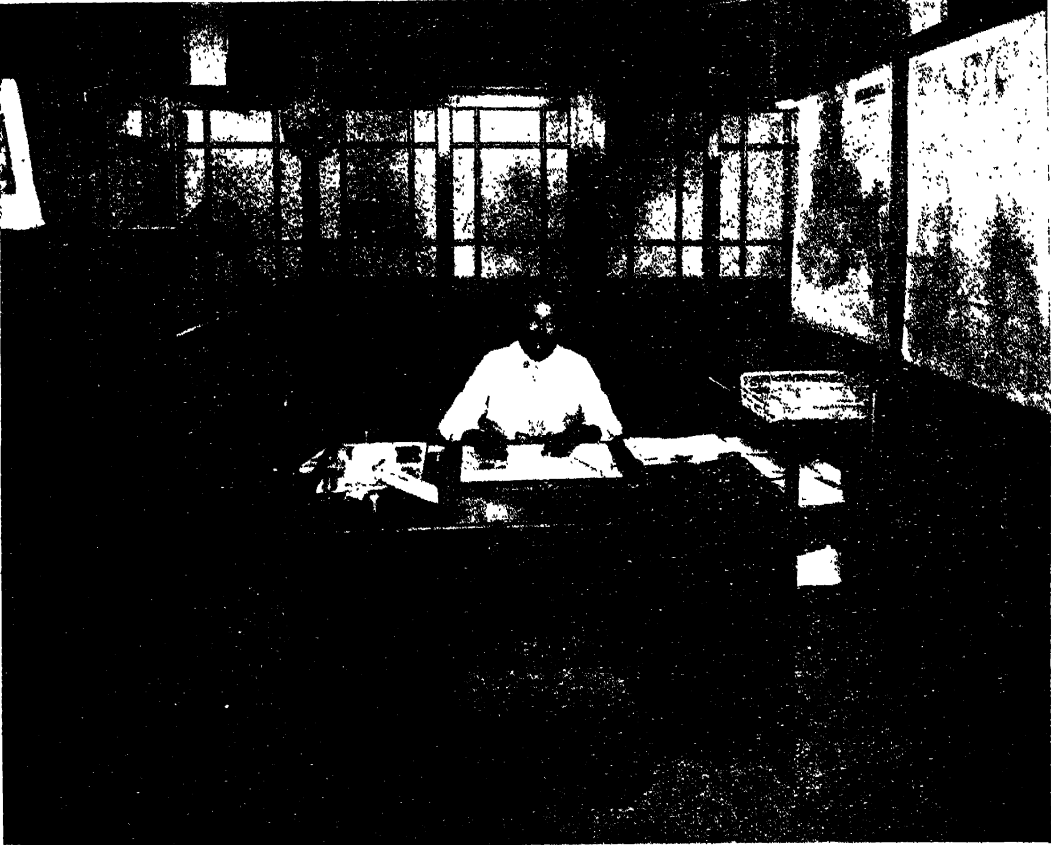
নিউ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী—Dr. S. C. Roy.

কোম্পানী তাঁহাদের অন্যতম। এই কোম্পানীটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহা নৌ-বীমা, অগ্নি-বীমা, মোটর-বীমা প্রভৃতি নানা বিভাগের কার্য্য আরম্ভ করেন। মাত্র দুই বৎসর হয় নিউ ইণ্ডিয়া কোম্পানী জীবন বিভাগের কার্য্য হাতে লইয়াছেন; কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যেই

তাঁহারা যে অপূর্ব্ব সাফল্য দেখাইতে পারিয়াছেন তাহা অসাধারণ। জীবন বিভাগের কাজ আরম্ভ হওয়ার পরে প্রথম দুই বৎসরেই ইহারা ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। এদেশে অন্যান্য আন্দোলনে ভারতবাসীর নানারূপ আর্থিক দুর্গতি সত্বেও কোম্পানী এইরূপ অভাবনীয় কাজ দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা কোম্পানীর পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক।

নিউ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার—Mr. S. J. F. Rievers,

যাহারা বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে দেশী অথবা বিদেশী কোন কোম্পানীই প্রথম দুই বৎসরে এরূপ কাজ দেখাইতে পারেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, বিগত দুই বৎসরে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ের মন্দা ও আইন

উৎসাহী, কর্ম্মনিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী কর্ম্মচারীর উপরেই প্রত্যেক কোম্পানীর সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। নিউ ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান সাফল্যও ইহার জীবন বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ এস্. সি রায়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। কারণ,

সমগ্র ভারতবর্ষে এই কোম্পানীর যত কাজ হইয়াছে, একমাত্র বাঙ্গলাতেই তাহার এক তৃতীয়াংশ কাজ হইয়াছে। ইহা ডাঃ রায়েরই কর্ম্মকুশলতার জ্বলন্ত পরিচয়। নিউ ইণ্ডিয়া যদি এই হারে তাহার বীমার কাজ চালাইতে পারে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহা যে বীমা জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

নিউ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ব্রাঞ্চের Office Staff.

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী জীবন বীমা কোম্পানী লিমিটেড

বাৎসরিক বিবরণ

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি জীবন-বীমা কোম্পানীর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল বীমা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে ওরিয়েণ্টাল তাহাদের অন্যতম। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গঠিত হইয়া এই কোম্পানীটি আজ ৫৭ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। কেবলমাত্র কোম্পানী পরিচালকগণের পক্ষে নহে, ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই গর্ব্বের বিষয়। কোম্পানীর রক্ষিত তহবিলের ১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৫ টাকা সাত আনা সিকিউরিটী ষ্টার্লিং ষ্টক, মিউনিসিপালিটি, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে সুদে খাটিতেছে।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা। ইহাতে গত বৎসর অপেক্ষা মোট ১৮ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম আয় বেশী হইয়াছে দেখা যায়। অর্থ সঙ্কট ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের ফলে গত বৎসর দেশে ভয়ানক দুর্য্যোগ গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর গ্রাম্য চাষীকে পর্য্যন্ত এই অস্থিরতায় বিব্রত হইতে হইয়াছে। ওরিয়েণ্টালের কার্য্যও ইহাতে অন্যান্য বছরের মত সহজ গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই বটে, তথাপি আন্দোলন ও বিশ্বব্যাপী অর্থ সঙ্কটের তুলনায় তাহাদের কাজ বেশ ভালই চলিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ২৬৪৮১ খানি পলিসি ইস্যু করিয়াছেন; ইহার মোট বীমার পরিমাণ ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে ৪৬৪৭টি পলিসি কম ইস্যু হইয়াছে এবং তজ্জন্য ১০৫ লক্ষ টাকার বীমা কম হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯৩০ সালে শতকরা ১৬.০ পারসেণ্ট কাজ কম হইয়াছে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান সার্ জাম্‌ শেঠজি জীজীভয় বাৎসরিক সভায় ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া বলেন যে যেখানেই অর্থ সঙ্কট অথবা আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক হইয়াছে, সেইখানেই কাজ কম হইয়াছে। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কাজ বেশ আশানুরূপ সাফল্যের সহিত চলিতেছিল। কিন্তু এপ্রিল মাসেই কাজ কম পড়িতে থাকে। কারণ তখনই সর্ব্বত্র নিদারুণ অর্থসঙ্কট হইয়াছিল।

রেভিনিউ একাউণ্টে দেখা যায় কোম্পানীর প্রিমিয়ামের আয় হইয়াছে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। মোট সুদের নেট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৫২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। গত বৎসরের

কার্য্যের ফলে কোম্পানীর সওয়া দশ কোটী টাকা তহবিলের উপর এবার আরও ৭৭ লক্ষ টাকা জমা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমা জগতের একটী বিরাট ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আমরা এই কোম্পানীর অধিকতর সমৃদ্ধি কামনা করি।

ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট্

৩০ সালের ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে কোম্পানী যে সকল ইনভেষ্টমেন্ট্ বা লগ্নী করিয়াছেন তাহার বর্ত্তমান বাজার দরের তুলনায় কোম্পানীর ৪৭,৬৫,৯৭০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। চেয়ারম্যান তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে তিন পারসেন্ট এবং সাড়ে তিন পারসেন্টের কোম্পানীর কাগজের দর পড়িয়া যাওয়ায় এই লোকসান সহিতে হইয়াছে। এই লোকসানের মধ্যে কোম্পানী ২৩ লক্ষ টাকা একেবারে write off করিয়া দিয়াছেন এবং বাকী ক্ষতি পুরাইবার জন্য ২৫ লক্ষ টাকার একটি Investment fluctuation fund খুলিয়াছেন। অর্থাৎ এইরূপ লগ্নীর কারবারে কাগজের দর পড়িয়া গেলে তাহা পুরাইবার জন্য স্বতন্ত্র এই একটা ফাণ্ড খুলিয়াছেন।

যাঁহারা দিনরাত কেবল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বেড়ান এবং আমাদের প্রিমিয়ামের আয় কেবল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতেই লগ্নী করা হয় বলিয়া বড়াই করেন এবং অপরের সঙ্গে তাল্ ঠুকিতে যান তাঁহাদিগকে একবার ওরিয়েণ্টালের এই ৪৭,৬৫,৯৭০ টাকার ঘাটতির কথা স্মরণ রাখিতে বলি। আমরা অনেকবার এ সম্বন্ধে লিখিয়াছি এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

খরচের হার

প্রিমিয়াম আয়ের তুলনায় ওরিয়েণ্টালের খরচের হার এবার শতকরা ২২.৪ পারসেণ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ২৩.৪ পারসেণ্ট খরচ হইয়াছিল। এই যে এবার ১.৪ পারসেণ্ট খরচ কম হইয়াছে ইহার প্রধান কারণ এবার কাজও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম হওয়ায় খরচের হারও কম হইয়াছে। এইরূপ অল্প খরচে বিরাট আকারে কাজ সংগ্রহ করিতে পারাই ওরিয়েণ্টালের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়; খরচের হার কম রাখিতে পারাই বীমা কোম্পানীর সাফল্য লাভের সর্ব্বপ্রধান সূত্র; যে কোম্পানী খরচের হার কম রাখিয়া বৃহদাকারে কাজ সংগ্রহ করিতে পারে তাহার আর মার নাই এবং দিনে দিনে তাহার যশ, প্রতিপত্তি, এবং শ্রীবৃদ্ধি বাড়িয়া যাইবে।

সুদের হার

সকল রকম লগ্নীর উপর ওরিয়েণ্টাল এবার ইন্‌কামট্যাক্স বাদে শতকরা ৫.৫ পারসেণ্ট সুদ পাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় লগ্নী সম্বন্ধে ওরিয়েণ্টাল আর একটু লিবারেল হইলে সুদের হার অন্ততঃ সাড়ে ছয় বা সাত পারসেণ্ট করিতে পারিতেন।

ডিভিডেণ্ড্

ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স্ বাদে ওরিয়েণ্টাল তাঁহার অংশীদিগকে এবার প্রতি সেয়ারে ৫০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন। বাঙ্গলার যে সকল বীমা কোম্পানী অংশীদিগকে মারিয়া বীমাকারীদিগকে বোনাস্ দিতেছেন তাঁহাদের এই দিকে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করি। কর্ম্মচারীদিগকেও ওরিয়েণ্টাল একমাসের মাহিয়ানা বোনাস্ দিয়াছেন।

———

ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বার্ষিক কার্য্য বিবরণী

ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে আমরা তাঁহাদিগের চতুর্বিংশতি বার্ষিক রিপোর্ট পাইয়াছি। গত ১৯৩০ সালে কোম্পানীর কার্য্যাবলীর বিবরণ এবং ব্যালান্সসীট্ বা বার্ষিক সাল তামামী বাহির হইয়াছে।

এই বিবরণী হইতে দেখিলাম ১৯৩০ সালে কোম্পানী ১,১৩,৫৫,০৬৯ টাকার নূতন কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ৬৪৪৩ খানা নূতন পলিসি বিক্রয় করিয়াছেন। এই কার্য্যের বাবদ এবৎসর তাঁহাদের প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ৫,৫৬,৬২৭৷৶ আনা হইবে।

এবৎসর মৃত্যুজনিত দাবীর টাকার পরিমাণ ৫,২৩,৪৯২৷৷০ টাকা হইয়াছে এবং তাহা ছাড়া যে সকল পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হইয়াছে তাহার জন্য কোম্পানীকে ৬,০২,৮৭৭৷০ টাকা দিতে হইবে। এই উভয় টাকা ৩০ সালে কোম্পানীর liability বা দায়ের পরিমাণ দেখাইতেছে।

এই সকল দায় মিটাইবার জন্য কোম্পানীর সঞ্চিত রেস্থর পরিমাণ কি তাহা একবার দেখা যাক।

৩০ সালের ব্যাল্যান্স সীট্ হইতে দেখা যায় যে কোম্পানীর লাইফ্ এসিওরেন্স ফাণ্ড, ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট্ এবং অন্যান্য রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ১,৪৭,০৭,০৬৩৵১১ কোটী টাকা। ২৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১,৩৫,৫৫,২৫০ টাকা ৯ পাই মাত্র। সুতরাং এই এক বৎসরেই ১১,৫১,৮১৩৵২ লক্ষ টাকা সঞ্চিত মূলধন বাড়িয়াছে, ইহা কম কথা নহে। কোম্পানীর যে সকল ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বা লগ্নীকৃত টাকা আছে তাহার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স বাদে কেবলমাত্র সুদের আয়ই ৩০ সালে হইয়াছে ৭,৪৭,৬০৮৷৷৵০ লক্ষ টাকা।

এত আয় দেখাইয়াও কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের তুলনায় Ratio of Expenses এর খরচের হার এবৎসর দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২৭·৬% পারসেণ্ট। ইহার পূর্ব্ব বৎসর খরচের হার ছিল ২৯·৮ পারসেণ্ট্। সুতরাং আলোচ্য-বর্ষে খরচের হার দুই পারসেণ্ট কম হইয়াছে। ২৯ সাল অপেক্ষা ৩০ সালে মোট কাজের পরিমাণ যেমন শতকরা ৩% পারসেণ্ট কম হইয়াছে তেমনি খরচের পরিমাণ ও শতকরা ২% দুই পারসেণ্ট কম করিয়া ডিরেক্টরেরা বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে অংশীগণও সেয়ার প্রতি ৮ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড্ বা লভ্যাংশ পাইয়াছেন।

ন্যাশন্যালের বার্ষিক সভায় চেয়ারম্যান মিঃ জে চৌধুরী যে বক্তৃতা দিয়াছেন আমরা এখানে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর যে কোন ব্যবসায়ের পক্ষে যেরূপ আর্থিক দুর্ব্বৎসর গিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক কোম্পানীর দারুণ ক্ষতি হইলেও আশ্চর্য্যান্বিত

হইবার কিছু ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, চারিদিকে এইরূপ নানাপ্রকার ক্ষতি এবং ব্যবসায়ের মন্দাভাব সত্বেও ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স

কোম্পানীর কাজ বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে চলিয়া আসিয়াছে। অভাবের তাড়নায় সেখানে স্বয়ং ভারত সরকারকেও ঋণের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছে, সেখানে

ন্যাশন্যালের নব নির্ম্মিত প্রাসাদ

বীমা কোম্পানীর কাজ সুচারুরূপে পরিচালনা করা কোম্পানীর পরিচালকবর্গের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। এবৎসরে কোম্পানীর লাইফ ফাণ্ড ১৯৩০ সালের বর্ষশেষে ১৪০১৮১৬৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ের মন্দায় কোম্পানীর তিন প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।

প্রথমতঃ ১৯২৯ সাল অপেক্ষা ৩০ সালে কোম্পানীর মোটের উপর শতকরা তিন ভাগ কাজ কম হইয়াছে। ব্যবসায়ের মন্দার তুলনায় ইহা নগণ্য হইলেও কোম্পানীর প্রতি বৎসর আশাতীতরূপে যেরূপ কাজ বাড়িয়া চলিয়াছিল, এবৎসর তাহা হইতে পারে নাই। তথাপি অন্যান্য অনেক বীমা কোম্পানীর ক্ষতির তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ।

দ্বিতীয়তঃ পলিসির উপর ধারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে অবশ্য কোম্পানীর আর্থিক অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশী হইবে। কেননা তাঁহারা কোম্পানীর টাকা বীমাকারীগণের মধ্যে নিরাপদে লগ্নী করিতে পারিবেন এবং মূলধনেরও কোন ক্ষতি হইল না। কোম্পানী যখন নিরাপদে এবং বেশ লাভজনক ভাবে টাকা লাগাইবার স্থান পাইতে অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন, সে সময়ে এরূপ লাভজনক লগ্নীতে কোম্পানীর যেমন লাভ হইবে তেমনি মূলধন কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কাও বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ পলিসি surrender বা সমর্পণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা অবশ্য কোম্পানীর পক্ষে আনন্দের কথা নহে। তথাপি কোম্পানী তাঁহাদের শাখা কেন্দ্রগুলির উপর "সমর্পণের" সংখ্যা যাহাতে বাড়িতে না পারে তজ্জন্য দৃষ্টি রাখিতে যেরূপ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছেন তাহাতে মনে হয়, কতকগুলি পলিসি শীঘ্রই উদ্ধার হইবে।

এদিকে কোম্পানী তাঁহাদের নিজ ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া তদ্দ্বারা এই সকল আর্থিক ঘাট্‌তির আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরে শতকরা দুই টাকার উপরে অফিস খরচ কমানো হইয়াছে। আগামী বৎসরে কোম্পানীর ব্যয় আরও কমিবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন। কেননা এবৎসরে অফিস বদলের জন্যও কতগুলি অনিবার্য্য খরচ করিতে হইয়াছে, যাহা আগামী বৎসরে হইবার কোন আশঙ্কা নাই। কোম্পানী এই আর্থিক দুর্গতির দিনেও নিজ ব্যয়ে বিরাট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আশা আছে ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়ী হইতেও কোম্পানীর প্রচুর লাভ আসিবে।

কোম্পানীর নূতন ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট বা লাভ লোকসানের হিসাব বাহির হইবার সময় হইয়াছে। শীঘ্রই একচুয়ারীর রিপোর্টে, তাহা প্রকাশিত হইবে। এই হিসাবের প্রকৃত অঙ্ক এখন বলিতে না পারিলেও, ইহা সুনিশ্চিত যে একচুয়ারীর হিসাবের ফল বেশ সন্তোষজনকই হইবে। কোম্পানীর পরিচালক, কর্ম্মচারী ও এজেন্টগণের কর্ম্মকুশলতা ও ঐকান্তিক সাহায্যের ফলেই এইরূপ সন্তোষজনক ফল পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এজন্য কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্ম্মীই ধন্যবাদার্হ। আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের
Outstanding Claims
বা বকেয়া টাকার বিবরণ

(ব্যবসা ও বাণিজ্যের বীমা বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত)

গত ইংরাজী ১৯২৯ সালের সরকারী Blue Book এ ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের "Outstanding Claims" সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় এবং যেভাবে ঐ সকল "Outstanding Claims"এর অনুপাত (ratio) দেখান হয় তাহাতে লোকের মনে স্বতঃই এই ভাব আসিবার কথা যে, কেবলমাত্র ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলি বুঝি Claimএর টাকা দিতে ঐরূপ বিলম্ব করিয়া থাকে। ভারতে, দেশী জীবন বীমা কোম্পানী ব্যতীত, অন্যান্য যে সকল বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানী কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের বিষয়ে ভারত সরকার এইরূপ claims সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক থাকায়, ফল আরও এই দাঁড়াইয়াছে যে বিদেশী বীমা কোম্পানীর Agentsগণ, প্রতিযোগিতায় ঐ Blue Book দর্শাইয়া, দেশী কোম্পানীগুলিকে ভারতবাসীর চক্ষে খেলো করিয়া দিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, দেশী কোম্পানীদিগের Agentsগণের মধ্যে এই কারণে যে এক বিষম চাঞ্চল্যের ভাব আসিয়াছে তাহা ভারতীয় কোম্পানী সমূহের কর্তৃপক্ষগণ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। এই সকল ব্যাপার লইয়া এমন একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায় যে Indian Insurance Institute হইতে ভারত সরকারের Commerce Departmentএর নিকট এক আবেদনও প্রেরণ করা হয়। অবশ্য তাহার কিছুকাল পরেই ভারত সরকারের বর্ত্তমান Actuary শ্রদ্ধেয় Mr. Chatterjee যখন কলিকাতায় আসেন তখন, তাঁহার কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, Indian Insurance Instituteএর তরফ হইতে তাঁহাকে, উহা পরিদর্শন করিবার অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তদুপলক্ষে, ভবিষ্যতে যাহাতে Blue Book এমন ভাবে প্রকাশিত হয় যেন তাহা হইতে কোনওরূপ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া না যায়,—Mr. Chatterjee এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন; তজ্জন্য সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু ১৯২৯ সনের Blue Book প্রচারিত হইবার পর যে কুফল ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তাহা ঘটিয়াছে এবং তাহার আর সংশোধনের উপায়ও নাই। কাজেই, সমগ্র ব্যাপারটি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বুঝিবার

সুবিধা হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই ব্যাপারে তাঁহারা বিদেশী কোম্পানীগুলির Agentsগণ কর্ত্তৃক ধোঁকা না খাইয়া সম্যক অবস্থা নিজ নিজ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, এই উদ্দেশ্যেই উহার পুনরাবৃত্তি করা যাইতেছে। এবং আরও এই কারণে ইহা করা হইতেছে যে, আমরা বীমা জগতে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে বা ঘটিয়া আসিতেছে তাহার সংবাদ অতি কমই রাখি বলিয়া, কর্ত্তারা যিনি যখন যাহা বলেন তাহাই যেন ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হই এবং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানাভাব হেতু তাঁহারা সরকার পক্ষের কথা যতই এইরূপ মানিয়া লইতে থাকেন ততই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিতে থাকেন।

America, Canada কিম্বা United Kingdomএর কি সরকারী কি বে-সরকারী যে সকল নামজাদা পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং যে সকল সরকারী Blue Book বাহির হয় তাহার কোথায়ও, Outstanding Claims সম্বন্ধে ভারত সরকারের Blue Bookএ প্রকাশিত অনুপাত (ratio) বা মন্তব্যের উদাহরণের ন্যায়, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারত সরকার দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, বৎসরের শেষ দিবসে যে সকল Death claims বকেয়া (Oustanding) রহিয়া যায়, এবং মাত্র ঐ বৎসরের মধ্যেই যে সকল Death claims

ঘটে তাহার উপর, উপরোক্ত ঐ শেষ দিবসের বকেয়া claimsএর অনুপাত (ratio) কি? জীবন বীমা বিষয় লইয়া যৎসামান্যও যাহারা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে প্রতি বৎসর প্রতি জীবন বীমা কোম্পানীর কার্য্যের আয়তন অনুযায়ী, Death claims কিম্বা Maturity claims যাহা বৎসরের মধ্যেই বা তৎপূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, তাহার কিছু না কিছু বৎসরের শেষ দিবসে ঐরূপ বকেয়া (Outstanding) রহিয়াই যায় এবং তৎপর তাহা দেওয়া হইয়া থাকে।

ভারত সরকারের Blue Bookএ ভারতীয় কোম্পানীগুলির এই বকেয়া (Outstanding) claimsএর অনুপাত (ratio) যেভাবে দেখান হইয়াছে সেরূপ উদাহরণ অন্যান্য দেশের বীমা ব্যবসায়ীদিগের নিকট নিশ্চয়ই নূতন বলিয়া বোধ হইবে। যাহারা বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের Blue Book নাড়া-চাড়া করিয়া থাকেন তাঁহারাই এই কথার সমর্থন করিবেন।

ভারত সরকারের মতে যদ্যপি কোনও কোম্পানীতে বৎসরের শেষ দিবসে বকেয়া (Outstanding) Death claimsএর পরিমাণ হইয়া থাকে ২০,০০০৲ (কুড়ি হাজার) টাকা আর মাত্র ঐ বৎসরের মধ্যেই যে Death claims ঘটিয়া থাকে তাহার পরিমাণ যদি হইয়া থাকে মাত্র ২,০০০৲ (দুই হাজার) টাকা, তবে ঐ

কোম্পানীর বকেয়া (Outstanding) Death claimsএর অনুপাত (ratio) দাঁড়াইল 1000% (thousand percent)। অর্থাৎ একথা যখন অবধারিত যে প্রতি বীমা কোম্পানীরই কিছু না কিছু Death claims বৎসরের শেষ দিবসে বকেয়া (Outstanding) থাকিবেই তখন ঐ কোম্পানীর মাত্র ঐ বৎসরের মধ্যেই যে সকল Death claims ঘটে তাহার সংখ্যা ও পরিমাণ কম হওয়া যেন একটা বিশেষ পাপ বা দোষের পরিচয় ; এবং উদাহরণ ঐরূপ না হইয়া যদি এইরূপ হইত যে বৎসরের শেষ দিবসে Outstanding রহিয়া গেল মাত্র ২০,০০০৲ (কুড়ি হাজার) টাকা এবং ঐ বৎসরের মধ্যেই Death claims ঘটিয়া গেল ২,০০,০০০৲ (দুই লক্ষ) টাকা, তবে যেন, ভারত সরকারের Basis অনুযায়ী দাঁড়াইবে এই যে কোম্পানীর Outstanding ratioতে credit ratio থাকিয়া যাইবে 1000% (thousand percent) অর্থাৎ যেন ঐ কোম্পানীর credit ratioই যখন এত থাকিয়া গেল, ভবিষ্যতে কিছুদিন claim payment না করিলেও বুঝি বা চলিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঐ বৎসরেরই Death claims যদি হইয়া থাকে দুই লক্ষ টাকা তখন পরবর্ত্তী বৎসরেও অধিক না হউক অন্ততঃ ২,০০,০০০৲ Death claimsও হইতে পারে। অতএব উপরোক্ত claims ratioর যে কোনও উপকারিতা আছে কিনা তাহাই পাঠক বর্গকে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

এখন কথা হইতেছে এই যে এই প্রকার অনর্থকর Outstanding Death or other claimsএর অনুপাত (ratio) বা উদাহরণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কোম্পানীর প্রকৃত মোট বকেয়া (Total Outstanding) claims এর পরিমাণ কি থাকিয়া যায় তাহাই বিচার করা উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের total outstanding Death claimsএর অনুপাত (ratio) যেভাবে দেখান হইয়াছে, ভারতে, যে সকল Non-Indian (i. e. Companies established in the united Kingdom & Overseas Companies) অর্থাৎ বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ কার্য্য করিতেছেন তাহাদিগের ঐ প্রকারের outstanding claimsএর পরিমাণ Indian Blue Book হইতে পাইবার কোনও উপায়ই নাই, কেন না Non-Indian Companies দিগের Balance sheets যদি ভারত সরকার না প্রকাশ করেন, তবে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে, একত্রে সকল গুলি Non-Indian Companiesএর Balance sheet তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেশীয় সরকারী Blue Book কিম্বা Board of Tradeএর Returns ব্যতীত, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া সম্ভব নয়। যদি কেহ ঐ সকল সরকারী publications ব্যতীত এমন কোনও পুস্তিকার নাম উল্লেখ করিতে পারেন যাহা হইতে সমগ্র বিদেশী কোম্পানীর outstanding claimsএর list বা তালিকা একত্রে সহজে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পুস্তিকার নাম ও প্রাপ্তি স্থান প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত থাকিব।

এতৎ সূত্রে এ বিষয়ে Indian Life Assurance Companies Actএর Section 32 Sub-sections 1, 2 and 3 এবং Section 33র উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজনীয়। Section 32 (1) অনুযায়ী, United Kingdomএ 1909 সনের

সনের বীমা আইনাধীনে যে সকল বীমা কোম্পানী কার্য্য করেন তাঁহারাও ভারতবর্ষে জীবন বীমা ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্যে, Governor General in Councilএর নিকট ঐ সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আবেদন করিবেন।

Section 33 of the Indian Actএ বলা হয় যে Governor General in Council, United Kingdomএ স্থাপিত জীবন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে উপরোক্ত Section 32 অনুযায়ী Notification প্রচার করিলেও, ঐ সকল United Kingdomএ স্থাপিত জীবন বীমা কোম্পানী সমূহ যাঁহারা ভারতবর্ষে কার্য্য চালাইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে Indian Actএর Section 4, Section 5, Sections 7 to 12, Sections 15, 20, 21 or 37 প্রযোজ্য হইবে না; কিন্তু—

'Provided that—

Sec 33. (1) "The Company shall deposit with the Governor General in Council in manner prescribed in Section 11, copies of every account, balance-sheet, abstract, Statement or other document which the Company is required by the Assurance Companies Act 1909 to deposit at the Board of Trade."

এদেশে অনেকেরই English Act (1909) এর Provisions এবং requirements এর বিষয় জানা নাই এবং Board of Tradeএর নিকট যেসকল Returns ঐ 1909 Act অনুযায়ী দাখিল করিতে হয় তাহাও এদেশে অতি অল্প লোকেরই জানিবার সুযোগ ঘটে একথা বলিলে আশা করি কেহ দুঃখিত হইবেন না। একথার দ্বারা কাহারও সম্মান হানি করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় – ইহাই পাঠকবর্গকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। যাহা হউক তাঁহাদিগকে মাত্র এই বলিলেই চলিবে যে English Actএ, Employers Liability Insurance Business এবং Accident Insurance Business ব্যতীত, ঠিক Life Insurance Business বাবদ এমন কোনও form বা Schedules নাই যাহা হইতে ধরিতে পারা সম্ভব হইতে পারে যে Life Insurance Business সম্বন্ধে যে সকল Death Claims বা maturity Claims দেখান হয় তাহার কোনটি কোন বৎসরে ঘটিয়াছে বা কত দিন যাবৎ unpaid ভাবে রহিয়াই যাইতেছে। তথাপি, যদি Indian Act এর Section 33 (1) অনুযায়ী, ঐ সকল United Kingdomএ স্থাপিত জীবন বীমা কোম্পানী সমূহকে, তাঁহাদিগের দেশে অর্থাৎ United Kingdom এ Board of Tradeএর নিকট যে যে প্রকারের যত রকমের Returns দাখিল করিতে হয়, ভারত সরকারের নিকটেও ঠিক সেই সমুদয় Returnsই দাখিল করিতে হয়, তাহা হইলে একথা বুঝিতে পারা যায় না যে কেনই বা সেই সকল Returns ভারত সরকারের Blue Bookএ তদ্রুপই প্রকাশিত করা হইবে না! কিন্তু ভারত সরকার সেই সকল Returns পাইলেও তাহা হইতে outstanding Claims এর ratio বাহির করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, যেহেতু English Act এর requirements এর বাহিরে অন্য কোনও প্রকার Returns ঐ সকল কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে দাবী করিবার অধিকার যখন স্বয়ং Board of Tradeএরই নাই তখন ভারত সরকারের তাহা দাবী করিবার অধিকার কি?

United Kingdomএর বাহিরে স্থাপিত কোম্পানী সমূহের ভারতে কার্য্য করা সম্বন্ধে Indian Act একেবারেই নির্ব্বাক। কেন এবং তাহার ফলাফল কি এই সকল বিষয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বারান্তরে পাঠকবর্গের সম্যক অবগতির ও উপলব্ধির জন্য সে সকল বিষয় বিশেষভাবে পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচরে আনয়নের চেষ্টা করা যাইবে।

ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের outstanding Claimsএর কথাত Blue Book এ প্রকাশই করা হইয়াছে। অতএব আনুসঙ্গিক কয়েকটি Foreign Companies যাহারা ভারতবর্ষে Business করিতেছেন, তাঁহাদিগের outstanding Claimsএর একটি তালিকা (list) দেওয়া হইল। এই তালিকাতে £ s d হিসাবে যে figures দেওয়া হইল ঐ সকল figuresকে Rs. As. P.তে পরিবর্ত্তন করিলে টাকা আনা পাই হিসাবে তাহাদের পরিমাণ কি তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। প্রতি টাকায় ১৮ pence এবং প্রতি পাউণ্ডে ১৩।/৪ (one rupee is equivalent to 18 pence. £ 1 is equivalent to Rs. 13-5 4 on an average) সরকারী Blue Book পাঠে যাহাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে ভারতীয় কোম্পানী সমূহতেই বুঝি outstanding Claims বেশী

তাঁহারা এই তালিকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের মনে কি ভুল ধারণাই না জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আনুসঙ্গিক Listএ German Company "Stuttgarter" ও Singapore Company "Great Eastern"এর Latest figures of outstanding Claims না পাওয়ায় এই দুই কোম্পানীর figures বর্ত্তমানে উল্লেখ করা সম্ভব হইয়া উঠিল না।

যদি কেহ বলেন যে বিদেশী কোম্পানী সমূহের outstanding Claimsএর figures তাঁহাদিগের Balance sheets হইতেই ত পাওয়া যাইতে পারে; অতএব ইহা এমন কি কঠিন ব্যাপার! তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে ভারতে ভারতবাসীর মধ্যে কয়জনের এমন সুযোগ ঘটে যে যাবতীয় বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের Balance sheet তাঁহারা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়েন, এবং যদিও বা সংগ্রহ করিতেও সক্ষম হয়েন, তবে সেই সকল Balance sheet ও Accounts হইতে তাঁহাদিগের যাবতীয় অবস্থাদি সম্যক অনুধাবন করিতে পারা সম্ভব কিনা!

এই সকল বিষয়ের সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে, England এ 1909 Act এর সংশোধন ব্যাপারে তদ্দেশীয় মাতব্বর বীমা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিগত ইং ১৯২৪ ও ১৯২৫ সনে যে সমুদয় আলোচনাদি হয় তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীরই পাঠ করা উচিত এবং তাহা পড়িলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের কার্য্যকলাপাদির পদ্ধতি বিদেশী কোম্পানী সমূহের তুলনায় কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল, এইজন্য এবার শুধু বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের outstanding Claims বা বকেয়া দাবীর টাকার তালিকা প্রকাশ করিলাম। আগামী বারে বিলাতে ১৯০৯ সালের বীমা আইন পরিবর্ত্তন ব্যাপারে যে সকল গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা যাইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের নানারকম গলদ ধামা চাপা দিবার কত চেষ্টা হইয়া থাকে এবং আসল তথ্য কেমন করিয়া policyholders বা বীমাকারীদের নিকট গোপন রাখা হয়। (ক্রমশঃ)

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয়ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এইসকল বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া এক দিকে লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাতে, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; **নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।**

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৮। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের কাগজের নামোল্লেখ করতঃ ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। নচেৎ কোনও জবাব পাইবেন না।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

(১১ই জুন ১৯৩১এর ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে)

কার্পেট

(U—45) দক্ষিণ ভারতে বেলারির একটি ফার্ম্ম এডোনি কার্পেটের খরিদ্দার চাহেন।

মহুয়ার বীজ

(U—45) স্থানীয় একটি ফার্ম্ম মহুয়া বীজের ক্রেতা চাহেন।

উলের কম্বল

(U—46) দক্ষিণ ভারতের বেলারির একটি ফার্ম্ম পশমের কম্বলের খরিদ্দার চাহেন।

(১৮ই জুনের ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত)

এন্টিমনি ট্রিসালফাইড
(Antimony Trisulphide)

(U—47) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলারির একটি ফার্ম্ম এন্টিমনি ট্রিসাল ফাইডের খরিদ্দার চাহেন।

আজমোদ বা রাঁধুনী বীচি

(U—48) করাচির একটি ফার্ম্ম রাঁধুনী বীচি সরবরাহকারীদের ঠিকানা চাহেন।

হিমালয়ের ভেষজ গাছ গাছড়া

(U—49) নেপালের একটী ফার্ম্ম হিমালয়ের ভেষজ গাছ গাছড়ার খরিদ্দার চাহেন।

লোহা ও ইস্পাতের টুকরা

(U—50) মাদ্রাজের (দক্ষিণ ভারত) জনৈক সন্ধানকারী লোহা ও ইস্পাতের টুকরা এবং nonferrous scrapmetalএর খরিদ্দার চাহেন।

পাথরের স্ফটিক
Rock Crystal

(U—51) নেপালের একটি ফার্ম্ম ভারতবর্ষে Rock crystal এর ক্রেতার ঠিকানা চাহেন।

দড়ি

(U—52) স্থানীয় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সর্ব্বশ্রেণীর দড়ির ক্রেতাগণের ঠিকানা চাহেন।

Zinc Sulphide

(U—53) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলারির একটি ফার্ম্ম জিঙ্ক সালফাইডের খরিদ্দারের সন্ধান করেন।

(২৫শে জুনের ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত)

মৌরী ও
Fennel Seed

(U—54) মাদ্রাজের একটি ফার্ম্ম মৌরী ও fennel seed এর সরবরাহকারী চাহেন।

কোমল মৃগ চর্ম্ম বা
Chamois Skins.

(U—55) মাদ্রাজের একটী ফার্ম্ম কোমল মৃগ চর্ম্মের ক্রেতা চাহেন।

রতশ্রী বা মুর্গলি মাখন

(U—56) রেঙ্গুনের জনৈক পত্র লেখক Oocum butter বা রতশ্রী মাখনের ক্রেতা চাহেন।

পোলাং, পিন্নে বা দোম্বা তৈল

(U—57) স্থানীয় একটি ফার্ম্ম পোলাং পিন্নে বা দোম্বা তৈল বিক্রেতার সন্ধান চাহেন।

চাউল

(U - 58) বাঁকুড়ার জনৈক পত্র লেখক চাউলের খরিদ্দার চাহেন।

পশুর খাদ্য

(U—59) কলম্বোর একটী ফার্ম্ম ভারতের পশুর খাদ্য রপ্তানী কারকদের সন্ধান চাহেন। গম চাউল প্রভৃতির কুঁড়া ও ভূষির রপ্তানী কারকদের ঠিকানা দরকার।

(২রা জুলাইএর ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত)

Old Nonferrous Metals

(U—60) বার্মিং হাম (ইংলণ্ড) এর একটি ফার্ম্ম পুরাতন Nonferrous ধাতুর রপ্তানী কারক চাহেন।

মরিচ

(U—61) কিউবার অন্তর্গত হাভানার জনৈক পত্র লেখক কিউবাতে মালাবার উপকূলের মরিচের প্রতিনিধি রাখিতে চাহেন এমন রপ্তানীকারকের সন্ধান চাহেন।

(৯ই জুলাইএর ট্রেড্ জার্নাল হইতে গৃহীত)

আকন্দ কষ

(U—62) কানপুরের একটী ফার্ম্ম আকন্দ কষের ক্রেতা চাহেন।

বাদুড়ের মল

(U—63) ঝান্সীর জনৈক পত্র লেখক বাদুড়ের মলের ক্রেতা চাহেন।

শুক্না মাংস

(U—64) ঝান্সীর একজন পত্র লেখক শুক্না মাংসের খরিদ্দার চাহেন।

হাতির হাড়

(U—65) ত্রিপুরা ষ্টেটের জনৈক পত্র লেখক হাতির হাড়ের খরিদ্দার চাহেন।

পরীক্ষিত ফরমূলা

লুব্রিকেটিং তৈল

যখন কলের চাকা প্রভৃতি চলিতে থাকে, তখন ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং যে পরিমাণ জোরে সেই কল চলা উচিত, সে পরিমাণে জোরেও চলে না, সেই জন্ম ঐ সকল ঘর্ষনের স্থান সমূহে এই লুব্রিকেটিং তৈল দেওয়া হয়। ইহার নাম কেহ কেহ Antifriction, Lubricant oil বলিয়া থাকেন। এই জিনিষটী বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হয়, কিন্তু এদেশে প্রস্তুত করাও কঠিন নহে। ইহা বাজারে খুবই বিক্রয় হয় কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত এদিকে মনোযোগ দেন নাই।

প্রস্তুত প্রণালী

লার্ড বা শূকরের চর্ব্বি

বা কোন জন্তুর চর্ব্বি—	৴২ সের
ক্যাষ্টর বা হুইট অয়েল—	৴২ সের
ফ্রেঞ্চ চক্—	আধসের
ব্লাক লেড্—	।৹

একত্রে অগ্নির তাপে ফুটাইয়া খুব নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিবে। ঠাণ্ডা হইলে ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে পূর্ণ করিয়া লেবেল দিয়া চার আউন্স শিশি ॥৹ আনা বিক্রয় করিতে পারেন, এরূপ রিফাইন তৈল গানের কল প্রভৃতি সূক্ষ্ম কল্কেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মোটা কল কব্জার এত ফিল্টার না করিলেও চলিতে পারে, গাড়ীর চাকা প্রভৃতিতে ফিল্টার করিয়া না দিলেও চলে।

লুব্রিকেটিং পেষ্ট

ইহা সকলরকম কলকব্জার মোটা অংশে ব্যবহৃত হয়, এবং গাড়ীর চাকা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চর্ব্বি—	৴১।৹ পাঁচপোয়া
কর্পূর—	১ আউন্স
ব্লাকলেড চূর্ণ—	১ পোয়া ওজনে

প্রথমে একটু চর্ব্বির সহিত কর্পূরটাকে ঘসিয়া বা খলে মাড়িয়া বাকী চর্ব্বিটা এবং ব্লাকলেড্ মিশাইয়া পুনরায় খুব উত্তমরূপে খলে মাড়িলে ইহা চট্‌চটে আঠার মতন হইবে। তখন ইহাকে টিনের কৌটায় পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিবে। খরচ খতাইয়া পড়্‌তা ও লাভ ধরিয়া বিক্রয় করিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

বিক্রয়ের উপায়।

বিলাতী কলে দেশী জিনিষ বিক্রয়ের সম্ভব নহে, দেশী কল্-ওয়ালার কলে দেখাইয়া নমুনা দিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। জিনিষটা কেহ করিয়া চালাইতে পারিলে সহজে বড় লোক হইয়া যাইতে পারেন। কারণ ইহা প্রচুর আবশ্যক, সুতরাং বিক্রয়বেশী হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সাইকেল অয়েল

যাঁহাদের সাইকেল আছে, তাঁহারা অনায়াসে নিম্নলিখিত প্রকারে তৈল প্রস্তুত করিয়া লইতে

পারেন ; অনেক ব্যয় সংক্ষেপে হইবে এবং বিক্রয়ও করিতে পারিবেন :—

Sperm oil স্পারম অয়েল··· ৮ আঃ
প্যারা-ফীন অয়েল... ৩ আঃ
ক্যাম্ফর বা কর্পূর··· ১ আঃ
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই হইল।

ডিস্-ইন্‌ফেক্‌টাণ্ট

ইহা মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, ও হাসপাতাল সমূহে ব্যবহৃত হয় ; তাহা ছাড়া রোগীর কাপড়ে ও ঘরে ছড়াইবার জন্তেও ব্যবহৃত হয়। রোগের বিষ নাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

প্রস্তুত প্রণালী

করোসিভ সাবলাইমেট... ॥০ আঃ
হাইড্রো ক্লোরিক এসিড··· ১ আঃ
আনিলাইন ব্লু... ৫ গ্রেন্
জল... ৩ গেলন্

ইহা উৎকৃষ্ট রোগবীজ নাশক ঔষধ, বোতলে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিলে যথেষ্ট আয় হইতে পারে।

ছারপোকার টোটকা (পরীক্ষিত)

রবিবার দিবস প্রত্যূষে বাসিমুখে ১টা বৈঁচা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া বিছানার গদি, লেপ বা চেটাই মাদুর যাহার যেমন আছে, তাহার ঈশান কোণে বা সুবিধা হইলে সেই ঘরের ঈশান কোণের দেওয়ালের গায়ে পুঁতিয়া রাখিলে ৩ দিবসের মধ্যে সমস্ত ছারপোকা নষ্ট হইয়া যাইবে। চতুর্থ দিবসে আর একটীও দেখিতে পাইবেন না। আমাদের অনেক পরিচিত লোক লিখিয়াছেন যে ইহা আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এবং অনেক লোককে পরীক্ষা করিতে বলিয়া আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছি। পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

কাঠের দ্রব্যাদির ভাল পালিশ

তারপিন— ১ পাঁইট।
ফুটন্ত মসিনার তৈল— ২ পাঁইট।
প্যারাফিন্ তৈল— ২ পাঁইট।

মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া পালিস করিলেই সুন্দর চক্‌চকে হয়।

রৌপ্য পালিশের পেষ্ট্

হোয়াটিং— ৪ আউন্স।
চা-খড়ি চূর্ণ— ১ আউন্স।

হাইপো সলফাইট্ সোডিয়ম অর্দ্ধ আউন্স, চট্‌চটে আঠার মত করিতে যতটুকু জল আবশ্যক একটু ফ্লানেলে লাগাইয়া রৌপ্যের জিনিষ ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল হইবে।

জুতার জন্য ফ্রেঞ্চ পালিশ

প্রস্তুত প্রণালী

লগ্ উড্ ১ পোয়া
সিরিস-চূর্ণ ১ পোয়া
আইসিং গ্লাস সিকি আউন্স
নীলবড়ি চূর্ণ সিকি আউন্স
সফ্ট্ সাবান সিকি আঃ
জল দেড় পাইণ্ট
ভিনিগার আধ পাইণ্ট

একত্রে অগ্নির তাপে ১০ মিনিট কাল গরম করিয়া ছাঁকিয়া বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিবে যখন ব্যবহার আবশ্যক তখন স্পঞ্জ অথবা নরম ন্যাকড়ার দ্বারা চামড়ায় লাগাইয়া উহা শুখাইয়া গেলে ছেঁড়া flannel এর জামা অথবা উলের মোজা দ্বারা ঘসিলে অত্যন্ত চক্‌চকে দেখাইবে।

সোণালী বার্ণিস্

জাফরান চূর্ণ	১ ড্রাম
খুন খারাপী	½ ড্রাম

এই দুইটী জিনিষ সর্ব্বপ্রথমে এক পাইন্ট স্পিরিটে ফেলিয়া তাহাতে ২ আউন্স গম শেলাক বা পাত গালা চূর্ণ, আর ২ড্রাম সকোটিন এলোজ দিয়া সকলগুলি যখন সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যাইবে, তখন তুলি দ্বারা হরিদ্রা বর্ণের কোন জিনিষে মাখাইয়া দিলে প্রায়ই সোণার মত দেখাইবে।

গন্ধক সাবান

চুলকানি পাঁচড়ার সময় ইহা ব্যবহার করিতে হয়। ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইলে চলে।

প্রক্রিয়া—

সাদা সাবানকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া আন্দাজ ৮ আউন্স লইয়া একটা মটারে অর্থাৎ ডাক্তারখানায় যে খল ব্যবহার হয়, সেই খলে প্রিসিপিটেড্ গন্ধকচূর্ণ ১ আউন্স দিয়া মাড়িয়া মিশ্রিত কর, ইহাতে ১ আউন্স আল্কোহল মিশাও, ইহাতে কোন প্রকার সুগন্ধ আতরও ফোঁটা কতক দেওয়া যাইতে পারে, তাহার পর সমস্তগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পাকাইয়া গোল গোল বলের মত করিলেই সালফার সোপ-বল হইবে।

কলিকাতা বিলডার্স´ ষ্টোর্স´ লিমিটেড.

কিছুদিন আগে উপরোক্ত কোম্পানীর বার্ষিক সভা উপলক্ষে আমরা আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। বিল্ডার্স´ ষ্টোর্সে´র পরিচালক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভায় নানারূপ তথ্য সম্বলিত এক চিত্তাকর্ষক বিবৃতি পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের নিকট তাঁহার বিবৃতির একটা বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমরা তাঁহার বক্তৃতা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশ করিলাম।

দেশের বেকার বাহিনীদের নিকট ক্রমাগতই অভিযোগ শোনা যায় যে মূলধন না থাকিলে ব্যবসা করিব কেমন করিয়া? বিনা মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া শেষে ক্রোড়পতি হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে আমরা অবাঙ্গালীদের দিকে এবং পাশ্চাত্য দেশের দিকেই তাকাইয়া থাকি। বাঙ্গালীর মধ্যে মতি শীল, ছাতুবাবু, ঝাকড়া কালী, রামদুলাল সরকার, কৃষ্ণপান্তী প্রভৃতি মুষ্টিমের কয়েকজনের নাম শোনা যায়। ইহারা সকলে লাখপতি, ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের চারিদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থায়

মধ্যে যে সকল হাজার হাজার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক দেখিতে পাই তাঁহারা চেষ্টা করিলে যে যোগেশবাবুর ন্যায় এক একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া স্বচ্ছন্দে নিজের জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন এবং অপর দশজনকেও প্রতিপালন করিতে পারেন, তাহা তাঁহার নিজের বিবৃতি পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আশা করি বেকার যুবকগণ এই প্রবন্ধ পাঠে মনে বল পাইবেন।

পরিচালক, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ,

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ কার্য্যে পরিণত করিবার দিনে আমি প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতেছি। আপনারা জানেন আমার ভাষা নাই, আমি মূক। আমার বলার ভিতর দিয়া যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিবে, তাহা মাপ করিবেন।

বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের বুকফাটা দুঃখের ব্যথা যে কোথায় তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য ভগবান আমাকে কতকগুলি বিশেষ অবস্থার ভিতর দিয়া চালাইয়াছেন।

বঙ্কিম বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য আমার জন্মের পূর্ব্বেই আমার মাতাপিতার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। পিতা যখন দারিদ্র্যের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধে অপারগ হইয়া কঠিন রোগে শয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন আমার বয়স মাত্র ১১ বৎসর। আমাদের থাকিবার ঘরদোর কিছুই ছিল না। যার তার ঘরে বাড়ীতে ভিখারীর মত থাকিতাম। ১৩ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলাম। তিন বৎসর গ্রাম্য পুরোহিতের তল্পী বাহক ছিলাম। ১৬ বৎসর বয়সে পাকের ঠাকুর হইয়া বিদেশে বাহির হইলাম। সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আসিতেছি, 'দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের বেদনা কোথায়'!

ধনী থাকেন মগ্ন বিলাসে। সাধারণ লোক—শ্রমজীবী, কৃষক, বণিক—খুঁটে, খায়। সমাজকে দেবার মত কিছু থাকে না। মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের নরনারীই সমাজের ভাবধারা আবহমান কাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গলার ইতিহাস একথা প্রমাণ করে। আজ ইহারা বুভুক্ষু। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নেতার আহ্বানে আজও এই মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের ছেলেরাই সৈনিক এবং সেনানীর কাজ করিতেছে। বয়স যখন একটু বাড়ে, স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যের স্ফূর্ত্তি যখন ইহাদের থাকে না, তখন ইহারা না 'ঘরকা' না 'ঘাটকা' হইয়া দাঁড়ায়—মনে করে 'জীবন একটা বোঝা'।

দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে যদি ইহাদের স্থান না দেওয়া হয়, তবে মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের দারিদ্র্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে—সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ সমাজ আর কোন কালেও দাঁড়াইতে পারিবে না। ব্যষ্টির পক্ষে পক্ষাঘাতে যাহা হয়, সমাজের পক্ষেও ঠিক তাহাই হইবে।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রার কারবারের মোহ যেন আমাদের অভিভূত না করে। আমরা চাই সেইরূপ প্রতিষ্ঠান—যেখানে মূলধন খাটিবে কম, কর্ম্মের সংস্থান হইবে বেশী—আমাদের কর্ম্মী, শিল্পী, এবং শ্রমজীবীর অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা চাই।

চোখের সামনে দেখিতে পাই অ-ভারতীয়েরা তাহাদের কারখানা সমূহে ইউরেশিয়ানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। এখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রায় সকল সাহেব কোম্পানীই প্রবেশনারূপে বাঙ্গালীর প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য ৩০০৲ হইতে

৫০০৲ টাকা মোটা প্রিমিয়ামের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ইউরেশিয়ানদের বেলায় তাহা নহে।

আমাদের দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহ যেখানে যাহা আছে সর্ব্বত্র আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের ছেলেদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইহাদিগকে 'হাতেকলমে' শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের ব্যক্তিবিশেষের অগ্রগতিতে সমাজের সাধারণ মঙ্গল সাধিত হইবে না, পরন্তু বাধা পড়িবে; যেমন সাহেবী ভাবাপন্ন বাঙ্গালীর ব্যবসাসমূহ।

আমি জানি অনেক শিল্পী এবং কারখানা-ওয়ালা মনে করেন যে, শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত করিলে তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে। ইহা একেবারে অসত্য—একথা বলিতে পারি না, কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের না হয় একটু ক্ষতি হইল। একার অগ্রগমন কি সম্ভবপর? ঘন বনেই অভ্রভেদী তরু দৃষ্ট হয়।

'কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোরস্' প্রথম হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা-নবীশ গ্রহণ করিয়া যাঁহাদের কাষ্ঠ-শিল্পে এবং ব্যবসায়ে শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তাঁহারা এখন ভিন্ন ভিন্ন ৫টী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন। আজ কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্স লিমিটেডে ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, শ্রমিক ইত্যাদিতে ১৫০ জন লোক কর্ম্ম পাইয়া অন্যূন ৪।৫ গুণ বেশী নরনারীর অন্ন সংস্থান করিতেছে। যাঁহারা এখান হইতে বাহির হইয়া ভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়াও অনুরূপ সংখ্যক কর্ম্মীর কর্ম্মসংস্থানে সাহায্য করিতেছেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ কোথায়?

এই ধারণা পোষণ করিয়াই আমাদের নব নির্ম্মিত শালিমারের কারখানায় বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের ছেলেদিগকে মেসিন-সপে সূত্রধরের কার্য্যে শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হইতেছে। ইহারা এক বৎসরে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য বাঙ্গলার সুধীবৃন্দকে আজ এখানে আহ্বান করিয়াছি। 'বাঙ্গালীর ছেলেরা শ্রমবিমুখ' এই অপবাদ যে সর্ব্বত্র সত্য নহে তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। ইহারা দৈনিক আট ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর রাত্রে ৭টা হইতে ৯টা দুই ঘণ্টা, ইংরেজী, অঙ্ক, নক্সা, এবং এষ্টিমেট করা সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহারা নিয়মিত ভাবে চলাফেরা এবং পরিশ্রম করায় সকলেরই স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সম-বয়স্ক বালকগণ একই উদ্দেশ্যে একত্র সমবেত হওয়ায় পরস্পর ভাবের আদান প্রদান এবং সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অসুখে-বিসুখে একপ্রাণ হইয়া যায়।

এই কাঠের কার্য্য এবং কাষ্ঠ-সম্পর্কীয় নানাপ্রকার শিল্প ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কলিকাতায় এক সহস্র চীনা মিস্ত্রী (পূর্ব্বে বেশী ছিল) এবং বহু পাঞ্জাবী ও ভাটিয়া সূত্রধর স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনে এবং চাকরী গ্রহণে বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। নূতন দিল্লী প্রস্তুত করিতে ১৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। এক কোটী হইতে দেড়কোটী টাকা শুধু কাষ্ঠ শিল্পীরা পাইয়াছে। বাংলার বুকের উপর দিয়া কাঠ গিয়াছে, শিল্পীও কলিকাতা হইতে অধিকাংশ গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী কোন অংশ গ্রহণ করে নাই।

কাষ্ঠশিল্প একটী বিরাট ব্যাপার। ইহার শাখাপ্রশাখা বহু বিস্তৃত। কাঠ বিক্রয় হইতে

আরম্ভ করিয়া লেবরেটরী এবং হস্পিটল সরঞ্জাম, কেবিনেট, ছাপাখানার সরঞ্জাম, নানাপ্রকার ছবির ফ্রেম, মোটর-বাস-বডি, নানাপ্রকার কুন্দনের কার্য্য—হুকার নল, বল, খেলার সরঞ্জাম, নানাবিধ কাঠের পুতুল, কাষ্ঠপাদুকা, ইলেক্‌টি কের নানাপ্রকার দ্রব্য, গরু-ঘোড়া, প্রভৃতির গাড়ীর চাকা, প্যাকিং বাক্স, রেলগাড়ী, ষ্টীমার, মোটর লঞ্চ, নৌকা, মানুষের বাসগৃহের নানা সরঞ্জাম (Builders' Stores) ইত্যাদি ছোট বড় কত প্রয়োজনে যে কাঠ দরকার এবং তাহার বহু প্রকার ব্যবহারের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহু লোকের অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, নানা প্রকারে বিরাট শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠিতে পারে। শিক্ষিত লোকেরা যদি শ্রম-শিল্পের প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'হাতে-কলমে' এই কার্য্য শিখিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহারা অতি সহজে দক্ষ হইয়া উঠিবেন এবং স্বাধীন ব্যবসা সমূহ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন।

আমার অভিপ্রায় অনুসারে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ ঘরের বালকদিগকে শিক্ষা-নবীশ গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে 'হাতেকলমে' শিল্প এবং ব্যবসায় শিখাইয়া জীবনে স্বাবলম্বী করিতে পারিলে আমার গুরু, ভগবান এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে করি।

আশাকরি, আমি দেশবাসীর সাহায্য এবং সহানুভূতি যেরূপ পাইয়া আসিতেছি তদপেক্ষা আরও বেশী পাইব।

সমাজ-সেবার বিনিময়ে সাধুতার সহিত জীবিকা সংগ্রহ করাই ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। ইহা ভিন্ন ও প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে, তিনি যে সমাজে বসিয়া বণিকবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করেন সেই সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহার আয়ের কিয়দংশ ব্যয় না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। যিনি তাহা না করেন তিনি টাকার মানুষ হইয়া উঠেন—অথই মানুষের সব অভাব পূরণ করে না।

একদিকে আমার দীর্ঘ জীবনের পরিশ্রম অপরদিকে জনসাধারণের সহানুভূতির ফলে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আজ আপনারা অশেষ শ্রমস্বীকার করতঃ উপস্থিত হইয়া আমাদের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন আমি যেন সঙ্কল্পচ্যুত না হই।

২০ নং শালিমার রোড, হাওড়া।

১ নং পত্র

মহাশয় !

Soap Industry কোন্ Foreign Country তে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প খরচে অথচ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করা যায়, আনুমানিক মাসিক কত খরচ হইলে চলিতে পারে, minimum qualification কি দরকার এবং এ সম্বন্ধে কোথায় Correspondence করিতে হইবে জানাইলে বাধিত হইব।

১ নং পত্রের উত্তর

১। টয়লেট সাবান সম্বন্ধে France জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু প্রিমিয়াম না দিলে কোনও ভাল কারখানায় কাহাকেও শিক্ষা দেয় না। এ সম্বন্ধে সেই দেশের নানা কারখানায় ঘুরিয়া ঠিক করিতে হয়। পত্রের দ্বারা কিছু স্থির করা সম্ভবপর নহে।

২। যেরূপ styleএ থাকিবেন মাসিক খরচের হার তাহার উপরেই নির্ভর করে। বহু ভারতবাসী ইউরোপে ১০০।১৫০৲ টাকাতে বেশ ভদ্রভাবে জীবন কাটাইতে পারে—যদি সিনেমা, থিয়েটার অপেরা দেখার নেশা এবং অন্যান্য ব্যাধি না থাকে।

৩। কেমিষ্ট্রীতে খুব ভাল জ্ঞান না থাকিলে তাহার পক্ষে টয়লেট সাবান শিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

৪। কলিকাতায় French Consulএর সহিত দেখা করিলে সব বিষয় জানিতে পারিবেন। পত্রে কিছুই হইবে না।

২নং পত্র

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অনুগ্রহ লিপিখানা পাইয়াছি। আপনাদের পত্রিকায় "গুলি সুতা পাকাইবার কল" সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণ পাঠ করিয়াছি এবং উক্ত কল খরিদ করিয়া অতি সত্বর ছোট রকমের একটা ব্যবসা আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এখন আমাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া সুখী করিবেন।

(১) তুলা হইতে ফেটী আকারে প্রস্তুত আঁশ কোন্ কোন্ ফার্ম্মে পাওয়া যাইবে, এবং তাহার মূল্যাদিও খরিদ করিবার প্রণালী কিরূপ ?

(২) সম্ভব হইলে আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অথবা যে যে ফার্ম্ম উপরোক্ত আঁশের ফেটী সাপ্লাই করেন তাহারা কি, ১৬০ নং সুতার এক একটি গুলি অথবা প্রতি ডজন তৈয়ার করিতে

কি হিসাবে খরচ পড়িবে ইহার একটা ধারণা আমাকে দিতে পারেন? বাজারে দর যাচাই করিবার জন্য ইহা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

(৩) আরও একটি বিষয় আমি জানিতে চাই যে, বাজারে প্রচলিত "Alexander" মার্কা গুলি সুতার অনুরূপ গুলি এই আঁশ হইতে প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে কিনা? অর্থাৎ তদনুরূপ শুভ্র ও শক্ত হওয়ার উপর তাহার কাটতি নির্ভর করে কি না?

(৪) সুতার ভিন্ন ভিন্ন নম্বর জানিবার উপায় কি এবং এ সম্বন্ধে কোনও পুস্তকের সাহায্য পাইতে পারি কি?

(৫) কল খরিদ করিলে সেই সঙ্গে কোনও পুস্তিকা পাওয়া যায় কি?

এই বিবরণগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসম্ভব জানাইয়া আমাকে উপকৃত করিবেন।

২নং পত্রের উত্তর।

১। কলিকাতার সুতাপটীতে অসংখ্য দোকান আছে, সেখানে যে নম্বরের (কাউণ্টের) সুতা চাইবেন তাহাই বাণ্ডিল দরে পাইবেন, এক এক বাণ্ডিলের দর সুতার সূক্ষ্মতা, টান সহত্ব, ভারসহত্ব ইত্যাদি গুণের উপর নির্ভর করিতেছে। ২ টাকা ২।৹ টাকা হইতে এক এক বাণ্ডিল সুতা পাওয়া যায়।

২। সুতাপটীতে আসিয়া যে রকম সুতা হইতে আপনি গুলি করিতে চান সেই রকম সুতা দেখিয়া পাঁচ দোকান যাচাই করিয়া আপনাকে কিনিতে হইবে। এসব মাড়োয়ারী দোকানে চিঠি চাপাটীর দ্বারা এরূপ সামান্য ব্যাপারের কাজ হয় না।

৩। এরূপ হিসাব করিয়া দেখিতে হইলে আপনাকে নিজে এক বাণ্ডিল সুতা কিনিয়া তাহা হইতে কত খরচে কত গুলি সুতা তৈরী হইল তাহা খতাইয়া দেখিতে হইবে। সুতাপটীর যে সকল দোকানদার সুতার কেটী বেচে তাহারা চক্ষে কখনও গুলি সুতার কল দেখে নাই, সুতরাং তাহারা আর কেমন করিয়া estimate দিবে? তাহাদের দোকানে কেবল বাণ্ডিল এবং বেল্ বেল্ সুতা পাওয়া যায়।

তবে আমরা দেখিতেছি যে যাহারা এই সকল কলে গুলি সুতা, রিড়ির সুতা, অথবা জোয়াইন্ বল তৈয়ার করিতেছে তাহারা অর্থাৎ কারিগরেরাই আপন আপন ক্ষমতা এবং পরিশ্রমদ্বারা দৈনিক দেড় টাকা হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত নেট রোজগার করিতেছে। এই সকল কারিগর প্রায় সকলেই পশ্চিমা মুসলমান। এক একজন ধনী এইরূপ ৩।৪ জন কারিগর রাখিয়া সুতা তৈরী করতঃ বাজারে গুলি সুতা বেচিয়া লাভবান হইতেছেন। আমরা কল বিক্রয় করি মাত্র; কিন্তু প্রত্যেক খরিদ্দারের মাল কাটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইলে কাগজ চালাইবে কাহারা? যিনি যে ব্যবসা করিতে চান সে ব্যবসায়ের উৎপন্ন মাল বেচার চিন্তা তাঁহাকেই করিতে হইবে।

৩। Alexander মার্কা গুলি সুতায় যেরূপ সুতা ব্যবহার হয় তাহা এবং যত রকমের সুতা বাজারে পাওয়া যায় সেসব রকমের সুতা হইতেই এই কলের দ্বারা গুলি করা যায়। বাজারে যে সকল সুতা কেটির আকারে বিক্রয় হয় তাহার রং লাল্‌চে থাকে। এই সকল সুতা Bleaching Powder যোগে beach বা শুভ্র করতঃ মাড় দিয়া তবে সুতাকে ফুলের ন্যায় সাদা এবং শক্ত করা হয়। তারপর উহা Ruling machine এ চড়াইয়া নলিকরতঃ সর্ব্বশেষে গুলি করিবার কলে চড়াইয়া সুতার গুলি তৈরী করা হয়। কলের দাম অর্দ্ধেক ডিপজিট করিলে বিনা পারিশ্রমিকে এই সকল ক্রিয়া আগাগোড়া শিখাইয়া দেওয়া হয়। সুতার দোকানে গেলে ২০ নম্বর হইতে ১৫০।২০০ নম্বরের যে রকমের সুতা চান তাহাই দেখিতে পাইবেন। বাণ্ডিলের উপর নম্বর দেওয়া থাকে, সুতরাং ধোকায় পড়ার আশঙ্কা নাই। তারপর আপনি যেরূপ সুতার গুলি করিবেন দোকানে দোকানে ঘুরিয়া সেইরূপ সুতা নিলেই হইল, সুতরাং নম্বরের ধন্ধায় আপনার কি প্রয়োজন?

(৫) কল কেনার সময় চালাইবার প্রণালী বলিয়া দেওয়া হয়। আর শিখিতে চাহিলে বিনামূল্যে শিখাইয়া দেওয়া হয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের ১৩৩৬ সালের Synopsis বা প্রবন্ধ সূচী

তুলার কথা

কিরূপে তুলার চাষ করিতে হয় তাহার সমুদয় বিবরণ সম্বলিত এই প্রবন্ধটী ১৩৩৫ সাল হইতে ধারাবাহিক ভাবে 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। এ বৎসরে উহা শেষ হইয়াছে। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করিলে তুলার চাষ সম্বন্ধে অপর কাহারো উপদেশ বা সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

বাংলার কুটির শিল্প

এই প্রবন্ধটিও ধারাবাহিক ভাবে ১৩৩৫ সাল হইতে ১৩৩৬ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে লৌহ শিল্প, মৃন্ময় শিল্প বা কুমারের ব্যবসায়, এবং শাঁখ কাটা কল সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট বা উদ্ভিজ্জ ঘৃত

এদেশে আজকাল যেরূপ বিরাট ভাবে খাদ্য-দ্রব্যে ভেজাল মেশান হইতেছে, দুনিয়ার কোন সভ্য দেশে সেরূপ সম্ভব কিনা সন্দেহের বিষয়। আবার এমন অনেক পদার্থ ভাল জিনিসের নামে চলিয়া যায় যাহার সহিত প্রকৃত পক্ষে সে বস্তুর কোন সম্পর্ক নাই। ঘিএর নামে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট বলিয়া যে বস্তু বাজারে আজকাল খুব বিক্রয় হয়, ইহা সেই জাতীয়। ভেজিটেবল প্রোডাক্ট, ঘিএর দ্রব্যগুণ সম্পন্নও নহে, কিম্বা শরীরের পক্ষে ঘিএর মত উপকারী ও নহে। অথচ এই ভেজিটেবল্ "প্রোডাক্টে" ভারতের বাজার ছাইয়া গিয়াছে। আহার্য্য দ্রব্যে এই প্রকারের আবর্জ্জনা হইতে কিরূপে দেশবাসী আত্মরক্ষা করিতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

হোয়াইট অয়েল

ভেজিটেবল্ প্রোডাক্টের আমদানী হওয়ায় বাজার হইতে যেমন গব্য ও মহিষা ঘৃত অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে, হোয়াইট অয়েলের আমদানীর ফলেও সেইরূপ খাঁটি সরিষা অথবা নারিকেল তৈল পাইবার উপায় দূর হইয়াছে। হোয়াইট অয়েল বর্ণ এবং গন্ধহীন, এক প্রকার কেরোসিন তৈল। নারিকেল, সরিষা, তিল, অথবা অন্য কোন তেলের সহিত যে কোন মাত্রায় মিশাইলে ঐ মিশ্রিত তেলের বর্ণ বা গন্ধের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। এইজন্য বাজারে চলিত, সরিষার তৈলের মধ্যে এই হোয়াইট অয়েলের খুব বেশী মিশাল দেওয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হোয়াইট অয়েলের ইতিহাস ও ইহার হস্ত হইতে দেশবাসীর পরিত্রাণের উপায় আলোচিত হইয়াছে।

বীমা সংগ্রহের ব্যবসায় সম্বন্ধে দুই চারি কথা

বিনা মূলধনে অর্থোপার্জ্জনের যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে বীমা সংগ্রহের কাজ অন্যতম;

এই কাজের দ্বারা অনেকেই নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন এবং অন্নের অভাবে হাহাকার করার পরিবর্ত্তে বহু লোককে অন্নদান করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। কি করিলে বীমা সংগ্রহে সাফল্য লাভ করা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত উপদেশ আছে।

বাণিজ্য প্রসঙ্গ

এই প্রবন্ধে বাংলা দেশ হইতে কাঁচা চামড়ার রপ্তানী, শস্য ও ময়দা রপ্তানী, পাট রপ্তানী, বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা, ভারতে বাণিজ্য শুল্কের আয়, টেরিফ বোর্ড ও দিয়াশালাই শুল্ক, তামাক, সিগার ও সিগারেট রপ্তানী, কলিকাতার বহির্-বাণিজ্যের অবস্থা প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যক বিবরণ এবং statistics বা হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে দেশী ও বিদেশী কাপড়ের কাট্‌তি

স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য বহুকাল হইল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে কত গজ কাপড়ের প্রয়োজন, কত কাপড় ভারতে প্রস্তুত হয়, কি পরিমাণ বিলাত হইতে আসে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটি হিসাব ও তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

সমবায় নীতি

দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য ফিরাইতে হইলে সমবায় নীতি একান্ত আবশ্যক। সমবায় দ্বারা জার্ম্মাণী ও রুষিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। একজন একা যে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যায়, সে দশ-জনের সাহায্য পাইলে উহা সুসম্পন্ন করিতে পারে। সুরুল শ্রীনিকেতনে বর্দ্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনে এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ যে বহু তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

গরমের মরসুম বা গ্রীষ্মের কৃষি

যাহাদের ফুল, ফল ও সব্জী বাগান আছে, গ্রীষ্মের দিনে তাহা কিরূপে রক্ষা করিতে হয় এবং কোন্ ফসল এই সময় কিরূপ থাকে অথবা কোন্ বীজ লাগাইতে হয় ইত্যাদি উদ্যান কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

বসন্তের প্রতিষেধক

প্রতি বৎসর বসন্ত ঋতুতে হাম, জলবসন্ত ও বসন্ত রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এই প্রবন্ধে বসন্তের প্রতিষেধক কতকগুলি খাদ্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

মুষ্টিযোগ

যতদিন মানুষ আছে, অসুখ বিসুখও ততদিন থাকিবেই। কিন্তু এই অসুখ বিসুখ যাহাতে মারাত্মক হইতে না পারে, অঙ্কুরেই যাহাতে রোগের বিনাশ করা যায়, তজ্জন্য কতক-গুলি মুষ্টিযোগের কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। যথা,—অম্ল রোগ, অজীর্ণতা, মাথাধরা, কর্ণমূল প্রভৃতি রোগের সহজ প্রাপ্য ঔষধের বিবরণ দেওয়া আছে। ইহা ছাড়া এই প্রবন্ধে গামছা রং করা, ইন্দুরের উৎপাত নিবারণ, স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধি, বেলের মোরব্বা, গর্ভ নিবারণ, দীর্ঘকাল দুগ্ধ রক্ষা প্রভৃতির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। গৃহস্থালীর পক্ষে এই সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য।

নানাজাতীয় লেবুর ব্যবহার

এদেশে বহু প্রকারের লেবু দেখিতে পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে পাতি লেবু, কাগজী, গোঁড়া, টাবা, কমলা, কলম্বো ও সরবতী লেবু প্রভৃতি প্রধান। এই প্রবন্ধে কোন্ প্রকারের লেবুর কি গুণ এবং উহা দেহের পক্ষে কোন্ ধাতুতে উপকারী তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

ছাতার হাতল চিত্রণ শিখাইবার স্কুল

ছাতার বাঁটে সাধারণতঃ নানাপ্রকার নক্সা আঁকা থাকে। এই নক্সা যত সুন্দর হয়, ততই ছাতাটিও চিত্তাকর্ষক হয়। কেবল চিত্রাঙ্কণ নহে, ছাতা নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে অনেক শ্রম-বিভাগ আছে। যথা, কাপড় কাটা, সেলাই করা, হাতল বাঁকানো, পালিশ করা, নক্সা কাটা, ছিদ্র করা, জোড়া দেওয়া বা joining, ফিট করা ইত্যাদি কত কি! এই সমুদয় প্রণালী শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালী যাহাতে ছাতার হাতল নির্ম্মাণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে তজ্জন্য ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিস হইতে একটি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ জানা যাইবে।

চায়ের চাষ

নিরক্ষর কৃষক হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আজকাল চায়ের অবাধ প্রচলন। যাঁহারা হাতে কলমে চা বাগান করিয়া সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জনৈক অভিজ্ঞ, বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। যাঁহারা চায়ের চাষে নিয়োজিত আছেন, অথবা নূতন চায়ের চাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধে বহু অত্যাবশ্যকীয় তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহাদের নিত্য প্রয়োজনে এই প্রবন্ধটি অনেক প্রকারে সাহায্য করিবে।

লাক্ষার চাষ ও শেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী

লাক্ষা একটা বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। ইহা কিরূপে তৈরী হয়, বিক্রয়ার্থ বাজারে দিবার পূর্ব্বে কোন কোন প্রণালী অবলম্বন করা দরকার, ইত্যাদি লাক্ষা ও শেল্যাক প্রস্তুতের সমুদয় পদ্ধতি বিস্তৃত ভাবে বহু ছবি সংযোগে দেখানো হইয়াছে। যাহারা এসম্বন্ধে কিছুই জানেনা তাহাদেরও এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে চক্ষুর সম্মুখে যেন সকলই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে এইরূপ মনে হইবে।

পশুর লোম বা Fur

ঘন লোমাবৃত পশু চর্ম্ম পাশ্চাত্য বিলাসিনী গণের একটি অতি আদরের সামগ্রী। তাঁহারা খুব উচ্চ মূল্যে সুদৃশ্য কোমল পশুচর্ম্ম ক্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপ কোমল লোমাবৃত চর্ম্মের ইংরাজী নাম 'ফার্'। বিভিন্ন জন্তুর 'ফার্' বা লোম সংযুক্ত চামড়া সংগ্রহ করিয়া কিরূপে প্রচুর পরিমাণে লাভবান হওয়া যায়, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইয়াছে। ভোঁদড় খরগোস্, খেক্‌শিয়াল, বেজী প্রভৃতি জন্তুগুলি মারিলে উহাদের চামড়া সাধারণতঃ ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু যাহারা সন্ধান জানে, তাহারা কিরূপে ইহা দ্বারা প্রচুর অর্থের মালিক হইতে পারে, তাহার বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

চুল (Hair)

যে চুল আমরা প্রত্যহ অনাদরে, অবজ্ঞায় আবর্জ্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করি, তাহা হইতে

আমাদেরই গৃহপার্শ্বে উদ্যোগী ব্যবসায়ীবৃন্দ কিরূপ লাভ করিতেছে এ প্রবন্ধটী তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তীর্থে মস্তক মুণ্ডনে চুলের যে স্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে উহাদ্বারা এদেশেই শত শত টাকা উপার্জ্জন হয়। ইহাতে অনেক যুবক নূতন ব্যবসায়ের ইঙ্গিত পাইবেন।

গঁদ বা রজন

বার্ণিশের উপাদান হিসাবে গঁদ ও রজন বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেকের ঘরেই কিছু না কিছু কাঠের আসবাব আছে। মাঝে মাঝে তাহাদিগকে পালিশ করাও একান্ত প্রয়োজন। গঁদ বা রজন এই কাজের বিশেষ উপযোগী। পালিশের কাজ ছাড়াও অন্য নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আল্‌কাতরা হইতে যেমন স্যাকারিণ, ফিনাইল প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তেমনি গঁদ বা রজনের বাইপ্রডাক্টরূপে ইহা হইতে খোস, পাচড়া, বাত বেদনার মালিস, সুগন্ধি তেলের উপাদানাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর তিন চার লক্ষ টাকার গঁদ আমাদানী হয়। এই ব্যবসাটি যাহাতে ভারতবাসী নিজ হাতে আনিতে পারে, তাহার জন্য গঁদ ও রজনের প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে।

লিমিটেড কোম্পানীর কথা

এদেশের লিমিটেড কোম্পানীগুলি কয়েক জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়িয়া উঠিলেও পরশ্রী কাতরতা এবং ঈর্ষ্যা কিরূপ পদে পদে কর্ম্মীদিগকে বিব্রত করে, এবং অদম্য উৎসাহ ও সাহস লইয়া কিরূপে সে সকল বিপদ ও বাধা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কুমিল্লা কর্ম্মীভবন বা House of Labourers Ltd এর কার্য্যাবলী হইতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উচ্চ আদর্শ ও কর্ম্মের উৎসাহই যে সাফল্যের মূল, ইহা যুবকদের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিলে দেশে অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়। বাঙ্গলার অনেক যুবক ইহাতে উৎসাহ পাইবেন।

গৃহস্থালীর কথা

গৃহস্থালীর নানা কথা 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' প্রায়শঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ঘরে থাকিলে গৃহস্থালীর অনেক বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। এমাসে অনেক বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। মুখের মেচেতা দূর করিবার উপায়।

২। বাইসাইকেল পরিষ্কার করিবার উপাদান।

৩। জুতার কালী প্রস্তুত করন।

৪। বোর্ড হইতে দাগ তুলিবার উপায়।

৫। বোর্ড সাফ করা।

৬। পুস্তক পরিষ্কার করা।

৭। বই হইতে চর্ব্বির দাগ উঠাইবার উপায়।

৮। ইঁদুরের হাত হইতে পুস্তকাদি রক্ষার উপায়।

৯। কি করিলে বই স্যাঁৎসেঁতে হয় না।

১০। ব্রাউন জুতা পালিশ করা।

১১। পেটেণ্ট লেদারের বুট পরিষ্কার।

১২। সাধারণ বুট জুতা পরিষ্কার প্রণালী।

১৩। জুতা কি করিলে ফাটে না।

পাট বা কোষ্ঠা

পাট প্রধানতঃ দুই প্রকার। তিতা পাট ও বগী পাট। কিরূপ জমিতে কি প্রকারের পাট চাষ উপযোগী, চিলিয়ান নাইট্রেট অব সোডা প্রয়োগ করিলে কিরূপে পাটের ফলন বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি পাট চাস সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক বিষয় সমূহ এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাট চাষী মাত্রেরই ইহা বিশেষ উপকারী।

ব্যবসায়ের সন্ধান

ব্যবসায়ের জন্য যাহারা কোন জিনিস প্রচুর পরিমাণে ক্রয় অথবা বিক্রয় করিতে চান, এই অধ্যায়ে ধারা বাহিক ভাবে প্রত্যেক মাসে এইরূপ বহু জিনিসের খরিদ্দার অথবা বিক্রেতার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসরের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির খরিদ্দার এবং বিক্রেতার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে :—

ক্রুড্ ওর্ কপার ও নিকেল ওর্, মূল্যবান পাথর, ছাগলের কাঁচা চামড়া, হেনার পাতা ও গুঁড়া, ঔষধের গাছ গাছড়া, সাদা সিল্ক, হরিণের শিং, কৃত্রিম রেশম ওয়েষ্ট, আরব দেশের গদ, পাতলা চামড়ার টুক্‌রা, বানরের চামড়া, লবঙ্গ, বাতি, তুঁষ, রেঙ্গুন হ্যারিকট বীন, ভাঙ্গা মসুরীর ডাল, চামড়ার জিনিস, পডোফাইলম রুট, সোল লেদার, সয়া বীন, শিমুল, বালি ও ছোট পাথর, বিদেশী মস্‌লা, লোহার পিপে, তিল তৈল, ইউক্যালিপটাস্ অয়েল্, পুরাতন ঘি, গাম্, মাড়্, সোপষ্টোন পাউডার, মোম, বোরাক্স বা সোহাগা, নিম তেলের খইল, নাইজারবীজ, পদম্ কাঠ, রীঠা ফল, তিব্বতী পশম, ক্যাক্‌টাস তেল, সিন্ কোনার ছাল, নারিকেল, ঘি, চীনাবাদাম, মুগা সূতা, চাউলের ভুষি, ময়দা, শুঁট্‌কী মাছ, রেড়ীর খৈল, পালং তেল, এলাচি ও কফি, বালি ও কাঁকর, কচুপাতা, উদবিড়ালীর চামড়া, হরিণের চামড়া, চাল মুগরা তেল, মুরগীর ডিম, সরীসৃপের চামড়া, বস্তা ও চট, মেওয়া ফল, জয়পাল, লাক্ষা, নীলের কাঁচা পাতা, তামার টুক্‌রা, আনাটো বীজ, হিং, মাদার অব পার্ল শেল বা ঝিনুক, কুচিলা, গাজা, আখ্‌রোট, শঠির পালো, তেঁতুল, হাতীর দাঁত, হরিতকী, কালি ও কালির গুঁড়া, চূণ, তুলার লেপ, ধুনা, গোরচনা, আল্‌কুশী, মধু, পক্ষী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

এই অধ্যায়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সকল প্রধান প্রধান জেলা, মহকুমা, হাট, বাজার, গঞ্জ এবং বন্দরে যে সকল ব্যবসাদার আছেন তাঁহাদের সকলের নাম ধাম এবং কে কোন জিনিসের কারবার করেন তাহার বিস্তৃত এবং শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ (classified list) প্রকাশিত হইয়াছে। মনে করুন আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন; আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসা কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নাম ধামাদি জানিতে পারেন তবে সেই সকল dealer বা দোকানদারের নিকট আপনার জিনিসের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নাম ধামাদি জানিতে পারেন তবে তাহাদের নিকট জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন। ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী অধ্যায়ে প্রতিমাসে আমরা এইরূপ বহু মোকামের নাম ধামাদি প্রকাশ করিয়াছি।

ধানের চাষে সারের প্রয়োজনীয়তা

ধান ও পাট বাঙ্গলা দেশের প্রধান কৃষি। ধান্যে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। বাংলার কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর এস্ স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে অনেক স্থানে সার ব্যবহার করিয়া যে সব চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে প্রায় প্রতি মাসে পৃথিবীর বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হয়। নিম্নে কেবলমাত্র কয়েকটী বিষয়ের নামোল্লেখ করা হইল।

বালি ব্রিজ, কলিকাতা সহরে বরফের কাটতি, বর্ণচোরা মাছ, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের সংযোগ, টিনের খনির ব্যবসায়, ডেরাডুন সামরিক বিদ্যালয়, কল কারখানার প্রসার, বাসের শব্দহীন নূতন এঞ্জিন, বাংলার স্ত্রীলোক অপরাধী, পেন্সিলে বিষ, বঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু, সৎ দৃষ্টান্ত, নারীজগৎ, বিমান পরিচালনায় ভারতীয় ছাত্রের নৈপুণ্য, গোশালা প্রতিষ্ঠা।

রকফেলার ট্রাষ্টে স্বজাতির জন্য তিন কোটি টাকা দান, বেতারে খনি খনন, টেলিভিসনের ক্রমোন্নতি, কৃত্রিম কুয়াটিকার সৃষ্টি, ভূগর্ভে স্ত্রী মজুর, রেঙ্গুণের চাউল, আলু ও বেগুন চারার সংযোগ প্যারীতে দোকানদারী।

বরদায় সিমেন্ট, বরদা রাজ্যে লবণ প্রস্তুতের কারখানা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের জরিমানা, ইউরিয়া ষ্টিবা মাইন, প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ীর মৃত্যু, জার্ম্মেণীর বৃত্তিলাভ, লালা লাজপত রায় স্মৃতিভাণ্ডার, দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বিরাট দান,

---

ক্যাস সার্টিফিকেট, অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জীবনতরী, যাত্রাগায়ক মুকুন্দদাসের বিরাট দান, শিল্প সাধনায় দেশভ্রমণ, বিনা পয়সায় চক্ষু চিকিৎসা, নিজাম রাজ্যে বাল্য বিবাহ রোধ, ওয়াটার ওয়েজ বোর্ড, ডুবুরীর সৌভাগ্য।

ছাত্র সমাজে স্বাস্থ্যহীনতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-হিত-সাধিনী সমিতির রিপোর্টে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, তাহাদের চেহারা, রং, ওজন ও উচ্চতা, বুকের বেড়, চোখ কান, দাঁত প্রভৃতি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যায়াম চর্চ্চা

কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশী দৃঢ় ও সবল করিবার অনেক গবেষণা পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে পুরুষ ও নারীকে শক্তিশালী করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

পত্রাবলী

এই অধ্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের গ্রাহকগণের ব্যবসা সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা সম্বলিত অনেক পত্র ছাপানো হইয়াছে, এবং তাহাদের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ব্যবসায়ের নানাবিধ সমস্যার উত্তর, ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ীর পরিচয়, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য অথবা শিল্প সামগ্রী রপ্তানীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের উপকারী অনেক বিষয় প্রতিমাসে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং অনেক সন্ধান পাইবেন।

সেয়ার মার্কেটের খবর

ব্যাঙ্ক, রেল কোম্পানী, কয়লার খনি, কাপড় ও সূতার কল, পাটকল, চা বাগান, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদির সেয়ারের সংবাদ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বর্ষার কৃষি

এই প্রবন্ধে বর্ষাকালে ফুল ফল ও সব্জী বাগানের জন্য যে সকল বীজ যেরূপে লাগাইতে হয়, তাহার একটি সুন্দর বিবরণ আছে

আলু রক্ষার উপায়

বর্ষাকাল আসিলেই পোকা এবং পচনের হাত হইতে আলু রক্ষা করা দোকানীদের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই কীট পতঙ্গ এবং পচনের হাত হইতে কি উপায়ে আলু দীর্ঘকাল টাট্কা রাখা যায় এসম্বন্ধে পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানবিদ্ নানারূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া যে সকল প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইন্সিওরেন্স প্রসঙ্গ

এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচয়, কার্য্য প্রণালী ও জীবন বীমার নানাকথা প্রতিমাসে আলোচিত হইয়া থাকে।

এক্সপেলারে খোল পেষাই

এক্স পেলারের সাহায্যে খোল হইতে অনেক তেল বাহির করা যায়। ৩০ জোড়া ঘানি হইতে উৎপন্ন খোল মাত্র একটা এক্সপেলারে পেষণ করা যায়। একটি এক্সপেলার বসানোর খরচ সর্ব্বসমেত ছয় হইতে সাতহাজার টাকা। কিন্তু ইহাদ্বারা

কিরূপে প্রত্যেক একশত টাকায় তিনশত টাকা লাভ করা যায় তাহার একটি বিশদ হিসাব এবং এক্সপেলারের কার্য্য প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে।

সারের রাসায়নিক তত্ত্ব

জমিতে অনেকেই সার প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাহার উপকারিতাও স্বীকার করেন, কিন্তু এই সার প্রয়োগের মধ্যে যে রাসায়নিক তত্ত্ব নিহিত আছে, সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোন ধারণা নাই। এই প্রবন্ধে সাধারণের উপকারের জন্য এই বিষয়টি বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

তামাক

ভারতবর্ষে তামাকের চাহিদা অত্যন্ত অধিক। এই চাহিদা দিন দিন অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইতেছে। এদেশের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই অল্প বিস্তর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাইএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায়, রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চল তামাক চাষের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে গড়ে প্রতি বৎসর ৮৭০০০০ বিঘা জমিতে তামাকের চাষ হয়; কিন্তু যে দেশে তামাকের চাষ এত বেশী সে দেশে যে কোটি কোটি টাকার বিদেশী তামাক আমদানী হইতেছে ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আরও লজ্জার কথা এই যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের তামাক বিদেশ ভ্রমণ করতঃ একটু রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ বিদেশী বণিকের সিন্দুক ভরাইয়া তুলে। কিন্তু ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যম থাকিলে এই ব্যবসায়ে বহুলোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে। তামাক হইতে বিড়ির ব্যবসা করিয়া কত লোক যে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, কলিকাতার রাজপথে কয়েক গজ অন্তর এক একটি বিড়ির দোকানে সারাদিন লোকের কর্ম্ম ব্যস্ততাই ইহার প্রধান পরিচয়। ভারতবর্ষে কয়েকটি বড় বড় সিগারেট ও চুরুটের কারখানাও আছে। এই সকল কারখানা, কোথায় কিরূপে পরিচালিত হয় এবং বহু যুবক কিরূপে সিগার অথবা সিগারেট তৈরী করিয়া নিজেদের জীবিকার্জ্জন করিতে পারে ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান অস্ত্রবিদ্যায় অলৌকিক ঘটনা

অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যায় লর্ড লিষ্টারের নাম সুবিদিত। পূর্ব্বকালে লোকের একটা ধারণা ছিল যে ফোঁড়া অস্ত্র করাইলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু লর্ড লিষ্টারের আবিষ্কারের ফলে বর্ত্তমানে লোকে ঘা ফোঁড়া যতই কঠিন হউক না কেন তাহা অস্ত্র করাইয়া প্রায় ষোল আনা বিশ্বাস করে যে, সে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে। লিষ্টারের আপ্রাণ চেষ্টায় কি করিয়া কার্ব্বলিক স্প্রে আবিষ্কৃত হইল, এবং কিরূপে এন্টিসেপ্‌টিক সার্জ্জারী প্রচলিত হইল তাহার আবিষ্কারের ইতিহাস গল্পের মত কৌতূহল উদ্দীপক করিয়া এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বসন্তের আক্রমণ

বসন্ত রোগের প্রতিষেধকরূপে যে সকল মুষ্টিযোগ আছে এই প্রবন্ধে তাহার একটি অত্যাবশ্যক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বঙ্গদেশে যক্ষ্মারোগের পরিমাণ

প্রতিবৎসর যক্ষ্মারোগে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু এই রোগের প্রকৃত সংখ্যা যে কত তাহা অনেকের জানা নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বঙ্গদেশের জনসংখ্যা ও ক্ষয়রোগে মৃত্যুর একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা আমরা যে কিরূপে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাহারই একটি জলন্ত প্রমাণ দেখান হইয়াছে।

রেডিও ব্রডকাষ্টিং

এ যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে রেডিও ব্রডকাষ্টিং অন্যতম। বাঙ্গলায় ইহার নাম বেতার বার্ত্তা। ইহা দ্বারা শত শত হাজার হাজার মাইল দূরে যে কথা হইতেছে উহা ঘরে বসিয়া অবিকল শুনা যায়। ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা পরম উপকারী। রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতা রেডিও ষ্টেশন হইতে বিভিন্ন ব্যবসায়ের সংবাদ প্রচার করা হয়, তাহাতে সেয়ার মার্কেট, পাটের বাজার, হেসিয়ান, এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির সংবাদ রাত্রি যোগেই জানিতে পারা যায়। অথচ এ যাবৎ প্রাতের সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য উপায়ে সেয়ার মার্কেট প্রভৃতির সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। কয়েক ঘণ্টা আগে একটা সংবাদ পাইলে হয়তো সে হাজার হাজার টাকার কারবার করিয়া লাভবান হইতে পারে। কলিকাতার মাঠের খেলা রেডিও ব্রডকাষ্টিংএ প্রচার করা হয়। ইহাতে ছয়টার সময় খেলা হইয়া গেলে সাড়ে ছয়টার মধ্যে খুলনা যশোহর বীরভূম বরিশাল এমন কি পাট্না দিল্লীর লোক পর্য্যন্ত খেলার ফলাফল জানিতে পারে। আমোদ উৎসব, গান বাজনা, গল্প কৌতুক প্রভৃতিও রেডিও সাহায্যে ঘরে বসিয়া শুনা যায়। একটি রেডিও সেট্ বসাইলে তাহার সাহায্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েরা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই পায়, অথচ ইহার দাম ২৫৲ টাকা হইতে ১০০৲—১৫০৲ টাকা মাত্র। অনেক স্থলে একটি হারমোনিয়াম বা গ্রামোফোনের চেয়েও কম। রেডিও সংক্রান্ত সকল বিবরণ এবং গ্রামোফোনাদির ন্যায় রেডিও বিক্রয়ের এজেন্সী নিলে কিরূপ লাভবান হওয়া যায় সে সম্বন্ধে সকল কথা এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। গৃহী, ব্যবসায়ী, ধনী, নির্ধন সকলের পক্ষেই ইহা অত্যাবশ্যক এবং বিশেষ আনন্দদায়ক

ভারতের কৃষিক্ষেত্র

"ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধান দেশ"—এই কথাটি আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে ঠিক কি পরিমাণ চাষের জমি আছে, কত জমিতে বর্ত্তমান কালে চাষ হইতেছে, কত জমি চাষের যোগ্য অথচ পড়িয়া আছে, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ দ্রব্যের চাষ হয়, কোন্ দ্রব্যের চাষ কত জমিতে হইয়া থাকে—এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর আমরা খুবই কম শুনিয়া থাকি। কিন্তু এ সকল কথার উত্তর জানা একান্ত আবশ্যক ; এই প্রবন্ধে সে সকল অতি সহজভাবে আলোচিত হইয়াছে, প্রত্যেক নরনারীর এই প্রবন্ধপাঠ করা উচিত।

বিষের অপব্যবহার

ব্যাধি বিনাশের জন্য মানবদেহে বিষের ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা মধ্যযুগ হইতে পাশ্চাত্যের নরনারী কিরূপে আত্মহত্যা ও নরহত্যা করিত তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে।

কলিকাতা চায়ের নীলাম

আসাম, শ্রীহট্ট, দার্জ্জিলিং, ডুয়ার্স প্রভৃতি কোন্ স্থানের চায়ের বর্ত্তমান দাম কত এবং পূর্ব্বেই বা কত ছিল ইত্যাদির বিশদ বিবরণ আছে। এতদ্ব্যতীত বিলাতে চায়ের বাজার, জলপাইগুড়ির চায়ের বাজার প্রভৃতির দরও আছে।

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায়

এই প্রবন্ধে কি করিলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়, দুধ টাট্‌কা রাখা যায়, গো-দুগ্ধের গুণাগুণ প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ সংবাদ আছে। প্রত্যেক গৃহস্থের এই প্রবন্ধ অবশ্যপাঠ্য।

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস সম্মেলনে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইতে অন্য দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএর অবস্থা, ভারতে ফেডারেশন ও ফেডারেল ব্যাঙ্ক স্থাপনের উপযোগিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতনে বাংলার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে সহজে ব্যাঙ্ক নষ্ট না হয় এবং দেশবাসী যাহাতে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে তাহার জন্য ব্যাঙ্কগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে, এই প্রবন্ধে আচার্য্য রায় তাহা আলোচনা করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট লোক মাত্রেরই এই প্রবন্ধ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি

পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, অথবা তাঁহার কার্য্যাবলীর সহিত যুক্ত ছিলেন, এরূপ লোকের লেখা জীবন-চরিত বেশী নাই। সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু মহাশয় তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ও সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়া বিদ্যাসাগরের যে স্মৃতি কথা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা গল্পের মত সুন্দর ও সুখপাঠ্য। বিদ্যাসাগরের পুণ্য কথা বাঙ্গালী মাত্রেরই সম্পদ। ক্ষুদিরাম বাবুর লেখায় তাহা আপনার গৃহের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

কয়লার বাণিজ্য

১৯২৯ সালের মার্চ্চমাসে ও মে মাসে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে যত কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে, এবং তাহা হইতে যত কয়লা বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে। কয়লার বাণিজ্য যে কত ব্যাপক ও বিরাট তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে।

Coffee কফির চাষ

দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কুর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন প্রভৃতি স্থানে কফির চাষ ও কফি প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে প্রায় একলক্ষ ৫৫ হাজার ৮৪৯ একর জমিতে কফির চাষ হয়। চায়ের মত কফিও পাশ্চাত্য সমাজে খুব আদরের পানীয়। ইহাদ্বারা ভারতবাসী বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কফির চাষের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী

ঘর বাড়ী করিয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ধরণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ঘরে খাট, পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার, লোহার দ্রব্য প্রভৃতি অনেক প্রকারের আসবাব রাখিতে হয়। কিন্তু এই আসবাবপত্রগুলি যাহাতে শীঘ্র নষ্ট হইয়া না যায়, তাহার জন্য সকলেই বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। মানব দেহ পরিপাটি রূপে রক্ষা করার জন্য যেমন তৈল মর্দ্দন ও সাবান প্রভৃতি প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক, গৃহের দ্রব্য সামগ্রী পরিপাটী রাখিতেও রং ও বার্ণিশ প্রয়োগ তেমনি প্রয়োজন। একটা জিনিস যত বেশীদিন স্থায়ী হয় ততই মালিকদের পক্ষে কল্যাণকর; কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের ফলে সকল জিনিসই অল্প বিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু রং ও বার্ণিশ ক্ষয়ের পথ বন্ধ করে। ঘরের দরজা জানালায় যে সকল সুদৃশ্য রং দেখা যায় উহা কেবল সৌন্দর্য্যের জন্যই ব্যবহার হয় না, উহা দ্বারা লোহার রেলিং, দালানের কড়ি বরগা প্রভৃতি দীর্ঘায়ু হয়। আজকাল সহরে মোকামে এবং বড় বড় ধনীর বাড়ীতে আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত রং ও বার্ণিশের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই রং ও বার্ণিশ এখনও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না। ইহার অধিকাংশ পরিমাণ অর্থাৎ শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ আসে বিদেশ হইতে। অথচ মজার কথা এই যে, যে সমস্ত উপাদানে এই রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, তাহা ভারতবর্ষে যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, আর কোথাও তেমন পাওয়া যায় না। ইহাতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। একমাত্র ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই ১কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ১১৯৲ টাকার রং ও বার্ণিশ বিদেশী ব্যবসায়ীদের হস্তগত হইয়াছে।

এই অত্যাবশ্যক লাভজনক ব্যবসায়টি কি করিয়া এদেশবাসীর করায়ত্ত হইতে পারে সাধারণ পরিশ্রমে কিরূপে শত শত বেকার যুবকের অন্ন সংস্থান ও দেশের উপকার হইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

স্বাস্থ্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; কিন্তু বাঙ্গালী আজ এই সম্পদ হইতে অতিশয় শোচনীয়রূপে বঞ্চিত। বাঙ্গালীর গড়ে আয়ুষ্কাল মাত্র বাইশ বৎসর। স্বাস্থ্যহীনতাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা সর্ব্বজন বিদিত। দুই একজন নহে, দু দশ জন নহে—সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটাই রুগ্ন। পেট হইতে পড়িয়াই আমাদের চশমা ধরিতে হয়, তাহা না হইলে চোখে কিছুই দেখিতে পাই না। যে বাল্যকালে ছেলেদের ইট পাথর খাইয়া হজম করিয়া ফেলিবার কথা, সেই বাল্যকালে আমাদের দুই ঝিনুক ছানার জলও সহ্য হয়না। তাহারপর বাল্য শেষ না হইতেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে যৌবনেই জরাগ্রস্ত করিয়া দেয়। আজকাল আবার বেরী বেরী, থাইসিস প্রভৃতি আরও সাংঘাতিক রোগ দেখা দিয়াছে। খাদ্যের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ নহে, খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল দেওয়াও ইহার অন্যতম কারণ। বাঙ্গালী যে আজ স্বাস্থ্যহীন, তাহার প্রধান কারণ খাদ্যের অভাব ও অখাদ্যের প্রাদুর্ভাব। সরিষার তৈল, ঘি, মাখন, দুধ, ছানা, সন্দেশ, সাগু, বার্লি, কচুরী, সিঙ্গাড়া, ময়দা প্রভৃতি

খাদ্য দ্রব্যে এত অধিক ভেজাল ব্যবহৃত হয় যে তাহাতে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের প্রাঞ্জল আলোচনা আছে।

ভারতের যৌথ কারবার

১৯২৯ সালের মে মাসে ভারতের নানাস্থানে কোথায় কতগুলি ব্যাঙ্কিং লোন অথবা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কাহার কত মূলধন ইত্যাদি বিশদ বিবরণ এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

পূজার বাজার

ইংরাজের যেমন বড়দিন, মুসলমানের যেমন ঈদ, বাঙ্গলার হিন্দুর নিকট দুর্গোৎসবও তেমনি বৎসরের প্রধান পর্ব্ব। এই সময়ে আনন্দ উৎসব সফল করিতে বাঙ্গলার প্রত্যেক নরনারীই কিছু না কিছু নূতন জিনিস কিনিয়া থাকেন। কিন্তু কোথায় কোন জিনিস অল্প মূল্যে পাওয়া যায় তাহা অনেকে জানেন না। এই প্রবন্ধে বহু প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং তাহাদের ঠিকানা ও জিনিসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

গৃহে সঙ্গীত যন্ত্রের স্থান

গ্রামোফোন, রেডিও বা কণ্ঠ সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামান্য একটু চেষ্টা করিয়া কোনও একটি সঙ্গীত যন্ত্র আয়ত্ব করিলে যে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করা যায় তাহা অপূর্ব্ব। এখন ইহাকে আর সখের জিনিস মনে করা চলে না; গৃহের স্বাস্থ্য, শান্তি ও প্রফুল্লতা রক্ষার জন্য সঙ্গীত যন্ত্র অতিশয় প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। এই প্রবন্ধে সঙ্গীত যন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক আলোচনা আছে।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে, এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিসের কারবার করেন তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। অথচ প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নাম ধামাদি জানা থাকিলে তাহারাও তাহাদের নিকট জিনিস ক্রয় অথবা বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারেন। এই জন্য ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরীতে জেলা ও বন্দরের বিভিন্ন মোকামের ব্যবসায়ীদের ঠিকানা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কে, সি, বসুর জীবনী

কে, সি, বোসের বার্লি ও বিস্কুটের নাম শুনেন নাই, এরূপ লোক আজকাল বাঙ্গলায় বিরল। কি প্রকারে সহায় সম্পত্তি বিহীন অবস্থায়, কেবল মাত্র আপন বুদ্ধি বলে, কে, সি, বোস্ মহাশয় এই বার্লি ও বিস্কুটের কারখানা এরূপ বৃহদাকারে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং মৃত্যুর সময় অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কে, সি, বোস্ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী ডাঃ নৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে। ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকিলে মানুষ যে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয়, এই প্রবন্ধ তাহারই জ্বলন্ত উদাহরণ। ব্যবসায়ে ব্রতী অনেক যুবক ইহাতে উৎসাহ পাইবেন।

চর্ব্বি সংশোধন

ভারতবর্ষে আজকাল প্রচুর পরিমাণে সাবান তৈরী হয়। কিন্তু সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে

কতিপয় কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে চর্ব্বিই সর্ব্বপ্রধান সামগ্রী। এই চর্ব্বি বিশুদ্ধ না হইলে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করা যায় না। বাজারে সাধারণতঃ যে চর্ব্বি বিক্রয় হয়, তাহা নানা প্রকার ভেজালে পরিপূর্ণ থাকে—এমন কি পরিস্কৃত চর্ব্বি বলিয়া যে সকল মাল বাজারে উপস্থিত করা হয়, তাহাদের মধ্যেও নানা প্রকার আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং এই জিনিস সাবান প্রস্তুত কার্য্যে নিরাপদে ব্যবহার করা চলে না। যাঁহারা উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কোন প্রথা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, কিরূপে চর্ব্বি শোধন করিয়া সাবানে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয় ইত্যাদি নানা তথ্য এই প্রবন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হইয়াছে।

শিমুলের চাষ

ভারতের বিভিন্ন স্থানের জঙ্গলে শিমুলের গাছ আছে। অশিক্ষিত লোকেরা তথা হইতে ভাল মন্দ বাদবিচার না করিয়া, যাহা খুসী শিমূল তুলা সংগ্রহ করিয়া বাজারে ছোট ছোট দোকানদারদের নিকট বিক্রয় করে। ইহারা আবার কোন কোন স্থলে ধুলা বালি মিশাইয়া এবং জলে ভিজাইয়া এই সমস্ত তুলা মিলের মালিকদের নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু কোথাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিমুলের চাষ হয় না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে ভারতের জঙ্গলে

যত তুলা উৎপন্ন হয়, তাহাও যথা সময়ে সংগৃহীত হয় না। তাই সাধারণ শিমুল তুলাও হল্যাণ্ড অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ হইতে এদেশে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। তুলা কেবল যে বিছানার আসবাব পত্র এবং বসিবার কুশন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। আজকাল জাহাজের জীবনতরী (Life Buoya) নির্ম্মাণেও এই তুলা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে। কারণ জলের উপর অধিকক্ষণ ভাসিয়া থাকা, শিমূল তুলার একটি বিশেষত্ব। শিমূলের কাঠ দিয়া প্যাকিং বাক্স, দেশলাইএর কাঠি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমানে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলা গুলিতে, উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে, লক্ষীমপুর অঞ্চলে, উড়িষ্যার সংলগ্ন গড়জাত মহলের পাহাড়ে ও জঙ্গলে শিমূলের গাছ অপর্য্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা ঐ সমস্ত গাছ হইতে তুলা সংগ্রহ করে তাহাদিগকে একটা কর দিতে হয়। কিন্তু গাছগুলি দূরে দূরে থাকায় পরিশ্রম বেশী লাগে। এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া কিরূপে শিমুলের চাষ করতঃ প্রভূত অর্থোপার্জ্জন সম্ভব হয় তাহার সমুদয় বিবরণ ও হিসাব এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে শিমূল তুলার ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ঘুরিয়া মরিতে হইবে না।

লাভ জনক আলুর চাষ

আলুর চাষ এদেশে একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। মানুষের প্রধান খাদ্য চাউল, গম, আটার পরেই আলুর চাহিদা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই আলুর চাষ করিতে হইলে কোন স্থানে কিরূপে করিতে হয়—ইহার জল বায়ু মৃত্তিকা, চাষ প্রণালী, বপন সার প্রয়োগ, ফসল সংগ্রহ প্রভৃতির বিস্তৃত সংবাদ এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা আলুর চাষ করিয়াছেন অথবা করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধ বিশেষ উপকারী।

নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায়

নারিকেলের ছোবড়া হইতে কাতা (coir) এবং কাতা হইতে দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের দড়ির বিশেষ গুণ এই যে জলে ভিজিলে ইহার কোন ক্ষতি হয় না, বরং আরও শক্ত হইয়া উঠে। পাট ও শণ প্রভৃতি দড়ির এ গুণ নাই। এজন্য জাহাজ বা নৌকা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত কাছি, দড়ি ইত্যাদি সমস্তই নারিকেলের কাতার তৈয়ারী। নারিকেলের কাতা হইতে যে কত প্রকারের পণ্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। গদির বিছানা, চেয়ার., পাপোষ. রেল, মোটর গাড়ী প্রভৃতিতে বসিবার আসন, সৌখীন শিরস্ত্রাণ, কারু কার্য্য খচিত ঝুড়ি, ব্রুস, ব্যাগ. থলি প্রভৃতি নির্ম্মাণে নারিকেলের কাতা ব্যবহৃত হয়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অজস্র নারিকেল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গাছে যে নারিকেল জন্মায় তাহার পরিমাণও অল্প নহে। অথচ ঐ সমস্ত ছোবড়া সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় চালাইবার ইচ্ছা কাহারও নাই। কলিকাতায় গদি প্রস্তুতের জন্য ছোবড়ার প্রয়োজন হয়. কিন্তু সে ছোবড়া প্রধানতঃ কোচিন হইতেই আমদানী হইয়া থাকে। কি করিলে কাতার ব্যবসায় দ্বারা বাঙ্গালী লাভবান হইতে পারে, মূলধন না থাকিলেও কিরূপে সাহস ও পরিশ্রমের সাহায্যে বহু বেকার যুবক অন্ন সংস্থান করিতে পারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার অনেক সন্ধান আছে।

লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়

ভারতবর্ষে যে সমস্ত লোহা ও ইস্পাত আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই গ্রেট বৃটেন হইতে আসে। জার্ম্মেণী ও বেল্‌জিয়াম এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে ছাড়েন না। কত লক্ষ লক্ষ টন লোহা, ইস্পাত, টিনের প্লেট প্রভৃতি প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে আসিতেছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। পাইপ, টিউব, বোল্‌ট, নাট্, হুপ, ষ্ট্রীপ, নেইল, রিভেট ওয়াসার, টিন প্লেট, ঢালাই লোহার পাত, বার, চ্যানেল, বিম, পিলার,গার্ডার, ব্রিজওয়ার্ক, রেল, চেয়ার, ফিস প্লেট প্রভৃতি বাবদ কোন্ বৎসর কত লৌহ এদেশে আসিয়াছে তাহার একটা ধারাবাহিক বিবরণ এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

লিমিটেড কোম্পানীর কথা

এই প্রবন্ধে স্বরাজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং কীর্ত্তি কোনা টি কোম্পানীর কথা আলোচিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান

আর্থিক অভাবে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সমাজে চলিতে পারে না, কারবারী কারবার করিতে পারে না, শিল্পী কারখানা গড়িতে পারে না, সওদাগর বিদেশে মাল রপ্তানী করিতে পারে না। দীন দরিদ্র হইতে প্রাসাদবাসী লক্ষপতি সকলেই অর্থের অভাবে পীড়িত। তবে কি বুঝিতে হইবে এদেশে টাকা নাই? প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এই দেশ

হইতেই ৫তি বৎসর কোটি কোটি টাকা বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্কে জমা হইতেছে। এ টাকা কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে। দেশের ও দশের ক্ষুদ কুঁড়া কুড়াইয়াই এই স্তূপীকৃত অর্থরাশির উদ্ভব হয়। অথচ এই টাকা দ্বারাই অধিকাংশ বিদেশীর কাজ কারবার চলিতেছে। কিন্তু মূলধনের অভাব কেবল ভারতীয় কারবারের বেলায়।

কি করিয়া বাঙ্ক ও বীমার মূলধন দ্বারা প্রত্যেক দেশ তাহার শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করিতেছে, এবং উপযুক্ত সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে এদেশী অনেক ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা করা যায়—ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলি কিরূপে কোথায় তাহাদের টাকা খাটায়, ইহা দ্বারা শিল্পগুলি কিরূপে গড়িয়া উঠে ইত্যাদি বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাণিজ্য প্রসঙ্গ

বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে আসে, আবার ভারতবর্ষের বহু দ্রব্য পৃথিবীর নানা দেশে চালান হয়। বাণিজ্য প্রসঙ্গে সেই সকল আমদানী ও রপ্তানীর বিবরণ আছে। সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ হইতে কত লক্ষ রপ্তানী হইয়াছে, সেখান হইতে কত ধান ও চাউল প্রেরিত হইয়াছে, এলুমিনিয়ম, পিতল সীসা, তামা, টিন, দস্তা জার্ম্মাণ সিল্ভার প্রভৃতি বিদেশ হইতে কত আমদানী হইয়াছে, দেশী ও নানাবিধ বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ, এবং বহু প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ এই বৎসরে আছে। ইহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর অবশ্য জ্ঞাতব্য।

স্বচ্ছ সাবান

গ্লিসিরিন সাবানকে সাধারণতঃ স্বচ্ছ সাবান বলা হইয়া থাকে। এই সাবান তৈরী করিতে কিরূপ মাল মসলা আবশ্যক তাহা এমন ভাবে এই প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে যে ঘরে বসিয়া অনায়াসে অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া যাহার ইচ্ছা স্বচ্ছ সাবান তৈরী করিতে পারিবেন।

পল্লী পশুর ক্ষতরোগ

বঙ্গদেশে পল্লীগ্রামের বহু গরুর গায়ে নানা-রকম ঘা দেখিতে পাওয়া যায়। অচিকিৎসা ও যত্নের অভাবে অনেক জন্তু অকালে প্রাণত্যাগ করে; সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ঘাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) পরস্পর লড়াই করিয়া শিংএর গুঁতায় (খ) লাঙ্গলের খোঁচায়; পেছনের পায়ের গোড়ালিতে (গ) জোয়ালের ঘষায় কাঁধে (ঘ) হঠাৎ পড়িয়া বা চোট লাগিয়া কাটা বা থ্যাংলানো (ঙ) শূকর, শৃগাল বা সাপের কামড়ে (চ) পায়ে পেরেক বা কাঁটা ফুটিয়া (ছ) পোকা ধরা ঘা মাছির ডিম হইতে। (জ) মুখে ঘা। এই সকল রোগে পশুদিগকে কি প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়, কি প্রকারে ইহাদিগকে পালন করিতে হয়, প্রভৃতি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

জাল জুয়াচুরী ও প্রতারণার কাহিনী

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঠগ এবং জুয়া চোরেরা নানারূপ ফাঁদ পাতিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে; এদেশেও এই জাতীয় লোকের অভাব নাই। কেমন করিয়া ঠগের দল সরল চিত্ত লোক দিগকে ঠকাইয়া তাহাদের বিত্ত অপহরণ করে, তাহার কয়েকটি সত্য কাহিনী এই প্রবন্ধে

প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতারণার কাহিনী পাঠ করিলে জনসাধারণ ঠগীদের ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে পরিচিত হইতে পারিবেন এবং ইহাদের মায়াজাল হইতে সাবধান হইতে পারিবেন।

কয়লার খনির অবস্থা

ভারতীয় কয়লার খনিগুলির অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। দেশীয় কয়লার কাট্তি এত কমিয়া গিয়াছে যে, খনিতে খনিতে প্রচুর কয়লা জমা রহিয়াছে। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের বিভিন্ন কয়লার খনির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে।

বিল্ব

বেল এদেশের পরম উপকারী খাদ্য। ইহার ভৈষজ্য গুণের অন্ত নাই। বেল্ সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ এই প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।

নুনের ব্যবসা

খাদ্যের সহিত নুন না হইলে চলে না। এই নুন পূর্ব্বে এদেশে সকলেই তৈয়ার করিত। কিন্তু কালক্রমে ইহা গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায়-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মোট কত টন নুনের কাট্তি হয়, ইহা কিরূপে কোথায় তৈয়ার হয়, বিলাতী ও বিদেশী নুন কি করিয়া সস্তা জাহাজ ভাড়ার সুযোগে এদেশের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে, প্রভৃতি বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে।

আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান

আমরা অব্যবহার্য্য মনে করিয়া যে সকল জিনিষ ফেলিয়া দিই, তাহারই মধ্য হইতে বুদ্ধিমান যাহারা, তাহারা কাজের জিনিষ বাহির করে। প্রত্যেক শিক্ষিত দেশের লোক লতা পাতা হইতে ধূলি বালি পর্য্যন্ত কোন না কোন কাজে লাগাইয়া দু' পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। এদেশের বিভিন্ন কাঠের কারখানায় করাতের গুঁড়া অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, যেন সেগুলি কারখানার একটা জঞ্জাল, অথচ ইহা যে কত কাজে লাগান যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনাদৃত করাতের গুঁড়া দিয়া যে সকল কাজ করা যায়, এবং যাহা হইতে প্রভূত উপার্জ্জন হইতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহা দেখানো হইয়াছে।

ইনকিউবেটর বা ডিম ফুটাইবার কল

অতি সহজে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা বাহির করার প্রণালী এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কয়েকটি চিত্র সংযোগে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে। যাঁহারা হাঁস বা মুর্গী পালন করিয়া থাকেন, এইরূপ ভাবে বাচ্চা জন্মাইলে তাঁহাদের ব্যবসায়ে বহু অর্থলাভের সম্ভাবনা। ইহাতে কোন হাঙ্গামা নাই, পক্ষপক্ষীর আক্রমণের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজনও থাকে না। একটা ইনকিউবেটর থাকিলে মুরগী যত ডিম দিতে থাকিবে, ইনকিউবেটর ততই ছানা বাহির করিতে পারিবে। এরূপ না করিলে মুরগীর বাচ্চা বিক্রয় করিয়া খুব বেশী লাভ পাওয়া সম্ভব নয় অথচ এইরূপ একটি কলের দাম মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এক একটি কল অনেক দিন স্থায়ী হয়; এই প্রবন্ধে ইন্‌কিউবেটরের ব্যবহার প্রণালী সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাণপুরের পত্র

এই প্রবন্ধে কাণপুরের ব্যবসায় সামগ্রী, তাহাদের দর, নূতন ব্যবসায় দ্বারা অর্থাগমের উপায় প্রভৃতি দেখানো হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা খুব অল্প মূলধনে কাণপুরে চালান দিলে বিশেষ লাভবান

হওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নূতন পথের সন্ধান পাইতে পারেন।

হোসিয়ারী দ্রব্য ধোলাই প্রণালী

আমাদের দেশে নানাস্থানে গেঞ্জি ও মোজা প্রভৃতি হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু অনেক স্থলে অপরিস্কৃত কোরা সূতায় তৈয়ার হইয়া থাকে। এই সকল সূতা যদি পরিস্কৃত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে বিলাতীর মত এদেশেও খুব সুন্দর গেঞ্জি মোজা তৈরী হইতে পারে। কি করিয়া অপরিস্কৃত সূতায় প্রস্তুত গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি ধোলাই করিয়া লইতে পারা যায়, এই প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন মহিলাদের চিকিৎসা জ্ঞান

শ্বাসরোগ, হিষ্টিরিয়া, বাত, শূল প্রভৃতি কয়েকটি রোগের গৃহচিকিৎসা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কতকগুলি বিশেষ উপকারী ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘরে বসিয়া সামান্য চেষ্টায় বহু দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকার সাধনে এই ঔষধগুলি অত্যাবশ্যক।

ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্টের আবশ্যকায় গুণাবলী

যাঁহারা জীবন বীমা কার্য্যে লিপ্ত আছেন অথবা কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্সী করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠে তাঁহাদের কাজের অনেক সাহায্য পাইবেন।

বীমা সংগ্রহকারীর সাফল্য

চার্লস মুর আমেরিকার একজন স্কচ জীবন বীমা এজেণ্ট। কিরূপে তিনি সেখানকার প্রতিযোগী বহু বীমা কোম্পানীর এজেণ্টদিগকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বীমা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা জানা যাইবে।

বিদেশী পণ্য আমদানীর পরিমাণ

১৯২৭ এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কি পরিমাণ বিবিধ বিদেশী পণ্যদ্রব্য বাহির হইতে ভারতের বাজারে আসিয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে।

কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য

কলিকাতার বহির্বাণিজ্যে আমদানী রপ্তানীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভারতের মাল রপ্তানী

১৯২৭-২৮ সালে এদেশ হইতে কি পরিমাণ দ্রব্য ভারতের বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ।

পেঁপের চাষ

পেঁপে একটি উপাদেয় ফল। ইহার ভৈষজ্য-গুণে মানব সমাজে ইহার আদরের অভাব নাই। অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ হইতে ইহা অধিক দিন ফল দিয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন বাজারে অন্যান্য ফলের অভাব হয়, তখনও পেঁপে পাওয়া যায়। ইহা একটি উত্তম লাভজনক ব্যবসায়। কিন্তু চাষের উপযুক্ত প্রণালী জানা না থাকায় কেহই পেঁপের চাষে বড় একটা মনোযোগ দেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পেঁপের চাষ সম্পর্কে সমুদয় বিবরণ আলোচিত হইয়াছে।

আমেরিকার কৃষি

আমাদের দেশে শস্যের খাদ্যাংশ ব্যতীত সবটাই অ ব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমেরিকাবাসীগণ শস্যের প্রত্যেক অংশ কাজে লাগাইয়া কিরূপ অর্থাগমের উপায় করি-তেছে, এই প্রবন্ধ তাহারই দৃষ্টান্ত। ধান, গম প্রভৃতি ছাড়াইয়া আমরা শস্যের যে শীষ ফেলিয়া দেই, আমেরিকাবাসী তাহাদ্বারা কলের গানের

রেকর্ড, ধূম পানের পাইপ, লাউড স্পীকার প্রভৃতি তৈরী করিয়া থাকে। অনেক বীজের শাস ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা হইতে প্রত্যহ কত জিনিস তৈরী হইতেছে ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। পূর্ব্বে কৃষকগণ কেবল মাত্র উদর পূরণের ব্যবস্থা করিত, এক্ষণে তাহারা বড় বড় কারখানার উপাদান প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতীয় কৃষকগণেরও এই সকল উপায় জানা থাকিলে তাহারা কৃষি কার্য্য দ্বারা আরও নানা আয়ের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারে। এই প্রবন্ধে সেই সকল উপায় বর্ণিত আছে, সুতরাং প্রত্যেক কৃষকের ইহা জানিয়া রাখা উচিত।

গৃহ শিল্প

লোকের আকাঙ্ক্ষা যতই বাড়িতেছে, ততই সংসার যাত্রায় নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে। রুমাল, গন্ধ তৈল, টুথ পাউডার বিস্কুট, পাউরুটি, আল্‌তা, মোমবাতি, সাবান, কালী প্রভৃতি আজকালকার সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী। এই সকল জিনিস বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়, ঘরেও তৈরী করা যায়। ঘরে তৈয়ারের প্রণালী জানা থাকিলে অনেক গৃহস্থ স্বল্প ব্যয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই প্রবন্ধে উক্ত জিনিষ সমূহের প্রস্তুত প্রণালী এবং আরও নানাবিধ ফরমূলা দেওয়া আছে।

ভারতের আর্থিক দৈন্য ও তাহার প্রতিকার

এই প্রবন্ধে পাট, চা, লোহা প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী ব্যাপার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিনিময়হার আমাদিগকে কত অসুবিধায় ফেলিতেছে এবং বিনিময় হার কি প্রকার নির্দ্ধারিত হইলে ভারতের আর্থিক দৈন্ত দূরীভূত হয় তৎ সমুদয় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টে কুটির শিল্পের উন্নতি

প্রত্যেক জিলায় নানাবিধ শিল্পদ্রব্য তৈরী হইয়া থাকে। তদুপরি বেকার সমস্যা নিবারণে এবং জাতির সম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্ত অনেক কুটির শিল্প প্রচলিত হইতে পারে।

ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসা

প্রধানতঃ জান্তব, উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ পদার্থ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সমস্ত সামগ্রী অধিকাংশ বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। অথচ ভারতের বনজ ও খনিজ সম্পদ এদেশের সকল জাতির একটা ঈর্ষার বস্তু। ইচ্ছা করিলে অতি সহজে বিভিন্ন সামগ্রী এদেশে একত্র করা যায়। কিরূপে এই ব্যবসায়ে ভারতবাসী অগ্রসর হইতে পারে তৎসমুদয় বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে। ভুট্টা, শিমুলের ক্ষার, গাঁজা, ওল, মৌচাক, বেঙের ছাতা, নীল গাছ, খড়ি,নিশাদল, তিত লাউ প্রভৃতি অতিশয় সাধারণ জিনিষ দিয়া যে সব বিদেশী ঔষধ তৈরী হইতেছে, এই প্রবন্ধে তাহার বিবরণ আছে।

ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারতের ভূগর্ভে—কত কি সম্পদ আছে তাহা খুঁজিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি এখনও ভারতবাসীর হয় নাই। বিদেশীরা আসিয়াই যাহা কিছু হউক আবিষ্কার করিতেছেন এবং বিদেশীর মুলধনে চালিত কারবারের মারফতেই ভারতের প্রায় সমস্ত খনি সম্পদ সংগৃহীত হইতেছে। ইহাতে ভারত-বাসীর পক্ষে লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি হইতেছে। আজকাল অনেক ভারতবাসী দেশ বিদেশের বিখ

বিদ্যালয়ে পড়িয়া ভূতত্ত্ব ও খনিতত্ত্ব সম্পর্কে বড় বড় উপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন। ধনী ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিলে ইহাদের দ্বারা নূতন নূতন খনি এবং নূতন নূতন ধাতব পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে পারেন, এই প্রবন্ধে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব

ভারতের নদী পথে এবং উপকূল ভাগে যাত্রী ও মাল বহনের কার্য্যে নিযুক্ত জাহাজের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই সমস্ত জাহাজের মালিক এবং পরিচালকগণ প্রায় সকলেই বিদেশী। ভারতীয় কর্ত্তৃত্বেও যে জাহাজ চলে না এমন নহে; তবে তাহার সংখ্যা এত অল্প যে উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ভারতের নদী পথে এবং উপকূল ভাগে এই যে জাহাজ পরিচালনের ব্যবসা—ইহা বড়ই লাভ জনক ব্যবসা। এই ব্যবসায়টি কিরূপে ভারতীয় কর্ত্তৃত্বে আনা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

কৃষি সংবাদ

ধান, পাট ও বেগুন রোপণ প্রণালী ও তৎসম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে।

উপার্জ্জনের নানা পথ

অর্থোপার্জ্জনের জন্য লোক কাজের সন্ধানে ঘুরিয়া মরে, কিন্তু জীবন যাত্রার এই কঠোর সংগ্রামের দিনে কাজ পাওয়া দায়। অথচ এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, অথচ সামান্য উদ্যোগ বা চেষ্টা হইলেই দু পয়সা আয় করা যায়। যথা পুরাতন টাইপ রাইটার বিক্রয়, পুরাতন লোহার জিনিস নূতন করা, হোলির সময় রং প্রস্তুত করা ইত্যাদি আরও কত আছে। কিন্তু সেদিকে আমাদের উদ্যম অথবা উৎসাহ অল্প কেন, একরূপ নাই বলিলেই হয়। কি করিলে এই সব ব্যবসা দ্বারা যুবকদের বেকার সমস্যা দূর হইতে পারে তাহার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

কাজের কথা

এই প্রবন্ধে কালী, নস্য, সুবাসিত তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসের অবস্থা

ব্যাঙ্ক জাতীয় সমৃদ্ধির পরিচায়ক। ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ঋণ পাইবার সুবিধা দানের নিমিত্ত মফঃস্বলে আজকাল অনেক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসগুলির দ্বারা প্রকৃত ব্যাঙ্কের কার্য্য সব সময় সম্পন্ন হয় না। অধিকাংশ মফঃস্বল ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ গহনা অথবা জমিদারী বন্ধক রাখিয়া টাকা দাদন করা। ইহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের সহায়তা হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যাঙ্কের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হইতে পারে, তাহার কথা আলোচিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ

ব্যাপকভাবে এবং বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চাষবাস না করিলে আমাদের হাত হইতে কৃষিকার্য্যও বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইবে। সকল সভ্য দেশেই যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষের প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাতে কৃষকেরাও ধনশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষেও ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এই প্রবন্ধে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলায় তসর শিল্প

এই প্রবন্ধে বাঙ্গলার তসর শিল্পের ইতিবৃত্ত প্রদান করা হইয়াছে।

তুলসী গাছের গুণ

তুলসী গাছ প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। ইহাদ্বারা অনেক রোগের উপশম হইয়া থাকে। সর্দ্দিকাশি, হুপিংকফ, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে এই গাছের মূল, রস প্রভৃতি ব্যবহারে কিরূপ উপকার পাওয়া যায় লেখক তাহাই বিবৃত করিয়াছেন।

মোটর বোট চালানোর ব্যবসায়

বাঙ্গলা দেশ ও আসামে খাল বিল নদী নালার অন্ত নাই। কিন্তু নদী পথে যান বাহনের সংখ্যা এত অল্প যে যাহারা নদী তীরে বাস করে তাহাদিগকে ষ্টীমার অথবা নৌকার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে হয়। নৌকার গতি অতি মন্থর, স্রোতের মুখে প্রায় অচল ; এবং ষ্টীমার প্রভৃতি সকল স্থানে থাকে না এবং সেগুলি দিনের মধ্যে দুই একবার যাতায়াত করে। কিন্তু মোটর বোটগুলি অল্প জলেও চলে, এবং সরু খাল হইলেও মাত্র আড়াই হাত গভীর জল থাকিলেই বেশ চলাফেরা করিতে পারে। এই ব্যবসা দ্বারা যে কোন ব্যবসায়ী প্রচুর লাভ করিতে পারে। ইহাতে প্রতিযোগিতা অল্প, কিন্তু ব্যবসায় প্রসারের সম্ভাবনা অনেক বেশী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মোটর বোট ব্যবসা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার লাভ লোকসান, আয় ব্যয়, বোট কিনিবার খরচ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের হিসাব ইহাতে পাওয়া যাইবে।

গোজাতির অবনতি ও তাহার প্রতিকার

মহাত্মা গান্ধী দুই বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালোরে একবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন ভারত সরকারের গোপালন বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী মিঃ উইলিয়াম স্মিথ তাঁহাকে গোপালন সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রদান করেন। এই বিবরণ হইতে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ইয়ংইণ্ডিয়া পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে গোপালন বিষয়ে অনেক তথ্য আলোচিত হইয়াছে।

কলার চাষ

বাঙ্গালীর নিকট কলার পরিচয় দেওয়া নিস্প্রয়োজন। কাঁচ কলা, চাপা কলা, কাঁটালী, মদনা, কানাই বাঁশী, সরবী ও বীচেকলা না খাইয়াছেন এমন লোক নাই। কিন্তু ইহার চাষ সম্বন্ধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। কোনকালে কিরূপ মাটিতে কি অবস্থায় ইহার চাষ দিলে অধিক লাভ পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে সকলের অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং যে কোন মাটিতে যে কোন প্রকারে কলা গাছ রোপণ করিয়া বেশী হউক, কম হউক যে কোন প্রকার কলা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকা আমাদের স্বভাব। এই প্রবন্ধে কলার চাষ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ এই প্রবন্ধ পাঠে উপকৃত হইবেন।

ডিম সংরক্ষণের উপায়

মুরগীর ডিম ও হাঁসের ডিম আজকাল নানারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এক এক স্থলে এই ডিম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে খরিদ্দার মিলে না। সেইজন্য উপযুক্ত দাম পাইতে হইলে ডিমগুলিকে দূরদেশে পাঠাইতে হয়, কিন্তু অল্প সময় মধ্যেই ডিম পচিতে পারে। আবার একটি ডিম যদি পচিয়া যায় তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অন্য ডিমগুলিতেও পচন ধরে। গরমের দিনে হইলে ত কথাই নাই।\ একদিনেই অনেক ডিম পচিয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল ডিম টাটকা রাখিবার জন্য বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হইতেছে। সেই সকল প্রণালী দ্বারা তাহারা বহুকাল ডিম টাটকা রাখে। এই প্রবন্ধে ডিম রক্ষা করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

চায়ের বাজারের অবস্থা

ভারতবর্ষের চায়ের বাজার অকস্মাৎ মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও চায়ের প্রচলন বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

শিকার সংরক্ষণের উপায় ও Taxidermistএর ব্যবসায়

আজকাল অনেক লোক মৃত পশুর চর্ম্ম, শিং, মস্তক ইত্যাদি দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিতে ভালবাসে। এমন এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন, যাঁহারা এই কার্য্য দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। ইহাদিগকে টেক্সিডারমিষ্ট বলে। ইহারা মৃত পশুর চর্ম্ম, লোম, শিং এবং মস্তক ইত্যাদি ছাড়াইয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিশুদ্ধ করিয়া নানারূপ মাল মসলার দ্বারা আবার তাহাদিগকে তাহাদের নিজের স্বাভাবিক আকার দিয়া গড়িয়া তুলেন। ইহা এমন সুন্দর হয় যে, দূর হইতে দেখিলে ইহাকে জীবন্ত পশু বলিয়া ভ্রম হয়। ইহা পাঠে শিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা ছয় মাসের মধ্যেই টেক্সিডারমিষ্টের কাজ শিখিতে সমর্থ হইবেন। এই ব্যবসায়ে যে সকল প্রক্রিয়া, ঔষধ ও ব্যবহারবিধি জানা আবশ্যক তৎসমুদয় বহু চিত্র সহযোগে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের সুবিধা

প্রয়োজন হিসাবে মানুষের খাওয়ার পরেই কাপড়ের অধিক প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলায় কাপড়ের কল বেশী নাই। এই কার্য্যে ভারতের মধ্যে বোম্বাই অগ্রণী। প্রায় ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র ইংলণ্ড ও জাপান হইতে ভারতে আমদানী হয়। অথচ এই দুইটি দেশের কোনটীতেই তুলা উৎপন্ন হয় না। বাংলায় একটি কাপড়ের কল চালাইবার ব্যয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় সকল রকম অসুবিধার কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

মাঘ মাসের কৃষি

মাঘ মাসে কোন্ ফসলের কিরূপ অবস্থা হয়, কোন্ ফসল তুলিতে হয়, কোন্ সব্জী লাগাইতে হয় এবং কাহার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক ইত্যাদি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। যাহাদের কৃষিকার্য্যে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য আছে, তাহারাই এই প্রবন্ধে উপকৃত হইবেন।

ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার

ব্যাঙ্কের কার্য্য কিরূপে চলে, কি করিলে ইহাদ্বারা দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন সমস্যা নিবারণ করা যায়, অন্যান্য দেশ কি প্রকারে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে ইত্যাদি সংবাদ কথোপকথন ছলে প্রশ্নোত্তর দ্বারা বিশদ রূপে বুঝানো হইয়াছে। ব্যাঙ্কিংএর কঠিন বিষয় সমূহ অতিশয় সাধারণ লোকেরও বুঝিতে কষ্ট হয় না।

দশটি স্বাস্থ্যোপদেশ

স্বাস্থ্য ও দেহের শক্তি অটুট রাখিতে প্রত্যহ চলাফেরার মধ্যে যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, অথচ যাহা সকলেই অবহেলা করিয়া থাকে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্বপ্নদোষ

স্বপ্নদোষ, তাহার কারণ ও প্রতিকারের কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

হোরেস্ গ্রীলি

হোরেস্ গ্রীলি একটি ছাপাখানার প্রিণ্টার ছিলেন। নিজ অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ কর্ম্মগুণে তিনি একদিন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী গল্পের আকারে নানাবিধ কৌতুহল পূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহা একাধারে উপভোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ।

কলিকাতায় মাছের ব্যবসায়

কলিকাতার বাজারে মাছের দুর্ভিক্ষ একরূপ লাগিয়াই আছে। কেবল কলিকাতা নহে, বাংলার অনেক স্থলেই আজকাল মাছের অভাব ঘটিয়াছে। যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মাছ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই অনুপাতে মৎস্য উৎপাদনের কোন চেষ্টা হয় নাই। অন্যান্য সভ্যদেশে মৎস্যের চাষ একটি পরম লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত

প্রণালীতে উৎকৃষ্ট রকমের মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া মৎস্য জননের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সেই মামুলী ধরণে অশিক্ষিত ধীবরগণের উপরেই নির্ভর করিয়া আছি। কি করিয়া মৎস্যের চাষ বৃদ্ধি করা যায়, এবং কিরূপে ইহা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে তৎসমুদয় এই প্রবন্ধে বিবৃত করা হইয়াছে।

বীমার টাকা পাইতে বিলম্ব হয় কেন ?

কোন কোন বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, বীমাকারীব পাওনা মিটাইয়া দেওয়ার সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা নানা অজুহাতে যথেষ্ট বিলম্ব করেন এবং এই বিলম্বের ফলে বীমাকারীর উত্তরাধিকারী বিব্রত হইয়া থাকেন। এই অভিযোগের মূলে সত্য থাকিলেও কি কারণে এরূপ হইয়া থাকে, তাহা অনেকে জানেন না। বীমাব দাবীর টাকা দানের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দরকার, উহা সম্পূর্ণ করা থাকিলে কোম্পানী এবং বীমাকারীর উত্তরাধিকারী অনর্থক বহু গোলমাল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। এই প্রবন্ধে উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য দাবীব টাকা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই সকল জানা থাকিলে প্রত্যেক বীমাকারী তাহার দাবীর টাকা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন।

ঔষধ ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

ঔষধ ব্যবসায়ে যে কয়েকজন বাঙ্গালী কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। যথা বটকৃষ্ট পাল, অধ্যক্ষ মথুরা মোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

Wind Mill বা হাওয়া কল

ষ্টীম ইঞ্জিন, অয়েল ইঞ্জিন, মোটর ডাইনামো ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্র wind mill বা হাওয়ার কল প্রচলিত ছিল। ইহাতে কল চালাইতে সিকি পয়সা ব্যয় ছিল না, কেবল যন্ত্রগুলি পরিষ্কার করিলেই হইল। বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্রই এই কল চালানো যায়। উইণ্ড মিল কোথায় কিরূপে কেনা যায়, এই প্রবন্ধে তাহারই বিবরণ দেওযা হইয়াছে।

পথের সন্ধান

শিক্ষিত যুবকগণ কি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন তাহা ভাবিয়া পান না, এই প্রবন্ধে কয়েকটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেওয়া আছে। ইহা দ্বারা যুবকগণ তাঁহাদের মনোমত অনেক কারবারের সন্ধান পাইবেন।

৮

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩৮ { ৫ম সংখ্যা

খরগোস পালন

খরগোস একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জীব। ঘরে থাকিলে ইহাদ্বারা সমস্ত পরিবারের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, এবং খাইবার পক্ষে ইহার মাংস অতিশয় সুস্বাদু। খরগোস পালনে কোন ঝঞ্ঝাট নাই। ইহারা কষ্টসহ জীব, এবং খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনেক প্রকারের খরগোস দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উহাদের কয়েকটি বিবরণ দেওয়া গেল।

লম্বকর্ণ খরগোস

এই জাতীয় খরগোসের খুব বংশবৃদ্ধি হয় এবং ইহাদের প্রকাণ্ড ঝুলানো কাণ থাকে। এই কাণ ২২ ইঞ্চি লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া হয়। ইহাদের খুব বড় গলকম্বল আছে। ইহাদের রং কালো, ধূসর, সাদা, নীল, পাটকিলে, হলদে এবং নানারূপ মিশ্রবর্ণের হইয়া থাকে এবং ওজন আটসের হইতে নয়সের পর্য্যন্ত হয়। ঝুলানো কাণ দুটি বড়ই নরম বলিয়া উহাদের যত্ন লওয়া একান্ত আবশ্যক হয়।

এঙ্গোরা খরগোস যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি প্রয়োজনীয়, রং ধব্‌ধবে সাদা। সারা দেহ]

লম্বকর্ণ খরগোস

সুন্দর লম্বা উলের মত লোমে আবৃত ; চোখ দুটি পাটকিলে রংএর। ইহাদের অনেক বাচ্চা জন্মে। বাচ্চাগুলির যত্ন লইতে ইহারা ওস্তাদ। আকারে বেশ বড়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নহে।

হিমালয়ের খরগোস দেখিতে বেশ সুশ্রী। সাদা দেহ, সুন্দর ছোট লোমে আবৃত, নাক, পা, কাণ, লেজ বাদামী রংএর। চোখ দুটি লাল,
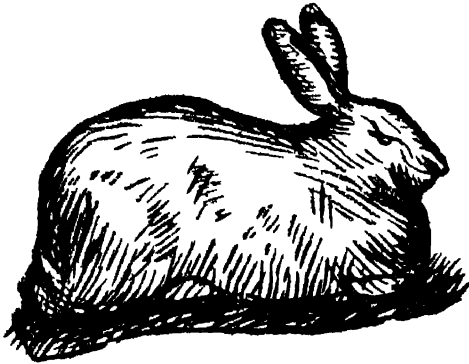
আঙ্গোরা খরগোস

কাণ দুটি খাটো কিন্তু বেশ খাড়া। পাঁচ হইতে সাত পাউণ্ড পর্য্যন্ত ইহাদের দেহের ওজন হয়। ইহারা খুব কষ্ট সহিষ্ণু এবং ছুটাছুটি প্রিয়।

প্যাটাগোনিয়া খরগোস আকারে খুব বড় হয়। সাতসের সাড়ে সাতসের পর্য্যন্ত ইহাদের ওজন দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহারা বেলজিয়ান বা ফ্লেমিশ খরগোসের বংশ হইতে উৎপন্ন। বর্ণ লোহার মত ধূসর, একটু পাটকিলে, গায়ের লোম অপেক্ষাকৃত একটু কর্কশ। বড়, মোটা এবং ভারী কাণ দুটির অগ্রভাগ খুব নরম বলিয়া ঝুলিয়া থাকে। ইংরেজী ভি'ব' অক্ষরের মত দেখা যায়। এই প্রকার খরগোসের মধ্যে ঝোলা কাণ, অর্দ্ধঝোলা কাণ, শিং-ঝোলা কান এবং ছোট-কান প্রভৃতি নানাপ্রকারের খরগোস দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট-কাণযুক্ত খরগোস দেখিতে ভালনয়।

ফ্লেমিশ বড় খরগোস

এগুলি বেশ বড় খরগোস। কাহারও মতে ইহা বেলজিয়ান খরগোসের বংশধর, নানারূপ সংমিশ্রণে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। বেলজিয়ান এবং ফ্লেমিশ সংমিশ্রণের খরগোসই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ বেলজিয়ান অথবা বিশুদ্ধ ফ্লেমিশ উভয়ই বিরল। ফ্লেমিশ বড় খরগোসের ওজন বারো হইতে পনর পাউণ্ড হয়। ইহার বর্ণ ইস্পাতের মত ধূসর। কাণ প্রায় ছয়ইঞ্চি লম্বা। চলার সময় বেশ সোজা করিয়া চলে। ইহাদের গলার কাছে খানিকটা স্থান বেশ নরম গলকম্বলের মত। চোখ দুটি গভীর পিঙ্গল বর্ণ। পিঠটা 'বুলডগের' মত। পশ্চাতের দিকটা খুব মোটা-সোটা। ইহারা খুব কষ্টসহ ও ছুটাছুটি প্রিয়।

রৌপ্য-ধূসর (Silver Grey) খরগোস দেখিতে হিমালয়ের জ্ঞাতিভ্রাতার মত। ইংলণ্ড ও ইউরোপে এই শ্রেণীর খরগোসের খুব আদর। ইহারা দেখিতে বড়ই সুশ্রী। রং নীলাভ, পিঙ্গল, অথবা পোড়া কয়লার খণ্ডের মত। আদর্শ খরগোসের রং কয়লার ছাইএর ন্যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে রূপালী রংএর সাদা এবং কালো দাগ কাটা। ইহাদের অনেকগুলি বাচ্চা হয়—এবং আকারও বেশ বড়। পূর্ণবয়স্ক একটি জন্তুর ওজন প্রায় পাঁচসের। দুধের সরের রংএর এবং হরিণ বর্ণের যে খরগোস দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সম্ভবতঃ রৌপ্য ধূসর খরগোসের বংশজাত। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন আদর লাভ করিত ইহারাও ইংলণ্ডে এখন তেমনি সমাদৃত হইতেছে।

বেলজিয়ান খরগোস

বেলজিয়ামে এই খরগোসের উৎপত্তি বলিয়া অনেকে মনে করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনেকের

ধারণা ছিল যে এই খরগোসগুলি শশক ও খরগোসের সংমিশ্রণে জন্মিয়াছে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। কেননা যখনই এইরূপ সংমিশ্রণে বাচ্চা জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই উহা ব্যর্থ হইয়াছে। শশক ও খরগোসের স্বভাবের প্রভেদ এত বেশী যে উহাদের সংমিশ্রণে বাচ্চা জন্মান অত্যন্ত কঠিন কার্য্য।

শশক চোখ মেলা অবস্থায় পূর্ণাবয়ব পাইয়া ভূমিষ্ঠ হয় এবং জন্মের অব্যবহিত পরেই দৌড়াইতে পারে; কিন্তু খরগোস যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহাদের চক্ষু ফুটেনা এবং দুই বা তিন সপ্তাহ বয়স না হইলে উহাদের বাহির হওয়ার সাহস জন্মেনা।
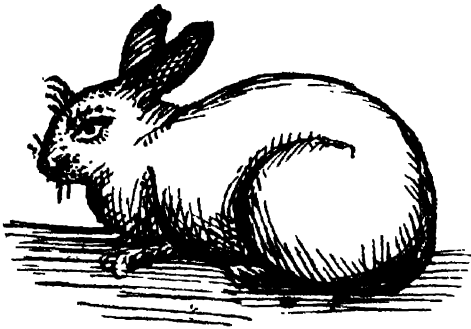
হিমালয়ান খরগোস

শশক মাটির উপরে কোন ঢাকা স্থানে ডিম পাড়িবে, কিন্তু খরগোসগুলি বন্য অবস্থায় মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে। যখন ইহারা গৃহপালিত হয়, তখনও সুযোগ পাইলেই গর্ত্ত খুঁড়িয়া ডিম পাড়িবে। বেল্‌জিয়ান খরগোস উপযুক্ত রূপে পালন করিলে আকারে বেশ বড় হয়। ছুটাছুটিতে ইহারা সিদ্ধহস্ত।

বেল্‌জিয়ান খরগোসের বর্ণনা দেওয়া একটু শক্ত। বিশেষতঃ ইহাদের রং একটু অদ্ভুত রকমের। ট্যান্ করা লাল, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। ঘাড় এবং গলার উপরটা বড়ই চকচকে। প্রত্যেক রোমের অগ্রভাগ কালো। কালো দাগগুলি যত ঘন সন্নিবদ্ধ হইবে, দামও তত বেশী হইবে কাঁধের উপর দিয়া যতই পিঠের দিকে অগ্রসর হইবে ততই রংটা অধিক কালো দেখাইবে। পিঠ এবং পার্শ্বের দিকে কালো অংশগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কুঁজটি ধূসর বর্ণ তবে পিঙ্গল রংএর আভাযুক্ত। মাঝে মাঝে ঢেউ খেলানো কালো দাগ দ্বারা সুন্দররূপে চিহ্নিত। মাথা এবং কাণে কালো ছায়ার মত, কিন্তু কোন স্পষ্ট ফোঁটা দেখা যায় না। শরীরের তুলনায় মাথা বড় নহে। দেহ দুলাইয়া যখন উহারা হাঁটে তখন দেখিতে বেশ সুন্দর দেখা যায়। কপালটি চেপ্টা এবং চক্ষুর উপর দিয়া খুব সুস্পষ্ট। ইহাতে মোটের উপর ইহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি দেখা যায়, চক্ষু দুটি গোল দৃঢ়তাব্যঞ্জক, ঘন পিঙ্গল বর্ণ। কাণ পাঁচ ইঞ্চির মত লম্বা, কাছাকাছি বেশ উচু অবস্থায় একটু পশ্চাতের দিকে ফিরানো। কাণের প্রান্তে একটি কালো দাগ দিয়া ঘেরা। এই কালো দাগকে কেহ কেহ 'লেস' বলিয়া থাকেন।

ইহাদের সম্মুখের পা ছোট এবং নরম, খুব সুন্দর রংএ চিত্রিত—কোথাও সাদা নাই। পেট এবং লেজের নীচ অংশটা সাদা একটু পাটকিলে রংএর আভা সম্পন্ন। পিছনের পা দুটি বড় শক্ত এবং শক্তিশালী। বেল্‌জিয়ান খরগোসের মুখে পায়ে বা দেহের কোথাও সাদা রং থাকা একটি খুঁতের লক্ষণ। প্রদর্শনীতে দিলে উহা দোষের বলিয়া গণ্য হয়। গায়ের রংএর কথা ছাড়িয়া দিলেও বেলজিয়ান খরগোসের আকার বড়ই মনোরম। উহার দেহ দেখিতে লম্বা এবং ক্ষীণ, সম্মুখের দিকটা সরু এবং মাথার দিকটা পাতলা

ও লম্বা। মোটের উপর খরগোসটিকে দেখিলেই মনে হইবে যেন দৌড়াইতে ওস্তাদ। দেহটি যেমন দীর্ঘ, তেমনি সুশ্রী। বেঁটে, কুঁজো, মোটা, হ্যাংলা বা খচ্চরের আকার দেখিতে বড়ই বিশ্রী।

ইহাদের ওজন প্রায় চারি সের হইয়া থাকে। কিন্তু যত্নের সহিত পালন করিলে সাড়ে চারি সের হওয়া কষ্ট নয়। ইহাদের যথেষ্ট বাচ্চা হয়। এক এক বারে ছয়টী হইতে আটটী পয্যন্ত বাচ্চা হয় এবং ইহাদের স্বভাব অতি নরম। বৎসরে ছয়বার হইতে আটবার পর্য্যন্ত বাচ্চা হইয়া থাকে।

ভারতীয় খরগোস

এংগোরা এবং হিমালয়ান খরগোস সচরাচর ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। এংগোরা খরগোসের আকার উপযুক্ত পালনের অভাবে বড়ই খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। হিমালয়ান খরগোস এখনও যত্ন লইলে বেশ বড় করা যায়। এতদ্ব্যতীত কালো, লাল, পিঙ্গল প্রভৃতি বর্ণের নানাবিধ দেশী খরগোস আছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত শ্রেণীর খরগোস ব্যতীত ইংলিশ, ডাচ্, ফ্রেঞ্চ, ইজিপ্ট ও জাপান প্রভৃতি নানা জাতীয় খরগোস আছে, কিন্তু তাহাদের কোনটাই উপরোক্ত খরগোসের মত সুন্দর অথবা প্রয়োজনীয় নহে।

পালনের উপায়

খরগোস পালনে বাসস্থান নির্ম্মাণ সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় বিষয়। কেননা বাসস্থানের উপরেই ইহাদের ভালোমন্দ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ৬ ফিট লম্বা, তিন ফিট চওড়া এবং ২ ফিট ৬ ইঞ্চি উচ্চ একটি খাঁচা একটি খরগোসের পক্ষে প্রয়োজন। প্রত্যেক খাঁচাকে দুইটি কুঠরীতে বিভক্ত করিবে। বাচ্চা পাড়িবার বাসারূপে খাঁচাটির এক পার্শ্বে দুই ফিট পরিমিত স্থান পৃথক ভাবে বেড়া দিয়া রাখিয়া দিবে। অবশিষ্ট চারি ফিট স্থানে আধ ইঞ্চি ফাঁকের লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া দিবে। ঘর খানিতে জালের বেড়া ও কাঠের পাটাতন দিবে। কাঠের তক্তার উপর দুই খানি টীন দিয়া খড়ের
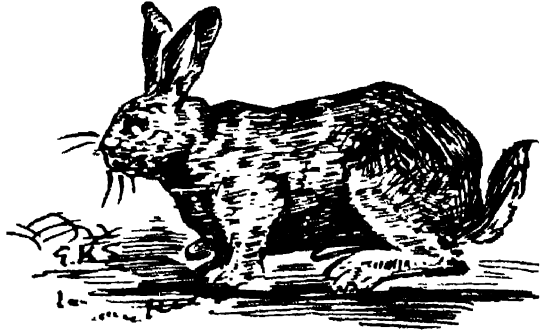
ফ্লেমিশ বড় খরগোস

ঘরের মত ছাদটি এমন ঢালু ভাবে তৈরী করিবে যেন জল পড়িলেই উহা গড়াইয়া যাইতে পারে। টিনের পাত না পাইলে কাঠের ছাতের উপর অয়েল ক্লথ মারিয়া দিলেও চলিতে পারে অর্থাৎ বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িতে পারিলেই হইল। দিবার মত স্থান থাকা চাই। খাঁচার মেজের তক্তার মধ্যে তিন অথবা চারি ইঞ্চি পর পর অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ ছিদ্র রাখিবে। এরূপ ছিদ্র রাখার উদ্দেশ্য এই যে খরগোসের মলমূত্রাদি যেন এই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং তলা হইতে বাতাস চলাচল করিতে পারে। খাঁচাটির তলদেশ একটু একদিকে হেলানো থাকা আবশ্যক। নতুবা উহার মধ্যের জল গড়াইয়া বাহির হইতে পারিবেনা। শেষের কুঠরীটি যথাসম্ভব অন্ধকার রাখিবে। উহার

মধ্য দিয়া একটি প্রবেশ পথ এমন ভাবে থাকা চাই যে ইচ্ছামত খরগোসটি এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে পারে। খাঁচার মধ্যে দুইটি দরজা রাখিবে। একটী পার্শ্ব দেশে জাল দিয়া ঘেরা থাকিবে, অপরটী অন্ধকার কুঠুরীর এক পার্শ্বে রাখিবে। এই দরজাগুলির ভিতরে হাত ঢুকাইয়া যাহাতে কুঠুরীগুলি নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা যায় এরূপ ভাবে তৈরী করিবে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে কিছু শুকনা খড় (ঘাস নহে) রাখিয়া দিবে। খরগোসগুলি খড়ের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া থাকিতে ভালবাসে এবং শয়ন কক্ষের অন্ধকার ও নির্জ্জনতা না পাইলে ইহাদের ভাল লাগে না। বাসা নির্ম্মাণ কালে অথবা বাচ্চা প্রতিপালনের সময় কেহ খরগোসের দিকে তাকাইলে উহা তাহাদের সহ্য হয় না। বাহিরের বারান্দায় খাবার ও জল রাখিয়া দিবে, অতি প্রত্যূষে খাচাটীকে বাহির করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। এবং গ্রীষ্মকালে একটি ছায়াশীতল গাছের নীচে রাখিবে। বর্ষার সময় বৃষ্টি ও গ্রীষ্মের সময় গরম হইতে রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে।

যখন অনেকগুলি খরগোস এক সঙ্গে পালন করিবে তখন খুব বড় একটি ঘর নির্ম্মাণ করিবে। ২০ ফিট লম্বা, দশ ফিট চওড়া সাত ফিট উচু পাশের দেয়াল দিয়া ঘর করিবে; ঘরখানি কাঠের খুঁটি দিয়া উচু করিয়া রাখিবে। ঘরখানি উত্তর দক্ষিণ মুখী হইবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক মাটী দিয়া লেপিয়া দিবে। উত্তর দক্ষিণ দিকে সরু ফাঁকের লোহার জালের বেড়া দিয়া ঘিরিবে। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথ রাখা আবশ্যক। ছাদ খড়ের হইলেও ক্ষতি নাই বরং ভালই হয়; কারণ গ্রীষ্মকালে বেশী গরম গায়ে লাগেনা। ঘরের মেজে যেন মাটী হইতে অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়, মেজেটা মাটীরও করা যাইতে পারে, কিন্তু খরগোসগুলি যাহাতে মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িতে না পারে, তজ্জন্য মেজের তিন ইঞ্চি নীচে খুব শক্ত এক ইঞ্চি ফাঁকের ১৮ গেজ (Gauge) জাল দিবে। লোহার জালের বদলে করোগেট টীনও দেওয়া যাইতে পারে। দেয়ালের উপরে তিন ফিট পর্য্যন্ত জালের বেড়া দিবে, সঙ্গে সঙ্গে লোহার শিক দিয়া ঘিরিয়া দিবে। ইহাতে ইঁদুর এবং সাপগুলি আর ভিতরে ঢুকিতে পারিবে না। ইঁদুর কোনরূপে খরগোসের ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলে বাচ্চাগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। চব্বিশ ইঞ্চি চৌকা বাক্স দেয়ালের সঙ্গে রাখিয়া দিলে স্ত্রী খরগোসগুলি সেখানে শুইবে ও বাচ্চা পালন করিবে। প্রত্যেক স্ত্রী খরগোসের জন্য একটী করিয়া বাক্স দিবে। বিশ ফিট লম্বা ও দশ ফিট দৈর্ঘ্যের একটি গৃহে বারোটী স্ত্রী খরগোস রাখা যাইতে পারে। বাক্সের পরিবর্ত্তে মাটির জালা ব্যবহার করিলেও ক্ষতি নাই; বরং বাক্স অপেক্ষা জালাই ভাল, কেন না উহাতে সহজে পোকা জন্মিতে পারে না। ত্রিশ ইঞ্চি বেড়ের একটি জালাতেই চলিতে পারে। এই সকল জালার মুখ বড় হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ দশ বারো ইঞ্চি বেড়ের মুখ থাকা চাই। কাৎ করিয়া দেয়ালের সঙ্গে উহা রাখিলে আর নড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না। পরিষ্কার নরম শুক্‌নো খড় জালা অথবা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এরূপ গৃহে খরগোসগুলি খুব শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং উহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে।

পুরুষ খরগোসগুলিকে স্ত্রী খরগোসের সহিত রাখিতে নাই। তাহা হইলে উহারা পরস্পর ঝগড়া ও মারামারি করিয়া একে অপরের ক্ষতি করিবে। যখনই কোন্‌টা পুং খরগোস, কোন্‌টা স্ত্রী খরগোস বুঝিতে পারিবে, তখনই উহাদিগকে

পৃথক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ চারি মাস বয়সের সময় হইতে উহারা ঝগড়া ও মারামারি করিতে আরম্ভ করে। অনেকগুলি পুং বাচ্চা হইলে কতকগুলি খাইয়া অথবা বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। খরগোস পালন খুব সোজা ব্যাপার নহে। ভিজা অথবা স্যাৎসেঁতে জমি যেমন অপকারী তেমনি প্রখর সূর্য্যালোকও ইহাদের পক্ষে অসহ্য।

খরগোসের খাদ্য

কড়াই, মটর সুঁটি ছোলা এবং গম কয়েকঘণ্টা জলে ভিজাইয়া খাইতে দিলে উহাই খরগোসের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। বাঁধা কপি ফুলকপিপাতা, ওলকপি, মূলার অগ্রভাগ, গাজর, লেটুস্ শাক, বীটের মূল, কাঁচা শস্য, পিঁয়াজ, গম, বার্লি, শালগম, দুর্ব্বাঘাস, কলা প্রভৃতি খরগোসের অতিপ্রিয় খাদ্য। অল্প পরিমাণ খাবার বহুবার খাইতে দিবে। একবারে অনেক খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। কাঠের পাত্রে করিয়া খাবার রাখিয়া দিবে। উহারা রাত্রে খাইতে ভালবাসে। খাদ্য যত টাট্‌কা হইবে, ততই ভাল। ভিজা খাবার অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিলে উহা পচিয়া অখাদ্য হয়। যদি টাট্‌কা খাবার সহজ প্রাপ্য হয় তবে আর ভিজা খাদ্য দিবার প্রয়োজন নাই। কখনও কখনও দেখা যায় অনেকগুলি খাবার পড়িয়া আছে, আর তাহার উপরে মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া, পা দিয়া ছিটাইয়া খরগোসগুলি ঘরখানিকে একেবারে বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছে, এরূপ অবস্থা বড়ই নিন্দনীয়। প্রসূতি খরগোসকে কাঁচা শস্য গাজর, দুর্ব্বা খাইতে দিলে দুধ বেশী হয়। দিনে চারিবার শীতল পানীয় জল দিবে, খাবার পাত্রট যেন শক্ত করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। নতুবা খরগোসগুলি উহা উল্টাইয়া ফেলিবে। হিন্দুস্থানীরা যাহাকে 'আক্রা' বলে উহা খরগোসের পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। এই 'আক্রা' নদীতীরে, পুকুর পাড়ে অথবা নিম্ন জমিতে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। খরগোস 'আক্রার' পাতাগুলিকে অতি তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলে। এই পাতা দিনেরটা দিন সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা পড়িয়া থাকিলে উহা একদিনেই কালো এবং
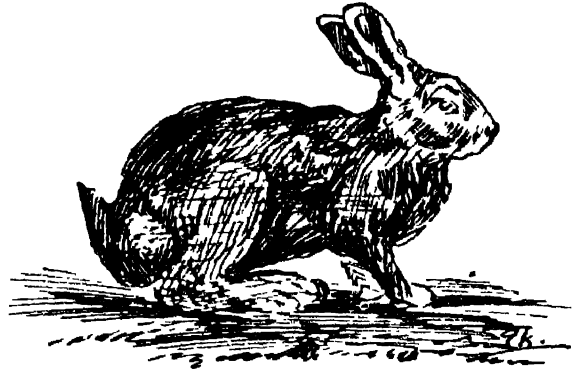
বেলজিয়ান খরগোস

দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। জলে ভিজাইয়া রাখিলে অবশ্য একদিন থাকে।

খরগোসকে সাধারণতঃ দিনে তিনবার জল খাইতে দিবে। গরমের দিনে আরও অধিকবার দেওয়া প্রয়োজন। জলও জল-পাত্র দুইই খুব পরিষ্কার হওয়া উচিত।

খরগোসের বাসা পরিষ্কার না রাখিলে উহাদের অসুখ হওয়া অনিবার্য্য। কয়েকদিন ময়লা থাকিলে ঘরের মধ্যে নানাবিধ পোকা জন্মে। উহাতেও খরগোসের অসুখ হইতে পারে। অন্ধকার কুঠুরীটি একদিন পর পর অথবা অন্ততঃ চারিদিনে একবার পরিষ্কার করিয়া বিছানা বদলাইয়া দিবে, এই কাজটি অতি সাবধানে

খরগোস যখন অন্য ঘরে থাকিবে তখন করিবে। কিন্তু যখন উহা অন্ধকার ঘরে থাকিবে তখন কিছুতেই উহাকে বিরক্ত করিবেনা। বাহিরের দরজাও মাঝে মাঝে ফিনাইল দিয়া পরিষ্কার করিবে। অন্ধকার কুঠুরীটি কখনও ধুইবেনা। কিন্তু প্রত্যেক দিন কাঠ্ দিয়া পরিষ্কার করিবে এবং উহার উপর ফিনাইল ছিটাইয়া মুছিয়া দিবে। বাক্স যেন একদিন পরে পরেই পরিষ্কার করা হয় এবং পরিষ্কারের পরে খড়গুলি বদ্‌লাইয়া দেওয়া হয়। মেজের মাটি প্রতিমাসে বদ্‌লাইয়া দিবে। বাস-গৃহের মধ্যে যেন ভুক্তাবশেষ পড়িয়া না থাকে।

বাচ্চা জন্মান

সহবাস ঘটাইবার উপরেই বাচ্চার ভালমন্দ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যদি কেবল মাত্র বিশুদ্ধ, সুন্দর ও সখের বাচ্চা জন্মাইতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রকারের খরগোস বিভিন্ন স্থানে আলাদা করিয়া রাখিবে এবং শুধু প্রত্যেক প্রকারের সর্ব্বোত্তম খরগোসের সহিত সেই প্রকারের সর্ব্বোত্তম স্ত্রী-খরগোসের সহবাস ঘটাইবে। কিন্তু যদি কেবল খাইবার উদ্দেশ্যেই খরগোস পালন করা হয় তাহা হইলে বাচ্চাগুলিকে ভাল এবং বড় খরগোসেয় সহিত মিল ঘটাইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর খরগোস পৃথক ভাবে রাখিয়া এক শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট খরগোসের সহিত সেই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী খরগোস মিলাইবে। যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর খরগোস হইতে বাচ্চা জন্মানো হয় তাহা হইলে বাচ্চাগুলিও নিকৃষ্ট হইবে। তাহাতে শীঘ্রই খরগোসের দলটাই ক্ষীণ এবং খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। পূর্ণাঙ্গ, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্ত্রী-খরগোসের সহিতই কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পূর্ণাবয়ব পুং খরগোসের সংযোগ করিবে। ইহাতে সন্তান সন্ততিগুলিও বড় এবং পূর্ণাঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বেশী। কেবল পুংখরগোস বড় হইলেই হইলনা, স্ত্রীখরগোসটিও বৃহৎ এবং ভাল হওয়া চাই।

একটি পুং খরগোসের সহিত ছয়টি হইতে বারোটি স্ত্রীখরগোস রাখা যাইতে পারে। যখন পুরুষ খরগোসের প্রয়োজন, তখন উহাকে স্ত্রী-খরগোসের বাসায় থাকিতে দিবে; কিন্তু দুই একদিন পরেই কাজ হইয়া গেলে উহাকে পুনরায় উহার নিজের বাসায় রাখিয়া দিবে। পুং-খরগোস ও স্ত্রী-খরগোসগুলিকে কিছুতেই এক সঙ্গে অধিক দিন থাকিতে দিবেনা। প্রয়োজনের পরেও একসঙ্গে থাকিতে দিলে পুং-খরগোস স্ত্রী-খরগোসের অনেক ক্ষতি করিতে পারে।

মিলনের পরে স্ত্রী-খরগোস যেখানে বাচ্চা পাড়িবে, সেইখানে তাহাকে থাকিতে দিবে। সে তাহার প্রয়োজন মত বাসস্থান ঠিক করিয়া লইবে। গর্ভকালে উহাকে খুব নিরালা স্থানে থাকিতে দিবে। যদি গর্ভের সময়ে উহাকে কোন রকমে বিরক্ত অথবা উত্তেজিত করা হয়, তাহা হইলে সন্তান জন্মিবার পরে সে বাচ্চাগুলির প্রতি উদাসীন হইবে, না হয় উহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।

ইহাদের গর্ভের কাল মাত্র ত্রিশ দিন। সন্তান হইবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার শুষ্ক অথচ নরম খড় বিছাইয়া দিবে। উক্ত খড় দ্বারা উহারা উহাদের নিজেদের বিছানা ও বাচ্চাদের থাকার জায়গা তৈয়ার করিয়া লইবে। বাচ্চাদের বিছানা যাহাতে নরম হয় তজ্জন্য খরগোস তাহার নিজ দেহের লোম দিয়া বিছানাটি নরম করিয়া রাখে।

গর্ভের সময়ে খরগোসকে নিয়মিত সময়ে

খাইতে দিবে। তারপর যেদিন বাচ্চা জন্মিবে সেই দিন কিছু অতিরিক্ত কাঁচা শস্য খাবারের থালায় রাখিয়া দিবে। এই সময়ে খরগোসের ভয়ানক পিপাসা বাড়ে। এই তৃষ্ণার আধিক্যের সময় যদি সে জল না পায় তবে কখন কখনও সে বাচ্চা মারিয়া উহার রক্ত দ্বারা পিপাসা নিবারণ করে। এই কারণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় খরগোসকে প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে দিবে। এই সময়ে খরগোসের অতিরিক্ত খাবার ও পানীয় জলের প্রয়োজন। কিছু দুধ রুটি, আস্ত বার্লি, গম, গাজর এবং দুর্ব্বাঘাস এই সময়ে বিশেষ উপকারী।

প্রথমবারের ছানাগুলিকে মা হয় তো মারিয়া ফেলে না হয় উহাদের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে। ইহার কারণ বাচ্চা হওয়ার সময়ে ইহারা উত্তেজিত হয়, না হয় অত্যন্ত ভয় পায়। কিন্তু প্রথমবারের পরে আর বাচ্চা প্রসবকালে এরূপ দুর্ঘটনা বিশেষ হয় না।

বাচ্চা জন্মিবার তিনদিন মধ্যে কেহ ছানাগুলিকে ছুঁইবেনা অথবা অন্য কোন প্রকারে বিরক্ত করিবেনা। তিনদিন পরে সাবধানে ধীরে ধীরে গাজর দেখাইয়া এবং বাহিরে বেড়াইবার প্রলোভন দিয়া বাহির করিবে। এইরূপ মা যখন বাসা হইতে অনুপস্থিত, তখন ছানাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যেসকল দুর্ব্বল বা মরা বাচ্চা দেখিবে, সেগুলি তৎক্ষণাৎ সরাইয়া ফেলিবে। বাসায় কোন উৎপাত করিওনা। তুমি যে বাচ্চাগুলি নাড়াচাড়া করিবে ইহা যেন মা দেখিতে না পায়। চারি পাঁচটি মাত্র খরগোস মায়ের

কাছে রাখিয়া বাকীগুলি পৃথক রাখিবে। এক-ঘণ্টা পরে মা-খরগোসকে ঘরে ফিরাইয়া দিলে সে তখন বাচ্চা পালনে মনোনিবেশ করিবে।

খরগোসের মা যখন তাহার বাচ্চাগুলিকে পালন করে, তখন কেহ তাহা দেখিলে উহা তাহার সহ্য হয় না। যখন বাচ্চাগুলিকে দেখাইবার ইচ্ছা হয় তখন মা নিজেই ছানাগুলিকে বাহিরে আনে। প্রথম জন্মিয়া বাচ্চাগুলির চক্ষু অন্ধ থাকে। সুতরাং তখন উহাদের মায়ের যত্ন শুশ্রূষা একান্ত আবশ্যক। অপর কেহ বাচ্চাগুলি নাড়া চাড়া করিতেছে দেখিলে মা আর বাচ্চাদের কাছে আসেনা। এইজন্য যতদিন পর্য্যন্ত মা ছানাগুলিকে বাহিরে না আনে ততদিন উহাদের দেখিবার বা পালনের জন্য কাহারো আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত নয়।

জন্মের দুই তিন সপ্তাহ পরে বাচ্চাগুলি ঘরের বারান্দায় বেড়াইতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে দুধ ছাড়ান কাল পর্য্যন্ত ইহাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কট সময়। ভাল খাদ্য দিলে ও উত্তমরূপে যত্ন লইলে উহারা বেশ বাড়িতে থাকিবে। দুই মাস বয়স হইলে মায়ের নিকট হইতে ছাড়াইয়া উহাদিগকে স্বাধীন ভাবে বাস করিতে দিবে। ইহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শারীরিক ব্যায়াম বিশেষ আবশ্যক। বাচ্চাগুলিকে দুধ রুটি খাইতে দিবে। ভিজা ছোলা, গমের ভূষি, গাজর, নরম শাক ও দুর্ব্বাঘাস এই সময়ের উৎকৃষ্ট খাদ্য।

চারিমাস বয়সের সময় পুরুষ ও স্ত্রী-খরগোস পৃথক করিয়া রাখিবে। না হইলে ঝগড়া করিয়া উহারা পরস্পরের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিবে। আট মাসের কমে স্ত্রী-খরগোস দিয়া বাচ্চা জন্মাইবেনা, এবং বৎসরে চারিবারের বেশী বাচ্চা জন্মানোও উচিত নহে। বড় বা অধিক বয়স্ক পুরুষ খরগোসের সহিত অল্পবয়স্ক স্ত্রী খরগোসের সহবাস করাইলে খুব ভাল এবং বড় বাচ্চা জন্মে। একবৎসরের কমে পুং খরগোসকে এবং ৮ বা ৯ মাসের কম স্ত্রী খরগোসকে বাচ্চা জন্মাইতে দিবেনা।

খরগোসের ব্যাধি

যখন দেখিবে খরগোস আর খাদ্য খায়না, ঘরের কোণে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, তখন বুঝিবে নিশ্চয়ই উহার কোন অসুখ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিকার চেষ্টা করিবে।

নিম্নে খরগোসের কতকগুলি সাধারণ ব্যাধি ও তাহার প্রতিকারের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ক্ষুধামান্দ্য—ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা হজমের অভাবে ক্ষুধামান্দ্য হয়। এই রোগ হইলে আধ পাইণ্ট পানীয় জলে এক ফোঁটা টিংচার অব নাক্সভোমিকা মিশাইয়া দিবে। দ্বিতীয় দিনে আধ পাইণ্ট পানীয় জলে একফোঁটা টিংচার অব্ একোনাইট দিবে। এই ঔষধ দুইটি একদিন পর পর দিতে থাকিবে। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর ঔষধ খাওয়াইবে। অসুখের সময় শুধু দুধ রুটি খাইতে দিবে।

বাচ্চার অন্ধতা—ঠাণ্ডা লাগায়, খারাপ খাদ্য খাইলে অথবা লোহার জাল, শলা বা শক্ত কোন কিছুর আঘাত পাইলে খরগোসের বাচ্চার চক্ষু শূল বা চক্ষু অন্ধ হয়।

চোখের অসুখ দেখিলে আধ পাইণ্ট পানীয় জলে একফোঁটা টিংচার অব বেলেডোনা দিবে এবং আরও আধ পাইণ্ট জলে টিংচার অব্ একোনাইট মিশাইয়া একদিন পর পর খাওয়াইবে। জলে খুব অল্প ফিট্‌কিরি দিয়া চক্ষু ধৌত করিয়া দিবে। এক পাইণ্ট জলে এক চায়ের চামচ গুড়া

ফট্‌কিরি মিশাইলেই যথেষ্ট। ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক স্থানে থাকিতে দিবে।

ক্ষত—কাণে অথবা দেহের অন্য কোন অংশে ক্ষত হইলে উহা আর সহজে সারিতে চাহেনা। এই কারণে ক্ষত ব্যাধিযুক্ত খরগোস মারিয়া পুতিয়া ফেলা উচিৎ।

শূল—অজীর্ণতা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে এই রোগ জন্মে। চায়ের চামচের অর্দ্ধ চামচ ইপ্‌সম্‌ সল্ট গরম জলে মিশাইয়া প্রত্যহ খাইতে দিবে। যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া না যায় সে পর্য্যন্ত এইরূপ চালাইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—শুক্‌না খাদ্য খাওয়ার ফলে অথবা উপযুক্ত মত পরিশ্রম না করিলে কিংবা ঠাণ্ডা লাগিলে খরগোসের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ জন্মে। এই রোগে ইপসম লবণ খাওয়াইবে। শস্য এবং শুক্‌না খাদ্য সব বন্ধ করিয়া পেঁয়াজ ও কাঁচা খাবার খাইতে দিবে।

পেটের পাড়া—অতিশয় গরম অথবা ঠাণ্ডা লাগিলে পেটের অসুখ হয়। অন্য নানাকারণেও ইহা হইতে পারে।

হঠাৎ ভয় পাইলে, কাঁচা টক্‌ খাদ্য খাইলে, অথবা অতিরিক্ত কাঁচা জিনিস খাইলেও পেটের অসুখ হয়। ময়লা এবং দূষিত জল পান পেট রোগের আর একটি কারণ। এই রোগে কলেরার ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আধ পাইন্ট জলে এক ফোঁটা ভেরাট্রাম এলবাম্‌ (Veratrum Album) দিয়া পেটের অসুখে খুব উপকার পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে শুক্‌না ভূষি, ওট, বার্লি প্রভৃতি খাইতে দিবে। রোগ না সারা পর্য্যন্ত লেটুস্‌ শাক ব্যতীত আর কোন কাঁচা খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

শোথ—শোথ হইলে খরগোসের শরীর ফুলিয়া যায় এবং কোন খাবার খাইতে চাহেনা। এই রোগে খরগোসকে একটি বড় ঘরে স্থানান্তরিত করিবে, সেখানে উহাকে ছুটাছুটি করিতে দিবে। এই সময় শুক্‌না খাদ্য খাইতে দিবে।

কাণের বেদনা—ময়লা ও খইলের মত এক প্রকার পদার্থ জমিলে কাণে বেদনা হয়। কাণ বেশ ভালমত পরিষ্কার করিয়া একটি পিচ্‌কারী দ্বারা গরম জলে ধুইয়া দিবে। তৎপরে টিংচার একোনাইট বা হাইড্রাষ্টিস লাগাইবে। কাণ না ধরিলেই ভাল হয়।

ফিট—ফিটের রোগ হইলে খরগোসটিকে মারিয়া ফেলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

Sore Hock বা ময়লা, আঘাত, ঠাণ্ডা অথবা কাটায় এই রোগ জন্মে। ক্ষতস্থান গরম জলে ধুইয়া টিংচার হাইড্রাষ্টিস অথবা এলিম্যান্‌স্‌ এম্ব্রোকেসন লাগাইবে। খরগোসকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

পোকা—খারাপ স্বাস্থ্য অথবা শরীরে ময়লার প্রকোপ বাড়িলে পোকা জন্মে। কিটিংস ইন্‌সেক্ট পাউডার ভাল করিয়া প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়। বাসার মধ্যটি ফিনাইল জল ছিটাইয়া পোকামুক্ত করিবে।

খোস পাঁচড়া—খোস পাঁচড়া হইলেই খরগোসকে পৃথক স্থানে রাখিবে এবং নিম্নলিখিত মলম প্রয়োগ করিবে—

নারিকেল তৈল ৮ আউন্স
স্পিরিট তারপিন ৪ আউন্স
ক্যাম্ফর বা কর্পূর ১ আউন্স
ফ্লাওয়ার অব সালফার ৪ আউন্স

তারপিনের সঙ্গে কর্পূর মিশাইয়া কিছু

নারিকেল তৈল ও গন্ধক মিশাইবে। এই মলম প্রত্যহ খোসের উপর লাগাইবে। খাদ্যের সঙ্গে কিছু Sulphur বা গন্ধক মিশাইয়া দিলেও মন্দ হয় না। প্রচুর পরিমাণে জল ও কাঁচা খাদ্য খাইতে দিবে। থাকিবার স্থান ভাল করিয়া পরিষ্কার করিবে এবং অপরাপর বাসা হইতে দূরে রাখিবে।

বাত ব্যাধি—বাত ব্যধি হইলে খরগোসকে মারিয়া ফেলিবে।

মূত্র রোগ—ইহা মূত্রাশয়ের ব্যাধি। কখনও কখনও ইহাকে রক্তমূত্র বা লাল মূত্র বলা হইয়া থাকে। এই রোগে খরগোসের বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। আধ পাইণ্ট জলে এক ফোঁটা টিংচার একোনাইট মিশাইয়া দিবে। টিংচার আর্নিকাও এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। দুধ রুটি এবং পরিষ্কার জল এই রোগের প্রধান পথ্য। অল্প পরিশ্রম এবং প্রচুর পরিমাণ মুক্ত হাওয়া এই রোগের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

মলদ্বারের রোগ – পুং খরগোসের অত্যাচারে, ইঁদুর অথবা পোকার কামড়ে এবং নখ বা কাঁটার আচড়ে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। এই রোগ হওয়া মাত্র খরগোসটিকে পৃথক স্থানে রাখিবে। এবং ক্ষত স্থান জল ও ফিনাইল দিয়া ধৌত করিবে। তৎপরে দিনে দুইবার ক্ষতস্থানে আইডোফর্ম এবং ভেসিলিন লাগাইবে। যদি অসুখ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এই রোগ সারিতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু একবার যদি মলদ্বারের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত ক্ষত বিস্তার করে, তাহা হইলে খরগোসটিকে মারিয়া ফেলা উচিত। রোগ মুক্তির পরে অন্ততঃ ছয়মাস কাল স্ত্রী ও পুরুষ খরগোসকে একসঙ্গে বাস করিতে দিবে না।

সর্দ্দিগর্ম্মি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা—এই রোগ খরগোসের একটি প্রধান ব্যাধি। মানুষ নিজের জ্বর হইলে যেমন তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লয় না, তেমনি খরগোসের জ্বর হইলেও গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগা খরগোসের পক্ষে একটি মারাত্মক ব্যাপার। সর্দ্দি গর্ম্ম হইলে খরগোসের নাক ভিজা থাকে এবং কয়েক দিন পরেই উহার উপর ময়লা যুক্ত মোটা পরদা পড়ে। খাবার খাইতে চাহে না, দেহের আবরণ কর্কশ ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। দেখিলেই মনে হইবে উহার অসুখ করিয়াছে। রোগাক্রান্ত খরগোসকে পৃথক রাখিবে। কোয়াটার পাইণ্ট জলে এক ফোঁটা একোনাইট মিশাইয়া, এবং লিকার আর্সেনিকও উক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। এই ঔষধ দিনে চারি বার খাওয়ানো কর্ত্তব্য। Condy's Fluid এবং জল দিয়া নাক ও মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে। সামনের পা দুটিও দিনে দুইবার কি তিনবার ধুইয়া দিবে। তারপরে বেশ ভালভাবে মুছিয়া দিয়া শুকনা বিচালির উপর শুইতে দিবে। শুষ্ক শীতল স্থানে রাখিবে, এবং শরীর উষ্ণকারী খাদ্য খাইতে দিবে। যখন উপরোক্ত উপায়ে রোগ আরোগ্য না হইবে, তখন নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

একটি Vaporizer বা কেটলির ⅔ অংশ ফুটন্ত জলে অর্দ্ধ আউন্স সেনিটা তৈল, চায়ের চামচের এক চামচ oil Eucalyptus এবং দশ ফোঁটা Oil of Camphor বা কর্পূরের তৈল ঢালিয়া দিবে। উপরটা ধরিয়া নীচে একটি বাতি জ্বালাইয়া রাখিবে। খুব ছোট একটি বাক্সে খরগোসটিকে রাখ। উহা ছালা দিয়া এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিবে যেন বাষ্প বাহির হইয়া না যায়। কেটলির বাষ্প-বাহির-হওয়া নলটি বাক্সের নিম্ন

ভাগে বসাইয়া বাষ্পগুলি উপরে উঠিতে দিবে। ইহাতে ঔষধ মিশ্রিত বাষ্প খরগোসের শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। এইরূপে দশ হইতে পনর মিনিট কাল বাষ্প চালনা করিবে, কিন্তু দেখিবে যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া খরগোস মারা না যায। বাষ্প চালনা হইয়া গেলে আধ ঘণ্টা কাল পরে বাক্সের বাহির করিবে। তিনবার এইরূপ করার পরে সাধারণতঃ রোগ আরোগ্য হয়।

সন্ন্যাস—অতি গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা না করিলে খরগোসগুলি সন্ন্যাস রোগে মারা যায়। সন্ন্যাস হইলে আর উহাদিগকে বাঁচানো শক্ত। যাহাতে এই রোগ না জন্মিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই প্রধান কর্ত্তব্য। বাসাটি ছায়াশীতল স্থানে রাখিবে। প্রচুর আলো, হাওয়া এবং কাঁচা খাদ্য যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। ভূষি অথবা উষ্ণকর কোন খাদ্য খাইতে দিবে না।

চর্ব্বি—অতিরিক্ত আহার এবং অল্প ব্যায়ামের ফলে দেহে চর্ব্বি জন্মে। উহাতে খরগোসগুলি অত্যন্ত মোটা হয়। যে সব খরগোস দিয়া বাচ্চা জন্মাইতে হইবে, তাহা যেন খুব মোটা না হয়।

মস্তিকে আঘাত—খরগোসগুলিকে খুব সতর্কতার সহিত নাড়াচাড়া করিতে হয়। যদি জোরে উহাদিগকে ধরা যায় তাহা হইলে উহাদের অনেক ক্ষতি হয়। যখন ধরা অথবা উত্তোলন করা আবশ্যক তখন আস্তে আস্তে কাণ ধরিবে। উত্তোলনের সময়ে এক হাতে কাণ ধরিয়া অপর হাত পেটের নীচে দিয়া উত্তোলন করিবে, নতুবা কাণে আঘাত লাগিয়া উহাদের অনিষ্ট হইতে পারে।

তামাকের পাতা প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভেজাল তামাক (Adulterations)

তৈরি করার খরচ কমাইবার জন্য হুকার তামাকে নানাপ্রকার ভেজাল মিশান হইয়া থাকে। ভেজাল হিসাবে নানা জিনিষ তামাকে মিশ্রিত করা হয়। তামাকের ফ্যাক্টরীতে যে সকল (waste materials) আবর্জ্জনা বা ওঁছা মাল ঝাট দিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এবং অনেক অকেজো মাল ভেজাল দিয়া আজকাল বাজারের হুকার তামাক তৈরি হইতেছে। ইহা ছাড়াও ধূর্ত্ত দোকানী বা ব্যবসায়ীরা হুকার তামাকের সঙ্গে অহরহঃ যে সকল অদ্ভুত জিনিষ মিশাইয়া থাকে, তাহার একটা তালিকা, তামাক-সেবীদের সাবধান হওয়ার জন্য, আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম, যথা—গাছের পাতা, পুকুরের কাদামাটি, চূণ ইঁদুরের খোড়া মাটি, সাজি মাটি, দরমা বা চাটাইর ভাঙ্গা টুকরা, নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ, সূতা বা তূলা, করাতের গুঁড়া ইত্যাদি। আরো জঘন্য রকমের ভেজাল—সকল রকমের ময়লা, আধপোড়া গুল বা পাইপের তামাকের ভস্মাদিও হুকার তামাকে মিশাইতেও ঠগবাজ দোকানদার ব্যবসায়ীরা কুণ্ঠিত হয় না। উক্ত নানাশ্রেণীর ভেজাল তামাকে মিশাইলে স্বভাবতঃ তামাকের রং বিগড়াইয়া যায়; সেজন্য বাহ্যিক দৃশ্য পরিপাটি রাখার জন্য লাল চন্দনকাঠ, ভূষাকালি গিরিমাটি, ইত্যাদি নানাপ্রকার পদার্থ চতুরতার সহিত মিশাইয়া থাকে।

কৃতকার্য্য হওয়ার সঙ্কেত

যে ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহাকে এই সকল বিষয়ের দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে, যথা—

(১) তামাকের ফ্যাক্টরীটি এমন স্থানে হওয়া উচিত যেখান হইতে রেলওয়ে বা ষ্টীমার ষ্টেশন দূরে না হয়—তাহা হইলে মাল আমদানী রপ্তানির অসুবিধা থাকিবে না। তারপর ফ্যাক্টরীটীর মধ্যে খুব বিস্তীর্ণ জায়গা থাকা দরকার, যেন তামাকের বহু পাতা একত্রে বিছাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে অসুবিধা না হয়।

(২) একেবারে খালি মাটিতে পাতা শুকাইতে দেওয়া উচিত নয়; মাদুর, চাটাই ইত্যাদি যোগাড় না হইলে অন্ততঃ কয়েকখানা ত্রিপল ও চট প্রভৃতি যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে, এবং তাহার উপর পাতা শুকাইবে।

(৩) ফ্যাক্টরীর মধ্যে পাতা গুঁড়া করার জন্য ২।৩টি ঢেঁকি বসাইতে হইবে।

চিটাগুড় সাধারণতঃ আখের ঝোলা গুড় বা খেজুরের রসের গুড় হইতে তৈরি হয়। হুকার

তামাকের জন্য আখের ঝোলা গুড়ই ভাল, কারণ ইহাতে তামাক অতি উৎকৃষ্ট হয়।

(৫) ফ্যাক্টরীর এক নিভৃত কোণে কয়েকটী বড় মাটির জালা, কেবলমাত্র তাহাদের গলামাত্র মাটির উপরে রাখিয়া, পুঁতিতে হইবে। ৩টি ভিন্ন ভিন্ন জালায় 'খাম্বিরা' করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে যে বিভিন্ন 'খাম্বিরা' যেন বিভিন্ন জালায় করা হয়। একপাত্রে সকল 'খাম্বিরা' করিলেই জিনিষ মাটী হইয়া যাইবে। উদাহরণ, যথা—যে পাত্রে কাঁঠালের 'খাম্বিরা' হইবে, সে পাত্রে কলার 'খাম্বিরা' হইতে পারে না।

(৬) বর্ষাকালে 'খাম্বিরা' করা উচিৎ নয়; তাহা হইলে 'খাম্বিরা' পচিয়া যায় ও তামাকের মধ্যে শক্ত যে পদার্থ থাকে তাহাও নষ্ট হইয়া তৈরি তামাকের উপযোগিতা নষ্ট করিয়া দেয়।

(৭) যে মশলা গুঁড়া করিতে হইবে তাহা প্রথমতঃ রৌদ্রে শুকান দরকার : মশলা প্রতি বারেই ব্যবহার করার পূর্ব্বক্ষণে গুড়া করিয়া তাহা সদ্য মিশান দরকার। কোনো কোনো ব্যবসায়ী মশলা একেবারে গুড়া করিয়া তাহা বোতলে পুরিয়া রাখে। মনে রাখা উচিৎ যে মশলা দ্বারা তামাককে সুবাসিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য; মশলা সদ্য ব্যবহার না করিলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাক তৈরী করা অসম্ভব। যে মশলা দুইমাসের পূর্ব্বে গুড়া করা হইয়াছে, এমন জিনিস যেন কখনো ব্যবহার করা না হয়।

(৮) 'খাম্বিরা' করা শক্ত কাজ সন্দেহ নাই এবং তাহাতে সময়ও লাগে বেশী। যাহারা অল্প মূলধন লইয়া তামাকের কারবার করিতে চায়, তাহাদের প্রথমতঃ 'খাম্বিরা' করায় হাত দেওয়া উচিৎ নয়। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গয়া, বিষ্ণুপুর, আনারপুর ও চন্দনগড় প্রভৃতি স্থানে যে আসল 'খাম্বিরা' তৈরি হয়, তাহা প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়; সুতরাং নূতন ব্যবসায়ী বা অল্প মূলধনওয়ালা কারবারিগণ ঐ 'খাম্বিরা' কিনিয়া তাহার সঙ্গে সাধারণ চিটাগুড়ে মাখান তামাক মিশাইয়া এক রকম (mild) মিঠা তামাক তৈরি করিতে পারে।

(৯) তামাক তৈরির কৃতকার্য্যতা Kneading বা ঠাসার উপর নির্ভর করে। ঠাসার কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, প্রস্তুতকারীকে ইহাই 'মূলমন্ত্র' হিসাবে মনে রাখিতে হইবে। Kneading বা ঠাসার কাজ কোনো (Tobaconist) তামাক ব্যবসায়ীর সংস্রবে থাকিয়া শিক্ষা করা দরকার; যতই অভিজ্ঞতা বাড়িবে, Kneading ততই পরিপাটি হইবে।

(১০) সাধারণ হুকায় তামাক তৈরি করিতে, চিটাগুড় তামাকের গুড়ায় মিশাইবার পূর্ব্বে একটু আগুণে গরম করিয়া পাতলা করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত প্রণালীতে যে তামাক তৈরি করা হইবে, তাহাতে চিটাগুড় গরম না করাই শ্রেয়ঃ; কারণ তাহাতে তামাক সুগন্ধি করার জন্য যে সকল মশলা মৃগনাভি, জাফরাণ, কেওড়া ও মধু ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, তাহার সুগন্ধ নষ্ট করিয়া দেয়।

(১১) যদি ঐ প্রণালীতে তৈরি তামাক অত্যন্ত কড়া হয়, তবে তাহার সঙ্গে আরো 'খাম্বিরা' মিশাইতে হইবে। যদি ইহাতে খরচ বেশী হয়, তবে তাহার সঙ্গে অল্পদামের মিঠা তামাক—'ডগি' ও 'ফানরি' তামাকের পাতা, তামাকের গাঁট বাঁধা ফ্যাক্টরীর কুড়ান গুঁড়া, বিড়ি তৈরির তামাকের উঁছা ইত্যাদি মিশাইতে হইবে।

(১২) আবার যদি তামাক খুব নরম বা মিঠা হইয়া পড়ে এবং তাহা আর একটু কড়া করা প্রয়োজন হয়, তবে তৎসঙ্গে সামান্য পরিমাণে সাজিমাটি মিশাইতে হইবে; কিন্তু তাহা কখনো বেশীমাত্রায় দেওয়া উচিৎ নহে।

(১৩) বলা বাহুল্য, তামাক-সেবী বা প্রস্তুত-কারী তামাকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার মনে করে, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন এক পাতায় থাকে না; সেজন্য অনেক সময় বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভিন্ন জাতের পাতাকে একত্রে মিশাইতে হয়। সাধারণ তামাকে 'মতিহারী' বা 'হিংলি' পাতা সস্তা ও নরম 'দ্বারভাঙ্গা' পাতার সঙ্গে মিশান হয়। মিশ্রিত করার আর একটা গুরু উদ্দেশ্য আছে। তামাক পছন্দ করার ব্যাপারে 'ফ্যাসন' একটা মস্ত জিনিস। যে লোক বা যাহারা একবার এক রকমের তামাক পছন্দ করিয়াছে, আজীবন তাহারা ঐ তামাকই চাহিবে। যদি তাহাদের অন্য স্বাদ বা গন্ধের তামাক দেওয়া হয়, তাহারা কখনো তাহা গ্রহণ করিবেনা। যদি বিশেষ মিশ্রণের ফলে তামাক-সেবীর তবিয়ত খুসী হইয়া যায় ও মনটা সেই তামাকে একবার আকৃষ্ট হয়, তবে প্রস্তুত কারীর ভাগ্য ফিরিতে দেরী হইবে না। প্রস্তুত-কারী সেই মিশ্রণের প্রণালী Trade secret হিসাবে রাখিয়া ব্যবসায় চালাইবেন।

অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

বিজ্ঞাপন বিবেচনা

বিজ্ঞাপন সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ যেখানেই বিজ্ঞাপন দেখিবে উহা পড়িয়া ফেলিবে। সর্ব্বপ্রথমে মোটামুটি বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া মনে মনে উহার সার ভাগ গ্রহণের চেষ্টা করিবে তারপর উহার খুঁটিনাটি গুলির প্রতি দৃষ্টি দিবে। প্রথম পদ্ধতির জন্য ধরুন একখানি সংবাদপত্র পাইলেন। তখন তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি উল্টাইয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইলেন, এবং তাহাতে যেসব বিজ্ঞাপন বিশেষভাবে চোখে পড়িল সেগুলি একটি নীল পেন্সিল দিয়া দাগ দিয়া রাখিলেন। যেখানে কোন লেখা লাইন বা ছবি ভাল লাগিবে, তাহাও দাগ দিয়া রাখিবেন। যখন দেহ খুব সতেজ ও প্রফুল্ল থাকে, তখনও এইরূপ করিবেন, এবং যখন খুব শ্রান্ত এবং ক্লান্ত বোধ করিবেন, তখনও এইরূপ করিবেন তারপর বিজ্ঞাপনগুলি খুব মনোযোগ দিয়া পড়িবেন। এবং আবশ্যক মত উহা কাটিয়া লইয়া অপর বিজ্ঞাপন হইতে কেন অধিক চিত্তাকর্ষী হইল তাহা মিলাইয়া দেখিবেন। মনে মনে প্রশ্ন করিবেন,—কি কারণে সব ছাড়িয়া সেই একটি বিজ্ঞাপনই ভাল লাগিল? হয়তো কাহারো বাগান কৃষি করার খুব সখ আছে। সে ইহার চিন্তাতেই বিভোর। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া রাত্রিতে চাঁদের আলোয় পর্য্যন্ত সে ক্ষেতের কাজ করে। এই আগ্রহের ফলে একদিন তাহার বালকের খেলনা সদৃশ বাগানের ছোট ছোট কৃষির যন্ত্রপাতিগুলি আর ভাল লাগিল না। তখন হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল, দেখিল লেখা রহিয়াছে "বাগানের যন্ত্র পাতি, কাঁচি, কোদাল, নিড়ানী, মই ইত্যাদি।" মনের উক্তরূপ অবস্থায় এই সকল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি পড়াই স্বাভাবিক; কিন্তু ইহা দ্বারা বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষতা প্রমাণিত হয় না।

মানসিক অবস্থা কৃষির যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রতি উন্মুখ না থাকা সত্ত্বেও যদি সেই বিজ্ঞাপনের প্রতিই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে উহা দ্বারা বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হইত। মনের সাধারণ অবস্থায় যে বিজ্ঞাপন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উহাই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন। নির্লিপ্ত মনই শ্রেষ্ঠ বিচারক। নতুবা যাহার টাক আছে তাহার কেশবর্দ্ধক তৈলের প্রতি এবং যে কোনরূপ নেশা করে না তাহার মদ্যাদি বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবেই। এরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের কোন বৈশিষ্ট্যও দাবী করা যায় না।

পরীক্ষা

যে বিজ্ঞাপনটি প্রথম দৃষ্টিতে ভাল লাগিল, তাহা পরে আবার মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখ, উহা পূর্ব্বের মত ভাল লাগে কিনা!

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে ছবি দেওয়া আছে তাহাই প্রধান আকর্ষণের বিষয়, না লেখাটাই প্রধান মনে হয়? লেখার সঙ্গে ছবি থাকায় কি আপনার মন সেই দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে? বিজ্ঞাপনের লেখায় কোন যুক্তি আছে কি না, যদি থাকে তাহা কি কেবল যুক্তি বলিয়াই মনে হয়, না সে লেখাতে মর্ম্মও স্পর্শ করে?

যদি লেখা পড়িয়া মনে হয় যে অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে, অথবা অনাবশ্যক ভাবে বাক্যচ্ছটায় আকৃষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে, তবে তাহা টুকিয়া রাখিবেন। কেননা, অতিশয়োক্তি অনেক সময় বিরক্তিকর বোধ হয়

আন্তরিকতা বিজ্ঞাপনের প্রধান বিষয়; কিন্তু যদি কোন বিজ্ঞাপন পড়িয়া মনে হয় যে লেখক যাহা বলিতেছে তাহা যেন সে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তবে সেরূপ বিজ্ঞাপন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে কয়েকটি বিজ্ঞাপন পরীক্ষা করিলেই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সহজেই ধরা যাইবে, এবং ইহার ফলে কি করিলে উপযুক্ত উপায়ে বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষী করা যায়, সে সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ হইবে।

শুধু জিনিসের নাম ও তাহার তৈরী কারকের নামই একটি প্রধান বিজ্ঞাপন। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থে এ প্রকারের বিজ্ঞাপন বেশ উপকারী। কিন্তু সরবরাহ ব্যবসায়ে ইহা কখনই যথেষ্ট হইতে পারে না। 'ঘোষের চন্দন সাবান' সকল দোকানে পাওয়া যায়। এইরূপ উক্তি বাজারে সাবান কাটতি করাইবার পক্ষে ভাল বটে, কিন্তু সরবরাহ ব্যবসায়ে শুধু এইটুকু বিজ্ঞাপন দিয়া বসিয়া থাকিলেই অর্ডার আসিতে থাকিবে না। সরবরাহ ব্যবসায়ীর আরও অনেক কথা বলা প্রয়োজন। তাহার কথাগুলি সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট হওয়া চাই, যাহাতে ক্রেতা সমূহ তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের যথাযথ পরিচয় পাইয়া উহা কিনিতে উৎসাহিত হইতে পারে।

প্রত্যেক বিজ্ঞাপনই খুব সহজ এবং স্পষ্ট হওয়া চাই। সরবরাহ ব্যবসায়ে প্রত্যেক জিনিসের গুণের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। সে যে বিজ্ঞাপনই দিক্ না কেন তাহার মধ্যে কিছু যুক্তি থাকিবেই। উহা অতিশয় সংক্ষেপে অল্প দুই চারিটী কথাতেই সারা যায়। বিজ্ঞাপন পড়িয়া লোকের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্নটি উদিত হয়। কারণ, সরবরাহকারীদের নিকট হইতে জিনিস লওয়া আমাদের এদেশের লোকের অভ্যাস নহে; তাহারা দরাদরি করিয়া দোকানের কাউণ্টার হইতে জিনিস কিনিতেই ভালবাসে; সুতরাং সরবরাহ ব্যবসায়ে জিনিসের পরিচয় ও দাম সম্বন্ধে কোন যুক্তির কথা না থাকিলে গ্রাহকগণের চিত্ত তাহার প্রতি সহজে আকৃষ্ট হইতে চাহেনা। ডাকযোগে মাল গ্রহণের স্বপক্ষে বিশেষ কোন জোরালো যুক্তি দেখান যায় না। অনেকে বলেন একখানা কার্ডে মালের জন্য অর্ডার লিখিয়া বসিয়া থাকা, তারপর মাল কবে আসিয়া পৌঁছিবে তাহার জন্য অনির্দ্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা অপেক্ষা সোজাসুজি দোকান হইতে মাল কেনাই ভাল।!

ইহা একদিকের কথা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সরবরাহ ব্যবসায়ের পক্ষেও এমন অনেক যুক্তি আছে যে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহা দ্বারাও অনেক লোককে ইহার আবশ্যকতা বুঝান যায়।

কয়েকটী যুক্তির কথা ধরা যাউক। এই সকল যুক্তি প্রয়োজনমত বাড়ান অথবা কমানো যাইতে পারে।

১। সোজা ফ্যাক্টরী হইতে মাল ক্রয় কর, কেননা সেখানে একবারমাত্র লাভ লওয়া হয়।

২। সদর রাস্তায় অধিক বাড়ীভাড়া দিয়া কোন খুচরা দোকান চালাইতে হইলে তাহার জিনিষের দাম বেশী না হইয়া পারে না।

৩। আমাদের জিনিষ যেদিন তৈরী হয়, সেইদিনই বিক্রয় হইয়া যায়। ইহাতে গ্রাহকের নিকট মাল পৌঁছিতে সামান্য বিলম্ব হইলেও, তিন মাস বা তিন বছরের মজুত খুচরা দোকানের আলমারী বোঝাই মালের মতো পুরাতন পচা জিনিষ পাঠানো হয় না।

৪। আমাদের জিনিসের এক দর। ইহাতে মধ্যবর্ত্তী মহাজন লাভ নিতে পারে না!

উপরোক্ত উপায়ে খরিদ্দারদিগকে ডাকযোগে জিনিস লওয়ার উপযোগিতা বুঝানো যাইতে পারে, অথবা বিশেষ কোন সুবিধা কিংবা জিনিসের বিশেষ বিবরণ দিয়াও গ্রাহকের চিত্ত আকর্ষণ করা যায়। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

"আমরা নিজেরা ছুরি কাঁচির প্রস্তত কারক নই, কিন্তু কাঞ্চন নগরের শত শত গৃহী আমাদের ব্যবসায়ে সরবরাহের জন্য প্রতিদিন প্রতিযোগিতা করিতেছে। এইরূপে আমাদের জিনিস বহুল প্রচলনের ফলে আমরা 'তীর' মার্কা ছুরি অতি কম দামে দিতে পারিতেছি। সহস্র সহস্র ছুরির অর্ডার দিবার ফলে যে সামান্য কমিশনের লাভ পাওয়া যায়, কেবল মাত্র সেইটুকু আমরা নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকী সব লাভ গ্রাহকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের ছুরির দাম সর্ব্বাপেক্ষা কম পড়ে, এবং তৈরী কারকের নিকট হইতে বরাবর মাল গ্রহণ করায় মধ্যবর্ত্তীদের লাভ দিতে হয়না।"

সরবরাহ ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের অর্থই যুক্তি। লোকে কেন আর সকলকে ফেলিয়া একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিবে, তাহার জিনিস অপরের অপেক্ষা ভাল হইল কিসে ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ জোরালো যুক্তি দিতে না পারিলে প্রতিযোগিতার বাজারে জিনিস চালানো শক্ত। বিজ্ঞাপন অর্থই সাক্ষাৎভাবে যাহার সহিত ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ হয়না, তাহার নিকট লিখিত ভাবে বক্তব্য জ্ঞাপন করা।

বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষী হওয়া চাই। বাহিরে গুণও সৌন্দর্য্য খুঁজিতে না গিয়া বিজ্ঞাপনের বিষয়ের মধ্যেই যাহাতে সৌন্দর্য্য ও কৌতুহল ফুটিয়া উঠে তাহার চেষ্টা কর। যে বালিকা চাকচিক্য পূর্ণ পোষাক দিয়া আপনার দেহে সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চাহে, নানাবিধ গাউন, টুপী, জুতার বাহার দেখাইয়া সুন্দরী বলিয়া দাবী করে, সে তাহার পোষাককেই দেখায়, নিজকে নহে এবং পোষাকের অতি বাহুল্যে সে নিজে ঢাকা পড়িয়া যায়।

বিজ্ঞাপনের বেলাতেও এই কথা খাটে। নানা জিনিষের বিজ্ঞাপন দিতে হইলেও প্রত্যেক জিনিষেরই কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। বিবিধ বিষয়ের লেখকের মত বিবিধ বিজ্ঞাপনের পাঠকগণও নানা কথা জানিতে যায়। আপনি যে লেসের (lace) বিজ্ঞাপন দিতেছেন তাহা কোথায় কিরূপে তৈরী হয়, উহা দেখিতে কেমন ইত্যাদি সংবাদ জানিতে পাঠকের কৌতুহল না আসিয়া পারেনা। এজন্য বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছবি দেওয়া বিশেষ উপকারী। অনাবশ্যক ভাবে একটি পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি না দেখাইয়া বিজ্ঞাপনে বক্তব্য বিষয়ের ছবি সন্নিবেশ করা শত গুণে ভাল।

একরকমের বিজ্ঞাপন দিয়া লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া আবার উহা অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন করা ব্যবসায়ের পক্ষে অনিষ্টকর।

বিজ্ঞাপনের কথাগুলি বেশ সরল, সোজা এক কৌতুহলোদ্দীপক হওয়া চাই। যদি কেহ নিজে ইহা না পারে, তবে অপরের উপর ভার দেওয়া উচিত।

কখনও অপভাষা প্রয়োগ করিতে নাই। বিশুদ্ধ ভাষা যাহা উচ্চারণে কষ্ট নাই, অথচ বলিলে বেশ জোর বুঝায়,এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিবে। বহু প্রকারের টাইপে বিজ্ঞাপন সাজাইবেনা। ইহাতে পাঠকের চক্ষুতে পীড়া দেয়। যদি কোন খবরের কাগজ এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে জনমত গঠন কঠিন সমস্যায় পরিণত হইত। কারণ লোকের উহা পড়িবার আগ্রহ থাকিত না। নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিতে হইলে অথবা পুরাতন বন্ধুর নিকট অতীতের আকর্ষণ স্মরণ করাইতে হইলে যেরূপভাবে লোক পত্র লেখে, সেইরূপ ভাবে বিজ্ঞাপনের কপি লিখিলে লেখার ঢং দীর্ঘস্থায়ী হয়, কিন্তু টাইপের নানা প্রকার চাকচিক্য দেখিয়া লোক ভুলেনা। কারণ যুক্তিই লোকের মনে থাকে, টাইপ নহে। স্মরণ রাখিবে পাঠকের নিকট যেখানে যুক্তির আবশ্যক সেখানে চীৎকার অশোভন।

লোকের হৃদয় জয় করাই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে লোকের নিকট আস্তে, বিশ্বাসযোগ্য ভাবে অতিশয়োক্তি না করিয়া কথা বলা আবশ্যক। যাহার সহিত কথা বলিবে যেন সে বুঝিতে পারে যে তাহার মধ্যে বাজে কথা নাই। বলিবার বিষয় যাহাতে হৃদয়গ্রাহী হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতার ইহাই একমাত্র কাজ নহে। বিজ্ঞাপন যাহাতে লোকে পড়ে, তাহাও দেখিতে হইবে। জনসাধারণ বিজ্ঞাপন পড়িবার জন্য দৈনিক অথবা মাসিক পত্রিকা ক্রয় করেনা। সংবাদ অথবা প্রবন্ধ পড়াই তাহাদের পত্রিকা ক্রয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং গ্রাহকের দৃষ্টি যাহাতে বিজ্ঞাপনের দিকেও আকৃষ্ট হইতে পারে তজ্জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের উপযুক্ত স্থানে বিজ্ঞাপন বসাইবার জন্য অনেক ভাবিতে হয়। লোকের দৃষ্টিই যদি না পড়িল তবে আর বিজ্ঞাপন দিয়া কি লাভ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সাধারণভাবে চোখ বুলাইয়াও বিজ্ঞাপন দেখা যায়, আবার খুঁটি নাটি লক্ষ্য করিয়াও দেখা যায়। যাহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহাদের এই দুই দিকের কথাই ভাবিতে হয়। কেননা বিজ্ঞাপনের গড্ডলিকায় কত বিষয় এবং কত লেখাই ত বাহির হয়। প্রত্যেক বিজ্ঞাপন দাতাই তাহার নিজ বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া নিজের বিজ্ঞাপনের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্যই বিজ্ঞাপনে ছবি দেওয়া হয়, এবং নানারূপ অদ্ভুত উপায়ে সাজাইয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া কোন প্রধান পথ নাই। ছবি, লেখা, উদ্ধৃতি, সাদা অংশ, সুন্দর বর্ডার প্রভৃতি সমস্তই গ্রাহকের মনে আংশিক ভাবে কাজ করে। সম্পাদকগণ সাধারণতঃ সম্পাদকীয় লেখার মত বিজ্ঞাপনের কপি গ্রহণ করিতে চান না, করিলেও উহা ছাটিয়া কাটিয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত করিয়া থাকেন। এবং টাইপগুলি বদলাইয়া দেন। সুতরাং লেখার

ধরণ এবং টাইপ মনোহারী করিতে অভিজ্ঞতা চাই। এখানে কোন সখের বিজ্ঞাপন লেখকের স্থান নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হইবার আশঙ্কা আছে; সুতরাং অভিজ্ঞ লোক দিয়াই এসকল কাজ করাইতে হয়।

একেবারে সহজভাবের লেখা কোন কোন স্থলে বেশ মানায়, কিন্তু সকল স্থানে ইহা উপযোগী নহে। যে লেখায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাই বিজ্ঞাপনের একটি প্রধান অংশ। কোন্ লেখায় চোখ্ বসিলে উহা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, এবং উহা লইয়া পাঠক ভাবিতে থাকে—দেখি ইহার মধ্যে কি আছে।" একবার ঔৎসুক্য জাগাইতে পারিলেই বুঝিবে আসল কথা বলা হইল। কিন্তু যাহার সহিত আসল বিষয়ের সম্পর্ক অল্প, তাহা লইয়া লোকের কৌতুহল জাগাইবার চেষ্টা ভাল নয়; যেমন বিজ্ঞাপন দিবে হয়ত ঘড়ির, কিন্তু বক্তৃতা আরম্ভ করিলে অভ্রভেদী হিমালয় লইয়া। শেষ কালে পড়িতে দেখা গেল যে হিমালয়ের কথা অবান্তর, উহার নামে ঘড়ির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেই এইরূপ বাজে কথার অবতারণা হইয়াছে, ইহাতে লোকের মন তিক্ত হয়। সুতরাং জিনিসের প্রতি ঔৎসুক্য জাগাইতে হইলেও এমন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত, যাহার সহিত বিষয়ের সম্পর্ক আছে।

বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা বিজ্ঞাপন সাফল্যের অন্যতম উপায়। যে জায়গায় যে জিনিস প্রচলনের উপযুক্ত স্থান, সেই স্থানে সেই জিনিসটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। এক জায়গায় সকল জিনিসেরই সমান বিজ্ঞাপন দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

যাহারা এক অথবা দুইটি জিনিসের ব্যবসায় করে, তাহাদের ক্যাটালগ ছাপাইবার আবশ্যকতা হয় না। দুই তিন বা চারি পৃষ্ঠার প্রচার পত্র ছাপাইলেই তাহাদের চলে। কিন্তু যাহারা একাধিক জিনিসের কারবার করে, তাহাদের তালিকার বই না ছাপাইয়া উপায় নাই। প্রচারপত্র মুদ্রণের পূর্ব্বে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ যে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিবে, সে কাগজ বেশ ভাল হওয়া চাই। খুব পুরু অথবা খুব মসৃণ হইলেই কাগজ ভাল হইল না, যে জিনিসটি হাতে লইলে দেখিতে ভাল লাগে, উহা বার বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই ভাল কাগজ। কাগজের ভাল মন্দ অনেক সময় রংএর উপরও নির্ভর করে। এসম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ বাধিয়া দেওয়া সম্ভব নয়, পছন্দের উপরেই সব ব্যাপার নির্ভর করে। হয়তো কাগজ খুব সুন্দর হইল, কিন্তু এমন কালীতে উহা ছাপা হইল যে সে কালীর সহিত কাগজের খাপ খায় না। অথবা সে কাগজের উপর যে কালী ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা খাপ খায়না, তখন কাগজ ও কালী ভাল হওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর জিনিসটি বিশ্রী হইয়া পড়ে। এজন্য বিজ্ঞাপন ছাপিবার পূর্ব্বে কাগজ, কালী, লেখা ও বিজ্ঞাপনের সাজ সজ্জা, টাইপ নির্ব্বাচন প্রভৃতি সকল দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

তারপর লেখার কথা। লেখা কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। গ্রাহকের নিকট যেরূপ বিনয় নম্র ব্যবহার সৌজন্য ও শিষ্টাচারের সহিত পত্র লিখিতে হয়, তেমনি অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায়ের প্রচার পত্রগুলিতেও মাধুর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতা থাকা আবশ্যক। কথার জাঁক কার্য্যোদ্ধারের একমাত্র উপায় নহে, বরং অল্প কথায় সরলভাবে কাজ

সমাধা করা অনেকক্ষেত্রে সহজ হয়। ব্যবসায়ীর মনে রাখিতে হইবে, যে সে যে চিঠি লিখিতেছে সে চিঠি তাহার প্রিয়জনের নিকট পৌঁছিবে, সুতরাং যাহার হাতে উহা পড়িবে তাহার যাহাতে ভাল লাগে এমন করিয়া চিঠি খানি লিখিতে হইবে। অনেক ব্যবসায়ী আছে তাহাদের স্বল্পভাষী বিনয় নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়, কিন্তু কাগজে কলমে কোন বিজ্ঞাপন বা পত্র লেখার প্রয়োজন হইলেই সে আবোল-তাবোল বাজে কথা বকিতে থাকে। এইজন্য তাহার লেখক নিযুক্ত করা আবশ্যক। তাহারা সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য যাহা লিখিয়া দিবে উহা ব্যবসায়ী নিজে পরীক্ষা করিয়া তারপর ছাপিতে দিবে। নিজে পরীক্ষা না করিয়া কোন কাজে সম্পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভর করিবে না একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্যবসায়ীর নিজ বুদ্ধিই বিজ্ঞাপনের ভাল মন্দ নিরূপণের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

কিরূপে আরম্ভ করিবে

ভূমিকায় অধিক সময় অথবা শক্তি ক্ষয় না করিয়া অল্প দুই চারিটী কথার পরেই আসল বিষয় বলিতে আরম্ভ করিবে। প্রথমেই প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করাও মন্দ নয়।

আজকাল একটু বিশিষ্ট লোক হইলেই তাহার নিকট এত অধিক সংখ্যক ছাপানো কাগজ যায়, যে উহার কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ লক্ষ্য না করিয়াই অনেকে উহা কাগজের টুক্‌রীতে ফেলিয়া দিয়া থাকেন। যাহাতে লেখা ও ছাপার অভিনবত্ব দ্বারা গ্রাহকগণের অপ্রীতি ও বিরক্তি দূর করা যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

এমন এক সময় ছিল যে হয়তো গ্রামোফোনের কথা বলিতে যাইয়া লোক পিরামিড, এসিয়া মাইনর, চীন সম্রাট প্রভৃতির বড় বড় বিবরণ দিয়া পরে গ্রামোফোনের কথা উল্লেখ করিত। কিন্তু আজকাল জনসাধারণ এরূপ বিজ্ঞাপনের ঘোরালো ব্যবস্থায় অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে।

সহজভাবে না বলিয়া যদি একটু ঘুরাইয়া বলিবারই ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা অন্য প্রকারেও করা যায়। গ্রামোফোনের কথাই ধরা যাউক।

বিজ্ঞাপন দাতা আরম্ভের সময় বলিতে পারেন,—"বালক বালিকা বর্ষার সন্ধ্যায় কি করে?" "তাহারা কি ভালবাসে?" হয় তো ইহার উত্তর হইবে "গল্প শুনিতে।" কিন্তু তার পরে গ্রামোফোনের কথা আনিলে উহা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে না।

দোকানে জিনিস বিক্রয়ের সময় গ্রাহকদের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা বলা হয়, বিজ্ঞাপনের মধ্যেও তাহাই অনুকরণ করিলে বেশ ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। মনে মনে একজন বন্ধু ঠিক করিয়া তাহার নিকট তোমার জিনিস কেন বিক্রয় হইবে, কি জন্য লোকের উহা ক্রয় করা উচিত, বিশেষ কোন অবস্থায় তুমি নিজেও উহা কিনিতে ইত্যাদি যুক্তি বুঝাইয়া বল; এবং এই যুক্তি গুলি বিজ্ঞাপনে লিপিবদ্ধ করিলেই বেশ সুন্দর বিজ্ঞাপন হইল। প্রচার পত্রের ইহা একটি প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রে অব্যর্থ কৌশল।

আরাটুন ষ্টীফেনের জীবনী

বাংলাদেশ জগতের কামধেনু হইয়াছে। বিদেশীরা যাহা আশা করিয়া এখানে আসিতেছে অধ্যবসায়বলে তাহারা তাহাই পাইতেছে। কোন জাতিই বাংলায় আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। বাংলা দেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয় না। বাঙ্গালীর ছেলে হাজারে হাজারে গোলামখানায় যাইয়া অর্থ ব্যয় করিয়া গোলামী শিখিতেছে, আর পাগলের ন্যায় "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। গোলামখানা হইতে বাহিরে আসিয়া গোলামীর কাজ না পাওয়ায় হা অন্ন! হা অন্ন! করিতেছে।

বাঙ্গালীর ঘরে অন্নাভাব। যাহারা কিছু উপার্জ্জন করিতেছে তাহারা তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিয়া একেবারে সাত সমুদ্র তের নদী পারে পাঠাইতেছে। বর্ত্তমান যুগে ব্যবসাই রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি। যে কয়েকটী দেশ শক্তিশালী তাহারা

সকলেই বাণিজ্যে নিপুণ। শক্তিশালী জাতি মাত্রেই বাণিজ্য বিস্তারে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। জাপান বৃটীশ শাসিত ভারতে তাহার পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কত চেষ্টা করিতেছে। বাণিজ্য ব্যতীত কোন জাতি শক্তিশালী হইতে পারে না।

জগতের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র পরিচালনে,আইন ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতেছেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডুইন লৌহ ব্যবসায়ী। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড সাহেব ও ভারত সচিব বেন সাহেবের সহিত বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোন সংশ্রব ছিল না। আমরা হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি, স্বগ্রাম, নিজ নিজ জেলা ও স্বদেশের সর্ব্বরকম ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া স্বরাজ আন্দোলন চালাইতেছি এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিতেছি। আবার পরস্পরের মধ্যে দলাদলি করিয়া বিপক্ষ দলের নানাপ্রকার সত্য মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া, জন সমাজে তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার এবং আপন দলকেই একমাত্র ত্যাগী ও দেশ হিতৈষী ঘোষণা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

পারস্য দেশের ইস্পাহান প্রদেশে জকো নামক স্থানে ১৮৬১ সালে ২৩শে এপ্রিল আরাটুন ষ্টীফেনের জন্ম হয়। ইনি জাতিতে আর্মেনিয়ান। আর্মেনিয়ায় অশান্তির জন্য একদল আর্মেনিয়ান পারস্য দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইহার পিতামহ এদেশে আসিয়া আর্মেনিয়ান সমাজে পৌরহিত্য করিতেন। তিনি এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া ঢাকায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন জকোর গ্রাম্য-বিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষা শেষ হয়।

বাল্যকালেই জকোয় তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতার সোণারূপার দোকানে শিক্ষা নবিশ রূপে প্রবেশ করেন। পারস্যের অনেকেই ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভারতে আসিয়াছেন এবং এখনও আসিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতার দোকানে এক বৎসর থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি পারস্য দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি পারস্য দেশবাসী, কাজেই ইংরাজীর সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন যে কলিকাতার ব্যবসায়ে ইংরাজি জানা একান্ত আবশ্যক। অবিলম্বে তিনি আর্মেনিয়াণ কলেজের তৎকালীন ম্যানেজার কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মিঃ জে, সি, গ্যাল্‌সটনের খুল্লতাত ম্যাকার্টিচ গ্যাল্‌স্টনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইহার পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া আর্মেনিয়ান কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই কলেজ ব্যাটাভিয়া ও আর্মেনিয়ান চার্চ্চ ভুক্ত এবং যাঁহারা কলেজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের ১৪ জন ছাত্রকে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিবার প্রথা ছিল।

ষ্টিফেন একশত টাকা মাত্র সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তিনি এই কলেজে বিনাবেতনে পড়িবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার আবেদন শুনিয়া ও ম্যানেজার তাঁহাকে অবস্থাপন্ন ভাবিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কলেজে স্থান না পাইয়া তিনি অসহায় অবস্থায় বিদেশে এই একশত টাকা মাত্র সম্বল লইয়া আপনার ক্ষুদ্র শক্তির উপর নির্ভর করিয়া

অদম্য উৎসাহে ও আগ্রহে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। অগত্যা তিনি মাসিক দশ টাকা বেতন দিতে স্বীকৃত হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার টাকা ফুরাইলেও তিনি হতাশ হন নাই। স্কুলে পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতায় তাঁহার খুড়ীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। অধ্যয়নের জন্য একান্ত ঔৎসুক্য দেখিয়া তাঁহার খুড়ী এক বৎসরের পড়িবার ব্যয় ভার বহন করেন। এই-রূপে ১৮ মাস কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন, ইহাতে তিনি আর্মেনিয়ান হেড মাষ্টার টি, ষ্টীফেনের সাহায্য পাইয়াছিলেন।

পারস্য দেশে থাকিতেই তিনি জহুরীর কাজে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলেজের শিক্ষক তাঁহাকে কলিকাতার বিখ্যাত জহুরী জন বোসেকের দোকানে লইয়া গিয়া শিক্ষানবীশরূপে ভর্ত্তি করিয়াদেন। খোরাক বাদে তাঁহার মাসিক ২০৲ টাকা বেতন ধার্য্য হয়। বোসেকের দোকানে তিনি দুই বৎসর মাত্র থাকিয়া কলিকাতায় কাজ চালাইবার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাঁহার দোকান ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং ব্যবসা খুলিবার মনস্থ করেন। জহুরীর কাজ, ভূষিমালের কাজ নয়; ইহা সামান্য মূলধনে হয় না। কিন্তু ষ্টীফেন কিরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন তাহা এই ব্যাপার হইতেই পরিস্ফুট হইল।

১৮৮৪ সালের মে মাসে তিনি স্বাধীন ভাবে নিজের ব্যবসা খুলিলেন। তাঁহার খুড়ী তাঁহার বিলিয়ার্ড খেলিবার প্রকোষ্ঠটী দোকান করিবার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কলিকাতায় বড়

বড় জহুরী যে কাজ শীঘ্র করিয়া দিতে পারিতেন না তিনি সেই কাজ করিবার মনস্থ করেন। সৎ ও যোগ্য কারিকর বলিয়া তাঁহার বেশ নাম হইয়া গেল, এজন্য অনেকে তাঁহাকে কাজ দিতে লাগিলেন। কলিকাতার বড় বড় ও পুরাতন জহুরীদের সহিত তাঁহার কাজ চলিতে লাগিল। দুই বৎসর কাজ করিয়া তিনি দশ হাজার টাকা সঞ্চয় করিলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার কাজ বাড়িয়াই চলিল। খুড়ীর বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘরে আর স্থান সঙ্কুলান হইল না। এ কারণ তিনি দীর্ঘকালের জন্য ১৯নং চৌরঙ্গীতে একটী দোকান ইজারা লইলেন। এই দোকানে পূর্ব্বে ফ্রেডারিক পেলিটীর কারবার ছিল। ১৮৬১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি এই দোকান খুলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার ভ্রাতা এম, ষ্টীফেনকে অংশীদার করিয়া কারবার আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি শিমলায় একটী শাখা স্থাপন করেন। কলিকাতার ব্যবসার ভার তাঁহার ভ্রাতার হস্তে দিয়া তিনি শিমলায় যান। এই ব্যবসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা ও শিমলায় যাতায়াত করিতে হইত।

তিনি যখন চৌরঙ্গীতে দোকান খুলেন, তখন এই রাস্তায় কোন দোকান ছিল না। ড্যালহাউসী স্কোয়ারই ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনিই প্রথমে চৌরঙ্গীতে দোকান খুলেন। ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইতে তাঁহার দোকান দূরে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার কার্য্যের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রতিকূল আশা করিয়াছিলেন। যাহা হউক অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কারবারে এরূপ প্রসার ও প্রতিপত্তি হইল যে তিনি কলিকাতার ব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। দুইবৎসরের মধ্যে তাঁহার শিমলার কারবারে যথেষ্ট উন্নতি হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৮৯ সালে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহার কারবারে অন্যকোন অংশীদার না থাকায় তিনি শিমলার কারবার তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

কিছুদিন তিনি কলিকাতার দোকানে একাই কাজ চালাইতে থাকেন; কিয়ৎকাল পরে তিনি রেঙ্গুন হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আব্রাহাম জনকে কলিকাতায় আনিয়া ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। ব্যবসায়ে ষ্টীফেনের ক্রমাগত উন্নতির কারণ এই যে ভারতবর্ষ এবং বিলাতে ব্যবসায়ের বাজারে তাঁহার খুব সুনাম হইয়াছিল। ব্যবসায়ী মহলে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হইয়াছিলেন এবং অনেকেই তাঁহাকে নিঃসন্দেহে হাজার হাজার টাকার মাল ছাড়িয়া দিতেন। তাঁহার জহুরীর ব্যবসায় এ, ষ্টীফেন এণ্ড কোং নামে পরিচালিত ছিল। ১৮৯৭ সালে তিনি ১৯নং চৌরঙ্গীর নিচের তলায় বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে দোকান তুলিয়া আনেন।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে হেনরী ও বেহরীন কোং ইউরোপ হইতে বহু জহরত আমদানী করিতেন। ষ্টীফেন তাঁহাদের নিকট হইতে বহু সহস্র টাকার মাল ধারে পাইতেন—এবং তিনি এই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেন। কলিকাতার প্রথম হীরক ব্যবসায়ী Grinberg Brothers of Paris ষ্টীফেনকে বিক্রয়ের জন্য ধারে বহু মূল্যের হীরা দিতেন। ব্যবসায়ে ক্রমশঃ অর্থাগম হইলেও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল; পরে

তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯০১ সালের জুলাই মাসে লোকান্তরিত হন।

১৮৮০ সালে ষ্টীফেন বিবাহ করেন। খুব জাঁকজমকে বিবাহ হইয়াছিল। আহূত ব্যক্তি-বর্গের অভ্যর্থনার জন্য তিনি টিভলী বাগান ভাড়ায় লইয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতা ও দার্জ্জিলিঙ্গের খুব বড় জমীদার ছিলেন। ১৮৯২ সালে তিনি জে, ই, ডি এজরার নিকট হইতে ২৮নং থিয়েটার রোডের বাটী ক্রয় করেন। দুই বৎসর বাদে তিনি উচ্চ মুল্যে এই বাটী বিক্রয় করেন। তৎপরে তিনি চৌরঙ্গী রোডের ১৬নং বাটী ক্রয় করেন। এই বাটীতে রয়াল থিয়েটার হইত। তখন ইহা দ্বিতল বাটী ছিল। এই বাটীতে রয়াল হোটেলও ছিল। ষ্টীফেন যখন ইহা খরিদ করেন তখন ইহার ভগ্ন দশা। এই বাটীর অপর অংশে গ্র্যাণ্ড হোটেল ছিল। জনৈক মহিলা এই হোটেলের মালিক ছিলেন। ষ্টীফেন ইহার সম্মুখ ভাগ ভাঙ্গিয়া নুতন ভাবে তৈয়ার করেন। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয় এবং উক্ত মহিলা এই খানেই আবার গ্র্যাণ্ড হোটেল খুলেন।

১৮৯৫ সালে তিনি ১৭নং চৌরঙ্গীর বাটী দীর্ঘকালের মেয়াদে খরিদ করেন। এই বাটীরও তিনি অনেক উন্নতি সাধন করেন। চৌরঙ্গী পূর্ব্বে সাহেবদের বাসস্থান ছিল; তিনিই এখানে দোকান খুলিয়া ইহাকে বাজারে পরিণত করেন। বড় বড় জানালায় কাঁচের শার্সি দিয়া দোকান সাজানো, তিনিই প্রথমে প্রচলন করেন। ইহাতে দোকান খুলে ভাল এবং বিজ্ঞাপন প্রচারও খুব জমকালো ভাবে হয়। কলিকাতার ধনী বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

লাভজনক জহুরীর কাজ অতঃপর বন্ধ করিয়া তিনি বাটী খরিদ ও হোটেলের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং ১৯০৬ সালে তিনি জহুরীর ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে চৌরঙ্গী রোডে ১৬ ও ১৮নং বাড়ী খরিদ করিয়া তিনি প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তিনি ডালহাউসী স্কোয়ার, পার্ক ষ্ট্রীট, ক্যামাক ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে মুল্যবান ভূমি খরিদ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান। ডালহাউসী স্কোয়ারে ষ্টীফেন হাউস তাঁহার নামের স্মৃতি বহন করিতেছে।

দার্জ্জিলিঙ্গে তিনি হোটেল মাউণ্ট এভারেষ্ট নির্ম্মাণ করেন। দার্জ্জিলিঙ্গের নিকট তিনি একটী বৃহৎ বাগান বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাটী নির্ম্মাণের জন্য তিনি বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদে ডিবেঞ্চার বাহির করিয়াছিলেন। গৌরীশঙ্কর অভিযানকারীদলকে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আর্মেনিয়ান চার্চের সহিত তিনি দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি ইহার ম্যানেজার ছিলেন এবং দুইবার ইহার ওয়ার্ডেন ছিলেন। যে আর্মেনিয়ান কলেজে বিনা বেতনে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়া তিনি বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই আর্মে-নিয়ান কলেজকেই নানারূপে সাহায্য করিয়া-ছিলেন। তিনি কলিকাতার পার্শী বিদ্যালয়েও সাহায্য করিতেন। পারস্যের সম্রাট তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। স্বজাতিয়ের প্রতি সাহায্যদানে ষ্টীফেন মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি নিজে জামীন হইয়া জে, সি, গ্যালষ্টনকে ৩০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেওয়াইয়া দিয়া ছিলেন। এরূপ দুঃসাহসিক কাজ করিবার লোক বাঙ্গালীর মধ্যে একজনও নাই। মৃত্যুকালে

ফন ১১৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; এই সময়ে তাঁহার ৭৩ লক্ষ টাকা ঋণও ছিল। কেবলমাত্র সম্পত্তি ও আয় বৃদ্ধির জন্যই ষ্টীফেন ঋণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলার জমীদারেরা বিলাসিতার বহর বাড়াইবার জন্য ঋণ গ্রস্ত হইয়া শেষে সামলাইতে না পারিয়া ঋণ মুক্তির জন্য কোর্ট অভ্ ওয়ার্ডসের নিকট জমীদারী তত্ত্বাবধানের ভার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়েন। ষ্টীফেন কলিকাতায় ৪৩ বৎসর ব্যবসা করিয়া নেট্ ৪০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন, এবং সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

১৮৯৫ সালে ষ্টীফেন পত্নী ও তিন সন্তান সহ ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে গিয়াছিলেন, পরে তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গত ১৯২৭ সালের ১৪ই মে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ ক্যামাক ষ্ট্রীটের ভবনে হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবাপত্নী, দুই পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া যান। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় ইউরোপে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি উইল করিয়া কয়েক জনকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ট্রাষ্টীরা তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

ষ্টীফেনের জীবনীতে বাঙ্গালীর শিখিবার অনেক বিষয় আছে। অনুন্নত পারস্যদেশ হইতে সহায় সম্পদহীন এক যুবক কলিকাতায় আসিয়া অধ্যবসায়গুণে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া কিরূপে একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিকের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া বাঙ্গলার ভগ্নহৃদয় তরুণেরা আবার নূতন আশায় আশান্বিত হইয়া নূতন উদ্যমে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন।

শ্রীরামানুজ কর।

নানারূপ টয়লেট প্রস্তুত প্রণালী

কেশ তৈল সুগন্ধ করিবার উপাদান

যে কোন তৈল অর্থাৎ নারিকেল তৈল, সুইট অয়েল, চামেলী অথবা তিল তৈল লইয়া তাহাকে অ্যালক্লাইন রুট দিয়া রং করিবার ইচ্ছা হইলে রং করিয়া নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দিলেই সুন্দর কেশ তৈল হইতে পারে।

অটো অফ রোজ	।।০ ড্রাম
অয়েল রোজ মেরি	২ ড্রাম
অয়েল বারগামেট	২ ড্রাম
অয়েল নিরোলী বা লেমন	২ ড্রাম
অয়েল কাশিয়া	১০ ফোঁটা

উপরোক্ত মসলাগুলিতে প্রায় অর্দ্ধ গ্যালন তৈল সুবাসিত হইবে।

ফ্লোরিডা ওয়াটার প্রস্তুত প্রণালী

অয়েল ল্যাভেণ্ডার	৪ আউন্স
" বার্গামেট	৪ "
" সিনামন (দারুচিনির তৈল)	২ ড্রাম
" ক্লোভ বা লবঙ্গের তৈল	২ ড্রাম
" নীরোলী বা লেবুর তেল	২ ড্রাম
বিশুদ্ধ মৃগনাভী চূর্ণ	৪ গ্রেন
কোলন স্পিরিট (৯৫ পারসেণ্ট)	১ গ্যালন

একটী কাঁচের জারে এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্লটিং দ্বারা ফিল্‌টার করিয়া লইলেই ফ্লোরিডা ওয়াটার প্রস্তুত হইবে। তাহার পর যথাযোগ্য লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য যে কোন ভাল ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

অডিকোলন প্রস্তুত প্রণালী

"সায়েন্টিফিক আমেরিকান" নামক প্রসিদ্ধ পত্রে উৎকৃষ্ট অডিকলোন প্রস্তুতের নিম্নলিখিত "ফরমুলা" বাহির হইয়াছিল।

অয়েল সিড্রাট	৯ ড্রাম
অয়েল থাইমি	২ ড্রাম
অয়েল বারগামট	৬ ফোঁটা
অয়েল লিমন	৬ "
অয়েল অফ্ পর্টুগাল অরেঞ্জ	৪ "
অয়েল নিরোলী	২ "

,, ভারবিনা	২	,,
,, রোজ মেরী	২	,,
,, ইউডিমেলিসি	২	,,
টিং মাস্ক্	২	,,

এই সকল দ্রব্যের সহিত আলকোহল (৯৫ পারসেণ্ট) কোয়াটার মিশ্রিত করিলেই খুব ভাল অডিকোলন্ প্রস্তুত হইবে।

অডিকোলন্ প্রস্তুতের নানা প্রকার মতভেদ এবং নানা প্রকার প্রক্রিয়া থাকিলেও যাহা ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া জন সমাজে আদৃত হইয়াছিল, তাহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। তাহার অনুকরণ অনেকেই হইয়াছে, কিন্তু তেমনটী হয় নাই। আমরা আজ সেই প্রাচীন ফরমূলা সংগ্রহ করিয়া সাধারণকে উপহার দিতেছি—

প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

অয়েল নিরোলী	১০ ফোঁটা
অয়েল লিমন	১০ ফোঁটা
অয়েল বাবগামট্	৫০ ফোঁটা
অয়েল শেড্রাট	১৫ ফোঁটা
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	১৮ ফোঁটা
অয়েল রোজ মেরি	১০ ফোঁটা
মেলিসা ওয়াটার (Melissa water)	৪॥০ আউন্স
রেক্‌টীফায়েড্ স্পিরিট	৩০ আউন্স

এইগুলি উপকরণ। প্রথমে একটী কাঁচের বড় বোতলে সমস্ত "অয়েল" অর্থাৎ তৈলগুলি এবং রেক্‌টীফায়েড্ স্পিরিট একত্র করতঃ মুখ বন্ধ করিয়া খুব জোরে সঘনে আলোড়ন করিতে থাকিবে। তাহার পর একটা কক্ষে, যে কক্ষের উত্তাপ ফারণ হিট তাপমান যন্ত্রের ১২০ হইতে পারে, এরূপ ঘরে ৪৮ ঘণ্টা ঐ কাচের বোতলটা রাখিয়া দিবে, ইহা করিলেই তৈলগুলি সুচারুরূপে স্পিরিটের সহিত মিশিয়া যাইবে। তাহার পর অন্য একটা কাচের জারের মুখে ২।৩ খানি ব্লটিং দিয়া ব্লটিং এর উপর হস্তের মুষ্টি দ্বারা একটু চাপ দিলেই তাহা বোতলের ভিতর কতকটা ঢুকিয়া যাইয়া একটা খোঁদল পারা হইবে। ইহার উপর পূর্ব্বোক্ত বোতলের মুখ হইতে কাঁচের ছিপি খুলিয়া লইয়া, একটী কর্কের ছিপি দিয়া, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র নল সংযোগ কর। তাহার পর বোতলটা ঐ ব্লটীং ফিল্টার দেওয়া বোতলটার উপর উপুড় করিয়া দাও। তাহা হইলে মিশ্রিত দ্রব্য আস্তে আস্তে ঐ নল দিয়া ব্লটীং এর উপর পড়িয়া ফিল্টার বা পরিষ্কার হইবে। কিন্তু দুই বোতলের সংযোগস্থল কোন উপায়ে অবরুদ্ধ করা চাই নচেৎ রেকটীফায়েড্ স্পিরিট উড়িয়া যাইবে এবং গন্ধ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। যখন ফিলটার করিবে, সেই সময় মেলিসা ওয়াটার মিশাইয়া তাহার পর ফিল্টার করা উচিত। ফিল্টার করিয়া ২৪ ঘণ্টা কোন স্থানে রাখিয়া দিবে, তাহার পর Bottle করা উচিত। এইরূপ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অডিকলোন খুব ভাল অডিকলোন বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে।

সুগন্ধি লোসন্

ইহার দ্বারা চামড়া কোমল, মসৃণ ও সুন্দর হয়, গালের মেচেতা ও মুখের কোমলত্ব নষ্ট হওয়া নিবারিত হয়, তাহাছাড়া ইহাতে রং ফর্সা করে। সুন্দর শিশিতে লেবেল দিয়া প্রত্যেক শিশি ॥০ আনা মূল্যে বিক্রয় হওয়া উচিত।

কেমন করিয়া এই সুগন্ধি লোশন প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্লিসারিন	১ আউন্স
অ্যাকোয়া মেলিস	১ আউন্স
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার	৩ ড্রাম
কমলালেবুর ফুলের জল	১ আউন্স
অটো ডি রোজ	৫ ফোঁটা
রেক্‌টীফায়েড স্পিরিট	আধ আউন্স

প্রথমে অটোডি রোজকে স্পিরিটে গলাইয়া তাহার পর অন্যান্য জিনিষ মিশাইয়া ফিল্‌টার করিয়া লইয়া শিশিতে পুরিতে হইবে।

ব্যবহার বিধি :—স্নানের পর উপরোক্ত দ্রব্যে তুলা বা পরিস্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া গালে, ঘাড়ে বাহুতে দিতে হয়, রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেও ইহা লাগাইয়া শুইতে হয়।

Rose Cream (রোজ ক্রিম)

ইহা উৎকৃষ্ট চর্ম্মরোগ নাশক, মুখশ্রী বর্দ্ধক। সুন্দরীগণের চির মুখশ্রী রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

পল্‌ভ ট্রাগাসান্থ	২ ড্রাম
অয়েল রোজ জিরানিয়াম	১৫ ফোঁটা
রেকটী ফায়েড স্পিরিট	আধ অউন্স
গ্লিসারিন	৩ আউন্স
পরিশ্রুত জল	
অথবা পরিস্থত জল	৬ আউন্স

প্রথমে অয়েল রোজ জিরানিয়মকে রেঃ স্পিরিটে দ্রবীভূত করিয়া তৎপরে অন্যান্য জিনি.ষর সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহা শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই ব্যবহার্য্য, ইচ্ছা মত নাম দিয়া বাজারে চালাইতে পারেন। পাল্‌ভ ট্রাগাসান্থ চর্ম্মের কোমলতা এবং মসৃণত্ব রক্ষা করিতে অদ্বিতীয়।

Bloom of Rose ব্লুম্‌ অব্‌ রোজ

কারমাইন	২ ড্রাম
সলিউসন অফ্‌ আমোনিয়া—প্রয়োজন মত	

যথোপযুক্ত তরল করিবার জন্য কারমাইনটাকে আমোনিয়া সলিউসনে দ্রব করিয়া তাহাতে ১৬ আউন্স ভাল গোলাপ জল মিশাইয়া ৪।৫ দিন একস্থানে রাখিয়া দাও এবং মাঝে মাঝে নাড়িয়া দাও, তাহার পর ছাঁকিয়া শিশি পূর্ণ করিয়া লেবেল মারিয়া বিক্রয় কর। ইহা সুন্দরী মহিলা-গণ অধরে তুলিদ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা একপ্রকার অধর রাগ, বালক বালিকার এবং ফর্সা স্ত্রীলোকের ঠোঁটে ও গালে দিলে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ দেখায়।

ভেসিলিন পমেটম্‌।

পমেটম্‌ কেশবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অধিকাংশ বিলাতি পমেটমে শূকরাদির চর্ব্বি দেওয়া থাকে। ভারতের হিন্দু মুসলমানের তাহা ব্যবহার করায় বিশেষ আপত্তি আছে। তাঁহারা ভেসিলিন পমেটম্‌ ব্যবহার করিতে পারেন।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া

সাদা ভেসিলিন্‌ ৮ ভাগ। ইহাতে এক ভাগ মাত্র সেরিসাইন্‌ Ceresine দিয়া মৃদু উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া ফেল ; তাহার পর নিম্নে যে সকল সুবাসিত করিবার দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহা অন্ততঃ ২ পাউণ্ড পমেটমের উপযুক্ত, সুতরাং পরিমাণ অনুসারে অনুপাত করিয়া দেওয়া উচিত।

অয়েল লেমন	২॥০ ড্রাম
অয়েল বারগামঠ	আধ ড্রাম
অয়েল লেমন গ্রাস	আধ ড্রাম

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রংকরিবার জন্য টিংচার গাম্বুজ কিঞ্চিৎ দিলেই ভেসিলিন পমেটম্‌ তৈয়ারী হইবে।

দশ টাকা মূলধনে দুইটি কুটীর শিল্পের ব্যবসা

১। পিন কুশন (Pin Cushion)

আল্‌পিন এবং পিন কুশন প্রত্যেক অফিসের একটী অত্যাবশ্যক সামগ্রী। কলিকাতা ও তাহার বাহিরে সহস্র সহস্র অফিস আছে, কিন্তু এমন কোন অফিস নাই যেখানে পিন্‌ অথবা পিন্‌ কুশন দেখা যায় না। অথচ এই সকল কুশনের প্রায় সমস্তই স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আসিত।

অধুনা এদেশেও ইহা তৈয়ারী হইতেছে সত্য, কিন্তু ফ্যান্সী কুশন সবই আজিও বিদেশ হইতে আসে। ইচ্ছা করিলে এদেশেও প্রচুর পরিমাণে এই সব তৈয়ারী করা যায়। প্রত্যেক ঘরে কুটির শিল্প হিসাবে এই জিনিসটি বহু নর নারীর অন্ন সংস্থান করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর সকল ব্যাপারে যেমন, এ বিষয়েও তেমনি কর্ম্মবিমুখতা, আলস্য ও উদ্যমহীনতাই তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। নহিলে যাহাতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, কল কারখানাও স্থাপন করিতে হয় না, কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং করাতের গুঁড়া বা বালি হইলেই যাহা অনায়াসে তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা জাহাজ বোঝাই হইয়া বিদেশ হইতে আসিবে কেন?

পিন কুশন নানা আকারে তৈয়ারী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা গোল, অর্দ্ধগোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, ষষ্ঠকোণ, অষ্টকোণ প্রভৃতির আকারে এবং ফুল, ফল, পশু বা পক্ষীর আকারে বিক্রয় হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্য অনুযায়ী ইহা দুই আনা হইতে দু টাকা তিন টাকা বা তাহারও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। রাধাবাজারের প্রত্যেক ষ্টেসনারী দোকানে প্রচুর পরিমাণে পিন কুশন পাওয়া যায়।

ইহা তৈয়ার করিতে রেশম, পশম বা সূতার কাপড়ের কতগুলি টুকরা এবং কিছু করাতের গুঁড়া বা বালির দরকার। এই জিনিসগুলি এত সুলভ এবং অপর্য্যাপ্ত, যে সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়না। প্রত্যেক সহরের দর্জ্জির দোকানে বহু কাটা কাপড়ের টুকরা ফেলিয়া দেয়। সে গুলি চাহিয়া লইয়া বা নাম মাত্র মূল্য দিয়া কিনিলেই হয়। কলিকাতার কটন ষ্ট্রীটে টুক্‌রা পটিতে নানা প্রকার রেশমী কাপড়ের ছাট অতি সামান্য মূল্যে খরিদ করা যায়। অনেক স্থলে খরিদেরও প্রয়োজন নাই, চাহিয়া আনিলেই হয়, কারণ ছেঁড়া ন্যাকড়া গোয়ালের নাড়া পল প্রভৃতি আবর্জ্জনা পেপার মিল বা কাগজের কল সমূহে কাগজ তৈয়ারী করিতে প্রয়োজন হয়, কিন্তু দর্জ্জির দোকানের Cuttings বা কাটা টুক্‌রা এক ন্যাক্‌ড়ার বোতাম করা ছাড়া অন্য কোন কাজেই লাগেনা। এদেশে কাটা টুক্‌রা হইতে বোতাম তৈরী করার কোন কল নাই, সুতরাং কাটা টুক্‌রার কোন মূল্য নাই। করাতের গুঁড়াগুলিত যে কোন

কাঠের কারখানায় ঝুরি অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, উহা হয় পোড়াইয়া ফেলা হয়, নতুবা বরফ ঢাকা দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন কাঠের কারখানায় গেলেই অনায়াসে কাঠের গুঁড়া সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বালি হইলেত কথাই নাই। যে কেহ তাহার ঘরের কাছে উহা পাইতে পারে।

বাজার হইতে একটি পিন-কুশন আনিয়া উহা দেখিয়া কাপড়ের টুক্‌রাগুলি জোড়াদিয়া সেলাই করিবে, তারপর উহার মধ্যে বালি বা কাঠের গুঁড়া খুব টাইট করিয়া বা ঠাসিয়া দিলেই সুন্দর পিন-কুশন হইবে। যাহারা সামান্য বেতনে চাকুরী করিয়া থাকেন তাহাদের অবসর সময়ে অথবা তাহাদের ঘরে মহিলাগণ যে কোন সময় ইহা তৈয়ারী করিতে পারেন। এইরূপে এদেশের কয়েকজন বালকবালিকা মহিলা এবং পুরুষ পিন-কুশন তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলে ইহা শীঘ্রই একটি ব্যবসায়ে পরিণত হইবে।

অভাবে পড়িলেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়া, যদি আমাদের অর্থক্লিষ্ট বেকার যুবকগণ এইরূপ শ্রম দ্বারা জীবিকার্জ্জনের উপায় করেন, তাহা হইলে অন্ন সমস্যা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কুটির শিল্পগুলিও গড়িয়া উঠিবে।

২। পেন-ওয়াইপার বা কলম্‌পোঁছ

ইহা ছাট কাপড়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য অকর্ম্মণ্য এবং জঘন্য বলিয়া এদেশের লোকে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেয়, তাহা অন্য দেশে প্রচুর অর্থকর। এই সকল ছাঁট গরম কাপড় যথা ফ্লানেল, সার্জ্জ, বনাত কাল ভেলভেট, এইগুলি দর্জ্জির দোকান অথবা কাটা কাপড়ের দোকান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। তারপর সেগুলিতে ৪ ইঞ্চি স্কোয়ার করিয়া লাল, কাল, সাদা তিন রকমের তিনখানি উপর্য্যুপরি দিয়া ঠিক মধ্যখানে একটী পুঁতির বা ঝুটা মুক্তা দ্বারা গাঁথিয়া দিলেই পেন-ওয়াইপার হইয়া যায়। ইহা ১০ আনায় এক একটী বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাও অফিসে বিক্রয় হয়, ইহা গোল, পত্রাকার, ত্রিভূজাকার প্রভৃতি নানাপ্রকারের প্রস্তুত হয়। তিন প্রকার কাপড় দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যে রঙ্গের কালীতে লেখা হয়, সেই রঙ্গের কালী মুছিবার জন্য সেই কাপড় ব্যবহার হয়; অর্থাৎ কাল কালীর কলম কাল কাপড়ে লাল কালীর কলম লাল কাপড়ে, আর সাদাটী নীচে থাকে - তাহাতে কিছুই মুছা হয় না, টেবিলের উপরেই থাকে। পেন্-ওয়াইপার কথার অর্থ— কলম মোছা; লিখিতে লিখিতে কলম মুছিয়া লইতে হয়, বিলাতে বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া এদেশে রপ্তানী হইয়া আসে, এবং অফিস-অঞ্চলে বিক্রয় হয়। এদেশের বালকবালিকা ও মহিলাগণ চেষ্টা করিলেই ইহা প্রস্তুত করিতে পারেন।

যশোহর চিরুণী ও সেলুলয়েড ওয়ার্কস্

আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য গৃহসামগ্রীর মধ্যে চিরুণী অন্যতম। এমন গৃহ নাই, যে গৃহে চিরুণীর ব্যবহার নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজিও ইহার অনেকগুলিই বিদেশ হইতে তৈয়ারী হইয়া আসে। পূর্ব্বে প্রায় সব চিরুণীই জার্ম্মাণী অথবা জাপান হইতে আমদানী হইত। তবে
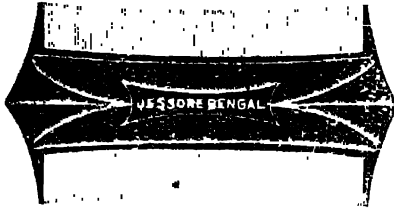
পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে যখন দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিল, তখন যশোহরের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় জাপান হইতে চিরুণী বোতাম ইত্যাদি নির্ম্মাণ বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া যশোহরে দেশীয় চিরুণীর কারখানা স্থাপন করেন। দেশবাসীর

আগ্রহে অতি অল্পকাল মধ্যেই আশাতীতরূপে কারখানার জিনিস কাটতি হইতে থাকে। এমন এক দিন গিয়াছে, যখন ইঁহারা জিনিসের জোগান দিয়া উঠিতে পারিতেন না এবং লোকে যশোহরের চিরুণীর জন্য ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকিত। আমরা শুনিয়াছি, মুর্গীহাটার বড় বড় মহাজনগণ অগ্রিম টাকা জমা দিয়াও চিরুণী না পাইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যশোহরের চিরুণী এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে ইহার নাম বাংলা ছাড়াইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

উক্ত কারখানায় যে চিরুণী নির্ম্মিত হইত উহা সেলুলয়েডের তৈয়ারী। এই সেলুলয়েডের প্রধান উপাদান কর্পূর ও তুলা। এই কর্পূর ও তুলা পাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাপাস ও কর্পূর গাছের প্রয়োজন। যাহাতে এদেশেই এই দুইটি জিনিসের বাগান করিয়া চিরুণীর কারখানার সঙ্গে সেলুলয়েড তৈয়ারীরও ব্যবস্থা করা যায় তজ্জন্য মন্মথবাবু একটি আবেদন বাহির করিয়াছিলেন।

কোম্পানীর প্রস্‌পেক্টাসে ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও প্রচুর লাভের কথা বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং কেবল চিরুণী নহে, উক্ত কারখানায় যে অনতিবিলম্বে মাদুর এবং বোতামও তৈয়ারী হইবে, তাহাও বলা হয়। যতদূর স্মরণ হয় কোম্পানীর

নাম হইয়াছিল The Jessore Comb, Button and Mat Manufacturing Coy Ld. অর্থাৎ এই কোম্পানী চিরুণী, বোতাম এবং মাদুর প্রস্তুত করিবার জন্য রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছিল এবং প্রস্‌পেক্টাসে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াই জনসাধারণের মধ্যে সেয়ার বিক্রয় করা হইয়াছিল। প্রস্‌পেকটাস্ প্রকাশিত হওয়ার পরে নলডাঙ্গার রাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, নড়াইলের ভবেন্দ্রবাবু প্রমুখ জমিদারগণ এবং দেশের আরও কত শিল্পানুরাগী জনসাধারণ এই কোম্পানীর সেয়ার খরিদ করিয়াছিলেন।

নিজে যশোহরে গিয়া দেখিয়াছি—তখন সেখানকার কারখানায় স্ত্রী, পুরুষ বালক, বালিকা নানাবিধ কাজে লিপ্ত আছে—এবং মন্মথনাথ সারাদিন কারখানার কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

চিরুণীর কারখানায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে ইহার উপাদান সেলুলয়েড্ এদেশে তৈরী করিতে পারা চাই। নচেৎ বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় যে কোনও সময়ে এই শিল্পটী নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কারণ এই সেলুলয়েডের চাদর ব থান জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। এই চাদর গলাইয়া নানারূপ ছাঁচে ঢালিয়া, করাতে দাঁত কাটীয়া এবং লেদে পালিশ করিয়া চিরুণী আদি প্রস্তুত হয়। বিদেশী ব্যবসায়ীরা যদি সেলুলয়েডের চাদরের দাম এমন বাড়াইয়া দেয়—যে তাহা হইতে চিরুণী তৈরী করতঃ অন্যান্য বৈদেশিক

কিন্তু এই কোম্পানীর কারখানা হইতে এক চিরুণীছাড়া মাদুর বা বোতাম বাজারে কখনও বাহির হইতে দেখি নাই।

ভায়া মন্মথনাথ গোড়ায় যেরূপ একনিষ্ঠ অধ্যবসায়েব সহিত এই চিরুণী নির্ম্মাণের কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন তাহাতে মনে হয়, তিনি যদি এই কারখানার পিছনে বরাবর পূর্ব্বের নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিতেন তবে বোধহয় চিরুণী, বোতাম ও মাদুর সবই বাহির হইত। এই কারখানার প্রথমাবস্থায় আমরা

চিরুণীর সহিত বাজারে দামে টক্কর দেওয়া দেশী লোকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এই শিল্পটী অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাই ভায়া মন্মথ, সেলুলয়েড তৈরী করিবার জন্য Camphor Estate বা কর্পূরের বাগান প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন;

যশোহরের ন্যায় উর্ব্বর মাটী সচরাচর দেখা যায় না; এখানে যেমন বন্যার উপদ্রব নাই, তেমনি বৃষ্টিরও অভাব নাই। জল সেচ্ দেওয়া আবশ্যক হইলে ১০।১২ হাত কুয়া

খুঁড়িলেই প্রচুর জল পাওয়া যায়। কর্পূরের বাগিচা করার পক্ষে যশোহরেরর মাটী, আব্ হাওয়া প্রভৃতি সবই অনুকূল ; সুতরাং মন্মথনাথের প্রস্তাব সকলের কাছেই মনঃপূত হইয়াছিল এবং
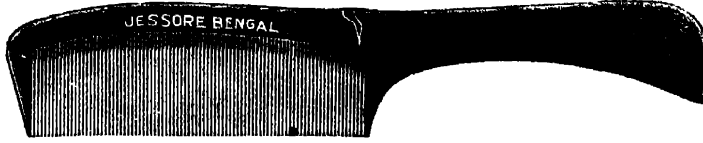
এই কারখানায় প্রস্তুত পুরুষের ব্যবহারোপযোগী Plain এবং Handle ওয়াল ছয় রকম চিরুণীর ছবি

আমাদের যতদূর মনে আছে কিছু কর্পূরের চারাও লাগানো হইয়াছিল। তারপর বাঙ্গালীর অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এ ব্যাপারেও তেমনি হইল। একটী ব্যবসা পূর্ণ গৌরবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই ভাগ্য অপর কয়েকটী ব্যবসায়ের দিকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে লাগিলেন।

মন্মথনাথের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গে ; দেশের লোক তাঁহার কারখানার চিরুণী দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতেছে এবং তাঁহার কাছ থেকে কত কি আশা করিতেছে! কিন্তু ভাগ্য তখন কি করিয়া এক ব্যবসায়ের সহিত আরও নানা প্রকারের দশটি ব্যবসা হাতে লওয়া যায়, তাহার জন্যই অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ইহাতে কর্পূরের চাষে আর তেমন উৎসাহ রহিলনা। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনা এবং অধ্যবসায়ের ফলে চিরুণীর কারখানায় যে সাফল্যের জোয়ার আসিয়াছিল, ক্রমাগত ঔদাসীন্যের ফলে তাহাতে ভাঁটার টান পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে সবই নিষ্প্রভ ও শ্রীহীন হইয়া গেল।

যে সাধনার ফলে বিদেশী মহাজনগণ তাহাদের নিজের দেশ ছাড়াইয়া জগতের সকল দেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছে, আমাদের মধ্যে সে সাধনার অভাব বলিয়াই আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসাগুলিও ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। যে যশোহরের চিরুণী একদিন ভারতময় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার কারখানা দেখিলে তখন ঠিক তালপুকুরের কথা মনে পড়িত। টিনের ছাউনীর কয়েকখানি ঘর খাড়া আছে সত্য, এবং তাহার মধ্যে এখনও অল্প অল্প চিরুণী তৈয়ারীও হয় সত্য, কিন্তু আজ তাহার আর সে শ্রী সম্পদও নাই—সে লোক জন, কারীগর, মজুরেরও হৈ হৈ রৈ রৈ

শব্দও নাই।

মন্মথনাথ তখন এই কারখানার পাশেই একটী দালানে সপরিবারে বাস করিতেন; তখন দেখিয়াছি কারখানাটী ছিল যেন তাঁহার বুকের হাড়। এমনি করিয়া কারখানার পাছে লাগিয়াছিলেন বলিয়াই কারখানা তখন জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভায়া কলিকাতায় আনাগোনা করিতে সুরু করিলেন এবং আল্‌নাস্‌কারের ন্যায় "লাখ্‌লিখের" স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

আর সে কর্পূরের বাগিচা?? সেদিন এক বন্ধু বলিলেন, চারিদিকের ঝোড়ো বাতাসে সে কর্পূর "উপিয়া" গিয়াছে। এইখানে আর এক কারখানার কথা মনে পড়িল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় নানা কারখানার ন্যায় "তারপুর সুগার ওয়ার্কস্‌" নামে কয়েক লক্ষ টাকা মূলধনে একটী চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর কারখানাটী যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখন একদিন আমরা আমেরিকা প্রত্যাগত

তাঁহার ফলে চিরুণীর কারখানা আর বাড়িতে বা বড় হইতে পারিল না, সে ঠুঁটো জগন্নাথ হইয়াই রহিল, আর তাঁহার মাথায় চড়িয়া একে একে "ওরিয়েন্টাল্‌ মেসিনারী সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড্‌", চা বাগিচা, যশোর ঝিনাইদা রেল প্রভৃতি ছোট বড় নানা অনুষ্ঠান ভায়া হাতে টানিয়া লইলেন। কিন্তু যে ব্যবসাটি সত্যই বড় হইয়া উঠিতেছিল, সেই চিরুণীর ব্যবসা আর বড় হইয়া উঠিতে পারিলনা। পরগাছার মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়াইয়া টিঁকিয়া আছে মাত্র।

গিরীন ভায়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

"ভায়া, তুমিত চিনির কারখানাটীর শেষ অবস্থায় কোট্‌চাঁদপুরে গিয়েছিলে, কারখানাটীর অবস্থা কি রকম দেখ্‌লে?"—

ভায়া গম্ভীর ভাবে ব'ল্‌লেন —

"দেখ্‌লাম চিনির কারখানাটা সব পিঁপ্‌ড়েয় খেয়ে গিয়েছে"। এম্‌নি ক'রে কর্পূরও উপিয়া গেল, চিনিও পিঁপ্‌ড়েয় খেয়ে গেল। যাক সে কথা বল্‌ছিলাম।—

যশোহরের শিল্প গৌরবের এইরূপ স্তিমিত অবস্থার মধ্যেও আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে

যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চিরুণীর ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি সহরের উপরেই Jessore Comb and Celluloid Works বা যশোহর চিরুণী ও সেলুলয়েড ওয়ার্কস্

স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী বড় দাঁত, ছোট দাঁত এবং দোমুখো দাঁত ওয়ালা ছয় রকম চিরুণীর ছবি।

নামে একটি কারখানা খুলিয়াছেন। ইহার কল-কব্জা সমুদয় জার্ম্মেনী হইতে নূতন আনীত হইয়াছে এবং চিরুণীগুলি আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হইতেছে। চিরুণীর দাঁতগুলি অটোমেটিক মেশিনে কাটা হয় বলিয়া সবগুলিই সমান ও

সুবিন্যস্ত। বৈজ্ঞানিক প্রথায় সেলুলয়েড গলানো হয় বলিয়া অধিক কাজ পাওয়া যায়। যত প্রকারের বিদেশী চিরুণী বাজারে প্রচলিত আছে, এই নূতন
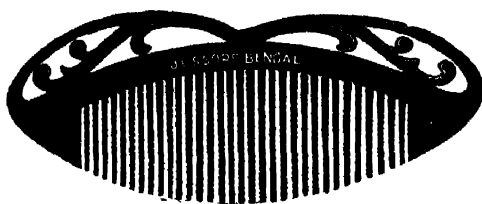
কারখানায় তাহার সকলগুলিই প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের হীরো, ছুরি, ও ভাঁজকরা চিরুণী বেশ সুন্দর হইয়াছে। মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী রুবি তিন পাশ, Eclipse, Lily, Lady's fancy চিরুণী, বিদেশী চিরুণী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। উপরে ছাপ না থাকিলে এই সকল চিরুণী
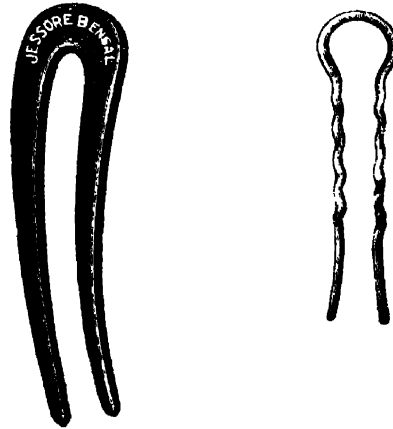
স্ত্রীলোকদের মাথায় গুঁজিবার উপযোগী দুই রকম Side Comb বা পাশের চিরুণী এবং দুই রকম Hair Pin.

জার্ম্মাণী, জাপান বা অন্য কোন স্থানের নির্ম্মিত বলিয়া বুঝা যাইতনা।
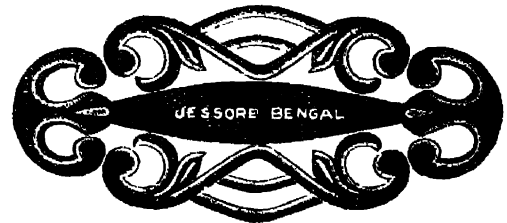
চিরুনী ব্যতীত এই ফ্যাক্টরীতে নিত্যব্যবহার্য্য চুলের ক্লিপ, পিন, পাশ চিরুণী (side combs), সাবানের বাক্স, সাবানের ট্রে, সুদৃশ্য আয়না,

জিব্‌ছোলা প্রভৃতি অনেক জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে। দুইপক্ষ সংযুক্ত সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি ইহাদের ট্রেড্‌মার্ক রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রত্যেক চিরুণীতে সোণার জলে এই ট্রেডমার্ক ও "Jessore Bengal" এইকথা লেখা থাকে।

স্ত্রীলোকদের চুল আট্‌কাইবার তিন রকম Clip ক্লিপ্

ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠাতা কিরণবাবু যশোহরের একটি সম্রান্ত পরিবারের লোক তাঁহার

একভাই Col. P. C. Dutt (I. M. S.) এখন ওয়াজিরিস্থানে পল্টনের সহিত আছেন। অপর এক ভাই Mr. A. C. Dutt M. B. কানপুরে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ডাক্তারী ব্যবসা করিতেছেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাইকে যশোহরের সকলেই শ্রদ্ধাকরে এবং ভালবাসে। কিরণবাবু নিজের সততা, শ্রমশীলতা ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে ধীরে ধীরে কারখানাটীকে সাফল্যের পথে দাঁড় করাইয়াছেন।
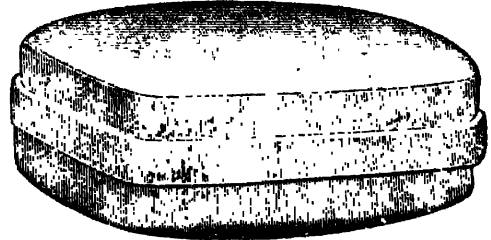
Soap Box বা সাবানের বাক্স দুই রকম

এই কারখানার বিশেষত্ব এই যে কিরণবাবু মূলধনের জন্য নানারূপ আড়ম্বর-পূর্ণ প্রস্‌পেক্‌টাস্ বাহির করিয়া আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার
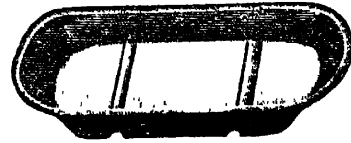
Soap Tray বা সাবান রাখা ট্রে।

লোভ দেখাইয়া কোন লিমিটেড্ কোম্পানীও গঠন করেন নাই, কিম্বা জনসাধারণের মধ্য হইতে স্বদেশ প্রেম এবং স্বাদেশিকতার দোহাই
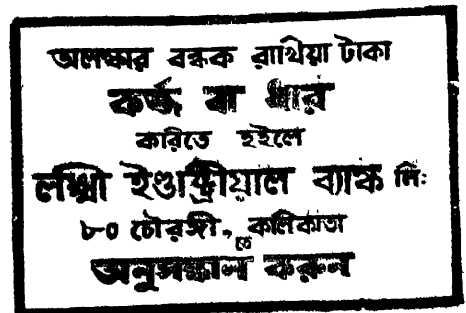
দিয়া সেয়ার বেচিয়াও টাকা তোলেন নাই। তিনি নিজেদের অর্থ ও শক্তি দ্বারাই এই কারখানা পরিচালিত করিতেছেন। আমরা শুনিলাম এ পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজ হইতে প্রায় ৭০ হাজার টাকা এই কারখানায় লাগাইয়াছেন।

কোম্পানীর ট্রেড্ মার্ক

জাতির শিল্প গৌরব রক্ষায় কিরণ বাবুর এই নূতন উদ্যম দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। স্থানাভাববশতঃ এই কারখানার সমুদয় জিনিসের আমরা ছবি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মাত্র কয়েকখানি ছবি এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল। সম্মুখে পূজার বাজার আসিতেছে। স্বদেশী চিরুণীর চাহিদাও বাজারে অল্প নহে। যাঁহারা ব্যবসায়ী, এবং অল্প মূল্যে স্বদেশী দ্রব্য চালাইতে চাহেন তাঁহারা এখন হইতেই ইহা মজুত করিতে পারেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাইকারগণ আমাদের নাম করিয়া যশোহরের কারখানায় কিরণ বাবুর নিকট পত্র দিলে এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ, নমুনা এবং ব্যবসায়ের সর্ত্তাদি জানিতে পারিবেন।

আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

সর্পদংশনের নানা তথ্য

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সেখানে সাপের কামড়ের এমন একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে যতবড় বিষধর সাপের কামড়ই হউকনা কেন, এই ঔষধে সে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দিতে পারিবে। ঔষধটি যদি সত্যই ফলপ্রদ হয়, তাহা হইলে জগতে এবং বিশেষতঃ ভারতের একটি প্রধান অভাব দূর হইবে, কারণ ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে প্রতি বৎসর মৃত্যুসংখ্যা ভয়াবহ। হিংস্র জন্তুর আক্রমণে প্রতি বৎসর যতলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের সংখ্যা সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহা হইতে একটি মৃত্যুতালিকা দেওয়া গেল :—

বাঘের কামড়ে—	৯৭৫
নেকড়ে বাঘ—	২৭৫
চিতা বাঘ	১৭৫
কুমীর—	১০০
হাতী –	৭৫
বন্য শূকর	৭৫
ভল্লুক	৭৫
অন্যান্য জন্তু—	২৫০
মোট—	২০০০

উপরোক্ত সরকারী বিবরণ হইতেই দেখা যায় ২০০০ লোক প্রতি বৎসর জন্তুর কবলে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ইহার আরও অনেক বেশী। কারণ প্রত্যেক খবরই গভর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছায় না। বনে, জঙ্গলে, সুদূর পল্লীপ্রান্তে আরও যে সকল লোক জন্তুর আক্রমণে প্রাণ দিয়াছে তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। বাঘ, কুমীর, শূকর প্রভৃতি সমস্ত হিংস্র জন্তু মিলিয়া একসঙ্গে যত লোকের প্রাণ সংহার না করে, তাহার অধিক লোক সাপের কামড়ে প্রতিবৎসর প্রাণত্যাগ করে।

কর্ণেল ওয়াল্ ভারতবর্ষে প্রায় ২৫৩ রকমের বিষহীন সর্প এবং ৬৭ প্রকারের বিষধর সর্পের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। এই মোট ৩২০ শ্রেণীর সর্প আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিষধর সর্পের মধ্যে ২৯ প্রকার সাপ আবার সমুদ্রে বাস করে। ইহাদের হাইল সদৃশ লেজ এবং নাসাগ্রভাগে প্লেটের মত চেপ্টা ঢাল দেখিয়াই সমশ্রেণীর বিষধর সর্প হইতে ইহাদের পৃথক করা যায়। অবশিষ্ট ৩৯ প্রকারের মধ্যে ১৮ রকমের বিষধর (Viper) ৯ রকমের কোব্রা বা কেউটে এবং ১১ রকমের ক্রেট (Krait) বা করেটা সাপ আছে।

সাধারণ বিষধর সর্পের মাথার উপরে পিঠের ন্যায় ছোট ছোট আঁইস দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়। ইহাদের ১৮ টির মধ্যে তেরটির নাক ও চক্ষুর মধ্যে একটি গর্ত্তের মত আছে। কেউটে সাপকে প্রায়শঃই তাহার চক্র বা ফণা দেখিয়া চেনা যায়। কিন্তু এই সকল ফণা সাপের মৃত্যুর সঙ্গে অদৃশ্য হয় বলিয়া ইহাদের চিনিবার আর একটি উপায় আছে। ইহাদের এক প্রকারের আঁইস

আছে তাহা নাক ও চক্ষুর সহিত লাগিয়া থাকে। করেটা সর্পের গায়ে মাঝারি রকমের আঁইস থাকে।

ভাইপার সাপ সাধারণতঃ বড় অলস। ইহারা রাস্তা বা পথের উপর পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে। সন্ধ্যায় ইহাদিগকে অনায়াসে দড়ি বলিয়া ভুল হইতে পারে। কুর্সা নামে এক প্রকারের সাপ আছে, তাহারা ফাটলের মধ্যে থাকিতে ভালবাসে; যাহারা পুরাতন বাড়ী বা ভগ্ন প্রাচীর মেরামত করে, তাহারা ইহাদের হাতে প্রায়ই বিপন্ন হয়। কোব্রা বা কেউটে অনেক সময় ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই বাংলোর স্নানাগারে অথবা ভিজা মেজের কোথাও বিশ্রাম করে। করেটা (Krait) সাপ গোটা বা গাছের ডালে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা আমগাছের বিশেষ ভক্ত এবং অনেক সময়ে আমগাছের কোটরে যে গর্ত্ত থাকে, উহার মধ্যে বাস করে।

সকল বিষধর সর্পই কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিষ ঢালিতে পারেনা। অনেকের কামড়ে কেবল দেহে যন্ত্রণা হয় এবং অন্য নানা প্রকার অসোয়াস্তি উৎপাদন করে; কিন্তু তাহা মারাত্মক হয়না। লতাকেউটে, কুর্সা, সাধারণ কেউটে ও সাধারণ ক্রেটের কামড় মারাত্মক; কোন্ সাপ বিষধর, কোন্ সাপ বিষধর নহে ইহা জানিতে পারিলে যাহাকে সাপে কামড়ায় সে অনেক অনাবশ্যক উদ্বেগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই জন্য যে সাপে কামড়ায় তাহা তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। রোগীর সঙ্গে উহাও চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত করা যায়।

সাপের কামড়ে যেখানে প্রতিবৎসর ২৫ হাজার লোকের মৃত্যু হইতেছে সেখানে বিষবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের অবশ্যই বিষ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাপের কামড়ে যন্ত্রণা বোধ না হইলেই উহা যে বিষধর সর্প নহে, এরূপ ধারণা করা উচিত নহে। হয়তো কাপড়ে বিষ শুষিয়া যাইতে পারে অথবা যে সাপে কামড়াইল, তাহার বিষের থলি হয়তো আর একস্থলে কামড়াইবার ফলে শূন্য হইয়া গিয়াছে। আবার সাপের কামড়ে মরিলেই যে সাপটি খুব বিষধর হইবে এরূপ ধারণাও ঠিক নহে। হয়তো অর্দ্ধ-মারাত্মক ডোজের টক্সিন ঢালিয়া কোন সাপ একটি লোককে কামড়াইল; উক্ত বিষের ডোজ হয়তো মানুষের পক্ষে মারাত্মক নহে, কিন্তু সর্পদষ্ট লোকটি এমন ভয় পাইয়া গেল যে সে ভাবিল, সে আর কিছুতেই বাঁচিবেনা। তখন বিষে মৃত্যু না হইয়া ভয়ের ফলেই তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয়।

বিষ বিজ্ঞানবিদ্‌গন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোব্রা এবং করেটা অপেক্ষা ভাইপার সাপের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক। কোলাব্রাইন টক্সিনে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করে। উহাতে শরীর অবশ হইয়া পড়ে, বমি হয়, এবং মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাত হয়; তারপর অচেতন অবস্থা আসে, উদর এবং বক্ষ মধ্যবর্ত্তী পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বশেষে শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। অনেকে বলেন কোব্রা কথাটি পর্ত্তুগীজ cord এবং brain এই দুটি কথা হইতে আসিয়াছে।

ভাইপার বিষের ক্রিয়া প্রধানতঃ শিরা উপশিরার মধ্যে আরম্ভ হয়। উহাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়। Daboia সাপ এত ভয়ানক যে উহার কামড়ের দুই এক ঘণ্টা মধ্যেই লোক মরিয়া যায়। ইহাদের বিষের প্রথম ক্রিয়াতেই লোকের মৃত্যু হয়।

ফুর্সা সাপের বিষে মানুষ প্রথমে হয়ত বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়ে না, কিন্তু কামড়ের এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পরে আভ্যন্তরীণ রক্তস্রাব হইয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তি মারা যায়। যদি একবার টক্‌সিনের মারাত্মক ডোজ ধমনী প্রবাহে প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে উহা মারিবার এক মাত্র উপায় এণ্টিভিনাইন দেহে প্রবেশ করানো।

লৌহশলাকা ছ্যাঁকা দেওয়া, ক্ষত স্থানে পটাশ পারমাঙ্গানেট্ লাগানো অথবা খাওয়ানো বা বিষ পাথর লাগাইয়া দেওয়া মাত্র যে পর্য্যন্ত বিষ রক্তের মধ্যে প্রবাহিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই কাজ করিতে পারে। সুতরাং সাপের কামড়ের দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই এই সব ব্যবহার করিতে না পারিলে কোন ফলোদয় হয় না। কোন কোন বিষ-বিজ্ঞানবিদের মতে আজকাল ভারতবর্ষে যে এণ্টিভিনাইন ব্যবহৃত হয় উহা ভাইপার শ্রেণীর সাপের কামড় সারাইতে বা ব্যর্থ করিতে পারে না। ইহা ভারতবর্ষে তৈরী হয় না। সম্ভবতঃ ব্যাঙ্কক, শ্যাম প্রভৃতি দেশে যেখানে ক্রেট জাতীয় সর্প অধিক বাস করে, সেখানেই এই সকল ঔষধ তৈয়ারী হয়; কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে বর্ত্তমানে সমস্যা জাগিয়াছে যে কি করিয়া এই দুইটি এণ্টি টক্সিন একত্র করা যায়! আমেরিকা হয়তো এতদিনে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে।

সর্প সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে দুইটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ প্রায় সকলেই মনে করেন যে বিষধর সাপের বিষ দাঁত তুলিয়া ফেলিলে আর সে সাপ মানুষ মারিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের বিষ দাঁত উঠাইবার পরে মাঢ়ীর অভ্যন্তরে লুকানো ক্ষুদ্র দাঁত উঠে। যখন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সাপ তাহার মুখ পূর্ণবিস্তার করে তখন সেই লুকানো দাঁতের গোড়ায় বিষ আইসে।

দাঁতহীন কেউটের প্রথম নরম কামড়ে হয়তো কোন ক্ষতি হইতে না পারে; কিন্তু যে সাপুড়ে সাপকে ক্ষেপাইয়া লইয় খেলিতে থাকে সে যদি সেই সাপের বিস্তৃত হাঁ করা মুখের আঘাত খায়, তবে তাহার অদৃষ্টের দুর্ভোগ অনিবার্য্য। যখন সাপের বিষের থলি, দাঁত এবং দন্তমূল সমূলে উৎপাটন করা হয়, কেবল মাত্র তখনই সাপের বিষহীনতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব।

মানুষের আর এক ভুল, তাহারা মনে করে সাপ কাণে শুনিতে পায় না। সাপের যদিও বাহিরে কোন কাণ নাই, তথাপি তাহারা নিশ্চয়ই শুনিতে পায়। হয়তো মানুষের কথার অর্থ বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু শব্দ শুনিতে বাধা হয় না। কেহ কেহ বলেন, কাণ না থাকিলেও কোন কোন পোকা তাহাদের পায়ের দাগের সাহায্যে বাহিরের শব্দ শুনিতে পায়। এই দাগের উপর তাহারা কোন প্রকারে শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে, এবং উহাতেই তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ করে। সাপের শ্রবণেন্দ্রিয় ঠিক কোথায় অবস্থিত তাহা এখনও কেহ সঠিক বলিতে পারেন না, তবে কেহ কেহ মনে করেন যে কাঁটার মত বিভক্ত জিহ্বা দ্বারাই ইহারা শব্দ গ্রহণ করে।

বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা এবং আসামের পাট চাষের শেষ পূর্ব্বাভাষ

(১৯৩১)

জেলার নাম	যত একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছে তাহার আনুমানিক পরিমাণ		মোট যত পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আনুমানিক পরিমাণ (৪০০ পাউণ্ডের গাইট হিসাবে)	
	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
বাঙ্গলা প্রদেশ				
প্রেসিডেন্সী বিভাগ				
২৪ পরগণা	৬৯,০০০	৪৫,০০০	২১৮,০০০	১৪৩,০০০
নদীয়া	৫৮,০০০	৩০,০০০	১৩৩,০০০	৯৬,০০০
মুর্শিদাবাদ	৩৩,০০০	১৪,০০০	৬৯,০০০	৪৪,০০০
যশোহর	১০৩,০০০	৪৬,০০০	৩৩৬,০০০	১৪৭,০০০
খুলনা	৩৫,০০০	২১,০০০	১১৯,০০০	৬৮,০০০
	২৯৬,০০০	১৫৬,০০০	৮৭৫,০০০	৪৯৯,০০০
বর্দ্ধমান বিভাগ				
বর্দ্ধমান	৩,০০০	২,০০০	৯,০০০	৬,০০০
মেদিনীপুর	৮,০০০	৪,০০০	২৪,০০০	১৩,০০০
হুগলী	২৯,০০০	২০,০০০	৮৯,০০০	৬৯০০০
হাওড়া	৭,০০০	৪,০০০	২১,০০০	১৫,০০০
	৪৭,০০০	৩০,০০০	১৪৩,০০০	১০১,০০০
রাজসাহী বিভাগ				
রাজসাহী	৮৫,০০০	৬৮,০০০	২৩৪,০০০	২২১,০০০
দিনাজপুর	৭৩,০০০	৪১,০০০	২৫০,০০০	১৩১,০০০
জলপাইগুড়ী	৪২,০০০	২৬,০০০	১২৬,০০০	৭২,০০০

জেলার নাম	যত একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছে তাহার আনুমানিক পরিমাণ		মোট যত পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আনুমানিক পরিমাণ (৪০০ পাউণ্ডের গাইট হিসাবে)	
	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
দার্জ্জিলিং	৪,০০০	২,০০০	১৩,০০০	৮৫,০০
রঙ্গপুর	৩২০,০০০	১৮০,০০০	১,০৫৬,০০০	৬২৬,০০০
বগুড়া	১০৩,০০০	৬০,০০০	৩১২,০০০	১৭০,০০০
পাবনা	১৫৫,০০০	৪৫,৪০০০	৪৬৫,০০০	১১৮,০০০
মালদহ	৩৮,০০০	১৬,০০০	৫০,০০০	৫৫,০০০
কুচবিহার	৩১,০০০	১৬,০০০	৮০,০০০	৯৭,০০০
	৮৫৯,০০০	৪৫৪,৪০০	২৬০৬,০০০	১,৪১৮,৫০০০
ঢাকা বিভাগ				
ঢাকা	৩০৮,০০০	২১৫,০০০	১,৩২৩,০০০	৬৮৮,০০০
মৈমনসিংহ	৭৪৯,০০০	৪১৫,০০০	২,৭০০,০০০	১,২৪৫,০০০
ফরিদপুর	৩১৪,০০০	১৪৪,০০০	১,০৯৯,০০০	৪২২,০০০
বাখরগঞ্জ	৫২,০০০	৩০,০০০০	১৯৪,০০০	১০৩,০০০
	১,৪৯৩,০০০	৮০৪,০০০	৫,১১৬,০০০	২,৪৫৮,০০০
চট্টগ্রাম বিভাগ				
চট্টগ্রাম	৩০০	৩০০	১,০০০	১২,০০
ত্রিপুরা	৩০৮,০০০	১৪০,০০০	১,০০৪,০০০	৪৩৮,০০০
নোয়াখালী	৬৪,০০০	২৮,০০০	২১৮,০০০	৮ ,০০০
ত্রিপুরা ষ্টেট	৩,০০০	১,০০০	৩,০০০	৩,০০০
	৩৭৫,৩০০	১৬৯,৩০০	,২২৬,০০০	৫২৮,২০০
বাঙ্গলা—মোট	৩,০৬২,৩০০	১,৬১৩,৭০০*	৯,৯৬৬,০০০	৫,০০২,৭০০
বিহার উড়িষ্যা—মোট	২৩৮,০০০	১৪৮,৪০০	৬৭০,০০০	৩৬৭,২০০
আসাম—মোট	১৯২,০০০	৯৫,৬০০	৬১৮,০০০*	১৯০,০০০
সর্ব্ব—মোট	৩,৪৯২,৩০০	১,৮৫৮,১০০*	১১,২৫৪,৮০০*	৫,৫৫,৯৯০০

* সংশোধিত

এখানে পাট চাষের যে সরকারী শেষ পূর্ব্বাভাষ (Final forecast) বাহির হইয়াছে তাহা হইতে সকলে দেখিতে পাইবেন যে এবৎসর মোট ৫৫ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া সরকারী কৃষি বিভাগ আশা করেন। গত বৎসর গভর্ণমেণ্ট হইতে যে শেষ পূর্ব্বাভায বাহির হয় তাহাতে ১ কোটী ১২॥০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাট কম হইবে বলিয়া সরকারী কৃষি বিভাগ আশ করেন এবং তদনুযায়ী ঘোষণাও করিয়াছেন।

এই ঘোষণার ফলে পাটের বাজারের বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। আগষ্টের শেষ সপ্তাহ এবং এই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ মোট এই ১৫ দিনের মধ্যেই পাটের দর বেশ উঠিয়াছে। পাকা বেলের দর ২৬॥০ টাকা হইতে ৩১॥০ টাকায় উঠিয়াছে, কাঁচা পাইট রিজেক্‌শনের দর ৪৲ টাকা হইতে ৫।০ টাকা হইয়াছে। ফট্‌কার বাজারে প্রতি বেলের দর ২৭৲ টাকা হইতে ৩২॥০ টাকা হইয়াছে। পাটের দরের সঙ্গে সঙ্গে হেসিয়ানের দরও চড়িতেছে। নয় পোর্টের হেসিয়ানের দর ৭৲ । ৮৵০ হইয়াছে। আমেরিকা, ব্রাজিল, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে উহার রপ্তানী ক্রমে বাড়িতেছে।
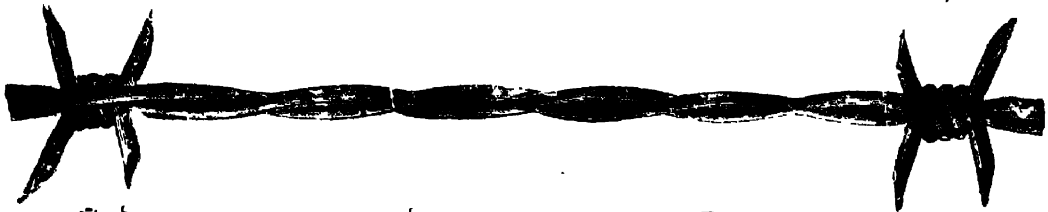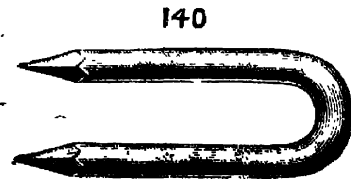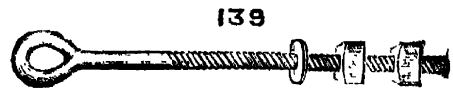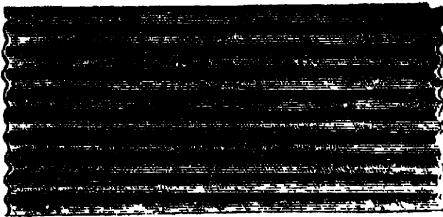
নিম্নলিখিত কারণে আমরা পাটের বাজারের উত্তরোত্তর অধিক উন্নতির আশা করিতে পারি।

১। এদেশে এবং বিলাতের পাটকলে এ যাবত যত পাট মজুত ছিল, গত কয়েক বৎসর যাবত সে সমুদয় পাটকলে অতি অল্প পরিমাণে পাট খরিদ করায় (restricted purchase) গত কয়েক বৎসরের মজুদ মাল অনেক খরচ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং কল চালাইতে হইলে পাট না কিনিয়া আর উপায় নাই।

২। চট এবং হেসিয়ান লোকে packing cloth of the world বলে। অর্থাৎ যে জিনিষই একস্থান হইতে স্থানান্তরে পাঠাও না কেন, তাহা হয় ছালা, অথবা থলেয় ভরিয়া পাঠাইতে হইবে, নচেৎ প্যাক বা মোড়ক করিতে হইবে। ধান, চাউল, গম, যব সরিষা ইত্যাদি কোন শস্যই ছালা অথবা থলিয়া ছাড়া কোথাও পাঠানো সম্ভব নহে। এতদিন সব ব্যবসা এবং কাজ কারবার মন্দা থাকায় চট এবং হেসিয়ানেরও টান ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লোকে আশা করিতেছে যে সম্মুখের শীতকালের মরসুম্ হইতে আবার সব ব্যবসা সরগরম হইয়া উঠিবে; সুতরাং সকল জুট মিলে পাটের চাহিদাও বাড়িতে থাকিবে।

৩। গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে প্রকাশ করা হইয়াছে যে গতবৎসর অপেক্ষা এবৎসর অর্দ্ধেক পাট কম হইয়াছে। কিন্তু এই ইস্তাহারের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। কারণ সরকারী কৃষিবিভাগ যখন এই সব অঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার অনেক পরে, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে দেশব্যাপী বন্যা হইয়া সকল ফসলই প্রায় আধাআধি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় সরকারী কৃষিবিভাগ এ বৎসর যে পরিমাণ পাট পাইবার আশা করিতেছেন তাহাপেক্ষা অনেক কম পাট পাওয়া যাইবে; অথচ যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে সমস্ত পাটকলেই পাটের টান পড়িবে। এ অবস্থায় কৃষক এবং আড়তীয়ারা যদি জোটবদ্ধ হইয়া কম দামে পাট বেচিতে না চান তবে পাটের দর বাড়িবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

৪। পাটের কলের মালিকদের মধ্যে যেরূপ একটা ring বা মণ্ডলী বা সঙ্ঘ আছে, নিরক্ষর কৃষকদিগের মধ্যে কিম্বা অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত আড়তীয়াদের মধ্যে সেরূপ কোনও সঙ্ঘ বা মণ্ডলী নাই। এইজন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী পাট কলের মালিক সংঘবদ্ধ হইয়া পাটের একটা সর্ব্বোচ্চ দাম ফেলিয়া দেন, যাহার উপর কোন কলওয়ালাই পাট খরিদ করিতে পারেন না। এই জন্য ইঁহাদের নিয়ন্ত্রণ অনুসারেই বাজারে পাটের দর পরিচালিত হয়। কিন্তু কৃষক এবং আড়তীয়ারা যদি এবার দম ধরিয়া থাকিতে পারে এবং নিজেদের লাভের গণ্ডা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই কম দামে পাট বেচিতে রাজী না হয়, তবে কলওয়ালাদের পাটের দাম বাড়াইতেই হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫। কলওয়ালারা গত কয়েক বৎসর যেরূপ অসম্ভব কম দামে পাট কিনিয়াছে তাহাতে সর্ব্বত্র ব্যবসায়ের অবস্থার উন্নতি দেখা দিলে এবং গানি ও হেসিয়ানের চাহিদা বাড়িতে থাকিলে উহারা যদি আগের মত কম দামে পাট না পায়, তবে বেশী দাম দিয়া পাট কিনিবেই; কারণ, তাহাতেও তাহাদের পড়তা করিয়া যথেষ্ট লাভ থাকিবে।

৬। ব্যবসায়ের অবস্থা যদি ক্রমে ভাল হইতে থাকে এবং সেই হাওয়ার উপর লক্ষ রাখিয়া চাষী

কম দামে না বেচিয়া যদি পাট ধরিয়া বসিয়া থাকে তবে সে মরিবে না ; কারণ পেটে দুমুঠা ভাত এবং পরনে কাপড় ছাড়া তাহার অনাবশ্যক খরচ বেশী নাই ; কিন্তু কলওয়ালাকে জগতব্যাপী গানি ও হেসিয়ান জোগান দিতেই হইবে ; কারণ, সেই জোগানের উপরই তাহার কলের প্রাণ এবং লাভের উৎস ; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে চড়া দামে জুট কিনিতেই হইবে।

এইজন্য আমাদের অনুরোধ যে গ্রামের হাটে, বাজারে, বন্দরে যেখানে যে অনুষ্ঠান আছে তাঁহারা সকলেই যেন দলবদ্ধ হইয়া কৃষকদিগকে এই সব সংবাদ দেন। বাংলার ৩টি প্রধান ব্যবসায় পাট, চা, এবং কয়লা। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বিলাতের কয়লার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এবং বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকদের বাঙ্গলার ব্যবসায়ীদিগের প্রতি স্নেহের আতিশয্যে বাংলার কয়লার ব্যবসা ধ্বংস হইতে বসিয়াছে ; যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের চায়ের জন্য এদেশের চায়ের বাগানগুলিও যাবার পথে উঠিয়াছে ; গত কয়েক বৎসর পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় বাংলার সব ব্যবসা ও বাণিজ্য ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাটের বাজার ভাল থাকিলে ৫০ কোটি টাকা বাংলাদেশের লোকের হাত দিয়া ঘোরা ফেরা করে (অর্থাৎ There is money in every hand,and this money circulates) তাহাতে দোকান পাট হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম ব্যবসায় চালু থাকে এবং সকলেই কিছু না কিছু করিয়া খাইতে পায়। এবার পাটের চাষ কম হওয়ায় এবং দেশব্যাপী প্লাবনের ফলে পাটের দাম চড়ার সব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই-বার দেশের যাহারা পাট চাষী এবং পাট ব্যবসায়ী তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া বুঝিয়া চলিতে পারিলে আবার সুদিন আসিবার আশা করা যায়।

পূজার বাজারে স্বদেশী দ্রব্যের পরিচয় ও প্রাপ্তিস্থান

পূজা আসিতেছে; আমরা আশা করি যে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু স্বদেশী জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, জনসাধারণ তাহা অবগত নহেন। এই অসুবিধা কথঞ্চিৎ দূর করার জন্য এইখানে নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিসের ঠিকানা দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য তালিকাটী সম্পূর্ণ নহে। কত ভাল ভাল জিনিষ এদেশে তৈয়ারী হয়—যাহা বিদেশী যে কোনও জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে, দেশবাসী ব্যবহার করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এনামেলের বাসন—

[লোহার উপর চীনেমাটীর কলাই করা]
বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্ লিঃ, ২-১ মিশন রো, কলিকাতা।

ওয়াটার প্রুফ, অয়েল ক্লথ ও ত্রিপল—

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্, ২নং নজর-আলী লেন, কলিকাতা। সুরেশ হৃষীকেশ দত্ত এণ্ড কোং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি। বি, সি, নান এণ্ড ব্রাদার্স ৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি।

কলম—

এফ্ এন্, গুপ্ত এণ্ড কোং, ১২ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা।

কাঁচের বাসন—

বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ চার্চ্চরোড দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট।

গ্রেট ইষ্টারণ্ গ্লাস্ লিঃ ৪৮।৫ নং টেংরা রোড, কলিকাতা।

শ্রীগোবিন্দ গ্লাস ওয়ার্কস, রামরাজাতলা, হাওড়া।

জুয়েল গ্লাস ওয়ার্কস, Civil Station, Jubbulpur (এখানে কাঁচের চুড়ীও পাওয়া যায়)।

Naini Glass Works, 235, Bahadurganj, Allahabad.

Dabjo Glass Works, Bahjoi Via, Moradabad (E.I. Ry.) (এখানে ছবি, জানালা ও আলমারীর উপযোগী Sheet glass প্রস্তুত হয়)।

ভারত গ্লাস ওয়ার্কস্, ১০৭, দমদম রোড, কলিকাতা।

কালি—(ফাউণ্টেন পেনে ব্যবহার্য্য)

"কাজল কালি"—প্লামার হাউস, ৫, ৬, নং ফ্যান্সি লেন, কলিকাতা।

পি, এম, বাগ্‌চি এণ্ড কোং কলিকাতা।

"ল্যাসো"—সমর ব্রাদার্স।

স্বর্ণময়ী ইঙ্ক ষ্টোর, ইটালী কলিকাতা

চামড়ার কারখানা—

ন্যাশন্যাল ট্যানারি—পাগলাডাঙ্গা, ক্যানেল সাউথ রোড, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ট্যানারিস্ লিঃ—হাইড রোড, খিদিরপুর।

কম্বেয়াট্যানারি, ৯ তিলজলা রোড,বালিগঞ্জ।

চিরুণী—

যশোহর কুম্ব্ এণ্ড বাটন ফ্যাক্টরি, ২০-১, লালবাজার ষ্ট্রীট' কলিকাতা। এজেণ্টস্—ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৩১নং ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত বি, এল্, Jessore Comb & Celluloid Works, বসন্ত কুটীর, যশোহর।

বাদ্য যন্ত্রাদি—

১। ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ ৮নং ড্যাল্‌হাউসী-স্কোয়ার, কলিকাতা।

২। এম এল সাহা লিঃ ৫।১ ধর্ম্মতলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। ঘোষ এণ্ড সন্স ৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চিনি—

Behar Sugar Mill, Champaran.

Darbhanga Sugar Co. Ltd. Lohal, howali, Saran,

Siwan Deshi Sugar Factory Siwan Saran.

Bengal Palm Sugar Mfg. Co, Ltd. Salkea, Howrah.

চীনেমাটির বাসন—

(চা-দান, বাটি, প্লেট, পুতুল ও ডিস্পেন্সারীর দ্রব্যাদি)

ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস,৪৫, টেংরা রোড কলিকাতা।

গোয়ালিয়র পটারিস্ লিঃ, Laskar, Gwalior.

ছুরিকাঁচি—

কাঞ্চন নগর।

বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, এন, রায়, ১৬ বি, বকুলবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জুতার পালিশ—

বেঙ্গল মিস্‌লেনি, কলিকাতা।

টিন লোহালক্কর ও সকল রকম হার্ডওয়ারের দ্রব্য—

আনন্দজী হরিদাস এণ্ড কোং লিঃ, ২০ দর্মা-হাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড সন্স লিঃ ৮৬।এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুভের লিমিটেড্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

A. N. Hussunally, 28 Strand Road Calcutta.

দাঁতের মাজন

"কলয়ডিনা"—বিহার মিস্‌লেনি, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"রডোফেন" "অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক টুথ পাউডার" —বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৫০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"নিম টুথপেষ্ট," "নিম ডেণ্টাল পাউডার"—ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

"কারবলিক" ও "অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক্ টুথ পাউ-ডার"—ব্যাক্টোক্লিনিক্যাল, ৬৩।৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"দস্তুম"—পি, কে, সেন, চট্টগ্রাম।

"অষ্টবজ্র"—কলেজ স্কোয়ার, সিনেট হাউসের পাশে।

"ভেণ্টা"—চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স, ১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশলাই—

"স্বাধীনতা" ও "হরিণ"—বঙ্গীয় দেশলাই কার্য্যালয়, ১৮৭নং উল্টাডিঙ্গি মেন রোড, কলিকাতা।

"আরতি"—সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ৪নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

এম্, এন্, মেহতা এণ্ড কোং, ৬৫নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাইওনিয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী, দমদম।

ন্যাশনাল ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ক্যানেল ইষ্ট রোড, উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা।

Bharamay & Co's Match Factory I-I, Umakanta Sen Lane, Ghughu-danga Calcutta.

পেন্সিল—

মাদ্রাজ পেন্সিল ফ্যাক্টরী—"ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" ওয়াশারম্যান পেট, মাদ্রাজ।

বিস্কুট—

K. C. Bose & Co. 2, Kalachand Sanyal Lane, Calcutta.

Arya Confectionery, 10-1, Chakrabere Road- South, Bhowanipur, Calcutta.

Bengal Biscuit Factory Ltd. 20-1-2 Jorapukur Sq, Chittaranjan Avenue North, Calcutta.

Lily Biscuit Co. Calcutta.

Britannia Biscuit Coy Ld Calcutta.

ব্রুস—

ক্যালকাটা হর্ণ এণ্ড ব্রাস ম্যানুঃ কোং, ১৮নং আনন্দপালিত লেন, ইটালি, কলিকাতা।

দত্ত এণ্ড কোং—১১নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ।

পূজার বাজারের পোষাক পরিচ্ছদাদি—

১। কমলালয়, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা।

২। কাত্যায়নী ষ্টোর্স ঐ

৩। বৈকুণ্ঠ নাথ গুঁই ঐ

৪। পাল কোম্পানী ঐ

৫। জহরলাল পান্নালাল ঐ

৬। ইষ্টবেঙ্গল ষ্টোরস্, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

৭। তারা ষ্টোর্স ঐ

৮। ফ্রেণ্ড সোসাইটী লিমিটেড ঐ

৯। এ, বর্ম্মণ এণ্ড কোম্পানী, বহুবাজার, কলিকাতা।

১০। ভারত বস্ত্রালয় ঐ

১১। বান্ধব বস্ত্রালয় ঐ

১২। অছেল মোল্লা এণ্ড কোং চাদ্নী চক ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

১৩। রায় কোম্পানী ঐ

খদ্দর—

খাদী প্রতিষ্ঠান—১৫নং কলেজ স্কোয়ার, প্রধান কেন্দ্র শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার, ১৩২ হ্যারিসন রোড ঐ

অভয় আশ্রম—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ঐ

বিদ্যাশ্রম— ঐ

খাদী মণ্ডল— ঐ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ— ঐ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক—খদ্দর মার্চ্চেন্ট, মুরাদপুর, জোরারগঞ্জ পোঃ চট্টগ্রাম।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ পালিত—খদ্দর মার্চ্চেন্ট, মিঠা ছরা Via, মীরশরাই, চট্টগ্রাম।

শ্রীবরদাপ্রসাদ নন্দী, খাদী প্রতিষ্ঠান, মহাজন-হাট, পোঃ চট্টগ্রাম।

গেঞ্জি মোজা—

পাবনা শিল্প সঞ্জিবনী, পাবনা।

Parjoar Hosiery Mills Ltd. 24, 26 Benares Road, Salkea, Howrah.

বেলিয়াঘাটা হোসিয়ারি লিঃ, ১ ক্যানেল ইষ্ট বাই লেন, কলিকাতা।

মিলের বস্ত্র—

এস্থলে শুধু বাংলাদেশের স্বদেশী মিলগুলির তালিকা দেওয়া হইল।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল—২৮নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই মিলে উৎকৃষ্ট ধুতি, সাড়ী, লংক্লথ, নয়নসুক ও ছিট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পুরা গাইটের জন্য অফিসেই খোঁজ করিতে হইবে। যাঁহারা গাইটভাঙ্গা কাপড়াদি আনাইতে চান, তাঁহারা উক্ত মিলের পরিচালিত "বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগার" ৫২-৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অর্ডার দিবেন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিল—৬নং আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। এখানেও বেশ মিহি ধুতি, সাড়ী টুইল, লংক্লথ ও ছিট প্রস্তুত হয়। ঢাকেশ্বরী মিলের প্রস্তুত ১০×৪৪ ইঞ্চি ধুতি এ মিলের একটি নূতনত্ব।

মোহিনী মিল, কুষ্টিয়া—অতি সূক্ষ্ম মিহি সুতার কাপড় এবং মুগার নানারূপ নক্সা ও ফ্যান্সি পাড়ের জন্য মোহিনী মিলের কাপড় সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। এই মিহি সুতাও মোহিনী মিলেই তৈরী হয়।

ভারত অভ্যুদয় মিল Ghoosry Road, Salkea Howrah. এজেণ্ট—শীতলপ্রসাদ, খড়্গাপ্রসাদ, ৩০।১ বড়তলা, কলিকাতা।

কেশোরাম কটন মিল, এজেণ্ট—শ্রীরামকিষেন দাস ব্রজমোহন, ১নং সুরমল লোহিয়া লেন, বড়বাজার কলিকাতা, এজেণ্ট—বিরলা ব্রাদার্স লিঃ ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

মহালক্ষ্মী কটন মিল।

শ্রীনাথ মিলস্—এখানে সার্ট, কোট ও সুটের উপযোগী নানাবিধ রঙীন ছিট প্রস্তুত হয়। ২০।১।১ জোড়াপুকুর স্কোয়ার, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ নর্থ, কলিকাতা।

বঙ্গেশ্বরী কটন মিল—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীরামপুরে ইহাদের নূতন কাপড়ের কল বসিয়াছে।

সূতা—

বঙ্গলক্ষ্মী মিল।

কেশোরাম কটন মিল।

স্বদেশী কটন মিল, জুহি কানপুর।

শ্রীরাধাকিষেণ কটন মিল, শালকিয়া,হাওড়া।

হুকুমচাঁদ মিল লিঃ, ইন্দোর।

রেশমী কাপড়—

Bengal Silk Mill, 13, Ariff Road Ultadanga, Calcutta.

Indian Silk House,206 Cornawalis Street, Calcutta.

Murshidabad Silk Stores College Street market, Calcutta.

প্রসাধন দ্রব্যাদি—তেল, এসেন্স প্রভৃতি:—

"হিমানী"—বেঙ্গল পারফিউমারী,৪৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড্, কলিকাতা।

"অগুরু", "ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল"—বেঙ্গল কেমিক্যাল, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"কৃষ্ট্যাল"—বিহার মিসেলেনী, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"কুন্তলীন", "দেলখোস"—এইচ্ বোস্—বৌবাজার কলিকাতা।

"রেশমী"—মীরা ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

"জবাকুসুম"—সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্, কলুটোলা, কলিকাতা।

"ক্যাম্বারো ক্যাষ্টর অয়েল" "ফুলেলিয়া"—পারফিউমারী ওয়ার্কস্।
২৯৪নং দরগা রোড, পার্ক-সার্কাস, কলিকাতা।

সাবান—(১) গায়েমাখা

Calcutta Soap Works, Calso Park, Ballygunj.

পূরবী সাবান—Meera 86 Clive Street, Calcutta.

Himani Soap Works, 59, Belgachhia Road, Calcutta.

Godrej's Toilet Soaps, 160 Harrison Road, Calcutta.

National Soap Factory, Pagladanga, Calcutta.

Bengal Soap Factory, II, Paikpara Road, Calcutta.

Bangaluxmi Soap Works, 28, Pollock Street, Calcutta.

Bengal Perfumery, 43, Strand Road, Calcutta.

Calcutta Chemical—Margo soap. Ballygunj.

Mysore Soap Agency, 4 Lyons Range, Calcutta.

সাবান—(২) কাপড় কাচা

বেঙ্গল পারফিউমারী—"বিজলীন"
বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস—"বল", "বার"
ক্যালকাটা কেমিক্যাল—"কমল"
ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস্—"নির্ম্মলিন"

ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরী—"সাদা সাবান"

ফুলেলিয়া ফ্যাক্টরী—"ধোবীরাজ"

সাবান (৩) দাড়ি কামান

বেঙ্গল পারফিউমারি—"হিমানী"

ক্যালকাটা কেমিকেল - "অ্যান্টিসেপটিক"

ক্যালকাটা সোপওয়ার্কস—"ক্যালসো"

কুকার

"ইক্‌মিক্ কুকার"—ডাক্তার ইন্দু মাধব মল্লিকের পেটেণ্ট ২৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"গৃহস্থ কুকার"—৩২ গিরীশ মুখার্জ্জীর রোড ভবানীপুর। কলিঃ

"মন্মথ কুকার"—পুঁটিরাম মিস্ত্রীর পেটেণ্ট হ্যারিসন রোড্। কলিঃ

"সরোজিনী কুকার"—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিঃ

এলুমিনিয়মের বাসনাদি

"গোল্ড্ মোহর" মার্কা The Aluminium manufacturing Co. Ld 41 Ezra street, Calcutta

"ক্রাউন মার্কা"—Teewanlal Ld. 44 Ezra Street, Cal.

Proprietor of Bharat Aluminium Works. 55/1 Canning Street, Cal.

Alluminium Stores—24 Canning Street Cal.

আটা ময়দা—প্রতিমণ

পেটেণ্ট ময়দার প্রতিমণ	৪॥০—৪॥৵০
মিহি	৪।০—৪।৵০
গৃহস্থী (হাউসহোল্ড)	৪৲—৪৵০
আটা বি	৪৵—৪।৵০
ঐ নং	৩।৵০—৩৸৵০
আটা এস মার্কা	৩॥০—৩॥৵০
ঐ ৩নং	৩৸০
সুজি	৪৸০

তৈল—প্রতিমণ

সরিসার তৈল খাঁটি	
(রাধাকৃষ্ণ মার্কা) গাড়ীর দর	১৫॥০
ঐ মণের দর	১৬।০
ঐ খুচরা	১৭৲
টিনসহ কানপুর	১৯॥০—২০॥০
মিশ্রিত	১৫॥০—১৮॥০
নারিকেল তৈল	১৪৲
রেড়ির তৈল	১২৲—১৫৲

বিনোদমার্কা খাঁটী সরিসার তৈল

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ	১৮।০
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টীনের কম	১৮।/০
১১ টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	১৮।৵০
খুচরা প্রতি মণ	১৯।০
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২৲

ঘৃত—প্রতিমণ

মটকী	৬৩৲
শ্রীমার্কা	৬৭৲
ভারতী	৫৮৲
সিকোহাবাদ (খুরজা মার্কা)	৫৬৲
লক্ষ্মী	৫৭॥০
বাদাসাগর	৫৪৲
খুরজা	৫৮৲

ওরিয়েন্টালের পারফেক্ট প্রোটেকসন পলিসি

বীমা কোম্পানীগুলি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে বীমাকারীর সংখ্যাও যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি এমন সব চিত্তাকর্ষক প্ল্যান এবং স্কীমও বাহির হইতেছে যাহার ফলে বীমা দ্বারা সঞ্চয় করিবার জন্য লোকের আগ্রহও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু বীমাকারী যে উদ্দেশ্যে জীবন বীমা করিয়া থাকেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে বীমার টাকা অনেক সময় সে উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় না। পরিবার প্রতিপালন, পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা এবং আকস্মিক বিপদে অর্থ সাহায্য পাওয়াই জীবন বীমার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বীমাকারীর মৃত্যু হইলেই আত্মীয় স্বজন যাইয়া টাকার উপর দাবী দিয়া বসেন, অথবা বীমাকারীর পত্নীকে বীমার সমুদয় টাকা দিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্নের পরামর্শ দিয়া থাকেন। তদুপরি পাওনাদারের উৎপাত তো আছেই। কেহ বা অভিভাবকত্বের দাবী জানাইয়া কিম্বা অধিক সুদে টাকাগুলি লগ্নী করিয়া খাটাইবার প্রলোভন দেখাইয়া বীমাকারীর বিধবা পত্নীর নিকট হইতে নিজের নিকট টাকা আনিয়া রাখেন এবং কার্য্যকালে নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। বিধবাদের হাতে এক সঙ্গে কতকগুলি টাকা পড়িলে তাঁহারা নিজেরা যেমন উহার উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তেমনি বাহির হইতেও অসময়ের বন্ধু সাজিয়া অনেক 'বান্ধব' টাকাগুলি

নিজ হস্তগত করার চেষ্টা করিতে দ্বিধা করেন না। ফলে বীমাকারী তাঁহার পরিবার পালনের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান, তাহা বারো ভূতে কাড়িয়া লয়, স্ত্রী ও পরিবারের দুঃখ আর ঘোচে না। এইরূপ আরও এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহাতে পাওনাদার, আত্মীয়, এবং বন্ধু বান্ধবদের হাত এড়াইয়া বীমাকারীর অভিপ্রায় মত সংসার পালনে অর্থ রক্ষা করিতে নানা প্রকারের বাধা উপস্থিত হয়।

স্বামী বা পিতার মৃত্যুতে পরিবারের যাহাতে এরূপ দুর্গতি না ঘটে, তাহার প্রতিকার কল্পে সম্প্রতি "ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী জীবন বীমা কোম্পানী লিমিটেড" একটি নূতন প্রকারের বীমা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পলিসির নাম

'পারফেক্ট প্রোটেকসন্ পলিসি।

১। এই পলিসি অনুযায়ী দশহাজার টাকার বীমা করিলে বীমাকারীর যদি বীমার আরম্ভ কাল হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটে, তবে (ক) কোম্পানী বীমার পূর্ণ কাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বাৎসরিক হাজার টাকা মাসিক কিস্তিতে বীমাকারীর পরিবারকে দিতে থাকিবেন। অর্থাৎ যদি কেহ এই পলিসিতে দশ বৎসরের প্রিমিয়াম দিয়া মারা যায়, তাহা হইলে কোম্পানী অবশিষ্ট দশ বৎসর পর্য্যন্ত এক মাসিক ৮৩।৴৪ হিসাবে প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা করিয়া বীমাকারীর পরিবারের নিকট দিবেন এবং (খ) বিশ বৎসর কাল পূর্ণ হইলে এক সঙ্গে আরও দশ হাজার টাকা দিবেন। বীমাকারীর মৃত্যুর একমাস পর হইতে মাসিক কিস্তীর টাকা দেওয়া আরম্ভ হইবে; এবং বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার ঠিক একমাস পূর্ব্বে এই টাকা বন্ধ করা হইবে।

২। বীমাকারীর যদি বীমা করার ২০ বৎসর পরে মৃত্যু হয় তাহা হইলে এক সঙ্গে দশ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। বিশ বৎসর পরে পুত্র কন্যাদের শিক্ষা ও পারিবারিক অন্য নানাবিধ ব্যয়-ভার তত বেশী থাকে না। কারণ, ততদিনে পরিবারের প্রায় সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে। সুতরাং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য তখন এক সঙ্গে দশ হাজার টাকাই যথেষ্ট।

পারফেক্ট প্রোটেক্সন পলিসির প্রিমিয়াম দেওয়া সত্তর বৎসরেই শেষ হইয়া যায়। তৎপরে আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না। লাভ সহ এবং বিনা লাভে এই দুই প্রকারেই এই বীমা করা যায়। যদি লাভ সহ পলিসি করা হয় তবে পলিসির বোনাসের টাকা বীমাকারীর মৃত্যুর পরে দেওয়া হইবে। তিন হাজার টাকার কমে এ প্রকারের বীমা লওয়া হয় না।

যদি কোন কারণে অন্ততঃ দুই বৎসর টাকা দেওয়ার পরে প্রিমিয়াম বন্ধ করা হয় তাহা হইলে পলিসিটিকে আপনা হইতেই Paidup policy করিয়া রাখা হইবে এবং বীমাকারীর মৃত্যুর পরে Paidup Policyর হার অনুসারে সেই টাকা দেওয়া হইবে। দেড় শত টাকার কম প্রিমিয়াম দেওয়া হইলে অবশ্য উহা paidup পলিসি করা হয় না।

স্বামী বা পিতার মৃত্যুর পরে আমাদের দেশের বিধবাদের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাতে এই প্রকারের বীমা দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রতি মাসে মাসিক ৮৩।৴৪ পাই হিসাবে পাইয়া ২০ বৎসর পরে এক সঙ্গে দশ হাজার টাকা পাইলে স্বামীর অভাবে বিধবার পুত্র কন্যা পালনে কষ্ট পাইতে হইবে না, এবং আত্মীয়তার দাবীতে বন্ধু বান্ধবদের গ্রাসেও বীমার টাকা খুয়াইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এ দেশে এইরূপ একটি পলিসির বিশেষ অভাব ছিল, ওরিয়েণ্টাল সে অভাব দূর করিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের এই পলিসি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স লিমিটেড

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্সের ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক বিবরণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ যে কাজের হিসাব দিয়াছেন তাহা নূতন কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ। ১৯২৯ সালে কোম্পানীটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে আবশ্যকীয় কাগজপত্র ছাপিয়া ২৩শে নবেম্বর বাস্তবিক পক্ষে প্রথম কাজ আরম্ভ হয়। এই তেরো মাসে কোম্পানী ৮১৪টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মোট পরিমাণ তের লক্ষ আট হাজার টাকা। ইহার মধ্যে মোট ৫৬৫টি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। এই পলিসিগুলিতে মোট বীমার পরিমাণ ১০,৬০,৭৫০ টাকা। অপর প্রস্তাবগুলি হয় অগ্রাহ্য হইয়াছে নতুবা নানা কারণে এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। মোট পলিসির শতকরা ১৫৭৪ অংশ মাত্র বাতিল বা lapse হইয়াছে।

দেশময় নিদারুণ আর্থিক দুর্গতির মধ্যেও নূতন কোম্পানীর পক্ষে প্রথম বৎসরে এত কাজ যোগাড় করা কম প্রশংসার কথা নহে। আলোচ্য বর্ষে মাত্র এক হাজার টাকার একজন বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কয়েকজন ব্যবসানুরাগী বিশিষ্ট বাঙ্গালীর চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের দ্বারা এই কোম্পানীটি পরিচালিত হইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত পরিচালকগণের নামই তাহার প্রধান পরিচয়।

ডিরেক্টরগণ—প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

২। কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম, এ, এম, এল, সি,

৩। স্যার হরিশঙ্কর পাল,

৪। জলপাইগুড়ীর বিখ্যাত টি প্লান্টার শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ রায় বি-এল,

৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম-এ বি-এল, এম-এল-এ,

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্সের ডিরেক্টার
শ্রীযুত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি, এ

৬। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার,

৭। চৌগ্রামের জমিদার শ্রীযুত রমণীকান্ত রায় বি-এ,

৮। তারসের জমিদার রায় রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানী এবং তারস্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর,

৯। মিঃ এস চৌধুরী বার-এট-ল,

১০। টেপার জমিদার শ্রীযুত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি-এ, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং এজেণ্ট,

১১। বিমলানন্দ তর্কতীর্থ,

১২। গিরিজামোহন সান্যাল এম-এ বি-এল।

প্রথম ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর financial position বা আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য পাশ করা চলে না। প্রথম ভ্যালুয়েশন রিপোর্টও চূড়ান্ত মাপকাঠি নহে। প্রথম দশ বৎসর প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর পক্ষে আঁতুড় ঘর বাসের ন্যায় সন্দেহের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। দশ বৎসর কাটিয়া গেলে বোঝা যায় যে শিশু এইবার আঁতুড় ঘর থেকে বাহিরে আসিল। এই সময় হিসাব নিকাশ হইয়া যে ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট বাহির হয় তাহা পড়িয়া বোঝা যায় যে কোম্পানীর অবস্থা কেমন।

কোম্পানী স্থাপনের প্রথম বৎসরেই যাহারা দশ বৎসর মেয়াদে এন্‌ডাউমেণ্ট প্ল্যানে বীমা করিয়াছেন তাঁহাদের পলিসির সমুদয় টাকাই যেই দশ বৎসর পূর্ণ হইবে অমনি এককালীন বীমাকারীদিগকে মিটাইয়া দিতে হইবে। দশ বৎসর মেয়াদের পূর্ব্বে যদি কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে তবে তাহার টাকা ত পূর্ব্বেই দিতে হইয়াছে; বাকী দশ বৎসর এন্‌ডাউমেণ্ট পলিসির টাকা প্রথম দশ বৎসর অন্তেই এক দফা নিঃশেষে দিতে হইবে।

আর এক কথা এই যে, যত রকম স্কীম বা প্ল্যান আছে তাহার মধ্যে এন্‌ডাউমেণ্ট প্ল্যানেই অধিকাংশ লোক বীমা করিয়া থাকে, এবং দশ বছরের নীচে আর এন্‌ডাউমেণ্ট নাই বলিয়া সকল বীমা কোম্পানীকে দশ বছর বয়সের সময় একটা heavy drain সহ্য করিতে হয়। এই সময় এককালীন একটা মোটা টাকা বাহির করিয়া দিতে হয় বলিয়া দশম বৎসর সকল বীমা কোম্পানীর পক্ষে প্রথম পরীক্ষার বৎসর বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পরীক্ষার সময় যে কোম্পানী সঞ্চিত তহবিল হইতে অনায়াসে দাবীর টাকা মিটাইয়া দিতে পারে, সেই কোম্পানীর অবস্থা খুব ভাল বলিয়া দেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করে; আর যাহাদের তহবিলের সঞ্চিত মূলধন হইতে এই প্রাথমিক দাবীর টাকা মিটাইয়া দিবার কোনও উপায় থাকে না, তাহারা তখন বিষম ফাপরে পড়িয়া যায়; কেহ পলিসির কন্‌ট্রাক্টের মধ্যে নানারূপ দোষ বাহির করিয়া দাবীর টাকা দিতে গণ্ডগোল করিতে সুরু করে, কেহবা এই সব গোলমাল না তুলিয়া অন্যদিক হইতে টাকা আনিয়া দাবীর টাকা মিটাইয়া দিয়া গোড়াতেই একটা গোঁজামিলের সৃষ্টি করে, যাহা মিটাইতে অনেক দিন ধরিয়া কোম্পানীকে বেগ পোহাইতে হয়।

আবার এক সমস্যা এই যে পুরাতন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কোম্পানী সমূহের সহিত টক্কর দিয়া কাজ আনিবার জন্য নূতন কোম্পানীদিগকে এজেণ্টের কমিশন বিজ্ঞাপন, রাহা খরচ ইত্যাদি বাবদ প্রথম প্রথম অনেক বেশী খরচ করিতে হয় বলিয়া সঞ্চিত মূলধনের অঙ্কও সেই অনু-পাতে কম হইয়া যায়। কোন্ কোম্পানী কিরূপ ভাবে এই সকল সমস্যার সমাধান করতঃ প্রথম

দশ বৎসরের প্রাথমিক পরীক্ষায় দাবীর টাকা সব চুকাইয়া দিয়া কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা না দেখা পর্য্যন্ত কোম্পানী কিরূপ ভাবে চলিতেছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ কিরূপ আশাপ্রদ কিম্বা আশঙ্কাজনক সে সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু একটা মোটকথা খুব জোরের সহিত বলা যাইতে পারে। যে কোম্পানী গোড়া হইতেই খুব বেশী পরিমাণে ভাল কাজ সংগ্রহ করিতে পারে (ভাল মানে যাহারা বীমা করিতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে Life history ভাল এবং যথারীতি প্রিমিয়ামের টাকা দিবার সঙ্গতি আছে এবং খরচের হার সাধ্যমত কমের দিকে রাখে, তাহাদের আর কোনও মার নাই। ভাল কাজ সংগ্রহ করিতে হইলে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এবং পরিচালকবর্গ এমন হওয়া চাই যেন তাঁহারা দেশের সর্ব্বজন পরিচিত এবং সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হয়।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে গ্রেট ইণ্ডিয়া যে ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক সকল আছেন যাঁহারা দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন। এই বোর্ডের মধ্যে এমন কাহাকেও

দেখিলাম না যিনি বা যাঁহারা "শতমারী ভবেদ্ বৈদ্য" হইয়াছেন। অর্থাৎ অনেকগুলি লিমিটেড্ কোম্পানীর মাথা চিবাইয়া বিলু খাইয়া আবার একটি ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছেন।

সকলের নাম করিব না; কিন্তু কয়েকজনের কথা জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার চরিত্রগুণে সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন; আমাদিগের পক্ষে তাঁহার পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাঁহার একটা দিক, যাহা সাধারণের নজরে পড়ে না, সেই দিক্‌টার সম্বন্ধে দুই একটি কথা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পাঠকদিগকে বলিব। সেটি তাঁহার ব্যবসা বুদ্ধির কথা।

"প্রবাসী" এবং "মডার্ণ রিভিউ" বাংলাদেশে—শুধু বাংলাদেশেই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মাসিক সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ভারতের মাসিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশের কথা যদি কেহ লেখেন তবে তাঁহাকে এই দীর্ঘকালের ব্যবধানকে Pre-Probashi and Post-Probashi Period বলিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইতে হইবে। অর্থাৎ "প্রবাসী"র জন্মের পূর্ব্বে ভারতে মাসিক সাহিত্যের অবস্থা কি ছিল এবং তাহার জন্মের পরেই বা কি হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার বিশ্লেষণ দেখাইতে হইবে।

প্রবাসীর আগমনের পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি মাসিক কাগজ যে কবে বাহির হইবে তাহার

কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনও নাই, তারিখও নাই এবং সময়ও নাই। মাসের প্রথম হইতে ৩০শে তারিখের মধ্যে যে কোনও দিন বাহির হইতে পারে, অথবা সে মাসের কোনও দিনে বাহির না হইয়া আষাঢ়ের কাগজ শ্রাবণের ঘন বরষার কোনও তারিখে বাহির হইতে পারে—অথবা গ্রাহকের ভাগ্যে যদি আরও বিড়ম্বনা থাকে তবে আষাঢ় ও শ্রাবণের সংখ্যা আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বাহির না হইয়া যুগ্ম সংখ্যা ভাদ্রের যে কোনও দিন হঠাৎ "পাকা তাল পড়ার ন্যায়" পিওন একদিন বৈঠকখানায় ফেলিয়া দিয়া যাইতে পারে। গ্রাহক অনেক সময় ভুলিয়াই যাইতেন যে বৈশাখের প্রথমে বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম পাঠাইয়া দিয়া তিনি একখানি মাসিকের গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং তাহা যথাসময়ে তিনি পান না, কারণ মাসিক বাহির হ'বার তখন কোনও সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না।

প্রবাসীই সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশের দিন স্থির করতঃ এই ব্যবসায়ে একটা নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম তারিখে ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় গ্রাহকের দুয়ারে কাগজ পৌঁছাইয়া দিবার প্রথা প্রচলন করেন। কয়েক বৎসর পরে শেষে এমন হইয়া গিয়াছিল যে প্রবাসী আসিলেই লোকের খেয়াল হইত যে আজকে মাসের পহেলা। প্রবাসীর দেখাদেখি আজ ভারতের সমুদয় প্রথম

শ্রেণীর মাসিক পত্র, পত্রিকা প্রকাশের একটা দিন স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং এবিষয়ে গ্রাহকদিগের নিকট পত্রিকা প্রকাশকদের যে একটা দায়ীত্ব আছে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

২। Pre-Probashi Periodএ মাসিক পত্রিকায় ছবি দেওয়ার কোনও রেওয়াজ বা পদ্ধতি ছিল না। Sadler Commission বসার আগে আমাদের দেশের কলেজ সমূহের বিজ্ঞানাগারের যেরূপ অবস্থা ছিল, চিত্রসজ্জা সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকাগুলির অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ অথবা তদপেক্ষাও খারাপ ছিল। শোনা যায়, বিজ্ঞানের ক্লাসে অধ্যাপক থার্ম্মোমিটারের বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানাগারে দুই টাকার একটা থার্ম্মোমিটারও না থাকায় অধ্যাপক পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করতঃ ছাত্রদের দেখাইয়া বলিতেছেন "মনে কর যে, এইটা একটা থার্ম্মোমিটার।" কথাটা হয়ত অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু অবস্থা যে এইরূপই ছিল তাহা আমরাই আমাদের কলেজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সাক্ষ্য দিতে পারি।

চিত্রসজ্জা সম্বন্ধে প্রবাসীর আগে সকল মাসিকের অবস্থাই এইরূপ ছিল। কাশী, কাঞ্চী, কেরলা, কান্যকুব্জ, কুমারিকা প্রভৃতি স্থানের নানা বর্ণনা, মন্দিরের নানা কথা সব লিপিবদ্ধ হইতেছে এবং মাসের পর মাস নানারূপ চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ বৃত্তান্ত সব বাহির হইতেছে; কিন্তু কোথায়ও কোনও চিত্রের নাম নাই—ঠিক যেন মুসলমান মনোভাব অর্থাৎ কোনও জীবিত বা মৃত ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করা "হারাম্‌ত" বটেই, পরন্তু যে এই "হারামী" কাজ করিবে তাহাকে হত্যা করাই পুণ্যের কাজ। রামানন্দ বাবু তাঁহার প্রবাসীতে সর্ব্ব প্রথম এই "হারামী" অনুষ্ঠান প্রচলন ও প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, মুসলমান মাসিকের মধ্যেও আধুনিক দুইখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক "মোহম্মদী" ও "সওগাত" পত্রও পাতায় পাতায় ছবি দিয়া তাঁহাদের কাগজ দুইখানিকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, প্রচুর ছবির ব্যবস্থা না করিয়া যাঁহারা মাসিক কাগজ বাহির করিবেন, তাঁহাদের আঁতুড় ঘরেই পেঁচোয় পাইবে এবং অচিরাৎ পঞ্চত্ব লাভ করিতে হইবে।

তৃতীয়—Oriental Art বা প্রাচ্য দেশীয় শিল্পকলাকে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্ত প্রবাসীর বিপুল অধ্যবসায় এবং বহু বৎসরব্যাপী সাধনা রামানন্দ বাবুকে সাহিত্য এবং ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। লম্বা লম্বা, সরু সরু হাত পা, আঙ্গুল ইত্যাদির যে কত বিরুদ্ধ এবং হৃদয়হীন সমালোচনা শুনিয়াছি—কত ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং গ্লানিকর মন্তব্য যে এই একনিষ্ঠ সাধকের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আজ প্রায় ২৫ বৎসর সাধনার ফলে Oriental Art জগতের শিল্পশালায় শুধু যে আপনার গৌরবের স্থান ও আসন রচনা করিয়া লইয়াছে তাহাই নহে, পরন্তু আজ বহু শিল্পী এই Oriental Artএর পরিকল্পনার দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র—সকল চিত্র বিজ্ঞাপনে এই Oriental Art এরই প্রাচুর্য্য এবং জয়জয়কার দেখা যাইতেছে।

এই সকলের মূলে একজন—কেবলমাত্র একজনের নিষ্ঠা, সাধনা, উদ্যোগ এবং

অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই; কেবল তাঁহার প্রোপাগাণ্ডা এবং প্রচারের ফলেই আজ ওরিয়েণ্টাল Art সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহাকেই মূলভিত্তি করিয়া কত যে নব নব শিল্পীর অভ্যুত্থান হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। আজ সাবান, এসেন্স, তেল, নানারূপ প্রসাধনের সামগ্রীর বাক্স, লেবেল, পোষ্টার প্রভৃতির পরিকল্পনায় কেবলমাত্র এই সকল শিল্পীরাই নিয়োজিত হইতেছে; তাহাতে দেশীয় শিল্পকলার যেমন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইতেছে তেমনি অনেক শিল্পীরও উপার্জ্জনের রাস্তা খুলিয়া দিয়াছে।

চতুর্থ—প্রবাসীর পূর্ব্বে মাসিক কাগজাদির কেন—সকল দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্রেরই বিজ্ঞাপনের কোনও ধরা বাঁধা রেট্ ছিল না। সকল কাগজেই অবশ্য একটা রেট্ ছাপা থাকিত। এক পেজের রেট্ হয়ত ছাপা আছে ২০ টাকা, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতা দর কষাকষি করিতে করিতে শেষে হয়ত তাহা দশ টাকায় রফা করিয়া গেলেন। প্রবাসীই সর্ব্বপ্রথম রেটের সম্বন্ধে ultimatum দিয়া বিজ্ঞাপন দাতাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনদাতারা সাক্ষাতে এবং পরোক্ষে নানারকম চেষ্টা চরিত্র করিয়া যখন দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে, "প্রবাসী ভাঙ্গিবে তবু মচকাইবে না" তখন বাধ্য হইয়া রামানন্দ বাবুর laconic style এর উক্তি মানিয়া লইলেন। "প্রবাসীর বিজ্ঞাপনের রেট্ সম্বন্ধে কোনও দর দস্তর নাই"।

বিজ্ঞাপনের রেট্ সম্বন্ধে প্রবাসী এই যে পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন, আজ সকল প্রথম শ্রেণীর কাগজই সেই পথ ধরিয়াছেন। ইহারা প্রায় সকলেই অম্লানবদনে বিজ্ঞাপন ফিরাইয়া দেন, কিন্তু কদাচ রেট্ কমান না। এই ব্যবস্থার ফলে দাতা গৃহীতা সকলেরই সুবিধা হইয়াছে এবং ব্যবসায়ে উভয়েরই সুনাম ও ইজ্জত রক্ষিত হইতেছে।

রামানন্দ বাবুকে দেশের লোক সাধু, চরিত্রবান, স্বদেশপ্রেমিক, নির্ভীক ও তেজস্বী পত্রিকা-সম্পাদক বলিয়াই জানেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে প্রকৃত ব্যবসায়ীর সূক্ষ্মবুদ্ধি, প্রেরণা, উদ্যোগ, ঐকান্তিক সাধনা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের যে অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাই, সেগুলি খুব কম লোকেরই নজরে পড়ে বলিয়া আজ এই প্রসঙ্গে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এতগুলি কথার অবতারণা করিলাম। এমন একজন সর্ব্বজন পূজ্য, সকলের শ্রদ্ধাভাজন, অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন লোককে ডিরেক্টর পাকড়াও করিয়া বন্ধুবর নলিনীমোহন এবং গিরিজা বাবু খুব বাহাদুরী দেখাইয়াছেন।

বাঙ্গালী পরিচালিত চা বাগান সমূহের ইতিহাসের কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকট জলপাইগুড়ির তারিণীবাবুর নাম সুপরিচিত। যাঁহাদিগের সততা, অধ্যবসায় এবং ব্যবসা বুদ্ধি বাঙ্গালী জাতীকে চা ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তারিণীবাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রণী এবং অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে সকল কারবারেই পৃথিবীব্যাপী দুর্দ্দশা যাইতেছে; সুতরাং চা ব্যবসায়ীদিগকেও দারুণ অর্থকষ্ট ও দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে। কিন্তু এযাবৎকাল জলপাইগুড়ির চা করগণ যেরূপ কৃতিত্বের সহিত চা বাগান চালাইয়া আসিয়াছেন এবং অংশীদিগকে যেরূপ উচ্চহারে লাভ দিয়া আসিয়াছেন তাহা ভারতের চা ব্যবসায়ের ইতিহাসে অদ্বিতীয় এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাঁহাদের সততা এবং অধ্যবসায়ের গুণে জলপাইগুড়ির নাম ভারতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে, তারিণীবাবু তাঁহাদের পথ প্রদর্শক এবং অগ্রণী।

সার নীলরতন সরকারকে সকলে অদ্বিতীয় ডাক্তার বলিয়াই জানেন। এরূপ অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ডাক্তার ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ডাক্তারী ব্যবসায়ে তিনি যে অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা যদি স্বার্থ—সুখরত, অতিবুদ্ধি, বিষয়ীর ন্যায় ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন তবে আজ তিনি টাকার উপর গড়াগড়ি দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনের অর্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করিয়া রিক্তহস্ত হইয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় মিউনিশন্ বোর্ডের রিপোর্টে দেখিয়াছি, ভারতে এবং ইউরোপের চামড়ার কারখানা সমূহ হইতে যত রকমের চামড়ার জোগান আসিত, সে সমুদয়ের মধ্যে ন্যাশন্যাল ট্যানারীর চামড়াই সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিত। এই ন্যাশন্যাল ট্যানারী সার নীলরতনই প্রতিষ্ঠা করেন।

যখন দেশে সাবানের কারখানার কোনও হিড়িক লাগে নাই তখন প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে নীলরতন বাবু সাবানের কারখানা স্থাপন করতঃ তদানীন্তনকালের স্থাপিত কারখানা গুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ "ন্যাশন্যাল ট্যানারী" এবং "ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরীর" নাম জানেন না অথবা শোনেন নাই এমন লোক এদেশে বিরল।

চা বাগিচা খোলার ব্যাপারেও সার নীলরতন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। এইরূপ আরও ছোটবড় অনেক কারবারে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দেশীয় শিল্পের বৃক্ষমূলে আজীবন জল সেচন করিয়াছেন। আজ হয়ত তাঁহার আধার এইরূপ অজস্র বর্ষণে জলশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষ আজ ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া সমগ্র জাতির প্রাণে আশা ও আনন্দ দান করিতেছে।

সমস্ত বীমা কোম্পানীর স্থায়ীত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার কর্ত্তৃক গৃহীত এবং অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহের উপর। কোম্পানীর প্রধান ডাক্তার যদি কেবল কাজ এবং প্রিমিয়াম সংগ্রহের উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তাবিত জীবন গুলির পরীক্ষা করিতে বসেন, এবং পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন, তবে সে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন বলিতেই হইবে। গ্রেট ইণ্ডিয়া সার নীলরতনের ন্যায় সর্ব্বজন মান্য দেশবরেণ্য ডাক্তারকে চিফ মেডিক্যাল অফিসার রূপে পাইয়া একদিকে নিজেরা যেমন ধন্য হইয়াছেন, অপর দিকে বীমাকারীদিগের মনেও গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া সার হরিশঙ্কর পালকেও বোর্ডে আনিয়া তাঁহারা দেশবাসী সকলেরই বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন। যেরূপ লোকদিগকে বোর্ডে আনিতে পারিলে নূতন কোম্পানীর পক্ষে কাজ পাইবার পথ সুগম হয়, গ্রেট ইণ্ডিয়া সে সব জোগাড় পুরামাত্রায় করিয়াছেন বলিয়াই কোম্পানী স্থাপনের প্রথম বৎসরেই এতাধিক টাকার কাজ জোগাড় করা সম্ভব হইয়াছে। গ্রেট ইণ্ডিয়া সুবাতাসে পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়াছে,—পালেও বাতাস ভর্ করিয়াছে; আমরা উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছি "বদর্" "বদর্"

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

কবিরাজী ঔষধের মহার্ঘ্যতাবশতঃ জন সাধারণের পক্ষে কবিরাজী চিকিৎসা করানো এবং তাহার আনুসঙ্গিক তেল, ঘি ও অরিষ্টাদি ব্যবহার করা যখন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল এবং পক্ষান্তরে অতি সুলভে ডাক্তারী ঔষধ প্রচলিত হইতে থাকায় লোকে ক্রমে কবিরাজী চিকিৎসা ছাড়িয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসার স্মরণাপন্ন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া লুপ্তপ্রায় কবিরাজী ব্যবসায়ে যুগান্তর আনয়ন করেন। শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠার পর হইতে সুলভে অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ক্রয় করা সাধারণের পক্ষে সহজ এবং সম্ভব হইয়াছে। "অল্প লাভে বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাদি বেশী পরিমাণে বিক্রী করা" এই নীতির উপরেই নির্ভর করিয়া মথুরবাবু ১৩০৮ সালে ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই হইতে ধীরে ধীরে আজ প্রায় ৩০ বৎসর যাবত এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে আপনার খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে। এই কারখানায় কেবল যে বিশুদ্ধভাবে ঔষধাদি প্রস্তুত হয় তাহা নহে, প্রত্যেক ঔষধই এক একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ে এক একজন কবিরাজের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে এক একটী বিশেষ ঔষধ আজ প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল একই কাজে লাগিয়া থাকায় সেই সকল ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধেও তাঁহাদের দক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যেকবার এত বেশী পরিমাণে ঔষধ প্রস্তুত হয় যে অপরে তাহা ধারণাতেও আনিতে পারেন না। এই সকল কারণ পরম্পরায় অন্যান্য ঔষধালয় অপেক্ষা ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের ঔষধের মূল্য কম হইতে বাধ্য এবং হইয়াছেও তাই। কিরূপ বিরাট আকারে এখানে ঔষধাদি প্রস্তুত হয় তাহার সাক্ষ্য যাঁহারা দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এমন তিনজনের বিবরণ এখানে প্রকাশ করিতেছি যাহারা ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং একেবারে আস্লে ইংরাজ; সুতরাং দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করার কোনও কারণ বা সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী ভাইসরয় লর্ড লীটন এই কারখানা দেখিয়া বলিয়াছেন :—

"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।"

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রোণাল্ড্‌সে বলিয়াছেন :—

"এই কারখানায় এরূপ বিপুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছি"।
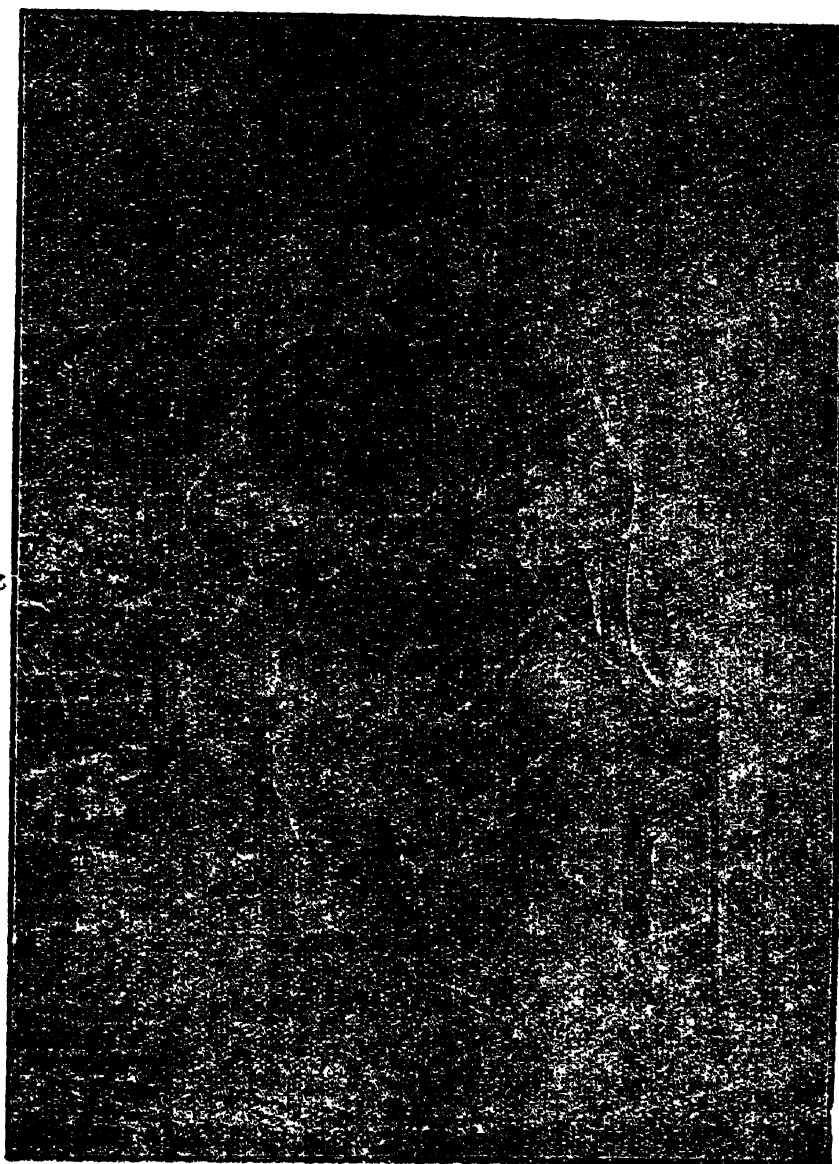
ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যর হেন্‌রী হুইলার বলিয়াছেন:—

"আমার ধারণাই ছিল না যে দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত হয়।"

বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রশংসাপত্রাদি পাঠে জানা যায় যে ঔষধের ক্রিয়া এবং শক্তি বজায় রাখিবার জন্য এবং ঔষধ যাহাতে কোনরূপ অঙ্গহীন না হয় তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

এখন অবশ্য ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অনুকরণ করিয়া অনেক ঔষধালয় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহারাও শক্তি ঔষধালয়ের অনুকরণে ঔষধের মূল্যও অনেক কম লইতেছেন। কিন্তু ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ই যে ইহার মূল পথপ্রদর্শক ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই মনে হয় শক্তি ঔষধালয়ের উন্নতির সহিত কাহারো তুলনা করা যায় না। কলিকাতায় পাঁচটি ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট প্রায় ৩০টী ব্রাঞ্চ খোলা সত্ত্বেও প্রত্যহ কারখানাতে যে পরিমাণ ঔষধ V. P. Parcelএ গ্রাহকদিগকে পাঠান হয়, তাহা দেখিলে এখনকার ব্যবসায়ের অবনতির ঢেউ শক্তি ঔষধালয়ের গায়ে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় উপস্থিত থাকিয়া যাঁহারা ইঁহাদের ঔষধ প্রস্তুতের বিরাট আয়োজন এবং সুশৃঙ্খলার সহিত কারখানা পরিচালনা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা শক্তি ঔষধালয়ের উৎস এবং প্রাণস্বরূপ মথুরবাবুর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। ঔষধের উন্নতির জন্য সত্ত্বাধিকারী মথুর বাবুর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় ঔষধে কোন রকম কৃত্রিমতার লেশ মাত্র ঢুকিতে পারে না, সোণা, রূপা, কস্তুরী প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মতে অনেকেই ব্যবহার করেন না। কাজেই ঔষধও সে-রকম ফলপ্রদ হয় না। এজন্য কবিরাজী ঔষধে অনেকে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। কিন্তু শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সকল মূল্যবান জিনিষগুলি মিশাইয়া দেন। এই জন্যই শক্তি ঔষধালয়ের ঔষধগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং সর্ব্বত্র ইহার সুখ্যাতি শোনা যায়। মূল্যের অল্পতা হেতু এখনও অনেক কবিরাজ শক্তি ঔষধালয়ের ঔষধের নিন্দা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই অলক্ষ্যে শক্তি ঔষধালয়ের ঔষধ দিয়াই নিজেদের ব্যবসা চালাইতেছেন। আমরা শুনিয়াছি, অনেকে শক্তি ঔষধালয়ের চ্যবনপ্রাশে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া উহা ৮৲ ও ১৬৲ টাকা দরে বিক্রী করিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পরলোক গত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন :—

"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর আশা করা যায় না।"

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর গুরুদেব ৺লোকনাথ বাবার দয়াতেই শক্তি ঔষধালয়ের উন্নতি হইয়াছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। এই জন্য তাঁহার গুরুদেবের মূর্ত্তির সম্মুখেই ঔষধাদি এখনও প্রস্তুত হয়। ঔষধাদিতে কোনরূপে কৃত্রিমতা না আসিয়া যাহাতে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হয় এবং তাঁহার গুরুদেবের কীর্ত্তি ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়, ইহাই মথুর বাবুর উদ্দেশ্য। শক্তি ঔষধালয়ের ক্যাটালগ প্রত্যেকের ঘরে একখানা করিয়া থাকা দরকার ; কারণ ক্যাটালগ খানা পড়িয়া মোটামুটি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

কবিরাজ ও শিক্ষক পণ্ডিত মহাশয়গণের জন্য মথুরবাবু বিশেষ কমিশনের বন্দোবস্তও করিয়াছেন। সম্প্রতি সোণার পাত মোড়া বড়ি ইত্যাদি অতি সুন্দর ভাবে শিশিতে প্যাক করা হইয়াছে এবং তৈল ঘৃত এবং অবলেহ ইত্যাদি এখন গ্রাহকদিগকে প্যাক করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এ সকল প্যাকিংএর কোনরূপ চার্জ্জ নেওয়া হয় না। ইহাতে গ্রাহকের বেশ সুবিধা হইয়াছে। শক্তি ঔষধালয়ের বহু টাকা সাধারণের হিতার্থে ও মথুর বাবুর গুরুদেবের প্রীত্যর্থে শক্তি আশ্রম, নৈল ইত্যাদি পরিচালন ও অন্যান্য নানা সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

[১৬ই জুলাইএর ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

চুম্বক লোহা

(U-67) ত্রিবাঙ্কুরের অন্তঃপাতী কোট্টারের একটি ফার্ম্ম চুম্বক লৌহ সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

জন্তুর চর্ব্বি

(U-68) স্থানীয় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জন্তুর চর্ব্বি খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন।

শুঁটকী মাছ, চিংড়ীর মাছের খোসা এবং মাছের মল

(U-69) জার্ম্মেণীর অন্তঃপাতী হ্যামবার্গের একটি প্রতিষ্ঠান শুঁটকী মাছ, চিংড়ী মাছের খোসা এবং মাছের মল রপ্তানী কারকের সন্ধান চাহেন।

ভারতীয় চুণামাছ

(U-70) জার্ম্মেণীর অন্তঃপাতী উসেল ওর্কের জনৈক পত্র লেখক ভারতীয় চুণা মাছ রপ্তানীকারকের ঠিকানা চাহেন।

পাটের থলি

(U-71) তুরস্কের অন্তঃপাতী ইস্তামুলের একটি প্রতিষ্ঠান খুব ভাল প্রথম শ্রেণীর পাটের থলি (10 kgs) রপ্তানী কারকের সন্ধান চাহেন।

কুঁচো চিংড়ি মাছ

(U 72) জার্ম্মেণীর অন্তর্গত উসেল ওর্কের জনৈক পত্র লেখক শুঁটকি চিংড়ি রপ্তানী কারকের ঠিকানা চাহেন।

[২০শে জুলাইএর ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

Calcite

(U-73) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নরসিংপুরের জনৈক পত্র লেখক ভারতে calciteএর খরিদ্দার চাহেন।

Cashew Kernel Pieces

(U-74) দক্ষিণ ভারতের ম্যাঙ্গালোরের একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে Cashew Kernel Pieces এর খরিদ্দার চাহেন।

কষ্টিক সোডা

(U-75) স্থানীয় একটি ফার্ম কষ্টিক সোডা সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

সাজি মাটি

(U-76) বোম্বাইএর একটি ফার্ম সাজি মাটির ক্রেতা চাহেন।

Kieselguhr

(U-77) সিমলার (পাঞ্জাব) জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী Kieselguhr সরবরাহকারীর সন্ধান চাহেন।

Steatite বা সোপ স্টোন

(U-78) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তঃপাতী বেলারীর একটি ফার্ম্ম Steatite বা সোপ ষ্টোনের খরিদ্দার চাহেন।

[৩০শে জুলাইএর ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

Sambhur Leather

(U-79) মান্দ্রাজের একটি ফার্ম Sambhur Leather এর খরিদ্দার চাহেন।

White bait

(U-80) জার্ম্মেণীর অন্তর্গত ডুসেলডর্ফের জনৈক পত্র লেখক ভারতীয় White bait (ক্ষুদ্র সাদা মাছ) রপ্তানী কারকের ঠিকানা চাহেন।

পাটের থলি

(U-81) তুরস্কের অন্তর্গত ইস্তাম্বুলের একটি ফার্ম কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাটের থলি (100 kgs) রপ্তানী কারকের সন্ধান চাহেন।

[৬ই আগষ্টের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

Asbestos এস্‌বেষ্টস্‌

(U-82) স্থানীয় একটি ফার্ম্ম এসবেষ্টসের খরিদ্দার চাহেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } আশ্বিন ১৩৩৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা

ভাঁজ করা পুস্তিকা

ভাঁজ করা পুস্তিকা আজকালকার একটি বহু প্রচলিত পদ্ধতি। ইহাতে যতই পৃষ্ঠা উল্টাইতে থাকিবে, বিবরণের যুক্তিগুলিও ততই জোরালো মনে হইবে। এইরূপ প্রচার পত্রে রহস্যময় উক্তি, অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রভৃতি সুকৌশলে প্রয়োগ করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় পিরামিড দিয়া আরম্ভ করিয়া শেষ পৃষ্ঠায় গামো ফোনের কথা বলিয়া বিদায় লওয়াতে বিরক্তি কম মনে হয় না, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে অল্প কথাই রহস্য রসিকতার প্রাণ। ভাঁজ করা প্রচার পত্রেও অল্প কথা না থাকিলে লোক পড়িতে চাহিবে না। সরবরাহ ব্যবসায়ে এইরূপ কার্ড প্রচলন সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও কতকগুলি [illegible] পত্রিকা প্রেরণের মধ্যে এইরূপ দুই চারিটা [illegible] ফলোৎপাদক হইয়া থাকে।

পুস্তিকাই হউক বা ভাঁজ করা কার্ডই হউক, সর্ব্বক্ষেত্রেই ছবি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। মূল্য তালিকায় ছবি দিতে হইলে, উহা অবশ্যই সেই জিনিসের ছবি হইবে, কিন্তু কার্ড বা ছোট পুস্তিকায় অন্য প্রকারের চিত্র সন্নিবেশ করা যায়।

যে ছবিতে মূল বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই, অথবা জিনিসের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে যুক্তি দিতেও সাহায্য করে না, কেবল মাত্র দেখিতে সুন্দর বলিয়াই সে সকল ছবি ব্যবহার স্থানের অপচয় মাত্র। সর্ব্বক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্য প্রার্থনীয়, কাগজ, ছাপা, টাইপ, লেখা, ছবি—সব সুন্দর ও ঝক্ ঝকে হইলেই লোক তাহাতে আকৃষ্ট হইবে।

ছোট বিজ্ঞাপনে লতা পাতা ফুল প্রভৃতি যথা সম্ভব কম দিবে, একেবারে না দিলেই ভাল। এই সব লতা পাতা থাকিলে, পাঠকের দৃষ্টি তাহাতে [illegible] আকৃষ্ট হয়, বিজ্ঞাপনের [illegible]

সুতরাং তাহারা বিজ্ঞাপন না পড়িয়া কেবল ছবি দেখিয়া রাখিয়া দেয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্য লোককে বিজ্ঞাপন পড়ানো। তাই লতা পাতা কারুকার্য্য প্রভৃতি যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিবে।

দ্রব্যের তালিকা

যাহারা একাধিক দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবসায় করে, তাহাদের জিনিসের তালিকা না ছাপাইয়া পারা কঠিন। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকেই দ্রব্যের নাম ও মূল্যের তালিকা গ্রাহকদের নিকট পাঠাইতে হয়। প্রথমতঃ যাহাদের নগদ বিক্রীর দোকান আছে এবং সেই সঙ্গে দূরে মফঃস্বলেও সরবরাহ ব্যবসায় চালাইতে চাহেন, তাঁহারা ক্যাটালগ ছাপিয়া থাকেন। এই ক্যাটালগ একখানি পুস্তক বিশেষ। ইহাতে দ্রব্যের পরিচয়, মূল্য তালিকা ও জিনিসের গুণগুলি চিত্তাকর্ষী ভাষায় লেখা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা ফ্যাক্টরী পরিচালনা করেন, অথবা নানাপ্রকারের মাল মজুত রাখেন তাঁহারাও সরবরাহের জন্য ক্যাটালগ ছাপিয়া থাকেন। মূল্য তালিকায় বিস্তৃত বিবরণ থাকা চাই। উহাতে যেন যথাযথ ভাবে সঠিক সংবাদ এবং জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লেখা থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, তালিকা দেখিয়া যাহারা জিনিস কিনে, তাহাদের প্রত্যক্ষ ভাবে জিনিসগুলি দেখার সুবিধা হয় না। সুতরাং মূল্য তালিকায় যেন জিনিসের অতিরঞ্জিত বিবরণ না দিয়া যথাযথ পরিচয় দেওয়া হয়। এইখানে ছবি দেওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ছবিগুলিতে যেন দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য চোখে ভাসিয়া উঠে। যে জুতার ছবি দেখিয়া গ্রাহকগণ উহার গোড়ালি কতটা উঁচু, পরিধি কি প্রকার, এবং মোটামুটি বাঁকটি জুতার আকারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারিয়াছে কিনা ইত্যাদি বুঝিতে না পারে, অনিশ্চয়তার মধ্যে তাহার জুতা ক্রয়ের আগ্রহ জাগিতে পারে না। এই জন্য যাহারা জিনিস প্রস্তুত করিবে তাহাদের নিজেদের চিত্রকর এবং নিজস্ব ব্লক রাখা আবশ্যক। কিন্তু যাহারা সরবরাহ ব্যবসায় করে, তাহারা অতি সহজেই অল্প মূল্যে প্রস্তুত কারকের নিকট হইতে ব্লক সংগ্রহ করিতে পারে।

মূল্য তালিকা

তালিকা বইএর পৃষ্ঠাগুলি বেশ আগাগোড়া সাজাইয়া দিবে, কিন্তু খুব ঘন ঘন করিয়া একটার গায়ে আর একটা ঠাসিয়া ছাপাইবে না। খবরের কাগজের স্থান এত মূল্যবান যে অনেক সময় একটার সহিত আর একটা না ঘেঁসিয়া এক সঙ্গে অনেক জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। কেহ হয় তো জামার কারবার করে। সে যতটুকু জায়গা নিয়াছে তাহাতে তাহার চলে না। কাজেই বাধ্য হইয়া একই সঙ্গে একটার উপর আর একটা জড়াজড়ি করিয়া কোন রকমে সাত প্রকার জামার বিজ্ঞাপন দিতে হয়। কিন্তু মূল্য তালিকায় সব সময় পৃষ্ঠাগুলি পরিষ্কার রাখিবে। একটু জায়গা বেশী নষ্ট হওয়াও ভাল, কিন্তু তালিকা বই কখনো দেখিতে বিশ্রী করিবে না।

মূল্য যেন এমন হয় যাহাতে গ্রাহকের কিনিতে অসুবিধা না হয়। বইএর কোন বিশেষ পাতায় যেখানে খুব সহজেই দৃষ্টি পড়ে, এমন স্থলে অর্ডার ফরমের স্লিপ আঁটিয়া দিবে। এই ফরম্ যেন সংক্ষিপ্ত হয় এবং যাহাতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, এইরূপ ভাবে করা হয়। যত অল্প শব্দের মধ্যে নির্ভুল ভাবে অর্ডার ফরম্ ছাপিতে পারিবে ততই ভাল। তালিকা তৈরীর দোষে তালিকা

দেখিয়া অর্ডার দিতে অনেক সময় গ্রাহকগণকে কিরূপ বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যাইতে হয়, নিম্নে তাহার একটি নমুনা দেওয়া গেল। একজন গ্রাহক তালিকা দেখিয়া অর্ডার দিতেছেন,—

অনুগ্রহ করিয়া আপনার মার্চ মাসের ক্যাটালগের ২৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১২॥৵০ দামের যে ব্লাউসের বিজ্ঞপ্তি আছে উহার একটি আমাকে পাঠাইবেন। মার্চ মাসের ক্যাটালগ দেখিয়াই জিনিস পাঠাইবেন; কেননা আপনাদের এপ্রিল মাসের ক্যাটালগে উক্ত পৃষ্ঠায় একই মূল্যের একই নম্বরের অন্য রকম ব্লাউস আছে, তাহা আমার প্রয়োজন নহে। মার্চ মাসের ২৫ পৃষ্ঠার ক্যাটালগে যে সকল ব্লাউসের ছবি দিয়াছেন উহার প্রত্যেকটির দামই ১২॥৵০; সুতরাং আমার জন্য উপরের দিক হইতে দ্বিতীয় লাইনে বাম দিকের তৃতীয় ছবিতে যে ব্লাউসের নমুনা আছে উহাই পাঠাইবেন।

উপরোক্ত পত্র যদি অর্ডারের নমুনা হয়, তাহা হইলে উহা কি অত্যন্ত বিশ্রী মনে হয় না! কিন্তু কোন কোন ক্যাটালগে এইরূপ বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াই অর্ডার দিতে হয়। কিন্তু এরূপ অসুবিধা দূর করা কষ্টসাধ্য নহে। সহজেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। প্রত্যেক প্রকার জিনিসের একটি নাম এবং নম্বর দিয়া দিলে আর অর্ডারের সময় অনাবশ্যক ভাবে অধিক কথার মধ্যে যাইতে হয় না। যদি প্রত্যেক প্রকার জিনিসের নম্বর দেওয়া হয়, তবে সে নম্বর কখনও নূতন ক্যাটালগে পরিবর্ত্তন করিবে না। কেননা অনেক সময় অনেকে পুরাতন ক্যাটালগ দেখিয়া অর্ডার দিয়া থাকে। কোন মহিলা যদি দেখেন যে জুন মাসের তালিকায় ১১২নং এ মহিলাদের গাউন রহিয়াছে, কিন্তু জুলাই মাসের তালিকায় ১১২নং এ পুরুষের সার্ট ছাপা হইয়াছে—তখন তাহার মনে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক।

কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি গ্রাহকের আগ্রহ জন্মাইবার জন্য মাঝে মাঝে যে সব চিঠি পাঠানো হয়, তাহাতে খুঁটিনাটি সংবাদ লেখার প্রয়োজন নাই। ব্যবসা জনপ্রিয় করিয়া তোলার অনেক কৌশলের মধ্যে উহাও একটি। যেখানে একই বিষয়ের জন্য নানা সময়ে নানাপ্রকারের বহু চিঠি লেখা হয়, সেখানে প্রচলিত টাইপে ছাপাইয়া চিঠি পাঠানোর পরিবর্ত্তে হাতের লেখা অথবা টাইপে লেখা চিঠি পাঠাইলে ব্যবসায়ে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

প্রচার পত্র

গ্রাহকদের নিকট পত্র পাঠাইয়া জিনিস প্রচার এবং অর্ডার সংগ্রহ করা আজকাল অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ লোক পুস্তক ব্যবসায়ীগণ। তাহারা ভাল রূপে বাঁধাইয়া বই প্রকাশ করে এবং এইরূপ প্রচার পত্রের সাহায্যে তাহা বহু মূল্যে বিক্রয় করে। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে প্রচার পত্রের মূল উদ্দেশ্য মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। যাহাদের নিকট মাল কাটতি করার ইচ্ছা তাহাদের নিকট কেবল একটি মাত্র কথাই বলা উচিত। অনেক গুলি জিনিসের কথা একই সময় বুঝাইতে গেলে কোনটার প্রতিই মনোযোগ না থাকা স্বাভাবিক। প্রচার পত্র পাঠাইয়া বিজ্ঞাপন প্রথা অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ; সুতরাং যখন বই বা জিনিস কাটতি হইতে থাকিবে, তখন উহা হইতে এই বিজ্ঞাপনের খরচ কাটিয়া লইবে। যে জিনিসের দাম বেশী, তাহা হইতে বিজ্ঞাপনের মূল্য তুলিয়া লওয়া সহজ, কিন্তু যাহার দাম অল্প তাহা হইতে প্রচারের দাম কাটিয়া রাখা কঠিন ব্যাপার। যে বই এর দাম পনর টাকা তাহা হইতে এক টাকা বা

দুই টাকা খরচ আদায় করা যায়, কিন্তু যে বইএর মূল্য আট আনা, বারো আনা বা এক টাকা তাহা হইতে দুই আনা বা চারি আনা খরচ কাটিয়া রাখা শক্ত ব্যাপার। যে জিনিসের দাম ২।৩ গিনি তাহা হইতে বিজ্ঞাপনের খরচ কাটিয়া রাখা যায়, কিন্তু যে বইএর দাম আট আনা, তাহা হইতে চারিখানি পত্রের খরচ চারি আনা কাটা অসম্ভব।

যাহাদের নিকট পত্র লেখা হয়, তাহারা সকলেই বই কিনিবে না। বহু লোকের মধ্যে কয়েকজন কিনিবে মাত্র; কিন্তু ব্যবসায়ীকে তাহার পূর্ব্বেই টিকিট, খাম, কাগজ ছাপা প্রভৃতি বাবদে অনেক গুলি টাকা খরচ করিতে হয়। এই সকল খরচ দিয়া বিজ্ঞাপনে লাভ হইবে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ হিসাব করা আবশ্যক। মালের কাটতি অপেক্ষা যদি বিজ্ঞাপনের ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের কোন সার্থকতা নাই।

প্রচার পদ্ধতি

এখন কিরূপে প্রচার করা যায় দেখা যাউক। ধরুন, মুখার্জ্জি কোম্পানী বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলির প্রকাশক হইলেন। এই প্রকাশকের সত্ত্ব ক্রয় করিতে তাহাদিগকে গ্রন্থের সত্ত্বাধিকারীকে বহু টাকা দিতে হইয়াছে। এখন তাহারা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা দ্বারা বই কাটতি করাইতে চায়। বইগুলি ছাপাইয়া বাঁধাইয়া বাজারে বাহির করিতে প্রতি বই ২৷৹ দাম করা হইল। দেখা গেল যে, বাজারে বই ছাড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের অনেক টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। সুতরাং যদি বহু সংখ্যক বই বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে আর লাভের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ বইএর প্রথম সংস্করণে যত খরচ হয়, অন্যান্য সংস্করণে তত হয় না। সুতরাং প্রথম সংস্করণ বিক্রয়ের জন্যই তাহাদিগকে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হয়। যাহা হউক, মুখার্জ্জি কোম্পানী তখন বই বিক্রয়ের জন্য চিঠি পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং খুব সতর্কতার সহিত এই কাজ করিয়া আশানুরূপ ফল পাইলেন। এই কাজে তাহাদিগকে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথমতঃ যাহারা গ্রাহক হইতে পারেন, তাঁহাদের নিকট চিঠি লেখা। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা বহু লোকের ঠিকানা দিতে পারেন, এমন লোকের নাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ ক্রেতার সন্ধান লওয়া।

অর্ডার সাপ্লাইএর ব্যবসায়ের আর একটি উপায় আছে। উহা বিনামূল্যে পুস্তিকা বিতরণ। ইহা একটি শিল্প বিশেষ। ইহাতে পুস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, লেখক ও সম্পাদকের নাম, যে বই সম্বন্ধে পুস্তিকা সেই বইএর কিছু কিছু উদ্ধৃতি, ছবি প্রভৃতি থাকে এবং সেই সঙ্গে ক্রেতার নিকট জিনিষ ক্রয়ের জন্যও কৌশলে অনুরোধ জানানো হয়। এই পুস্তিকার একটি নির্দ্দিষ্ট ফরম্ পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, এবং সেই ফরম্ ফেরৎ আসিলে ধন্যবাদ দান ছলে গ্রাহকের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

কিন্তু প্রথম চিঠিখানি পরবর্ত্তী চিঠিগুলির মত জরুরী নয়। যে লোক পুস্তিকা প্রাপ্তির সংবাদ জানাইল, তাহাকে কোম্পানী তৎক্ষণাৎ জানাইবেন যে "আমাদের প্রেরিত পুস্তিকা যে আপনার হস্তগত হইয়াছে ইহা জানিয়া সুখী হইলাম। বঙ্কিম বাবুর বই বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহের সম্পদ। পুস্তিকায় বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা তাহার উপযুক্ত পরিচয় হয় না; সুতরাং আমরা আপনাকে উক্ত বইএর একজন গ্রাহক করিতে চাই।" ইতি

এইরূপ চিঠি, ছাপানো চিঠির কাগজে টাইপ করিয়া প্রেরণ করিবে। হয়ত চৌদ্দ দিনে ইহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তখন আবার আর একখানি পত্র দিলেন। ইহাতে বইএর বিষয় ভাগ এবং প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা কি ইত্যাদি সম্পর্কে ক্রেতার কৌতূহল জাগাইয়া অতি সংক্ষেপে পত্র দিবে। এই পত্রে লোকের যেখানে দুর্ব্বলতা, সে কথা কহিলে তাহারা বিশেষ আগ্রহ বোধ করে, সেই রূপ কথা বলিবে। বাক্যের বাহুল্য একেবারে বর্জ্জন করা আবশ্যক। সকলেই ব্যারিষ্টারের মত বিজ্ঞ নহে; সুতরাং উপদেশ বা বক্তব্য বিষয় একেবারে সাধারণ কথায় বলিলেই লোকের মন অধিক আকৃষ্ট হয়। হয়তো মনে হইয়াছিল, যাহারা বই সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিবে তাহারা সকলেই পুরুষ, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল বহু স্ত্রীলোকও বইএর জন্য চিঠি দিয়াছে।

"প্রিয় মহাশয়, অথবা মহাশয়া"—এরূপভাবে লিখিয়া কোন চিঠি ছাপাইবে না। কতকগুলি পত্রে 'প্রিয় মহাশয়, এবং অপরগুলিতে পৃথক ভাবে প্রিয় মহাশয়া ছাপিয়া লইবে। এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা উদাসীনতা ব্যবসায়ীর পক্ষে নিন্দনীয়। একই কাগজে "প্রিয় মহাশয় বা মহাশয়া"—এইরূপ লেখা থাকিলে লোকে চিঠির উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদান করে না। তাঁহারা ভাবে উহা অতিশয় সাধারণ পত্র, সকলের নিকটেই অযত্নের সহিত প্রেরিত হইয়াছে।

চিঠিগুলিতে যাহাতে ব্যবসায়ীর হাতে লেখা কালিকলমের দস্তখত থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। দস্তখত যেন কিছুতেই ছাপানো বা রবার ষ্ট্যাম্পের না হয়। ইহাতেও গ্রাহকগণ অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা মনে করেন যে ব্যবসায়ী এতই ব্যস্ত যেন তিনি কাহারো জন্য পৃথকভাবে মনোযোগ দিতে পারেন না। বিশেষতঃ তাহারা ইহাও মনে করিতে পারে যে কর্ত্তা হয়তো চিঠির কথা জানেন না; তাহার কর্ম্মচারীগণই তাঁহার নামে দস্তখত দিয়া ব্যবসা চালাইতেছে।

এক সঙ্গে বহু চিঠি পাঠাইতে হইলেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে উহা এক একজন পৃথক লোকের নিকট পাঠানো হইবে, এবং তাহাকে উক্ত চিঠি দ্বারাই ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; সুতরাং অনেক চিঠি এক সঙ্গে পাঠাইলেও প্রত্যেক পত্রই অতিশয় মূল্যবান। এক পৃষ্ঠার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ পর্য্যন্ত দস্তখতবিহীন ভাবে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পাঠাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যখন চিঠি লিখিবে, তখন উহা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ হইবে, এবং চিঠির আগাগোড়াই উহার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে।

যখন চিঠি লিখিবে, তখন খামের মধ্যে কেবল পত্রখানিই থাকিবে, উহার মধ্যে আর বিজ্ঞাপন, ক্যাটালগ প্রভৃতি পাঠাইয়া চিঠি ভারাক্রান্ত করিবে না। কারণ একই পত্রের মধ্যে অনেক গুলি অন্য জিনিস যুক্ত থাকিলে গ্রাহকগণের চিঠি পড়ার আগ্রহ কমিয়া যায়। অনেক সময় পাঠক-গণ উহার প্রতি চোখ বুলাইয়া ফেলিয়া রাখেন।

যেখানে অধিক মালের কারবার হয়, সেখানে অনেকে চিঠির উত্তরের জন্য খাম প্রেরণের আবশ্যকতা বোধ করেন না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে খাম পাঠাইলে অর্ডারের জন্য গ্রাহকের প্রতি অনাবশ্যক চাপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ মনে হইতে পারে। ইহাতে বিরক্তি আসাও অসম্ভব নয়।

উপসংহার

যাঁহারা অর্ডার সাপ্লাইএর ব্যবসা করিবেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শৈথিল্য, অথবা আলুগা ভাবে কাজ করাই এই ব্যবসায়ের প্রধান বিপদ। গ্রাহকগণের সহিত ব্যবহারে একটু ঔদাসীন্য বা বিলম্ব হইলে তাঁহারা ব্যবসায়ীর প্রতি বিরক্ত হন; ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা মারাত্মক। একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর পক্ষে একটী সরুগলির মধ্যে পশ্চাতের একখানি ঘরে বসিয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়া যাহারা জিনিসের অর্ডার দিয়াছে তাহাদের মাল পাঠানো সহজ, কিন্তু অর্ডার সাপ্লাইএর ব্যবসায়ে সকলদিকের অভিজ্ঞতা চাই। সততা, পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং উচ্চ আদর্শই এই ব্যবসায়ের সাফল্যের উপায়।
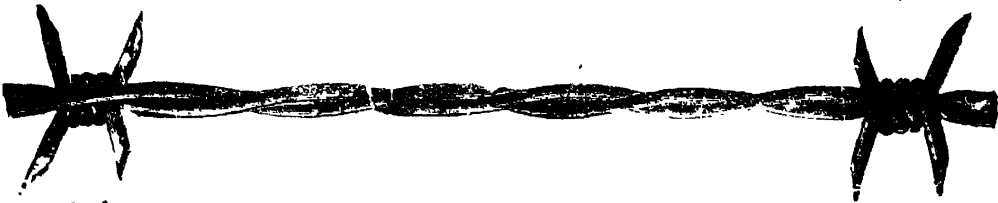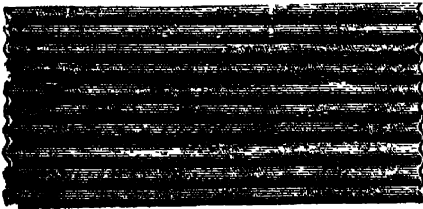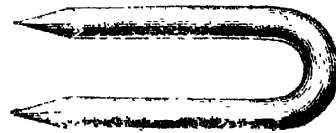
দেশ ভেদে কুসংস্কারের ধারা

দেশ ভেদে পৃথিবীর নানাস্থানে সকল জাতির মধ্যেই নানা রকম কুসংস্কার দেখা যায়। কোথাও যাত্রা কালে কেহ হাঁচি দিলে অনেকে মনে করেন, তাঁহার যাত্রা বুঝি বিফল হইল। পুরুষের বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে থাকিলে অনেকে অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া পড়েন। অধিক রাত্রে কাক, বা গাভীর ডাক অথবা দিনের বেলায় শৃগালের চীৎকার অনেকের মনে অমঙ্গলের আভাষ দেয়। জগতের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এইরূপ কোননা কোন কুসংস্কার আছে। যাহারা সমুদ্র পথে বিচরণ করে অথবা নৌকা জাহাজ চালায়, তাহারা সাধারণতঃ নির্ভীক হইয়া থাকে। কারণ বিপদ বাধা অগ্রাহ্য করিয়া হাতের মুঠায় জীবন লইয়া চলাই সমুদ্রচারী নাবিকদের অভ্যাস। তথাপি ইহাদের মধ্যেও কুসংস্কারের অন্ত নাই। একখানি বৃটিশ জাহাজ নিউজিলাণ্ডে ব্যবসা করিত, তাঁহাদেয় ব্যবসায়ে তেমন লাভ হইতেছিল না দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে জাহাজ-খানিই হতভাগ্য; তাই তাহার একাংশ কাটিয়া তাঁহারা তীরে নিক্ষেপ করিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বে পুরোহিত (পাদ্রী) দর্শনের প্রতি নাবিকদের একটা অশ্রদ্ধা আছে। বহুকাল হইতে তাহাদের এই কুসংস্কার চলিয়া আসিয়াছে। যে লোক মাস্তুলের সাম্নে কাজ করে, সে যদি তাহার জাহাজে উঠার প্রাক্‌কালে কোন পুরো-হিতের সহিত কথা বলে, তবে উহা অত্যন্ত অমঙ্গল সূচক বলিয়া মনে করে। লোকের বিশ্বাস, ইহাতে সমুদ্র যাত্রায় একটা না একটা বিপদ ঘটা অনিবার্য্য। চতুষ্পদ জন্তুগুলিও নাবিকদের নিকট দুর্ভাগ্য সূচনা করে। কোন কোন জাহাজে কখনই চতুষ্পদ জন্তুর নামোল্লেখ করা হয় না। ‘শূকর’—কথাটি শুনিলেই নাবিকগণ শিহরিয়া উঠে। কারণ তাহারা মনে করে যে উক্ত নামটি দুর্ভাগ্যের সহচর। বৃটেনের জেলেরা সমুদ্রে থাকিতে কখনই বিড়ালের নাম করিবে না। কর্ণিশ নাবিকগণ সমুদ্রপথে শশকের নামে আঁতকাইয়া উঠে।

এইরূপে দিন, সপ্তাহ বা বৎসরেরও ভালমন্দ আছে। কোন কোন নাবিকের ‘রবিবারের’ প্রতি একটা অকারণ ভয় আছে। কাহারও মতে শনিবারই সর্ব্বনাশের গোড়া। সাধারণের ধারণা যে ‘কেইন’ যেদিন ‘এবেল’কে হত্যা করে অথবা সমতল প্রদেশের সহরগুলি যেদিন ধ্বংস হয়, সে সব দিনে জাহাজে যাত্রা করিতে নাই। এইরূপে এক এক দেশে এক এক রকম সংস্কার প্রচলিত দেখা যায়। কোন দেশের লোক মনে করে রবিবার দুর্ভাগ্যের দিন, কেহ বলে শুক্রবারে মৃত্যু অনিবার্য্য। কোন নাবিকের নিকট শূকর অপ্রিয়, কাহারও বা খরগোস—এম্‌নি স্থান কাল পাত্র ভেদে কুসংস্কারগুলিও বিভিন্ন প্রকারের। পূর্ব্ব-কালে যখন পালের সাহায্যে জাহাজ চলিত, তখন সুবাতাস বহিয়া গেলেও কেহ শুক্রবার দিনে ঘরের বাহির হইত না। যীশুখৃষ্ট শুক্রবার দিনে ক্রুশ বিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই যে এই সংস্কার তাহা

নহে; তাহারা আরও মনে করিত যে 'ওডিনের' স্ত্রী "ফ্রেয়া" দেবার উপাসনার জন্য শুক্রবার দিন নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং সেদিনে বাহির হইলে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া অভিসম্পাত দিবেন। রুমানিয়ার কৃষকগণ মনে করে যে বড় দালান বা অট্টালিকার সৌভাগ্য আনিতে হইলে প্রথম খুঁটীর সঙ্গে একজন জীবন্ত মানুষকে গাড়িয়া ফেলা আবশ্যক, জার্ম্মেণ নাবিকদের ধারণা যে, যে জাহাজের অন্ততঃ একখানি কাঠও চুরি করিয়া লোকের সঙ্গে লাগানো হইয়াছে, সে জাহাজ রাত্রিতে খুব ভাল চলিবে। সমুদ্রের মধ্যে কোন নাবিকের সাবান হারাইলে সে মনে করে, তাহার বুঝি সর্ব্বনাশ হইবে। তাহার ব্যক্তিগত কোন জিনিষ হারাইলে আপত্তি নাই, কিন্তু সাবান হারানো তাহার নিকট অসহ্য। সমুদ্র যাত্রার পথে হাঁচিকে তাহারা শুভ মনে করে। আমেরিকার নাবিকগণ 'মাস্কট' মদ ভালবাসে, জাপানের নাবিকগণ জাহাজে উঠিয়া এক বোতল স্যাম্পেন ঢালার পরিবর্ত্তে একটি ঘুঘু ছাড়িয়া দেয়। অতি প্রাচীন কালে স্কটল্যাণ্ডের কোন জাহাজ তীরে ঠেকিয়া অচল হইলে, তাহারা উহাকে তাবেই নষ্ট হইতে দিত। কিন্তু সেকালে কাঠের তৈরী পালের জাহাজ অপেক্ষা একালের লোহা ইঞ্জিনের জাহাজ শতগুণ মূল্যবান। সুতরাং চড়ায় ঠেকিলেই জাহাজ নষ্ট করার মত ক্ষতি সহ্য করিবার শক্তি একালের লোকের নাই। কাজেই এই কুসংস্কারটি আপনা হইতে দূর হইয়াছে। তবে রংএর প্রতি ঝোঁক এখনও খুব বেশী আছে। প্রত্যেক নাবিকের নিকটেই রং একটি প্রধান সম্পদ।

কারাগারে ঘরের সুখ

স্পেনে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর সিনোরিটা কেণ্ট নাম্নী একজন সুন্দরী মহিলা কারাগার সমূহের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় দরদের সহিত কারা-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার কথা এই—"বন্দীর জীবন মর্য্যাদা সম্পন্ন করিয়া তোল," সম্প্রতি তিনি আন্দালুসিয়া প্রদেশের কারাগারগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। সিনোরিটা কেণ্ট বলিতেছেন, তিনি কারাগারের আমূল সংস্কার চাহেন। যৌন সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া বহু সংস্কারক হতবুদ্ধি হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এ সমস্যার জন্য মোটেই ভীত নহেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে সমস্ত বিবাহিত নরনারী কারাগারে বন্দী থাকিবে, তাহাদের স্বামী বা স্ত্রীকে একসঙ্গে প্রাইভেট রুম বা গোপন ঘরে থাকিতে দেওয়া হইবে এবং ঐ সমস্ত বন্দী দম্পতির সুখ সুবিধার সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এমন কি, যে সমস্ত বন্দীর বিবাহ হয় নাই, তাহারাও তাহাদের অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের সহিত কারাগারে সাক্ষাতের এবং কিছুকালের জন্য একত্র অবস্থানেরও সুযোগ পাইবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর বন্দীদিগের জন্য স্বাধীন ভাবে বাহিরে যাইবার অধিকার দেওয়া হইবে। এজন্য তাহাদের নিকট হইতে মাত্র মৌখিক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইবে এবং কোন রকম বাধা দেওয়া হইবে না। সিনোরিটা কেণ্টের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক বন্দীই যাহাতে সমাজের একজন হিতকরী সদস্য হইয়া উঠে, এই ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

প্রস্তাবটা ঠিক Don Quixote এর ডিউক্ সাঙ্কোপাঞ্জার মতই হইয়াছে। মজা এই যে Don Quixote এর লেখক তাঁহার অপূর্ব্ব গল্পের প্লটটা এই স্পেনরাজ্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ডিউকের মাথাতেও অনেক রকম আজগুবি আইডিয়া ছিল; অনেক অদ্ভুত 'থিওরি' তাহার মাথার মধ্যে কিল্‌বিল্ করিত। তার মধ্যে একটা এই যে মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতা ভোগ করার একটা জন্মগত অধিকার আছে, কেহ কাহাকেও বন্দী করিয়া রাখিতে পারিবে না।

এইরূপ Indigestion থিওরি লইয়া ডিউক্ একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, আর সম্মুখে দেখেন যে একদল সশস্ত্র সিপাই একজন ভীমদর্শন দস্যুকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। "Man in chains!" মানুষ আবার বন্দী দশায়!—এ দৃশ্য ডিউকের পক্ষে অসহ্য। সাঙ্কো-

পাঙ্গা রোষকশাযিত লোচনে শাস্ত্রীদের বলিলেন, "মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মিয়াছে—তাহাকে আবার শৃঙ্খলিত করা কেন ?—এখুনি ইহার পায়ের শিকল খুলিয়া দাও।" শাস্ত্রীরা করজোড়ে নিবেদন করিল, "এ লোকটা অতি হিংস্র প্রকৃতির ভীষণ দস্যু, বহু নাগরিককে হত্যা করিয়া এ তাহাদের ধন সম্পত্তি হরণ করিয়াছে এবং নিরীহ পথিকদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া বুকে ছুরী মারিয়া হত্যা করিয়াছে। বহু দিনের চেষ্টায় আমরা অতিকষ্টে ইহাকে গেপ্তার করিয়াছি। ইহাকে মানবের জন্মগত স্বাধীনতা ভোগের অধিকার দানের মানে নিরীহ নিরস্ত্র নাগরিকদিগের মধ্যে এক ভীষণ বন্যজন্তুকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করা; মানুষের পক্ষে তাহার জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করা তখনই সম্ভবপর হইবে, যখন এইরূপ ভীষণ রক্তলোলুপ দস্যুগণ পিঁজরার মধ্যে শৃঙ্খলিত হইবে।"

সিনোরিটা কেন্টের মাথায়ও দেখিতেছি অনেক Indigestion থিওরি কিল্‌বিল্ করিতেছে। তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে জেলখানা দেখিতেছি শ্বশুর বাড়ীর চেয়েও শোভনীয় এবং চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিবে। যাহারা জেলে যায় তাহাদের অধিকাংশই নিজে রোজগার করিয়া খাইতে, হয় অপারগ, আর না হয় অনিচ্ছুক। তাহারা তাই পরের ধন চুরী করিয়া লইতেই সর্ব্বদা ছোঁক্ ছোঁক্ করিয়া বেড়ায়। তাই অনেক কয়েদী জেলের বাহিরে আসিয়া দুই দিনও থাকিতে চায় না। ছুতা'য় নাতায় কোনও একটা অপরাধ করিয়া আবার জেলে ছুটীয়া যায়;—কারণ সেখানে "খানাপিনা সব মুফ্‌ত্"। তারপর কেন্টের প্রস্তাবে পরিবারকেও যদি জেলখানায় নিখরচায় পায়, তবেত সোণায় সোহাগা!—জেলখানা তা' হ'লে আর শ্বশুর বাড়ীর চেয়ে কম কি! যত হা ঘ'রে বোম্বেটের কাছে উহা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া উঠিবে, সুতরাং ইহাদের সকলেই চোর, খুনে, ডাকাত হইয়া জেলে সপরিবারে পরম সুখে কালাতিপাত করার জন্ম প্রলুব্ধ হইয়া উঠিবে। আমাদের মনে হয় জেলের অত্যন্ত সংস্কারের আগে এই সকল সাংসারিক বাতিকগ্রস্ত ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌দিগকে কিছুকাল কোনও মেণ্ট্যাল্ হস্‌পিটালে রাখিয়া দেওয়া উচিত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যে বৃটেনের বিপদ

লর্ড এড্‌নাম প্রিন্স-অব্-ওয়েল্‌সের সঙ্গীরূপে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি ডাডলি নামক স্থানে একটি বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, যে যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে জাহাজ বাহিত মালের মাশুলের হার সংশোধিত না হয়, সে পর্য্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ব্যবসায় সম্পর্কে তাহাদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে ইংলণ্ডের যাত্রী বহনের ব্যবসায় প্রকৃতপক্ষে নষ্ট হইয়াছে। কারণ, বুয়োনস্ আয়ারস্ এবং শারবোর্গ যাইতে জার্ম্মাণ জাহাজ বৃটিশ জাহাজ অপেক্ষা পাঁচ দিন আগে পৌঁছে। সে জাহাজগুলি বৃটিশ জাহাজ হইতে অনেক দ্রুতগামী তাই বৃটিশ রপ্তানী কারকেরা দেখে যে বৃটিশ বন্দর অপেক্ষা তাহাদের মাল এণ্টোয়ার্পে পাঠাইয়া জার্ম্মাণ লাইনে চালান করিলে তাহাদের মালও আগে পৌঁছায় এবং পাঠাইবার খরচ অনেক কম পড়ে। সুতরাং বৃটিশ ব্যবসায়ীবৃন্দ তাহাই করিয়া থাকে।

পশ্চিম উপকূলে যাইতে হইলে সোজা যাওয়া অপেক্ষা নিউইয়র্ক দিয়া আমেরিকার জাহাজে বদল করিয়া যাওয়াতে অনেক সস্তায়, দ্রুত এবং আরামে যাওয়া যায়। জাতির এই বাণিজ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞগণ চিন্তাকুল হইয়াছেন।

নিজের দেশের জাহাজ ব্যতীত কোনও জাতি বহির্বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে না। যতদিন ভারতের নিজস্ব জাহাজ না হইবে ততদিন বাহিরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভারতের লাভবান হইবার কোনও আশা নাই।

সাবানের জন্য নিম তৈল

নিম তৈল দ্বারা কিরূপে কাপড় কাচা সাবান তৈরী করা যায় তাহা বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের রসায়নাগারে দেখানো হইয়াছে। নিম তৈলের প্রধান আপত্তিনক বিষয় ছিল ইহার গন্ধ; কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যায়। নীমের বীচি হইতে যে নিম তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু ইহাতে তীব্র রসুন জাতীয় গন্ধ থাকায় কবিরাজী চিকিৎসার ঔষধ তৈয়ারী ব্যতীত ইহা আর কোন কাজে লাগিত না। সাবান প্রস্তুতের জন্য ইহা কাজে লাগানো যায় কি না জানিবার জন্য লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট সাবান তৈয়ারীর একটি বৃটিশ কারখানায় ইহা পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও উহা উৎকট গন্ধের জন্য এবং ময়লা পিঙ্গল রং-এর জন্য ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

ভারতে অসংখ্য নিম গাছ আছে, এবং প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু চিকিৎসার জন্য ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত কম থাকায় এবং ঔষধের জন্য নিম সাবানের ব্যবহার আরও অল্প হওয়ায় অধিকাংশ নিমের বীচি ব্যবহারের অভাবে গাছ তলায় নষ্ট হইয়া যায়। এই তৈলটির প্রতি বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের রাসায়নিক শাখার দৃষ্টি পড়ে। সাবান ব্যবসায়ের জন্য অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কতকগুলি দেশীয় তৈল পরীক্ষার সময় তাঁহাদের এই জিনিসটির পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বে শিল্প বিভাগ এই জিনিসটি পরীক্ষা করিয়া যেরূপ ফল পাইয়াছিলেন, তাহাতে ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটের অভিমতকেই তাঁহারা শেষ কথা বলিয়া মানিতে রাজী হইলেন না; ইহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল যে সাবান শক্ত করিবার পক্ষে এই তৈল ভারতের অন্যান্য তৈল অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। ভারতের সাধারণ প্রচলিত গাছ গাছড়ার অধিকাংশ তৈলে এই গুণ প্রায়শঃই দেখা যায় না। কিন্তু ইহার দুর্গন্ধ দূর করা এক কঠিন ব্যাপার। তথাপি রাসায়নিক শাখা বহু চেষ্টা করিয়া অনেকবার পরীক্ষার পরে এই দুর্গন্ধ দূর করিবার একটি সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এই প্রথায় অন্য তৈল বা চর্ব্বির সহিত শত-করা অন্ততঃ ত্রিশ ভাগ নিম তৈল মিশাইয়া গন্ধ-হীন অত্যুৎকৃষ্ট সরের র এর মত কাপড় কাচাসাবান তৈয়ার করা যায়। এক প্রকার তৈল বা চর্ব্বিতে কখনও সাবান প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন প্রকারের তৈল ও চর্ব্বি সযত্নে মিশাইয়া অত্যুৎকৃষ্ট সাবান তৈয়ার হইয়া থাকে। এইরূপ সংমিশ্রণের জন্য যে তৈল অত্যাবশ্যক, তাহা অবশ্যই প্রত্যেক কারখানায় প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া থাকে। সাবানে এই তৈলের উপযুক্ত ব্যবহার প্রচলিত হইলে কেবল যে দেশীয় শিল্পের উন্নতি

হইবে তাহা নহে, ইহাদ্বারা বহু লোকের বেকার সমস্যা দূর করিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রচুর ধনাগমের সন্ধান দিবে।

সূতার বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস

ইংলণ্ডের যুক্ত রাজ্যের বোর্ড্ অব্ ট্রেড্ ব্যবসায়ী সমিতি দেখাইয়াছেন যে ১৯৩১ সালের প্রথম চারি মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ৩৩৮৬৪৫০০০ বর্গ গজ সূতার কাপড় কম রপ্তানী হইয়াছে। উক্ত চারি মাসে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ১৩৯, ৯১৭০০০ বর্গ গজ, কিন্তু ১৯৩০ সালে উপরোক্ত সময়ে মোট রপ্তানীর পরিমান ছিল ৪৭৮,৩৫২,০০০ বর্গ গজ।

এদিকে চীন এবং জাপান হইতে ভারতে বস্ত্র রপ্তানী বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথম চারি মাসে বস্ত্র রপ্তানীর মোট পরিমান ছিল ৩৬৮৯১০০০ বর্গ গজ আর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪২৮৮৭০০০ বর্গ গজ।

১৫৭ বছরের বুড়ো

জীবিত লোকদের মধ্যে কাহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ইহা জানিতে স্বভাবতঃই মানুষের কৌতুহল জাগে। সম্পতি জানা গিয়াছে যে

"ইমার আগা" নামে একজন তুরস্কবাসীই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার বয়স এই ১৩৭ বৎসর। তিনি বলেন, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আক্রার যুদ্ধে নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পিট্, নেল্সন্ এবং ট্রাফাল্গারের কথাও তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনে নাই। এ জীবনে তিনি এগারো বার বিবাহ করিয়াছেন এবং মোট ৩৭টি সন্তানের জনক হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স এখন ৬৬ বৎসর। তাঁহার বর্ত্তমান স্ত্রীর বয়স ৬০। বুড়া নিজে ছয় ফিট্ লম্বা, কানের মাপ সাড়ে চার ইঞ্চি। নাক চোখ ও বেশ সেকেলে বড় লোকদের মত।

রাজার ঘড়ি

উইণ্ডসর রাজ প্রাসাদে বিভিন্ন প্রকারের ৩৬০টি ঘড়ি আছে। ইহা ছাড়া রাজপ্রাসাদে বাসস্থানের বিভিন্ন ঘরেও প্রায় ছয় হাজার ঘড়ি রাখা হইয়াছে। বাকিংহাম্ রাজপ্রাসাদে আছে ১৬০টি। উইণ্ডসর প্রাসাদের চূড়ায় যে ঘড়িটি আছে উহা একশত বৎসরের অধিক কাল চলিতেছে। কদাচিৎ ইহার সময়ের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যখন বাতাস অনুকূল থাকে, তখন ইহার ঘণ্টার শব্দ প্রায় তিন মাইল দূর হইতে শুনা যায়।

ঘর সাজাইবার কায়দা

মিঃ বাক্লেলী আমেরিকার একজন ধনী ও বিলাসী যুবক। সে অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেম্ব্রোক্ কলেজে পড়ে। তাহার ঘর সাজাইবার অপূর্ব্ব কায়দা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়। তাহার বসিবার ঘরের দেওয়ালে অভিনব সবুজের আভা, এবং ছাদের নীচে ফিকে কমলা রংএর ছায়া গৃহখানিকে অপূর্ব্ব শ্রী মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার একখানি আয়নার দামই ৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬ হাজার টাকা। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তাহার দীপ-দানীটি অত্যাশ্চর্য্য। মিঃ বাক্লেলী প্রায়শঃই ভোজ দিয়া থাকে। অক্সফোর্ডের লোক বলে যে মিঃ বাক্লেলীর বাড়ীওয়ালী যখন তাহার ঘরে নিমন্ত্রণে যায়, তখন সে ঘরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আর মাথা তুলিতে পারে না। দেবদূত স্বয়ং গেব্রিয়েল আসিয়া ডাকিলেও সে চোখ উঠায় না।

মামলার নেশা

মামলায় মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়, তথাপি ঝগড়ার নেশা ঘুচে না। শিক্ষিত সমাজেও এই উপদ্রবের অন্ত নাই। 'ইষ্টার ল' অধিবেশনে ইংলণ্ডের হাইকোর্টের মামলার বহর দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সভ্যতায় মানুষের মামলার নেশা কমাইতে পারে নাই। সেখানকার হাইকোর্টে ২৪৩৫টি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে। ইহাতে গত বৎসর অপেক্ষা মোট ৭৪৬টি মোকদ্দমা বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেননা আমরা যতই ঝগড়া বিরোধ করিব, আইন ব্যবসায়ী ও আদালতের ততই লাভ। অনেকে পরম বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিয়া থাকেন,—"দেখ, মামলা করিয়া সর্ব্বনাশ ডাকিও না, ঝগড়া বিরোধ হয়'ত মধ্যস্থের সাহায্যে আপোসে মিটাইয়া ফেল।" কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল সে নিজেই এক মামলার পুঁথি পত্র লইয়া আদালতে হাজির! আইন ব্যবসায়ীগণও মুখ টিপিয়া বলেন, "এই যে আসুন।"

বিলাসীর বাসঘর

ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক ঘর ভাড়া করিয়া জীবন যাপন করে। একটি দালানের মধ্যে বহু

পরিবারের সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা আছে। এই সকল পৃথক ঘরগুলিকে ফ্লাট্ বলে। এক একটি ফ্লাটে এক পরিবারের থাকার মত কয়েকখানি শুইবার ঘর, বসিবার ঘর, স্নান, রন্ধন ও পাইখানার ঘর থাকে। হ্যাম্প্‌ষ্টেডে দিন যাপনের নিমিত্ত বিলাসী লোকদের জন্য নূতন কতকগুলি 'ফ্লাট' তৈরী হইয়াছে। এগুলি সমুদ্র হইতে ৩৩৬ ফিট ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং সেন্টপলের ক্রুশ হইতেও ১১ ফুট উঁচু। ইহার প্রত্যেকটি ফ্লাটের ভাড়া বাৎসরিক এক হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৫ হাজার টাকা।

ভূতপূর্ব্ব স্পেনরাজ

এল্‌ফন্সো স্পেনের রাজা ছিলেন, সম্প্রতি সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে। তিনি এখন ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। কারণ ইংলণ্ডে তাঁহার শ্বশুরালয়। তাঁহার স্ত্রী ভূতপূর্ব্ব স্পেন রাণী এনা একজন ইংরেজ মহিলা। এল্‌ফন্সোর ইংলণ্ডে অনেক টাকা খাটে। শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের জন্য তিনি বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এক মাস পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন আরও অনেক টাকা লাগাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপত্য শিল্প অর্থাৎ ইমারত নির্ম্মাণের প্রতি বিশেষ ঝোঁক আছে। স্পেনে বড় বৃহৎ অট্টালিকা ও বিরাট প্রাসাদ তাঁহারই স্থাপত্য শিল্পানুরাগের পরিচয় দিতেছে। তিনি উক্ত শিল্প কীর্ত্তি রক্ষার্থে নিজ তহবিল হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার একটি বিরাট অশ্ব-

শালা ছিল। তাহাতে বলশালী পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত বহু ঘোড়া থাকিত। এতদ্ব্যতীত রাজার অধীনে অনেকগুলি সৌখীন জাহাজ সর্ব্বদাই সমুদ্র ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার ৪৬ খানি মটর গাড়ী, ৪০টি গ্রে হাউণ্ড কুকুর, এবং অনেকগুলি টাট্টু ঘোড়া ছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য তিনি ঘোড় দৌড়ের ব্যসন পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাই দৌড়ের ঘোড়াগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলেন, এবং মোটর গাড়ীর সংখ্যা কমাইয়া মাত্র ২২ খানি রাখেন। তাঁহার জলযানের সংখ্যাও অনেক কমাইয়া দিয়াছিলেন। এইসব ব্যাপারে ব্যয় সংক্ষেপের আদর্শ দেখানই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। নয় মাস পূর্ব্বে স্পেনের রাণীমার মৃত্যুতে তিনি ২ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। রাণীমা উইল না রাখিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান, তাহাতেই তিনি এই প্রভূত অর্থের উত্তরাধিকারী হন।

লবণ তৈয়ারের অধিকার

গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলে এখন গরীব লোকদের আর লবণ প্রস্তুত করিয়া খাইবার বাধা নাই। জনসাধারণ ইহার ফলে কতখানি অধিকার পাইলেন তাহা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে; নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

লর্ড আরউইনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর চুক্তির পর, চুক্তির ২০নং সর্ত্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন; যেসব অঞ্চলে লবণ সংগৃহীত বা তৈয়ারী হইতে পারে, সেই সব অঞ্চলের সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসীদের লবণ সংগ্রহ বা তৈয়ারী করার বিধান এইরূপ :—

(১) ২০নং সর্ত্তটি গরীব লোকদের উপকারের জন্য করা হইয়াছে। সুতরাং যে সব অঞ্চলে লবণ পাওয়া যায় সেই সব অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী

গ্রামের লোকেরাই লবণ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে। সারের জন্য, গৃহপালিত পশুর খাবারের জন্য, অথবা মাছ রক্ষার জন্য লবণ ব্যবহার এই প্রয়োজনের মধ্যে বুঝিতে হইবে।

(২) লবণ তৈরীর উদ্দেশ্যে গ্রামবাসিগণ লবণের পাত্র ও লবণ সংগ্রহের ভাটি (bed) তৈরী করিতে পারিবে।

(৩) গ্রামের বাহিরে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোথাও কেহ লবণ বিক্রী করিতে পারিবে না। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে পায়ে হাঁটিয়া এইরূপ লবণ লইয়া যাইতে পারা যায়। কিন্তু কোন যান বাহনাদির সাহায্যে এইরূপ লবণ চালান দেওয়া চলিবে না।

(৪) উক্তরূপ বিধান অনুযায়ী যেখানে লবণ প্রস্তুত হইবে সেখানে কোন সরকারী কর্ম্মচারী লবণ পাত্র ভাঙ্গিয়া দিবেন না, বা অন্য প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

(৫) যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, সেখানকার গ্রামবাসীদের সুবিধা মারা যাইবে। পরিমাণের অতিরিক্ত যেখানে লবণ তৈয়ারী বা সংগৃহীত হইবে, সেইখানেই অধিকারের অপব্যবহার করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

লবণের উপকারিতা

জীবন ধারণের পক্ষে লবণ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। ইহা খাদ্যদ্রব্যকে সংশোধিত করে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কোমল করে। ইহা ব্যতীত রোগ নিবারণে ও রোগ প্রতিকারেও ইহার প্রয়োজন অল্প নহে। নিম্নে মাত্র অল্প কয়েকটি উপকারের কথা বর্ণিত হইল।

লবণজলের কুলকুচা শরীরের পক্ষে উপকারী।

সামান্য এক চিমটি লবণ জিহ্বার উপর রাখিয়া দশ মিনিট পরে জলপান করিলে মাথা ধরা সারে।

লবণে দাঁত শক্ত হয়; ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস নির্ম্মল করে ও মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে।

বৃন্ত কাটা ফুল যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের জলে একটু লবণ মিশাইয়া দিলে ফুলগুলি দীর্ঘকাল তাজা থাকে।

নস্যের মত শুকনা লবণ নাকে ব্যবহার করিলে সর্দ্দির উপশম ও গলনালী উত্তেজনার জন্য যে জ্বর হয় (hay fever) তাহাতে আরাম পাওয়া যায়।

গরম জলে সামান্য লবণ দিয়া চোখ্ ধুইলে শ্রান্ত চক্ষুতে অতিশয় আরাম বোধ হয়।

দাঁত তুলিলে যে রক্ত পড়িতে থাকে, লবণ জলে তাহা বন্ধ হয়।

এক টুকরা ভিজা ন্যাকড়ার উপরে অল্প কিছু লবণ দিয়া উহা চামচের উপর রাখিয়া দিলে শীঘ্রই ডিমের চামচের হলদে রং উঠিয়া যাইবে।

ডিম ফাটিয়া গেলে জলের মধ্যে এক চামচ লবণ ছিটাইয়া দিয়া সেই জলে ডিমটি ভিজাইলে আর উহা হইতে সাদা অংশ বাহির হইবে না।

ঝাঁটা ব্যবহারের পূর্ব্বে উহা লবণ জলে ভিজাইয়া লইলে অনেক দিন টিকে।

নৃত্য অথবা অনুরূপ পদ সঞ্চালন জনিত শ্রমের পরে লবণ জলে পা ডুবাইয়া রাখিলে সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয় এবং বেশ আরাম পাওয়া যায়।

বেদনানাশক প্রাথমিক চিকিৎসার কয়েকটী কথা

১। শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ একবাটি গরম জলে এক চামচ সরিষার গুঁড়া ফেলিয়া গলাধঃকরণ করিবে।

২। গা পুড়িলে দগ্ধ স্থানে বোরাক্স দিয়া একখানি তেল সিক্ত বস্ত্রে জড়াইয়া রাখিবে।

৩। ফোস্কা পড়িলে তেল দিয়া শুক্‌না ফ্লানেল জড়াইয়া দিলেই হইবে।

৪। ছোট ছেলে মেয়েদের খিচুনীতে ক্যাষ্টর অয়েল দিয়া উষ্ণ জলে স্নান করানো কর্ত্তব্য; মাথা যেন ঠাণ্ডা থাকে।

৫। শিশুদের শ্বাসকষ্ট জনিত কাশিতে সিরাপ অব্ ইপিকাক উপকারী।

৬। মূর্চ্ছিত হইলে রোগীকে মেজের উপরে সোজা করিয়া শোয়াইবে।

৭। শরীরের কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ মচ কাইয়া গেলে গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে।

ছোঁয়াচে রোগের কয়েকটি কথা

এসিয়াটিক কলেরা—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগ জন্মে এবং দশ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধির কাল থাকে। বারো দিন পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে অথবা অন্য প্রকারে রোগীর সহিত যোগাযোগ করিলে রোগ আক্রমণের ভয় আছে। ভেদ সম্পূর্ণ বন্ধ হইবার সাত দিন পরে সংক্রামক দোষ কাটিয়া যায়।

জল বসন্ত—রোগের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির কাল ১০ হইতে ১৬ দিন। প্রথম তিন দিনেই গায়ে গুটি দেখা দেয়। ২০ দিন পর্য্যন্ত স্পর্শ বা সংযোগ নিষেধ। ৪র্থ দিনে মামড়ি গুটি সম্পূর্ণ শুকাইতে আরম্ভ করে। মামড়ি না পড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সংক্রামক দোষ দূর হয় না।

ডিপথিরীয়া—উৎপত্তি ও রোগ পুষ্টির সময় ২ দিন হইতে ১০ দিন। স্পর্শ নিষেধ বারোদিন। যদি কোন উপদ্রব না থাকে, তবে ৪ সপ্তাহে

সংক্রামক দোষ কাটিয়া যায়। তবুও নাক এবং গলা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

হাম—১০ দিন হইতে ১৪ দিনে রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। ৪র্থ দিনে গায়ে গুটি দেখা দেয়। ৫ম হইতে ৭ম দিনে উহা লোপ পাইতে আরম্ভ করে। ১৬ দিন পর্য্যন্ত সংস্পর্শ নিষেধ। হামের গুটি উঠার ২০ দিন পরে সংক্রামক দোষ দূর হয়। মাম্পস্ (বা গাল ও কাণ প্রভৃতির গোড়া ফুলা)—রোগের উৎপত্তির ও বৃদ্ধির কাল ১০ দিন হইতে ২২ দিন। ভয়ের কারণ ২৪ দিন। সংক্রামক দোষ দূর হয় তিন সপ্তাহে।

বসন্ত—রোগ সংক্রমণ ও পুষ্টির সময়—১২ হইতে ১৪ দিন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে গুটি দেখা দেয়। নবম বা দশম দিন হইতে গুটি শুকাইতে থাকে। ১৬ দিন পর্য্যন্ত সতর্কতার সময়, তারপর মামড়ি গুলি অদৃশ্য হইলে পরে বুঝিতে হইবে সংক্রামক দোষ কাটিয়া গিয়াছে।

টাইফয়েড জ্বর—সাত হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সময়। অষ্টম অথবা নবম দিনে গায়ে গুটি দেখা যাইতে পারে। ২১ দিনে গুটি মজিতে আরম্ভ করে। ২৩ দিন পর্য্যন্ত রোগীর সহিত সম্পর্শ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

হুপিংকাশি—সাত হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকাল। ২১ দিন পর্য্যন্ত স্পর্শ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত।

নাড়ীর স্পন্দন

স্বাস্থ্য নির্ণয়ের পক্ষে নাড়ীর স্পন্দন একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। এলোপ্যাথি, হোমিও-প্যাথি, কবিরাজী সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাতেই এবং রোগীর সকল অবস্থাতেই নাড়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হইলে লোকের মৃত্যু ঘটে।

মানুষের বয়স, খাদ্য, স্বভাব, ব্যায়াম, উত্তেজনা, দেহের উত্তাপ এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাড়ীর স্পন্দনও কম বেশী হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস ও নাড়ীর স্পন্দনের হার প্রায় এক এবং চার এই রূপ ধরা হইয়া থাকে। বিভিন্ন বয়সে নাড়ীর স্পন্দনের সাধারণ হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

বয়স	প্রতি মিনিটে	বার
জন্ম মধ্যে	১৫০ হইতে	১৩০
নবজাত শিশু	১৪০ „	১৩০
এক বৎসরের কম	১৩০ „	১১৫
১ বৎসর হইতে ২ বৎসর		১১৫-১০০
২ বৎসর হইতে ৭ বৎসর		১০০-৯০
৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর		৯০-৭৫
১৪ বৎসর হইতে ২১ বৎসর		৮৫-৭৫
২১ বৎসর হইতে ৬৫ বৎসর		৭৫-৬৫
বার্দ্ধক্যে		৬৫-৭০

মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওজন ও পরিমাণ

হার্ট বা হৃৎপিণ্ড—পুরুষের হার্ট বা হৃৎপিণ্ডের ওজন সাধারণতঃ ১০ হইতে ১২ আউন্স হয়, মহিলাদের ৮ হইতে ১০ আউন্স। ইহার পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৫ ইঞ্চি, চওড়া ৩॥০ ইঞ্চি এবং মোটা ২॥০ ইঞ্চি।

ফুসফুস (Lungs) ডানদিকের ফুসফুস ২৩ আউন্স এবং বামদিকের ফুসফুস ১৯ আউন্স। ইহা প্রায়শঃই বাড়ে কমে।

পাকস্থলী—ওজন ৪॥০ আউন্স হইতে ৫ আউন্স। পরিমাপ ১০ ইঞ্চি হইতে ১২ ইঞ্চি লম্বা; ৪ হইতে ৫ ইঞ্চি চওড়া।

যকৃৎ—যকৃতের ওজন সাধারণতঃ ৪৫ হইতে ৬০ আউন্স। আড়াআড়ি ভাবে পরিমাপ ১০ হইতে ১২ ইঞ্চি; অগ্রপশ্চাৎ ভাবে ৬ ইঞ্চি হইতে ৭ ইঞ্চি।

Pancreas বা ক্লোম যন্ত্র—ইহার ওজন ৩ আউন্স। পরিমাপ, লম্বায় ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি; চওড়া ১॥০ ইঞ্চি।

প্লীহা—ওজন ৫ হইতে ৭ আউন্স। পরিমাপ ৫ ইঞ্চি লম্বা, তিন ইঞ্চি চওড়া এবং ১॥০ ইঞ্চি পুরু।

মূত্রাশয়—ওজন ৪॥০ হইতে ৫॥০ আউন্স। পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪ ইঞ্চি, পাশে ২॥০ ইঞ্চি পুরু ১॥০ ইঞ্চি।

মস্তিষ্ক বা Brain—পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন ৫০ আউন্স, মেয়েদের ৪৪ আউন্স। পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে উপরোক্ত দেহযন্ত্র সমূহের প্রত্যেকটির ওজন এবং পরিমাপ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের কম হইয়া থাকে।

মকরধ্বজ ব্যবহার

সকলেই জানেন, মকরধ্বজ একটী নিত্য

প্রয়োজনীয় ঔষধ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কেন—পৃথিবীর কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রেই মকরধ্বজের ন্যায় পরম কল্যাণকর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে আমরা বলিতে পারি।

পূর্ব্বে গৃহে গৃহে, সহরে, পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র মকরধ্বজ থাকিত। এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। পূর্ব্বে গৃহলক্ষ্মীরা মকরধ্বজের ব্যবহার জানিতেন। এখন পথে ঘাটে ডাক্তারদিগের কল্যাণে মকরধ্বজের সে আদর আর নাই। শুধু তাহাই নহে, খাঁটী মকরধ্বজও আজকাল বড়ই দুর্লভ।

খাঁটী মকরধ্বজ হিঙ্গুলোত্থ পারদ, আমলসার গন্ধক, ও বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুযায়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু মকরধ্বজের পরীক্ষা করিলে ইহার মধ্যে ঐ তিন দ্রব্যের কোনটার নিদর্শন পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ সদ্যজাত শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক এমন কি পূর্ণগর্ভা পর্য্যন্ত সকলকেই নিরাপদে দেওয়া যায়। মানব শরীরে ইহার ক্রিয়া মাতৃস্তন্য-দুগ্ধবৎ।

যাহা হউক এই মহৌষধির ব্যবহার যাহাতে বিস্তৃত হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা ইহার ব্যবহার-বিধি "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য সংক্ষেপে লিখিতেছি। আমরা এখানে কোনভাবে পড়া বিদ্যার অবতারণা না করিয়া বন্ধুগণ স্ব স্ব অভিজ্ঞতায় মকরধ্বজ যে যে অনুপান সহ বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহাই বিশদ ভাবে বর্ণনা করিলাম

অনুপান-বিধি

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী প্রয়োগ করিতে হইলে অগ্রেই অনুপান বিধি জানা আবশ্যক। মকরধ্বজও বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন অনুপান সহ ব্যবস্থা করিতে হয়। মকরধ্বজের প্রধান অনুপান মধু। মকরধ্বজ প্রথমতঃ উত্তমরূপে প্রস্তর নির্ম্মিত খলে মাড়িয়া ৮।১০ ফোটা মধু সহ অন্ততঃ পক্ষে ৫ মিনিট কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে রোগ বিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুপান সহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

মাত্রা—মকরধ্বজের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ২½ গ্রেণ।—৭ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ১ গ্রেণ।—তিন হইতে ৬ বৎসর বয়স্কের পক্ষে ½ গ্রেণ। দিবসে, একবার প্রাতে, বা প্রাতে ও সন্ধ্যায়, খালি পেটে সেবন করিতে হইবে।

জ্বররোগে—তরুণ জ্বরে আদার রস বা পানের রস সহ।—কম্পজ্বরে—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে আকন্দমূলের ছালের রস ও দশ ফোটা রক্তচন্দন বাটা সহ। ম্যালেরিয়া জ্বরে—চিরতা ½ তোলা ও গুলঞ্চ ½ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া, প্রাতে ১ ছটাক ও বৈকালে ১ ছটাক সহ।

প্লীহা জ্বরে—সেফালিকা (শিউলী) বৃক্ষের পত্র লৌহময় হাতায় ছেঁকিয়া তাহার রস সহ। অথবা ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও শেফালিকা পত্র ও আদা প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, প্রাতে ১ ছটাক ও সন্ধ্যায় ১ ছটাক অনুপান স্বরূপ ব্যবহার করিবে।—

প্লীহার বৃদ্ধি হইলে ঘৃতকুমারীর শাঁস অনুপান স্বরূপ ব্যবহারে ৩ দিবসে ফল পাওয়া যায়।

প্রসবান্তে জ্বর—পুরাতন অবস্থায় মকরধ্বজে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।—পূর্ব্বোক্ত পাচনে রক্তচন্দন যোগ করিয়া অনুপান স্বরূপ প্রয়োগ করিবে। হিমাঙ্গ অবস্থায় মৃগনাভি (১ গ্রেণ) সহ মকরধ্বজ ব্যবহার করিলে নাড়ী আসিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রোগী চাঙ্গা হইয়া উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর উক্ত ঔষধি প্রয়োগ করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বরে—অথবা অবিরাম জ্বরে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া আমরা অতি ত্বরায় জ্বর বন্ধ হইতে দেখিয়াছি।

বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব	অর্দ্ধ বটী
মকরধ্বজ	১ গ্রেন

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, মধু ও আদার রস সহ ৩ ঘণ্টা অন্তর ৫।৬ বার প্রয়োগ করিতে হয়।

মেহরোগে—তরুণ অবস্থায় ত্রিফলার জল সহ। হলুদ বর্ণের স্রাব হইলে কাঁচা আমলকী ও কাঁচা হলুদের রস সহ। রোগ পুরাতন ও প্রস্রাবে যাতনা বোধ হইলে, পঞ্চ তৃণ মূলের কাথ (ইক্ষু, শর, কাশ, কুশ ও দর্ভ) অনুপান স্বরূপ ব্যবহার করিবে। শুক্রতারল্যে পানের রস অথবা শিমুল-মূলের কাথ সহ।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে মিছরী ও মাখম অথবা আমলকীর রস।

হৃদ্ স্পন্দনে—চাউল ধোয়ার জল মানসিক অবসাদ, ভয়।—মিছরীর জল অথবা চাউল ধোয়ার জল।

অনিদ্রা—শুশুনী শাকের কাথ অথবা ত্রিফলা ভিজার জল।

পেটের পীড়ায়—কোষ্ঠ বদ্ধতায় ত্রিফলা ভিজা জল।

আমাশয় রোগে—শিমূল পাতার রস ও চিনি।
শিরোরোগে—মিছরী ও মাখন।
হাত পা জ্বালায়—চাউল ধোয়া জল।
শ্লেষ্মা বৃদ্ধিতে—পিপুল চূর্ণ বা আদার রস।
হাঁপানীতে—তেজপাতা ভিজার জল।
অর্শে—পুরাতন গুড় সহ, অন্ততঃ ১০ বৎসরের হওয়া চাই।
স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়ায়—চাউল ধোয়া জল।
সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য—দুধের সর।
শিশুদিগের যকৃৎ রোগে—তুলসী পত্রের রস সহ।
শিশুদিগের পেট কামড়ানী ও ঘুংড়ী কাসিতে তুলসী পাতার রস অনুপানে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

গৃহস্থালীর টোট্‌কা

আরশুলা বা তেলাপোকা নিবারণের উপায়

ঘরে যদি আরশুলা বা তেলাপোকার উপদ্রব দেখা যায়, তবে তাহাদের বাসস্থানের নিকটে চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। উহারা তৎক্ষণাৎ পেটুকের মত উহা নিঃশেষ করিবে; উক্ত গুঁড়া আহারের পর পেটের মধ্যে ফুলিয়া যায় এবং তাহাতেই পোকা গুলি মারা যায়।

হিক্কা নিবারণের উপায়

চিনির একটা ডেলা নিয়া তাহাতে কিছু ভিনিগার দিয়া সেই চিনির ডেলাটা চুষিয়া খাইয়া ফেলিলে হিক্কা বন্ধ হয়।

পিঁপড়া তাড়াইবার উপায়

পিঁপড়ার উপদ্রব হইলে সেখানে কিছু বোরাক্স পাউডার ছড়াইয়া দিবে। উহাতে পিঁপড়াগুলি সেস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে।

পোকার দৌরাত্ম্যের প্রতিকার

বোরাক্স ব্যবহারে এক পক্ষ কাল মধ্যে গুবরে পোকা, আরশুলা, ঝিঁ ঝিঁ পোকা এবং ঘরের অন্যান্য পোকার উপদ্রব দূর করা যায়। যাহার উপর ঝাঁঝ্‌রা বা ছিদ্রযুক্ত ঢাকুনী আছে এমন টিনের মধ্যে বোরাক্স পুরিয়া, উহা গর্ত্তের কাছে ঝাঁঝ্‌রি প্রভৃতির চারিদিকে উনুনের মেজের উপর, বাসন রাখার স্থানে এবং যেখানে যেখানে সাধারণতঃ উক্ত পোকাগুলি দেখা যায়, সেখানেই ছড়াইয়া দিবে। দুই বা তিন দিন পর পর এইরূপ বোরাক্স ছড়াইয়া দিলে এক পক্ষকাল মধ্যে পোকার দৌরাত্ম্য দূর হইবে।

আঁচিল দূর করিবার উপায়

দুই হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ আঁচিলের উপর ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করিলে আঁচিল অদৃশ্য হয়।

পূজার বাজারে স্বদেশী দ্রব্যের পরিচয় ও প্রাপ্তিস্থান

পূজা আসিতেছে; আমরা আশা করি যে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু স্বদেশী জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, জনসাধারণ তাহা অবগত নহেন। এই অসুবিধা কথঞ্চিৎ দূর করার জন্য এইখানে নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিসের ঠিকানা দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য তালিকাটী সম্পূর্ণ নহে। কত ভাল ভাল জিনিষ এদেশে তৈয়ারী হয়—যাহা বিদেশী যে কোনও জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে, দেশবাসী ব্যবহার করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এনামেলের বাসন—

[লোহার উপর চীনেমাটীর কলাই করা] বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্ লিঃ, ২-১ মিশন রো, কলিকাতা।

ওয়াটার প্রুফ, অয়েল ক্লথ ও ত্রিপল—

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্, ২নং নজর-আলী লেন, কলিকাতা। সুরেশ হৃষীকেশ দত্ত এণ্ড কোং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি। বি, সি, নান এণ্ড ব্রাদার্স ৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি।

কলম—

এফ্ এন্, গুপ্ত এণ্ড কোং, ১২ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা।

কাঁচের বাসন—

বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ চার্চ্চরোড দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট।

গ্রেট ইষ্টারণ্ গ্লাস্ লিঃ ৪৮।৫ নং টেংরা রোড, কলিকাতা।

শ্রীগোবিন্দ গ্লাস ওয়ার্কস, রামরাজাতলা, হাওড়া।

জুয়েল গ্লাস ওয়ার্কস, Civil Station, Jubbulpur (এখানে কাঁচের চুড়ীও পাওয়া যায়)।

Naini Glass Works, 235, Bahadurganj, Allahabad.

Dabjo Glass Works, Bahjoi Via, Moradabad (E.I. Ry.) (এখানে ছবি, জানালা ও আলমারীর উপযোগী Sheet glass প্রস্তুত হয়)।

ভারত গ্লাস ওয়ার্কস্, ১০৭, দমদম রোড, কলিকাতা।

কালি—(ফাউণ্টেন পেনে ব্যবহার্য্য)

"কাজল কালি"—প্লামার হাউস, ৫, ৬, নং ক্যাম্বি লেন, কলিকাতা।

পি, এম, বাগ্চি এণ্ড কোং কলিকাতা।

"ল্যাসো"—সমর ব্রাদার্স।

স্বর্ণময়ী ইঙ্ক ষ্টোর, ইটালী কলিকাতা

চামড়ার কারখানা—

ন্যাশন্যাল ট্যানারি—পাগলাডাঙ্গা, ক্যানেল সাউথ রোড, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ট্যানারিস্ লিঃ—হাইড রোড, খিদিরপুর।

কড়েয়াট্যানারি, ৯ তিলজলা রোড,বালিগঞ্জ।

চিরুনী—

যশোহর কুম্ব্ এণ্ড বাটন ফ্যাক্টরি, ২০-১, লালবাজার ষ্ট্রীট' কলিকাতা। এজেণ্টস্—ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৩১নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত বি, এল্, Jessore Comb & Celluloid Works, বসন্ত কুটীর, যশোহর।

বাদ্য যন্ত্রাদি—

১। ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ ৮নং ড্যাল্হাউসী-স্কোয়ার, কলিকাতা।

২। এম এল সাহা লিঃ ৫।১ ধর্ম্মতলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। ঘোষ এণ্ড সন্স ৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চিনি—

Behar Sugar Mill, Champaran.

Darbhanga Sugar Co. Ltd. Lohal, howali, Saran,

Siwan Deshi Sugar Factory Siwan Saran.

Bengal Palm Sugar Mfg. Co, Ltd. Salkea, Howrah.

চীনেমাটির বাসন—

(চা-দান, বাটি, প্লেট, পুতুল ও ডিস্পেন্সারীর দ্রব্যাদি)

ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস,৪৫, টেংরা রোড কলিকাতা।

গোয়ালিয়র পটারিস্ লিঃ, Laskar, Gwalior.

ছুরিকাঁচি—

কাঞ্চন নগর।

বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, এন, রায়, ১৬ বি, বকুলবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জুতার পালিশ—

বেঙ্গল মিস্লেনি, কলিকাতা।

টিন লোহালক্কর ও সকল রকম হার্ডওয়ারের দ্রব্য—

আনন্দজী হরিদাস এণ্ড কোং লিঃ, ২০ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড সন্স লিঃ ৮৬।এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুভের লিমিটেড্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

A. N. Hussunally, 28 Strand Road Calcutta.

দাঁতের মাজন

"কলয়ডিনা"—বিহার মিস্লেনি, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"রডোফেন" "অ্যাণ্টিসেপ্টিক টুথ পাউডার" —বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৫০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"নিম টুথপেষ্ট," "নিম ডেণ্টাল পাউডার"—ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

"কারবলিক" ও "অ্যাণ্টিসেপ্টিক টুথ পাউডার"—ব্যাক্টেরিক্লিনিক্যাল, ৬৩।৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"দন্তম"—পি, কে, সেন, চট্টগ্রাম।

"অষ্টবজ্র"—কলেজ স্কোয়ার, সিনেট হাউসের পাশে।

"ভেন্টা"—চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স, ১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশলাই—

"স্বাধীনতা" ও "হরিণ"—বঙ্গীয় দেশলাই কার্য্যালয়, ১৮৭নং উল্টাডিঙ্গি মেন রোড, কলিকাতা।

"আরতি"—সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ৪নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

এম্, এন্, মেহতা এণ্ড কোং, ৬৫নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাইওনিয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী, দমদম।

ন্যাশ্‌নাল ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ক্যানেল ইষ্ট রোড, উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা।

Bharamay & Co's Match Factory 1-1, Umakanta Sen Lane, Ghughu-danga Calcutta.

পেন্সিল—

মাদ্রাজ পেন্সিল ফ্যাক্টরী—"ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" ওয়াশারম্যান পেট, মাদ্রাজ।

বিস্কুট—

K. C. Bose & Co. 2, Kalachand Sanyal Lane, Calcutta.

Arya Confectionery,10-1, Chakrabere Road- South, Bhowanipur, Calcutta.

Bengal Biscuit Factory Ltd.20-1-2 Jorapukur Sq, Chittaranjan Avenue, North, Calcutta.

Lily Biscuit Co. Calcutta.

Britannia Biscuit Coy Ld Calcutta.

ব্রুস—

ক্যালকাটা হর্ণ এণ্ড ব্রাস ম্যানুঃ কোং, ১৮নং আনন্দপালিত লেন, ইটালি, কলিকাতা।

দত্ত এণ্ড কোং—১১নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ।

পূজার বাজারের পোষাক পরিচ্ছদাদি—

১। কমলালয়, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা।

২। কাত্যায়নী ষ্টোর্স ঐ

৩। বৈকুণ্ঠ নাথ গুঁই ঐ

৪। পাল কোম্পানী ঐ

৫। জহরলাল পান্নালাল ঐ

৬। ইষ্টবেঙ্গল ষ্টোরস্, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

৭। তারা ষ্টোর্স ঐ

৮। ফ্রেণ্ড সোসাইটী লিমিটেড ঐ

৯। এ, বর্ম্মণ এণ্ড কোম্পানী, বহুবাজার, কলিকাতা।

১০। ভারত বস্ত্রালয় ঐ

১১। বান্ধব বস্ত্রালয় ঐ

১২। অছেল মোল্লা এণ্ড কোং চাদ্‌নী চক ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

১৩। রায় কোম্পানী ঐ

খদ্দর—

খাদী প্রতিষ্ঠান—১৫নং কলেজ স্কোয়ার, প্রধান কেন্দ্র শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার, ১৩২ হ্যারিসন রোড ঐ

অভয় আশ্রম—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ঐ

বিদ্যাশ্রম— ঐ

খাদী মণ্ডল— ঐ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ— ঐ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক—খদ্দর মার্চ্চেন্ট, মুরাদপুর, জোরারগঞ্জ পোঃ চট্টগ্রাম।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ পালিত—খদ্দর মার্চ্চেণ্ট, মিঠা ছরা Via, মীরশরাই, চট্টগ্রাম।

শ্রীবরদাপ্রসাদ নন্দী, খাদী প্রতিষ্ঠান, মহাজন-হাট, পোঃ চট্টগ্রাম।

গেঞ্জি মোজা—

পাবনা শিল্প সঞ্জিবনী, পাবনা।

Parjoar Hosiery Mills Ltd. 24, 26 Benares Road, Salkea, Howrah.

বেলিয়াঘাটা হোসিয়ারি লিঃ, ১ ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা।

মিলের বস্ত্র—

এস্থলে শুধু বাংলাদেশের স্বদেশী মিলগুলির তালিকা দেওয়া হইল।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল—২৮নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই মিলে উৎকৃষ্ট ধুতি, সাড়ী, লংক্লথ, নয়নসুক ও ছিট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পুরা গাঁইটের জন্য অফিসেই খোঁজ করিতে হইবে। যাঁহারা গাঁইটভাঙ্গা কাপড়াদি আনাইতে চান, তাঁহারা উক্ত মিলের পরিচালিত "বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগার" ৫২-৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অর্ডার দিবেন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিল—৬নং আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। এখানেও বেশ মিহি ধুতি, সাড়ী টুইল, লংক্লথ ও ছিট প্রস্তুত হয়। ঢাকেশ্বরী মিলের প্রস্তুত ১০×৪৪ ইঞ্চি ধুতি এ মিলের একটি নূতনত্ব।

মোহিনী মিল, কুষ্টিয়া—অতি সূক্ষ্ম মিহি সূতার কাপড় এবং মুগার নানারূপ নক্সা ও ফ্যান্সি পাড়ের জন্য মোহিনী মিলের কাপড় সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। এই মিহি সূতাও মোহিনী মিলেই তৈরী হয়।

ভারত অভ্যুদয় মিল Ghoosry Road, Salkea Howrah. এজেন্ট—শীতলপ্রসাদ, খড়্গাপ্রসাদ, ৩।১ বড়তলা, কলিকাতা।

কেশোরাম কটন মিল, এজেন্ট—শ্রীরামকিষেন দাস ব্রজমোহন, ১নং সুরমল লোহিয়া লেন, বড়বাজার কলিকাতা, এজেন্ট—বিরলা ব্রাদার্স লিঃ ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

মহালক্ষ্মী কটন মিল।

শ্রীনাথ মিলস্—এখানে সার্ট, কোট ও সুটের উপযোগী নানাবিধ রঙীন ছিট প্রস্তুত হয়। ২০।১।১ জোড়াপুকুর স্কোয়ার, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ নর্থ, কলিকাতা।

বঙ্গেশ্বরী কটন মিল—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীরামপুরে ইহাদের নূতন কাপড়ের কল বসিয়াছে।

সূতা—

বঙ্গলক্ষ্মী মিল।

কেশোরাম কটন মিল।

স্বদেশী কটন মিল, জুহি কানপুর।

শ্রীরাধাকিষেণ কটন মিল, শালকিয়া, হাওড়া।

হুকুমচাঁদ মিল লিঃ, ইন্দোর।

রেশমী কাপড়—

Bengal Silk Mill, 13, Ariff Road Ultadanga, Calcutta.

Indian Silk House, 206 Cornawalis Street, Calcutta.

Murshidabad Silk Stores College Street market, Calcutta.

প্রসাধন দ্রব্যাদি—তেল, এসেন্স প্রভৃতি :—

"হিমানী"—বেঙ্গল পারফিউমারী, ৪৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

"অগুরু". "ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল"—বেঙ্গল কেমিক্যাল, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"কুন্তলীন"—বিহার মিসেলেনী, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"কুন্তলীন", "দেলখোস"—এইচ্ বোস্—বৌবাজার কলিকাতা।

"রেশমী"—মীরা ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

"জবাকুসুম"—সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড, কলুটোলা, কলিকাতা।

"ক্যাম্বারো ক্যাষ্টর অয়েল" "ফুলেলিয়া"—পারফিউমারী ওয়ার্কস্।
২৯৪নং দরগা রোড, পার্ক-সার্কাস, কলিকাতা।

সাবান—(১) গায়েমাখা

Calcutta Soap Works, Calso Park, Ballygunj.

পূরবী সাবান—Meera, 86 Clive Street, Calcutta.

Himani Soap Works, 59, Belgachhia Road, Calcutta.

Godrej's Toilet Soaps, 160 Harrison Road, Calcutta.

National Soap Factory, Pagladnga, Calcutta.

Bengal Soap Factory, II, Paikpara Road, Calcutta.

Bangaluxmi Soap Works, 28, Pollock Street, Calcutta.

Bengal Perfumery, 43, Strand Road, Calcutta.

Calcutta Chemical—Margo soap, Ballygunj.

Mysore Soap Agency, 4 Lyons Range, Calcutta.

সাবান—(২) কাপড় কাচা

বেঙ্গল পারফিউমারী—"বিজলীন"
বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস—"বল", "বাব"
ক্যালকাটা কেমিক্যাল—"কমল"
ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস্—"নির্ম্মলিন"

ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরী—"সাদা সাবান"

কুলেলিয়া ফ্যাক্টরী—"ধোবীরাজ"

সাবান (৩) দাড়ি কামান

বেঙ্গল পারফিউমারি—"হিমানী"

ক্যালকাটা কেমিকেল—"অ্যান্টিসেপটিক"

ক্যালকাটা সোপওয়ার্কস—"ক্যালসো"

কুকার

"ইক্‌মিক্ কুকার"—ডাক্তার ইন্দু মাধব মল্লিকের পেটেন্ট ২৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"গৃহস্থ কুকার"—৩১২ গিরীশ মুখার্জ্জীর রোড ভবানীপুর। কলিঃ

"মন্মথ কুকার"—পুঁটিরাম মিস্ত্রীর পেটেন্ট হ্যারিসন রোড্। কলিঃ

"সরোজিনী কুকার"—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিঃ

এলুমিনিয়মের বাসনাদি

"গোল্ড্ মোহর" মার্কা The Aluminium manufacturing Co. Ld 41 Ezra street, Calcutta

"ক্রাউন মার্কা"—Teewanlal Ld. 44 Ezra Street, Cal.

Proprietor of Bharat Aluminium Works. 55/1 Canning Street, Cal.

Alluminium Stores—24 Canning Street Cal.

আটা ময়দা—প্রতিমণ

পেটেন্ট ময়দার প্রতিমণ	৪॥০—৪॥৵০
মিহি	৪।০—৪।৵০
গৃহস্থী (হাউসহোল্ড)	৪৲—৪৵০
আটা বি	৪৵—৪।৵০
ঐ নং	৩।৵০—৩৸৶০
আটা এস মার্কা	৩॥০—৩॥৵০
ঐ ৩নং	৩৸০
সুজি	৪৸০

তৈল—প্রতিমণ

সরিসার তৈল খাঁটি	
(রাধাকৃষ্ণ মার্কা) গাড়ীর দর	১৫॥০
ঐ মণের দর	১৬।০
ঐ খুচরা	১৭৲
টিনসহ কানপুর	১৯॥০—২০॥০
মিশ্রিত	১৫॥০—১৮॥০
নারিকেল তৈল	১৪৲
রেড়ির তৈল	১২৲—১৫৲

বিনোদমার্কা খাঁটী সরিসার তৈল

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ	১৮।০
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টীনের কম	১৮।/০
১১ টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	১৮।৵০
খুচরা প্রতি মণ	১৯।০
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২৲

ঘৃত—প্রতিমণ

মটকী	৬৩৲
শ্রীমার্কা	৬৭৲
ভারতী	৫৮৲
সিকোহাবাদ (খুরজা মার্কা)	৫৬৲
লক্ষ্মী	৫৭॥০
বাদাসাগর	৫৪৲
খুরজা	৫৮৲

বিলাতের বীমা কোম্পানী সমূহের ব্যাল্যান্স্ সীটের কথা

(ব্যবসা ও বাণিজ্যের বীমা বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত)

বিলাতের বীমা আইন সংশোধন ব্যাপারে যে আলোচনা চলিতেছে তাহার মধ্যে এদেশের লোকের জানিবার অনেক কথা আছে। বড় বড় বীমা বিশারদেরা এবং অর্থনীতিজ্ঞগণ এসম্বন্ধে যে সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে ভারতের লোকের জানিবার, বুঝিবার এবং ভাবিবার অনেক কথা আছে। এইজন্য আমরা তাঁহাদের সাক্ষ্যাদি হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Mr. Arthur Henry Riseley একজন বীমা ব্যবসায়ী। ইনি "Corporation of Insurance Brokers"এর তরফ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপে Departmental Committeeর সমক্ষে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহার মধ্যে Accounts সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা প্রয়োজন। ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে বিলাতের বীমা কোম্পানীরাও দুই রকমের ব্যালান্স সীট তৈরী করিয়া থাকেন এবং অংশীদিগের নিকট সংক্ষিপ্ত সুতরাং দুর্বোধ্য ব্যালান্স সীটই প্রেরিত হইয়া থাকে।

Q. "You stated with regard to the copy of accounts that the statements given by companies varied very consi-

derably from the returns to the Board of Trade."

প্রশ্ন :—"একাউণ্টের কপি সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছিলেন যে কোম্পানী সমূহ তাহাদের হিসাবের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা বোর্ড অব ট্রেডের নিকট যে হিসাব পাঠানো হয় তাহা হইতে অনেক পৃথক।"

A. "Within my own knowledge I know of insurance Companies which have two sets of Balance sheets—One gives the Board of Trade figures, and the other a very much abridged balance sheet, and the abridged balanee sheet is always the one supplied unless the other is pressed for."

উত্তর :—"এমন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কথা আমার জানা আছে যাহাদের দুই সেট্ ব্যালান্স সিট থাকে। এক সেট্ বোর্ড অব ট্রেডের নিকট দেওয়া হয়, অপর সেট্ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ব্যালান্স সীট এবং সেই সীটই সাধারণতঃ লোকের নিকট দেখানো হয়। পীড়াপীড়ি না করিলে অপর হিসাবটি দেখানো হয় না।"

অনেকে বিদেশী কোম্পানীর Balance Sheet পাইয়া তাহার সমস্ত যে কেন অনুধাবন করিতে পারেন না তাহা এই জবাব পড়িলেই বেশ বোঝা যায়। অথচ গভর্ণমেণ্টের নিকট যে রিটার্ণ পাঠান হয় তাহাতে সব খুঁটিনাটী বিষয়ের উল্লেখ থাকায় তাহা বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয় না।

About mutual Indemnity Association as compared with Companies, in respect of window cleaners. কমিটীর নিকট যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

Q. "You have also had submitted to you the "Post Magazine" statement of the cost of claims and expenditures of Mutuals as compared with joint stock Companies, but would it surprise you to know that the claims of mutuals are not fully provided for in the year in which they arise?"

A. "I believe that to be the case."

প্রশ্ন :—"আপনার নিকট "পোষ্টম্যাগাজিন" পত্রিকায় প্রকাশিত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সহিত তুলনায় মিউচুয়াল কোম্পানীর দাবীর খরচ ও অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কে বিবরণ প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু যদি বলা হয় যে মিউচুয়াল কোম্পানীগুলিতে যে বৎসর যত টাকার দাবী জন্মে সেই বৎসরেই তাহার সমুদয় টাকা পরিশোধ করা হয় না তবে কি আপনি অবাক হইবেন?"

উত্তর—"আমার বিশ্বাস ইহাই সত্য ঘটনা।"

Q. "So that mutual company does not work as cheaply as an ordinary Company?"

A. "I can give you cases where it works higher in ratio."

প্রশ্ন "তাহা হইলে মিউচুয়াল কোম্পানী গুলি

সাধারণ কোম্পানীর মত অল্প ব্যয়ে পরিচালিত হয় না ?

উত্তর—"আমি কয়েকটি কোম্পানীর ব্যাপার দেখাইতে পারি যেখানে তাহাদের কাজ অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইয়াছে।"

Mr. D. S. Savory বিলাতের "Stock Exchange Gazette" এবং "Financial Times"এর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত সংবাদপত্রের অর্থনীতি ব্যাপারের প্রবন্ধ লেখক। ইনিও Departmental Committeeর সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। অর্থনীতি ঘটিত কুটতর্কাদি বিষয়ে তাঁহার ন্যায় লোক কি সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা উচিত।

Q. "As regards the form of accounts, if the suggestion is carried through, members of the public can obtain accounts in the form furnished by the Board of Trade on payment of a small fee. Is there any reason why the Directors should not send to their own shareholders accounts in any form they feel convenient ?"

A. "I still think it would be advisable to have them sent in a more complete form, because although you may bring in regulations to the effect that these other forms can be obtained on application, there is no saying how long the applicant may have to wait before he receives the form. The original form is sent out to the shareholders and the Policyholders, and that is the form which is commented on in the Press. I do not see that there is any advantage in having a secondary form which may be obtainable some six months after the first form has been issued. At the present time one can generally obtain a copy of the Board of Trade returns, but so long a time elapses before they are available, and in the meantime it is the other form that has been dealt with."

প্রশ্ন—"হিসাবের পদ্ধতি সম্পর্কে যদি এমন করা হয় যে সামান্য কিছু 'ফি' দিলেই জনসাধারণের যে কেহ বোর্ড অব্ ট্রেডের নিকট প্রদত্ত হিসাবের কপি পাইবে, তাহা হইলে অংশীদারদের সুবিধামত যে কোন প্রকারে হিসাব প্রদান করিতে পরিচালকগণের কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে কি ?"

উত্তর—"আমার এখনও মনে হয় যে যাহাতে পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। কারণ যদিও নিয়ম করা যায় যে দরখাস্ত করিলেই কোম্পানী অন্য রকম হিসাবের ফরম দিতে বাধ্য, তথাপি ইহা পাইবার জন্য আবেদনকারীকে কতকাল অপেক্ষা করিতে হইতে পারে, কেহ বলিতে পারে না। অংশীদার ও পলিসিক্রেতাগণের নিকট যে হিসাব নিকাশের বিবরণ পাঠানো হইয়া থাকে সেই ফরম দেখিয়াই

সংবাদপত্রে সমালোচনা করা হয়। এই প্রথম ফরম ইস্যু করার পর আবার ছয়মাস পরে বোর্ড অফ ট্রেডের নিকট যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠানো হয় তাহার জন্য অপেক্ষা করায় আমার মনে হয় নানারূপ অসুবিধা ছাড়া কোন সুবিধা নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বোর্ড অব ট্রেডে প্রেরিত হিসাব পাইতে সাধারণতঃ অসুবিধা হয় না বটে, কিন্তু উহা আনাইতে অনেক সময় লাগিয়া যায় এবং ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত হিসাব নিকাশ সম্বন্ধেই সংবাদপত্রে এবং জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা শেষ হইয়া যায়।"

Q. "With regard to the last point, would not your difficulty be met if the detailed returns were obliged to be sent within a definite time?"

A. "Yes, provided the time was a short one; but I would draw your attention to the fact that under the present Act the Board of Trade returns have to be deposited with the Board of Trade within six months of the close of the financial year, and that the Board of Trade is authorised to grant a further extension which shall not exceed three months. That is a dead letter."

প্রশ্ন—"উপরোক্ত জবাবের শেষ অংশ সম্বন্ধে যদি নিয়ম করা যায় যে নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইতেই হইবে, তাহা হইলে কি অসুবিধা দূরীভূত হয় না?"

উত্তর—"হঁা, যদি খুব অল্প সময় মধ্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, বর্ত্তমান আইন অনুসারে বৎসর শেষ হওয়ার ছয়মাস মধ্যে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট তাহাদের হিসাব পাঠাইতে হইবে। যদি বিশেষ কোন কারণে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বোর্ড আরও অনধিক তিনমাস সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু এই শেষোক্ত নিয়ম এখন আর পালন করা হয় না।

Q. "In connection with your suggestion that the share holders should receive the same information as is contained in the Returns made to the Board of Trade, you are aware, of course, that under Section 8 of the Act every Policyholder and every share holder is entitled to be supplied free of charge with a copy of the Returns?"

A. "Yes; but when does he obtain that? I have frequently tried to obtain them, and they have not been available until a long time afterwards."

প্রশ্ন—"আপনার পরামর্শ এই যে বোর্ড অব ট্রেড যে হিসাব পাইয়া থাকেন, অংশীদারগণেরও সেই হিসাব পাওয়া উচিত। বোধ হয় জানেন যে বীমা আইনের আট ধারায় আছে যে প্রত্যেক পলিসিক্রেতা ও অংশীদার বিনামূল্যে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট প্রেরিত হিসাবের নকল পাইবার অধিকারী।

উত্তর—"হঁা, কিন্তু কখন তিনি তাহা পাইয়া

থাকেন? আমি অনেক সময় উহা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দীর্ঘকাল গত না হইলে পাওয়া যায় নাই।

'The Institute of London Underwriters'এর Chairman Mr. H. T. Hines ঐ Instituteএর তরফ হইতে ১৯২৪ সনের ২রা December তারিখে Departmental Committeeর সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

Q. "In paragraph 4 of your Precis of evidence, you say "The present system of rendering accounts to the Board of Trade as stipulated in the Act of 1909 was agreed to be satisfactory, and, in the opinion of the members, should be continued". With regard to companies which carry on only marine business, they do not render any accounts at all, do they, under the 1909 Act?"

A. "No, I take it not".

প্রশ্ন—"আপনার সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মের ৪র্থ প্যারায় আপনি বলিয়াছেন, "১৯০৯ খৃষ্টাব্দের যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট হিসাব প্রদান প্রণালী বেশ সন্তোষজনক রূপেই চলিতেছে এবং মেম্বরগণ মনে করেন ইহাই প্রচলিত থাকা উচিত," যে সকল কোম্পানী কেবলমাত্র নৌ বীমা করিয়া থাকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আইনে তাহারা কোন হিসাব দেয় না, দেয় কি?"

উত্তর—"না, ধরিলাম দেয় না।"

Q. "How would that be regarded as satisfactory?"

A. "I tried to think of companies that were not either affliated to or combined with fire insurance and life insurance, and I could only remember one, and that was the Sea Insurance Company of Liverpool."

প্রশ্ন—"তাহাকে সন্তোষজনক বলা যায় কিরূপে?"

উত্তর—"যেসব কোম্পানী অগ্নিবীমা বা জীবন বীমার অন্তর্ভুক্ত নহে তাহাদের কথা মনে করিতেছিলাম। কেবল একটি কোম্পানীকেই মনে পড়ে। তাহা সি, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী অব লিভার পুল।"

Q. "If there are any, you regard it as unsatisfactory as far as they are concerned?"

A. "I do not quite follow that."

প্রশ্ন—যদি একটিও থাকে তবে আপনি এ অবস্থা অসন্তোষজনক মনে করেন?

উত্তর—আমি ঠিক ধরিতে পারিতেছি না

Q. "The point is that companies which only carry one marine business render no accounts under the 1909 Act?"

A. "Not to the Board of Trade."

প্রশ্ন—কথা এই যে যদি কোন কোম্পানী কেবল মাত্র নৌ বীমা করে, তবে ১৯০৯ এর

আইনে তাঁহাদিগকে কোন হিসাব দিতে হইবে না ?

উত্তর—বোর্ড অব টে্রডের নিকট দিতে হইবে না।

Q. "That is what we are speaking of. So that, as they render no accounts you would regard it as unsatisfactory ?"

A. "No, I do not think we looked at it from that point of view. We simply looked at it from the point of view that we anticipated that the Board of Trade would want some form of accounts which in their opinion, would show the public what the underwriting results of a Company were."

প্রশ্ন – আমরা সেই কথাই বলিতেছি যেহেতু তাহারা হিসাব দেয় না সে জন্য তাহাদিগকে অসন্তোষজনক মনে হইবে না ?

উত্তর—না, আমরা বিষয়টিকে সেদিক হইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। আমরা কেবল এই দিক দিয়া দেখিয়াছি যে বোর্ড অব টে্রড তাহাদের নিকট এমন কোন হিসাব চাহিবেন, যাহাতে তাহারা কোম্পানীর ফলাফল ও অবস্থা জনসাধারণকে দেখাইতে পারেন।

Q. "The Board of Trade get no accounts at the moment. You think they should get some accounts ?"

.A "They do, I think."

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে বোর্ড অব্ ট্রেড কোন হিসাব পান না। আপনার মনে হয় তাহাদের যে কোন প্রকারেই হউক একটা হিসাব পাওয়া উচিত। নয় কি ?

উত্তর—আমার মনে হয় তাহারা পায়।

Q. "Under the 1909 Act ?"

A. "Not, if they are marine companies doing no other class of business."

প্রশ্ন—১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে ?

উত্তর—না, তাহারা যদি কেবলমাত্র নৌবীমা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর কাজ না করে তাহা হইলে নয়।

Q. (by Chairman) "We want your view about it if you will give it to us. You think that there are few companies carrying on nothing but marine insurance ?"

A. "Yes."

চেয়ারম্যানের প্রশ্ন—আপনি যদি আপনার অভিমত আমাদিগকে জানাইতে চাহেন, তবে আমরা তাহা জানিতে চাই। আপনার কি মনে হয় অতি অল্প কোম্পানীই আছে যাহারা নৌবীমা ব্যতীত অন্য কাজ করে না ?

উত্তর—হাঁ।

Q. "And they do not render accounts to the Board of Trade ?"

A. "Apparently not."

প্রশ্ন—এবং তাহারা বোর্ড অব ট্রেডের নিকট হিসাব দেয় না ?

উত্তর—স্পষ্টতঃই না।

Q. "Whereas other companies that carry on other business do render accounts ?"

A. "Yes."

প্রশ্ন - অথচ অন্যান্য কোম্পানী যাহারা অন্য ব্যবসা পরিচালনা করে তাহাদিগকে দিতে হয় ?

উত্তর—হাঁ

Q. "And you do not see why those marine companies that do not carry on other business should render accounts ?"

A. "No. At the back of our mind is this, that we render accounts in a certain way. We do not want more work ; we have about as much as we can get through, and if you like to question me on my opinion as to whether the accounts as rendered in the present form are satisfactory, we have several views to express on the point as to whether a marine account to the Board of Trade would show accurately what the actual results of the uhderwriting of the Company were."

প্রশ্ন এবং যে সকল নৌ-বীমা কোম্পানী অন্য কাজ করে না তাহারা কেন হিসাব দিবে না তাহার কোন কারণ আপনি দেখেন না ?

উত্তর - না। আমাদের মনোগত ভাব এই যে আমরা কোন না কোন প্রকারে হিসাব দিয়া থাকি। আমরা আর অধিক কাজ চাই না। আমরা যত কাজ করিতে পারি, তাহা পাই। যদি বর্ত্তমানে যে প্রকারে হিসাব দেওয়া হয় তাহা সন্তোষজনক কি না এ বিষয়ে আমার মতামত চাহেন, তবে বলিব বোর্ড অব ট্রেডের নিকট হিসাব দেখাইলেও তাহাতে বিশুদ্ধ ভাবে কোম্পানীর প্রকৃত ফলাফল বাহির হয় কিনা সে বিষয়ে আমার কয়েকটি অভিমত আছে।

Q. "Do they not show that now ?"

A. "No."

প্রশ্ন — এখন কি তাহা দেখান হয় না ?

উত্তর- না।

Q. "Are they satisfactory ?"

A. "The system is satisfactory, not the accounts."

প্রশ্ন—ইহা কি সন্তোষজনক ?

উত্তর—পদ্ধতিটি সন্তোষজনক হিসাব নহে।

Q. "There is no system in regard to the marine companies ?"

A. "No."

প্রশ্ন—নৌ কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে কোন পদ্ধতি নাই ?

উত্তর—না

Q. "With regard to these companies that carry on other business, do you think the system is satisfactory ?"

A. I do not know if I am right about the form in which the accounts are rendered whether it is a revenue account or

in the form required for the public."

প্রশ্ন নৌবীমা কোম্পানী যেগুলি অন্য শ্রেণীর কাজ করে তাহাদের পক্ষে কি এই কথা সন্তোষ জনক বলিয়া মনে করেন ?

উত্তর—যে আকারে হিসাব দাখিল করা হয় উহা রেভিনিউ একাউন্টের মত না জন সাধারণ যে রকম চাহে সেইরূপ তাহা আমি ঠিক জানি না।

Q. "And I understand you to say that with regard to the 48 companies that have gone wrong in recent times, most of them did marine re-insurance business, and it was doing that at a cheap rate that ruined them ?"

A. "Yes."

প্রশ্ন—যে ৪৮টী কোম্পানী সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে বোধ হয় আপনি তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাদের প্রায় সবগুলিই পুনরায় নৌ বীমা করিয়াছিল এবং উহা সস্তা হারে করিয়াই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

উত্তর—হাঁ

অতঃপর Mr. C. V. Couttsএর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ইনি একজন কেউ কেটা নহেন। ইনি 'Institute of Actuaries'এর Vice President এবং একজন সদস্য; 'Provident Mutual Life Association' এর Manager এবং Actuary ও Life Offices Association'এর একজন সদস্য। ইনি এই সকল সম্প্রদায়ের তরফ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপে সাক্ষ্য না দিয়া, নিজে বীমাকারী হিসাবে Departmental Committeeর সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। অন্যান্য যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই বারান্তরে সে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞাপন করা যাইবে। বর্ত্তমানে accounts প্রসঙ্গে Mr. Coutts যাহা বলিয়াছেন তাহারই মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

Q. "As a matter of fact as things stand, is it the case a certain amount of information is published in this ountry as to the extent to which British Companies funds are hypothecated abroad ?"

প্রশ্ন—"প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাতে বৃটিশ কোম্পানীগুলির তহবিল বিদেশে কোথায় বন্ধক আছে তাহার কতকটা বিবরণ এদেশে প্রকাশ করা হয়, ইহা সত্য ?

A. "That is so. The information is published piece meal. I have before me an insurance Year book which is very widely circulated and is known as the "Post Magazine." It is a kind of reference book published once a year. I turn to page 167 and I find a complete table of British Insurance Companies in Canada ; amount of deposit par value, accepted value. That shows to anybody who wants to know how much they have got deposited in Canada. I

think this problem is mainly one of Canada and the United States. Then I turn a few pages later and find a complete statement of premium income and the losses of each Company and its subsidiary in the United States, but the information is piecemeal, it is not complete, and I would merely suggest that the Companies, instead of leaving people to collect information which presumably is available abroad, should return it to the Board of Trade in responsible form."

উত্তর—হাঁ, আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হয় বটে। আমার কাছে একখানা বীমার year Book বা বাৎসরিক বিবরণ আছে। ইহার নাম Post Magazine, প্রতি বৎসর ইহা মুদ্রিত হয় এবং বীমা সম্বন্ধে পরিচয় পত্রের কাজ করে। এই বইএর ১৬৭ পৃষ্ঠায় কানাডায় বৃটিশ কোম্পানীগুলির একটি সম্পূর্ণ বিবরণ আছে। তাহাদের ডিপজিটের পরিমাণ, par value, accepted value প্রভৃতি সবই আছে; ইহা দেখিলেই কানাডায় কাহার কত জমা আছে, তাহা বুঝা যায়। কানাডা এবং যুক্তপ্রদেশের এই সমস্যা প্রায় সমান, ইহার কয়েক পৃষ্ঠা পরেই প্রত্যেক কোম্পানীর প্রিমিয়ামের আয, ক্ষতির বিবরণ এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস্এর শাখার পরিচয় দেওয়া আছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ নহে, সব খবরই আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে; আমি কেবলমাত্র এই বলিতে চাই যে লোকদিগকে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য বিদেশের দিকে যাহাতে তাকাইয়া থাকিতে না হয় এবং উপযুক্ত ফরমে যাহাতে এই সকল বিবরণ বিশদভাবে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট দাখিল করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

Q. "You suggest that companies should show their deposits abroad, together with the premium income, in each country, you do not press for that?"

প্রশ্ন—আপনি বলিতেছেন যে কোম্পানীগুলির বাহিরের ডিপজিটের সহিত প্রত্যেক দেশের প্রিমিযামের আয় প্রকাশ করা উচিত। আপনি কি ইহা বিশেষ আবশ্যক মনে করেন?

A. Yes, I do press that, subject to its being shown that there are dangers arising from it, which I cannot conceive myself."

উত্তর—হাঁ, আমি বিশেষ মনে করি। তবে ইহাতে যে অনেক বিপদ আছে তাহাও দেখানো আবশ্যক। **এই বিপদ এত বেশী যে আমি তাহা কল্পনা করিতেও পারি না।**

Q. "Surely the danger is that it might encourage the promotion of local companies abroad **if you show your hand and show what your business?"**

প্রশ্ন—"ইহার নিশ্চিত বিপদ এই যে আসল অবস্থা প্রকাশ পাইলে এবং আমাদের প্রিমিয়াম আয়ের কথা জানিতে পারিলে, সেই সেই দেশের

লোক নিজেরাই নূতন নূতন কোম্পানী গঠন করিবে।

A. "It is published piece-meal. Is the making of a return to the Board of Trade going to make all that difference?"

উত্তর—"ইহা আংশিক প্রকাশিত হইয়া থাকে। বোর্ড অব ট্রেডের নিকট রিটার্ণ পাঠাইলেই কি উক্তরূপ ভেদ স্পষ্ট হইবে?

Q. "You refer to Canada and the United States. There we have to take the position as we find it, otherwise we cannot trade. Other countries have not these onerous obligations. Are you not going to encourage them to insist upon the same information?"

প্রশ্ন—আপনি কানাডা এবং যুক্ত প্রদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি আমরা সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিতেছি। নতুবা আমাদের ব্যবসা করা হয় না। অন্য কোন দেশে এরূপ পীড়াদায়ক বাধ্যতা নাই। আপনি কি এইরূপ সংবাদ প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিবেন না?

A. Is the suggestion that making a complete return to the Board of Trade of the information which is published in part in this country is going to have that effect?"

উত্তর—"ইহা দ্বারা কি বলিতে চান যে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট পূর্ণ রিটার্ণ পাঠাইলেই উহার যে আংশিক বিবরণ এদেশে প্রকাশিত হয় তাহার ফল ফলিবে"?

Q. "I suggest it is only in a few countries where these

returns are made. If the companies are to show their premium income and deposits in each country, each country will want the same figures and impose the same obligations that the States and Canada do. We are asking for trouble if we do these things, is not that so, from the point of view of the Brirish insurance companies?"

প্রশ্ন—"আমি বলিতে চাই যে মাত্র অল্প কয়েকটি দেশে এই 'রিটার্ণ' পাঠাইবার প্রথা আছে। যদি কোম্পানীগুলি তাহাদের প্রত্যেক দেশের প্রিমিয়ামের আয় ও ডিপজিট দেখায় তাহা হইলে কানাডার মত অন্যান্য দেশগুলিও প্রত্যেক দেশকে প্রত্যেক কোম্পানীর আয় ব্যয় দেখাইতে বাধ্য করিবে। এই সব করিলে আমরা বৃটিশ কোম্পানীগুলির উপর বিপদ ডাকিয়া আনিব—নয় কি"?

A. "Well, I cannot conceive why that should arise."

উত্তর—সে কথা উঠিবে কেন আমি ধারণা করিতে পারি না।

প্রশ্নগুলি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে আর বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে বিলাতে Insurance ব্যাপারে মাতব্বরদিগের মতলব এবং মনের ভাব কি! আমরা এই সকল পড়িয়া এবং জানিয়াও যদি নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে সংঘবদ্ধ না হই, তবে আমাদের আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

Mr. Joseph John Bisgood J. P. F. C. S member of the Council of the London Chamber of Commerce আরও বিশদভাবে accountsএর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অনেকেরই সন্দেহ ঘুচিয়া যাইবে।

Q. "You spoke of the desirability of identical forms of account being sent to the shareholders as to the Board of Trade. You realise, of courst from Mr. Mc. Bridis reference to the schedules that information supplied to the Board of Trade is very much greater than the shareholders need be interested in?"

A. "We are thinking of the Revenue Account and Balance Sheet only."

প্রশ্ন—"বোর্ড অব ট্রেডের নিকট যে ফরমে হিসাব দাখিল করা হয় ঠিক সেইরূপ ফরমে কোম্পানীর অংশীদারদের নিকট হিসাব প্রেরণের আবশ্যকতার কথা আপনি বলিয়াছিলেন। আপনি অবশ্যই ম্যাক্ ব্রাইডের হিসাবের তালিকা হইতে জানেন যে বোর্ড অব ট্রেডের যে সকল বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন হয়, অংশীদারগণের তত প্রয়োজন হয় না?

উত্তর—আমরা কেবল রেভিনিউ একাউন্ট এবং উদ্বৃত্ত পত্রের কথা বিবেচনা করিতেছি।

Q. If this were greatly extended, it would confuse the shareholders, and be of no more value?"

A. "Do you not think that

the shareholders ought to get the information in the same form as that sent to the Board of Trade. It only refers to certain small companies."

প্রশ্ন—যদি ইহা খুব বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইত তবে অংশীদারগণকে হতবুদ্ধি করিত এবং এরূপ হিসাব তাহাদের নিকট অধিক দরকারী বলিয়া মনে হইত না,—নয় কি ?

উত্তর—আপনার কি মনে হয় না যে বোর্ড অব ট্রেড যে ফরমে হিসাব পায় অংশীদারগণেরও ঠিক সেই ফরমে হিসাব পাওয়া উচিত? ইহাকে কেবল কয়েকটি ক্ষুদ্র কোম্পানীর কথাই বুঝায়।

Q. It should be accessible to them, but is it necessary you should send out to every shareholder all these elaborations of details?"

A. "You are putting me rather where I want to go. The Chamber of Commerce reference is to the revenue accounts and balance sheets published by respectable companies, who first of all send these round to their policy holders and share-holders, whereas certain companies have been known to touch them up, so to speak, and make them look a little letter, and I think the Chamber suggests that this Committee should advise Parliament to stop that procedure."

প্রশ্ন—প্রত্যেকেই যাহাতে ইহা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রত্যেক অংশীদারের নিকটেই কি এই বিস্তৃত বিবরণ পাঠানো আবশ্যক?

উত্তর—আমি যেখানে পৌঁছিতে চাই, আপনি আমাকে প্রায় সেইখানেই পৌঁছাইয়াছেন। চেম্বার অব কমার্স কোম্পানীগুলির রেভিনিউ একাউন্ট ও ব্যালান্স সীট বা উদ্বৃত্ত পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত কোম্পানীগুলি এই সকল হিসাব তাহাদের পলিসি ক্রেতা ও অংশীদারদের নিকট প্রথমেই প্রেরণ করেন। কিন্তু কোন কোন কোম্পানী উহার উপর রং ফলাইয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে মনোহর করিয়া তুলেন। আমার মনে হয় চেম্বার অব কমার্স প্রথা নিবারণের জন্য পার্লামেন্টকে ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

Q. "And what your Chamber object to is what is referred to as a doctored sccount before it is sent to the share holders?"

A. There is a case here. A Board grants loans to its own directors, and covers these up as loans on personal security, we will say. We do think that where individual directors have borrowed money, save on the surrender value of their life policies—there are very few cases of that kind—it ought to appear. In the City Equitable case the manager of that Company managed to get loans amounting to about £ 120,000. It

was in the balance sheet somewhere, but the shareholders did not know of it."

প্রশ্ন—তাহা হইলে অংশীদারদের নিকট পাঠাইবার পূর্ব্বে উপরোক্ত রং ফলানো হিসাবেই চেম্বারের আপত্তি?

উত্তর—একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। কোন কোম্পানী ডিরেক্টরদের টাকা কর্জ্জ দেয় এবং তাহা ব্যক্তিগত জামীনে গৃহীত বলিয়া হিসাব দেখায়। আমাদের বক্তব্য এই যে বীমার প্রত্যর্পণ মূল্য ব্যতীত যেখানে ডিরেক্টারগণ ব্যক্তিগতভাবে টাকা কর্জ্জ লইয়াছে তাহা হিসাবে দেখান আবশ্যক। সিটি ইকুইটেবল কোম্পানীর ব্যাপারে কোম্পানীর ম্যানেজার প্রায় ১২০,০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ লইয়াছিল। ব্যাল্যান্স সিট বা উদ্বর্ত্ত পত্রের একস্থানে ইহার উল্লেখ ছিল; কিন্তু অংশাদারগণ তাহা জানিতে পারে নাই।

Q. "No accounts would discover that?"

A. "No."

প্রশ্ন—কোন হিসাব দেখিয়াই তাহা ধরা যায় না?

উত্তর—না।

Departmental Committeeর একজন সদস্য অপর একজন সাক্ষীকে অন্যান্য প্রশ্নের

মধ্যে একটি প্রশ্ন করেন "It cannot Injure the operation of a business to make a return to the Government showing how the business is carried on ?" এই প্রশ্নটি যদি প্রকৃতই সদুদ্দেশ্যরই পরিচায়ক হয়—এবং তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না—তবে বিদেশী কোম্পানী সমূহের যাবতীয় returns শুধু ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইলেই চলিবে না, সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচরার্থে Indian Blue Book এও মুদ্রিত হওয়া চাই! এ বিষয়ে Indian Insurance Institute, এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে চাপিয়া ধরা উচিত। এই সকল বিষয়ে, বিভিন্ন দেশের আইনানুযায়ী সেখানে business করিতে হইলে বিলাতী কোম্পানী সমূহকে কি ভাবে সেই সকল দেশের কঠোর আইন মান্য করিয়া চলিতে হয় তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। বারান্তরে সেই সকল বিভিন্ন দেশের কঠোর আইনের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বীমা কোম্পানীর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত বৎসর বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট ও ব্যবসায়ের শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও এই কোম্পানীর পরিচালকগণ তাঁহাদের কাজে আশাতীত সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিচালকগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? আরও প্রশংসার বিষয় এই যে, গত বৎসরে এই কোম্পানীর যে কাজ হইয়াছে কোম্পানীর জীবনেও এক বৎসরে কোনদিন তত কাজ হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ১২০৪টি নূতন বীমা বাবদে মোট ১৮,৯৫ ৫০০৲ টাকার proposal বা প্রস্তাবপত্র পাওয়া গিয়াছে। পলিসি ইস্যু হইয়াছে ৮৮১টি, এবং তাহাদের টাকার পরিমাণ ১৩,৫৮,৫০০৲ টাকা। ইহাদের মধ্যে দশহাজার টাকার বীমা অন্য কোম্পানীতে re-insure বা পুনরায় বীমা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট proposal গুলি হয় অগ্রাহ্য হইয়াছে, না হয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, বৎসরের শেষে পূর্ণ হইবে। আলোচ্য বর্ষে পুনরায় বীমার টাকা বাদ দিয়া নূতন বীমার প্রিমিয়ামে ৭৩০৮৭৸৴০ জমা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে নূতন ও পুরাতন বীমার বাবদ মোট প্রিমিয়ামে আদায় হইয়াছে ২,১৫,৩৬৩৸৴। ইন্‌কাম ট্যাক্স বাদ দিয়া লগ্নীর সুদে পাওয়া গিয়াছে ২৭,৭২২।৶১০ মোট আয়ের পরিমাণ ২৪,২,৬৮৬॥১, জীবন বীমা ফাণ্ড ছিল ৪২,৫,৬৩২।৶০।

কোম্পানীর নিকট এ বৎসরে নানা বিষয়

বাবদে ৩১,৩৪৮৷৵০ দাবী হইয়াছে। তন্মধ্যে মৃত্যুজনিত দাবী ২৫,১৩৫৸৵০ এবং নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হওয়ার দাবী ১০,২১২৸০ কোম্পানীর প্রারম্ভ হইতে এযাবৎ মোট দাবীর পরিমাণ ২৪৪,৩৪৮৲ টাকা। বৎসরান্তে মোট ১২,৬৮৭৲ টাকার দাবী বাকী ছিল,তন্মধ্যে ৫,৩৪৯৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে, এখন ৭,০০০৲ টাকার দাবী অবশিষ্ট আছে। উপযুক্ত প্রমাণাভাবেই এখনও এই টাকা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যথোপযুক্ত দাবীর নিদর্শন পাইলেই উহা দেওয়া হইবে। পরিচালক সভা দাবীর টাকা যথা শীঘ্র মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই কোম্পানী দুইজন হিসাব পরীক্ষক বা অডিটর নিযুক্ত করয়া থাকেন। ইহাতে একদিকে যেমন হিসাব সম্বন্ধে কোন গোল থাকিবার আশঙ্কা দূর হয় অপর দিকে তেমনি অংশীদার ও বীমাকারিগণ উভয়েই তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন। সম্প্রতি কলিকাতায় ৩ এবং ৪ নং হেয়ার ষ্ট্রীট ইহার একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বীমা জগতে বিশেষ পরিচিত, বহুদর্শী এবং অভিজ্ঞ মিঃ বি, মুখার্জ্জী এই অফিসের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন, আশা করি তাঁহার পরিচালনায় কোম্পানীটির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইনসিওরেন্স কোংর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ বি, মুখার্জ্জী

দি প্রভাত ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

(বোম্বাই)

প্রভাত ইনসিওরেন্স কোম্পানী ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে স্থাপিত হইলেও ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসের পূর্বে কাজ আরম্ভ করিতে পারেন নাই। প্রথম বৎসরে কোম্পানী ৬৮৯ খানা বীমার প্রস্তাবে ১১,৫৩,০০০৲ টাকার কাজ পান এবং ৭,৮৬,০০০৲ টাকার বীমা পত্র বাহির করিয়াছেন। এই বৎসরে কোম্পানী প্রিমিয়াম বাবত ৪১,৫৭৯৲ টাকা পাইয়াছেন। প্রথম কয়েক বৎসর নূতন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, আফিস সরঞ্জাম, এজেন্সীকমিশন ইত্যাদি বাবদে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে এবং ঠগবাজ ক্যান্ভাসার ও এজেণ্ট দিগের হাতেও অনেক টাকা নষ্ট হইয়া যায়; এই সমুদয় ক্ষতি সকল কোম্পানীকেই শেষে write off করিতে বাধ্য হইতে হয়; অথচ এই সকল প্রারম্ভিক খরচ এবং দণ্ডের হাত হইতে কোনও কোম্পানীর অব্যাহতি নাই। সকলকেই অল্পবিস্তর এই সকল ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। ইহার উপর ডিরেক্টরদের ফি এবং ম্যানেজিং এজেণ্টদের মাহিয়ানা ও কমিশন চড়িলে অনেক সময় বোঝার উপর শাকের আটীর মত হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে ইহা আবার উটের পিঠে শেষ তৃণ গাছটীর মত হইয়া ওঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে সকল কোম্পানীর ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এজেণ্টগণ কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের প্রাপ্য গণ্ডা প্রথম কয়েক বৎসর গ্রহণ না করেন, তাঁহাদিগের দূরদর্শিতা এবং ভবিষ্যদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে প্রভাত ইন্সিওরেন্সের মঙ্গলের জন্য কোম্পানীর সেক্রেটারীস্ ও ম্যানেজারস্ এযাবত কোন প্রকার পারিশ্রমিক দাবী করেন নাই এবং ডিরেক্টরগণও কোন প্রকার ফি গ্রহণ করেন নাই।

অল্পদিন হইল লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ধনকুবের ও মণিকার মিঃ ডি, সি, এইচ্, দিন্শা এই কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ দিন্শা ব্যবসায়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সুপরিচালনার ফলে কোম্পানী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি মিঃ দিনশা বাংলাদেশের শাখার কাজ ভাল ভাবে চালাইবার মত সুপরিচিত বীমাবিদ্ মিঃ বি,বি, দত্তকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ দত্তের বীমা বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা আছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে প্রভাত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাজ বাংলাদেশে সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য মিঃ দত্ত একটী লোকালবোর্ড অফ ডিরেক্টার গঠন করিতেছেন। মিঃ দত্ত কোম্পানীর প্রস্পেকটাস্ পরিবর্তন করিতেছেন এবং বীমাকারীদিগকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদান করিবার

প্রভাত ইনসিওরেন্স কোং'র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ বি, বি, দত্ত

ব্যবস্থা করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ১৪টী নূতন বীমার স্কীম বাহির করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা আশা করি মিঃ দত্তের চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে ও প্রভাত ইনসিওরেন্স কোম্পানী বাংলাদেশে অচিরে জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্ট

নলিনীরঞ্জনের মতানৈক্য

কিছুদিন হইল ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সম্প্রতি মূল রিপোর্ট এবং কমিটীর অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের Minute of Dissent বা বিরুদ্ধমত সম্বলিত রিপোর্ট পাঠ করিতেছি।

অন্নজল যেমন মানুষের প্রাণ এবং তাহাই গ্রহণ করিয়া মানুষ যেমন জীবিত থাকে এবং পরিপুষ্টি লাভ করে, তেমনি সকল কাজ কারবার, শিল্পবাণিজ্য এবং ব্যবসায়েরও একমাত্র অবলম্বন এবং উৎস হ'চ্ছে দেশের ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সমূহ। হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে এবং ক্রিয়ার ফলে শিরা উপশিরা সমূহের দ্বারা মানব দেহে যেমন রক্ত সঞ্চালিত হয়, তেমনি ব্যাঙ্ক সমূহের দ্বারা দেশের সর্ব্ববিধ ব্যবসায়ী অনুষ্ঠান সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট হয় এবং শক্তিশালী হইয়া উঠে। এদেশের ব্যাঙ্ক সমূহকে কিরূপে সংঘবদ্ধ করিয়া কোথ পথে পরিচালিত করিতে পারিলে দেশের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে তাহারই আলোচনা ও উপায় নির্দ্ধারণ করার জন্য ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমিতির ইউরোপীয় সদস্য এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের সহিত গুরুতর বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় নলিনীবাবু স্বতন্ত্র রিপোর্ট লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। কি বিষয়ে মতভেদ এবং কেন মতভেদ হইল তাহা নলিনীবাবু তাঁহার রিপোর্টের প্রারম্ভে স্পষ্ট ভাষায় এবং প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিজের উক্তিই এখানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের যাহাতে সহায়তা হইতে পারে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া এই বিবরণে তিনি তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণগুলি ধারাবাহিক রূপে 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' প্রকাশিত হইবে। দেশের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তিকে আমরা নলিনীবাবুর যুক্তিগুলি পড়িতে অনুরোধ করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার উপদেশ মত দেশের ব্যাঙ্কগুলি পরিচালিত হইলে বাঙ্গালীর লুপ্তগৌরব ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে না।

দেশীয় শিল্পে অর্থ সাহায্য বিদেশী ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য এবং ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক—এই তিনটি ব্যাপারে তদন্ত কমিটির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে এই দুইটি বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে অতিশয় দরকারী এবং ইহার উপরেই তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং সংক্ষেপে সাধারণভাবে আলোচনা করিলেই এই দুইটি বিষয়ে কমিটির কর্ত্তব্য শেষ হইতে পারে না।

এদেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে তাহা কোন্ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে কমিটী সে

সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাবশ্যক আলোচনা বাদ দিয়া গিয়াছেন। নলিনীবাবু অতিশয় স্পষ্টভাবে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দেশের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক হইতে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে ব্যবসায়ীদিগকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও যে এই প্রথা প্রচলন করা যাইতে পারে, নলিনীবাবু তাহা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন।

বিদেশী ব্যবসায়ের অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কেও কমিটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নলিনীবাবু তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের মারফতেই আজকাল বিদেশী ব্যবসায়ের সকল টাকা আদান প্রদান হইয়া থাকে; কিন্তু এই ব্যাঙ্কের পরিচালক ও অংশীদার প্রভৃতি প্রায় সকলের স্বার্থই ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী; সুতরাং এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান ক্ষমতা বলবৎ থাকিলে তাহাদ্বারা ভারতীয় ব্যবসায়ীর কতটুকু সাহায্য হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। গভর্ণমেণ্ট যদি তদন্ত কমিটির সুপারিশ মত ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্যে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতে থাকেন এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেও থাকেন, তথাপি তাহাকে সন্তোষজনক অবস্থা বলা যাইতে পারে না। দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে আপন পায়ে দাঁড়াইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ দিতে হইবে; অপরের কর্ত্তৃত্বে তাহা কখনই সম্ভব নয়। জনসাধারণ যাহাতে নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া তাহাদের পরস্পর সহযোগিতা ও বিশ্বাস দ্বারা জাতীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিতে সক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

কিন্তু ভারতবর্ষের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রতি ভারতীয়গণের অবিশ্বাসই তাহাদিগকে সকলের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। যাহাদের পুঁজি অল্প, তাহারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্ধমোহ এবং দেশীয় যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি অকারণ অবিশ্বাস ভারতবাসীর মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক ফেল পড়াতে এই ভীতির ভাব ও অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বার্থান্বেষী বিদেশী ব্যবসায়ীগণ সেই সুযোগে দেশীয় ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আরও হীন প্রচার কার্য্য চালাইয়াছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বা এইরূপ দুই একটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে বলিয়া তাহার দোষ ত্রুটি বাড়াইয়া দেখানো কখনই উচিত নহে; বরং উহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্ক পরিচালনে বিশৃঙ্খলা অথবা অসাধুতা কেবল ভারতবাসীরই একচেটিয়া নহে, বৃটেনের নিজের ব্যবসা প্রসারের সময়েও এমন একাধিক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছিল, এবং একাধিক লোকের অসাধুতা ধরা পড়িয়াছিল; কিন্তু তৎসত্বেও নানা বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া বৃটেনের ব্যাঙ্কগুলি এখন একটি বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কোনো কোনো দেশে এখনও মহামারীর ন্যায় ব্যাঙ্ক ফেল পড়া লাগিয়াই আছে। আমেরিকা কত বড় এবং বিশাল দেশ, তথাপি ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে তাহাদের ৫৬৪২টি ব্যাঙ্কে টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল—এই সকল ব্যাঙ্কে মোট আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৭২২, ৪৮৬০০০ ডলার। সম্প্রতি কেবলমাত্র ১৯৩০

সালের প্রথম এগারো মাসেই ৯৮১টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছিল। ইহাদের ডিপজিটের পরিমাণ ছিল ৫১৫০০০০০০ ডলার। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে ব্যাঙ্ক ফেল পড়া একমাত্র ভারতবর্ষেরই বিশেষত্ব নহে। সামান্য দুই একটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলেই দেশীয় ব্যাঙ্ক খারাপ হইয়া যায় না, অন্যান্য দেশে যেখানে শত শত ব্যাঙ্ক নষ্ট হওয়াতে কোটী কোটী টাকা নষ্ট হইয়াছে, সেখানে ভারতবর্ষে দুই একটী মাত্র ব্যাঙ্ক নষ্ট হইলেই ব্যাঙ্কের প্রতি বিশ্বাস হারাইবার কারণ নাই, এবং ইহাতে বিদেশী ব্যাঙ্কই ভাল—এরূপ কোন প্রমাণ হয় না; বরং হিসাব দেখিতে গেলে ভারতবর্ষেই ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। ১৯১৩ সালের পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটিও বলিয়াছেন যে ভারতীয়েরা ব্যাঙ্ক পরিচালন করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে নাই, যে কোন দেশে ব্যাঙ্কিংএর প্রথম অবস্থায় কতকগুলি নষ্ট হইয়া থাকে। পাঞ্জাবেও তাহাই হইয়াছিল। বিদেশী ব্যাঙ্কের উপর মানুষের অগাধ প্রীতি, অন্ধ মোহের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির বাৎসরিক উদ্বর্ত্ত পত্র বরং এমন বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে যে তাহা দেখিলেই ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়। কিন্তু বিলাতী বা বিদেশী ব্যাঙ্কের উদ্বর্ত্ত পত্র সাধারণতঃ এত সংক্ষিপ্ত ভাবে বাহিরে প্রচার করা হয় যে তাহা দ্বারা কোম্পানীর অবস্থা সঠিক ধরা পড়ে না। বিশেষতঃ দেশী ব্যাঙ্কের আফিস এদেশে অবস্থিত থাকায় প্রয়োজন মত যে কোন সংবাদ অতি সহজেই জানা যায়। কিন্তু সহস্র সহস্র মাইল দূরে যে ব্যাঙ্ক অবস্থিত রহিয়াছে তাহার নিকট সংবাদ পাঠানো অথবা সংবাদ পাওয়া উভয়ই কষ্টকর।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

সেই ব্যাঙ্কের ভিতরের অবস্থা জানা আরও কঠিন। ইহাতে বিদেশী ব্যাঙ্কের উপর লোকের সন্দেহের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এদেশে তাহার সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া থাকে। শিক্ষিত লোকের বিদেশী ব্যাঙ্কের উপরেই ঝোঁক বেশী॥ ইহাতে একদিকে যেমন দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি কোন্‌-ঠাসা হইয়া আছে, অপর দিকে তেমনি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি সমৃদ্ধিতে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। অনেক বিদেশী ব্যাঙ্ক বেশ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মদক্ষতা কেবল বিদেশীরই বিশেষ ক্ষমতা নহে। সুযোগ ও উপযুক্ত সহানুভূতি পাইলে ভারতবাসীরও কর্ম্মদক্ষতার অভাব হয় না।

শিল্প বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অনেকগুলি দেশী ব্যাঙ্ক থাকিলে দেশবাসীও দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাহাদের পরিচালন পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে যথোচিত সংবাদ লইত। কিন্তু আমাদের বড় ব্যাঙ্কগুলি প্রায় সবই বিদেশী পরিচালিত, সুতরাং সকলেই উহা দ্বারা কাজ চালাইয়া লন মাত্র, কিন্তু স্বার্থের বিশেষ সম্পর্ক না থাকাতে অধিক খবর লইবার উৎসাহ বোধ করেন না। সুতরাং ব্যাঙ্ক পরিচালনে যাহাতে এদেশবাসীর কর্তৃত্ব থাকে, এবং দেশের মধ্যে ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রসারিত হইতে পারে তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক, সংবাদ পত্রে এ সকল বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যই ব্যাঙ্কের প্রাণ, এবং এই প্রাণশক্তিকে বলশালী করিয়া তুলিতে হইলে দেশীয় ব্যাঙ্কের জন্য প্রবল প্রচার চাই। একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শে ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে

গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য সরকার ও দেশবাসীর সাহচর্য্য চাই।

ব্যাংকিং প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই এমন নহে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন ভাবে যৌথ কারবারের ন্যায় পরিচালিত; গ্রামে যেখানে ব্যাঙ্ক বা লোন অফিস নাই, সেখানেও ধনী,মহাজন প্রভৃতি কৃষি ও ব্যবসায়ের জন্য টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। কিন্তু সুদের হার কাহারও নির্দিষ্ট না থাকায় এবং সকলেই যে যাহার ইচ্ছা মত লগ্নী কারবার চালায় বলিয়া পরস্পরের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। আজকাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়াতে এই সকল বিশৃঙ্খলা কতকটা দূর হইতেছে বটে, কিন্তু বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রসার লাভ করিতেছে না। প্রত্যেক সহরে বন্দরে অনেক বড় বড় কারবার আছে,কিন্তু বিনিময় ব্যাঙ্কের সংখ্যা অত্যন্ত মুষ্টিমেয়—এই জন্য নলিনী বাবু বলেন মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা আরও উন্নত হওয়া আবশ্যক। যদি এই ব্যাঙ্কগুলিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়,তাহা হইলে তাহাদের অবস্থারও উন্নতি হয় এবং জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অনেক ভাল ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হইতে পারে। ইহাতে সকলকেই একটী সঙ্ঘের অধীনে আনা সহজ হইবে। নলিনী বাবু বলেন, আজকাল বড় বড় সহরে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলিই ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করিয়া থাকেন। ছোট ছোট সহরেও যদি একই নিয়মাধীনে যৌথ ব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

পিপুল চাষ

কেবল ধান চাষ করিয়া এ দেশের লোক যেমন হাঁপাইয়া পড়ে ইহাদের দুঃখও তেমনি জীবনে ঘোচে না। ধান কয়টা কাটিয়া ঘরে তুলিয়া সমস্ত বৎসরটা তাস দাবা পাশা খেলিয়া গ্রাম্য কৃষক হয় মোড়লী করিয়া আর না হয় নিছক আড্ডা দিয়া বেড়ায়। আর সে কিছু চায় না, উর্ব্বরা জমী সমস্ত বৎসরই পড়িয়া থাকে। কৃষি যে একটা উত্তম ব্যবসা এ দেশের লোকে তাহা ভাবে না। সমস্ত বৎসর ধরিয়াই জমিতে যে কিছু কিছু শস্য উৎপন্ন করা যায় তাহা এ দেশের লোকের মাথায় আসে না। আজ একটা লাভ জনক চাষের কথা বলিব—পিপুল চাষ; ইহা বিদেশে রপ্তানী হয়। এ দেশের পোয়াতি, স্ত্রী-লোকদিগকে প্রসবের পরে ঔষধ রূপে পিপুল খাইতে দেওয়া হয়। ইহার গুণ অনেক। ইহা সর্দ্দি নাশক, বাত ও পিত্তের একটা মহোপকারী বস্তু। আয়ুর্ব্বেদে ইহা বিশেষ প্রশংসনীয়। যাক্, —এখন এই পিপুল চাষে কিরূপ লাভ হইতে পারে, আগে প্রণিধান করুন। এক বিঘা জমির পিপুল চাষে কি প্রকার লাভ হইয়াছিল, তাহার একটা হিসাব দেখুন, তাহার পর চাষের কথা বলিব। আমাদের জনৈক গ্রাহক এই পিপুল চাষের একটা হিসাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমরা সেই হিসাব তুলিয়া দিলাম।

প্রথম বর্ষের হিসাব।

জমা		খরচ	
বিঘায় আধমণ পিপুল প্রথম বৎসর ফলিয়াছিল সুতরাং আধমণ প্রতিমণ ৬০৲ হিঃ	৩০৲	জমির চারিদিকে বেড়া দিবার খরচ	৪৲
		জমির চারিদিকে পগার তোলার খরচ	৮৲
		লাঙ্গলের দাম	২৲
		লতা খরিদ এবং লাগাইবার ব্যয়	৬৲
		জমি কোপান বাবদ	৩৲
		নিড়ান খরচ	১৲
		ধানের গোড়া কাটাইতে এবং জমি চাষ দিতে মজুর খরচ	২৲
		আম্র কাঁঠালের চারা তুলিয়া লাগাইবার ব্যয় ও অন্যান্য বাজে খরচ	৪৲
		পিপুল তোলাইতে মজুর খরচ	১৲

প্রথম বৎসর [illegible] ক্ষতি মোট ৩১

দ্বিতীয় বৎসরের হিসাব।

জমা

ফলন ২।৭ সের। এই বৎসরের দর ৮২৲
মণ হিঃ ১৯৮৸/১২॥০
বাদ খরচ ৮৲

লাভ ১৯০৸/১২॥০

খরচ

১ বৎসরের ক্ষতি	১৲
নিড়ানী খরচ	২৲
কোপান খরচ	৩৲
পিপুল তোলবার খরচ	২৲
মোট	৮৲

তৃতীয় বৎসরের হিসাব।

জমা

জের দ্বিতীয় বৎসরের লাভ	১৯০৸/১২॥০
ফলন ২।০	
২ মণ দশ সের।	
এ বৎসরের দর	৭৫৲
হিঃ	১৬৮৸০
মোট	৩৫৯॥/১২॥০
বাদ খরচ	৬৲
লাভ	৩৫৩॥/১২॥০

খরচ

পিপুল তোলাবার খরচ বাবদ	৩৲
বেড়া মেরামত	৩৲
মোট খরচ	৬৲

চতুর্থ বৎসরের হিসাব।

জমা

তৃতীয় বৎসরের লভ্যাংশের জের ৩৫৩॥/১২॥০
ফলন ১ মণ /২॥০ সের
এ বৎসরের দর প্রতিমণ ৮০৲ হিঃ ৮৫৲

মোট	৪৩১॥/ ২॥০
বাদ খরচ	১॥০
লাভ	৪৩০/১২॥০

পঞ্চম বর্ষের হিসাব

জমা

চতুর্থ বৎসরের হিসাবে লাভের জের ৪৩০/১২॥০
পিপুলের ফলন ।০ দশ সের ৮০৲ টাকা মণ

হিঃ	২০৲
লতা বিক্রয়	২৸০
জয়ন্তী গাছ বিক্রয়	
বেড়ার বাড় কাঠ বিক্রী	৭॥০
মূল বিক্রয় খাতে ৪/০ মণ ২১৲ হিঃ	৮৪৲
মোট	৫৪৭॥/১২॥০
বাদ	৭৲
লাভ	৫৩৭।/১২॥০

খরচ

পিপুল তোলান বাবদ মজুর খরচ	১॥০
লতা তোলান খরচ ও জয়ন্তী গাছ কাটাই	॥০
মূল তুলিবার ও পাট করিবার খরচ	৫৲
মোট	৭৲

শশীবাবু বলিয়াছেন, পাচ বৎসরে ৫০০ টাকা লাভের কোন ভুলই নাই। তাহার উপর আনুষঙ্গিক আম কাঠালের বাগানটী রহিয়া গেল। পঞ্চম বৎসরে এই সকল গাছে ফল ফলিয়া ছিল। পিপুল চাষের পর এই বাগানটী একটা স্থায়ী বাগান এবং সম্পত্তি হইয়াছিল! পরিশ্রমী উদ্যোগী যুবকগণ চাকরীর জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ান, এমন স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনের জন্য কেহ প্রয়াসী হন না।

এখন পিপুল চাষের কথা বলিব। পিপুল চাষের মাটী দো-আঁস সমতল হওয়া চাই। জলাশয় বা নদী খাল বিলের নিকটস্থ সমতল ডাঙ্গা জমী মন্দ নহে।

বৈশাখ মাসে জমীকে উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়া, উহাতে জয়ন্তী নামক একপ্রকার গাছ আছে, তাহার বীজ ছড়াইয়া দিবে; এই বীজ ঘন ছড়াইবে না। পাতলা করিয়া ছড়াইবে। যখন এই গাছগুলি বড় হইবে, তখন পান গাছের ন্যায় ইহার গাত্রে পিপুল গাছ জড়াইয়া উঠিবে – ইহাই উদ্দেশ্য।

তাহার পর আষাঢ় মাসে যখন বর্ষা লাগিবে, তখন পিপুল গাছের লতা আনিয়া ৫।৬ অঙ্গুলী লম্বা এক একটী খুঁটীতে জড়াইয়া ২।৩ হাত অন্তর পুঁতিয়া যাইবে। আর জয়ন্তী গাছ যদি এই সময়ে বাহির হয়, তাহা হইলে ৪।৫ হাত অন্তর রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া দিবে।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন দেখিবে লতার খুঁটীগুলি বেশ আঁটিয়া গিয়াছে, তখন জমীটা বেশ করিয়া কোপাইয়া দিবে এবং মাটীর পাট করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই জমীতে ১০।১২ হাত অন্তর আম কাঁঠালের চারা আনিয়া পুঁতিয়া দিতে হইবে। পিপুল গাছের মধ্যে আম গাছ অতি শীঘ্র তেজ করিয়া উঠে। জয়ন্তী গাছ দেওয়ার আরও উদ্দেশ্য, পিপুল গাছে ছায়ার জন্য।

এইবার বর্ষাকালে পিপুল ধরিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু প্রথম বর্ষে ফলন বেশী হয় না; প্রদত্ত জমা খরচ হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে। দ্বিতীয় বৎসরে একবার মাটী কোপাইয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় বৎসরে যথেষ্ট পিপুল হয়। তৃতীয় বৎসরে মাটি পাট করিবার কোন আবশ্যক হয় না। যাহাতে ঘাস প্রভৃতি না জন্মে সেদিকে নজর রাখিতে হয়। পিপুলের ক্ষেত্রে বেড়া দিতে হয়, নচেৎ গবাদি পশু নষ্ট করিয়া ফেলে। প্রতি কার্ত্তিক মাসে বেড়া মেরামত করা উচিত। পাঁচ বৎসর পরে এ সকল ক্ষেত্রে আর পিপুল ভাল হয় না; সুতরাং বেড়া ভাঙ্গিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ করিবে। পিপুলের মূলও মূল্যবান, সেই মূলগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ছোট ছোট আঁটী বাঁধিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিবে, এবং খুব শুকাইয়া লইবে। বিক্রয়ের স্থান কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার আড়ত সমূহে। তাঁহারা যত্ন সহকারে পিপুল ক্রয় করিবেন,— ৮।১০ বিঘা জমী চাষ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবে।

গ্রামের অনেক যুবক একত্রিত হইয়া ৫ টাকা করিয়া পঞ্চাশ কি এক শতটী অংশ করিতে হয়; তাহার পর এরূপ চাষ আরম্ভ করিতে হয়। পল্লী গ্রামে অনেক ডাঙ্গা বাতিল জমী পড়িয়া থাকে। ইহাতে জলসেচ আবশ্যক হয় না। আকাশের জলই যথেষ্ট। যাহা লাভ হইবে, তাহা যে চাকরী অপেক্ষা ভাল হইবে, তাহা পরীক্ষিত; এই সকলই দেশের প্রকৃত হিতকর কাজ। আমাদের দেশে এইরূপ economic চাষের প্রচলন হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, কারণ অর্থাভাবই আমাদের রোগ। এই অর্থ এইরূপে সংগ্রহ হইবে – এ অর্থ ধরিত্রী মাতা দান করিবার জন্য মুক্তহস্ত; কিন্তু হতভাগ্য আমরা, নিজ কর্ম্মদোষে "মজামু রাক্ষসকুল মজিমু আপনি।"

———

সাংহাইএর ধনকুবের

এসিয়ার ধনকুবের সাংহাইএর সর্ব্বাপেক্ষা ধন সাইলাস আরুন হার্ডুনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জীবনকাহিনী যেমন নানাবিধ ঘটনা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ তেমনি বিস্ময়কর। তিনি বাগদাদের এক জন ইহুদী ছিলেন, সাংহাইএ একটি ব্যবসায়ে রাত্রির পাহারাওয়ালারূপে সামান্য চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল তিনি সাংহাইএর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ হইতে এক কোটি পনর লক্ষ পাউণ্ড। তাঁহার নয় শত জন ভৃত্য' এবং ১১ জন পোষ্যপুত্র ছিল। তিনি নিজে ছিলেন ইহুদী, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী একজন চীনের মহিলা।

হার্ডুনের জীবন কথা গল্পের মতই বিস্ময়কর। তাঁহার সত্যিকার জীবন আজগুবি গল্পকেও হার মানাইয়াছে। তিনি চিরদিনই অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন, এবং তাহার কার্য্যাবলীও তেমনি অদ্ভুত ছিল। বোগদাদে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বোম্বাইএর একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। সেখান হইতে প্রায় বিশ বৎসর বয়সে চীনে গমন করেন। সেখানে একটি ব্যবসায়ে তিনি রাত্রের পাহারাওয়ালারূপে জীবনের কাজ আরম্ভ করেন। সামান্য কিছু টাকা জমাইয়া লগ্নীর কারবারে উহা বৃদ্ধি করেন। তারপর সেয়ার মার্কেটে কাজ করিয়া তিনি সম্পত্তি বিক্রয়ের (real state Property) ব্যবসা অবলম্বন করেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হয়। এই ব্যবসায়ের সময়েই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সাংহাই একদিন চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর ও সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হইবে। ইহা বুঝিয়া তিনি সেখানে জমি খরিদ করিতে থাকেন। তৎপর ক্রমবর্দ্ধমান সহর যখন চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাঁহার জমির দামও শত গুণ বাড়িয়া গেল। তিনি আন্তর্জাতিক উপনিবেশ সমূহের তীরের জমি খরিদ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার দামও ক্রমশঃ আকাশে উঠার মত বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে হার্ডুনের জমি সহরের কোলাহলে পূর্ণ হইল। সকল স্থানই কর্ম্মকেন্দ্রের ব্যস্ততা ও হৈচৈতে ভরিয়া গেল, কিন্তু হার্ডুনের বাসস্থানের নীরবতা কেহ ভঙ্গ করিতে পারিল না। সহরের মধ্যে ৩৫ একর পরিমাণ স্থান লইয়া তাঁহার বাড়ী। এই বাড়ীর চতুর্দ্দিক তিনি এমন ভাবে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন যে সহরের অবিশ্রান্ত ট্রামের ঘর্ঘর, বাসের ভড় ভড়, অথবা রিক্‌সার টুংটাং সেখানে পৌছায় না। প্রাচীরের মধ্যে হার্ডুনের বাড়ী, যেমন সুন্দর তেমনি ছায়াশীতল; তাহার মধ্যে পিকিং রাজের গ্রীষ্মাবাসের প্রাসাদের অনুকরণে একটি হ্রদ। সেই হ্রদের মধ্যে কতকগুলি সুসজ্জিত চীন দেশীয় 'সাম্পান' ভাসিতেছে। তারপর হার্ডুনের স্ত্রীর জন্য একটি বৌদ্ধ মন্দির। সুপ্রসিদ্ধ মালী আনাইয়া বাড়ীর চারিদিকে বাগান করা হইয়াছে। যেখানে যত দুষ্প্রাপ্য ও মনোহর ফুল আছে, সব সেখানে সমাবেশ করা হইয়াছে। ত্রিশ লক্ষ লোকের বাসস্থান সাংহাই সহরের

মধ্যস্থলে এইরূপ ৩৫ একর স্থান বিস্তার করিয়া হার্ডুনের বাড়ী। তিনি এখানে তাঁহার চীনা স্ত্রীকে লইয়া শান্তিতে শেষ বয়সে ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতেন।

হার্ডুন যদিও জাতিতে ইহুদী ছিলেন, তথাপি তাঁহার কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কার ছিল না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এক চীনা মহিলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পঞ্চাশটির বেশী ইংরেজী কথা জানিতেন না, হার্ডুনও পঞ্চাশটির বেশী চীনা কথা বলিতে পারিতেন না অথচ তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন চিরদিন আদর্শ সুখের জীবন ছিল। তাঁহাদের একমাত্র দুঃখের কারণ হইয়াছিল পুত্র না থাকায়। তাঁহাদের এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল না দেখিয়া তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহুদী পোষ্য পুত্র গ্রহণের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। বহু আবেদনকারীর মধ্যে তিনি ১১টি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠের বয়স বর্ত্তমানে ১৩ বৎসর, এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়স পাঁচ। তাহাদের ইংরেজী, হিব্রু ও চীনা ভাষা শিক্ষার জন্য টিউটর আছে। এতদ্ব্যতীত ফরাসী ও রাশিয়ান শিখাইবার জন্যও তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহুদি ধর্ম্ম পুস্তক, বৌদ্ধ ধর্ম্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ মুসলমানের কোরাণ, চীন ও পাশ্চাত্যের পুরাতন ধর্ম্মকাহিনী প্রভৃতিও তাহারা পড়িয়া থাকে। যখন এই সন্তানগণ প্রাপ্ত বয়স্ক হইবে, তখন তাহাদের প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের উত্তরাধিকারী হইবে।

হার্ডুনের বিরাট বাড়ীর ৩৫ বিঘা জমিতে নয় শত ভৃত্য বাস করে। তাহাদের মধ্যে ২৫টি খোজা। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহে চীন সম্রাটের পতনের সময় তিনি উহাদিগকে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্যান্য ভৃত্যগণের অনেকেই সম্রাটের আশ্রয় হারাইয়া তাঁহার নিকট কাজ লইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে সম্রাটের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিত। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই চীনা কায়দায় তাহাদিগকে এক হাঁটুর উপর বসিয়া অপর দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া নমস্কার জানাইতে হইত।

অন্যান্য বিষয়েও হার্ডুন একজন অনন্যসাধারণ লোক ছিলেন। তিনি সাংহাইএর ইহুদীদের জন্য একটি ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চীন দেশীয় বৌদ্ধদের জন্য তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ চীনা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় মুসলমানদের জন্য তিনি 'কোরাণ' চীনাভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। চীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তাঁহার দান অল্প নহে।

সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর কাল হার্ডুন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া একই টেবিলে আহার করিতেন; কিন্তু হার্ডুন ইহুদী প্রথায় ইহুদী খাবার খাইতেন আর তাঁহার পত্নী খাইতেন চীনা প্রথায় চীনের খাদ্য।

তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীকে তিনি একবার বিবাহ করিয়াই খুসী হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে তিনবার তিন ধর্ম্মমতে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম মতে তাঁহাদের বিবাহ হয়, তাহার ষোল বৎসর পরে উভয়ে এক ইহুদী ধর্ম্মমন্দিরে ইহুদী ধর্ম্মমতে আবার পরস্পর পরস্পরের পানি-গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর, তখন হার্ডুন এক বৃটিশ কন্‌সালের অধীনে 'সিভিল' আইন মতে তাঁহার স্ত্রীকে তৃতীয় বার বিবাহ করেন।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহার স্বর্গোদ্যানের সৌন্দর্য্যপূর্ণ বাগানে তিনি ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার ধনের গর্ব্বও প্রকাশ করেন নাই অথবা জাঁকজমকের সহিত বাসও করেন নাই। কখনও সহরের মধ্যে ঘুরিতে হইলে তিনি তাঁহার সেই অতি পুরাতন কালের লাল মোটরখানিতেই বাহির হইতেন।

মৃত্যুর পরে ইহুদী প্রথা মতে তাঁহাকে কতকগুলি বৃক্ষ সমন্বিত কুঞ্জ মধ্যে সমাহিত করা হয়। কোন কফিন বা শবাধার দ্বারা তাঁহার দেহাবৃত করা হয় নাই। পঞ্চভূতে দেহ মিলাইবার জন্য মাটির মধ্যেই তাঁহাকে প্রোথিত করা হয়। ধরণীর বুকে মাথা রাখিয়া তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। শত শত পীতবাস পরিহিত বৌদ্ধ পুরোহিতের শোক প্রকাশ তাঁহার মৃত্যুকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল।

— —

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয়ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এইসকল বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; **নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।**

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৮। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের কাগজের নামোল্লেখ করতঃ ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। নচেৎ কোনও জবাব পাইবেন না।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

গুগ্‌গুল্

(U-83) করাচির একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতার গুগ্‌গুলের আঠার খরিদ্দার চাহেন।

Manganese Dioxide

(U-84) স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান Manganese Dioxide সরবরাহ কারীর ঠিকানা চাহেন।

[১৩ই আগষ্টের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

বাদুড়ের মল

(U-85) রেঙ্গুনের জনৈক প্রতিষ্ঠান বাদুড়ের মলের খরিদ্দার চাহেন।

হাড়ের শিরা (Bone sinews)

(U-86) দক্ষিণ ভারতের কাটপডির একটি প্রতিষ্ঠান হাড়ের শিরার খরিদ্দার চাহেন।

মাটি

(U-87) দক্ষিণ ভারতের একটি প্রতিষ্ঠান Bentanite মাটি অথবা উহার সমগুণ সম্পন্ন যে কোন রং এর মাটি চাহেন। ঠিক বেণ্টেনাইট এর মত না হইলেও চলিবে কিন্তু উক্ত মাটির যে উপাদান তাহা অবশ্যই থাকা চাই।

(V-88) দক্ষিণ ভারতের কাঠপতি নামক স্থানের একটি প্রতিষ্ঠান শিং এবং খুরের গুঁড়ার ক্রেতার সন্ধান চাহেন।

কস্তুরী বা মৃগনাভি

(V 89) স্থানীয় একটি ফার্ম ভারতবর্ষে কস্তুরী ক্রেতার সন্ধান চাহিতেছেন।

সাদা লংকা

সিমলাস্থিত হেড কোয়ার্টারের কন ট্রাক্টের ডিরেক্টর সাদা লঙ্কা সরবরাহকারীর সন্ধান চাহেন। যাহারা সরবরাহ করিতে পারিবেন তাঁহারা সরাসরি উক্ত অফিসারের নিকট আবেদন করিবেন।

নারিকেল মালার কয়লা

(V-91) জনৈক পত্র লেখক খাঁটি নারিকেল মালার কয়লার সরবরাহকারকগণের সন্ধান চাহেন।

কাশ্মীরের দ্রব্য সমূহ

(V-92) কাশ্মীরের একটি ফার্ম শাল স্চি শিল্পের দ্রব্য, কার্পেট, র‍্যাগ, কাঠ খোদাই, Pahier mache, চামড়ার ও মণি মুক্তা খচিত দ্রব্য প্রভৃতির খরিদ্দার চাহেন।

সূতার পুরাতন "ব"

(V-93) পাঞ্জাবের অন্তঃপাতী অমৃতসরের একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা অথবা বোম্বাইএ সূতার পুরাতন "ব" এর রপ্তানীকারকের ঠিকানা চাহেন।

Quart Crystal

(V-94) মাদ্রাজের অন্তঃপাতী বেলারীর একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে Quart Crystalএর খরিদ্দার চাহিতেছেন।

গম ময়দা সুজি প্রভৃতি

(V-95) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোধ্রার একটি ফার্ম গম, ময়দা, সুজি, গমের ভূসি, ছোলা চূর্ণ এবং ছোলার ভূষির ক্রেতা চাহেন।

[২৭শে আগষ্টের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

বেরাইট মাটি (Barytes)

(V-96) লাহোরের একটি প্রতিষ্ঠান সাদা রংএর বেরাইট চূর্ণ সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

লাক্ষা

(V-97 , বিহার উড়িষ্যার অন্তঃপাতী রূপ সা সেলাক ফ্যাক্টরীতে যাহারা নিয়মিত ভাবে অপরিশুদ্ধ লাক্ষা সরবরাহ করিতে পারিবেন, উক্ত ফ্যাক্টরী তাঁহাদের ঠিকানা চাহেন।

শাল কাঠ

(V 98) উড়িষ্যার অন্তঃপাতী ধেন কনলের জনৈক পত্র লেখক বিভিন্ন আকারের কাটা বা আকাটা শাল কাঠের খরিদ্দার চাহেন।

পুন্নল, পোলাং পিন্নে বা দোম্বা তেল

(V-99) লণ্ডনের একটি ফার্ম পুন্নল, পোলাং, পিন্নে বা দোম্বা তেল রপ্তানী কারকের সন্ধান চাহেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩৩৮ { ৭ম সংখ্যা

পিকিং ব্যাণ্ডস্ প্রস্তুত প্রণালী

পিকিং ব্যাণ্ডগুলি খণ্ড খণ্ড চামড়ার দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই চামড়ার খণ্ডগুলি দরকার মত ১¼ ইঞ্চি চওড়া ৩/১৬ ইঞ্চি হইতে ¼ ইঞ্চি পর্য্যন্ত, পুরু, এবং ২।৩ ইঞ্চি লম্বা এইরূপ মাপে প্রস্তুত হয়। আঁশ কিম্বা সূতা বুনিবার সময় মাকু চালাইবার জন্য পিকিং ব্যাণ্ডগুলি তাঁতের সহিত সংযুক্ত থাকে। সূতা বয়ন করাই হউক, আর পাট বয়ন করাই হউক, সমস্ত তাঁতেই এইগুলি থাকা চাই।

প্রত্যেক তাঁতে দুই দিকে এইরূপ দুইটী Straps (ষ্ট্রেপ্‌স) বা ব্যাণ্ডস্ অর্থাৎ চামড়ার ফিতা আছে। তাঁতে কার্য্য করিবার সময় ব্যাণ্ড গুলিকে অতিরিক্ত জোরে টানা হয় সুতরাং সেগুলি অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কাজেই সে সমস্ত পুরাতন ব্যাণ্ড দ্বারা আর কাজ হইবার উপায় নাই—সেইগুলি কিছুদিন অন্তর বদলাইয়া, নূতন ব্যাণ্ড দিয়া কার্য্য করিতে হয়। এইজন্যই প্রত্যেক মিলে পিকিং ব্যাণ্ডস্‌এর ব্যবহার যথেষ্ট।

ভারতে সূতা এবং পাট বয়নের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে সুতরাং এখানকার প্রত্যেক তাঁতের কারখানার জন্য পিকিং ব্যাণ্ডস্ একটা আবশ্যকীয় দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে ভারতে ১৫৮,২২৮খানি সূতার বস্ত্র বয়নের তাঁত এবং ৫১,০৬১খানি পাট বয়নের তাঁত ছিল। অর্থাৎ সমগ্র ভারতে মোট তাঁতের সংখ্যা ছিল ২,০৯,১৮৫টী। এই সকল তাঁতের প্রত্যেক-টীতে দুইটী করিয়া ব্যাণ্ডের দরকার। কলিকাতার পাটের কল হইতে জানা গিয়াছে যে জুট মিলের

ব্যাণ্ডগুলি দ্বারা গড়ে ৫০ দিনের অধিক কার্য্য করা যায় না। ধরা যাউক যে একটী মিল এক বৎসরে ২৫০ দিন কাজ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক তাঁতে ১০টী করিয়া ব্যাণ্ড বা ফিতার দরকার হয়, অথবা ভারতবর্ষের মোট ২০৯ ,৮৫টী তাঁতে উহার দশ গুণ ষ্ট্রাপ স লাগে। এই সকল Strapsএর মোট ওজন প্রায় ২২৫টন। ব্যাণ্ডগুলি দ্বারা ভাল কাজ পাইতে হইলে উহাদের কতকগুলি গুণ থাকা চাই। এই ব্যাণ্ডগুলি শক্ত, নমনীয় এবং চর্ব্বিযুক্ত হওয়ার দরকার, কিন্তু অতিরিক্ত চর্ব্বিযুক্ত হইলে চলিবে না।

নরম বা খাবাপ ব্যাণ্ডে কাজ করা বড়ই বিরক্তিকর। তাহাতে তন্তুবায়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ ব্যাণ্ড ছিঁড়িয়া গেলে, সে তাঁতে আর পুনরায় ব্যাণ্ড না লাগাইলে কাজ করা যায় না। যদি ব্যাণ্ডে অধিক পরিমাণে চর্ব্বি দেওয়া থাকে তাহা হইলে সেই চর্ব্বি গলিয়া তাঁতের কাপড়ের সূক্ষ্ম সূতার আঁশের উপর পড়িয়া উহাতে দাগ লাগিয়া যায়।

সুতরাং যাহারা বয়ন করেন তাঁহারা এই "পিকিং ব্যাণ্ডস্"এর Quality বা গুণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, এবং স্বভাবতঃই নূতনের পরিবর্ত্তে যাহা অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহারে টিঁকিয়া গিয়াছে এবং বাজারে চলিত আছে সেই-রূপ পরীক্ষিত ব্যাণ্ডই পছন্দ করেন। ইউনাইটেড কিংডম হইতে শিক্ষিত, ও অভিজ্ঞ ইউরোপীয় বয়ন পারদর্শীদিগের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত তাঁতের সাহায্যে এদেশে সূতা এবং পাট বয়নের খুব উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে, বিদেশ হইতে আমদানী "পিকিং ষ্ট্রাপস্"এর সাহায্যে প্রথম হইতেই ভারতবর্ষে তাঁতের কার্য্য হইয়া আসি-তেছে। এখননও ভারতীয় বস্ত্র বা পাট বয়নের মিলগুলি বিদেশী মালের উপর নির্ভর করে। এবং প্রায় ৯লক্ষ টাকার জিনিষ প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে এদেশে আইসে।

এদেশে ব্যাণ্ড প্রস্তুতের উপায়

বৃটেন, বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের বলদের চর্ম্ম দ্বারাই হয়তো সর্ব্বোৎকৃষ্ট পিকিং "ব্যাণ্ডস্" হয়। তন্তুবায়গণ যে সকল লোমাবৃত "ব্যাণ্ডস" পছন্দ করেন সেইগুলি অবশ্যই উপরোক্ত প্রকারের। ভারতীয় বলদের চামড়া ইউরোপের বলদের চামড়ার ন্যায় পুরু নয় বলিয়া ভারতীয় ট্যানারিগুলির পক্ষে এই প্রকার ব্যাণ্ড প্রস্তুত করা কষ্টকর। ইউরোপীয় বলদের চামড়ার ন্যায় পুরু চামড়া কখন কখন পাঞ্জাবে ও যুক্ত প্রদেশে পাওয়া যায়। উহার দ্বারা লোমাবৃত ব্যাণ্ড তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

মহিষের চামড়া দ্বারাই বেশীর ভাগ পিকিং ব্যাণ্ডস্ প্রস্তুত হয়, এবং প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় বয়নাগার গুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিষের চামড়ার ব্যাণ্ড ব্যবহৃত হয়। মহিষের চর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, এবং উহার মধ্যে অনেকগুলি পিকিং ব্যাণ্ড প্রস্তুত করিবার উপযোগী। ভারতীয় ট্যেনারিগুলি বিশেষভাবে চেষ্টা করিলে মহিষের চর্ম্ম দ্বারাই বাজারে এখন যে প্রকার বিদেশী ব্যাণ্ড পাওয়া যায়, সেই প্রকার দেশী ব্যাণ্ড প্রস্তুত করিতে পারে।

ব্যাণ্ড প্রস্তুত প্রণালী

(বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষিত।)

পূর্ব্বে ইউরোপে পিকিং ব্যাণ্ড করিবার নিমিত্ত চামড়ায় শাক সব্জীর কষ দিয়া লওয়া হইত। তন্তুবায়গণ 'ওকে'র ছালের দ্বারা ট্যান করা ব্যাণ্ড ব্যবহার করিতেন। ক্রমে 'ওক'

গাছের ছাল ট্যানিং কার্য্যের একটী প্রধান উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

কিন্তু ক্রমে ট্যানিং এর উৎকর্ষ সাধন হইবার পর হইতেই আস্তে আস্তে ব্যাগ ট্যানিং কার্য্যে, এবং অন্যান্য চর্ম্মাদি ট্যানিং কার্য্যেও এই প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। পুরাতন প্রণালী অর্থাৎ 'ওক' ট্যানিং এখন প্রায় পরিত্যক্ত। আজকালকার পিকিং ব্যাগের প্রায় সমস্ত চামড়াই ক্রোম প্রণালীতে ট্যান করা।

ক্রোম-পিকিং-ব্যাগের উপযোগী চামড়া প্রস্তুতের জন্য বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট কিছুকাল ধরিয়া নানা প্রকার তদন্ত ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহাদের চার প্রকার পরীক্ষার ফল নিম্নে বর্ণিত হইল।

পরীক্ষার বিবরণ

যে সকল মহিষ হত্যা করিয়া চর্ম্ম লওয়া হয়, তাহা কলিকাতা চামড়ার বাজারে সাধারণতঃ 'দ্বারভাঙ্গা' 'দেশী' ও 'বগুড়া' এই তিন নামে পরিচিত। চর্ম্মগুলি লবণে ভিজান হইয়াছিল এবং উহাদের ওজন গড়ে প্রায় ৪৫ পাউণ্ড ছিল।

ভিজাইবার প্রণালী

চর্ম্মগুলি সমস্ত রাত জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে ধৌত করিয়া চামড়া হইতে লবণ পরিষ্কার করা হইয়াছিল।

গোল করিবার প্রণালী

ধৌত চর্ম্মগুলি মেঝের উপর বিছাইয়া দিয়া গোলাকৃতি করা হয়. তারপর চামড়া হইতে পেটের দিকটা এবং ঘাড়ের দিকটা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তারপর চামড়ার অবশিষ্ট স্থূল ভাগকে মেরুদণ্ডের উপর দিয়া কাটিয়া দ্বিখণ্ড করা হয়। গোল করিয়া কাটিবার জন্য চামড়া গুলি নিম্নমুদ্রিত ছবির লেখা অনুযায়ী চিহ্নিত করিয়া কাটিবে। চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে চামড়াটিকে সেইরূপ A, D, A' D' E F এবং G H চিহ্নিত স্থান দিয়া কাটিবে।

চামড়াটী দ্বিখণ্ড করিবার পর দুই পার্শ্বে দুই খণ্ড পেটের চামড়া থাকিয়া যায়। ছবিতে এই পেটেন্ট চিহ্ন A B C D এবং A' B' 'C 'D দেওয়া আছে।

একটী ঘাড়—A E F A'

দুইটী অর্দ্ধ বাট্‌স —

E D H G এবং F D' H G,

যদি G H চিহ্নিত স্থান দিয়া চামড়া খণ্ড করা না হয় তবে সম্পূর্ণ মোটা চামড়া পাওয়া যায়। উহারচিহ্ন E. F D' D. কিন্তু যদি চামড়াটাকে দ্বিখণ্ড করা হয় তবে উহা গোল করিতে খুব সুবিধা হয়।

পেট এবং কাঁধকে ওফ্যালস (offals) বলে। এই 'ওফ্যালস'গুলি চামড়ার মোটা অংশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং উহার দ্বারা প্রস্তুত ব্যাগ-গুলি স্থূল চামড়া দ্বারা প্রস্তুত ব্যাগগুলি অপেক্ষা বেশী দিন টিকে না। সুতরাং offals দ্বারা তৈয়ারী ব্যাগগুলি কাজ চালাইবার পক্ষে ভাল নয়। অতএব এই খারাপ চামড়ার ব্যাগ বিক্রয় করিলেও লাভ নাই। কারণ বিক্রয়ের বাজারে উহার মূল্য অতিশয় কম। সুতরাং এই পাতলা চামড়া পৃথক ভাবে গাছের ছাল দ্বারা ট্যান করিবে। এই প্রকার করা হইলেই কার্য্য শেষ হইল। পরে উহা জুতার সুখ তলা করিবার জন্য লাভজনক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

মোটা চামড়াগুলি সমস্ত চামড়াটার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। উহা হইতে পিকিং ব্যাগ প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নে চারটী পরীক্ষা প্রণালী প্রদত্ত হইল।

চায়ের চাষ

চা ভারতবর্ষের একটি প্রধান বাণিজ্য সম্পদ। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র টাকার চায়ের কারবার হইয়া থাকে। এদেশে কমপক্ষে ৭০১৪৪০ একরেরও বেশী জমিতে চায়ের চাষ হয় এবং প্রতিবৎসরেই ক্ষেতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ চা চাষের জন্য নিত্যই নূতন জমি আবাদ হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। আবার ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে চায়ের চাষ হয় তাহাদের মধ্যে আসামই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; তারপর দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। এতদ্ব্যতীত নীলগিরি, দেরাদুন, কাংগ্রা, কোচিন প্রভৃতি স্থলেও কিছু কিছু চায়ের চাষ হইয়া থাকে। এই সমস্ত চা ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিবৎসর ২০৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। প্রায় ৬লক্ষ লোক এইসব বিভিন্ন চা বাগানে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ বণিকের চেষ্টায় আসামে একটি চা বাগিচা স্থাপিত হয়। উহাই ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রথম চা বাগান। ইহার পূর্ব্বে ব্যবসা হিসাবে একমাত্র চীন ব্যতীত জগতের আর কোথাও চায়ের চাষ হইত না। ইংরেজ বণিকগণ চীন হইতে চায়ের বীজ আনাইয়া যখন ভারতবর্ষে চাষ আবাদের কথা ভাবিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আসামের জঙ্গলে চায়ের গাছ আবিষ্কৃত হয়, তখন সেইখানেই এই ব্যবসায়ের প্রথম সূত্রপাত হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে ইহা বিরাট ও ব্যাপক হইয়া বর্ত্তমানে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

গরম বাষ্পাচ্ছন্ন আবহাওয়াই চা চাষের পক্ষে সর্ব্বোত্তম। এই জন্য ইংরেজী নভেম্বর বা বাংলা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসেই সাধারণতঃ চায়ের চাষ হইয়া থাকে। চায়ের গাছ না ছাটিয়া বাড়িতে

দিলে উহা দীর্ঘ ও কৃশ হইয়া পড়ে, এবং উহাতে বীজ জন্মে। কিন্তু গাছ বড় হইয়া গেলে পাতা তুলিতে কষ্ট হয় বলিয়া উহাকে ছাটিয়া ঝোপের আকারে সুন্দর করিয়া তোলা হয়। ইহাতে কুলীদের পাতা তুলিতেও হাঙ্গাম হয়না এবং গাছগুলিও বেশ সতেজ হইয়া উঠে। চায়ের পাতাগুলি দৈর্ঘ্যে ছোট বড় হইয়া থাকে, পার্শ্বদেশ করাতের ন্যায় কাটা কাটা। নূতন পত্রোদ্গমের সময় বড় 'ঝেনাম' বা গোল পাতায় অথবা জন্ম সময়কার পাতায় কোন খাঁজ কাটা থাকেনা। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার পাতার আকার বর্ণিত হইল।

পাতা	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ
১নং মণিপুরী	৮ ইঞ্চি	৩ ইঞ্চি
২নং মণিপুরী	৬ "	২½ "
১নং দোআঁসলা	৫¼ "	১½ "
১নং আসাম দেশী	৬ "	২॥ "
২নং "	৬ "	২ "
১নং চীনা	৩ "	১॥ "

চায়ের পাতার রং সবুজ, ইহার বয়স যত বাড়ে, রং তত কালো হয়। মরসুমের শেষে ইহা প্রায় একেবারে কালো হইয়া উঠে, কিন্তু পাতাগুলি যদি শক্তিহীন হয় তবে উহা অনেকটা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। চায়ের পাতার বৃন্ত বা বোঁটাগুলি সাধারণতঃ খুব শক্ত হয় এবং শুকাইলে ইহাতে চা তৈয়ারীর ঘরে বড়ই অসুবিধা ঘটে। যখন এইরূপ অধিক সংখ্যক শক্ত বোঁটা পাতার সঙ্গে আসে, তখন কিছুতেই ভাল পাতা তৈয়ার করা যায় না। চীনা চায়ের পাতার বৃন্ত অপেক্ষা আসামের পাতার বৃন্ত অনেক বড়। অনেক ক্ষেত্রে উহা দুই ইঞ্চি পরিমাণও দেখা যায়। বেশী ছায়ায় চায়ের গাছ বাড়িতে থাকিলে উহার বোঁটা বৃদ্ধি পায়। চায়ের প্রধান শিকড়টি সোজা নীচে চলিয়া যায়, উহা ১ ফুট পর্য্যন্ত গভীর মাটির নীচে যাইতে দেখা গিয়াছে। সেখানে ইহা মাটি আঁকড়াইয়া থাকে। এই মূল শিকড় হইতে মাটির উপরিভাগের অতি অল্প নীচেই কতকগুলি শাখা শিকড় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল শাখা শিকড় হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় বাহির হইয়া, উহারাই প্রধানতঃ গাছের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে।

গাছ ছাঁটা

চায়ের গাছ ছাঁটিবার অনেক প্রকার প্রণালী আছে এবং কোন্ প্রণালী সর্ব্বোত্তম তাহা লইয়া মতভেদও আছে। ছাঁটার উপরে প্রতি বৎসর পাতা পাওয়ার পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে; সুতরাং ছাটাইএর জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া চায়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দেখিবে, যেন ছুরি কাঁচি করাতগুলি খুব ধারালো হয়। কেবল ধারালো হইলেই চলিবে না, উহা যাহাতে সর্ব্বদা ধারালো থাকে, তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এজন্য যখনই চায়ের গাছ ছাঁটার প্রয়োজন হইবে, তখনই ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে ছুরি ও করাতের ধার দিবার বন্দোবস্ত করিবে। এজন্য পৃথক লোক রাখা উচিত। তারপর ছাটাইএর কৌশল বুঝে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করিয়া গাছগুলি কেমন ছাঁটা হইতেছে তাহা পরীক্ষা করাইবে। ছুরির ধার কমিয়া গেলেই ওস্তাদ লোক দিয়া ধার দেওয়াইবে। এজন্য কিছুতেই ব্যয় সংক্ষেপ অথবা কার্পণ্য করা উচিত নহে। ছাটাইএর কাজ যদি ব্যয়সাপেক্ষ হয় ত হউক, তথাপি ভাল ছাটাইএর ব্যবস্থা করিবে। প্রথমে এক একরে কত খরচ পড়িতে পারে উহা জানিয়া তদনুযায়ী

কাজ করিতে থাকিবে। ছাঁটাইএর কাজ খুব আস্তে আস্তে করিবে, কিন্তু দেখিবে ধীরে কাজ করার ফলে কুলীরা যেন না ঠকায়। অনেক সময় কুলীগণই ইচ্ছা করিয়া আস্তে আস্তে কাজ করে। পাছে 'নিরিখ' বা কাজ কমাইয়া ফেলা হয় এই আশায় অনেক চা-কুলীকে দেখা যায় যে ছাঁটাই এর কাজ আরম্ভের সময় হইলেও তাহারা তাহাদের নিরিখ' শেষ করে না।

যদি দেখা যায় বাগানে আবশ্যক মত মজুর নাই তাহা হইলে মজুরদিগকে অধিক "নিরিখ" বা কাজ দিতে হইবে। ইহাতে আশানুরূপ কাজ ভাল হইবে না বটে, তথাপি ইহা না করিয়া উপায় নাই। কারণ এরূপ না করিলে মরশুমের মধ্যে কখনই ছাঁটাই কাজ শেষ হইবে না।

চারা অবস্থাতেও চায়ের গাছ ৬" অথবা ৪" ইঞ্চি লম্বা থাকে। তারপর উহাদিগকে ক্ষেত্রে লাগানো হয়। তিন চারি বৎসর পরে উহাদিগকে পুনরায় কাটার প্রয়োজন হয়। কারণ তত্দিনে উহারাও খুব লম্বা হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ এই সময়ে গাছগুলিতে চানা গাছের মত বীজ হইতে আরম্ভ করে। ৬ ও ৪ ইঞ্চি করিয়া গাছ ছাটিয়া দিলে গাছগুলি বেশ ঝোপের মত আকার ধারণ করে এবং পূর্ব্ব হইতেই বেশ সতেজ হইয়া উঠে। যে স্থানে কাটা হইবে তাহার অতি নিকটে নীচ দিয়া একটি শাখা গজাইয়া উঠে। এত ছোট করিয়া কাটায় কেহ কেহ হয়তো আপত্তি করিবেন যে এরূপ করিলে গাছগুলি মরিয়া যাইবে। কিন্তু শক্ত ও সতেজ গাছ হইলে আশঙ্কা অমূলক।

আবার গাছ যখন পুরাতন, অতিশয় লম্বা, রোগা এবং গুল্মলতাদিতে আবৃত হইবে, তখন উহার মাঝামাঝি স্থান বা গোড়া কাটিয়া দিবে। মাঝামাঝি স্থানে কাটার দোষ এই যে উহাতে অনেক রোগা ডাল থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু গোড়ায় কাটিলে গাছটি আবার শাখা প্রশাখা লইয়া ঝোপের আকারে গজাইয়া উঠিবে, যখন গোড়ায় কাটা হয়, তখন অনেকে কেবলমাত্র একটি গুঁড়ি রাখিয়া বাকী সব কাটিয়া ফেলে; কিন্তু এরূপ করা উচিত নহে। যখনই গাছগুলিকে গোড়ায় কাটিবে তখনই গুঁড়ির সহিত একখানি শাখা রাখিয়া দিবে। ইহাতে গাছের ডালপালা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাইবে।

চায়ের গাছ ছাটিবার সময় উহা ভিতরের দিক হইতে বাহিরের দিকে না হয় উর্দ্ধ দিকে কাটিবে। এইরূপ করিয়া সমস্ত গাছটিকে ছাটিবার কারণ এই যে, ইহাতে শাখা প্রশাখা পত্রাদি ভিতরের দিকে না গজাইয়া বাহিরের দিকে গজাইবে, এবং পাতা তোলার পক্ষে সুবিধা হইবে। দেখিবে যেন কতকগুলি একদিকে আবার কতকগুলি আর এক দিকে কাটা না হয়। একখানি ডাল কাটিতে যেন একবারের বেশী আঘাত করিতে না হয়। কাটা যেন মাঝখানে ভাঙ্গিয়া না পড়ে। কেবল চায়ের গাছ নহে, সকল প্রকার গাছ কাটারই এই এক নিয়ম। যখন একটি গুঁড়ি অথবা গাছের একটি মোটা অংশ কাটিবে তখন উহা করাত দিয়া কাটা ভাল। এমন ঢালু ভাবে কাটিবে যেন বৃষ্টি হইলে জল গড়াইয়া পড়ে। করাতের কাটা শেষ হইলে উহা ছুরি দিয়া পালিশ করিবে। সব সময়ে পুরুষ দিয়া গাছ কাটাইবে, মেয়েরা ইহা করিতে পারে না। করাত ব্যবহারের সময় দুইজন লোক থাকা চাই। একজন গাছটি শক্ত করিয়া ধরিবে, আর একজন করাত দিয়া কাটিবে। নহিলে শেষ মুহূর্ত্তে ডালখানি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়া কাটার মুখে জখম

থাকা গাছের পথে অনিষ্টকর। অধিকাংশ কুলীই করাতের পরিবর্ত্তে 'দাও' ব্যবহার পছন্দ করে। এই 'দাও' বা ছুরিগুলির উপরিভাগ বড়শীর মত বক্র। উহা দ্বারা শক্ত গাছ ছাঁটিতে দিলে উহারা ক্রমাগত কোপাইয়া গাছগুলি ক্ষত বিক্ষত করে। সুতরাং করাত দিয়া কাটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অনেক প্রকারের করাত আছে কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্ প্রকার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহা বলা কঠিন। তবে দুইখানা হাতলওয়ালা করাত ঠিক মত ব্যবহার করা কঠিন বলিয়া উহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কাটা শেষ হইলে গাছের ক্ষতস্থানে আলকাতরা অথবা চূণের প্রলেপ দিবে। আল্‌কাতরা যদিও বৃষ্টি পড়িলে ধুইয়া যায় না, তথাপি আলকাতরা অপেক্ষা চূণের প্রলেপই সম্ভবতঃ গাছের পক্ষে উপকারী।

গোড়া দিয়া যে সকল গাছ কাটিবে তাহাদের জন্য উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবে। যদিও কাটার ফলে গাছের খুব বেশী ঝাঁকুনী লাগে তথাপি উপযুক্ত সার পাইলে উহা অত্যাশ্চর্য্য-রূপে বৃদ্ধি পায়, এবং ভাল মাটি হইলে উহা প্রায়শঃই মরে না। ভাল মাটির আরও গুণ এই যে হয়তো গোড়া কাটিয়া দেওয়ার ফলে কোন গাছ এক বৎসর দেড় বৎসর পর্য্যন্ত মরিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হইবে। কিন্তু হয়তো দুই বৎসর

পরে আবার ডালপালা গজাইয়া অতি চমৎকার একটি গাছে পরিণত হইবে। এমনও দেখা গিয়াছে যে কোন গাছ হয়তো উই পোকায় এমন ভাবে কাটিয়া দিয়াছে যে, মনে হয় যেন গাছের গুঁড়ি ছাড়াইয়া ইহারা শিকড় পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কিন্তু জমির গুণে উহা আবার ডালপালা লইয়া শীঘ্রই গজাইয়া উঠে।

গাছ মরিয়া যাইবার আশঙ্কায় কেহ কেহ গোড়াইয়া কাটিতে ভয় পায়। যাহারা এইরূপ ভীতু তাহারা অগত্যা মধ্যভাগে কাটিতে পারেন। কুলীগণ ইহাকে 'টামি প্রনিং' (Tummy Pruning) বলিয়া থাকে। এইরূপ কাটার দোষ এই যে, উহাতে শাখা প্রশাখা গুলি ঝোপড়া হইয়া না উঠিয়া সোজাভাবে উঠে এবং শীঘ্রই এত লম্বা হইয়া পড়ে যে তখন আবার না কাটিয়া ফেলিলে চলে না। যদি চায়ের গাছ টিলার উপরে হয় তাহা হইলে আর উহা গোড়ায় কাটিবে না। কেননা, টিলার উপরের গাছ গোড়াইয়া কাটিলে অনেকগুলি মরিয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম শক্ত গিটের নিকটে কাটাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। অনেকে গাছগুলিকে গুরুতর ঝাঁকুনী দেওয়া পছন্দ করেন না। তাই কেহ কেহ প্রথম বৎসরে মধ্যস্থল কাটিয়া দেয়, দ্বিতীয় বৎসরে পাশ ছাটিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে ভাল অপেক্ষা মন্দের আশঙ্কাই অধিক মনে হয়। কারণ গাছগুলি মোটের উপর বেশী আঘাত পাইল। যে গাছ যে বৎসর কাটা হয়, সেই বৎসরেই সেই গাছ হইতে চায়ের আশা করিবে না। তিন শত একর বাগানের ২৫ একর স্থানে চা হইলেই যথেষ্টেরও বেশী।

চারি ইঞ্চি প্রুনিং

চায়ের ঝোপ একবার কাটা হইয়া গেলে দ্বিতীয় বৎসরে আর ছাঁটিবার প্রয়োজন নাই। তারপরের বৎসর চারি ইঞ্চি পরিমাণ ছাঁটিয়া দিবে। পুরুষ দিয়া এই কাজ করানো উচিত। দেখিবে যেন গাছটি আগাগোড়া সমান ছাটা হয়; অর্থাৎ সকল ডালই যেন মাটি হইতে মাথার সমান উঁচু থাকে। ইহাতে হয়তো মাঝখানে চারি ইঞ্চি কাটিয়া দেখিবে যে মাথার ঠিক রাখিতে গিয়া পার্শ্বে ছয় ইঞ্চি রহিয়া গিয়াছে, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিবে না। কেবল আগাগোড়া মাথার সমান কাটা হইল কিনা সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিবে।

সাধারণ প্রুনিং

স্ত্রীলোক, বড় মেয়ে অথবা বালকগণও সাধারণ পনিং এর কাজ করিতে পারে। যদিও ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ, তথাপি বাহির হইতে যত সহজ মনে হয়, তত নয়। কারণ, সত্য সত্যই ছাঁটিতে আরম্ভ করিলে তখন অনেক সমস্যা উপস্থিত হয়। যদি গাছটি পুরাতন হইয়া কাটিয়া ফেলার উপযোগী হয়, তাহা হইলে দেখিবে গাছের গুঁড়ির মধ্য হইতে অনেকগুলি বৃন্ত গজাইয়া তাহাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা হইয়াছে। ইহাদিগকে চায়ের অঞ্চলে 'বেঞ্জি' বলা হয়। এই বেঞ্জিগুলি সব কাটিয়া ফেলিবে, না হয় হাত দিয়া তুলিয়া ফেলিবে। এই কাজে অনেকক্ষণ সময় লাগে এবং প্রায়শঃই বিরক্তিকর মনে হয়। দুই ইঞ্চি করিয়া সাধারণ প্রুনিং করিতে হইবে। ইহার অর্থ শেষবারে যেখানে কাটা হইয়াছে সেখান হইতে মাপিয়া দুই ইঞ্চি উপরে কাটিতে হইবে। মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সোজাভাবে কাটিবে তাহা হইলে ঝোপটি চওড়া থাকিবে। গোড়ায় যে সমস্ত লম্বা ডাল থাকে তাহা কাটিয়া ফেলিবে। কারণ, সেগুলি যেমন কোন কাজে আসে না তেমনি রস শুষিয়া লইয়া অনর্থক গাছটির শক্তি কমাইয়া ফেলে। যদি সম্ভব হয় তবে একদল পৃথক লোক নীচের ডাল কাটা 'বেঞ্জি' তুলিয়া ফেলিবার জন্য নিযুক্ত করা উচিত।

যদি এক বৎসর গাছগুলি প্রুন করা হয়, তবে দ্বিতীয় বৎসরে আর ছাঁটিতে হয় না। মাথার উপর দিয়া আড়াআড়ি ভাবে ছাটাকে Skiffing বলে। Skiff করার একটি সুবিধা এই যে, যে বৎসর Skiff করিবে, তাহার পর বৎসর পাতা তুলিতে খুব সুবিধা হইবে। যাহাদের কুলী অল্প, তাঁহারা এই প্রকারে অতি শীঘ্র পাতা তুলিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

ব্রুশ প্রস্তুত প্রণালী

(উৎসাহ-উদ্যম কুটীর শিল্পের মূলধন)

মানব-সমাজে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ সম্বন্ধে জীবন ধারণের উপযোগী আসবাব-পত্রাদির মাত্রা অপরিমিতরূপে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল আসবাব-পত্রের মধ্যে কোনগুলি যে প্রয়োজনীয়, আর কোনগুলি যে অপ্রয়োজনীয়, তাহা বর্ত্তমান যুগে বলাও শক্ত। আজ যাহা নিতান্ত সৌখীন বলিয়া মনে হইতেছে দুদিন বাদে তাহাই আবার হয়ত জীবন যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে - কোথায় যে ইহার শেষ পরিণতি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কথায় বলে, To multiply wants means civilization অর্থাৎ অভাবের মাত্রা বৃদ্ধি করার নামই সভ্যতা। এই সভ্যতার প্রভাব এদেশে বিস্তৃত হইয়া ভাল কি মন্দ হইয়াছে, এ প্রবন্ধে তাহা আমরা বিচার করিতে বসি নাই। এই স্থলে আমরা যাহা কার্য্যতঃ ঘটিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব। আমরা দেখিতেছি পল্লীগ্রামের মধ্যেও যাহাদের আসল পাড়াগেঁয়ে বলিয়া এতকাল হেয় ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের প্রভাবে তাহারাও আজকাল 'ইজি চেয়ার' 'টর্চ্চ লাইট' সুগন্ধি সাবান' পাউডার, এসেন্স, সার্ট কোট, রুমাল গেঞ্জি, জুতা মোজা, জুতার কালি, জুতার ব্রুশ, জামার ব্রুশ, সেভিং ব্রুশ ইত্যাদি হরেক রকম জিনিষের অভাব অনুভব করিতেছে। আগুনের সৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া পতঙ্গ যেমন পুড়িয়া মরে, এই সকল চাক্‌-চিক্যময়, মনোরঞ্জক বিদেশী জিনিস কিনিয়া পল্লীবাসিগণও এখন সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। সহর-বাসীর অবস্থা ততোধিক সঙ্গীন। এত স্বরাজ—স্বদেশীর হট্টগোলের ভিতরেও যেদিকে তাকাই আজ পর্য্যন্ত পৌনে ষোল আনা বিদেশী জিনিষই বাজারে দেখিতেছি। কেবল 'খদ্দর' দ্বারা ত সকল অভাব মোচনের সম্ভাবনা নাই। খদ্দর পরিহিত যুবক 'Swan' বা 'waterman'এর 'ফাউনটেন পেন' বুকের উপর ঝুলাইয়া সগর্ব্বে ভাবিতেছে, Patriotism বা স্বদেশ প্রেমের চুড়ান্ত আদর্শ দেখাইয়া সে ভারতমাতার মস্ত একটি কৃতি সন্তান হইয়াছে। Un-practical আর কাহাকে বলে? Sentiment বা ভাবের সঙ্গে যাহাদের কাজের কোনো মিল নাই, তাহাদের অনেকেই দেশোদ্ধারের পাণ্ডা সাজিয়াছে! আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, যে পর্য্যন্ত দেশের সকল শ্রেণীর লোক ছাতা-জুতা, পোষাক পরিচ্ছদাদি অন্যান্য যাবতীয় জিনিষ পত্র দেশে প্রস্তুত করিতে ও তাহা ব্যবহার করিতে না শিখিবে সে পর্য্যন্ত দেশের ধন-বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নাই। আমরা বহুবার বলিয়াছি, দোয়াত-কলম, আয়না-চিরুনি, বাসন-কোশন খেলনা-শোভনা, বাজা-বাজনা, সোপ-টয়লেট, ঔষধ-পত্র, লোহা-লক্কড়, খাট-পালঙ্ক, এলু-মিনিয়াম-এনামেল, ডেক-কড়াই, লোটা-ঘটি,

তৈজস-পত্র, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি কত হাজার গণ্ডা নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ, কাপড়-চোপড় ছাড়াও আজ পর্য্যন্ত যে বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল জিনিষের জন্য কত অজস্র টাকা বিদেশে যাইতেছে তাহার হিসাব রাখে কয়জন? গতানুগতিকের মত আমাদের জীবন কাটিয়া যাইতেছে। এখন অন্নচিন্তা চমৎকারা হইয়া পড়ায় অল্প লোকে ইহাতে মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই এখনো স্বপ্ন রাজ্যের কল্পনায় ব্যবসায়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় তাসের ঘর বাঁধিতেছেন। তাঁহাদের ছোট-খাট ব্যবসায়ে গাধার খাটুনি পছন্দ হইতেছে না। ইঁহারা যদি দুই চা'র দিনের মধ্যে ডি. গুপ্ত, বি, কে, পাল বা স্যার আর এন, মুখার্জ্জি হইতে পারেন, তবে ব্যবসায়ে নামিতে ইঁহাদের কোনো আপত্তি নাই!

আর একদল বাঙ্গালী আছেন, যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কলম-পেষার কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কোনো প্রকার ব্যবসায়ে হাত দিতে কেবল কি হইবে ভাবিয়াই হতাশ হইয়া পড়েন। ফলে, মানসিক দুর্ব্বলতাই ইহাদের উৎসাহ-উদ্যম মাটি করিয়া দেয়। "সাহসে করিয়া ভর, কাজে হও অগ্রসর" এই চলিত কথার জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের জীবনেই দেখিতে পাই। যাঁহারা জগতে যে কোনো বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই যাত্রা সুরু করিয়াছেন। ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রধান মূলধন হইতেছে সাহস। সকল কাজেই প্রথম প্রথম লোকে নিরুৎসাহের কথা বলে, কিন্তু তাহাতে যে ভগ্ন মনোরথ হইবে, তাহা দ্বারা কোন কাজ হইবে না। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া প্রথমে পণ্ডিতেরা কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্ট" প্রথম সংস্করণ পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়াছিল, অতি কষ্টে অনেক বৎসরে ১ পাউণ্ড মূল্যের বই বিক্রয় হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে যাইয়া সমাজে ভীষণ কলাঘাত খাইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া এমন কি তাঁহার পিতৃদেবের হাতে পর্য্যন্ত কঠোর ভাবে নিপীড়িত হইয়াছেন। জে, এফ, ম্যাডান ১৫৲ টাকা মাহিনায় থিয়েটারে কাজ করিতেন। কে বিশ্বাস করিত যে তিনি বায়োস্কোপের ব্যবসা সমগ্র ভারতে, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া যাইবেন? কেশোরাম পোদ্দার স্বদেশ হইতে লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া বাংলাদেশে আসিয়া ইয়োরোপীয় কল-কারখানার সমকক্ষ মিল ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠাতা ও কোটিপতি হইবেন, কেহ গোড়ায় স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন কি? জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্ সামান্য গো রাখাল (cow boy) হইতে ক্রমে উন্নতি করিয়া জমিদারগণের অশেষ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ষ্টীম্ ইঞ্জিনের তথা রেলওয়ের যে উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনীতে বারম্বার সবিস্তারে প্রকাশ করিয়াছি। এই প্রকার অনেকের জীবনীতেই আমরা দেখিয়াছি, কৃতি মহাপুরুষদের কাজের প্রধান সহায় ছিল, **সাহস, উদ্যম**।

বাঙ্গালীর কুটীর শিল্প, কিম্বা মিল-ফ্যাক্টরী-জাত পণ্য কেবল বাঙ্গলা দেশে বা ভারতে কাটাইবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না। ঐ সকল জিনিষ বিদেশে, সসাগরা পৃথিবীর নানা স্থানে কি পরিমাণ চলিতে পারে তাহারও চেষ্টা করা

দরকার। জাপান আজ কি করিয়া বড় হইয়াছে? জাপানের মিল-ফ্যাক্টরির উৎপন্ন পণ্য জাহাজ বোঝাই হইয়া অবিরত কত যে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে। তাহা ছাড়া জাপানীরা 'পিন্ কুশন' 'ডোর ম্যাট' 'ওয়াল ম্যাট 'পেপার ডিজাইন' ইত্যাদি নানা প্রকার ফ্যান্সি হাতের জিনিস এমন সুন্দর, মনোহারি করিয়া তৈরী করিয়াছে যে ফরাসীদের মত সৌখীন জাতেরা তাহাদের বৈঠকখানা, বেড রুম প্রভৃতি তদ্দারা সাজাইয়া থাকে। যাঁহারা ইয়োরোপে গিয়াছেন, তাঁহাদের জানা আছে, জাপান শুধু ভারতবর্ষে নয়, শিল্প-বাণিজ্যের পীঠস্থান ইয়োরোপেও নিজেদের প্রস্তুত জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি করিয়াছে। জাপান নিজেদের দেশে আপনার তৈরি মাল-পত্র বিক্রয় করিয়া যে টাকা না পায়, তাহার সহস্র গুণ অধিক বিদেশ হইতে পাইতেছে। কেহ হয়ত বলিবেন, জাপান স্বাধীন দেশ, জাপানের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। তাহা সত্য বটে, কিন্তু জাপানী-দের গুণাবলীর সঙ্গে ত আমাদের তুলনা হইতে
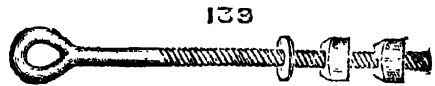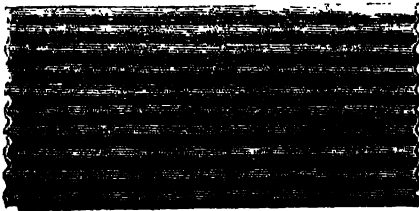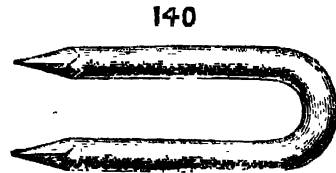
পারে! জাপানীরা স্বভাবতঃ বাঙ্গালীর মত বাক্যবাগীশ নহে। বাঙ্গালীর গালে (এখনো) যদি কেহ মারে, তবে সে হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে দশ হাত দূরে যাইয়া কতকগুলি বৃথা বচন ঝাড়িবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে জাপানী 'বুল ডগের' ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর টুটি ছিড়িয়া ফেলিবে। কথা তাহাদের মুখে বড় নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমস্ত জাতটা কেবল কাজের অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্যের ধাঁধাঁ লইয়াই আছে। জাপানের কুটীর শিল্প জগতে এত আদৃত হইয়াছে কেন জানেন? জাপানী-দের Parlour বা বৈঠকখানায় যাইয়া দেখুন, ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন! ৮ বছরের ছেলে হইতে ৮০ বৎসরের বুড়ো পর্য্যন্ত সকলেই একটা না একটা শিল্প লইয়া অনবরত ব্যস্ত রহিয়াছে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কেবল সংক্ষেপে (to the point) জবাব দিয়া আপ-নাকে ভদ্রতার সহিত বিদায় করিয়া দিবে। একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হয়, এই অল্পভাষী বা মিতভাষী জাতটা শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতির ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে। আমি পৃথিবীর নানাস্থানে যত জাতি (nation) দেখিয়াছি, যাহারা কাজের লোক, উন্নতিশীল, শিল্প বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত (Well organised) বস্তুতঃ তাহারা সকলেই মিতভাষী। ব্যক্তি হিসাবে দেখিলে আমাদের দেশেও যাহারা কাজের লোক তাহারা বৃথা বক্ বক্ করে না। বাঙ্গালী আপনার বৈঠকখানায় 'স্বরাজের' জল্পনা কল্পনা করিয়া ব্যস্ত, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে কয় ঘণ্টা "কাজ" করিয়াছে, এ হিসাব সে আজও রাখে না। জাপা-নের কুলী-মজুরদের অপব্যয়িত সময়ের জ্ঞান আছে; বিশ্রামের সময় ব্যতীত এক মিনিট অপ-ব্যয় করাকে তাহারা "পাপ" বলিয়া মনে করে। কাযেই, যে অমূল্য সময় বাঙ্গালী গাঁজাখুরি গল্প, পর-নিন্দা, পর-চর্চ্চা রেষারেষি, মামলা মোকর্দ্দমার কথায় বা তাস-পাশা-দাবা ইত্যাদি অলস ক্রীড়ায় নষ্ট করিতেছে, সেই সময়েরই সদ্ব্য-বহার করিয়া জাপান নানাপ্রকার কুটীর শিল্পের কল্পনাতীত উন্নতি সাধন করিয়াছে। জাপানের মিল ফ্যাক্টরির ত কথাই নাই! এ প্রবন্ধে আমরা স্বল্প মূল্যবান যে কুটীর শিল্পের উন্নতি করিয়া জগতের নানাস্থান হইতে পয়সা উপার্জ্জনের উপায় করা যাইতে পারে, তাহারই অবতারণা করিতেছি। মনে করুন জাপানীরা স্বভাবজ ঘাসের পাতা দিয়া সুকৌশলে যে 'পিন কুশন' তৈরি করে, তাহা এত মনোরম হয় যে 'হোয়াইট এওয়ে' প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজদের দোকানে তাহা ॥০ আনা দামে বিক্রী হইতেছে। জাপানে সে জিনিস যদি পাইকারী দরে ।০ আনাও বিক্রয় হয়, তবে জাপানীরা ৵০ আনা প্রতিটি 'পিন কুশনে' লাভ করিয়া থাকে; কেননা তাহা তৈরি করার খরচ ৴০ আনার বেশী হইতে পারে না। এইরূপে যদি জাপান প্রতি 'পিন কুশনে' ৵০ আনা করিয়া বিদেশ হইতে পায়, তাহা হইলে শুধু এক জিনি-সের দরুণ কত টাকা প্রতি বৎসর জাপানের পকেটে যায় অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলা ভূমি, উদ্ভিজ্জ সম্পদে পরিপূর্ণ; (Botanical Country) এখানে কত প্রকার অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য লতা-পাতা-ঘাস জন্মায় তাহা হইতে খড়ের টুপি, চুপড়ি, 'পিন কুশন' ও রঙ্গিন মাদুর ইত্যাদি অনেক ব্যবহার্য্য জিনিস (Commodities of life) অক্লেশে প্রস্তুত হইতে পারে। নিম্নে নিত্য ব্যবহার্য্য একটি কুটির শিল্পের কথা বলিতেছি,—

ব্রুশ প্রস্তুত প্রণালী

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়া অনেক রকম কুটীর শিল্পের ব্যবসায় করা চলে। তন্মধ্যে 'ব্রুশ' প্রস্তুত করিয়া স্বদেশের যেমন অভাব মোচন করা চলে, তেমনি উদ্‌যোগী হইলে তাহা বিদেশে চালান দিয়া বিদেশ হইতেও অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা করা যাইতে পারে। অসংখ্য শূকর বনে জঙ্গলে এদেশে জন্মায়—'ফারমে' চাষ করিলেও বিস্তর শূকরের পয়দা করা যায়। শূকরের কুচি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা বেশী ব্যয় বা শ্রমসাধ্য নহে। কাঠ এবং বাঁশও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; তাহার Fibre বা আঁশও সহজে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং 'ব্রুশ' তৈরির জন্য আবশ্যকীয় মাল বা raw material সংগ্রহ করা কঠিন নহে। ইতিপূর্ব্বে আমরা আভাস দিয়াছি যে 'ব্রুশ' একটা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ইহার ব্যবহার যে কেবল আমরা জুতা ঝাড়িতে করি এমন নহে। জুতার, কাপড়ের, বিছানার, গরম পোষাকের, কার্পেট ও ভেলভেটাদি ঝাড়িবার, চুলে ব্যবহারের, দাঁত মাজিবার, মেজে বা দেওয়াল সাফ করার, গদি, তাক ও পুস্তকাদি ঝাড়িবার, শিশি বোতলাদি পরিষ্কারের, বাসনাদি মাজায়, রাস্তায় ঝাড়ু, দেওয়ার, নর্দ্দামাদি সাফ করার জন্য যত অসংখ্য রকমের 'ব্রুশ' আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বিভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই 'ব্রুশ' তৈরির ব্যবসায়ের একটা বিশেষত্ব এই যে, একাজ যে যেমন ভাবে করিতে চায়, তেমনি করা যাইতে পারে। বৃহৎ আকারে (Scale) যদি কেহ বড় ব্যবসা ফাঁদিতে চায়, তাহা যেমন করা যায়, তেমনি যদি কেহ ৫০ ৲ টাকা 'ক্যাপিটাল' লইয়া সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে কুটীর শিল্প হিসাবে করিতে যায়, তাহাও বেশ চলিতে পারে।

মাল পত্র (materials)

নানাপ্রকার জিনিস দিয়া সাজের তারতম্য অনুসারে ব্রুশ তৈরি হইয়া থাকে। অবশ্য শূকরের কুচি ও বাঁশ ইত্যাদির আঁশ হইতেই প্রধানতঃ ব্রুশ প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু তামা-কাঁসাদি ধাতু নির্ম্মিত জিনিস সাফ করিতে তারের ব্রুশ ব্যবহৃত হয়, আর যদি কোনো এ্যাসিড বা ক্ষারের সংস্রবে ব্রুশ ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহা কাচ নির্ম্মিত (spun glass) হওয়া উচিৎ। সাধারণ কাজে, যদি স্থিতি স্থাপকতা গুণের (Elasticity) আবশ্যকতা না থাকে, তবে বেত বাঁশ বা নলের আঁশের ব্রুশ ব্যবহার করা হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ জাত নানাপ্রকার গাছের মূল ও আঁশ এই কাজে ব্যবহৃত হয়; তন্মধ্যে নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চিত্রকর ও artistগণ যে সকল ছোট ছোট ব্রুশ বা তুলি (pencil) ব্যবহার করিয়া থাকে, যাহা সাধারণতঃ Water Colour দ্বারা ড্রয়িং ও চিত্রাদি করিতে, বাড়ী ঘরের কাঠের কাজে রং করিতে, সাইন বোর্ড আদি লিখিতে, 'লিন' তৈরি করিতে বা গাড়ী রং করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা উট, কাঠ বিড়াল, ছাগল বা ঘোড়ার লোম দিয়া অথবা তদ্রূপ কোনো পদার্থে তৈরি হয়। এই সকল জিনিস বিশেষ যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়া আলাদা করিয়া রাখা উচিৎ। শূকরের সাদা কুচি দ্বারা চুলের, দাঁতের, কাপড়ের এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রংএর ব্রুশ তৈরি হয়।

(ক্রমশঃ)

নগেন্দ্র নাথ বসু

— - —

ছেঁড়া ন্যাকড়া ও পশমী টুকরার ব্যবসায়

অনেকের ধারণা—বিনা পয়সায় কোন ব্যবসায় করা যায় না। এই ধারণা তাঁহাদের খুব ভুল। আমাদের দেশে সকলেই ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাঁথা, ছেঁড়া মোজা বা গেঞ্জি অব্যবহার্য্য হইলেই ফেলিয়া দেয়। যদি কেহ নীচ কার্য্য না ভাবিয়া, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক রাখিয়া, সহরের ও মফঃস্বলের ছেঁড়া কাপড়, কাঁথা, গেঞ্জী, মোজা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অথবা মণ হিসাবে অপর স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া লন এবং অপর লোকদ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়া আমাদের দেশের কাগজওয়ালাদিগের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, কিম্বা এই সকল ন্যাকড়া বস্তা-বন্দি করিয়া বিলাতে পাঠান, তবে যথেষ্ট টাকার জোগাড় হইতে পারে। এ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে বোধ হয় দুই একটা টাকা হাতে করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা যায়। এক প্রকার বিনা পুঁজিতেই অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। অনেকে বলেন, রাস্তায় যে সমস্ত ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়িয়া থাকে, তাহা সংগ্রহ করিলে নানাবিধ ছোঁয়াচে ব্যারাম হইতে পারে। কিন্তু "Textile world Record" এ প্রকাশ, ডাক্তার হালিওয়েল ডিউয়েসবেরীর স্বাস্থ্যরক্ষক বলেন,—No epidemic disease has been traced to rag অর্থাৎ ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কোন সংক্রামক ব্যাধি হইতে দেখা যায় না। ব্যাটলী নগরের জন্ম মৃত্যু রেজিষ্ট্রার বলেন, ২৩ বৎসর ধরিয়া কার্য্যে যতদূর অভিজ্ঞ হইয়াছি, তাহাতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন হাড়দুষ্ট সংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। ইহাতে বুঝা যায়, এই ব্যবসায় করিলেই যে নানা ব্যাধিতে মরিতে হইবে, তাহা নহে।

হাড়ের গুঁড়া দ্বারা মাটীর উত্তম সার হয় অনেক স্থানে হাড়ের গুঁড়াও করা হয়; কিন্তু তাহা দ্বারা স্বাস্থ্য যে প্রধান ধর্ম্ম, তাহারও হানি করা হয়। সেই গুঁড়া চিনি, ময়দা ও লবণের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে কি স্বাস্থ্যের হানি হয় না? কিন্তু সেই গুড়া যদি মাটীর সাররূপে পরিণত করা হয়, তবে দেশ শস্যশ্যামলা হইয়া লোকের দু'বেলা আহারের সংস্থান হয় এবং তাহাতেও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ধর্ম্ম ও অর্থোপার্জ্জন উভয়ই হইতে পারে। কেহ কি এদিকে মনোযোগী হইবেন?

হাড়ের ব্যবহার

আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, মৃত জীব জন্তুর কঙ্কালরাশি স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে। সেই সকল কঙ্কাল সযত্নে গাড়ী করিয়া বস্তিয়া কোথায় লইয়া যাওয়া হয়। রেলগাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া বালী, টেংরা প্রভৃতি ষ্টেশনে চালান হইয়া থাকে। অনেকে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন না যে, এই সকল অস্থির ব্যবসায় চলিতেছে এবং এই ব্যবসায় একটা লাভজনক ব্যবসায় কি না। বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ এই সকল কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড লাভজনক ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। অনেক হিন্দু বাঙ্গালী এই সকল কঙ্কাল-কলে চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

যাহারা এই কঙ্কালের কাজ করে, তাহারা এই মাল খরিদ করে না। গো-মহিষাদি মরিলে লোকে তাহা ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়, তাহার পর সংগ্রাহকগণকে সামান্য পারিশ্রমিক দিয়া প্রত্যেক গ্রামের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়।

ভারতবর্ষের লোকের যদিও এখনও এদিকে মনোযোগ আকর্ষিত হয় নাই, কিন্তু কালে যে এদেশবাসীগণ এই ব্যবসায় না করিতে পারে, কে বলিতে পারে।

এখন এই পরিত্যক্ত বে-ওয়ারিস অস্থি-সমূহ হইতে অস্থি-ব্যবসায়ীগণ কি করিয়া থাকেন, সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

এই সকল অস্থি চূর্ণ করিয়া, জমীর উর্ব্বরতা শক্তি-বৃদ্ধির জন্য সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আজকাল অনেকেই জানেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গ্লিসারিন, কাপড় কাচা সাবান এবং অন্যান্য বিবিধ তাম্র-মার্জ্জনের সাবান এই অস্থিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল চেহারা বদল হইয়া আসায় এই সকল দ্রব্য ব্যবহারে এদেশের জাতি ধর্ম্মের বিশেষ কোন আপত্তি থাকে না। হাড়-গুলি নানাস্থান হইতে রেল ও ষ্টিমার যোগে হাড়ের কলে উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাদিগকে পরিষ্কার করিবার জন্য জলে ধৌত করা হয়। ইহাতে ধূলা কাদা যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা ধুইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে যে শুষ্ক মাংস খণ্ড প্রভৃতি লাগিয়া থাকে, তাহা অপ-সারিত করা সহজ সাধ্য নয়, সেইজন্য সমস্ত পরিষ্কৃত হাড়গুলিকে একটা পেষণ যন্ত্রে (Crushers) সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করা হয়।

এই অবস্থায় চূর্ণ হাড়গুলিকে সলফিউরিক অ্যাসিডের সলুইশনে (Sulphuric acid—গন্ধদ্রাবক জল মিশ্রিত করিলেই সলুইশন হয়) ভিজাইয়া দেওয়া হয়; তাহার পর যখন সলফিউরিক অ্যাসিড সলিউশনের চৌবাচ্চা হইতে ঐ অস্থিচূর্ণগুলিকে তোলা হয়, তখন ইহা সম্পূর্ণ-রূপে পরিষ্কৃত এবং ধপধপে সাদা হইয়া যায়। তাহার পর এইরূপ অবস্থায় ঐ অস্থিগুলিকে Digestor নামক এক প্রকার কল আছে, তাহাতে দেওয়া হয়, এবং ষ্টীম্ এঞ্জিন সাহায্যে এমন অধিক চাপ দেওয়া হয় যে, চাপ পড়িলেই ইহা হইতে এক প্রকার জলবৎ আঠার মত দ্রব্য বাহির হইয়া থাকে। ইহা তরল শিরীষ বা লিকুইড্ গ্লু (Liquid Glue)। এই তরল পদার্থ-টাকে লইয়া অন্য কলে ইহার জলীয় অংশটা বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলেই Solid Glue বা কঠিন শিরীষ যাহা বাজারে বেনের দোকানে বিক্রয় হয়, তাহা পাওয়া যায়। এই তরলাংশের

কতকটা অন্য প্রক্রিয়ায় Gelatine রূপ ধারণ করে। তাহার পর ঐ চূর্ণ অস্থি-সকলকে জলে ষ্টিম-ইঞ্জিনের সাহায্যে ফুটাইয়া এক প্রকার চর্ব্বির মত জিনিষ বাহির করা হয়, তাহা হইতে কাপড় কাচা সাবান হয়। তাহাকে আরও refine বা পরিষ্কার করিয়া লইলে, গাত্রে মাখিবার সাবান প্রস্তুতের কার্য্যে লাগিয়া থাকে। তাহার পর ঐ সকল প্রস্তুতের সময় যে পদার্থ সাবানের কটাহে উত্থিত হয়, তাহাই গ্লিসারিণ। ইহা প্রচুর পরিমাণে ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার পর চিনি প্রস্তুতের কার্য্যেও অস্থিচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল হইয়া যাহা শেষ পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ সাদা কথায় যাহাকে সিটে বলে, তাহাও জমীর সাররূপে ৮৲—৮৷৷০ হন্দর দরে বিক্রয় হয়।

ভারতবর্ষে এখন ৬টী হাড়ের কল চলিতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলা দেশে ৩টী কল আছে। ইহাতে রপ্তানী মালের মূল্য প্রতি বৎসর অর্দ্ধ কোটী টাকার উপর। আস্ত হাড়ও এদেশ হইতে অন্য দেশে শিরীষ এবং জমীর সার প্রস্তুত করিবার জন্য চালান দেওয়া হইয়া থাকে। শুদ্ধ এই রপ্তানীর বার্ষিক মূল্য অর্দ্ধ কোটী টাকা। তাহার পর ইহা হইতে রূপান্তরিত যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার রপ্তানীর মূল্য আমরা বিশেষরূপে অবগত নহি।

এদেশের অস্থি এদেশে পেষাই হইয়া যদি এদেশের লোকগণের দ্বারা সাররূপে জমীতে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, এবং বহু মূল্যবান ব্যবসায় চলিতে পারে। এ বিষয়ে দেশের উদ্যোগী ব্যক্তিগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

ছেঁড়া কাগজ হইতে কি করা যাইতে পারে?

ছেঁড়া কাগজ হইতে গার্হ্যস্থ দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়া আমেরিকা ইয়োরোপে প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জনের একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ছিন্ন কাগজের প্রস্তুত টী ট্রে বা চায়ের রেকাবী নানা প্রকার, ট্রে, নস্যের বাক্স, সিগারকেস প্রভৃতি বিবিধ সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল জিনিস্ হাল্কা, সহজে ভাঙ্গে না, সুলভ অথচ সুদৃশ্য, চুরি যাইলেও কষ্ট হয় না। এদেশে এ সকল জিনিষ অনায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অনেক বেকার যুবক ইহা দ্বারা জীবিকার পন্থা উন্মুক্ত করিতে পারেন।

কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়

প্রথমতঃ কাগজগুলিকে একটু কুটিয়া লইয়া—গরম জলে ফুটাইয়া বেশ কাদার মত করিয়া লইতে হইবে, তারপর এই দ্রবীভূত কর্দ্দমবৎ দ্রব্যটাকে জালের মত কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া ছাঁচে ঢালিয়া যেরূপ ইচ্ছা দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইবে, তাহার পর শুষ্ক হইয়া গেলে ইহাতে তুলি দ্বারা ২।৩ কোট জাপান বার্নিশ (কাল জাপান) বা ইনামেল মাখাইলেই সুন্দর দ্রব্য, পুতুল, খেলনা প্রস্তুত হইবে।

এই কর্দ্দমময় পদার্থে Sulphate of Iron হিরাকস চূর্ণ, অ্যালবুমেন বা ডিম্বের শ্বেত সারাংশ মিশ্রিত করিয়া ইহাকে শক্ত এবং ওয়াটার প্রুফ্ (জলসহনশীল) করা যাইতে পারে।

টী ট্রে প্রস্তুতের প্রক্রিয়া এইরূপ। ব্রাউন প্যাকিং কাগজকে কোন পাতলা শিরীষ অথবা লেই দ্বারা উপর্য্যুপরি আঁটিয়া যে প্রকার পাত্র

প্রস্তুত হইবে, সেই আকারের একটা ছাঁচ করিয়া তাহাতে দিয়া উপরে খুব ক্ষমতাশালী চাপ দিলেই সমস্ত কাগজগুলি চাপের চোটে এক হইয়া যাইবে, তখন শুকাইয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় Black Japan মাখাইয়া বা এনামেল দ্বারা অন্য রং করিলে সুন্দর জিনিষ হইয়া যাইবে। এরূপ ছাঁচ করার একটু বিশেষত্ব আছে, ইহা ধাতুময় হওয়াও আবশ্যক। একটু মস্তিষ্ক চালনা করিলেই ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ইহার ছাঁচ embossing process এ প্রস্তুত করিতে হয়, একতাল কাদার উপরে যদি ১টা পিত্তলময় মুখের ছাঁচ তোলা যায় তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই, কাদার তালের উপর পিত্তলের মুণ্ডুটাকে চাপিয়া ধরিলে মুণ্ডুটার নাক, মুখ, চোখ মৃত্তিকা পিণ্ডের ভিতরে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়া থাকে। এই মুণ্ডের ছাঁচে যদি ছিন্ন কাগজের 'পেপার মেশি' দ্বারা মুণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে কর্দ্দমবৎ দ্রব্যটায় ছাঁচটী পূর্ণ করিয়া তাহার উপর পিত্তলের মুণ্ডদ্বারা চাপ দিলেই অতিরিক্ত দ্রব্য বাহির হইয়া যাইবে এবং ছাঁচ হইতে খুলিলেই নাক মুখ চোকও ভিতরে উঠিবে অথচ মুণ্ডটা ফাঁপা হইবে। এই উপায়ে ট্রে বাটী, প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইরূপ ছাঁচ ও প্রক্রিয়াকে embossing process বলে। দেখুন, কেহ যদি উদ্যোগী হন, এদেশে প্রস্তুত করুন। খুবই লাভজনক ব্যবসা সন্দেহ নাই।

বাতিল কর্ক হইতে কি কি করা যাইতে পারে?

অনেক ডাক্তারী পেটেণ্ট মেডিসিন, সুবাসিত তৈল প্রস্তুতকারী এদেশে আছেন, তাঁহারা বোতলের মুখে কর্ক আঁটিয়া যেটুকু বাড়তি হয় সেটুকু কাটিয়া ফেলেন, এবং অনেক জমিলে প্রায়ই দেখা যায় রাস্তার ধারে ফেলিয়া দেন। এই সকল কর্কের বাতিল অংশের, অন্যদেশে তথা জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতিতে ব্যবহার প্রচলন আছে। আমাদের দেশে মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কম বলিয়াই আদর নাই, তাই ময়লা ফেলা গাড়ীতেই ইহাদের সদ্গতি হইয়া থাকে।

বাতিল কর্কের টুকরা সংগ্রহ করিয়া পোড়াইলে ইহা হইতে এক প্রকার কাল রং প্রস্তুত হয়, তাহা বার্নিস প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া কাষ্ঠ প্রভৃতির জিনিষে রং করা হইয়া থাকে। সে রং উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়। টুকরা কর্ক সংগ্রহ করিয়া মোম্ জামা বা কাপড়ের লম্বা থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া বেল্ট বা কোমর বন্ধ প্রস্তুত করা হয়, এক সের টুকরা কর্ক বিশিষ্ট একটা বেল্ট বা কোমর-বন্ধ অগাধ তরঙ্গ বিশিষ্ট নদীর স্রোতে এবং সমুদ্রের ঢেউএ একটা মানুষের জীবন অনায়াসে রক্ষা করিয়া থাকে।

কর্ককে ঢেঁকিতে কুটিয়া ইহার সহিত পোর্ট-ল্যাণ্ড সিমেণ্ট এবং প্রস্তর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চাপ দিয়া বড় বড় শ্লাব বা কৃত্রিম প্রস্তর খণ্ডের মত করিয়া সিঁড়ির উপর দেওয়া হয়, ইহা স্থিতিস্থাপক হয়, ইহার উপর যাতায়াতে সুখ হয় অথচ গৃহের বা কাষ্ঠের সিড়ি ক্ষয় হইতে পারে না। কর্কের গুঁড়া শিরীষ এবং গাটা পর্চ্চার সহিত মিশ্রিত করিয়া জমাইয়া জুতার হীল বা গোড়ালীর তলা করা যাইতে পারে; তাহা সহজে ক্ষয় হইতে পারে না। এইরূপ অনেক কার্য্যে এই সকল বাতিল কর্ক লাগান যাইতে পারে। এদেশের লোকের কোন জিনিষ আবিষ্কার করিবার মতিগতি নাই,

তাই কেহ ক্ষুদ্র জিনিসে মস্তিষ্ক চালনা করে না। অনুসন্ধিৎসু না হইলে সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত ; কোন জিনিষ দেখিলেই তাহা কেন বা কেমন করিয়া হইল, এ যে জাতি ভাবে না, অথবা ভাবিতে চেষ্টা করে না, জগতে এ জাতের উন্নতি নেই।

কাঁচের উপর ETCHING বা নাম খোদাই

Etching শব্দের অর্থ বঙ্গালা ভাষায় খোদাই করা। কিন্তু গ্লাসের উপর কি কোন অস্ত্র দ্বারা খোদাই করা যাইতে পারে? তা যায় না। হীরক দ্বারা কাচের উপর দাগ দিলে কাচখানি দ্বিখণ্ড হইয়া যাইবে, সুতরাং আমরা কাচের চিমনী বা গ্লাসের উপর যে নানাপ্রকার নক্সা ফুল প্রভৃতি অঙ্কিত দেখিতে পাই, তাহা অস্ত্র দ্বারা হয় না, অন্য কোন কৌশলে হইয়া থাকে। তাহার নাম Etching on glass বাঙ্গলায় ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে. কাচের উপর নক্সা করিবার উপায়।

এখন কেমন করিয়া ইহা করা যায়, তাহার প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। ইহা শিখিয়া কি লাভ হইবে—এ সমস্ত প্রশ্ন উঠিতে পারে? ইহা শিখিলেই যে কিছু উপার্জ্জন করা যায় তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। সৌখিন লোকেরা অভিজ্ঞ লোক দ্বারা আপন আপন কাচের জিনিষে নাম লিখাইয়া লইয়া থাকেন। জানালার শার্সিতে এইরূপ স্থায়ী নক্সা করা কাঁচ অনেকেই দিয়া থাকেন। এইরূপ সৌখীন লোক-দের বাড়ী হইতে অনেক অর্ডার সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

কাচের উপর এই স্থায়ী অঙ্কন এ্যাসিডের সাহায্যে সংসাধিত হয়। পিয়োর ডাইলিউট হাইড্রোফ্লোরিক এ্যাসিড অর্থাৎ খাঁটী হাইড্রো ফ্লোরিককে জল সংযোগে ডাইলিউট বা তরল করা হয়। Hydrofluoric acidএর একটা গুণ এই যে ইহা কাচকে দ্রব করে, বা কাচের সংস্পর্শে আসিলে কাচকে খাইয়া ফেলে।

কিন্তু কাচের কোনও অংশ অন্য আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে সে স্থান ক্ষয় করিতে পারে না। সুতরাং যে সকল জিনিষের উপর Hydro fluoric acidএর কোনও ক্রিয়া নাই সেই সকল জিনিষ দিয়া কাচের দ্রব্যটাকে ভাল করিয়া আচ্ছাদন করতঃ যেখানে নাম খোদাই বা চিত্রাঙ্কনাদি করিতে হইবে সেইখানে কোনও ধারালো তীক্ষ্ণ মুখ অস্ত্রের দ্বারা লিখিলে সেখান-কার আবরণ বা প্রলেপ উঠিয়া যাইবে, তখন সেইখানে Hydrofluoric এ্যাসিড তুলির সাহায্যে লাগাইয়া দিলে সেই স্থানের কাচের উপর কোনও আবরণ না থাকায় এবং কাচ exposed অবস্থায় থাকায় উহার উপর এ্যাসিডের ক্রিয়া হইবে এবং লেখা বা চিত্রের অনুযায়ী স্থান খাইয়া

যাইবে। তাহার পর গ্লাসখানিকে পরিষ্কার করিলেই কাচে নক্সা ও লিখনগুলি স্থায়ীভাবে খোদিত হইবে। ষ্ট্যাম্প দ্বারা গ্লাসের বার্ণিশের উপর চাপ দিলেও ষ্ট্যাম্পের সহিত বার্ণিশটা উঠিয়া যে ফাঁক হইবে, তাহার ভিতর এ্যাসিড প্রবেশ করিলেই কাচ খাইয়া যাইবে, এবং কাচের উপর স্থায়ী লেখা হইবে। এই উপায়ে কাচের সাদা শিশি ও কাচের গ্লাস, আয়নার উপর নাম, ট্রেড মার্ক, সুন্দর সুন্দর মটো প্রভৃতি লেখা যাইতে পারে। যে সকল জিনিষের প্রলেপ দিয়া কাচকে আবরণ করিতে হয় তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইতেছে মোম; লাক্ষার বার্ণিশ দিয়াও প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মোমের আবরণ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধ্য। কাচ পাত্রটী একটু গরম করিয়া তাহার চারিদিকে মোম ঘষিলে উহার সর্ব্বত্র মোমের আবরণ পড়িয়া যাইবে। তাহার পর সূক্ষ্ম সূচির দ্বারা লিখিলে লিখিত স্থানের মোম অতি সহজে উঠিয়া যাইয়া কাচের surface বা উপরি ভাগ বাহির হইয়া পড়িবে। তখন সেইখানে এ্যাসিড ঢালিয়া দিলেই আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাইবে। পরে ঠাণ্ডা হইলে মোম উঠাইয়া ফেলিলেই হইল। কাচ পাত্রটী একটু গরম করিয়া ন্যাক্ড়া দিয়া মুছিয়া ফেলিলেই সব মোম উঠিয়া যাইবে। ইহার ভিতর আর জল বসিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার

সমভাগ তারপিন এবং ইণ্ডিয়া রবার একত্র অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া কাপড়ে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় মাখাইয়া, তাহার পর সমভাগে সুগার অফ্ লেড, লিথারেজ, সলফেট অব জিঙ্ক, গম ম্যাষ্টিক এবং তারপিন একত্র অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ইহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাখাইয়া, ইহার উপরে উল বা পশম দিয়া চাপ দিলেই জমিয়া যাইবে। শুষ্ক হইলে এই কাপড়ের দ্বারা কোট প্যাণ্ট প্রভৃতি করিলে আসল কাপড়ের মত বোধ হইবে, অথচ জল প্রবেশ করিতে পারিবে না। দামী ওয়াটার প্রুফ কোট এই রূপেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা একটি বিশেষ লাভজনক কাজ।

আর একটা খুব সহজ উপায়। কাপড় খানিকে তক্তার উপর চারিদিকে টাইট করিয়া পিন দিয়া আঁটিয়া এক ডেলা বিশুদ্ধ মোম দ্বারা কাপড় খানার সর্ব্বস্থান ঘষন করিবে। যখন দেখিবে কোন স্থান বাকী নাই, তখন ইহার উপর ঈষদুষ্ণ ইস্তিরি চালাইয়া দিলেই সমস্ত বস্ত্রে মোম লাগিয়া যাইবে। ইহাতে জল স্পর্শ করিতে পারিবে না। বিলাতের অনেক ওয়াটার প্রুফ প্রস্তুত কারক এই উপায়ও অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমরা উপায় গুলি বাতলাইয়া দিলাম মাত্র; উদ্যোগী লোকেরা এই রাস্তায় experiment করিতে করিতে অনেক উন্নতি করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে সম্প্রতি কয়েকটা ওয়াটার প্রুফের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; এখনও যে অনেক কারখানার স্থান আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সস্তায় দেশী ওয়াটার প্রুফ হইলে গাড়োয়ান মুটে মজুর পর্য্যন্ত লইবে এবং বর্ষাকালে ইহার খুব কাটতি হইবে।

* * * *

তেরপল প্রস্তুত প্রণালী

তেরপলের ইংরাজী নাম তার পলিন; বর্ষার সময় মাল ঢাকা দিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইহা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খুব ভাল তেরপল প্রস্তুত করিতে পারিলে বাজারে যেমন তাহার যথেষ্ট কাটতি হয়; তেমনি ইহাতে লাভও থাকে প্রচুর। কলিকাতার কয়েকজন মুসলমান এই কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন; সম্প্রতি হিন্দুদের মধ্যেও কেহ কেহ এই কাজে অগ্রসর হইয়াছেন।

* * * *

কাপড়কে ওয়াটারপ্রুফ করার উপায়

কাপড়কে ওয়াটার প্রুফ করিলে কাপড়ে জল প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাকে বর্ষাতি বলে; ইহা দ্বারা ছেলেদের বিছানায় পাতিবার অয়েল ক্লথ এবং গায়ে দিবার বর্ষাতি কোট তৈরী করা যায়। এখন কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় বলিতেছি।

আইসিং গ্লাস (ওজনে)	১২ আউন্স
অ্যালম বা	
ফটকিরি চুর্ণ	৪ আউন্স
সাবান	৪ আউন্স
জল	১ পাইন্ট

প্রথমে ফটকিরি চুর্ণ ও সাবান জলে গুলিয়া তাহার সহিত Icing glass দিয়া উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। গলাইয়া কাপড়খানাকে একটা টান শ্লেট বা কাষ্ঠের মসৃণ সমতল পাটার উপর বিছাইয়া পিন মারিয়া বেশ টান করিয়া ব্রুস দ্বারা এক কোট মাখাইয়া সম্পূর্ণ ভাবে শুকাইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া শেষের কোটটার সময় তুলিটা পরিষ্কার জলে ডুবাইয়া বেশ সমান ভাবে ইহার উপর টানিয়া যাইতে হইবে। তখন ইহার উপরটা বেশ চকচকে হইবে। তারপর বেশ শুষ্ক হইলে ব্রুস দ্বারা ঝাড়িয়া লইলেই কাপড়খানি ওয়াটার প্রুফ হইবে এবং কাজটা খুব সহজ হইবে। কেমন করিয়া হয় বলিতেছি-

* * *

ষ্টক হলম আলকাতরা চর্ব্বি আমেরিকান পিচ্

ষ্টক হলম আলকাতরা চর্ব্বি আমেরিকান পিচ্ সমান অংশ লইয়া গালাইয়া ফেল। কেহ কেহ বলেন ১০০ ভাগ ষ্টক হলম আলকাতরা এবং চর্ব্বির সঙ্গে শতকরা ২৫ ভাগ পিচ দিলেই খুব শীঘ্র শুকাইবে এবং তেরপল খুব ভাল হইবে। খুব গলিয়া গেলে ক্যাম্বিস বা চটে ব্রুস দিয়া উপর্য্যুপরি ৫।৬টা কোটিং দিয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে তেরপল হইবে। উভয় পৃষ্ঠে লাগান উচিত। এদেশে যে তেরপল প্রস্তুত হয় তা চট চট করে, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিলে তেরপল শীঘ্র শুকাইবা যায়। কোন উদ্যোগী লোক এ কাজ করেন না কেন? তেরপল একখানা আকার অনুসারে ২০ হইতে ১০০ টাকাতেও বিক্রয় হয়। শুদ্ধ দোকান করিয়া ব্যবসায় করাকেই এদেশের লোকে ব্যবসায় মনে করে, মৌলিক উপায় যাহাকে বলে Original line তাহা না ধরিলে অকস্মাৎ বড় হওয়া যায় না। নূতন কিছু কর দেখি, তবেই উন্নতি করিতে পারিবে—তবেই বড় হইতে পারিবে।

* * * *

লজেঞ্জস্ প্রস্তুতের উপায়

লজেঞ্জস্ আজকাল এদেশের বালক বালিকাগণও বিলক্ষণ চিনিয়াছে; এমন বালক বালিকা নাই; যে এ জিনিষটা না চিনে; ইহা বালক বালিকাগণেরই প্রিয় খাদ্য। তাহারা ইহাকে লজেন্‌চুষ বলে। ইহা চিনি এবং আরবি গঁদ দ্বারা প্রস্তুত হয়। এদেশের লোকেও লজেঞ্জস্ প্রস্তুত করিতেছে, ক্যানিং ষ্ট্রীটে এক পাউণ্ড অর্থাৎ আধ সের ॥০ আনা ॥৵০ আনা দরে বিক্রয় হয়।

লজেঞ্জস প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ লোফ সুগার অর্থাৎ দানাদার পরিষ্কৃত চিনি এবং আরবি গঁদের জল,—এই দুই দ্রব্যে প্রস্তুত হয়।

প্রথমে গঁদটী খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। এইরূপ এক পাউণ্ড আরবী গঁদে পাঁইট বোতলের এক বোতল জল দিয়া গঁদটাকে দ্রবীভূত কর, এবং সেই জল যতটুকু দিলে চিনি গুলিয়া আঁটাল কাদার মত হইতে পারে সেই পরিমাণ দিয়া কাদার মত করিয়া লইয়া নানাপ্রকার আকারের চাক্‌তি, মাছ, গুলি প্রস্তুত করিয়া শুকাইলেই লজেঞ্জস প্রস্তুত হইবে। এইটী হইল সাদা লজেঞ্জস। ইহাতে পিপারমেন্ট, জিঞ্জার, গোলাপ প্রভৃতি দিয়া সুগন্ধি করা হয়, এবং শরীরের পক্ষে একটু উপকারীও করা হয়।

* * * *

পিপারমেণ্ট লজেঞ্জস্

পূর্ব্বোক্ত সাদা লজেঞ্জসের সহিত ফোঁটা কতক এসেন্স অফ পিপারমেন্ট দিয়া একখানি সাদা মার্ব্বেলের টালীর উপর উত্তমরূপে মাখিয়া ময়দার লেচি করার মত ঐ মার্ব্বেল টালির উপর পাক দিয়া আট ইঞ্চি পরিমিত লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা করিতে হয়। তাহার পর ছুরি দ্বারা টুকরা করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপ লম্বা করিবার সময় ময়দা বা starch ঐ মার্ব্বেল পাথরের টালির উপর দিতে হয়; নচেৎ চট চটে হইয়া হাতে ও টালিতে লাগিয়া যাইতে পারে। লজেঞ্জস্‌গুলি রৌদ্রে অথবা উনানের আঁচে শুকাইয়া লইতে হয়। লজেঞ্জস্ মাত্রই এইরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিপারমেন্ট দিলে লজেঞ্জস্ সহজে পরিপাক হয়।

* *

জিঞ্জার লজেঞ্জস্

১ আউন্স শুষ্ক আদ্রক চূর্ণ এবং ১ পাউণ্ড বা আধ সের সূক্ষ্ম চিনি চূর্ণ; প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ। এইবার লজেঞ্জস্ রং করিবার কথা বলিব। অধিকাংশ লজেঞ্জস্ রঙ্গীন, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। সচরাচর লাল এবং হরিদ্বর্ণ লজেঞ্জস্ অধিক দেখা যায়। লাল রং করিতে হইলে কোচিনিল এবং হলদে রং করিতে হইলে জাফরাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোচিনিল এবং জাফ্‌রান স্পিরিট অব ওয়াইন এ ডুবাইয়া রাখিলে ইহার রং বাহির হয়। সেই রঙ্গীন জলের কিঞ্চিৎ চিনি মাখাইবার সময় দিলেই লজেঞ্জস রঙ্গীন হইয়া যায়। এ দেশের ময়রারাও সন্দেশে এইরূপে রং করে।

* * * *

WHITE WASHING বা কলি ফেরান

১। পাকা ঘরের দেওয়ালের গায়ে কলি ফিরাইতে হইলে এদেশের মিস্ত্রীরা ঝুল ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বাখারীর চূণের সহিত সামান্য পরিমাণ নীলবড়ি চূর্ণ দিয়া দেওয়ালের গায়ে উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া চেপটা ব্রুস দ্বারা দেওয়ালে সমানভাবে টানিয়া যায়, শুকাইয়া গেলেই দেওয়াল খুব পরিষ্কার নীলাভ শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে।

চূণের রোগের বীজ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। দেওয়ালে ঠেস দিলে চুণ গায়ে লাগে বলিয়া কেহ কেহ ইহাতে সামান্য পরিমাণ শিরীষের জল মিশ্রিত করিয়া দেয়; কিন্তু চূণের শিরীষের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে; এইজন্য দুই দিন পরে চুণ উঠিয়া গায়ে লাগে।

আর এক প্রকার উপায় আছে, তাহা চেষ্টা করিয়া সকলে দেখিতে পারেন। সদ্য পোড়ান চুণে জল দিবামাত্র চুণ ফুটিয়া উঠে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। এইরূপে চূণের জল তৈরী করিয়া তাহার আধ মণের সহিত দেড় পোয়া আন্দাজ পাকা মসিনার তৈল ঢালিয়া দিয়া খুব নাড়িতে থাক, একেবারে মিলিয়া গেলে ইহা দ্বারা কলি ফিরাইলে চুণ উঠিয়া গায়ে লাগে না। এই কলি ঘন হইলে ইহাতে জল মিশ্রিত করিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইষ্টক প্রস্তুতের কথা

অনেক পল্লীগ্রামে সহরের ন্যায় হঠাৎ ইষ্টক খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য কাহারও পাকা গাঁথ্‌নীর কিছু খারাপ হইলে, সহসা মেরামত করিবারও কোন উপায় থাকে না। এই জন্য অনেক পল্লীগ্রামে ক্ষমতা থাকিলেও অর্থবান লোকেও মটোর ঘর করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু জিনিষটা হাতের গোড়ায় থাকিলে অনেকেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহা মানুষের স্বভাব। কোন উদ্যোগী লোকে ইষ্টক এবং সুরকী প্রস্তুত করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, লোকে ঘরের পইটে, দাওয়া, মেজে বাঁধাইতে বিলক্ষণ আদরের সহিত তাহার গ্রাহক হইবে। ইহা দ্বারা ঘরে বসিয়া একটী সুন্দর ব্যবসার চলে, অথচ সাধারণের বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে।

* * * *

গহনার উপর মিনার

অলঙ্কারের উপর ইনামেলিং অর্থাৎ মিনের কাজ এদেশে পূর্ব্বে কখনও হইত না—ধনী লোকেরা অলঙ্কারের উপর ইনামেলিং অর্থাৎ মিনার কাজ করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইয়া দিতেন। তাহাতে অত্যন্ত ব্যয় পড়িত এবং বহুদিনে সুসম্পন্ন হইয়া আসিত। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কেবল একটী মাত্র ইংলিশ ফারম এই মিনার কার্য্য করিতেন, অত্যধিক দামের জন্য সাধারণের পক্ষে ইহা ব্যবহার করা সম্ভব হইত না।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এদেশে অনেক নূতন শিল্পের প্রচলন হইয়াছে। বাঙ্গালী কারিকর দ্বারা এই "মিনা করার" কাজটীও তাহার অন্যতম। তাহা এত সুন্দর ও মনোহর এবং এতই সুলভে প্রস্তুত হইতেছে যে, বাস্তবিক তাহা উল্লেখযোগ্য।

অলঙ্কারের উপর নানা প্রকার লতাপাতা ও ফল ফুলের নক্‌সা থাকে, সোণার উপর এই সকল নক্‌সা কাটিয়া বাহির করা হয়। এই নক্‌সা গুলিকে যথাযোগ্য বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া সজ্জিত করার নামই "মিনা করা"। এই যে রং ব্যবহৃত হয়, ইহা দ্বারা সোণার কোন ক্ষতি হয় না—জলে উঠিয়া যায় না, তৈলে বর্ণের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় না। এই রং স্বর্ণের গাত্রে কসের দাগের ন্যায় এমন সুন্দরভাবে স্বর্ণের সঙ্গে মিশিয়া থাকে যে, অলঙ্কারের একটা স্বাভাবিকশ্রী এই স্বচ্ছ বর্ণের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া ইহার সৌন্দর্য্যের আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে

"মিনে করা" অলঙ্কারাদি* তাই সকলেরই নয়নরঞ্জক দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি। ধরুন, "যুগল মিলন চিরুণী" ইহা রমণীগণের কবরীর ভূষণ, ইহাতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি, সম্মুখে নীল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গটী পর্য্যন্ত যথাযোগ্য বর্ণে চিত্রিত, কদম্ব বৃক্ষের প্রত্যেক পাতা, প্রত্যেক ফলটীও সুকৌশলে স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত, এদিকে গিনি সোণার উজ্জ্বল আভা ঈষৎ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—ইহা ত প্রকৃতই মনোহর হইবারই কথা। ইহারই নাম "মিনের কাজ", এদেশে প্রস্তুত হওয়ায় এক্ষণে অতি সুলভে ইহা সাধারণের মধ্যে লভ্য হইয়াছে—এরূপ শিল্পের উন্নতির জন্য সকলেরই উৎসাহ প্রদান করা উচিত। অধুনা মিনার কাজ করিয়া অনেকে বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন।

———

সার রূপে লাক্ষার রং ব্যবহার

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের Director of Industriesএর নিকট হইতে আমরা এই বুলেটীনটী প্রকাশের জন্য পাইয়াছি। লাক্ষা বীজ পরিষ্কার করার সময় উহা ধুইতে হয়। ধুইবার সময় যে রং বাহির হয়, উহা লাক্ষা শিল্পের একটি bye product বা আনুষঙ্গিক উৎপন্ন দ্রব্য। শুকনা অবস্থায় ইহা লাল অসমান আকারের একট জিনিসের মত থাকে। পূর্ব্বে ইহা তুলা ও রেশমের জিনিস রং করার জন্য ব্যবহৃত হইত। এই রঞ্জিত তুলাই এতকাল এদেশে আল্‌তা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু রং করার জন্য অন্য সহজসাধ্য জিনিস আবিস্কৃত হওয়াতে এখন আর ইহা ব্যবহৃত হয় না। বলিতে গেলে ইহা এখন এক প্রকার বিনা কাজেই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার অন্য কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখা যাইতে ছিল না। লাক্ষা পরিষ্কারক প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে যে, জমির সারের পক্ষে এই জিনিষটি উপকারী। ইহাতে নিম্নলিখিত সারের উপাদান পাওয়া গিয়াছে। নাইট্রোজেন শতকরা ২'৬৮ ফস্‌ফরিক এনহিড্রাইড (P 2·5) ৩৩ পটাস k2·78 মহুয়ার খৈলে যেমন শতকরা ২'৭৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, এবং উহা যেমন জমির সারের জন্য ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে, ইহাও তেমনি ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে মহুয়ার মত উপযোগী। অতি সহজেই ইহা প্রতি মণ দেড় টাকা হিসাবে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

হরিতকী

ইহার লাটিন নাম—"চেবুলা মায়রোবোলাম, (Chebulia Myrobolam) এদেশের অনেক জঙ্গলে ইহা এত প্রচুর জন্মে যে, ইহা এদেশের সওদাগরেরা ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া থাকেন; ইহা সংগ্রহ করিলে এদেশের অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হয়।

এই হরতিকীর অশেষ গুণের কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এত আলোচিত হইয়াছে যে, আমাদের সামান্য স্থানে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

বিদেশের রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এবং চিকিৎসকগণ এই হরিতকী সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

বৃটিশ মেডিক্যাল জারনাল নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা বলেন, "ইহা বিরেচক, অত্যন্ত কোষ্ঠ বদ্ধতায় ইহা সুন্দর কার্য্যকরী। আমাদের যত প্রকার বিরেচক ঔষধ আছে, ইহা তাহার তালিকা ভুক্ত হইতে পারে।"

"We have tried it carefully in several cases of habitual constipation and have no doubt it is a valuable addition to our list of laxatives."

ডাক্তার ওয়ারিং বলেন, এই হরিতকী বাজারে সকল বেনের দোকানেই পাওয়া যায়। ইহা কষায় আস্বাদ বিশিষ্ট, একটু লম্বা, ৫।৬টী শিরা বিশিষ্ট। ইহাকে চিবুলীক হরিতকী বলে, (Chebulic) হরিতকীর বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, পাটকিলে রঙ্গের।

মৃদু বিরেচক রূপে ইহা ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহার করিলে ২।৩ দাস্ত কোষ্ঠ সাফ হইতে পারে। ইহাতে পেট বেদনা হইবে না।

পূর্ণ বয়স্কের জন্য হরিতকী চূর্ণ	১ ড্রাম
দারুচিনি চূর্ণ	১ ঐ
জল বা দুগ্ধ	৪ আউন্স

দশ মিনিট অগ্নিতে চড়াইয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। এই পরিমাণে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি খাইলে ২।৩ বার পরিষ্কার দাস্ত হইবে।

১৪।১৫ বৎসরের বালকের মাত্রা উহার অর্দ্ধেক, ৮।১০ বৎসরের বালকের পক্ষে সিকি মাত্রা; খুব ছোট ছেলের ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দেওয়া উচিত।

ইহার আর একটী বিশেষ গুণের কথা বলিব। ইহার ক্ষত আরোগ্যকারী ক্ষমতা অদ্ভুত। যে সকল ক্ষতে রস এবং পূঁজ প্রচুর পরিমাণে পড়িতে থাকে, তাহাতে নিম্নলিখিত মলমটী দিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

হরিতকী চূর্ণ }
খদির চূর্ণ } সমভাগ।

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া খুব ভাল গাওয়া ঘৃতের সহিত উত্তম রূপে মিশাইবে, যেন পাতলা না হয়, মলমের মত হইবে। তাহাই লিণ্ট বা তুলার দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে, অবিলম্বে স্রাব

কম হইয়া ক্ষত আরোগ্য হইয়া যাইবে। দুইটী জিনিসই সঙ্কোচক (astringent)। একটা দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা গেল। গলসীর রাজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের মাতার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, পায়ের চাটুর উপর একটা ক্ষত হইয়া, প্রচুর জলবৎ দুর্গন্ধ স্রাব বাহির হইতে থাকে। স্থানীয় ডাক্তারগণ ইহাতে আইডোফরম, বোরাসিক্, কার্ব্বলিক তৈলাদি দ্বারা ড্রেসিং করিয়া সুফল দেখাইতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটী ক্রমে মৃত প্রায় হইয়া পড়ে; ক্ষতের অবস্থা দেখিয়া নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রয়োগ করা হয়।

(১) জাঙ্গী হরিতকী সিকি তোলা
(২) চিকি সুপারী ঐ
(৩) জৈনপুরী খদির ঐ

ইহার প্রথম দুটীকে কাষ্ঠের কয়লার আগুণে অর্থাৎ Charcoalএর মধ্যে দগ্ধ করিতে হয়। যখন খুব লাল হয়, তখন আগুন হইতে বাহির করিয়া একটী বাটী চাপা দিতে হয়,অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া জাঙ্গী হরিতকী ও সুপারীগুলি কাল হইয়া যায়। বাটী চাপা না দিয়া হাওয়ায় ফেলিয়া রাখিলে, জিনিস দুইটি ভষ্ম হইয়া যাইত, কোন কাজ হইত না। তারপর জৈনপুরী খদিরকেও আগুনে দিয়া একটু কড়া করিয়া লইতে হয়। তাহার পর হামাম দিস্তায় ফেলিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একটী মটর পরিমিত তুঁতেকে (Sulphate of copper) অগ্নিতে পোড়াইয়া যখন সাদা হইয়া যায়, তখন ঐ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আরও পিসিয়া একটী ন্যাকড়ায় সমস্তগুলি রাখিয়া

একটী থুপী করিতে হয়। ক্ষতস্থান উত্তম রূপে নিম পাতার জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা ক্ষতের জলটা শুষিয়া লইয়া, সেই থুপীটা আস্তে আস্তে ক্ষতের উপর নাড়িলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র মধ্য দিয়া যে গুঁড়া পড়ে, তাহার উপর ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়।

ফলাফল

প্রথম দিবসেই স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিবস ধৌত করিয়া দেখা গেল, ক্ষত স্থান স্বাস্থ্যযুক্ত, লাল হইয়াছে; তৃতীয় দিবস ক্ষত স্থান আর খোলা হয় নাই। ৭ দিন পরে ক্ষত আরোগ্য হইয়া একটী চটা উঠিয়া গেল, রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন। একটী স্ত্রীলোকের স্তনে ক্ষত হইয়া ক্যানসারের মত হইয়াছিল, একবার তাহাতেও উক্ত ঔষধ দিয়া আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছিল। হরিতকী যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, ইহা কষায় গুণ বিশিষ্ট, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে গ্যালিক এ্যাসিড বিদ্যমান থাকে। কাঁচা হরিতকীর বিরেচক গুণ অধিক। হরিতকী অশেষ গুণ বিশিষ্ট, এদেশেই জন্মে, কিন্তু এদেশের লোকে এ সকল বিষয়ে উদাসীন, তা না হইলে আমাদের এমন দশা হইবে কেন?

ব্যবসায়ে মালিক ও মজুরের সম্বন্ধ

আমরা ক্রমাগত আজকাল খরচ কমানোর প্রস্তাব চারিদিক হইতে পাইতেছি; কেননা, বাজারে কারবারের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। ধনী মহলে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে ও প্রথমতঃ তাঁহাদের মনোযোগ কর্ম্মচারীদের বেতন কমানোর উপর পড়িয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয়, ধনীরা এতদিন যাঁহারা কারবার করিয়া নিজেদের বেশ কিছু সংস্থান করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কি লজ্জার কথা নহে, যে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন সংস্থান না করিয়া এ দুঃসময়ে তাহাদের চাকুরী হইতে অপসারিত করার প্রস্তাব করেন বা তাহাদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব করেন? ব্যবসা ক্ষেত্রে ধনের যেমন মূল্য বা প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত কর্ম্মচারীরও তেমনি প্রয়োজন আছে, দেশে ধনী অপেক্ষা মজুরের সংখ্যা অনেক বেশী, সুতরাং মজুরদের অবস্থার ভাল মন্দর উপর দেশের ভাল-মন্দ নির্ভর করিতেছে।

ব্যবসার উন্নতি হইলেই যখন ধনী আর নিজে কাজ কর্ম্ম দেখিতে না পারেন, তখনই তিনি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। কর্ম্মচারী বা মজুর তাঁহার কার্য্যের বা পরিশ্রমের অংশ গ্রহণ করিয়া ব্যবসা চালায় ও তাহার লভ্যাংশ হইতে কর্ম্মচারী বা মজুরের বেতন দেওয়া হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যবসায়ে যেখানে ধনী কর্ম্মচারী রাখেন সেটিকে একটী Partnership কারবার বলা যাইতে পারে ও প্রত্যেক সাহায্যকারীকে একজন Partner বলা যাইতে পারে। মালিক নিজে একজন Financier ও organiser বলিয়া দাবী করিতে পারেন এবং তজ্জন্য তিনি লাভের অধিকাংশ দাবী করিতে পারেন। কিন্তু যতদিন তাঁহাকে তাঁহার ব্যবসা চালাইবার জন্য লোকের সাহায্য লইতে হয় ততক্ষণ তিনি স্বাধীন বলিতে পারেন না। এটী reciprocal বা পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ মালিক কর্ম্মচারী বা মজুরদের অংশীদার ও কর্ম্মচারীরা বা মজুররা মালিকের অংশীদার, পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ধনী বা মজুর নিজে নিজে স্বাধীন একথা চিন্তা করা বোকামি মাত্র; তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অংশীদার মাত্র। ইহার বিপর্য্যয় চিন্তা করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয় ও তাহাতে মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়।

প্রত্যেক মালিকের ইহা লক্ষ্য হওয়া উচিত বা ইহা গৌরবের বিষয় হওয়া উচিত যে তিনি বাজারে সকলের অপেক্ষা তাঁহার কর্ম্মচারীদের উচ্চ বেতন ও বেশী সুবিধা দিতেছেন। ইহাই তাঁহার ব্যবসায়ের সর্ব্বোচ্চ কৃতকার্য্যতার লক্ষণ ও প্রত্যেক কর্ম্মচারীর তাঁহাকে ঐরূপ সুবিধা দিবার সুযোগ দেওয়া কর্ম্মচারীদের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্যের ও গৌরবের বিষয়। একথা যদি কর্ম্মচারীর সর্ব্বদা মনে হয় যে তিনি যাহা কিছু ব্যবসার উন্নতি করিবেন বা করিতেছেন তাহার সম্পূর্ণ ফলাফল তাঁহার মালিক একাকাই উপভোগ করিবেন বা করেন তবে তাহার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে। আর যদি তিনি জানেন যে ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজেরও উন্নতি সাধন হইতেছে তাহা হইলে তাঁহার শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে।

ব্যবসায়ে যেরূপ আয় হইবে সেই অনুসারে তাহার আশা করা প্রয়োজন, কারণ যাহা ব্যবসায় দিতে পারে তাহা অপেক্ষা বেশী খরচ হইলে সে ব্যবসায় থাকিতে পারে না। যেমন একটী চৌবাচ্চায় যে বেগে জল আসে যদি তাহা অপেক্ষা অধিকতর বেগে জল নিকাশ হয় তবে ঐ চৌবাচ্চা নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ পরে শুকাইয়া আসিবে ও যাঁহারা ঐ চৌবাচ্চার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন তাঁহাদের তৃষ্ণার্ত্ত থাকিতে হইবে। তাঁহারা হয়তো মনে করিতে পারেন যে এক চৌবাচ্চা শুকাইয়া গেলে অন্য চৌবাচ্চায় যাইব, কিন্তু সে শুধু সময় সাপেক্ষ, যখন সবগুলিই ক্রমাগত শুকাইয়া যাইবে। কর্ম্মচারীদের বেশী বেতন বা বেশী সুবিধা ব্যবসায়ের লাভ হইতে হওয়া চাই। প্রত্যেক মালিক বা ম্যানেজারের ইহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে যাহাতে তিনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর বেতন তাঁহার কর্ম্মচারীদের দিতে পারেন। ম্যানেজার বা মালিক অবশ্য বেশী বেতন দিবার কর্ত্তা নহে; প্রকৃত পক্ষে দিবে ব্যবসায়ে, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরাই উহা উপায় করিয়া দিবে। প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও মজুর যদি সর্ব্বান্তকরণে পরিশ্রম করে ও ব্যবসায়ে যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার পারিতোষিক ও ক্রমোন্নতি হওয়া উচিত। The man who contributes much should take away much. Therefore no element of charity is present in the paying of wages অর্থাৎ যে যেমন বা যতটুকু শক্তির ব্যয় করিবে সে সেই পরিমাণ পুরস্কার পাইবার যোগ্য এবং হকদার; ইহার মধ্যে কোন দানের কথা নাই। যে কাজ করিবে সে যদি মনে মনে নানাপ্রকার সাংসারিক অভাব, অনটন ও অশান্তির কথা চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ব্যবসায়ে ষোল আনা মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

একজন কর্ম্মচারী যদি মনে করে যে তাহার এই চাকুরীতে কেবল মাত্র তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইতেছে না, পরন্তু তাহার পুত্র কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সকলেরও তাহার মত স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে তবেই তাহার কাছে ইহা ভাল লাগিবে, নতুবা সে কখনই প্রাণপণে ও একান্ত চিত্তে কাজ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থা উভয় পক্ষেরই ক্ষতিকর।

বেতন বা মজুরী, কর্ম্মচারী বা মজুর নিযুক্ত করার সময় নির্দ্ধারিত হয়; ইহা এক প্রকার লাভের অংশ। পূর্ব্ব হইতে দিবার বন্দোবস্ত. (profit sharing fixed in advance) কিন্তু অনেক সময় এমন ঘটে যে বৎসরান্তে হিসাব

নিকাশ করিয়া দেখা গেল যে কর্ম্মচারীদের আরও কিছু বেশী দেওয়া যায়, সেই সময় ঐ বেশী উদ্বৃত্ত হইতে যদি তাহাদিগকে একটা Bonus বোনাস্ দেওয়া হয় তবে তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যম দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়।

ব্যবসা জাতিকে উন্নতির পথে লইয়া যায়; অন্য জাতির সহিত সমকক্ষ করে। ইহা আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির একমাত্র সোপান। সুতরাং আজ এই জাতি গঠনের নবযুগে সাম্যবাদকে উপেক্ষা করা চলে না। সকলকে তাহার ন্যায্য দাবী দিতে হইবে ইহা যিনি না বুঝিতে পারিবেন বর্ত্তমান যুগের ব্যবসা ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান নাই।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বস্ত্রাদিতে রং করার প্রণালী

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা এণ্ডি, মুগা, মটকা প্রভৃতি বস্ত্র সুন্দররূপে পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

প্রথমেই পাকা আধ পোয়া ভাল কাপড় কাচা সোডা জলে গুলিয়া তাহার সহিত আধপোয়ার কিছু কম কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা পাত্রে রাখিয়া জাল দিবেন। যখন দেখিবেন যে জল বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে, তখন একখানা চাদর সেই গরম জলে ডুবাইয়া সামান্য একটু জাল দিয়া নামাইয়া রাখিবেন। পরে একটু ঠাণ্ডা হইলে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লইলেই চাদর কেমন সুন্দর ভাবে পরিষ্কার হইয়াছে দেখিতে পাইবেন। বহুদিন যাবত আমাদের পরিবারে এণ্ডি মটকার চাদরাদি এইভাবেই পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে ; এখানে বলা আবশ্যক যে, এক একখানি প্রমাণ চাদরের পক্ষেই উপরি উক্ত পরিমাণ ধরিয়া লইতে হইবে।

কাশ্মিরী মশলা বলিলে আমরা সাধারণতঃ "রীঠা" নামক একপ্রকার বস্তুকে বুঝি ; উহা বেণেতি দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই 'রীঠা' দ্বারা রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদিও সুন্দররূপে পরিষ্কার হয়।

রেশমী ও পশমী বস্ত্র পরিষ্কার

রীঠা ভিন্ন অন্য উপায়েও রেশমী ও পশমী বস্ত্র পরিষ্কৃত হইতে পারে। প্রথমে রেশমী কাপড় কাচার কথা বলিতেছি, আধ পোয়া মধু, আধ পোয়া নরম সাবান, আধ পোয়া জিন মদ, আধ সের গরম জলে মিশাইবেন, পরে খাটের উপর একখানা সূতী কাপড় পাতিয়া তার উপর রেশমী কাপড় বিছাইয়া মিশ্রিত জিনিষটী খুব আস্তে আস্তে কাপড়ে ঘষিয়া দিয়া ১০।১৫ মিনিট কাল রাখিয়া দিবেন। পরে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া লইলেই কাপড় বেশ সাফ হইবে।

কাপড় যদি রঙ্গীন হয়, তাহা হইলে একসের গরম জলে আধ পোয়া ভাল সাবান গুলিয়া হাতে-সওয়া এমন গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে কাপড় খানা বারংবার চুবাইয়া অবশেষে ঈষৎ গরম জলে ধুইলেই সুন্দররূপে সাফ হইবে।

লাল বা ফিরোজা রঙের কাপড় লেবু-মিশান

বা ফিট্‌কিরির জলে ধুইবেন, তাহা হইলে আর বর্ণ খারাপ হইবে না।

এখন পশমী বস্ত্রের কথা বলিব। পশমী কাপড় সাফ করিতে হইলে, প্রথমে কাপড় বা জামা রৌদ্রে দিয়া বুরুশের সাহায্যে ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিবেন পরে পরিষ্কার জলে সাবান গুলিয়া উহার সহিত ঈষৎ গরম জল মিশাইয়া সেই জলে বার বার কাপড় চুবাইবেন ; এরূপ কয়েকবার করিলেই ময়লা উঠিয়া যাইবে। জল বেশী ময়লা হইলে, পুনরায় ঐভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলুসিদ্ধ করিয়া যে জল থাকিবে, তাহাতে মটকাদি কাপড় ফেলিয়া রাখিলে, তদ্বারা (সিল্কের কাপড় মাত্রেরই) ময়লা অতি সহজেই উঠিয়া যাইবে আর কাপড় কাচিবার পর যদি এক পাইণ্ট (প্রায় আধ সের) জলে এক চামচ 'মেথিলেটেড স্পিরিট' মিশাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা দেখিতে ঠিক নূতনের মত হয়।

এখানে কয়েকটী রঙের নাম ও উৎপত্তি দেওয়া গেল। বকম নামক কাঠ হইতে বেগুনী ও লাল রঙ পাওয়া যায়। অম্লরস লাগিলে বেগুনী রঙ লাল হইয়া যায়, রেশমী কাপড়ে এই ক্বাথ তৈয়ারী করিয়া কাপড় রঙ করিতে হয়।

এখানে আর একটি রঙের কথা বলিব, যাহা সচরাচর বহিতে দেখা যায় না। শুষ্ক পেঁয়াজের খোসা অনেক সময়ে আমরা অবজ্ঞার সহিত ফেলিয়া দেই, কিন্তু তাহা হইতে যে খুব পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যায়, তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন না।

খোসা হইতে রং বাহির করিবার উপায়

খুব গরম জলের ভিতর পেঁয়াজের খোসা ভিজাইয়া রাখিলে দেখিতে পাইবেন তাহা হইতে কেমন সুন্দর গাঢ় উজ্জ্বল হরিদ্রা রং বাহির হইয়াছে তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া পরে ফিটকিরির জলে কিছু সময় রাখিয়া শুকাইলে খুব পাকা রং হইবে। ভারতে এমন অসংখ্য ফল ফুল, লতা-পাতা রহিয়াছে যাহার সাহায্যে সূতা, কাপড়াদিতে ইচ্ছামত যে কোন রং করা যাইতে পারে। কোন্ গাছ-গাছড়া হইতে কি রং পাওয়া যাইতে পারে, তাহা দেখান যাইতেছে। যথা :—

১। হরিদ্রা হইতে উজ্জ্বল বাসন্তী রং পাওয়া যায়। (ক) হলুদ গোলা জলে প্রথমে চুণ, পরে ফিটকারী গুলিয়া তাহাতে সূতা বা কাপড় ভিজাইয়া রাখিলে রং ধরিয়া যাইবে। ইহার পর ছায়ায় শুকাইয়া লইলেই সুন্দর বাসন্তী রং হইবে। (খ) হরিদ্রা রং করা সূতা (ছায়ায় শুকাইবার পর) নীল তুঁতে ভিজান জলের সহিত চুবাইলে, সবুজরং, হীরাকষের জলে ভিজাইলে, কতক গোলাপী রং, বার সাবানের জলে ভিজাইলে খাঁটী গোলাপী রং হইবে এবং সোডার জলে ভিজাইলে ফিকে বাদামীরং তৈয়ারী হইবে। এই সকল রঙের প্রত্যেকটী পাকা। (গ) হীরাকসের জলে একটু চুণ মিশাইয়া সূতা ভিজাইলে চাঁপাফুলের মত রং হইবে।

২। হরিতকী হইতে কাল, সবুজ, পীত প্রভৃতি রং পাওয়া যায়। (ক) হরিতকী-ভিজান জলের সঙ্গে ফিটকারী মিশাইলে সুন্দর পীত রং তৈয়ারী হয়। (খ) উক্ত জলের সহিত তেঁতুল মিশাইলে কাল রং এবং নীল মিশাইলে সবুজ রং পাওয়া যায়। ঐ সঙ্গে সামান্য গুড় মিশাইলে সবুজ রং খুব উজ্জ্বল হয়।

৩। ডালিমের খোসা হইতে পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যায়। উক্ত রং পাকা ধানের মত।

৪। পেঁয়াজের শুক্‌না খোসা হইতে (যাহাকে আমরা অবহেলায় ফেলিয়া দেই) খুব পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যায়। উক্ত খোসা খুব গরম জলে ভিজাইয়া রাখিলে খুব উজ্জ্বল হরিদ্রা রং বাহির হয়। তাহাতে সূতা ভিজাইয়া পরে ফিটকারীর জলে কিছু সময় রাখিয়া ছায়ায় শুকাইলেই গাঢ় পাকা হরিদ্রা রং হইয়া যাইবে।

৫। গরান-ছাল হইতে উত্তম গেরুয়া রং হয় এবং উহা খুব পাকা রং হয়।

৬। মঞ্জিষ্ঠা হইতে পাকা রং পাওয়া যায়। মঞ্জিষ্ঠার পাতা গুঁড়া করিয়া সূতা সহ একত্রে মাটির হাঁড়িতে জ্বাল দিলে সুন্দর লাল রং হইয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, আচার্য্য পি, সি, রায় প্রণীত "দেশী রং" নামক পুস্তকখানি দেখিতে অনুরোধ করি। উহা কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।
—শ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ। (বঙ্গবাণী)

ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটীতে নলিনী বাবুর রিপোর্ট

নানাদেশের ব্যাঙ্কের কার্য্য পদ্ধতির সহিত দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহের কার্য্য পদ্ধতির আলোচনা

আর্থিক সাহায্য ব্যতীত কোন দেশেরই শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনেক প্রতিষ্ঠান কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া হয়তো অর্থের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়, না হয় কোম্পানীটিকে বাধ্য হইয়া অপরের হাতে দিতে হয়। বাঙ্গলায় এইরূপ ছোট বড় বহু কোম্পানী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা পরিচালকগণ তাহাদের স্বত্বাধিকারিত্ব হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে যেখানে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করে, সেখানে আমাদের দেশের কোম্পানীগুলি অনাদরে অবিশ্বাসে ও উপেক্ষায় নষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কগুলি শিল্প বাণিজ্যের প্রধান সহায়। কিন্তু আমাদের দেশে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কও নাই, গবর্ণমেণ্টও বিমুখ। সুতরাং বিদেশের সকল জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে ব্যবসা জাঁকাইয়া বসে, আমাদের ব্যবসাগুলি তখন সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে ধুঁকিতে থাকে।

এই কারণে অবিলম্বে এদেশেও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটিও ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ প্রস্তাবে ইউরোপীয়ান চেম্বার্ অব্ কমার্স্ অথবা বিদেশী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে উৎসাহ দেওয়া দূরের কথা, সময় ও সুযোগ বুঝিয়া বিরোধিতা করিতেও বাধা করেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষে পৃথক্ ভাবে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন আরও অনাবশ্যক। তাঁহারা আরও বলেন যে ভারতীয়দের ব্যবসায়ে দক্ষতা নাই বলিয়াই তাহারা বিশেষ ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য

চীৎকার করে। যে সকল ইংরেজ ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই শিল্প বাণিজ্য সাহায্যের জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে অভিমত জানাইয়াছেন. কিন্তু ইংলণ্ডেও এইরূপ ব্যাঙ্ক আছে এবং তাহাদের দ্বারা ব্যবসায়ের সাহায্য করা হয়। পূর্ব্বে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়াই বৃটিশ সুতার কলগুলিতে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হইত। কিন্তু কলগুলি সেই উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিত কিনা, তাহাদের উন্নতি হইতেছে কি না সে-সব বিষয়ে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ইহার ফলে মিলের যখন আবার টাকার প্রয়োজন হইত, তখন আর ব্যাঙ্কের নিকট তাহা পাওয়া যাইত না। অথচ হয়তো সেবারে সাহায্য

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার

পাইলেই মিলের সকল অসুবিধা দূর হইয়া উহার অবস্থা খুব ভাল হইতে পারিত। ঠিক সেই সঙ্কটের সময়েই টাকা না পাওয়াতে কলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্যাঙ্ক এবং মিল উভয়েরই বিপদের আশঙ্কা থাকে। সেইজন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া বৃটিশ শিল্পের অবস্থা তদন্তের জন্য যে কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহারা বলেন যে ব্যাঙ্ক যদি টাকা কর্জ্জ দেওয়ার সঙ্গে মিলের কার্য্য কলাপ ও উন্নতি অবনতির প্রতি লক্ষ্য রাখে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ও মিল উভয়েরই উন্নতি হইতে পারে। অবশেষে তাঁহাদের এই পরামর্শের ফলেই ব্যবসা পরিচালন ও তাহাদের অর্থ-সাহায্যের জন্য বিশেষ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের মত দেশ যাহার ব্যক্তিগত অর্থ অনেক বেশী, যেখানকার লোকের ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস মজ্জাগত, যে দেশে ধনী মহাজনের

অভাব নাই, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মূলধন অতি স্ফীত, সেখানেই যখন ব্যবসায়ের সাহায্যের জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজন হয়, তখন ভারতবর্ষের মত সম্বলহীন অসহায় দেশের শিল্প রক্ষার্থে এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপন যে কত প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। নলিনীবাবু ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটিতে তাঁহার পৃথক্ বিবৃতিতে এই প্রয়োজনের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কেবল ইংলণ্ডেই নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ দিয়া বিদেশের শিল্প বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, নলিনীবাবু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন। জার্ম্মেণীর ব্যাঙ্কিং প্রথাই ইউরোপের প্রায় সকল দেশে অনুসরণ করা হয়; কিন্তু ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি ইহার যেরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন নলিনীবাবু তাহা যথেষ্ট মনে করেন নাই। জার্ম্মেণীর ব্যাঙ্কসমূহে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে ব্যবসায়ের মূলধনের জন্য টাকা কর্জ্জ দেওয়ার প্রথা আছে, লোক যাহাতে তাহাদের আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খাটায়, তজ্জন্য সেখানে সুদৃঢ় জনমত গঠিত হইয়াছে। সেখানকার লোক ব্যবসায়ে টাকা খাটাইবার প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা যাহাতে এইরূপ অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করে। তাহারা বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল যে এমন কোন এজেন্সী থাকা আবশ্যক যাহাদের উপর ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস আছে, এবং সেই বিশ্বাস তাহারা দেশীয় শিল্পের মূলধনে লাগাইতে পারে। এইরূপ সঙ্কল্প হইতেই জার্ম্মেণীর ক্রেডিট ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে এবং তাহাতে জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কগুলিরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া জার্ম্মেণী তাহার শিল্প বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। কিন্তু এখনও যে সকল নূতন প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে বড় বড় ব্যাঙ্কের সাহায্য নাই সে সকল প্রতিষ্ঠানে জার্ম্মেণীর লোক সহজে টাকা খাটাইতে চায়না। ব্যাঙ্কের সহিত শিল্পবাণিজ্যের এই সংযোগের কথা উল্লেখ করিয়া জার্ম্মেণীর ব্যাঙ্কিং বিশারদ ডাঃ জিডেল্স্ বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরম্ভ হইতে লিকুইডেসনে যাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সাহায্য করে এবং সম্পদে বিপদে, সুদিনে দুর্দ্দিনে তাহাদের সহায়তা করে, এবং তাহাতে নিজেরাও লাভবান হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সহিত ব্যবসায়ের কোন সংযোগ নাই। সামান্য যেটুকু সম্পর্ক দেখা যায় তাহা কেবল উত্তমর্ণ অধমর্ণের। তাহাতে কাহারও উন্নতির জন্য কেহ আগ্রহান্বিত নহে। নলিনীবাবুর জার্ম্মান ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখকরার প্রধান কারণ এই যে,ইউরোপের প্রায় সকল দেশের ব্যাঙ্কগুলিই জার্ম্মাণীর আদর্শে পরিচালিত হয়। এই আদর্শ এদেশেও অনুসৃত হইলে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের পরস্পর সাহচর্য্যে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ এক সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা দেশের লুপ্তশ্রী ফিরাইয়া আনিতে পারিবে।

কেবল জার্ম্মাণীতে নহে, বেল্জিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড,ইটালি,জাপান প্রভৃতি সকল দেশেই ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের বন্ধন অতি দৃঢ়! একমাত্র ব্যাঙ্কের সাহায্যেই বেল্জিয়াম শিল্প সম্পদে এত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বেলজিয়ামের সোসিয়েট জেনারেল ডি বেল্জিকই (Societe

General de Belgique) ইউরোপের প্রথম ব্যাঙ্ক যাহারা কতক পরিমাণে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ভার গ্রহণ করে, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের সাফল্য দেখিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ব্যাঙ্কের আদর্শ অনুসরণ করা হয়।

ফ্রান্সের শিল্পসমূহে অর্থসাহায্য দানের নিমিত্ত কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাঙ্ক দি এফেয়ার Bank d' affairs নামে কতকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। এই সকল ব্যাঙ্ক জার্ম্মাণীর প্রথায় দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা করে।

সুইজারল্যাণ্ডে ট্রাষ্টব্যাঙ্কগুলি কতকগুলি বস্তু ইস্যু করে। সেই বস্তুর বিক্রয় লব্ধ টাকা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে খাটানো হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক আছে, তথায় সেইগুলিই দেশীয় শিল্পের সাহায্য করে, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক দ্বারা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়না। বিশেষতঃ কমারসিয়াল-ব্যাঙ্কে অনেক সময়েই শিল্পের সাহায্যেরজন্য প্রয়োজনমত দীর্ঘ দিনের মেয়াদে যথেষ্ট টাকা পাওয়া সম্ভব হয়না।

ইটালিতে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেয়ার ক্রয় করিয়া তাহাদের আর্থিক সাহায্য দান করিত, কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা গেল যে উহাতে এমন জটিলতা সৃষ্ট হইতেছে যে নূতন কোন ব্যবস্থা না করিলে চলেনা। তখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে ঋণ দিবার জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইল।

এসিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে শিল্পে বাণিজ্যে জাপান সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত। সেদেশের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কই এই উন্নতির প্রধান কারণ। ১৯০২

খৃষ্টাব্দে জাপানের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক প্রথম স্থাপিত হয়। এবং গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ইহা শীঘ্রই জাতীয় সমৃদ্ধির একটি প্রধান অবলম্বনরূপে গৃহীত হয়।

অতি আধুনিক যুগেও দীর্ঘ-দিনের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ পাইয়া যাহারা শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়েছে আয়র্লণ্ড তাহাদের অন্যতম। আইরিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাষ্ট কোম্পানী স্থাপিত হয়। সেই হইতে গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ট্রাষ্টকোম্পানী দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দীর্ঘদিনের মিয়াদে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

নলিনীবাবু উপরোক্ত দেশের ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও চেষ্টাই শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে। দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ দানের নিমিত্ত কয়েকটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আবশ্যক। এই সকল ব্যাঙ্ক জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া, যাহারা টাকা লগ্নী করে তাহাদের টাকা যাহাতে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে খাটানো যায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। তৃতীয়তঃ, এই কার্য্যের জন্য কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে পৃথক কোন প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক।

নলিনীবাবু বলিয়াছেন ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিংএর যে অবস্থা বিদ্যমান, তাহাতে এখানেও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন একান্ত আবশ্যক। এখানে যে সকল কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক আছে তাহারা দীর্ঘদিনের মেয়াদে কোন ব্যবসায়ে টাকা কর্জ্জ দিতে পারে না। কারণ তাহাদের আমানতের অধিকাংশ টাকাই অল্পদিনের মেয়াদে রাখা হয়, সুতরাং ব্যাঙ্কের নিজ আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই তাহাকে অনেক টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হয়। জনসাধারণের বিশ্বাস অব্যাহত রাখিতে ও আমানতকারীদের চাহিদা মিটাইতে এই সকল ব্যাঙ্কের অধিকাংশ টাকাই নিজ তহবিলে জমা থাকে।

কেহ কেহ বলেন, যেসকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন, তাহারা নিজেরাই ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়া তাহাদের আর্থিক অভাব দূর করিতে পারেন। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের কি প্রয়োজন? যাহারা একথা বলেন, ইহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে ডিবেঞ্চার ইস্যু করিলেই লোক তাহা কিনিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। অথবা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি লোক এত সহানুভূতি সম্পন্ন যে ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করাকেই তাহারা অর্থের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের অবস্থা তেমন নহে। তেমন হইলে আর এমন করিয়া দেশ নিঃস্ব হইত না। এখানে ব্যবসায়ের জন্য লোকের নিকট টাকা পাওয়া এক বিষম ব্যাপার! স্বেচ্ছায় বড় কেহ দেয় না, উপকারিতা বুঝাইয়া ভবিষ্যৎ লাভের অঙ্ক দেখাইলেও সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না। অবশ্য দুই একটি এমন বড় কোম্পানী আছে যাহারা ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়া দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির তুলনায় তাহাকে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের প্রায় সকল ব্যক্তিই অতি ক্ষুদ্র অথবা মধ্যম শ্রেণীর। তাহাদের পশ্চাতে গবর্ণমেণ্ট বা ব্যাঙ্ক কাহারও অভয় হস্ত নাই।

ওরিয়েণ্টালের বেঙ্গল ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী মিঃ এল্, আর, কৃষ্ণস্বামীয়ার

ভাগ্যক্রমে সকল সঙ্কট এড়াইয়া যদি কোন ক্রমে টিকিতে পারিল ত' থাকিল, না হইলে ত' একেবারেই গেল। যাহারা গেল তাহাদের জন্য কেহই ভাবিতে প্রস্তুত নয়।

এদেশে যাহাদের টাকা আছে, তাহারা অনিশ্চিত ব্যবসায়ের জন্য তাহা খাটাইতে ভয় পায়। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা ব্যবসায়ের জন্য টাকা লগ্নী করাকেই অর্থের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার বলিয়া জানে। এদেশের ধনীদের এই অনাবশ্যক ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। এখানে সরকার উদাসীন, ধনীগণ সদা শঙ্কিত, সুতরাং শিল্প বাণিজ্য সবই ম্লান ও নিষ্প্রভ। বিদেশী সরকারের অধীনে বিদেশী শিল্পই প্রাধান্য লাভ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

নলিনীবাবু বলেন, সরকারী নীতির ফলে লোকের বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের দিকেই অর্থ-লগ্নীর ঝোঁক জাগিয়াছে, কিন্তু দেশীয় শিল্পের জন্য সেই অনুপাতে সহানুভূতি জাগে নাই।

বীমাকোম্পানীর কাজ

বীমা কোম্পানীর কর্ম্মপ্রসার করিতে হইলে বহু উদ্যোগ আয়োজন আবশ্যক। প্রথমতঃ হেড্-আফিস হইতে অনেক ইনস্পেক্টর বা পরিদর্শক নিযোগ করা হয়। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বেতন এবং কাজের উপর একটা কমিশন দেওয়া হয়। এই সকল ইনস্পেক্টর মফস্বলে অথবা বড় সহরের নানাস্থানে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু যখন নিজের দেশ, প্রদেশ বা জিলা ছাড়াইয়া আরও দূরে কর্ম্ম-প্রসারের আবশ্যক হয়, তখন কোম্পানী বিভিন্ন প্রদেশে কতকগুলি শাখা অথবা প্রশাখা স্থাপন করেন, এই কেন্দ্রগুলি এক একজন কর্ম্মচারীর অধীনে রাখা হয়। ইহাদের কার্য্যাবলী সাধারণতঃ ম্যানেজার, রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী, এজেণ্ট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা এইরূপ কোনরূপ কোন নামে পরিচালন করা হয়। ইঁহারা বেতন এবং কমিশনে নিযুক্ত হন এবং ইঁহাদের অধীনে কয়েকজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী থাকেন। এই কর্ম্মচারীদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে অফিসে কোন পদ খালি হইলে যেন তাহাদিগকে উক্তপদে উন্নীত করা যায়। এই প্রকার শিক্ষায় জিলা গুলির কার্য্য এবং উপযুক্ত এজেণ্ট নিয়োগের উপায়, বীমার প্রকার ভেদে কোন্‌টার কিরূপ সুবিধা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হয়। অন্য পাঁচটি কোম্পানী হইতে তাঁহাদের কোম্পানীর বিশেষত্ব কি, এবং ইহার অভাবই বা কি এবং কি করিলে উপযুক্ত পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করা যায় তাহাও জানা একান্ত আবশ্যক। এজেণ্ট অথবা বীমাকারীর যে কোন অসুবিধা হউক, কোম্পানীর কর্ম্মচারী দিগকে তাহার সকল প্রকার প্রতিকার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, তাহাদের কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যা উপস্থিত হইলে উহার সমাধান করিতে হইবে, যদি কিছু বুঝিতে খট্‌কা লাগে তবে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। জিলায় যাহারা কোম্পানীর প্রতিনিধি তাহাদের সহিত পরিচয় থাকাও বিশেষ আবশ্যক। ইহা ছাড়া শাখা অফিসের কর্ম্মচারী

দিগের হিসাব রাখার সমুদয় পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। যে কোন সময় কোম্পানীর অবস্থা এবং উন্নতির বিবরণ কোম্পানীর হেড্ অফিস্ এবং ডিরেক্টরদের নিকট দাখিল করার সকল প্রকার জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রস্তাব পত্র

পূর্ব্বে প্রস্তাব পত্রে অনেক প্রকারের খুঁটিনাটি প্রশ্ন থাকিত। ইহাতে বীমাকারিগণ ভীত হইতে পারেন বলিয়া Proposal form বা প্রস্তাব পত্রকে এখন সহজ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বীমাকারীর স্বাস্থ্য, পারিবারিক ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন থাকে উহার উত্তর প্রদান করা সহজ এবং প্রশ্নগুলিও বেশ সহজ-বোধ্য। সাধারণতঃ এই সকল প্রস্তাব পত্রে বীমাকারীর নাম, ঠিকানা, ব্যবসায়, বাসস্থান, জন্মস্থান, বয়স, বিবাহিত কি অবিবাহিত ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহার পরে কোন্ প্রকারের বীমা করা হইবে, বীমাকারীর চিকিৎসক কে—তাহার দুইজন নিকট বন্ধুর নাম এবং তাহার স্বাস্থ্য এবং স্বভাব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে বীমাকারীকে এই মর্ম্মে একখানি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হয় যে প্রস্তাব পত্রে বর্ণিত বিবরণ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষক ডাক্তারের নিকট প্রদত্ত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য। উক্তরূপ বর্ণনাপত্র এবং ডাক্তারী পরীক্ষার বিবরণের উপরেই বীমার সত্ত গ্রহণ করা হয়।

ডাক্তারী পরীক্ষার ফর্ম

বীমার প্রস্তাব পত্রের প্রশ্ন হইতে ডাক্তারী পরীক্ষার প্রশ্নগুলি অন্যরূপ। ইহা যদিও সহজ তথাপি ইহা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ পূর্ণ। প্রশ্নগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি বীমাকারীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে,অপর-গুলি তাহার পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে। প্রথম বিভাগে বীমাকারীর কোন বিশেষ অসুখ অথবা দুর্ঘটনা হইযাছে কিনা যাহাতে ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার শারীরিক কোন অঙ্গ বিকলতা আছে কিনা, টিকা লইয়াছেন কিনা ইত্যাদি, এবং স্বভাব, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

দ্বিতীয় বিভাগের প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ বীমাকারীর পিতা মাতা এবং অন্য কোন আত্মীয়ের ক্ষয়কাশ, উন্মাদ রোগ, সন্ন্যাস, বাত এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষত রোগ ছিল কিনা যাহা বীমাকারীর দেহেও ব্যাধি সৃষ্টি করিতে পারে তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা হয়।

উক্ত প্রশ্নগুলি ব্যতীতও ডাক্তার বীমাকারীর দেহের ওজন দৈর্ঘ্য, বুকের বেড় প্রভৃতি পরিমাপ করিয়া থাকেন, এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গও পরীক্ষা করেন। মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা বীমাকারীর দেহে কোন প্রকার ক্ষয়ের লক্ষণ আছে কিনা দেখা হয়। ডাক্তারী পরীক্ষার সময়েও বীমাকারীকে এই মর্ম্মে একখানি অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয় যে ডাক্তারের নিকট প্রদত্ত সকল বিবরণই সত্য এবং এই সত্য উক্তির বলেই বীমা চুক্তি করা হইল।

চিকিৎসক এবং বন্ধুর রিপোর্ট

প্রস্তাবপত্রে বীমা কারীর গৃহ চিকিৎসক কে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি বীমার পূর্ব্বে কোন গুরুতর অসুখ অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে তবে সেই অসুখের ও চিকিৎসকের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। সামান্য অসুস্থতা থাকিলেও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

বীমাকারী সম্বন্ধে অনেক খবর বলিতে পারে

এইরূপ দুইজন বন্ধুর নাম চাওয়া হায়। এই দুই জন বন্ধুর নাম এবং তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ ও বীমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এইরূপ বন্ধুদের সহিত রক্তের সম্পর্ক থাকিলে চলিবেনা এবং স্ত্রীলোক হইলেও হইবেনা। বীমাকারী প্রস্তাব-পত্রে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা সত্য কিনা ইহা জানাই প্রধানতঃ বন্ধুদের সন্ধান নিবার উদ্দেশ্য। ইহার অবশ্য আর একটী কারণও আছে। এই বন্ধুদের নামের মধ্য দিয়া কোম্পানী যাহাদের নিকট ভবিষ্যৎ বীমার জন্য যাইতে পারেন তাহারও একটা তালিকা পাইয়া থাকেন। এমনও সন্দেহ করা যায় যে দ্বিতীয় কারণই বন্ধুর রিপোর্ট সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য। কেননা কাহারও বন্ধু সম্পর্কে তাহার বন্ধুর রিপোর্ট যে বিরোধী হইতে পারে না তাহা একরূপ অবধারিত। সুতরাং বন্ধুর নাম সংগ্রহের আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?

এজেন্টের রিপোর্ট

বীমাকারীর আবেদন সম্পর্কে যে এজেন্ট বীমাকারীকে কোম্পানীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন তাহার একটি রিপোর্ট দিতে হয়। এই রিপোর্টের বেশী মূল্য নাই। ইহা বলিতে গেলে একটি পদ্ধতি মাত্র; কেননা বীমাকারীর স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে এজেন্টের সব কথা জানিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ডিরেক্টরগণের নির্দ্ধারণ

কোন বীমাকারী হেড্ অফিসে টাকা জমা দিয়া হেড্ অফিসের ডাক্তার দ্বারাই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লইলে কোম্পানী সরাসরি উহা ডিরেক্টর-গণের সভায় উপস্থিত করিতে পারেন। কিন্তু এজেন্টের মারফতে অধিকাংশ বীমা হয় বলিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা প্রায়শঃ মফঃস্বলে অথবা প্রাদেশিক বা জিলার সহরে হইয়া থাকে। সুতরাং বীমাকারীর কাগজপত্র সব হেড্ অফিসে পৌঁছিলে সেখানকার একজন চিকিৎসক কর্ম্মচারী উহা পরীক্ষা করেন; উহাতে তিনি তাঁহার নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে ডিরেক্টর-গণ, একচুয়ারী, সেক্রেটারী, ম্যানেজার অথবা কোম্পানীর এইরূপ প্রধান কোন কর্ম্মচারীর মত লইয়া বীমা গ্রহণ করিবেন কিনা স্থির করেন। ডিরেক্টরগণ কাগজপত্র দেখিয়া নিম্নলিখিত রূপে বীমা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

(১) বীমাকারীর প্রস্তাবানুযায়ী যে শ্রেণীর বীমা বা পদ্ধতি প্রার্থনা করা হইয়াছে

(২) বীমাকারীর প্রস্তাব অপেক্ষা কম সংখ্যা প্রিমিয়ামে

(৩) প্রিমিয়ামে অধিক কিছু চার্জ্জ বাড়াইয়া। ইহাতে বীমা কারীর বয়সের সহিত নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর যোগ করিয়া অথবা বীমার টাকার একটা অংশ বীমার সহিত যোগ করিয়া বর্দ্ধিত হারে প্রিমিয়াম ধরা হয়।

(৪) আবশ্যকীয় ঋণ প্রথায় অথবা

(৫ একেবারে অগ্রাহ্য।

কোন কোম্পানী যদি কোন বীমা কারীর প্রস্তাব বর্দ্ধিত হারে গ্রহণ করিতে চায় অথবা একেবারেই প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে সে যে অন্য কোম্পানীতে কম হারে বীমা করিতে পারিবেনা এমন নহে। প্রথম কোম্পানী তাহার বীমা অগ্রাহ্য অথবা বর্দ্ধিত হারে গ্রহণের কথা দ্বিতীয় কোম্পানীকে জানাইতে পারেন, এবং কেন তাঁহারা বীমা কারীর জীবন ঝুঁকি পূর্ণ মনে করিয়াছেন, তাহাও বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় কোম্পানী বর্দ্ধিত হারে বীমা গ্রহণ করিতে অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য

নহেন। দ্বিতীয় কোম্পানীর ডাক্তার যদি বীমা কারীর জীবন সম্পর্কে ভাল অভিমত পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের বিবেচনানুযায়ী বীমা গ্রহণ করিবেন।

পুনরায় বীমা

কখনও এমন হয় যে কোন বীমাকারী হয়তো বহুসহস্র টাকার বীমা করিয়া থাকেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে কোম্পানীকে সেই বীমার টাকার জন্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অথচ একসঙ্গে অধিক টাকার ঝুঁকি লওয়া তাহাদের পক্ষে সঙ্গত অথবা সমীচীন নহে; এরূপ অবস্থায় কোম্পানী নিজেদের নিকট অল্প কয়েক সহস্র টাকার বীমা রাখিয়া উক্ত বীমা অন্য কোম্পানীতে ভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। যদি কোন আকস্মিক কারণে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে অন্য কোম্পানীগুলিকেও এই ক্ষতির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। ধরুন কেহ ৫০ হাজার টাকার বীমা করিল, কিন্তু কোম্পানী দেখিল যে যদি আকস্মিক মৃত্যু ঘটে তাহাহইলে বীমাকারীকে এই টাকা দেওয়া কোম্পানীর পক্ষে সহজ নহে। এইজন্য তাঁহারা পাঁচহাজার টাকা নিজ কোম্পানীতে রাখিয়া অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ৯টি কোম্পানীতে পুনরায় বীমা করিয়া রাখিল। ইহাকেই পুনর্বীমা বলে। এইরূপ পুনর্বীমা আসল পলিসির উপর করা আবশ্যক এবং গ্যারাণ্টি স্বরূপ ছয় আনার ষ্টাম্প দিতে হয়!

বীমাকারীর স্বাস্থ্য, স্বভাব প্রভৃতিতে তাঁহার জীবন বিপজ্জনক মনে হওয়া ব্যতীতও পলিসি ইস্যু করার সময় তিনি এমন কোন ব্যবসায় করেন কিনা অথবা এরূপ কোন বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে বাস করেন কিনা, যেখানে জীবনের ঝুঁকি আছে, তাহা দেখা আবশ্যক। মদের ব্যবসায়, খনির কাজে, সৈন্য বিভাগে এবং জাহাজে কাজ করা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক। যাহারা সামরিক অথবা নৌবিভাগে কাজ করে তাহাদিগকে শীঘ্র যুদ্ধ প্রভৃতি কার্যে পাঠানো হইবেনা এইরূপ নিশ্চিত বুঝিলে লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই লাইসেন্স অনুযায়ী বীমা করিতে বীমা কারীকে শতকরা নির্দিষ্ট কতক টাকা অতিরিক্ত ঝুঁকির জন্য প্রিমিয়ামের সহিত বেশী দিতে হয়। নৌ ও সমর বিভাগে যাহার জীবনের ঝুঁকি যত বেশী তাহার প্রিমিয়ামও তত বেশী। কেবল চাকুরী অথবা ব্যবসায়ের ঝুঁকি নহে, দেশের আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারেও প্রিমিয়ামের তারতম্য হইয়া থাকে; যাহারা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে থাকে তাহাদের প্রিমিয়াম শীত প্রধান দেশের লোক অপেক্ষা বেশী। যেদেশে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ অধিক, অথবা যেখানে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির আধিক্য সে সকল স্থানের লোকের বীমার প্রিমিয়াম বেশী।

প্রথম প্রিমিয়াম

প্রস্তাব পত্র গৃহীত হইলে কোম্পানী হইতে বীমাকারীকে প্রথম কিস্তি দিবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। এই নোটিশে বীমাকারীকে টাকা দিবার জন্য চৌদ্দদিন সময় দেওয়া হইয়া থাকে। যদি নির্দিষ্ট কাল মধ্যে প্রিমিয়ামের টাকা না পৌছে তাহা হইলে কোম্পানী আবার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাহিতে পারেন।

কোম্পানীর দায়িত্ব

বীমাকারী কোম্পানীতে অথবা শাখাকেন্দ্রে কিংবা কোম্পানীর কোন এজেণ্টের নিকট যে মাসে টাকা দিবে সেই মাস হইতেই তাঁহারা

বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বীমাকারী যে তারিখে টাকা দিলেন, সেই তারিখ হইতেই কোম্পানীর দায়িত্ব আরম্ভ হয়।

পলিসি

কোম্পানী এবং বীমাকারীর মধ্যে যে সকল সর্ত্ত গৃহীত হয় তাহা পলিসিতে লেখা থাকে। বীমাকারীর পক্ষে টাকা পাইবার উহাই শ্রেষ্ঠ দলিল। কোম্পানী বীমাকারীর সহিত যে চুক্তি করিয়া থাকেন তাহা স্পষ্ট এবং সহজভাবে উহাতে উল্লেখ করা হয়।

ইহাতে কবে কিরূপে প্রিমিয়াম দিতে হইবে, কোন্ প্রকার বীমা করা হইল — কত বৎসর পরে কত টাকা বীমাকারীকে দেওয়া হইবে, বীমাকারী লাভের অংশ পাইবে কিনা ইত্যাদি চুক্তিগুলি সংক্ষেপে অতিশয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। কোন কোন কোম্পানী তিন বৎসর প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে Surronder Valuo বা প্রত্যর্পণ মূল্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। পলিসি পত্রে তাহাও লিখিত হয়। সাধারণতঃ পলিসিতে তিন প্রকারের সর্ত্ত দেওয়া থাকে।

(১) দাবীর টাকা মিটাইবার পূর্ব্বে যে সব সত্যতা প্রমাণ

(২ নষ্ট হওয়া পলিসী উদ্ধারের ব্যবস্থা

(৩) আত্মহত্যায় পলিসী নষ্ট হওয়া না হওয়ার সর্ত্ত।

ওরিয়েণ্টালের ত্রৈবার্ষিক রিপোর্ট

ওরিয়েণ্টাল্ গবর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটি জীবন বীমা কোম্পানীর ঊনবিংশতি ত্রৈবার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভারতীয় কোম্পানীটি তাহাদের কর্ম্মকুশলতা দ্বারা বীমা ব্যবসায়ে যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর গৌরবের বিষয়। গত ৮ই জুলাইএর সভায় কোম্পানীর চেয়ার ম্যান্ মহাশয় লাভ লোকসানের সম্পর্কে যে বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আমরা সকলকে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। গত তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৮ হইতে ১৯৩০ সালে এই কোম্পানী ৮৪৮৬৭টি পলিসিতে ১৭ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৫ হাজার২৩৬৲ টাকার নুতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। বীমাকারীদের নিকট হইতে প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম্ পাওয়া গিয়াছে ৯৯,৪৭,৫০৮৲ টাকা। গত তিন বৎসর ও তৎপূর্ব্বের তিন বৎসরের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

বৎসর	বীমার পরিমাণ	প্রিমিয়াম
১৯২২ ১৯২৪	৫,৭৮,৭৬ ৪০০,	৩৩,৭৭,৫৮২
১৯২৫-১৯২৭	১০,৫৫,৮৬,৩৮৭,	৬৬০৮৭৭৫

বৎসরের পর বৎসর কোম্পানীর এইরূপ ক্রমোন্নতি কোনো আকস্মিক ঘটনার ফল নহে ইহা তাহাদের যোগ্যতা, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মদক্ষতা ও অধ্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার।

আলোচ্য বিবরণের প্রথম দুই বৎসরে কোম্পানীর কাজ আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে জগতের আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় এবং ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যে অতিশয় মন্দা

পড়ায় শেষ কয়েক মাসে কোম্পানীর আয় পূর্ব্ব দুই বৎসরের মত বেশী হয় নাই। তথাপি দুই বারের ত্রৈবার্ষিক রিপোর্ট তুলনা করিলে বর্ত্তমান তিন বৎসরেই মোটের উপর বেশী কাজ হইয়াছে দেখা যায়। নিম্নে প্রকাশিত দুই বৎসরের হিসাবই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বৎসর	প্রিমিয়ামের আয়	সুদ	মোট
১৯২৮-৩০	৪,৭৯,৬৯,৬৭৭	১,৪২,৩৮,৮৩৫	৬,২২,০৮,৪৫৮
১৯২৫-২৭	৩,২০,১১,০৯৭	১,১৯,৪২,৮৩২	৪,৩৯,৫৩,৮৪৯

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে গত তিন বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান প্রিমিয়ামের আয় ১,৫৯,৫৮৫৯৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রিমিয়ামের আয় ও সুদ লইয়া মোট আয় বাড়িয়া গিয়াছে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৯৯ টাকা, অর্থাৎ গত তিন বৎসরে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে সুদের আয় ধরিতে গেলে তাহাও শতকরা পাঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হিসাব হইতে কোম্পানীকে পুনরায় বীমা বাবদ অন্য কোম্পানীতে যে প্রিমিয়াম দিতে হয় তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রিমিয়াম ও সুদের আয় বৃদ্ধি পাওয়া কোম্পানীর কর্ম্ম সাফল্যের অন্যতম পরিচয়।

যদিও কোম্পানীর বীমা সংগ্রহ কার্য্যে ব্যয় একটু বেশী পড়িয়াছে, তথাপি গত তিন বৎসরের তুলনায় ইহার প্রভেদ তেমন বিশেষ কিছুই নয়। কমিশন দেওয়া ও কোম্পানীর পরিচালন ব্যয় বাবদে বর্ত্তমান তিন বৎসরে এই কোম্পানীর শতকরা ২৩.২ টাকা খরচ হইয়াছে; গত তিন বৎসরে হইয়াছিল শতকরা ২২.৯ টাকা। কোম্পানীর কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়াতেই এই সামান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩০ সালের শেষভাগে কোম্পানীর কাজ অনেকটা কম হইয়াছে। ব্যবসায়ের মন্দা ও রাজনৈতিক অবস্থাই ইহার প্রধান কারণ। ১৯২৯ সালে ৩১,৯২৮টি পলিসিতে ৬,৫০,০৪,৫৩৯ টাকার বীমা হইয়াছিল, কিন্তু সে স্থলে ১৯৩০ সালে ২৬,৯৮৯টি পলিসিতে ৫৮৪,০৮,৮৯৬ টাকার বীমা হইয়াছে।

আলোচ্য ত্রৈবার্ষিক অর্থাৎ ১৯২৮-৩০ সালে কোম্পানীকে মোট ২,১৯,৭১,৭৬৯ টাকা দাবী পূরণ করিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে মৃত্যুজনিত দাবী ১,১২,০২,৪৩১ টাকা এবং বীমার মিয়াদ পূর্ণ হইবার দাবী ১,০৭,৬৯,৩৩৮ টাকা, কোম্পানীর কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মৃত্যু-জনিত দাবীর অঙ্কও অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়াছে।

ইন্‌কাম ট্যাক্স বাদ দিয়া জীবনবীমা তহবিলে সুদের হার ছিল :—শতকরা

১৯২৮ ৫.৩৪, ১৯২৯এ ৫.২৭

১৯৩০ ৫.১৫৩ গড়পরতা সুদের হার পড়িয়াছে শতকরা ৫.১৪২।

এক চুয়ারীর ভ্যালুয়েশন হইতে দেখা যায় বর্ত্তমান তিন বৎসরে কোম্পানীর ১,১৬২৩, ৫৪৩ টাকা লাভ হইয়াছে। বিগত ভ্যালুয়েশনের তিন বৎসরে লাভ হইয়াছিল ৭৭, ৯৫, ৭১৬ টাকা। তাহার পূর্ব্বে তিন বৎসরের লাভ হইয়াছিল ৫১,৫১,৪৯৮ টাকা। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে প্রত্যেক তিন বৎসরে লাভের অঙ্ক শতকরা পঞ্চাশ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোম্পানীর সুপরিচালনা ও জনপ্রিয়তার ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

লাভের ফলে কোম্পানী তাহার অংশীদারগণকে অংশ প্রতি একশত টাকা বোনাস্ দিয়াছেন। পঞ্চাশ টাকা অংশীদারদিগকে নগদ, অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা দুই শত টাকার প্রত্যেক সেয়ারে বাকী শোধের জন্য জমা করা হইবে। ইহাতে

অংশীদার গণের সেয়ারের দেয় টাকা পরিশোধ হইয়া যাইবে।

Participating policy তে হাজার করা বাৎসরিক পঁচিশ টাকা বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন। এণ্ডাউমেণ্ট Participating বীমায় হাজার করা বার্ষিক ২০৲ টাকা বোনাস্ দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ডিরেক্টারগণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন তহবিলে একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইন্ভেষ্ট্মেণ্ট্ বা লগ্নীর কথা।

জগদ্ব্যাপী আর্থিক সংকট এবং সমস্যার দরুণ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী সমূহের বাজার দর অত্যন্ত পড়িয়া যাওয়ায় গত ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ওরিয়েণ্টালের যে সকল সিকিউরিটী ছিল, তাহার বাজার দর প্রায় পৌনে-কুড়ি লক্ষ টাকা কমিয়া যায়। এই ঘাটতি পূরণ করিয়া দিবার জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ লাইফ্ ফাণ্ড হইতে ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া একটী Invest ment Reserve fund গঠন করেন। ইহার ফলে ২৯ সালের ঘাট্তি মিটাইয়াও এই নব নির্ম্মিত তহবিলে আরও অর্থ সঞ্চিত রাখা হয় ভবিষ্যতের এইরূপ ঘাট্তি মিটাইবার জন্য।

৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ওরিয়েণ্টেলের মোট সিকিউরিটী সমূহের তৎকালীন বাজার দর যাহা ছিল তাহাতে জানা যায় যে ওরিয়েণ্টালের লগ্নীর প্রথার জন্য তাহাকে সাড়ে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকার ঘাট্তি সহ্য করিতে হইতেছে বলিয়া যাঁহারা বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলি যে কাগজে কলমে এই ঘাটতি সহ্য করিতে হইলেও এই সকল সিকিউরিটীর উপর যে সুদ পাওয়া যাইত এবং যায় (Interest yielding value of these securities is kept constant) তাহার রতি মাসাও কমে নাই এবং কমিতে পারে না। কারণ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে এই সকল লগ্নী আবদ্ধ থাকায় যে নির্দ্দিষ্ট হারে গভর্ণমেণ্ট ইহার উপর সুদ দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা যাবত এই সকল সিকিউরিটী redeem করা না হয় তাবত সেই একই হারে সুদ দিতে বাধ্য আছেন ও থাকিবেন। সুতরাং সিকিউরিটীর বাজার দর পড়িয়া গেলেও সেজন্য ওরিয়েণ্টালের আয় কমে নাই ইহাই আমাদের বলার উদ্দেশ্য।

এই বাবদ কোম্পানীর কিঞ্চিদধিক সাড়ে সাত চল্লিশ লক্ষ টাকা ঘাট্তি পড়িয়াছে। এই জন্য ডিরেক্টরেরা ২৯ সালের দেওয়া ২৫ লক্ষ টাকা বাদে আরও ২৩ লক্ষ টাকা ইন্ভেষ্ট্মেণ্ট্ রিজার্ভ ফাণ্ডে এবার টানিয়া আনেন এবং এতদ্দ্বারা সমুদয় ঘাট্তি মিটাইয়া দেন।

এই সকল সিকিউরিটীর বাজার দর অত্যন্ত পড়িয়া যাওয়ায় কোম্পানীর এতটাকার ঘাট্তি মিটাইতে হইতেছে। আবার সিকিউরিটীর বাজার দর উঠিলে এই সকল ঘাট্তির পরিমাণ সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এই-রূপে সিকিউরিটী সমূহের বাজার দর কমিয়া গেলেও ইহাদিগের উপর যে সুদ পাওয়া যায় তাহার রতিমাসাও কমে নাই এবং গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী বলিয়া কখনকালেও ইহার সুদের হার কমিবে না একথা বিশেষ ভাবে সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। এইবার কোম্পানীর ক্রমবর্দ্ধমান লাইফ্ ফাণ্ডের প্রতি ত্রৈবার্ষিকের অঙ্ক উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি যে দিন দিন ওরিয়েণ্টালের রিজার্ভ কি বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিতেছে।

	টাকা
১৯২২-২৪	৬, ২৬, ৫০, ৯৯৫৲
১৯২৫-২৭	৭, ৯৭, ১৩, ৬০৩৲
১৯২৮-৩০	১০, ০৫, ৬২, ৫২৯৲

সিকিউরিটী সমূহের বাজার দরের ঘাট্তি মিটাইবার জন্য ৪৮ লক্ষ টাকার Investment Reserve fund গঠন করিয়াও বর্ত্তমান ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে লাইফ্ এসিওরেন্স ফাণ্ডের এবং অন্যান্য অনিশ্চিত ও অতর্কিত দাবী মিটাইবার জন্য ওরিয়েণ্টালের যে বিরাট রিজার্ভের কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ওরিয়েণ্টাল কোম্পানী ভারতবর্ষের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কোম্পানীদের অন্যতম। আমরা ইহার আরও উন্নতি কামনা করি।

কপি চাষের প্রণালী

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কপি চারা বসাইবার সময়। কপি চাষ করিতে হইলে জমীকে উত্তমরূপে কোপাইয়া ৯" হইতে ১২" মাটী গভীর করা প্রয়োজন। লাঙ্গল দিলে মাটী অত গভীর প্রায়ই হয় না; কারণ আমাদের বাংলা দেশের বলদ অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল। বিলাতী বা আমেরিকান বা দেশী উন্নত ধরণের লাঙ্গলে মাটী ঐরূপ গভীর হইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত বলদ থাকা প্রয়োজন। যাহা হউক, উত্তমরূপে চাষ ও বারবার মই দিয়া মাটী বিশেষ ভাবে গুঁড়া করিয়া সমতল করিয়া তুলিতে হইবে। পরে লম্বালম্বি ভাবে ২॥• ফুট অন্তর ১টী করিয়া ২" ইঞ্চি গভীর জুলি কাটিতে হইবে। এই কার্য্যটী আমেরিকান ‘হো’ বা ‘চক্রনিড়ানি’ দ্বারা সহজেই হইতে পারে। পরে গর্ত্তে ২ ফুট অন্তর একটু একটু খইল মাটীর সহিত মিশাইয়া দাও এবং তাহার পরে ঐ সব গর্ত্তে একটু একটু করিয়া জল দিয়া যাও;—যদি মাটীতে যথেষ্ট পরিমাণ রস না থাকে, তাহা হইলে পনেরো দিনের মধ্যেই ঐ স্থানের খইল পচিয়া যাইবে এবং ঐস্থানে কপি চারা পুঁতিতে পারিবে।

চারাগুলি যখন ৫।৭টি পত্র বিশিষ্ট হইবে তখন চারা তলাটি জল দিয়া ভিজাইয়া চারাগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসাইয়া দিবে। পরদিন সকালেই গোড়ায় ঝাঁঝরি দ্বারা জলসেচন করিবে এইরূপে প্রত্যহ সকালে জলসেচন করিলে ৩ দিন পরে চারাগুলি জমিতে লাগিয়া যাইবে। পূর্ব্বে বলিতে ভুল হইয়াছে যে, খইল পচাইয়া জমিতে পালং, কনকানটে, মূলার বীজ ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। ১৫ দিন মধ্যে ঐ গুলি বাহির হইলে কপি চারা পুতিতে হইবে। কপি চারাগুলি পৌনে এক হাত বড় হইলে পাশের মাটি টানিয়া তাহার গোড়ায় আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং সেই স্থানের পালং মূলা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে হইবে। কেবল কপির সারিতে কপির মাঝে মাঝে পালং ঝাড় থাকিবে। ঐগুলি খুব বড় হইলে কপির সহিত বিক্রয় করা চলিবে। মাটি দেওয়ার পরে জমির রস বুঝিয়া জমিতে জলসেচন করা উচিত। কপিতে সাধারণতঃ ১০।১২ দিন অন্তর জলসেচন করা হয়।

বাঁধাকপি কিছু কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকাতেই ভাল জন্মে, ফুলকপি অধিক বালুকামিশ্রিত জমিতেই ভাল হয়, বাঁধাকপি অন্যান্য সার অপেক্ষা বিঘাপিছু ৩/০ মণ saltpetre এবং ফুলকপি সরিষার খইল ও চুণ সারেই ভাল হয়। *বাঁধাকপি ফুলকপিতে বিঘাপিছু ৮।১০/০ মণ খইল লাগে। saltpetre সহজে গলনশীল বলিয়া জমিতে খইলের ন্যায় পচাইবার দরকার করে না। কপিতে যখন মাটি দেওয়া হয় তখন উহা গাছের গোড়ায় দিলেই চলিবে।

কপি চাষে বিঘাপিছু ৬০।৭০ ্ টাকা খরচ পড়ে; কিন্তু যদি উন্নত ধরণের আসন ও 'চক্র-নিড়ানি' ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে বিঘাপিছু ১০ ্ টাকা খরচ কমিয়া যায়। আর ফসলের পরিমাণও ভাল হয়। বেলুড়মঠে এক বিঘা জমি হইতে খরচা বাদে ২০০।৩০০ ্ টাকা আয় হইয়া থাকে।

কপি চারা তৈয়ারী করিবার সময় যদিও অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি এ ক্ষেত্রে উহার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে কপি চারা ক্ষেতে স্থায়ী ভাবেই বসান উচিত, তবেই ফসল জলদী হয়। এইজন্য শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্র মাসে ২ ৩ তারিখের মধ্যেই বীজ তলায় বীজ ফেলা উচিত। তবে অনেক সময়ে বর্ষা পিছাইয়া পড়ে; সেইজন্য মাত্র একবার বীজ না ফেলিয়া দুইবার অর্থাৎ ভাদ্র ও আশ্বিনের শেষে বীজ ফেলা উচিত। কারণ আশ্বিন মাসের প্রথমে যদি জল বৃষ্টি খুব বেশী পরিমাণে হয় তাহা হইলে চারা পুঁতিলে ৩ ভাগের ২ ভাগ নষ্ট হইবে ও বাকী চারাগুলি দুর্ব্বল হইবে। কাজেই বর্ষা কমিলে চারা পোঁতা উচিত। যে চারাগুলি ক্ষেতে রোপণ করা হইবে না সেগুলি সস্তা দরে বিক্রয় করিলে চারা তৈয়ারীর খরচ উঠিয়া যাইবে।

১ বিঘা জমিতে ২'×২॥০ ফুট অন্তর কপি বসাইলে ৩০০০ হাজার সবল চারা দরকার। অন্ততঃ ৪০০০ চারা তৈয়ারী করিলে তবে ৩০০০ হাজার ভাল চারা পাওয়া যায়। উহার উপযুক্ত বীজ বিঘা পিছু অর্দ্ধ ছটাক হইলেই চলে। জমি হইতে চৈত্র মাসে পাঁক তুলিয়া শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়! পরে বীজতলা জমি হইতে ১ হাত উচ্চ করিতে হয়। একখানি দরমা যতটা জায়গা খুঁড়িতে পারে ঐ জায়গাতেই ১ বিঘার উপযুক্ত চারা জন্মিতে পারে। স্থানটির মাটি ১ হাত গভীর করিয়া কোপাইয়া একেবারে ধূলার মত চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে ঐ পাঁকচূর্ণ উপরে দিয়া ও তাহাতে ২॥০ সের খইল দিয়া বেশ করিয়া ওলটপালট করিয়া দিয়া সারটি পচাইতে হয়। কিছু চূর্ণ দিলেই সার শীঘ্রই জমির সহিত মিশিয়া যাইবে ও জমিতে পোকা মাকড়ের ভয় থাকিবে না। ১৫ দিন বাদে জমীর মাটি পুনর্ব্বার কোপাইয়া উপর হইতে কিছু মাটি ছাঁকিয়া লইয়া একটি গামলার মধ্যে আলাহিদা রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর উপরে দরমার আবরণ দিবার সাজ সরঞ্জাম ঠিক করিয়া ঐ আধ ছটাক বীজ সমভাবে ছড়াইয়া দাও। উপরে খুব সামান্য পরিমাণে মাটি ও ছাই ছড়াইয়া দাও, যেন বীজগুলি একেবারে ঢাকা না পড়ে। তারপর দরমার আবরণ দাও; রাত্রে যদি জল হইবার আশঙ্কা না থাকে তবে আবরণ খুলিয়া রাখ; ২।১ দিন অন্তর জমির রস বুঝিয়া ঝাঁঝরি দ্বারা খুব আস্তে আস্তে জলসেচন করিবে। চারা বাহির হইলেই প্রত্যেক দিন সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যার সময়ে খুলিয়া দেওয়া উচিত এবং ক্রমে ক্রমে একটু বেশী করিয়া চারাকে রৌদ্র সহান উচিত। বৃষ্টি হইলেই দরমার আবরণ দিতে হইবে; সেজন্য রাত্র বা দিনে কোন সময়ে ইহার নিকট হইতে বেশী দূরে থাকা উচিত নহে। চারা একটু বড় হইলেই যে মাটি তোলা রহিয়াছে তাহা উপর হইতে চারার গোড়ায় দিয়া তাহার গলা পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া উচিত; এইরূপ প্রায়ই করিতে হইবে, যেন কখনই উহা হেলিয়া না পড়ে। চারা একটু বড় হইলে প্রত্যহ সকালে জলসেচন করা উচিত। রৌদ্র একটু বেশী করিয়া সহান উচিত। এই চারাগুলি ৩।৪টি পত্র বিশিষ্ট হইলে পুনর্ব্বার অন্য বীজ তলায় পালন করিবার রীতি খুব ভাল; কিন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ।

গামলাতেও বীজ বপন করা চলে। মাটি ঐরূপভাবে তৈয়ারী করিয়া গামলাগুলি বারান্দায় রাখিয়া দিতে হয় ও সকাল সন্ধ্যায় বাহির করিয়া রাখিতে হয়। বাঁধাকপি ও ফুলকপির চাষ ও চারা তৈয়ারী করার একই নিয়ম। চারাগুলি ৫।৭টি পত্র বিশিষ্ট হইলে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে রোপণ করা উচিত।

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গবাণী

কার্ত্তিক মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই কপি, টমাটো, বিলাতী লঙ্কা, প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈরী হইয়াছে, সেই সকল চারা আশ্বিনে বসাইবার সুবিধা না হইয়া থাকিলে এই মাসের প্রথমে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে।

মূলজ শব্জীর চাষ এই সময় আর বাকী রাখা উচিত নহে। মূলা, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ, মটর, মারী জাতীর সিম, শশা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য এই মাসের প্রথমে যেন আর বাকী না থাকে।

বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড় বাঁধিয়া আবশ্যক মত জল দিবে।

জলদি কপির চারা যাহা ক্ষেতে বসান হইয়াছে তাহাতে এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকাপাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

আলু বসাইতে বাকী থাকিলে এই সময় আর কালবিলম্ব করিবে না। গত মাসে যেসব আলু বসান হইয়াছে তাহাতে এখন দাঁড় বাঁধিয়া আবশ্যকানুযায়ী দিতে হইবে।

রবি শস্য

রবিশস্যের জন্য জমি তৈরী না হইয়া থাকিলে এখন আর বাকী রাখা উচিত নয়।

মটর, বরবটি, ছোলা, মুগ, মসুর, তিল, খেসারি প্রভৃতি রবিশস্য বীজ বর্ষান্তে আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রথম হইতে বপন আরম্ভ করিবে।

ধনে, মেথি, মৌরি, রাঁধুনী, কালজিরা এই সময় বপন করিতে হয়।

উচ্ছে, পটল, তরমুজাদি বসান না হইয়া থাকিলে এখন আর কালবিলম্ব করিবে না।

কার্পাস গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া এখন আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। গাছ এক হাত পরিমাণ হইলেই ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, তাহাতে গাছ বেশ ঝাড়ে বান্ধে।

ফলের বাগান

বর্ষা শেষ হইয়াছে, এখন কলমের গাছ নির্ভয়ে বসান যাইতে পারে।

এই সময় গাছের গোড়া কোপাইয়া গাছের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

ফুলের বাগান

এই সময় সর্ব্বপ্রকার মরসুমি ফুল বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। হলিহক্, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্ব্বিনা পিটুনিয়া, ন্যাষ্টারসান, সুইটপি, ডেইজি, ডেম্বাস ফ্লাক্স, মেরিগোল্ড, পপি প্রভৃতি ফুলবীজ অতি শীঘ্র বপন করা উচিত। অষ্টার প্যান্সি গত মাসের বৃষ্টির জন্য বপনের সুবিধা না হওয়া থাকিলে এখন আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

এই সময় মরসুমি ফুল টবে করিতে হইলে গাছের পাতা পচা সার ১ ভাগ, গোবর সার ১

ভাগ, খৈল পচা সার ১ ভাগ, পুকুরের কাল পচা পাক মাটি ১ ভাগ, বালি মাটি ১ ভাগ, ভাল অঁটাল মাটি ১ ভাগ একত্রে মিশাইয়া বেশ করিয়া শুকাইয়া লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, পরে এই মাটি টবে রাখিয়া ৩।৪ দিন উহাতে অল্প অল্প জলের ছিটা দিয়া ভিজাইয়া লইবে; এই মাটি শুকাইয়া গেলে জমীর মাটির মত টবের মাটি বেশ পাইট করিয়া লইয়া ভাল সতেজ চারা বসাইয়া দিবে। মরসুমি ফুলগাছের শিকড় অত্যন্ত কোমল, সর্ব্বদা উহার মাটি আল্‌গা ও সরস রাখা আবশ্যক। গাছে যাতে ভালরূপ আলো, বাতাস, রৌদ্র ও শিশির পায় এমন স্থানে টব রাখিয়া দেওয়া উচিত। যত্ন করিলে যে কোন মরসুমি ফুল টবে বেশ ভালরূপ তৈরী করা যাইতে পারে।

গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ৮।১০ দিন রৌদ্র ও শিশির খাওয়াইয়া গোড়ায় সার ও নূতন মাটি এই সময় দিতে হয়। গোড়া খোড়া অবস্থায় উহাতে কাল চূণের ছিটা দিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়।

—সম্মিলনী

বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে রক্ষা করুন

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক বেকার, বাঙ্গলার মুটে মজুর নিরন্ন। এই বাঙ্গলা দেশে অবাঙ্গালী আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, নিজের দেশে অর্থ পাঠাইয়া সে দেশকে অর্থশালী করিয়া তুলিতেছে, আর বাঙ্গালী দিন দিন অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালীর হাত হইতে একটার পরে আর একটা ব্যবসায় চলিয়া যাইতেছে। কলিকাতায় পূর্ব্ববঙ্গের সাহাদের হস্তে পাটের ব্যবসায় ছিল তাহা এখন মাড়ওয়াড়ী ও ভাটিয়ার হাতে গিয়াছে। কলিকাতার বাসিন্দা বাঙ্গালীই লবণের ব্যবসায় করিত তাহাও মাড়োয়ারী ও ভাটিয়ার হস্তগত। কলিকাতার ভৃত্য কনষ্টেবল, ডাকহরকরা, দরওয়ান, মুটিয়া সবই হিন্দুস্থানী। কেরাণীর কার্য্য অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল; আজকাল বাঙ্গালীর অর্দ্ধেক বেতন লইয়া মাদ্রাজিগণ সেই কেরাণীর কার্য্য হইতেও বাঙ্গালীকে হটাইয়া দিতেছে। কলিকাতার অবাঙ্গালীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক কলিকাতায় আপন দেশের ভাষা শিক্ষার জন্য কয়েকটা করিয়া স্কুল স্থাপন করিয়াছে। এইরূপে ভাটিয়া, মাড়ওয়াড়ী, তামিল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুল কলিকাতায় চলিতেছে।

কলিকাতার অবাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে; বাঙ্গলা দেশেই এই বিশেষত্ব দেখা যায়। বাঙ্গলার নানা জিলায় অবাঙ্গালীরা ব্যবসায় করিতেছে। ইহার জন্য বাঙ্গালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও করিতে পারে না। কলিকাতায় বাঙ্গালী বড় ব্যবসায়ী না থাকিলে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতা কে করিবে?

কলিকাতায় ৬।৭ সহস্র শিখ আসিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের একতা শিখিবার জিনিস; তাহারা বাঙ্গালীকে অনিবার্য্য বাড়ী ভাড়া দেওয়া ব্যতীত বাঙ্গালীর হাতে এক পয়সাও দেয়না। তাহারা নিজেদের জন্য ভোজনালয় স্থাপন করিয়াছে। নিজের দেশের লোকের দ্বারা দরজীর দোকান স্থাপন করিয়াছে, নিজেরাই সূত্রধরের কার্য্য করে। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় মোটর ও ট্যাক্সি চালান। নিজেরাই তাহা মেরামত করে, নিজেরাই মেরামতের কারখানা ও সরঞ্জামের দোকান করিয়াছে। বাঙ্গালী ইহাদের নিকট হইতে এক পয়সাও পায় না। চাউল ডালের দোকান পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী ও শিখগণ স্থাপন করিয়াছে, কেবল বাধ্য হইয়া বাঙ্গালীর কাছে শাক সব্জী কিনিতে হয়। এইরূপে এই কয়েক সহস্র শিখ কলিকাতায় নিজেদের সমাজ স্থাপন করিয়া কেবল নিজেদের সাহায্য করে।

কলিকাতার বড় বাজারে গমন করিলে বহু মাড়ওয়াড়ী ও ভাটিয়াকে দেখা যায়। ইহারাও প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য সকল রকমের দোকান করিয়াছে। ইহাদের নিজেদের চাউল ও ডালের দোকান আছে, নিজেদের হালুইকর আছে, নিজেদের বাড়ীও আছে সুতরাং শিখদের ন্যায় বাঙ্গালীকে বাড়ী ভাড়াও দিতে হয় না। ইহারা যে

সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করে তাহার ক্রেতা একমাত্র বাঙ্গালী। এর সকল মাড়ওয়াড়ী ও ভাটিয়া বহু বৎসর বাঙ্গলায় ধন সঞ্চয় করিয়াও কোনও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না।

অর্থাভাবে কলিকাতার বহু ছাত্র সংবাদ পত্র বিক্রয় করে এবং ইহাদ্বারা অনেকে মেসের খরচ চালায়। এই সকল উদ্যোগী আত্মনির্ভরশীল ছাত্রদিগকে হিন্দুস্থানী কাগজ ফেরিওয়ালারা রাস্তার মোড়ে কাগজ বিক্রয় বন্ধ করিতে কি লাঞ্ছনাই না করিয়াছে। এখনও কলিকাতার বহুস্থানে বাঙ্গালী হকার সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে পারে না, ইহাদের দাপটে।

বোম্বাই কাপড়ের কলের মালিকগণ কিরূপে বাঙ্গলার অর্থে ও বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনে ক্রোরপতি হইয়া, সেই বাঙ্গালার কয়লা ক্রয় না করিয়া সস্তায় এবং অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা ক্রয় করিতেছেন, তাহা সকলেই জানে।

কলিকাতায় অবাঙ্গালী বস্ত্র ব্যবসায়ী বাঙ্গলার কলে তৈয়ারী কাপড় বিক্রয়ার্থ রাখে না; অথচ এই বাঙ্গালায় বসিয়া তাহারা অন্য প্রদেশের কাপড় বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থশালী হইতেছে। এইরূপে নানা ব্যবসায়ের দ্বারা বাঙ্গালীকে অর্থহীন করিবার জন্যই সকল প্রদেশের লোক উন্মুখ হইয়া আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জন্য কেহ কিছু করিতে প্রস্তুত নহে; গভর্ণমেণ্টও বোম্বাইয়ের লবণ ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য বাঙ্গলার লবণের উপর কর বসাইয়া দিয়াছেন। সকলেই বাঙ্গালীকে দমন করিতেছে, বাঙ্গালীর ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে।

এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গলার জনসাধারণকে বাঙ্গালীর তৈয়ারী দ্রব্য ক্রয় করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ঘরের সকলেই অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করুক আর আমরা পরকে সাহায্য করিতে যাইব? বাংলার অধিবাসী অন্নাভাবে নানাস্থানে আত্মহত্যা করিতেছে ইহা দেখিয়াও কি ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীর হস্তে অর্থ তুলিয়া দিব?

আজকাল কেহ কেহ বলেন ইহা জাতি গঠন বিরোধী। ইহা স্বীকার করিতে রাজি আছি। কিন্তু বাঙ্গালী যদি ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল হয়, যদি বাঙ্গালার শিল্প ধ্বংস হয়, তবে সে জাতি গঠন দ্বারা কি হইবে?

বাঙ্গালার যে সকল যুবক কেবল বাঙ্গলার দ্রব্য ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র। ১৯০৫ সালে যখন কলিকাতায় ভারতবর্ষের মিলের কাপড় পাওয়া যাইত না, তখন কলেজ স্কোয়ারে কেবল দেশীয় মিলের কাপড়ের দোকান খোলা হয় এবং বহু ছাত্র যুবক তাহাতে সাহায্য করেন। আমাদের মনে হয়। পুনরায় ঐরূপ দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত যেখানে কেবল বাঙ্গলার কলের কাপড় বিক্রয় হইবে এবং ১৯০৫ সালের ন্যায় বিনা লাভে তাহা ছাত্র যুবকগণ পারিশ্রমিক না লইয়া বিক্রয় করিবেন।

কলিকাতার অবাঙ্গালীর দোকানে বাঙ্গালার তৈয়ারী কাপড় বিক্রয় হয় না এবং তাহাদের সহিত বহু বাঙ্গালী দোকানও বাঙ্গলার তৈয়ারী বস্ত্র বিক্রয়ার্থ না রাখিয়া বোম্বাই ও আহমদাবাদের কলের কাপড় রাখিতেছে। সে জন্য যুবকগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা বাঙ্গালার কাপড় বিক্রয়ের চেষ্টা করুন, বাঙ্গালীকে যদি বাঙ্গালী না রক্ষা করে তবে কে করিবে।

সঞ্জীবনী।

কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষর বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

চাউলের দর

দাদখানি	১০৲
কাটারি ভোগ	৬৲
বাদসা ভোগ	৫৸০
মাজাবাঁকতুলসী (সরেশ)	৭৲
ঐ কোরা	৫॥০
ঐ আতপ	৭৲
ভাসা মাণিক	৪॥৵০
নাগরা অথবা	
ঝিঙ্গাশাল	৪।০
পাটনাই (সরেশ)	৪॥০
কলমা	৪৲
ছাঁচি মোটা	৩॥৵০ হইতে ৩৸০
ছাটা বালাম ১নং	৫॥০

সরিষার তৈল

খাঁটি সরিষার তৈল	১৬৲
খুচরা ৴২॥০ সের ৴৫ সের	১৮৲
খইল প্রতি মণ	২৲

গণেশ অয়েল মিল

ঘানিমার্কা খাঁটি সরিষার তেলের দর

১ গাড়ি দর	১৫॥০ প্রতি মণ হিঃ
১৴০ মণ দর	১৫৸০ প্রতি মণ হিঃ
খুচরা	১৬৲ মণ হিঃ

Free delivery in Calcutta

ঘৃত

	প্রতি মণ
শ্রী	৬৩৲
রাজা	৫০৲
ভারতী	৫৪৲
খুরজা	৫৪৲
সেকোয়াবাদ—খুরজা মার্কা	৫২৲
লক্ষ্মী	৫৪৲
বাঁদাসাগর	৪৯৲

বাজার সমভাবে আছে।

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত ২৩নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"দেবলাদেবী"	৬৬৲
"পূর্ণচন্দ্র"	৫৮৲
"টেক্কা"	৫৯৲
মটকী ঘৃত	৬২৲
"জয়লক্ষ্মী" গাওয়া	৫৫৲
বাঁদা সাগর	৫৪৲
সেকোয়াবাদ	৫১॥০
হরিবিহারী	৫১৲
কানাইলাল খুর্জ্জা	৫২৲

অবিনাশচন্দ্র দত্ত ৩নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"অভয়া"	৮৬৲
শ্রীধর খুরজা ১নং	৬৪৲
শ্রীলক্ষ্মী গাওয়া	৫৭৲
"খুরজা"	৫৯৲
সিকোয়াবাদ—খুরজা মার্কা	৫৬৲
বাঁদাসাগর	৫৪৲

৺রাইচরণ চেল, ৺রামকুমার রক্ষিত ও শ্রীদাশরথি রক্ষিত, ১৫২ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফুলমার্কা	৬৮৲
কামধেনু	৬৩৲
সূর্য্য মার্কা (B, D, S,)	৬৭৲
স্বরাজ ফ্ল্যাগ	৫৬৲

সিকোয়াবাদ খুরজা মার্কা	৫৫৲
ঐ (হালি)	৫৩৲

পুঃ ফুলমার্কা বড় টিনে ২ সের বাদ দেওয়া হয়

মুন্নালাল দোয়ারকাদাস। ১৬নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আটা ও ময়দা

	প্রতি মণ
পেটেন্ট ময়দা	৬৸৶০
সুপার ফাইন	৪॥৶০
হাউস হোল্ড	৪॥৶০
সুজী	৪॥৵০
আটা 'বি'	৪॥/০
আটা ২নং	৪/০
আটা 'এস'	৩৸০
আটা ৩নং	২৸৶০
পোলাও	২৵০
ব্র্যাণ্ড	২/০

এই সকল ইউরোপীয়ান পরিচালিত মিল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যেরই দর দেওয়া হইল।

চিনি

সাদা

	প্রতি মণ
রেডি	৯/৬ পাই
ষ্টীমার	৯৵০

লাল

রেডি	৮॥৵০
ষ্টীমার	৮॥৵০

মালিকরাম কিষণচাঁদ ১১৮নং ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সোণা ও রূপা

ইংলিশ বার প্রতি ভরি	২২৲
টাকশালের "	২১।/০
বড়ালের	২১৶০
চিনাপাত "	২১।/০
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৪৩৸৵০
ঐ খুচরা	৪৪৵০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

২৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ধাতু ও রং

ব্লক টীন বা রাং	৯৯৸০ প্রতি হন্দর
তামার ইনগট	৩৫॥০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১২৶০
ঐ ঐ দেশীয়	১১॥৵০
এ্যান্টিমনি	২৫॥৵০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	৯৪৸০
পিতলের চাদর	৩৮৸০
পিতলের ছড়	৩৭॥৵০
তামার চাদর	৪৮॥৵০
তামার ছড়	৫২॥৵০
সীসার চাদর	১৯৸০
দস্তার টালি আমদানী	১২/০
ঐ দেশীয়	১১।০
সাদা দস্তা রং	৩·॥০
সীসা রং	১৬।/০
সবুজ রং	২২॥৵০
লাল রং	২২॥০
তারপিন তৈল প্রতি ড্রাম	১৪॥০

তিসির তৈল (পাকা) ১১॥৶৹

ঐ ঐ (কাঁচা) ১১।০

সিমেণ্ট দেশীয় ৪৯॥০ প্রতি টন

ঐ আমদানী ১১৲ প্রতি পিপা

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ ৮৬এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নং ৬৬৪ কলিকাতা।

করগেট ও লোহা

টাটা — প্রতি হন্দর

কড়ি	৫৲	হইতে	৬॥০	”
বরগা	৫।০	”	৬৲	”
এঙ্গেল	৪৸৶০	”	৬॥০	”

বল্ট (আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ) ৫৵০ হইতে ৬৲

গরাদে (আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ) ৫॥০ হইতে ৬৲

ব্ল্যাক সিট ও প্লেট ৭৵০ „ ১০৲

করগেট টিন (২২ গেজ) ১২॥০

„ (২৪ গেজ) ১১৸৵০ „ ১২৲

„ (২৬ গেজ) ১২৸০ হইতে ১৪৲

গ্যালভেনাইজড চাদর (২৪ গেজ) ১৩।০

কণ্টিনান্টাল :— প্রতি হন্দর

কড়ি ৪৲ হইতে ৫৲

গোল রড (৩ সূতা ও নিম্ন)

৪০ হইতে ৫৲

টানা রড ঐ ৫॥০ হইতে ৬৲

গ্যালভেনাইজড চাদর (২৬ গেজ)

১১॥০ হইতে ১৩॥০

কাঁটা তার ৮৸৵০

কণ্টিনান্টাল অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান।

ইংলিশ—প্রতি হন্দর

টাটার বৃটিশ মালের সমান মাল এবং বৃটিশ মালের দাম উপরি-উক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ॥০ হইতে ১॥০ টাকা অধিক

করগেট —

আর, পি, ডি (২৪ গেজ) ১৩।৵০

কুবের লিমিটেড, লৌহ ও ষ্টিল বিভাগ ৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিফোন নং কলিঃ ৫৯৪৫।

করগেট ও লোহা

১১ই অক্টোবর, কলিকাতা

করগেট চাদর	২২	গেজ	১১॥৵০	হন্দর
” ”	২৪	”	১০॥৵০	”
” ”	২৬	”	১৩/০	”

জয়েষ্ট বা কড়ি	৪৸০ হইতে		
টি বা বরগা	৫।০	ঐ	৬৸০
	৫৶০	ঐ	৬৸/০
(বোল্ট গোল)	৫।০	ঐ	৬৸৶০
” (চৌকা	৫৵০	ঐ	৭/০
কাঁটা তার			৯।৵০
মটকা ॥৵০ ”	১।০		প্রত্যেকটি

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ ৮০এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বদেশী গেঞ্জি ও মোজা

এন, বসুর বেলেঘাটা হোসিয়ারী লিমিটেড

৪নং ধোয়া ও কোরা দেশী সুতার

গেঞ্জীর দর

১৮"	দর	৹	হিঃ	প্রত্যেকটি
২০"	"	।১০	"	"
২২"	"	।/০	"	"
২৪"	"	।/১০	"	"
২৬"	"	৵০	"	"
২৮"	"	⁄০	"	"
৩০"	"	।⁄১০	"	"
৩২"	"	॥০	"	"
৩৪"	"	॥১০	"	"
৩৬"	"	॥/০	"	"
৩৮"	"	॥৵০	"	"
৪০"	"	॥⁄০	"	"
৪২"	"	৸০	"	"
৪৪"	"	৸/০	"	"

লেডীগেঞ্জী ॥/০ হইতে ৸/০ পর্য্যন্ত

উলের পুলোভার ৩৲ হইতে ৮৲ পর্য্যন্ত।

ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী

ঢাকার বড় ব্যবসায়ীগণের তালিকা।

ঢাকার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে "ব্যবসা-বাণিজ্যের" অনেক স্থান প্রয়োজন, কাজেই সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে ঢাকা হইতে যাহারা নিত্য জিনিষ খরিদ করেন, তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ

১। ঢাকা শক্তি ঔষধালয়, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা।

২। আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ আর্ম্মানি-টোলা, ঢাকা।

৩। সাধনা ঔষধালয়, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

৪। যোগমতী ঔষধালয় লিঃ, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা।

৫। ঢাকা ঔষধালয় লিঃ, নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা।

৬। কান্তি ঔষধালয় লিঃ, জন্‌সন্ রোড, ঢাকা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

১। হল ফার্ম্মেসী, বাবুর বাজার, ঢাকা।

২। হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্য্যালয়, পটুয়া-টুলী, ঢাকা।

ইহা ছাড়া ঢাকায় ছোট বড় মিলিয়া প্রায় ৫৫০ খানি ঔষধের দোকান ও কারখানা আছে।

পেটেণ্ট ঔষধ

১। হোমিও রিসার্চ্চ লেবরেটরী, সা-সাহেব লেন, ঢাকা।

২। লাল মোহন সাহা শঙ্খনিধি এণ্ড সন্স, বাবুর বাজার, ঢাকা।

৩। করিম এণ্ড কোং, রুকনপুর, ঢাকা।

৪। শূল সুধা ঔষধালয়, নাজির বাজার, ঢাকা

৫। বেঙ্গল লেবরেটরী, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা

হেকিমী ঔষধ

১। হোসেনিয়া দাওয়াখানা, সা-সাহেব লেন ঢাকা।

২। মেসার্স মুর্শেদ এণ্ড কোং, সা-সাহেব লেন, ঢাকা।

৩। আফজাল ফার্ম্মেসী, পুরাণা মোগল টুলী, ঢাকা।

সাইনবোর্ড লেখা

১। চন্দ্র চিত্রালয়, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

কাচের জিনিস প্রস্তুত

সহদেও গ্লাস্ ওয়ার্কস, টাকা টুলী, ঢাকা।

কাপড়

১। অমৃত বস্ত্রালয়, পটুয়াটুলী, ঢাকা।

২। ভবানী বস্ত্রালয়, পটুয়াটুলী, ঢাকা। ইত্যাদি প্রায় ২২৫ খানি কাপড়ের দোকান আছে।

শ্রেষ্ঠ ষ্টেসনারী দোকান

১। ইষ্টার্ণ এজেন্সী, ৯নং আহছান উল্লা রোড, ইছলামপুর, ঢাকা।

২। বাসন্তী ভাণ্ডার, পটুয়াটুলী, ঢাকা।

৩। গোপীনাথ ভাণ্ডার " "

৪। অন্নদা ভাণ্ডার, " "

৫। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, " "

৬। স্কুল সাপ্লাই কোং, " "

ইহা ব্যতীত আরও প্রায় ২৯০টি দোকান আছে।

রবার ষ্ট্যাম্প মেকার

১। দে এণ্ড কোং, ১নং ওয়াইজ ঘাট রোড, ঢাকা।

২। বেঙ্গল রবার ষ্ট্যাম্প ওয়ার্কস, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা।

বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা

১। যতীন এণ্ড কোং, ইছলামপুর ঢাকা।

২। দি ইষ্টার্ণ গ্রামোফোন ডিপো, ঢাকা।

কাপড় কাচা সাবান

১। আলী সোপ ফ্যাক্টরী, বাবুর বাজার, ঢাকা।

বিবিধ সাবান ও সুগন্ধি তৈল

১। ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরী, ইমামগঞ্জ, ঢাকা।

২। সেন এণ্ড কোং, ওয়াইজ ঘাট, ঢাকা।

৩। বোষ্টন কেমিক্যাল, ইছলামপুর, ঢাকা।

৪। রাজা সোপ ফ্যাক্টরী, ফরিদাবাদ, ঢাকা।

আমোদ প্রমোদ

১। মুকুল থিয়েটার, জনসন্ রোড, ঢাকা

২। পিকচার হাউস, আর্ম্মেনী টোলা, ,,

৩। লায়ন সিনেমা, ইছলামপুর, ঢাকা

৪। সিনেমা প্যালেস্, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, সদর ঘাট, ঢাকা।

জুতার দোকান

১। ঘোষ ব্রাদার্স, ওয়াইজ ঘাট, ঢাকা

২। ঢাকা সু ফ্যাক্টরী, ইছলামপুর, ঢাকা

৩। ঢাকা চটি ফ্যাক্টরী, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বিবিধ পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রচার

১। মডার্ণ এড্ভারটাইজিং এজেন্সী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

২। ওরিয়েণ্টাল্ পাব্লিসিটী করপোরেশন ৯১ বাঁশী পোদ্দার ষ্ট্রীট, ঢাকা।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

১। বাংলার বাণী, ৪০ কল্‌তা বাজার, ঢাকা

২। পঞ্চায়েত, নব রায়ের গলি, ,,

৩। স্বায়ত্ত শাসন, ৯০, নবাবপুর, ,,

৪। ঢাকা প্রকাশ, সূত্রাপুর, ,,

৫। শিক্ষা সমাচার, আসক লেন, ,,

৬। আমান, সপ্তাহে ৩ বার বাহির হয়, ১১নং ইছলামপুর, ঢাকা।

৭। ঢাকা গেজেট

মাসিক পত্রিকা

১। শান্তি, রূপলাল হাউস, ঢাকা

২। কৃষি সম্পদ, সূত্রাপুর, ঢাকা

৩। পাপিয়া, আর্ম্মেণী টোলা, ঢাকা

৪। আয়ুর্ব্বেদ প্রচার, ৬নং নন্দীর লেন, ঢাকা

৫। জয়শ্রী, ঢাকা।

পাক্ষিক পত্রিকা

১। বর্ত্তমান জগত, উয়ারী, ঢাকা,

ছবি বিক্রেতা

১। স্বর্ণ কুটীর, বাংলা বাজার ঢাকা

আরও প্রায় ৩০ খানি দোকান আছে।

প্রেস

ঢাকায় ১২৯টি প্রেস আছে. এবং এই বৎসর "ক্রেসেন্ট্ প্রেস" (ফুলবাড়িয়া রোড) ও "আমান প্রিন্টিং ওয়ার্কস" (ইছলামপুর) এই দুইটি নূতন হইয়াছে।

১। মনোমোহন প্রেস, ৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।
২। হরিনাথ প্রেস, নব রায়ের লেন, ঢাকা।

১। রাধারাণী প্রেস, নন্দীর লেন, ঢাকা।
২। সিটিপ্রেস, " "
৩। বিজয়া প্রেস, পটুয়াটুলী "
৪। হেনা প্রেস, মিউনিসিপালঅফিস ষ্ট্রীট, ঢাকা।
৫। করিম প্রিন্টিং হাউস, ৩১নং রুকনপুর, "
৬। প্রভিন্সিয়াল প্রেস, নারিন্দা, "
৭। নারায়ণমেসিন প্রেস, নবাবপুর, "
৮। ইছলামিয়া প্রেস, কুমার টুলী, "
৯। ঢাকা প্রকাশ প্রেস, সূত্রাপুর, "
১০। কাশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, " ।

ইত্যাদি

১। বঙ্গনূর মেসিন প্রেস, ফরিদাবাদ, ঢাকা।
২ ইণ্ডিয়া প্রেস, সঙ্গতটোলা, "
৩। রায় প্রেস, দিগবাজার "
৪। বাণী প্রেস, নবাবপুর "
৫। বাসন্তী প্রেস, লক্ষ্মিবাজার "
৬। শিবদুর্গাপ্রেস, মিউনিসিপাল অফিস ষ্ট্রীট, ঢাকা
৭। ঈশান যন্ত্রালয়, ওয়েল্‌টার রোড, "
৮। সাধনা প্রেস, ফরাস্ গঞ্জ, "
৯। স্বপ্ন প্রেস, রমাকান্ত নন্দীর লেন, "
১০ বাসুদেব প্রেস, ঠাঠারীবাজার. "

ইত্যাদি,

(পীরজাদা হাফিজ আবদুল গফুর গুণবতী প্রেরিত।)

ব্যবসা ও বাণিজ্যের ১৩৩৭ সালের Synopsis বা প্রবন্ধ সার সংগ্রহ।

কুটীর শিল্প হিসাবে সিগার ও সিগারেট প্রস্তুত প্রণালী

বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর বহু একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। কিন্তু কেবল মাত্র হুঁকায় খাওয়ার তামাক ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য তামাকই এদেশে প্রস্তুত হয় না। গড়ে প্রতি বৎসর ৩৪৩৮০০০০ পাউণ্ড তামাক পাতা বিদেশে রপ্তানী হয় এবং উহাই আবার বিদেশী কারখানায় সিগারেট ও সিগারেট রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। এইরূপে বৎসরে অল্পাধিক ৭৭২৬৩১০ পাউণ্ড তৈয়ারী তামাক আবার বাঙ্গলা দেশে আমদানী হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশে তামাক আছে, তামাক সেবনের লোক আছে, কিন্তু নাই কেবল তামাক তৈরী করার লোক এবং কারখানা। সুতরাং বাঙ্গলায় যদি চুরুট বা সিগারেটের কারখানা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সিগারেটের বাবদ অনায়াসে এই লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জগতে কত প্রকারের চুরুট আছে, চুরুটের গুণাগুণ, ও চুরুট তৈরীর উপাদান এবং যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রকাশ করা হইয়াছে। চুরুটের উৎকর্ষ সাধারণতঃ চারিটী গুণের উপর নির্ভর করে যথা:—(১) সমানভাবে পুড়িবার শক্তি, (২) সুগন্ধ ও সুস্বাদ, (৩) বর্ণ এবং (৪) প্রস্তুত করিবার কৌশল। উক্ত গুণবিশিষ্ট সিগার তৈরী করিতে হইলে আবার তিন শ্রেণীর তামাক পাতা সংগ্রহ করিতে হয়। যথা—(১) জড়াইবার পাতা, (২) বাঁধিবার পাতা, (৩) ও চুরুটের পুর বা মশলা। এই পাতা আবার কাঁচা হইলে চলে না। ব্যবহারের পূর্ব্বে পাতা কিওর করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। কিরূপে সহজে সুন্দর রূপে পাতা কিওর করা যায় এবং এই ব্যবসাটি কিরূপে বাঙ্গলায় একটি সুন্দর ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে, তাহার সমুদয় বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া আছে। সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকও যাহাতে এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারে তজ্জন্য সিগার তৈরীর সর্ব্ব প্রকারের প্রণালী অতি সহজভাবে দেওয়া আছে।

মাছের চাষ

বাঙ্গালীর খাদ্যের সহিত মাছ না হইলে চলে না। অথচ যত মাছের আবশ্যক, তত মাছ বাজারে পাওয়া যায় না। ফলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত মাছের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ কেহ একটু যত্ন করিয়া মাছের চাষে মনোযোগী হইলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। কারণ মাছের চাষ খুব লাভজনক ব্যবসায়।

পল্লীগ্রামে যে সকল পুকুর অযত্নে পড়িয়া থাকে, সেই সকল পুকুর ১০ বা ২০ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়া অনায়াসে এই ব্যবসা আরম্ভ করা যায়। দশটী ভাল পুকুর কোনো ফার্ম্মের অধীনে থাকিলে তাহা দ্বারা বার্ষিক তিন চারি

হাজার টাকা আয় করা যায়। কিন্তু এই ব্যবসায়ে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনেক পুকুরে মাছ বাড়ে না, কোন পুকুরে আবার মাছ মরিয়া যায়। তারপর চোর প্রভৃতি ত আছেই। কিরূপে এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া মাছের ব্যবসায়ে যুবকগণ লাভবান হইতে পারেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

পথের সন্ধান

চাকুরী দিন দিন দুর্ল্লভ হইয়া পড়ায় ব্যবসায়ের দিকে এখন অনেকের ঝোঁক বাড়িয়াছে, কেহ বা অল্প পুঁজি লইয়া কেহ বা বিনা সম্বলে ব্যবসা করিতে চাহেন। কিন্তু বন্ধুগণ তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া বলেন "বিনা সম্বলে অথবা অল্প টাকায় কি ব্যবসা হয় ?" এইরূপ উক্তিতে তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন ; কিন্তু সত্য সত্যই বিনা সম্বলে অথবা অল্প সম্বলে যে অনেক ব্যবসা করা যায়, তাহা সকলের জানা নাই। তাই এই "পথের সন্ধান" প্রবন্ধে যাঁহারা ব্যবসা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য এমন কতকগুলি ব্যবসায়ের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা তাঁহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের একটা উপায় করিয়া লইতে পারেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে—

১। শাকসব্জীর ব্যবসায়,
২। খেলার সরঞ্জাম,
৩। পাট,
৪। কাঁচা চামড়া,
৫। জুতা,
৬। পশুর চাষ,
৭। পাখীর চাষ,
৮। মাছের চাষ,
৯। এজেন্সী ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সন্ধান দেওয়া আছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটী দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এমন কয়েকটী জিনিষের প্রয়োজন হয় যেগুলি আমরা প্রচুর মূল্য দিয়া বাজার হইতে ক্রয় করিয়া থাকি। অথচ এগুলি প্রস্তুত করা তেমন কঠিন কাজ নয়। নিজের হাতে এগুলি প্রস্তুত করিয়া লইলে কেবল যে পরিবারের কাজ চলে তাহা নহে— ইচ্ছা করিলে এই সকল জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করার ব্যবস্থাও হইতে পারে। ইহাতে যথেষ্ট আয়ের সম্ভাবনা আছে। যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক উপযুক্ত কর্ম্মের অভাবে বেকার বসিয়া আছেন তাঁহারা এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি দিলে অর্থ সমস্যার অনেকটা সমাধান করিতে পারিবেন। এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবসায়ের বিবরণ আছে :—

(১) Emulsified cocoanut oil,
(২) কাটা ঘায়ের উপযোগী মলম,
(৩) চামড়ায় লাগাইবার উপযোগী ক্রীম।
(৪) কাঠের ফাটা জোড়া দিবার পটী,
(৫) বিভিন্ন প্রকারের ক্রীম,
(৬) পুরাতন রিবন নূতন করা।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ

আজকাল আমরা দেশীয় গাছ গাছড়ার ব্যবহার প্রায় এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি। অথচ এমন একদিন ছিল, যেদিন কথায় কথায় ডাক্তার না ডাকিয়া লোকে টোট্‌কা ঔষধ

দ্বারাই শক্ত ব্যাধি সারাইত। প্রত্যেক গৃহস্থেরই এই টোট্‌কা ঔষধগুলির কথা জানা ছিল। আজও গৃহস্থগণ যদি ঘরে ঘরে এই টোট্‌কা ঔষধের একটি তালিকা রাখেন, তাহা হইলে অনেক অনাবশ্যক দুর্ভাবনার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। বর্ত্তমান বৎসরে নিম্নলিখিত রোগের টোটকা ঔষধের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ, (২) অম্লপিত্ত ও শূলরোগ, (৩) অর্শরোগ, (৪) আমাশয়, (৫) কাণপাকা ও কাণ বেদনা, (৬) একশিরা ও গোদ, (৭) শ্বাসকাস ও সর্দ্দি, (৮) কুষ্ঠ ও বাত, (৯) কৃমি ও পিত্তরোগ, (১০) খুস্‌কী ও উকুন, (১১) মেহ বা গণোরিয়া, (১২) ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজ-ভঙ্গ, (১৪) বসন্ত রোগ, (১৫) পেটফাঁপা, (১৬) পেট কামড়ানো, (১৭) কামলা, (১৮) মচ-কানো বা হাত পা ভাঙ্গা, (১৯) ধবলের প্রলেপ ও আগুনে পোড়া, (২০) কোষ্ঠবদ্ধ, (২১) চক্ষু উঠা, (২২) সর্পদংশন, (২৩) মাথাধরা, (২৪) দন্তরোগ, (২৫) জিভে ও মুখে ঘা, (২৬) দাদ, (২৭) নাসি-কার রোগ, (২৮) রাতকানা, (২৯) পচা ঘায়ের ঔষধ, (৩০) সূতিকার ঔষধ, (৩১) ফোঁড়া বসাই-বার ঔষধ, (৩২) ফোঁড়া পাকাইবার ঔষধ, (৩৩) ফোঁড়া ফাটাইবার ঔষধ, (৩৪) রক্তপাত বন্ধ, (৩৫) স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি, (৩৬) যকৃত ও প্লীহার ঔষধ, (৩৭) শোথের ঔষধ, (৩৮) পুরাতন ম্যালেরিয়া, (৩৯) বলকারক মুষ্টিযোগ।

আলোক চিত্র

আলোক চিত্রের চেয়ে ফটোগ্রাফ কথাটাই আমাদের ভিতরে চল্‌তি বেশী। আজকাল ফটো ব্যবসায়ী ছাড়াও অনেকে নিজের ঘরে ক্যামেরা রাখিয়া থাকেন, এবং উহা দ্বারা ইচ্ছামত বন্ধুবান্ধব ও প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির ছবি তুলিয়া থাকেন। এই ছবি তোলা ব্যাপারে ক্যামেরা বসানো ফোকাস্‌ করা প্রভৃতি হইতে ফটো বাঁধাইএর যত প্রণালী আছে তৎসমুদয় এই প্রবন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। ফটো শিক্ষার্থি-গণের প্রত্যেকেরই এই প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিৎ।

জর্দ্দা

পান-বিলাসীদের মধ্যে জরদা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহা কিরূপে আবাল বৃদ্ধ বণিতার একটা প্রধান নেশার বস্তুতে পরিণত হইয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা এবং নানা রকমের জর্দ্দা প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

চিড়িয়াখানার কনট্রাক্ট

সরকারী আফিস আদালতের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সরবরাহের কন্‌ট্রাক্ট লইয়া বহুলোক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। তাহা ছাড়া হাঁসপাতাল, অনাথ আশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও চাল, ডাল, আটা, ময়দা, ঘি, তেল, নুন, মাছ, মাংস, দুধ ঝাঁটা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ, শয্যা বস্ত্রাদি যে কত রকমের জিনিষের জন্য ঠিকা দেওয়া হয়, তাহার সীমা নাই। আমাদের বাঙ্গালী যুবকগণও কিরূপে এই সব জিনিষ সরবরাহের কন্‌ট্রাক্ট লইয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে পারেন, চিড়িয়া খানার কন্‌ট্রাক্ট হইতে তাহা দেখানো হইয়াছে।

সর্প দংশনের কয়েকটি পরীক্ষিত ঔষধ

প্রতি বৎসর সর্পদংশনে বহুলোকের মৃত্যু হয়, কিন্তু সাপের কামড়ের ভাল ঔষধ সচরাচর মেলা

দায়। আবার ঔষধ জানা থাকিলেও হয়তো তাহা প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না। এই প্রবন্ধে সাপের কামড়ের ১১টি ঔষধের কথা লিখিত আছে। এই ঔষধগুলি আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রত্যেক গৃহস্থের উপকারে আসিতে পারে।

কলিকাতায় যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব

এই প্রবন্ধে যক্ষ্মারোগের একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

কি খাই ?

শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য অনেক খাদ্যই আমরা খাইয়া থাকি, কিন্তু সকল খাদ্যই সকল দেহের উপযোগী নহে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে খাদ্যের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গালীর উপযোগী খাদ্যের কথা আলোচিত হইয়াছে।

দুর্ব্বার উপকারিতা

যে দুর্ব্বা নিত্য-নিয়ত লোকের পদতলে পিষ্ট হইতেছে, ব্যাধির ঔষধ হিসাবে তাহার উপকারিতার অন্ত নাই। এই প্রবন্ধে দুর্ব্বার নানাবিধ উপকারিতার কথা আলোচিত হইয়াছে।

ব্যবসায়ের সন্ধান

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিস হয়তো কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; উপরোক্ত অধ্যায়ে এই সকল বিবরণ ধারাবাহিক রূপে প্রতিমাসে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের গ্রাহকদের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে 'ব্যবসা-বাণিজ্য' আফিসে জানাইলেই তাহাদের পত্র যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। যিনি যে কোন জিনিস ক্রয় অথবা বিক্রয় করিতে চাহেন, তিনিই এই বিভাগের অনুসন্ধানগুলি পাইয়া উপকৃত হইবেন।

১। ঘৃত কুমারীর আঁশ ২। শূকরের চর্ব্বি ও মাংস ৩। গন্ধক মিশ্রিত কঠিন পদার্থ বা pyrites ৪। লবঙ্গের তেল ৫। পুরাতন চট ৬। ছবির বার্ণিশ ৭। Ephedra ৮। সোপ ষ্টোন ৯। তাল পাটালি ১০। পুরাতন পাটের থলে। ১১। সোনালী বা বানরলড়ীর ছাল ১২। পাথুরে স্ফটিক ১৩। Turquoise ১৪। খয়ের ১৫। সরিষার তৈল ১৬। গুগ্‌গুল ১৭। ধুতুরা ১৮। সীসার পাত ১৯। পোস্ত দানা ২০। Fluor spur (একরূপ পাথর বিশেষ) ২১। খারী নূন ২২। চর্ব্বি ২৩। বাকসের ফুল ২৪। তামাকের গুঁড়া ২৫। চামর ২৬। পশুর অস্ত্র ২৭। পরিত্যক্ত পশম বা Wool Waste ২৮। অনন্ত মূল ২৯। চামড়ার দ্রব্যাদি ৩০। লোহার পিপা ৩১। সীসার ছাঁট ৩২। মহুয়া ৩৩। অভ্রের গুঁড়া ৩৪। চালমুগরার বীজ ৩৫। ভেড়ার চামড়া ৩৬। বন্য পশু ও পক্ষী ৩৭। খেঁকশিয়ালীর চামড়া ৩৮। তেঁতুল বীচি ৩৯। ফ্যান্সি চামড়া ৪০। সীসার তাল ৪১। রেশমের পরিত্যক্ত অংশ বা Silk Waste ৪২। কাঠবিড়ালীর চামড়া ৪৩। চামড়ার দ্রব্যাদি ৪৪। অভ্রের পাত ৪৫। নানা প্রকারের কাঠ ৪৬। গিনি ঘাস ৪৭। হাতীর দাঁত ৪৮। ক্রোটন তেল ৪৯। কাঁচা রবার ৫০। শুকনা আম ৫১। তামাকের ডাঁটা ৫২। সজারুর কাঁটা ৫৩। বয়রবটির দানা, মসুর ডাইল এবং গরুর আঁত ৫৪। সাদা মার্ব্বেল পাথর ৫৫। হাতীর দাঁত ৫৬।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এই বিভাগে প্রায় প্রতি মাসেই নানা দেশের প্রয়োজনীয় এবং কৌতুহল পূর্ণ কাহিনী প্রকাশিত হয়। কতকগুলি নিম্নে বিবৃত হইল।

বিবিধ দ্রব্যের পরীক্ষিত ফরমূলা

এই অধ্যায়ে নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালীর পরীক্ষিত ফরমূলা সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। মনে রাখিবেন ইহা বাজার প্রচলিত যা'তা ফরমূলা নহে। কলিকাতার কতকগুলি লোক "৩।৽ টাকায় বাবু সজ্জায়" মত যা'তা ফরমূলা দিয়া বাজারে বই বিক্রয় করিয়া লোক ঠকাইয়া থাকে। আবার আজকাল

দেখিতেছি কেহ কেহ পয়সা রোজগারের আর এক নূতন ফন্দী বাহির করিয়াছে। গোটা কয়েক কাঁচের শিশি, ফানেল্, স্পিরিট্ ল্যাম্প প্রভৃতি নিয়া দশ টাকায় এক কামরা ভাড়া করিয়া এই সব লোক শিল্প শিক্ষার ক্লাশ খুলিয়াছে এবং ৮৷১০ বা ১৫ টাকা প্রিমিয়াম নিয়া সাবান বা ঐরূপ কোন একটা শিল্প প্রস্তুত প্রণালী শিখাইয়া দিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া লোক জুঠাইতেছে। অথচ ইহাদের কেহই কোন রাসায়নিক পরীক্ষায় পাশ করে নাই, কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত সাবানের কারখানায় কাজ করে নাই, কিম্বা কোনও পাশ্চাত্য দেশের শিল্পশালা হইতে এই সকল শিল্প শিক্ষা করিয়া আসে নাই। কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে সুদূর মফঃস্বল হইতে লোক ভুলাইয়া আনিয়া নিজেদের উপার্জ্জনের পথ করিতেছে। এইরূপ ধোকায় পড়িয়া অনেকে টাকা খোয়াইয়া আমাদের নিকট আসিয়া এই সকল তথাকথিত শিল্প বিদ্যালয়ের নামে নানারূপ অভিযোগ করিয়াছেন।

আমরা এই অধ্যায়ে যে সকল ফরমূলা ও শিল্প দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিয়াছি তাহার একটীও বাজে নহে—সমস্ত ফরমূলাই Henley's Formula, Scientific American, Workshop Recipi প্রভৃতি জগতের সুপ্রসিদ্ধ এবং সুপরীক্ষিত ফরমূলার পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত। যে সকল ফরমূলা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার তালিকা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে ইহার প্রত্যেকটীই গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহার যে কোনও একটী প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত বিজ্ঞাপন, হ্যাণ্ডবিল, এবং ক্যানভাসিং সহযোগে বাজারে চালাইতে পারিলে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যবসায়ীগণ এইরূপ এক একটী শিল্প দ্রব্য বাহির করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন এবং করিয়া থাকেন, আর আমরা কেবল তাসের, আর পাশার আসর জমাইয়া, নানা রকম রাজা উজীর মারার গল্পে মসগুল হইয়া স্বপ্ন রাজ্যের কুহেলিকা রচনায় মগ্ন রহিয়াছি। **আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত এই ফরমূলাগুলির মুল্য বহু শত টাকা।**

১। পায়ের কড়া তুলিবার ঔষধ
২। লোমনাশক কেমিক্যাল
৩। বিভিন্ন প্রকারের স্মেলিং সল্ট
৪। বিভিন্ন প্রকারের পাউডার
৫। ওট্ মিল্ পাউডার
৬। চাউল হইতে নির্ম্মিত পাউডার
৭। প্রসাধনের পাউডার
৮। এন্টিসেপ্টিক্ ট্যাল্‌ছ্
৯। বোরেটেড্ ট্যাল্‌ছ্
১০। পাউডার্ড ট্যাল্‌ছ্
১১। কারবোলেটেড্ ট্যাল্‌ছ্
১২। ফেবারিট্ ট্যাল্‌ছাম্ পাউডার
১৩। ফেনোলেটেড্ ট্যাল্‌ছ্
১৪। রোজ্ ট্যাল্‌ছ্
১৫। সেলিসাইলেটো ট্যাল্‌ছ্
১৬। ট্যানেটেড্ ট্যাল্‌ছ্
১৭। টি রোজ্
১৮। ঘামাচি নিবারণের পাউডার
১৯। রৌদ্রে পুড়িয়া শরীরের চামড়া যে বিকৃত ভাব ধারণ করে তাহার প্রতিকারের ঔষধ
২০। আনারসের আইসক্রিম
২১। মশা ধ্বংসের ফরমূলা
২২। মুখমণ্ডল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়

গোলাপের চাষ

গোলাপ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরের ফুল। কেবল ব্যবসায়ের জন্য নহে, গৃহের শোভা ও উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সকলেই ইহার চাষ করিতে চাহেন। গোলাপ চাষ প্রবন্ধে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলটির রোপণ প্রণালী হইতে আরম্ভ করিয়া ফুল তুলিয়া দোকানে পাঠানো পর্য্যন্ত সকল রকম অবস্থার চাষ, বাস, পাইট ও সকল রকম তদ্বিরের বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এই ফুলের ব্যবসায়ে কিরূপ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

পত্রাবলী

এই অধ্যায়ে "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক-দিগের সমুদয় প্রশ্নের উত্তর ছাপা হয়। ইহা পাঠে অনেক তথ্য এবং সংবাদ জানিতে পারা যায়।

জীবন বীমার গোড়ার কথা

জীবন বীমার উদ্দেশ্য, ইহার উপকারিতা এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইহার আবশ্যকতার কথা আলোচিত হইয়াছে।

১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানীর বিবরণ

জানুয়ারী মাসে যত কোম্পানী ভারতবর্ষে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে তাহার তালিকা এই প্রবন্ধে আছে।

ট্যাক্‌সি ডার্মিষ্টের ব্যবসায়

মস্তক, নখর প্রভৃতি সহ মৃত পশুর চামড়া কিরূপে অক্ষত রাখা যায় তাহার বিশদ বিবরণ এই প্রবন্ধে পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া বাহির হইয়াছে। ১৩৩৬ সালে এই প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়া এবৎসরেও চলিয়াছে। অনেকগুলি ছবি থাকায় ইহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠে। এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অনেক লোক স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। অথচ ইহাতে অতি অল্প মূলধন লাগে। এ সম্বন্ধে নানা চিত্রের দ্বারা সকল বিষয় বাহির করা হইয়াছে।

হোয়াইট অয়েল আমদানী

কেরোসিন তেলকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিস্কৃত করিয়া তাহার গন্ধ একেবারে দূর করিয়া 'হোয়াইট অয়েল' প্রস্তুত করা হয়। সরিষা ও নারিকেল তেল এবং ঘি প্রভৃতিতে ভেজাল মিশাইতে এই তেল অদ্বিতীয়। ইহার ভেজাল সহজে ধরা পড়ে না। সুতরাং ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীগণ প্রতি বৎসর বহু টাকার হোয়াইট অয়েল মিশাইয়া আমাদের স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ করে। কোথায় কিরূপে এই সকল ভেজাল দেওয়া হয় এবং ইহা দিন দিন কিরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠে প্রত্যেক ব্যক্তিই উপকৃত হইবেন।

জগতে ইন্সিওরেন্সের প্রভাব

আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো. ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, জার্ম্মেণী, ইটালী, জেকোশ্লো-ভেকিয়া, স্পেন, তুরস্ক, শ্যাম, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানে দিন দিন জীবন বীমা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে এই প্রবন্ধ তাহার জ্বলন্ত পরিচয়।

কুটীর শিল্প ও গবর্ণমেণ্ট

বঙ্গদেশ, বিহার ও আসামের শিল্পবিভাগ দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে।

ভারতে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে স্যার ডি, হ্যামিল্টনের উক্তি

হাজার হাজার যুবক কাজের অভাবে নিস্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছে। এই বিরাট বেকার সমস্যা দূর করিতে হইলে সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া কিরূপে শত শত লোকের অন্ন-সমস্যা সমাধান করা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সার ড্যানিয়েল্ তাহাই দেখাইয়াছে।

টাকা রোজগারের নানা উপায়

জীবিকার্জ্জনের পথের অভাব নাই। কিন্তু লোকের শ্রমবিমুখতা ও অজ্ঞতাই তাহাদিগকে নিত্য নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্যোগী ও উৎসাহী যুবকদিগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবসায়ের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে :—

(১) মাছের কারবারে পয়সা।
(২) পেঁপের চাষে পয়সা।
(৩) পিচকারী দ্বারা চুণকাম করা।
(৪) বাগানের ব্যবসা।
(৫) আম ও অন্যান্য ফলে পয়সা।

একটু সামান্য উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হইলেই উপরোক্ত কাজ হইতে কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করা যায় এই প্রবন্ধে তাহার বিশদ বিবরণ আছে।

নারায়ণগঞ্জে আচার্য্য প্রফুল্ল রায়

সাহেব আর মাড়োয়ারীরা পাটের আফিস খুলিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, আর বাঙ্গালী না খাইয়া মরিতেছে। নারায়ণগঞ্জের এই অবস্থা দেখিয়া আচার্য্য রায় বাঙ্গালীর জাগিবার উপায় সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেই অমূল্য উপদেশ এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

চাষ আবাদের কাল নিরূপণ

বৎসরের নানা মাসে বিভিন্ন ফুল, ফল ফলে এবং নানা প্রকারের শাক সব্জীর চাষ হইয়া থাকে। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বারো মাসের কোন্ মাসে কি জিনিষের কৃষি করা উচিত এই প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। চাষী, গৃহী, ব্যবসায়ী মহাজন প্রত্যেকেরই ইহা জানিয়া রাখা উচিত।

সাঁতরাগাছির ওল

সাঁতরাগাছির ওল হাওড়া জেলার মধ্যে একটি বিখ্যাত কৃষি পণ্য। বহু জিলার লোক দূর-দেশ হইতে আসিয়া পরম আগ্রহের সহিত এই জিনিষটি খাদ্যের জন্য লইয়া যায় এবং ওলের Seasonএ প্রায় লক্ষ্যাধিক টাকার সাঁতরাগাছির ওল ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই ওল কিরূপে চাষ করিতে হয়, ইহার বীজ কোথা হইতে আসে এবং কোথায় পাওয়া যায়, ইহার লাগাইবার প্রণালী, তুলিবার সময় এবং এই ব্যবসায়ের লাভ প্রভৃতির কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে আগ্রহশীল ব্যক্তিমাত্রেরই উপকারে আসিবে।

Frigidaire বা Ice cream ও বরফের কল।

আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বরফ একটি অত্যাবশ্যক জিনিষ। কিন্তু সকল স্থানে বরফ পাইবার উপায় নাই। সাধারণতঃ খুব বড় বড় সহরেই ইহা তৈরী হইয়া থাকে। সম্প্রতি ফ্রিজিডেয়ার, কেলভিনেটর্ প্রভৃতি ছোট ছোট বরফ তৈরীর কল বাজারে বাহির হওয়ায় বরফের ব্যবহারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই কল আবার দুই আকারের পাওয়া যায়। প্রথম গৃহস্থের উপযোগী, দ্বিতীয় ব্যবসায়ের উপযোগী। গৃহস্থের উপযোগী একটি কলে প্রয়োজনানুযায়ী পাঁচ সের হইতে আধমণ বা ততোধিক বরফ জমানো যায়। উহা কোন প্রকারে রূপান্তরিত না হইয়া এক সপ্তাহ কাল কঠিন জমাট অবস্থায় থাকে। সুতরাং ইচ্ছামত এক একটি বাটি বরফ বাহির করিয়া নিয়া বাকী সব কলের মধ্যে রাখিয়া দিলে উহা অবিকৃত থাকিবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এইরূপ কলের দাম, উপকারিতা এবং প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকখানি ছবি থাকায় জিনিষটির ব্যবহার প্রণালী চোখের উপর ভাসিয়া উঠে।

বাড়ী ঘরের দালালী

বড় বড় সহরে বাড়ী ঘর কেনা-বেচা ও ভাড়াটে যোগাড় করিয়া দেওয়ার ব্যবসা একটি মস্ত কারবার। সাধারণ লোক কোথায় দোকান পসার, ও বাড়ীঘর খালি পড়িয়া আছে সে সব খবর রাখে না। যাহারা বড় সহরে বাস করে, তাহাদের প্রয়োজন মত বাড়ী ঘর সংগ্রহ করিতে অতিশয় মুস্কিলে

পড়িতে হয়। কলিকাতায় মাড়োয়ারী ও সাহেবদের মহলে এই ব্যবসা রীতিমত সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে এবং ইহাতে বেশ টাকা-পয়সা উপার্জ্জনও হইতেছে। কি করিলে বাঙ্গালীরাও এই উপায়ে বিনা মূলধনে অর্থাগমের পথ করিতে পারেন, এই প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে নূতন পথের সন্ধান পাইবেন।

বাঙ্গলায় মাছের অভাব

বাঙ্গালীর খাদ্যের সহিত মাছ না হইলে চলে না, অথচ দিন দিন মাছ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। দেশব্যাপী এই অভাবের কারণ এবং ইহার প্রতিকারের উপায় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। মাছের ব্যবসা দ্বারা যাহাতে লোক প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে পারে, তাহারও পন্থা নির্দ্দেশ আছে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী

বালীর চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় বাঙ্গলার বাহিরে গিয়া নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে 'পাওনিয়ার' পত্রিকার হেড ক্লার্ক হইতে জীবনে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন এবং 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' (এলাহাবাদ) স্থাপন দ্বারা কিরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহার কাহিনী এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

Sun Lifeএর কথা

বহুদূরের বিদেশী বীমা কোম্পানী এদেশে আসিয়া নানাবিধ চটক দেখাইয়াব্যবসা করে। কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ খবর অনেকেই কিছু জানেন না। বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে Sun Life of Canada এদেশে যথেষ্ট পলিসি বিক্রয় করিয়া থাকেন, অথচ এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে ইহাদের নিজের দেশের পলিসি ক্রেতাগণ যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এদেশের প্রায় কেহই জানিতেন না। শ্রীযুত চূণীলাল লাহিড়ী মহাশয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে আমরাই সর্ব্বপ্রথম এই সকল কাহিনী ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশ করি। এই প্রবন্ধটি বীমা জগতে এমন কৌতুহল সৃষ্টি করিয়াছিল যে আমরা 'ব্যবসা ও বাণিজ্য'পত্রিকার দশহাজার কপি পুনর্মুদ্রণ করিয়াও পাঠকদিগের কৌতুহল নিবারণ করিতে পারি নাই। ভারতের নানা ভাষায় এই প্রবন্ধটি অনুদিত হইয়া ছল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মূল্য কত এবং দেশের লোক কত আদর করিয়া তাহা পড়িয়া থাকে।

ডিগ্রীর অভিশাপ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রবন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চিত্তাকর্ষী ভাষায় বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকগণের দুর্দ্দশা এবং ব্যবহারিক জীবনে অকর্ম্মণ্যতার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে কুলীর সর্দ্দার পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছে, অথচ আমাদের ডিগ্রীধারী যুবকগণ অন্নের অভাবে পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছে কেন তাহার মূল আচার্য্য রায় এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আচার্য্য রায়ের এই প্রবন্ধ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য।

কৃত্রিম রেশম

কৃত্রিম রেশম আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রেশম ও তুলা এই উভয়ের সূতা

দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ে ভারতের বাজার ছাইয়া গিয়াছে। এই কৃত্রিম রেশমের ব্যবসায়ে ইটালী ও বৃটিশ বস্ত্র ব্যবসায়ীবৃন্দ প্রতি বৎসর কিরূপ ভারতের লক্ষ লক্ষ টাকা নিজেদের দেশে লইয়া যাইতেছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই জলন্ত নিদর্শন। নকল জিনিষের বহুল প্রচলনের ফলে ভারতের খাঁটি রেশম শিল্প ধ্বংস পাইবার উপক্রম হইয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে কেবল যে খাঁটি রেশম দুষ্প্রাপ্য হইবে তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে ভারতের একটি প্রধান শিল্প সম্পদও যে নষ্ট হইয়া যাইবে এই প্রবন্ধে তাহা দেখানো হইয়াছে।

সির্কা প্রস্তুত প্রণালী

মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি গুরুপাক জিনিষ সহজে হজম করিবার জন্য অনেকে খাদ্যদ্রব্যের সহিত তরল হজ্‌মী বা সির্কা পান করিয়া থাকেন। পেঁয়াজ, শশা, স্যালাদ্‌ প্রভৃতি কাঁচা শাকশব্জী সির্কা বা ভিনিগারে ভিজাইয়া খাওয়ার আজকাল খুব রেওয়াজ হইয়াছে। সকল রকমের সির্কা প্রস্তুত প্রণালী এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের সাহায্যে ঘরে বসিয়া যে কোন দ্রব্যের সির্কা তৈরী করিতে পারিবেন।

বাড়ী ভাড়া আদায়ের এজেন্সী

বড় বড় সহরের অনেক বাড়ীর মালিককে নানা কার্য্যোপলক্ষে অনেক সময় মফঃস্বলে বা এমন কোন স্থানে থাকিতে হয়, যেথান হইতে তাহাদের সহরের বাড়ী ভাড়া আদায় করা এক মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া উঠে। সচরাচর এই কাজ তাহাদের আত্মীয় বা বন্ধুর উপর ন্যস্ত করা হয়। যখন ভাড়াটিয়া প্রজাগণ ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে তখন আবার মামলা মোকদ্দমা করার প্রয়োজন হয়। এই সকল কারণে বাড়ীওলাকে নানা হাঙ্গাম ও লোকসানের মধ্যে পড়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। বাড়ী ভাড়া আদায়ের কোন এজেন্সী থাকিলে এই সকল অযথা হাঙ্গামের হস্ত হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়াও কিরূপে একটি সুন্দর ব্যবসা চলিতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহা দেখানো হইয়াছে।

তুলার কথা

এই প্রবন্ধে ভারতে তুলা জাত দ্রব্যের আমদানী, তুলার পাঁজ ও সূতার আমদানী এবং ভারতে প্রস্তুত সূতার পরিমাণ প্রভৃতি সমুদয় Statistics বা অঙ্কমূলক বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

বিচিত্র বার্ত্তা

নানা দেশের নানাবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য খুঁটি নাটি খবরের কৌতুহলময় সংকলন।

অর্জ্জুন বৃক্ষের উপকারিতা

হৃদ্‌রোগের নানা অবস্থায় অর্জ্জুন বৃক্ষ দ্বারা কিরূপ আশাতীতরূপে উপকার পাওয়া যায় এবং রোগের কোন্‌ অবস্থায় ইহা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহীর ইহা জানা উচিত।

পাটের কথা

বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যায় সচরাচর যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়া থাকে এবং দেশীয় স্বত্বাধিকারীদিগের যে সকল পাট কল আছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

ভেক পালন

জাপান, ফরাসী প্রভৃতি দেশের বহুলোক ব্যাঙ্ খাইতে খুব ভালবাসে। কলিকাতায় বহু জাপানীর বাস, সুতরাং এখানে ব্যাঙের বেশ ভাল ব্যবসায় চলিতে পারে। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হয়, এই প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

১৯৩০ সালের ফেল পড়া কোম্পানী-গুলির বিবরণ

যতগুলি কোম্পানী লিকুইডেশনে গিয়াছে কিম্বা কাজ বন্ধ করিয়াছে, ইহাতে তাহার বিবরণ আছে।

মূল্যবান ভারতীয় কাঠ পাকা করার প্রণালী

ভারতের জঙ্গলে বহুবিধ মূল্যবান কাঠ রহিয়াছে। গৃহের আসবাব নির্ম্মাণ ছাড়াও রেলপথ নির্ম্মাণে, জাহাজের প্রয়োজনে বহু টন কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেগুন, শিশু, দেবদারু, পাইন প্রভৃতি কাঠের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এই সকল কাঠ বাতাসের সাহায্যে কিরূপে দীর্ঘস্থায়ী বা পাকা করিতে পারা যায়, এই প্রবন্ধে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কাঠের ব্যবসায়ীদের ইহা বিশেষ উপকারে আসিবে।

জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের জীবনী

অপরিসীম অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সামান্য গো-রাখাল হইতে আরম্ভ করিয়া জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্ কিরূপে জগতে অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

ওয়াটার প্রুফ্ প্রস্তুত প্রণালী

বর্ষার দিনে আজকাল আর কেহ ঘরে বসিয়া থাকেনা। তাই গাড়োয়ান, চৌকিদার, গোমস্তা, পিয়াদা, পাহারাওয়ালা, পোষ্টাল পিয়ন হইতে আমলা, উকীল ব্যারিষ্টার, জজ ব্যবসায়ী, রেল-ষ্টীমারের কর্ম্মচারী, জমিদার, রাজা, মহারাজা পর্য্যন্ত ওয়াটার প্রুফ বা বর্ষাতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিরূপে এই ওয়াটার প্রুফ তৈরী করা যায়, এবং ইহা কিরূপে একটি বৃহৎ ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে তাহার সমুদয় তথ্য এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

স্বদেশী দ্রব্যের ডাইরেক্টরী

আজকাল স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কোথায় কোন্ জিনিস পাওয়া যায়, তাহা জানা না থাকায় বহুলোক আগ্রহ সত্ত্বেও স্বদেশী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য স্বদেশী দ্রব্যের ডাইরেক্টরী দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান দেওয়া আছে। নিম্নে কয়েকটি জিনিষের নাম উল্লেখ করা হইল :—

অয়েল ক্লথ, এনামেলের বাসন, ওয়াটার প্রুফ, কলম, কাঁচের বাসন, কালি, খদ্দর, গেঞ্জি, মোজা, চামড়ার কারখানা, চিরুণী, চিনি, চীনে মাটির বাসন, ছুরি, কাঁচি, জুতার পালিস, টিন, ত্রিপল, দড়ি, দাঁতের মাজন, দেশলাই, পশমী কাপড়, পেন্সিল, প্রসাধন দ্রব্য, বলটু, বীম, বর্গা, বিস্কুট, বোতাম, ব্রুস, মিলের কাপড়, রেশমী কাপড়, সাবান (গায়েমাখা) সাবান (কাপড় কাচা)

সাবান (কামাইবার) ও সূতা। এই সকলদ্রব্যের ঠিকানা দেখিয়া ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা উভয়েই বিশেষ উপকৃত হইবেন। এক একটি জিনিষ যত স্থানে তৈরী হয়, তাহাদের প্রায় সকলেরই ঠিকানা দেওয়া আছে।

বাঙ্গলার লোন কোম্পানী

বাঙ্গলার লোন কোম্পানীগুলি কিরূপ ভাবে বর্ত্তমানে পরিচালিত হইতেছে, এবং কিরূপভাবে এগুলি চালানো উচিত তাহা এই প্রবন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহাদের ব্যাঙ্ক বা লোন অফিসের সহিত কোন প্রকারের সংশ্রব আছে, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য।

বিদেশী বীমা কোম্পানীর লগ্নীর কথা

ভারতীয় কোম্পানীগুলি মাত্র কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে তাহাদের টাকা লগ্নী করিয়া থাকেন। কিন্তু অতি লোভের আশায় Speculative সিকিউরিটীতে টাকা লগ্নী করার ফলে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে অনেক সময় যে 'ঘা' খাইতে হয়, তাহা অনেকে তলাইয়া দেখেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিদেশী কোম্পানী-গুলির লগ্নীর গলদ দেখানো হইয়াছে। বীমা কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

বিদেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়ার বিবরণ

বিদেশী বীমা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ অনেক সময় বড়াই করিয়া বলিয়া বেড়ান যে বিদেশী কোম্পানীই জীবন বীমা ব্যাপারে একমাত্র নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বিদেশী বীমা ব্যবসায়ীবৃন্দও যে অনেক কোম্পানী নষ্ট করিয়াছেন তাহা অনেকে জানেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিদেশী বীমা কোম্পানীর ফেলপড়ার কারণ ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ইন্‌সিওরেন্সের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের এই প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য।

সমালোচনা

এই প্রবন্ধে ইলেক্‌ট্রিক আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমালোচনা করা হইয়াছে।

সহজ শিল্প শিক্ষা

অনেকগুলি শিল্প আছে যাহা শিখিতে বহু বৎসর অধ্যয়ন অথবা অনেক অর্থব্যয় করার প্রয়োজন নাই। ঘরে বসিয়াই আত্মচেষ্টায় অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালন করা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এইরূপ কতকগুলি জিনিষ তৈরীর উপায় বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে ইহাদের নাম দেওয়া হইল :—

(১) রোজ সোপ
(২) কামাইবার সাবান বা সেভিং সোপ
(৩) কাপড় কাচা সাবান
(৪) সুগন্ধী নস্য
(৫) কোল্ড ক্রীম
(৬) আম্বার বার্ণিস
(৭) জুতায় লাগাইবার কালি
(৮) ছুরির পালিস
(৯) লেমনেড্ প্রস্তুত প্রণালী
(১০) সোডা ওয়াটার,
(১১) বরফ
(১২) লেবুর সুবাসিত জল
(১৩) পুডিং
(১৪) আরক

(১৫) পিঁয়াজের আরক
(১৬) এসেন্স
(১৭) আতর।

আম

এদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের আম, তাহাদের পরিচয়, গুণ প্রভৃতি ও চাষের প্রণালী বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্যবসায়ী মাত্রেই এই প্রবন্ধে বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইবেন।

জুতার কালি প্রস্তুত প্রণালী

আজকাল স্বদেশী জুতার কালির চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে এই জিনিষটি তৈরী হইতেছে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জুতার কালি তৈরীর উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

আইস ক্রীম তৈরীর ফরমূলা

বাজারে কলা, লেবু, কমলা এবং অন্যান্য নানাবিধ ফলের গন্ধযুক্ত আইস ক্রীম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সুগন্ধ তৈরীর ফরমূলা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। ঘরে বসিয়া বই দেখিয়া অনায়াসে তৈরী করা যায়।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অতীত স্মৃতি হইতে বটকৃষ্ট পালের ব্যবসায়ের উন্নতির কারণ এবং অনেক ব্যবসায়ীর বিফলতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি উপন্যাসের মত মনোহর, অথচ আচার্য্যের উপদেশের মতই ব্যবসায়ী জীবনের অত্যাবশ্যক সম্পদ।

চই এর চাষ

'চই' বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। ইহা গোল মরিচ ও পিপুল জাতীয় লতা বিশেষ। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ইহার প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ বরিশাল, খুলনা, যশোহর ও ফরিদপুরে ইহার চাষ হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হইতে পারে এবং ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে। চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত চইএর সের বিক্রয় হইয়া থাকে। অথচ ইহার চাষ অতিশয় সহজ। শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় এই প্রবন্ধে চইএর চাষ প্রণালী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

আদর্শ কৃষি-প্রণালী

বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃষির জন্য একটা আগ্রহ আছে। এই জন্য কৃষক ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই ঘরের পার্শ্বে একটু জায়গা পাইলে লাউ কুমড়া, ঝিঙে, কাঁকরোল প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোন্ ফসল কখন রোপণ করা উচিত, কিরূপ জমিতে বিঘা পরিমাণ বীজ রোপণ করিবে, কিরূপ এবং কত সার দিবে, কি উপায়ে বীজ রোপণ করিবে, কখন কি পরিমাণ ফসল তুলিবার সময় প্রভৃতি কৃষি কার্য্যের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ বুঝানো হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে এই প্রবন্ধটি অতিশয় প্রয়োজনীয়। মহিলাগণও গৃহ-কৃষিতে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন। ইহাতে নিম্নলিখিত ফসল চাষের প্রণালী আলোচিত হইয়াছে।

(১) আদা, (২) আনারস (৩) আলু (৪) কুমড়া (৫) বিলাতী কুমড়া (৬) খেঁসারী (৭) গোধুম বা গম (৮) চীনাবাদাম (৯) ছোলা (১০) ঝিঙ্গা (১১) ঢেঁড়স (১২) তরমুজ (১৩) তামাক

(১৪) ধনে (১৫) পেঁয়াজ (১৬) ফুটি (১৭) মস্থরী (১৮) পটোল (১৯) মানকচু (২০) গুঁড়ি কচু (২১) সোণামুগ (২২) মূলা (২৩) লঙ্কা (২৪) লাউ (২৫) রাঙ্গা আলু (২৬) বরবটি (২৭) বেগুণ (২৮) শশা (২৯) শাঁখ আলু (৩০) সীম

পুন্নলের তেল হইতে সাবান প্রস্তুত

পুন্নল বীজ হইতে পূর্ব্বে প্রদীপের তেল তৈরী হইত। কিন্তু কেরোসিন তৈল প্রচলনের সহিত উহা দূর হইয়াছে। এখন উহা সাবান তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। রং করিতেও পুন্নল তেল অদ্বিতীয়। পুন্নলের তেল, খোল এবং বীজ বিক্রয় করিয়া কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করা যায়, এই প্রবন্ধে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত Dr. R. L Dutt মহাশয় তাহার সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

সান্‌লাইফ সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের জবাব

আষাঢ় সংখ্যার "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" সান্‌লাইফ বীমাকোম্পানী সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা সমালোচনা করেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের যুক্তির অসারতা ও বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রকৃত গলদ নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখানো হইয়াছে। যাঁহারা বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন।

গভর্ণমেণ্ট একচুয়ারীর রিপোর্ট

গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত একচুয়ারীর রিপোর্টে দেশী কোম্পানীগুলিকে খেলো করিয়া দেখাইবার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় সরকারী একচুয়ারীর রিপোর্ট যাহাতে কোম্পানী বিশেষ অথবা দেশ বিশেষের পক্ষে প্রচার পত্র বলিয়া মনে না হয়, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিয়া দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চট্টলা চরকা

উন্নত প্রণালীতে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া এই চরকা প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের শিল্পশালায় এই চরকা হইতে রেশম, পশম ও তুলা হইতে অতি সহজে অল্প সময়ে অনেক অধিক সূতা কাটা হয়। এই প্রবন্ধে চট্টলা চরকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মোটর চালিত যান বাহন

বাস, লরি, ট্যাক্সি, কার, সাইকেল প্রভৃতি মোটর চালিত যান বাহন এখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিণত হইয়াছে। অথচ এই সকল মেরামত করিবার সাজ সরঞ্জামটুকু পর্য্যন্ত বিদেশী। মোটর গাড়ীর সংখ্যা দেশে কিরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং গত পনর বৎসরে পৃথিবীর কোন্ দেশে কত মোটরগাড়ী আমদানী হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দেশবাসী প্রত্যেকেরই ইহা পাঠ করা উচিত।

কপির চাষ

কপির চাষ এদেশের একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। ইহাতে কিরূপ লাভ হইতে পারে, কোন্ প্রণালী অবলম্বনে সর্ব্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট কপি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা যায় প্রভৃতি কপি চাষের সমুদয় বিবরণ এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলুর চাষ

ডাল, রুটি ও ভাতের পরেই আলু আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য। আলু চাষের সমুদয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ইহার সাহায্যেই অতি উত্তমরূপে আলুর চাষ করা যায়, অপর কোনও উপদেষ্টার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

টোম্যাটো বা বিলাতী বেগুনের চাষ

পুষ্টিকর খাদ্যের দিক দিয়া দেখিলে বিলাতী বেগুন অতি উৎকৃষ্ট সব্জী। ইহা সুস্বাদুও বটে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা এখন সর্ব্বজনপ্রিয় সব্জী। ভারতেও ইহা এখন প্রায় সকলেই খাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিলাতী বেগুন চাষের সর্ব্বপ্রকার খুঁটিনাটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

মোরব্বা, আচার, চাট্‌নি প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। যে কোন নরনারী ঘরে বসিয়া ইহার সাহায্যে অতি উৎকৃষ্ট মোরব্বা, আচার, চাট্‌নী প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারিবেন।

(১) কাঁচা আমের মোরব্বা
(২) আমলকীর মোরব্বা
(৩) বেল
(৪) আমের আচার
(৫) আমের ঝালদার চাট্‌নি
(৬) আনারসের চাট্‌নি
(৭) আম কাসুন্দী,
(৮) তেঁতুল কাসুন্দী
(৯) ইংলিশ কারি পাউডার।

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা

ঘর সংসার করিতে গেলে দৈব-দুর্ঘটনা সকল সংসারেই ঘটিয়া থাকে; এজন্য বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিকারের উপায় সকল গৃহস্থেরই কিছু কিছু জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ দৈব-দুর্ঘটনার সরল চিকিৎসা প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।

(১) অগ্নিদাহ (২) রক্তপাত (৩) বিষভক্ষণ (৪) সর্পদংশন (৫) কুকুর দংশন (৬) কীটাদি দংশন (৭) নাসিকা, চক্ষু বা কর্ণে কীটাদি প্রবেশ (৮) অস্থি ভঙ্গ ও অস্থি বিচ্যুতি (৯) প্রবল উপঘাত ও মূর্চ্ছা (১০) জলে ডোবা (১১) কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার উপায় (১২) পল্লী চিকিৎসার জ্ঞাতব্য বিষয়।

তুলার চাহিদা

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তুলার চাহিদা কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে এই প্রবন্ধে তাহা দেখানো হইয়াছে।

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মুরগী পালন

মুরগী পালন সম্পর্কে কয়েকটি অত্যাবশ্যক কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান

এই প্রবন্ধে নিমের তৈল এবং খইলের কার্য্যকারিতা এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ব্যবসায়ী মাত্রেরই ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য।

গবর্ণমেণ্ট একচুয়ারী বনাম দেশী বীমা কোম্পানী

বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের দালালগণ সাধারণতঃ দেশী বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনিয়া থাকেন এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের Insurance Blue Book এর ১৫ সংখ্যায় যে সকল অবান্তর উক্তি করা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই নির্ভীক এবং সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বীমা সংশ্লিষ্ট লোকের এবং বিশেষতঃ ক্যান্‌ভাসার দিগের এই প্রবন্ধে অনেক জানিবার বিষয় আছে।

চাষের কাজ

আমাদের দেশে অনেক জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই কিছু না কিছু পতিত জমি আছে। সেগুলিকে কিরূপে শাক সব্জির বাগানে পরিণত করিয়া ঘরে বসিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে কপি, শালগম, বেগুন, হলুদ, আদা, কচু, লঙ্কা, শাক, মূলা, শীম প্রভৃতি শাক-সব্জীর চাষ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

অর্থকরী শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা

শিল্প শিক্ষার জন্য আজ চারিদিকে প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অনেকেই শিল্প শিক্ষার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু কোথায় এই সকল শিখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে অনেকেই কিছু জানেন না। উৎসাহী যুবক ও তাহাদের অভিভাবকগণের জ্ঞাতার্থে কতকগুলি শিল্প শিক্ষালয় ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা শিল্প শিক্ষার্থী মাত্রেই উপকৃত হইবেন।

হেন্‌রী ফোর্ড

আজকাল ফোর্ড মোটর গাড়ী পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গাড়ীর যিনি স্রষ্টা ও আবিষ্কারক সেই আমেরিকার ধনকুবের হেন্‌রী ফোর্ডের জীবনী এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৫০৲ টাকা লইয়া যিনি একদিন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহার দৈনিক আয় বারো লক্ষ টাকা এবং প্রতি বছরে তাঁহার কারখানায় প্রায় দশলক্ষ মোটর গাড়ী তৈরী হইতেছে। ব্যবসা জগতে প্রাতঃস্মরণীয় এই পুরুষের জীবন কথায় বহু লোকের প্রাণে ব্যবসায়ের প্রেরণা সঞ্চার করিবে।

বিশুদ্ধ খাদি কোথায় মিলিবে ?

খদ্দরের প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেজাল খাদিরও প্রচার বাড়িয়াছে, তাই সাধারণ খদ্দর-ক্রেতা যাহাতে প্রবঞ্চিত না হন, তজ্জন্য কয়েকটি বিশুদ্ধ খাদি বিক্রয় কেন্দ্রের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গের বাহিরে ব্যবসায়

বঙ্গের বাহিরে এখনও যে সকল লাভজনক ব্যবসা রহিয়াছে এবং যাহা দ্বারা অল্প মূলধনেও প্রচুর লাভ করা যাইতে পারে, তাহার কয়েকটীর সন্ধান এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

অয়েল স্কিন্‌স

এই প্রবন্ধে জাহাজের নাবিকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত অয়েল স্কিন ও কাগজ ওয়াটার প্রুফ করার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

বীমা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুত চুণীলাল লাহিড়ী মহাশয় এই প্রবন্ধে বিদেশী ও দেশী বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেরই এই প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত। বিশেষতঃ এজেন্টগণ এই প্রবন্ধ পাঠে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন, যাহাতে তাঁহাদের Canvass করার খুব সুবিধা হইবে।

রয়নার তেল হইতে সাবান প্রস্তুত প্রণালী

রয়নার তেল অতিশয় সহজ প্রাপ্য জিনিষ। বাঙ্গালীর নিকট ইহা সুপরিচিত। ইহা দ্বারা কিরূপে সাবান তৈরী করা যায় এবং তেল বিক্রয় দ্বারাও কিরূপ প্রভূত অর্থোপার্জ্জন সম্ভব তাহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

জ্বরা ও জ্বর নিবারণ

জ্বরার লক্ষণ ও উহা নিবারণের উপায় এবং জ্বরের প্রতিষেধক নানাবিধ ঔষধের কথা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

খাদ্য পরিপাকের সময়

সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন্ জিনিষ পরিপাক হইতে কত সময় লাগে তৎসম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞের নির্দ্ধারিত একটি তালিকা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সহজেই খাদ্যের লঘু গুরু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

রোগের কারণ

রোগ হইলেই আমরা কাতর হইয়া পড়ি, কিন্তু রোগের কারণ জানা থাকিলে আর সময়ে অসময়ে বিপদে পড়িতে হয় না। তাই জীব-দেহে যে সকল কারণে ব্যাধি প্রবেশ করে, এই প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বহু ব্যাধি প্রতিকারের সাহায্য হইবে।

১৩৩০ সালের এপ্রিল মাসের কোম্পানীর বিবরণ

১৩৩০ সালের এপ্রিল মাসে সমগ্র ভারতে যে সকল লিমিটেড কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে তাহার তালিকা।

বাজার কৃষি

ব্যবসায় হিসাবে বাণিজ্যের পরেই কৃষিকার্য্যে অধিক লাভ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আবার বাজার কৃষি অর্থাৎ বাজারের ফল মূল যথা—আলু, কপি, পটল, লাউ, কুমড়া, ছ্যালাদ্, বেগুন, শিম, লেবু, কলা, মূলা, নারিকেল, আনারস, ঝিঙে, শশা প্রভৃতির ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। কিপ্রকারে বাজার কৃষি করিতে হয় এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে একসঙ্গে অন্ন সমস্যা নিবারণ ও জনসাধারণের মঙ্গলসাধন করা যায় এই প্রবন্ধে তাহা ধারাবাহিকরূপে কয়েক মাস ধরিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

শিরিষজাত আঠা প্রস্তুত প্রণালী

শিরিষের আঠা অনেক কারখানায় ও কার বারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধে শিরি-ষের আঠা তৈয়ারী সমুদয় প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

বাংলার পাট

বাংলায় পাটের ব্যবসায়, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক অত্যাবশ্যক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পাটের চাষ ও ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।

কালী প্রস্তুত প্রণালী

কালী আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার কালী প্রস্তুতের ফরমূলা দেওয়া হইয়াছে।

(১) ব্ল্যাক কালীর পাউডার
(২) লাল কালীর পাউডার
(৩) নীল কালী
(৪) সবুজ কালী
(৫) সোণালী কালী।

চিন্তামণি ঘোষ

এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান কৃতী পুরুষ। সামান্য কেরাণী চিন্তামণি বাবু কি করিয়া ব্যবসায়ে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। এই বিবরণটী নভেলের ন্যায় চিত্তাকর্ষক।

অভ্র

সভ্য জগতে অভ্র একটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য ধাতু। লেখক এই প্রবন্ধে নানা দিক দিয়া অভ্রের ব্যবহারের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলার নৌ-শিল্প

এই প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার নৌ-শিল্পের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিরূপে এই শিল্পটি বাঙ্গালীর হাতে উন্নতির শীর্ষদেশে উঠিয়া ক্রমে ধ্বংস পাইল তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

তামাকের বিভিন্ন ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী

চুরুট, সিগারেট, বিড়ি, নস্য, দোক্তা ও জরদা আকারে প্রত্যেক গৃহেই প্রচুর পরিমাণে তামাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সিগারেট ও চুরুটের অধিকাংশই নিছক বিদেশী। যাহাতে ধূমপানের লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশী ব্যবসায়ীর পকেটে না গিয়া দেশের টাকা দেশেই থাকিতে পারে, তজ্জন্য বিড়ি ও চুরুট প্রস্তুত প্রণালী এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

বিলাতী বীমা কোম্পানীর কারবারের বিবরণ

বিলাতের বিভিন্ন বীমা কোম্পানী এ বৎসর এদেশে কত কাজ করিয়াছে, কাহার কত প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে, কাহার কত বীমার দাবী দিতে হইয়াছে ইত্যাদি বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। বীমায় সংসৃষ্ট ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা খুব উপকারে আসিবে।

হ্যাট্ বা টুপি প্রস্তুত প্রণালী

আজকাল বহুলোক টুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন। হ্যাটের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহারা ব্যবসায়ে নূতন পথ অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা প্রস্তুত

করা বেশ লাভজনক হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে শোলা, খড়, পশম, ক্যান্‌ভ্যাস প্রভৃতি দ্রব্যের টুপী প্রস্তুত প্রণালী উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশী চিনির কারবার

যশোহর জিলার কোটচাঁদপুর, কেশবপুর, মণিরামপুর, ত্রিমোহনী, রাজার হাট এবং বসুন্ধিয়ায় খেজুরে গুড় হইতে চিনি এবং চিটাগুড় তৈরীর অসংখ্য কারখানা ছিল। কিন্তু আজ তাহাদের অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এই সব কারবারে আবার নূতন উৎসাহ দেখা দিয়াছে। প্রতিযোগিতার বাজারে দাঁড়াইতে হইলে চিনির ব্যবসায়ে যে সব নূতন সংস্কার আবশ্যক বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ বিতরণের তালিকা

কোন্ কোম্পানী কিরূপ হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছেন, এই তালিকায় তাহা বিস্তৃত ভাবে দেখানো হইয়াছে।

লিচু

বিভিন্ন প্রকারের লিচু ও তাহাদের চাষ প্রণালী, এবং কিরূপে ইহা একটি বিশেষ লাভ-জনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, লিচুর পোকা নিবারণের উপায় প্রভৃতি চিত্র সংযোগে বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পেঁপে চাষের লাভ

উপযুক্ত স্থানে, সহরের নিকটবর্ত্তী কোন জমিতে পেঁপের চাষ করিলে কিরূপ আশাতীত লাভ পাওয়া যাইতে পারে তাহার বিবরণ।

পিপুল চাষ

প্রাচীন কাল হইতে পিপুল আমাদের দেশে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা সাধারণতঃ দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। এই পিপুলের চাষ প্রণালী এবং ইহাতে কি পরিমাণ লাভ হইতে পারে তাহা দেখানো হইয়াছে।

গাটা পার্চ্চা

রবারের মত গাটা পার্চ্চা এক প্রকার গাছের রস বা আঠা হইতে উৎপন্ন হয়। গাটা পার্চা দিয়া বহু জিনিস তৈরী হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কানাডার কথা

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার দোষ গুণ কানাডার কতকগুলি বীমা কোম্পানীর দৃষ্টান্ত হইতে দেখানো হইয়াছে। যাঁহারা দেশী কোম্পানীর এজেন্টরূপে canvass করিতেছেন তাহারা এই প্রবন্ধে এমন সকল তথ্য এবং অকাট্য যুক্তি দেখিতে পাইবেন যাহা তাঁহাদের বীমার কাজ সংগ্রহের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে। বীমা সংস্পৃষ্ট সকল লোকেরই অবশ্য পাঠ্য।

দেশী কোম্পানীতে বীমা করার জন্য দেশের লোকের নিকট ভারতের দাবী

প্রবন্ধের নাম হইতেই ইহার বক্তব্য বিষয় বুঝা যায়। কি কি কারণে দেশী থাকিতে বিদেশী

কোম্পানীতে বীমা করা অনুচিত তাহাই এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কানাডায় ভারতীয় বহিষ্কার নীতি

কানাডা হইতে ভারতবাসী কুকুর বিড়ালের মত বিতাড়িত হয়, আবার ভারতবর্ষ হইতেই তাহারা বীমা বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া থাকে। এই অন্যায়ের কিরূপে প্রতিকার হইতে পারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা দেখানো হইয়াছে।

জীবন বীমার উপকারিতা

মানবের জীবন যাত্রার পক্ষে জীবন বীমা যে কত দরকারী তাহা অনেকে সম্যক উপলব্ধি করেন না। কেবল পারিবারিক প্রয়োজনেই নহে, ব্যবসায়ের মন্দায়, শারীরিক ক্ষমতায়, বিবাহ বা উপনয়নেও ইহা অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বীমার নানা প্রকার উপকারিতার কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বীমার এজেণ্টগণ অনেক উপকার পাইবেন।

শণের চাষ

দড়ি দড়া প্রস্তুত করিতে শনের আঁশ বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাটের পরেই ইহার চাহিদা খুব বেশী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শনের চাষ প্রণালী ও এই ব্যবসায়ের লাভালাভ দেখানো হইয়াছে।

এণ্টিমণি

এণ্টিমণি ছাপাখানার একটি অত্যাবশ্যক সামগ্রী। ইহার বর্ণ, উৎপাদন স্থান, শিল্প হিসাবে জগতে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

রাম দুলাল সরকার

মানুষ দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াও কি করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় বলে ধনী হইতে পারে, রামদুলাল সরকার তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই প্রবন্ধে কিরূপে তিনি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করা হইয়াছে।

নিম তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত

নিম তৈল হইতে সাবান প্রস্তুতের খুব ভাল ব্যবসা চলে। ইহা কোথায় পাওয়া যায় এবং কি প্রকারে ইহা দ্বারা দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছু উপার্জ্জনের পথ করা যায় এই প্রবন্ধে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

ফুলগাছের উপযোগী সার

ফুলগাছের উপযোগী সার প্রস্তুত প্রণালী এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহাদের বাগান আছে, তাঁহারা এই প্রণালীর দ্বারা উৎকৃষ্ট সার তৈরী করিতে পারিবেন।

আগাছানাশী ঔষধ

আগাছার উৎপাত হইতে ক্ষেত্ররক্ষার অপূর্ব্ব উপায়।

ঘামের দুর্গন্ধ নাশক ঔষধ

কিরূপে সস্তায় ও সহজ উপায়ে ঘামের দুর্গন্ধ নাশের ঔষধ তৈয়ার করিয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় করা যায় তাহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

বিনালাভে পলিসি বনাম লভ্যাংশ সহ পলিসি

সুপ্রসিদ্ধ বীমা বিশেষজ্ঞ শ্রীযুত চুণীলাল লাহিড়ী মহাশয় ধারাবাহিক ভাবে এই প্রবন্ধে

বীমা সম্পর্কিত বহু অত্যাবশ্যক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে জানিবার ও শিখিবার বহু বিষয় পাইবেন।

জীবন বীমার এজেন্সি

জীবন বীমার এজেন্সি দ্বারা কিরূপে একই সময়ে জন-সেবা এবং নিজ জীবিকার্জ্জনের সম্মানজনক উপায় করা যায়, তাহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

রামশরণের দোকানদারী

লোটা কম্বল সম্বল করিয়া কিরূপে মাড়োয়ারী মহাজনগণ এদেশে আসিয়া লক্ষপতি হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে কৌতুহল পূর্ণ একটি সত্য গল্প। একাধারে জ্ঞান সঞ্চয়, এবং আমোদ উপভোগের এরূপ প্রবন্ধ বিরল।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর চুম্বক বিবরণ

অক্টোবর মাসে যে সকল নূতন কোম্পানী রেজেষ্টারী করা হইয়াছে তাহাদের একটি বিরাট তালিকা।

হাঁস পালন

হাঁস পালন যেমন সহজ তেমনি লাভ জনক। এই প্রবন্ধে জগতের যত প্রকারের হাঁস আছে তাহার বিবরণ এবং ইহার পালন প্রণালী অনেক-চিত্র সহযোগে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাঁস পালন এবং হাঁসের ব্যবসা সম্বন্ধে এমন কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় নাই যাহা এই প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। শুধু এই প্রবন্ধটীরই মূল্য গ্রন্থের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্যবসায়ে সময়ের মূল্য

ব্যবসা ক্ষেত্রে সময় যে কত মূল্যবান, তাহা যাঁহারা ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ বসু আমাদের সময়ের অপব্যবহার, আলস্য ও দোষত্রুটির সহিত বিদেশী ব্যবসায়ীগণের কর্ম্মনিষ্ঠা ও সাফল্যের কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবন্ধটি গল্পের মত উপভোগ্য এবং হিতোপদেশের মত উপকারী।

লোহা লক্কড়ের ব্যবসা

কলিকাতায় বাঙ্গালীর একচেটিয়া লোহা লক্কড়ের ব্যবসাটি কিরূপে একে একে মাড়োয়ারীদের হাতে যাইয়া পড়িতেছে, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার করা যায়, তাহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে। ইহাতে লোহা লক্কড়ের ব্যবসায়ের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও পাওয়া যাইবে।

পাকা চামড়া প্রস্তুত প্রণালী

পোষাক, পরিচ্ছদ, যানবাহন, বাক্স, পেটরা হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামে চামড়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এক ভারতবর্ষ হইতেই কোটি কোটি টাকার কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। এই টাকা যাহাতে বিদেশী ব্যবসায়ীর হাতে না পড়িয়া ভারতেই থাকিতে পারে, তজ্জন্য অনেক পাকা চামড়ার কারখানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইতেছে। চারি মাস ধরিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য পত্রিকায় চামড়া পাকা করার সমুদয় পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পড়িয়া যে কোন উদ্যোগী যুবক চর্ম্মের ব্যবসায়ে

আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। এই ব্যবসায়ের কোন অংশ বুঝিতে যাহাতে কষ্ট না হয় এবং কোন বিষয়ে সন্দেহ না থাকে, তজ্জন্য সমুদয় প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে।

কৃষি সার

কৃষিকার্য্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের সার প্রয়োগ করিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ।

চয়ন

এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। লবণ রক্ষার উপায়
২। খেজুরে গুড়
৩। কাপড় কাটা পোকা
৪। গুড়ি পানা নিবারণ
৫। মুখের মেচেতা তুলিবার উপায়
৬। গলার ক্ষত নিবারণ
৭। ডিম রক্ষা
৮। পালিশ
৯। নিঃশ্বাস
১০। গ্যাস ম্যান্টেল
১১। ফুল তাজা রাখিবার উপায়
১২। কাপড়ের রং উজ্জ্বল রাখা।

আটা বনাম চাউল

সকলেই জানেন চাউল অপেক্ষা আটা অধিক পুষ্টিকর। কিন্তু বাজারে প্রচলিত আটার রকম ভেদ আছে। জাঁতা পেষা আটা ও কলের আটা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। কিছুকাল হইল গৃহস্থের উপযোগী একপ্রকার আটা ভাঙ্গা কল আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছি; ইহা যেমন সস্তা তেমনি উপকারী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই কলের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহীর এই প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য। যাহাদের আটা খাইবার অভ্যাস আছে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ একটি কল ঘরে রাখা অত্যাবশ্যক। কয়েকখানি ছবি দ্বারা এই কলের কাজ দেখানো হইয়াছে। এই প্রবন্ধটী স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ছাপানো হইয়াছে। চিঠি লিখিলেই বিনামূল্যে এই পুস্তক পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

টোটকা

এই প্রবন্ধে 'দণ্ড কলস্' বা 'গল্‌ঘসে' দ্বারা কতকগুলি রোগের টোট্‌কা চিকিৎসার ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

জার্ম্মাণীর বীমা সমস্যা

বাহির হইতে যাহা চক্‌চকে দেখা যায়, তাহাই যে খুব ভাল নয়, একথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। তাই বিদেশী জিনিষ, বিদেশী বীমা কোম্পানীর প্রতি এদেশের লোকের একটা ভ্রান্ত মোহ দেখা যায়। জার্ম্মেণীকে সকলেই ব্যবসায়ে খুব পাকা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাদিগকেও যে বীমা ব্যাপারে কিরূপ মহা সমস্যায় পড়িতে হইতেছে তাহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

বীমা জগতের ব্যক্তিগত সংবাদ

এই প্রবন্ধে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর পরিচালক ও উচ্চ কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত সংবাদ ও বীমার উন্নতি সম্পর্কে তাহাদের উদ্যমের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

বিদেশী বীমা কোম্পানীর কথা

বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি এদেশের কত প্রভূত অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ আদায় করিয়া থাকেন, এবং নানা দেশের কত কোম্পানী এদেশে কাজ করে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা দেখানো হইয়াছে।

———

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ { ৮ম সংখ্যা

পিকিং ব্যাণ্ডস্ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চুণ লাগাইবার প্রণালী

চামড়ার লোমগুলি উঠাইয়া ফেলিবার জন্য ১০ ভাগ জল মিশ্রিত চুণ আর ১ ভাগ সোডিয়াম সালফাইড লাগে।

সোডিয়াম সালফাইড ফুটন্ত জলে দিয়া গুলিতে হয়, এবং উহাতে ক্রমে ক্রমে চুণ দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত করিতে হয়। মিশ্রিত দ্রব্যের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উহাতে জল মিশাইতে হয়। উহা দেখিতে সবুজ বর্ণের ঘন ঝোলের ন্যায় হইবে। এই লোম ছাড়ান পেষ্ট বা কাদা পাটের নেতা দ্বারা ভাল ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সেই চর্ম্মগুলির মাংসের দিকে লাগাইতে হয়। তারপর উহা পর পর সাজাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে, সেই চর্ম্মগুলি চুণ লেপা অবস্থায় একটী গর্ত্তের মধ্যে রাখিতে হয় এবং সেই গর্ত্ত মধ্যে জল দিয়া চর্ম্ম গুলি সেই জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এই গর্ত্তের মধ্যে চর্ম্মগুলি প্রায় দুই দিন থাকে, তৎপরে সেইগুলি তুলিয়া আনিয়া কড়িকাঠ বা আড়কাঠের উপর ঘষিয়া লোম ছাড়ান হয়। লোম ছাড়ান হইলে সেই চর্ম্মগুলি দুই তিন বার পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। তারপর চামড়াগুলি চুণ ছাড়াই-বার উপযুক্ত হয়।

চুণ ছাড়াইবার প্রণালী

চামড়াগুলি পিপার মধ্যে রাখিয়া চুণ ছাড়ানো হয়। চামড়ার ওজন অনুপাতে শতকরা ১ ভাগ ল্যাক্‌টিক এসিড পরিমাণ মত জল সহ পিপার ভিতর দিতে হয়। তাহার পর চামড়াগুলি পিপার মধ্যে দিয়া প্রায় ১ ঘণ্টা কাল রাখিতে হয়। ইহাতে চামড়ার মধ্য হইতে তরল এসিড বাহির হইয়া যায়, তারপর চামড়াগুলি কৃত্রিম পিটনে দিয়া পিটাইতে হয় এবং চামড়ার ওজন অনুসারে শতকরা ১০ আউন্স পেরোলি এই সময় চামড়ার উপর দিতে হয় এবং প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া এই প্রকারে পিটাইতে হয়। চামড়ার চুণ ছাড়াইবার পর সেগুলি পূর্ব্বে যে প্রকার পুরু ছিল তাহার অর্দ্ধেক হইয়া যায়। অর্থাৎ মনে কর, যেন চামড়ায় লবণ দিয়া চামড়াটী ২" পুরু হইল, কিন্তু লবণ ছাড়াইবার পর উহা ১ ইঞ্চি পুরু থাকে। তাহার পর চামড়াগুলি পিকলিং বা লবণ সংযুক্ত করিবার উপযুক্ত হয়।

লবণ সংযোগ করিবার নিয়ম

পিকলিং—চামড়ার ওজন অনুসারে চামড়ার উপর শতকড়া ৫ ভাগ এলাম ফট্‌কিরি ১ ভাগ সালফিউরিক এসিড (S G 1-74) এবং ১০ ভাগ লবণ দিয়া "পিকলিং" এর কার্য্য করিতে হয়। ফটকিরি গরম জলে দিয়া গুলিতে হয় তারপর সেই ফটকিরি মিশ্রিত সলিউসন একটী পিপার মধ্যে দিতে হয়।

সেই পিপের মধ্যে এই সলিউসন দিবার পূর্ব্বে পরিমাণ মত জল রাখিতে হয়। তারপর উহাতে লবণ যোগ করিতে হয়। সর্ব্বশেষে "সালফিউরিক এসিড" দিতে হয়। তৎপর এই তরল পদার্থটী উত্তমরূপে নাড়িয়া উহার মধ্যে চামড়াগুলিকে দিতে হয়, তারপর পিপাটী প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরে।

তারপর সেই লোণা জলে ভিজান চামড়াগুলি বাহির করিয়া আনিয়া ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শুকাইতে হয়; তবে সেগুলি "ট্যান" করিবার উপযুক্ত হয়।

ট্যানিং করিবার নিয়ম

স্নান করিবার প্রণালীতে চামড়া ট্যানিং করাইতে হয়। এই ট্যানিং করাইতে যে তরল পদার্থের দরকার হয় তাহা "বাইক্রমেড অফ সোডা (Bichromate of Soda) Sulphuric acid সালফিউরিক এসিড এবং "হাই পো" Hy Po দ্বারা নিম্নলিখিত ভাগে প্রস্তুত হয়।

"বাইক্রমেট অফ সোডা" ১০০ ভাগ, সালফিউরিক এসিড (১.৭৮) ১০০ ভাগ, হাই পো ৯৫ ভাগ হইতে ১০০ ভাগ।

পিপার মধ্যে প্রথমে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়া সেই পিপার মধ্যে চামড়া রাখিয়া "ট্যান" করিতে হয়। চামড়ার ওজন অনুসারে শতকরা ৫ ভাগ লবণ সেই পিপার জলে মিশাইতে হয়, তারপর সেই পিপার ভিতর চামড়া দিতে হয়। পিপা যে ধুরার উপর ঘুরে সেই ধুরার ছিদ্র দিয়া "ক্রোম" নামক তরল পদার্থ প্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার দিতে হয়। প্রায় ১২ ঘণ্টার মধ্যে ট্যানিং করা শেষ হয়। সিদ্ধ করার প্রক্রিয়া দ্বারা "ট্যানিং করা শেষ হইল কিনা জানা যায়।

দ্বিতীয় প্রণালী।

শোধাণো, চুণ লাগানো এবং লবণ জলে ধোয়া প্রণালী পূর্ব্বে যে প্রকার দেখান হইয়াছে

দ্বিতীয় প্রণালীতেও ঠিক সেই প্রকার। কিন্তু এবার ডবল বাথ প্রণালীতে ট্যানিং করার পদ্ধতি দেখান হইবে। 'ডবলবাথ' দ্বারা ট্যানিং করিতে হইলে প্রথম (বা ক্রোম) বাথ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়। চামড়ার ওজন অনুসারে শতকরা ৬ ভাগ বাইক্রমেট অফ্ পটাশ শতকরা ৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড (comd) আর শতকরা ৫ ভাগ লবণ দিয়া ক্রোমিং প্রস্তুত করিতে হয়।

সমস্ত বাইক্রোমেট টা জলে গুলিতে হইবে, তারপর সেই জল একটী পিপার মধ্যে দিতে হয় সেই পিপার মধ্যে যেন উপযুক্ত পরিমানে জল থাকে, তারপর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অর্দ্ধেকটা এবং লবণ উহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তৎপর চামড়াগুলি পিপের মধ্যে দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তারপর পিপাটা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ঘুরিবার পর ঐ "হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বাকী অর্দ্ধেকটা পিপার মধ্যে দিলে তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত চামড়ার সমস্ত পুরুস্থানে ক্রোম না লাগে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পিপাটী ঘুরিতে থাকে। সেই ক্রোমযুক্ত চামড়াগুলি ক্যানভাস বা খুব পুরু চট দ্বারা সমস্ত রাত্র ঢাকিয়া রাখা হয়। পর দিন প্রাতঃকালে সেই চামড়াগুলিকে পরিস্কার করিয়া "ডিপবাথ" এর ভিতর দিতে হয়। "ডিপবাথ" নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়। চামড়ার ওজন অনুসারে শতকরা ৫ ভাগ হাইপো-সালফিয়েট অফ সোডা, "হাইড্রোক্লোরিক এসিড" (comb) আর ১০ ভাগ লবণ দিয়া "ডিপবাথ" করিতে হয়।

চামড়াগুলি এই bath মধ্যে একখানি এক-খানি করিয়া ডুবাইতে হয় ; এবং এক মিনিটের বেশী সলিউসনের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে নাই। তারপর তাড়াতাড়ি আর একটী বাথ এর মধ্যে সেই চামড়া দিতে হয়, সেই বাথটীকে Reducing bath বলে। দ্বিতীয় বাথ বা কমাইবার বাথ প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল। চামড়ার ওজন অনুসারে শতকরা ২৬ ভাগ "হাইপোসাল-ফেট অফ সোডা" Hyposualphite of soda ১৩ ভাগ 'হাইড্রোক্লোরিক সিড (commbined) আর ৮ ভাগ লবণ দিয়া রিডিউসিং বাথ প্রস্তুত করিতে হয়।

(চামড়ার ওজন অনুসারে) প্রথমে "হাই-পোসালফেট অফ সোডার অর্দ্ধেক অর্থাৎ শত করা ১৩ ভাগ এবং সমস্ত লবণটুকু গুলিতে হইবে। তাহার পর উহা একটী পিপেতে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়া তাহার মধ্যে দিতে হয়। চামড়াগুলি তারপর সেই পিপের ভিতর দিয়া পিপাটার দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তারপর শতকরা ৬ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড জলে গুলিয়া ২০ মিনিট অন্তর চার বার পিপার ধুঁয়ার ছিদ্রের মধ্য দিয়া পিপার মধ্যে দিতে হয়। তাহার পর পিপাটী ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘুরিবার পর হাইপোসালফেট অফ সোডার বাকী অর্দ্ধেকটা জলে গুলিয়া পিপের ধুঁয়ার ছিদ্রের ভিতর দিয়া পিপার মধ্যে দিতে হয় : তারপর আবার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের" বাকী অর্দ্ধেক জলে গুলিয়া ২০ মিনিট অন্তর চারবার সেই পিপার ভিতর দিতে হয়।

তারপর পিপাটী আরো ১০ ঘণ্টা ঘুরিলে (ক্রোমিক এসিড) চামড়ার গায়ে সম্পূর্ণভাবে লাগিয়া যায়, তখনই চামড়া "ট্যানিং' করা শেষ হয়।

প্রথম প্রকারের পরীক্ষায় যে প্রণালীতে Neutralising (নিউট্রেলাইজিং) Fat liquoring (ফ্যাট লিকরিং) Staffing (ষ্টাফিং) এবং

Finishing (ফিনিসিং) দেখান হইয়াছে এখানেও অর্থাৎ ঠিক সেই প্রণালীতে উহা করা হয়।

চামড়া সেভিং করিবার প্রণালী

ট্যানিং করা শেষ হইলে চামড়াগুলি একত্রিত করিয়া সমস্ত রাত্র ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। তারপর চামড়াগুলি সমান পুরু করিবার জন্য আস্তে আস্তে চাঁছা হয়, অর্থাৎ চামড়াগুলির যদি কোন

খানা বেশী পুরু হয়; কোন খানা কম পুরু বা কোন চামড়ার এক স্থানে বেশী পুরু অন্য স্থানে পাতলা থাকে। এই জন্যই চামড়াগুলি "সেভ" করিয়া অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া চাঁছিয়া সমান করিতে হয়। তারপর চামড়াগুলির যদি কোন অতিরিক্ততা দোষ থাকে তবে উহা Neutralise করিতে হয়।

Neutralising বা অতিশক্ততা দোষ দূর করিবার প্রণালী

চামড়াগুলি প্রথমে পর পর চারবার জলে ধৌত করিয়া নিতে হইবে। তারপর সেই চামড়ার ওজন অনুসারে শতকরা ২½ ভাগ বোরাক্স সলিউসন এবং শত করা ½ ভাগ সোডা মিশ্রিত করিয়া চামড়ায় দিয়া সেই চামড়াগুলি পিপার ভিতর দিতে হয়, এবং সেগুলি সেই পিপার ভিতর আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিতে হয়। বোরাক্স ও সোডা মিশ্রিত মিকশ্চারটীকে ঈষৎ গরম রাখিতে হয়। এক টুকরা পুরু চামড়া কাটিয়া উহাতে নীল "লিটমাস" "Blue litmas" কাগজ দিয়া চাপ দিলে যদি মাঝখানে ঈষৎ লালচে রঙের আভা দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে যে চামড়া Neutralise হইয়াছে। কিন্তু লিটমাস কাগজ চাপিয়া ধরিলে কাগজের মধ্যস্থল ব্যতীত অন্যান্য অংশে লাল রং দেখাইবে না। Soltran (বোরাক্স সলিউসন)টী বাহির হইয়া গেলে চামড়াগুলি পুনরায় ৩ বার ঈষৎ গরম জলে ধৌত করিতে হয়।

Fat Liquoring করিবার নিয়ম

শতকরা ৪ ভাগ Sulphorine P সালফোরাইন p" of vacuam oil company ২ ভাগ

ডেগ্রাস Degras এবং উপযুক্ত পরিমাণে গরম জল (hotwater at 65·C) দিয়া চামড়ার "ফ্যাট লিকিওরিং Fat liquoring" করা হয়। পিপের ভিতর চামড়া দিয়া 'ফ্যাটলিকিওর" করিতে হয়, এই "ফ্যাটলিকিওর" করিবার সময় পিপাটী প্রায় ১ ঘণ্টা ঘুরে। চামড়ার 'ফ্যাটলিকিওর" করা হইলে চামড়া পিপার মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সমস্ত রাত্র বাহিরে গাদা করিয়া রাখিতে হয়, পরদিন চামড়াগুলি টেবিলের উপর পাতাইয়া উহার ময়লা পরিষ্কার করিয়া, Sam 'সাম" করিবার জন্য টানাইয়া রাখিতে হয়। সেই চামড়া জড়াইয়া জড়াইয়া গাদা করিয়া রাখিতে হয়, তার পর উহা Staffing 'ষ্টাফি" করিতে হয়।

Staffing করিবার নিয়ম

ষ্টাফিং "Staffing" করিতে যে মিকশ্চারের দরকার হয়, তাহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে করা হয়।

ষ্টিয়ারিন	৪০ ভাগ
প্যারাফিন	২০ ভাগ
ডেগ্রাস	২০ ভাগ

মিগরান অয়েল বা খনিজ তৈল ২০ ভাগ

প্রথমোক্ত ৩টী দ্রব্য একত্রে লাগাইয়া উহাতে খনিজ তৈল দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রিত করিতে হয়, এবং উহা চামড়ার ওজন অনুসারে প্রায় শত করা ২৫ ভাগ চামড়ায় দিতে হয়।

ষ্টাফিং পিপার ভিতর গরম জল দিয়া পিপাটি গরম করিতে হয়। এবং এই গরম জল দিবার পর প্রায় ১০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত গরম জলটি পিপের ভিতর ঘুরাইতে হয় তাহাতে পিপে ভাল ভাবে গরম হয়। শেষে গরম জলটুকু ফেলিয়া দিয়া উহার মধ্যে চামড়া দিতে হয় এবং তারপর ষ্টাফিং মিকশ্চার পিপার মধ্যে দিয়া পিপার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং পিপেটি প্রায় ১ ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরাইয়া তারপর চামড়া বাহির করিয়া আনিয়া সমস্ত রাত্রি গাদা করিয়া রাখিতে হয়।

পরদিন প্রাতঃকালে চামড়াগুলি টেবিলের উপর পাতাইয়া দিতে হয় এবং সেই চামড়ার যদি কিছু ষ্টাফিং মিকশ্চার থাকে তাহা Brass Slicker দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। তারপর কাঁচের Glass Slicker স্লিকার দিয়া পাতাইয়া শেষে চামড়াটী শুকাইবার জন্য টানাইয়া রাখিতে হয়। শেষে চামড়া পিকিং ব্যাগু করিবার জন্য কাটিতে হয়।

বিগত কার্ত্তিক মাসের সংখ্যায় চামড়ার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বুঝাইবার জন্য যে ছবির কথার উল্লেখ আছে, ছাপাখানার ভ্রমবশতঃ সেই ছবিখানা কার্ত্তিকের সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধে ছাপা হয় নাই। এজন্য এই সংখ্যায় আমরা ছবিখানি ছাপাইলাম। গ্রাহকগণ কার্ত্তিকে প্রকাশিত প্রবন্ধটী ছবির সহিত মিলাইয়া পড়িবেন। সম্পাদক।

ব্রুশ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রুশ তৈরির উপাদানের শ্রেণী বিভাগ।

ব্রুশ তৈরির উপাদানকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—প্রাণী-জাত ও উদ্ভিদ্-জাত। প্রাণীজাত উপাদানের মধ্যে শূকর লোমের কুচিই সবচেয়ে ব্রুশ তৈরির ভাল উপাদান। নানারকম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রুশ কুচি দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কেননা, অন্যান্য উপাদানে তেমন ভাল ব্রুশ তৈরি হইতে পারে না। কুচি (Bristles) নানা প্রকার স্তন্যপায়ী জীব জন্তুর শক্ত লোম—তন্মধ্যে বন্য শূকরের লোমই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কুচি। জুতা সেলাই ও ঘোড়ার গদি ইত্যাদি সেলাই করিতেও শূকর-কুচি ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে শূকর-কুচির ব্যবহারই সবচেয়ে বেশী; অন্যান্য নানা জাতীয় প্রাণীর লোমও কখন কখন ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ্-জাত উপাদানের—মধ্যে তাল জাতীয় বৃক্ষের আঁশ, নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ, আনার বা ঘৃতকুমারির (Aloa) আঁশ Espart grass বা তদ্রূপ অন্য যে কোনো আঁশই ব্রুশ তৈরির পক্ষে উৎকৃষ্ট। এই সম্পর্কে ইহাও বলা দরকার যে কোনো কোনো বিশেষ কাজের জন্য লোহা এবং তার দিয়াও ব্রুশ প্রস্তুত হয়। ব্রুশের হাতা (handle) ও পৃষ্ঠদেশ (back) তৈরির জন্য সব রকম কাঠ হাতির দাঁত, ধাতু প্রভৃতি নানারকম জিনিষ ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে ব্রুশ প্রস্তুতের কি কি উপাদান আছে

স্যার জর্জ্জ ওয়াটের মতে নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্ হইতে এদেশে ব্রুশ তৈরির উপাদান পাওয়া যায়; অবশ্য তাহা ছাড়া আরো অন্যান্য গাছ হইতেও পাওয়া যাইতে পারে।

(১) Aienga Saccha ifera পশ্চিমাঞ্চলে এই গাছের নাম টং অং, এলু, গুমুতি ইত্যাদি। ইহা হইতে মোটা ধরণের ব্রুশ তৈরি হইতে পারে।

(২) Aristida Setacea ঝাড়ু তৈরির জন্য যে ঘাস ব্যবহৃত হয়, এই গাছ সেই শ্রেণীর। মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহার নাম শিপুর, গদ্দি, ভিনা-পল্লু, থোড়াপ গা পুল্লু। ইহার মূল মাদ্রাজ ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাঁতিদের ব্রুশ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৩) Agave cantala or Bombay aloe fibre বা বোম্বাইয়ের ঘৃত কুমারির আঁশ। ক্ষেতের বেড়া সংরাচর এই গাছ দিয়া দেওয়া হয়। এই গাছ বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর ভাগে, মধ্য ভারতে, আগ্রা ও পাঞ্জাবের পাহাড়ময় জেলাগুলি ছাড়া গঙ্গার তীরবর্ত্তী সমতল ভূমিতে, এবং গোয়ালিয়ার ও দিল্লীর মধ্যবর্ত্তীস্থান সমূহ ছাড়া প্রায় সকলস্থানেই ক্ষেতের বেড়ায় প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

(৪) Bambusa বা the Bamboo অর্থাৎ নানাজাতীয় বাঁশ। প্রায় সকল রকম বাঁশই ক্রশ।

(৫) Borassus flabellifer or the Palmyra Palm অর্থাৎ তাল জাতীয় গাছ। ঝাড়ুর জন্য যে ক্রশ তৈরি হয়, তাহা প্রধানতঃ ইহার আঁশ হইতে তৈরি হয়। ফলন্ত গাছের পাতার ডাঁটা হইতে এই আঁশ বাহির করা হয়। কৃষ্ণা ও গোদাবরীর তীরস্থ উচ্চভূমি, ভিনাভেলি জেলা ও মালবারের অন্তর্গত পালঘাট সবডিভিসনে ইহার ডাঁটা হইতে প্রচুর পরিমাণে আঁশ বাহির করা হয়।

(৬) Caryota urens, এই গাছকে ভারতীয় সাগুর গাছ or Indian sago p lm বলা হয়। পশ্চিমে ইহাকে মারি, ভেরবা, কোণ্ডা-পন্না, মিনব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ভারতবর্ষের অধিকতর গরম প্রদেশে, হিমালয়ের সিকিম ও আসাম প্রদেশ হইতে সিংহল সিঙ্গা-পুরের সর্ব্বত্র এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সিংহলের প্রসিদ্ধ "কিত্তুল আঁশ"
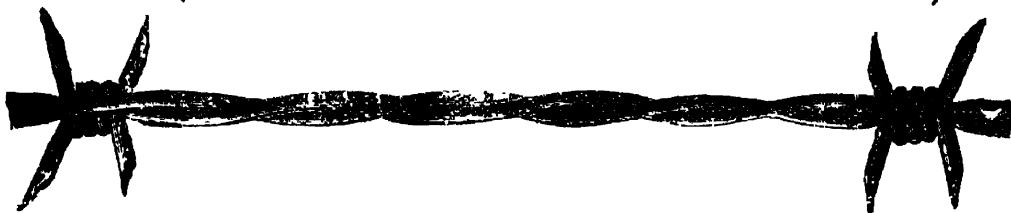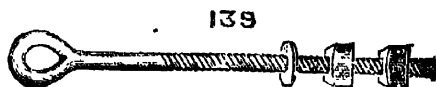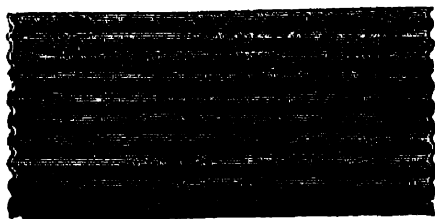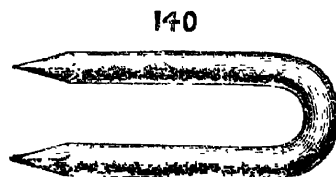
(kittul fibre) এই গাছেরই উপাদান। ইহার আঁশ ব্রুশ তৈরির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান হিসাবে গণ্য হওয়ায় ইয়োরোপে ইহার চাহিদা খুব বাড়িয়াছে। শূকর-কুচির পরিবর্ত্তে ইহার আঁশ দিয়া চুলের ব্রুশ, কাপড়ের ব্রুশ, ঘোড়ার ব্রুশ প্রভৃতি তৈরি হয়।

(৭) Chrysopogon Gryllus. এই গাছের মূল হইতে ঝাঁট দেওয়ার উপযুক্ত ব্রুশ তৈরির আঁশ পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে ইহা হইতে নানাপ্রকার ব্রুশ তৈরি হয়।

(৮) Cocos nucifera or the cocoa nut বা নারিকেল। নারিকেল গাছ হইতে ঝাঁটা (brooms) তৈরির বিশেষ উপযুক্ত আঁশ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট ও অধিকতর শক্ত আঁশগুলি ঝাঁটা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের উৎকৃষ্ট আঁশগুলিকে চাপ দিয়া সবল করিতে হয়। পরে পরিষ্কার করিয়া কুচি বা গোছার আকারে বাঁধিতে হয়।

(৯) Ischaemum angustifolium এই গাছের দেশীয় নাম; ভাবর, সবায়, মোয়া, ব্যাবাস্ ও সোম ইত্যাদি। ইহা সবৎসর স্থায়ী এক রকম ঘাস, যাহা ভারতবর্ষের শুষ্ক ভূমিতে অর্থাৎ ছোটনাগপুর ও রাজমহল হইতে মধ্যপ্রদেশ, মধ্য-ভারতবর্ষ এবং উত্তরে পাঞ্জাব ও কাশ্মীর ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা হইতে দড়ি ও মাদুর (ropes and mats) প্রস্তুত হইতে পারে।

(১০) Pandanus Odoxitissimus or the screw pine এই প্রচুর শাখাবিশিষ্ট গাছ দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে বনে-জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার শাখাগুলি ক্ষুর গায়ের দাগের মত সুচারুরূপে সাজান থাকে বলিয়া 'স্ক্রু-পাইন' বলা হয়। ইহার মূল হইতে ব্রুশ তৈরির উপযুক্ত আঁশ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

(১১) Phoenix sylvestries. এই গাছ বনো খেজুর বা মিঠা খেজুর গাছ (date sugar palm) বলিয়া বিখ্যাত। ইহা হইতেও ব্রুশ তৈরির সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

(১২) Saccharum arundinaceum or Munj. ইহা ভারতীয় সাহিত্যিকগণের বর্ণিত 'শর' (Sara) গাছ। ইহা ভারতের সমতল ভূমিতে ও ছোট পাহাড়ে বিস্তর জন্মিয়া থাকে।

(১৩) Sorghum Vulgare or Indian Millet এই গাছ ভারতের অধিকতর গরম অথবা স্যাঁৎসেঁতে প্রদেশ সমূহে অর্থাৎ বাংলা, নিম্ন মাদ্রাজ, নিম্ন বর্ম্মা ও সিংহল প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তর জন্মিয়া থাকে। ইহার দেশীয় নাম জুয়ার, জনধলা, কুব্বি, চারি, কারা, টালা জন্না ইত্যাদি।

(১৪) Votiveria Zizanioides এই গাছ ভারতের বর্ম্মা ও সিংহলের সমতল ক্ষেত্রে ও ছোট ছোট পাহাড়ে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। প্রধানতঃ ইহা হ্রদ ও ক্ষুদ্র নদী তীরস্থ ভিজা, ভারি মাটিতে জন্মিয়া থাকে। ইহার মূলের নাম খস খস।

কুচি
(BRISTLES)

যখন আমরা প্রাণীজ ব্রুশের সরঞ্জাম গুলির বিষয় চর্চ্চা করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে শূকর কুচিই (hog's bristles) ব্রুশ তৈরির জন্য সব চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। শুয়র (boars) কাঠ বিড়াল, খেঁকশিয়াল (badgers), ছাগল, খটাস (polecats), ও নকুল (Sables, ইত্যাদি জন্তুর লোম দিয়া ইয়োরোপে ব্রুশ প্রস্তুত হয় বটে; কিন্তু ভারতে এই সকল মাল কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে অথবা ইহার কোনো

প্রকার লোম দ্বারা এখানে ব্রুশ তৈরি হয় কিনা, ইহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

মধ্যপ্রদেশে জীবন্ত জন্তু হইতে যে প্রকার কুচি (bristles) পাওয়া যায়, তাহা মৃতদেহ হইতে প্রাপ্ত কুচি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এই সকল কুচি নানা রংএর হয়, কিন্তু ব্রুশ তৈরি করার আগে ঐ সকলকে রং অনুসারে পৃথক পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়া হয়। কালো, ধূসর, হলদে, সাদা ও পদ্মের রং এর কুচি পৃথক ভাবে রাখা হয়। কুচিগুলি ৩ হইতে ১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। যেগুলি মধ্যম রকমের লম্বা, তাহা অতি লম্বা কুচির চেয়ে ভাল। সাদা কুচি হলদে কুচির চেয়ে ভাল, হলদে কচি কালো কুচির চেয়ে ভাল, এবং তারের মত কুচি নরম বা 'ন্যাতনেতে' কুচির চেয়ে ভাল। অন্যান্য গুণ সমান হইলেও সবচেয়ে মোটা কুচিরই আদর খুব বেশী, এবং ব্রুশ তৈরির জন্য ইহাই সব চেয়ে ভাল কুচি বলিয়া বিবেচিত হয়।

আদি ব্যবস্থা

কুচিগুলিকে সাধারণতঃ ভাল করিয়া ধুইয়া ও পরিষ্কার করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ লওয়া হয়। যদি পরিষ্কারের জন্য নানাপ্রকার উপায় (elaborate cleaning process) অবলম্বন করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। তখন রং অনুসারে কুচিকে বাছিয়া লইয়া কালো ধূসর, হলদে ও পদ্মের রং এর কুচি সম্যক্ আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। অতঃপর কুচিকে সলফিউরাস এসিড (Salphurous acid) বা তদ্রূপ কোনো পদার্থ দ্বারা পরিষ্কার (bleach) করিয়া লইতে হয়, এবং তৎপরে গুণ, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের তারতম্য করিয়া বাছিয়া আলাদা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে কুচিগুলির মাথার দিক এক দিকে রাখিয়া, হাতে ধরিয়া তাহা চিরুণীর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয়। চিরুণীর দ্বারা বেয়াড়া মোটা (Coarsest) কুচি এই ভাবে ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন আকারের সূঁই দিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকারে নানা প্রকার চিরুণী এই কাজের জন্য দরকার হয়; ইহার প্রতি চিরুণীর ভিতর দিয়া ক্রম অনুসারে কুচিকে অতিক্রম করিতে হয়। এই সকল চিরুণী একটা টেবলের উপর শক্ত করিয়া আঁটিয়া প্রথমে কুচিগুলিকে সবচেয়ে বড় চিরুণীর ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতে হয়; ক্রমে তদপেক্ষা ছোট চিরুণী, এবং এইরূপে সকল গুলির ভিতর দিয়া কুচিগুলিকে অতিক্রম করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কুচিগুলির স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) গুণ যেমন বাড়ে, তেমনি কুচিগুলিকে পরিষ্কার করে। দাঁত মাজার ব্রুশ (Tooth brush) তৈরির জন্য যে কুচি ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে শোধন (disinfect করিয়া রোগ জীবাণু মুক্ত করা দরকার।

চায়ের চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শীতকালে যখন চায়ের জমি কোদলাইয়া দেওয়া হয় তখন উহা নিড়ানী সাহায্যে খুব গভীর করিয়া কোদলাইবে, যেন প্রত্যেক মাটির চাপড়া উল্টাইয়া যায়। চা বাগানে প্রায়শঃই বড় কোদালির ব্যবহার হয় না। গভীর খননের জন্য প্রায় সকল সময়েই ছোট কোদালী বা নিড়ানী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চায়ের গাছের নিকটে আগাছাগুলি হাত দিয়া উপড়াইয়া ফেলিবে এবং দেখিবে যেন শিকড়ের খুব কাছে খনিত্র দেওয়া না হয়। এই বিষয়টী উপেক্ষিত হওয়া চা বাগানের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর।

হালকা নিড়ানী কোন কাজের নয়। মাটীর উপরেই যে সকল পাতা জন্মে, সেগুলি মাটীর সঙ্গে উত্তমরূপে ঘাটিয়া দিবে। তাহা হইলে উহাতে ভাল সারের কাজ চলিবে। গাছ ছাটার পরে যে সকল পরিত্যক্ত জিনিষ পুড়াইয়া ফেলা হয়, উহাও মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

খাত খনন

একটা চওড়া স্থানকে খাতের ন্যায় এক কোদালা পরিমিত অর্থাৎ ১৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া কাটিলে এবং উৎপাটিত আগাছা ও জঙ্গলাদি উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে উহা দ্বারা বেশ ভাল সারের কাজ হইতে পারে। যখন এইরূপ খাত খনন করা হয়, তখন কিছু কিছু মূল এবং গাছ কাটা পড়েই। ইহাতে যে সামান্য ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। খারাপ জমিতে চুণের ব্যবহার খুব উপকারী। খাতের মধ্যে কিছু চুণ ফেলিয়া দিবে, ইহাতে গাছের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। যে সকল খাতে চারা গাছ রোপন করিয়া দেখা যায় যে চারাগুলি বাঁচে না যে সকল স্থানে চুণ ব্যবহারের ফলে চারাগুলি

খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু টিলার উপর অথবা ঢালু স্থানে খাত খনন করা সম্ভব নহে। সেখানে গভীর করিয়া নিড়ানী ব্যবহার করিবে। কিন্তু খুঁড়িয়া দিবার সময় দেখিবে যেন মাটির ঢিবিটা কাটা না পড়ে। ঢালু ভাগে যে সকল আগাছা বা জঙ্গল জন্মিবে, উহা ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিবে।

নিড়ানো

নিড়ানের কাজ ক্ষুদ্র বালকদের দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও খুব কার্য্যকরী। যে কোন ঢিবি বা টিলা বালক বালিকা দ্বারা নিড়াইয়া লইলে উহাতে hoeing অপেক্ষা দ্বিগুণ কাজ দেয়। মাটি খুব বেশী ভিজা না হইলে টিলার উপরে প্রায় বারো মাসই নিড়ান কার্য্য চলিতে পারে। কাটা ঝোপ অথবা ছোট চা গাছগুলিকে মাঝে মাঝে নিড়াইয়া দিলে গাছের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

নিড়ান দ্বারা শিকড়ের ও গোড়ার অতি নিকটের মাটী ভাঙ্গা হয়। খুঁড়িয়া দিবার সময় এই সকল স্থানে হাতও পড়ে না। নিড়াইবার চিরুণী বা fork তিনটি কাঁটা যুক্ত একটী হালকা যন্ত্র। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বালক বালিকাদের দ্বারা ইহা করাইলে অতি সুন্দররূপে সমগ্র ঝোপটি নিড়ানো হইতে পারে।

ঝোপ নিংড়ানোর নানা প্রকার উপায় আছে। প্রায় এককুট পরিধি স্থানের মাটি গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে। কেহ কেহ সমতল ভূমির উপর উক্ত মাটী ঢিপির আকারে স্তুপীকৃত করিয়া রাখে, আবার কেহবা সমতল ভূমির উপরেই উহা বিছাইয়া রাখে। এই দুই উপায়ের কোনটি ভাল তাহা মাটি ও জমির উপর নির্ভর করে। যদি ঢিপির আকারে স্তুপীকৃত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দেখিতে যেন ঝোপের নিকটে কোথাও গর্ত থাকিয়া না যায়। যদি নিকটে কোথাও গর্ত থাকে তাহা হইলে উহার মধ্যে বৃষ্টির জল জমিয়া গাছগুলি মারিয়া ফেলিবে।

নিড়ানের সময় কেহ কেহ মাটী সরাইয়া গাছের শিকড়গুলি বাহির করিয়া দেওয়া উপকারী মনে করেন। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ এই যে কয়েকদিন এইরূপ অনাবৃত অবস্থায় থাকিলে রৌদ্র কিরণে শিকড়গুলি শুকাইয়া যাইবে। নিড়াইবার উপকারিতা যে কত বেশী তাহা মুখে বলিয়া বুঝানো যায় না। নিজে গিয়া প্রত্যক্ষ করিলেই সব চেয়ে ভাল বুঝা যায়। যে গাছ নিংরানো হয় নাই এবং যে গুলি নিংরানো হইয়াছে, দৃষ্টি মাত্রেই তাহাদের আকাশ পাতাল প্রভেদ ধরা পড়ে।

চায়ের বীজ ও চারার বাগান

চায়ের বীজ—শীতকালে চায়ের বীজ পাকে এবং সেই সময়েই ইহা সংগৃহীত হয়। বীজ ভাল হইলে তাহা চা বাগানের পক্ষে একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। কারণ ভাল চায়ের বীজ প্রতিমণ দুই শত টাকা কিংবা তাহারও বেশী দামে বিক্রয় হয়। প্রায় সব বাগানেই কিছু কিছু চায়ের বীজ তৈয়ার হয়, কিন্তু ব্যবসার উদ্দেশ্যে বীজ বিক্রয় করে এরূপ বাগানের সংখ্যা অতি অল্প। চায়ের গাছ যদি স্বাভাবিক উপায়ে বাড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেগুলি খুব লম্বা ও কৃশ অবস্থায় বাড়িতে থাকে এবং শেষে উহাতে বীজ ধরে। এখন সব ঋতুতেই এই চায়ের বীজ খুব সতর্কতার সহিত খুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং বিশেষ কেমিক্যাল সার অথবা অন্য নানাপ্রকারের সার দিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। পোকা প্রভৃতি যাহাতে গাছ নষ্ট করিতে না পারে সেজন্য পিচকারী দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। যখন ইহা পাকিয়া তলায় পড়ে, তখন বালক বালিকারা তাহা কুড়াইয়া লয়। অক্টোবর মাসে সাধারণতঃ বীজ পাকিয়া থাকে।

বীজগুলি সংগ্রহ করা হইলে উহা বালির মধ্যে রাখা হয়। তৎপরে ইহাদের ভালমন্দ বিচারের জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা করা হয়। কয়েকদিন বালির মধ্যে রাখিয়া বীজগুলি জলের মধ্যে ফেলিলে উহার মধ্যে যেগুলি খারাপ সেগুলি ভাসিয়া উঠে; ভাসমান বীজ ফেলিয়া দিতে হয়। তারপর যাহা থাকে, সেগুলিকেও বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে পরীক্ষা করা আবশ্যক। বীজ পরীক্ষার বিশেষ সহিষ্ণুতা ও অভ্যাস আবশ্যক। বীজটাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া কোথাও কোন দাগ আছে কিনা দেখিতে হয়।

যদি বীজ বিক্রয় করিতে হয়, তবে প্যাকিং এর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। সাধারণত: শক্ত কাঠের বাক্সে ইহা প্যাক্ করা হয়। সাধারণ চায়ের বাক্স হইতে বীজের বাক্স অনেক ছোট। ইহাতে আধমণ বীজ এবং আধমণ পোড়া কয়লা থাকে। তারপর পাটকিলে রং এর কাগজ এবং কয়লার স্তরে স্তরে বীজগুলি সাজাইয়া রাখা হয়।

চায়ের চারা

চায়ের চারা করিতে জমি নির্ব্বাচন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়—যে জমিতে চারা জন্মাইবে সে জমি জলের নিকটে এবং বেশ উর্ব্বরা হওয়া চাই। চারা রোপণের পূর্ব্বে জমির জঙ্গল কাটিয়া শিকড়াদি উৎপাটন করিয়া পাথর বা পাথর কুচি প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া তিনবার কোদালি দ্বারা খুঁড়িয়া দিবে। তারপর কয়েকটি বালক বালিকা নিযুক্ত করিয়া মাটির ঢেলাগুলি গুঁড়া করাইয়া লইবে। তারপর আবার কোদালি দ্বারা পালিশ করিয়া চসিয়া দিবে। চারি ফিট পাশ মাপিয়া জমিটা কতকগুলি খণ্ডে ভাগ করিয়া ফেলিবে এবং এক খণ্ড হইতে আর এক খণ্ডের সীমার মধ্যস্থলে জল সেচনের জন্য একটি ড্রেন বা নালা রাখিবে। তারপর জল দিয়া ক্ষেত্র ভিজাইয়া দিলেই উহা বীজ বপনের উপযোগী হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বপনের বীজ খুব ভাল হওয়া চাই। চারি ফিট পাশে একখানি বোর্ড তৈয়ার করিয়া উহাতে চারি ইঞ্চি অন্তর এক একটি গর্ত্ত রাখিবে, তৎপরে তাহা ক্ষেত্রের উপর পাতিয়া যে যে স্থানে গর্ত্ত পড়িয়াছে, সেই সেই স্থানে দাগ দিয়া রাখিয়া ছিদ্রানুযায়ী বীজ পুতিয়া দিবে। ইহাতে চারাগুলি সমস্তক্ষেত্রে সমান ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। একখানি বোর্ড দিয়া সকল ক্ষেত্রেই সমান ভাবে বীজ বপন করা যাইবে। ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যতগুলি বীজ বপন করিবে তাহার উপর নির্ভর করিবে। এক মণ বীজ বপন করিতে চল্লিশ নল চতুষ্কোণ জমি আবশ্যক; প্রত্যেক বাগানের কোণেই এইরূপ দুই তিনটি ক্ষেত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। বীজের ক্ষেত্র চা বাগানের যত নিকটে হয় ততই ভাল।

বীজ বপন

কেহ কেহ শীতকালে চায়ের চারা রোপণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করেন; কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষ হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্তই চা রোপণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় বলিয়া মনে হয়। কারণ সে সময় প্রথম বর্ষা পাওয়া যায় এবং জল সেচনের জন্য অনর্থক সময় ও শ্রম নষ্ট হয় না। শীতকালে প্রায়শঃ বৃষ্টি হয় না বলিয়া সে সময় চায়ের চারা রোপণ করিলে জল সেচনের ব্যবস্থাই একটি প্রধান সমস্যা হইয়া উঠে।

চারা রোপণ খুব আনন্দের কাজ; কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট যত্ন ও বার বার দেখা শুনা আবশ্যক। যে সকল চারা দুই বা তিন বৎসরের হইয়াছে তাহাই বীজের ক্ষেত হইতে তুলিয়া আনিয়া লাগাইবে। দুই বৎসর কম বয়সের চারা কিছুতেই লাগাইবে না। দেখিবে যেন রোপণের সময় চারাগুলি বেশ সতেজ ও সুন্দর থাকে। বিশেষ ভাবে তৈয়ারী কোদালি ছাড়া দুইজন বা তিনজন লোক মাটি কোদলাইয়া ক্ষেত হইতে চারা উঠাইয়া লয়। যদি চারা গাছটি বেশ সোজা এবং সতেজ হয়, তবে উহা রাখিয়া দিবে। মূল হইতেই বাঁকা হইয়া উঠিলে উহা ফেলিয়া দিবে। কোন চারা দড়ির মত জড়াইয়া উঠে; তাহাও ফেলিয়া দিবে।

মাটি হইতে যখন চারা উঠাইবে, তখন তাহার সহিত চারিদিকের মাটিও তুলিবে এবং দেখিবে সে মাটির চাপড়া যেন উঠাইবার সময় ভাঙ্গিয়া না যায়। একটি শিকড়ও যেন কাটা না পড়ে, এবং তুলিবার সময় মাটি যেন গভীর করিয়া খনন করা হয়। স্থানান্তর করিবার সময় কুলিগুলি যাহাতে মাটির চাপড়া নাড়িয়া না ফেলে তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। বড় গোল একখানি টিনের চাকৃতির উপরে চারা

গাছটিকে উঠাইয়া রাখিলে অনেক অসুবিধা দূর হয়। তারপর স্থানান্তরের সময় উহা কাঠের তক্তার উপর তুলিয়া দিবে। কাঠের তক্তা বা বাক্স কোষের উপর করিয়া স্থানান্তর করা ঝুড়িতে স্থানান্তর অপেক্ষা অনেক ভাল। একখানি তক্তার উপরে এক সময়ে তিন বা চারিটা চারার অধিক লইবে না। শিকড় গুলি যাহাতে শুকাইয়া না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। চারা গাছগুলি উঠাইয়া লইবার পর তাহা কোন ঝোপ বা জঙ্গলের নিকট ছায়াচ্ছন্ন স্থানে রাখিবে। অনেকেই গর্ত্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে চায়ের গাছটি সাবধানে পুতিয়া দেয় এবং গাছটি সোজা উর্দ্ধমুখী হইয়াছে কি না শুধু তাহাই দেখে। ইহার অসুবিধা এই যে, অনেক সময় গাছের মূলের মাটি পর্য্যন্ত গর্ত্তের মধ্যে ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু চায়ের চারা রোপণের সাধারণ প্রণালী এই যে, উহার মূলের মাটি গর্ত্তের মধ্যে ঢাকা পড়িবে না। মাটি দিবার সময় যখন গর্ত্তের প্রায় অর্দ্ধেক পূর্ণ হইবে তখন কিছু গোবরের সার দিবে। গর্ত্তের একেবারে তলায় উহা ফেলিয়া রাখিবে না। মাটির সঙ্গে ভাল করিয়া মিশাইয়া দিবে। তৎপর উহা ঠাসিয়া এমন ভাবে গাদাইয়া দিবে যেন মধ্যে কোন গর্ত্ত বা ছিদ্র না থাকে।

গর্ত্তের আকার সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। গর্ত্ত খুব বড় অথবা দীর্ঘ হইবে না এবং উহার মধ্যে জল জমিয়া যাইতে

পায়ে এরূপ ভাবে কখনও উহা অনাবৃত অবস্থায় রাখিবে না। চারা যত দীর্ঘ হইবে গর্ত্তও তত বড় হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ ভুল করিয়া গর্ত্তগুলিকে খুব ছোট করা হয়।

গাছ রোপণের পর অদৃষ্টের উপর তাহার ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিবে না। মাঝে মাঝে গাছগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং আবশ্যক মত নিড়াইয়া ও জল সেচন করিয়া দিবে। এইরূপ করিলে গাছের মৃত্যু সংখ্যা কমিয়া যাইবে।

ঘন বর্ষা ও ঝড় বৃষ্টির সময়ে হাল্‌কা ভাবে কোদালি প্রয়োগ করিবে। কারণ মাটি তখন স্বভাবতঃই নরম থাকে। হাল্‌কা কাজ বলিয়া এক জনের উপরে অনেকখানি জমির ভার দেওয়া যাইতে পারে। একজন মজুর ত্রিশ নল জমি কোদ্‌লাইতে পারিবে। এই সময়ে বাগানে আগাছা ও জঙ্গল বৃদ্ধি পায়। বর্ষ ঋতু যত অগ্রসর হয়, তত আশানুরূপ কাজ করানো অসম্ভব হইয়া উঠে; সুতরাং তখন যাহাতে জঙ্গল ও আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দিবে। ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া না দিলে বাগানের কুলীগণ এবিষয়ে শৈথিল্য ও উদাসীনতা দেখাইবে।

আর একটি বিষয় মনে রাখিবে। চারা চা গাছগুলি যখন হাল্‌কা ভাবে কোদ্‌লাইয়া দেওয়া হয় তখন যেন কোপাইয়া সেগুলিকে না মারিয়া ফেলে। কোন কোন কুলী গাছগুলিকে একেবারে উপড়াইয়া ফেলে। আবার কোদ্‌লাইবার সময় কেহ কেহ অসতর্কতা বশতঃ শিকড় কাটিয়া দেয়, ছাল তুলিয়া ফেলে অথবা গাছটিকে ঠিক করিতে গিয়া ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলে। এরূপ অসতর্কতা অমার্জ্জনীয়।

পাতা সংগ্রহ

মার্চ্চ মাসের মধ্য ভাগে চা গাছের উপরি ভাগে যখন বেশ সুন্দর সবুজ পাতা দেখা দেয়, তখনই বাগানের পাতা সংগ্রহের সময়। মরশুমের প্রারম্ভে যে পাতা সংগ্রহ করা হয় তাহাদের অধিকাংশই হয়তো আছাঁটা গাছের পাতা। সুতরাং এরূপ পাতা তুলিতে উদ্বেগের কোন কারণ নাই। কেবল দেখিবে পাতাগুলি যেন খুব বড় হইয়া না পড়ে। সব গাছেরই নির্দ্দিষ্ট খানিকটা স্থানের পাতা এই সময়ে তুলিবে।

পাতা সংগ্রহের কাজে সাধারণতঃ খুব কর্ম্মদক্ষ মেয়ে-মজুর নিয়োগ করা হয়। ইহাদের নিকট গাছের যতখানি পর্য্যন্ত পাতা তুলিতে হইবে ততখানি পর্য্যন্ত একখানি কাঠি দেওয়া হয়। সেই মাপ অনুসারে গাছের পাতা তোলা হয়। কতখানি পর্য্যন্ত পাতা তোলা উচিত, সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। গাছের শক্তির উপরেই তাহা নির্ভর করে।

উত্তর আসামে কিছুকাল ধরিয়া গাছের কথা না ভাবিয়া প্রত্যেক গাছ হইতে খুব বেশী পাতা তোলা হইতেছে। কিন্তু সেখানে গাছগুলি খুব শক্তিশালী বলিয়াই হয়তো তাহাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু শ্রীহট্ট এবং কাছারের চা বাগানে প্রত্যেক গাছ হইতে বেশী পাতা তুলিলে গাছগুলি বাঁচিবে কিনা তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তথাপি কোন কোন বাগানে অধিক পাতা তুলিয়াও বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

দাঁতের মর্য্যাদা

(ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু, এল-ডি-এস সি)

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা থাকে না, কথাটা আমাদের দেশে মোটেও মিথ্যা নয়; আমরা দাঁত সম্বন্ধে বড় বেশী উদাসীন। অথচ এই দাঁতের প্রতি অবহেলার ফলেই বহুরোগ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসে। আমরা যে-সমস্ত রোগে সাধারণতঃ ভুগিয়া থাকি তার প্রায় বার আনাই মুখের মধ্য দিয়া আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হয়; তাহার অধিকাংশই দাঁতের প্রতি অবহেলার ফলে ধাঁকিয়া দাঁড়ায় ও গাড়িয়া বসে।

সামান্য চেষ্টা করিলেই আমরা এই অকল্যাণকর রোগ-পথের মারাত্মকতা ঘুচাইয়া দিতে পারি। এই জন্য বিশেষ প্রয়োজন দাঁত তথা মুখ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা। শিশুর কয়েকটি দাঁত ওঠার পর হইতেই তাহাকে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দাঁত পরিষ্কার করিতে ও মুখ ধুইতে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। মুখ ধোয়া আমাদের প্রাতঃকৃত্যের একটি অঙ্গ; ইহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিৎ।

কাজটি গুরুতর কিন্তু অত্যন্ত সহজ; কয়েক দিনের ব্যবহারে এই নিয়মটি অভ্যাসে পরিণত হয়। নিয়ম মাত্রেই এই অবস্থা, তাহার ব্যতিক্রম না হইলেই তাহা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেই অভ্যস্থ অভ্যাস বাদ দেওয়া বা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

রোজ দাঁত মাজা ও মুখ পরিষ্কার রাখা উচিৎ। কাজটা সহজ কিন্তু বড়ই উপকারী। দাঁত মাজার অন্ততঃ তিনটি সাধারণ রকম আছে:

১। মাজন গুড়া ব্যবহার করিয়া
২। দাঁতন কাটি " "
৩। ব্রাশ ও পেষ্ট " "

আমরা দাঁতের জন্য নানা রকম গুড়া ব্যবহার করিয়া থাকি। কেহ কেহ কয়লার গুড়া ব্যবহার করে, কেহ বা চকের গুড়া, মাটি প্রভৃতি কত কি! বাজারের তৈরী নানা রকম গুড়া "টুথ পাউডার" দেশী ও বিলাতী খুব চলিতেছে। কেহ কেহ আবার কবিরাজী পেটেন্ট দাঁতের গুড়াও ব্যবহার

করেন। গুড়া যদি ব্যবহার করিতেই হয় তবে ঘরেই এক রকম গুড়া অতি সহজেই তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। সব রকমেই এই গুড়া প্রচলিত অন্যান্য গুড়া হইতে ভাল।

কিছু চক খুব ভাল করিয়া গুড়া করিয়া চিকণ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে এবং কিছু সুপারী আগুণে পুড়িয়া গুড়া করিয়া লইতে হইবে; তারপর নিম্নলিখিত জিনিষগুলি একত্রে মিশাইতে হইবে :—

(ক)	চকের গুড়া	তিন ভাগ
(খ)	ফিটকারীর গুড়া	১/৮ "
(গ)	কর্পূর (মেন্থল ও থাইমল)	১/২ "
(ঘ)	সুপারীর গুড়া	১/৮ "

ইহাই সাধারণ প্রয়োজনে বেশ ভাল হইবে। যে কোন গুড়াই ব্যবহার করা হউক না কেন উহা ভাল করিয়া চূর্ণ করিয়া খুব চিকণ কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া দরকার।

ছাকরা ছাকরা গুড়া দিয়া দাঁত ঘসিলে মাড়িতে আঘাত লাগিতে পারে, এবিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। খুব বেশী "এণ্টি সেপ্‌টিক"—করা দাঁতন গুড়া ব্যবহার করা উচিৎ নয়, তাহাতে মুখের নরম তন্ত্রীগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

দাঁতন কাটি—আমাদের দেশে সাধারণতঃ নিম বকুল, সেওরা, মটখুরা প্রভৃতির কচি মগডাল দিয়া দাঁতন কাটি তৈয়ার করা হয়। প্রত্যেক দিন এক একটি কাটি ব্যবহার করা উচিৎ, একই কাটি একদিনের বেশী ব্যবহার করা উচিৎ নয়। দাঁতন কাটির উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে নানা সংস্কার প্রচলিত আছে। দাঁতন ব্যবহার করা ভাল না এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু

ইহা ব্যবহার করিতে হইলে যে-রূপ সাবধান হওয়া উচিৎ এবং যে-ভাবে যতক্ষণ দাঁতন কাটি ঘসিয়া দাঁত পরিষ্কার করা দরকার আমরা প্রায়ই ততটা করি না—সে-দিকে বড় খেয়ালও রাখি না। আজকাল সব জায়গায় কাটি পাওয়ারও বিশেষ সুবিধা নাই। অনেকে "আরবের শিকড়" (Arabian Root) ব্যবহার করেন। ইহা প্রত্যেক দিন ব্যবহারের পরে ভাল করিয়া শোধন করিয়া রাখা উচিৎ।

পেষ্ট ও ব্রাশ—আজকাল পেষ্ট ও ব্রাস খুব চলিতেছে। সবদিকদিয়া বিচার করিলে ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ব্রাশও রোজই শোধন করিয়া রাখা উচিত। সাধারণতঃ জলে—বিশেষ করিয়া গরমজলে ধুইয়া ব্রাশ পরিষ্কার ও শোধন করা হয়। ইহা খুব খারাপ; ইহাতে পিশিগুলি নষ্ট হইয়া যায়, শক্তিও খুব কমিয়া যায়।

ব্রাশ ও দাঁতন কাটি শোধন করার সবচেয়ে ভাল উপায়, সাবান জলে ধুইয়া উহা অন্ততঃ তিন ঘণ্টাকাল রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া।

কুলি—মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য অনেক সময় কুলি ব্যবহার করা হয়। কুলিতে দাঁত মাজা হয় না বটে, দাঁত ও মুখ পরিষ্কার হওয়ার দরুণ দাঁতের যথেষ্ট উপকার করে। বাজারে বহু 'লোশন' "ওয়াশ" ও কুলি পাওয়া যায়। বেশী দাম দিয়া কিনিতে হয় বলিয়াই উহা খুব ভাল নয়। অল্প খরচেও বেশ উপকারী কুলি তৈরী হয়। লবণজলে কুলি করিলেই মুখ বেশ খরখরে পরিষ্কার হইয়া যায়। দাঁতের গোড়ায় পুঁজ হইলে (Pyorrhea রোগে) ও এই কুলি খুব উপকার করে।

চুণের জলও কুলির জন্য ব্যবহার করা যায়। সোডার জল (bi-Carbonate of Soda solution) তো খুবই ভাল। দাঁত যদি ঠাণ্ডাজলে সির সির করে এবং মাঝে মাঝে বাতাস লাগিলেও ধরে তবে এই সোডার জলে কুলকুচি করিলে বেশ উপকার হয়।

আমাদের দেশে খাওয়ার পরে মুখ বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিবার প্রথাটি অত্যন্ত হিতকারী, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। খাওয়ার পরে—বিশেষ করিয়া রাত্রির আহারের পরে কিছু লবণ লইয়া মাড়িতে বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শেষে ধুইয়া ফেলিলে খুব ভাল হয়।

পান চিবানো বাংলা দেশে একটি অতি প্রচলিত প্রথা। খাওয়ার পরে মুখ শুদ্ধি হিসাবে আমরা পান খাইয়া থাকি। পান খাওয়ার উপকারিতা থাকিতে পারে,অপকারিতাও অনেক। খারাপ দিকটারই উল্লেখ করিব। দাঁত ও মাড়ির এমন অপকারী জিনিষ খুব কমই আছে. দাঁতের গোড়ায় পুঁজ হওয়া (Pyorrhea) ইহার ফল স্বরূপই আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। মুখের লালা প্রচুর নষ্ট করায়ও ইহা দেহের অপকার সাধন করে। দাঁত, মাড়ি ও মুখ—খুব বেশী পান খাইলে চিরস্থায়ী একটা বিশ্রী লালচে রঙে রঞ্জিত হইয়া পড়ে। মুখ-সৌষ্ঠব তাহাতে কমে ছাড়া বাড়ে না। দিনে ২।৩টা পান খাইয়া খাওয়ার পরে বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিতে পারিলে মন্দ হয় না। অনেকেই এই কথা জানে এবং মুখে মুখে মানে কিন্তু কাজের বেলায় অনেকেই এই দিকে দৃষ্টিহীন হইয়া থাকে। মিশি, দোক্তা, সাদার গুড়া প্রভৃতির ব্যবহারও অবাঞ্ছনীয়।

সুস্থ দাঁত সুস্থ ও সবল রাখিয়া চলিতে হইলে এই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এই বিষয়েই সামান্য আলোচনা করিলাম। রুগ্ন দাঁতের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করা এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে সে আলোচনা করার চেষ্টা করা যাইবে।

আমেরিকা, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে দাঁত ও দন্তরোগের প্রতিকারের জন্য বিশেষ ভাবে প্রচার, প্রচেষ্টা ও আয়োজন চলিতেছে। মার্কিন মুলুকে তো ছেলেদের দাঁত সুস্থ আছে কিনা, না থাকিলে তাহার রীতিমত চিকিৎসা হয় কিনা ইত্যাদি তদারক করা 'ষ্টেটের'ই কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমাদের দেশের সকলে দাঁতের প্রতি যত্নবান হইয়া ইহা পালনের ও রক্ষণের প্রতি মনোযোগী হইবেন নাকি! দাঁত থাকিতেই দাঁতের মর্য্যাদা বোধ হইবে কি? (বাংলার বাণী)

ভাল প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন সংগ্রহ

ম্যালেরিয়ার জন্য

(১) টিঞ্চার আয়োডিন কম্পাউণ্ড ২ ড্রাম।
ফাউলার্স সলিউশন ১ ড্রাম।

মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের জন্য—১০ ফোঁটা হইতে ১৫ ফোঁটা, আহারের পর ব্যবস্থেয়।

(২) টিংচার আয়োডিন কম্পাউণ্ড ৩ ড্রাম।
কার্ব্বলিক এ্যাসিড ১ ড্রাম।

মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের জন্য ৪ ফোঁটা, ৪ ঘণ্টা অন্তর, জলের সহিত মিশাইয়া সেবনীয়।

—জে, এইচ, বরনেট, এম্ ডি, ডক্‌টর নামক আমেরিকান মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

লম্‌বেগো বা কটী বাত

মেডিক্যাল রিভিউ অফ রিভিউ পত্রিকা নিম্নলিখিত মালিস্‌টী স্থানীয় প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা করিতে বলেন :—

টিং আইওডিন	২ ড্রাম।
টিং একোনাইট রুট	৩ ড্রাম।
স্পিরিট ক্লোরাফরম	৪ ড্রাম।
সোপলিলিমেণ্ট	৩ আউন্স।

বেদনা স্থানে ২।৩ বার মালিশ করিতে হইবে।— (ইহা বিষাক্ত ঔষধ)

রক্ত পরিষ্কারক মিক্‌চার

পটাস আইওডাইড	১ ড্রাম।
পটাস্ বাই কার্ব্ব	½ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিক্যালিস্	½ ড্রাম।
স্পিরিট ক্লোরাফরম	½ ড্রাম।
একস্ট্রাক্ট সারসা কম্পাউণ্ড (কল)	২ আউন্স।
জল	৮ আউন্স।

এই মিক্‌চার আহারের অব্যবহিত পরেই সামান্য জলের সহিত এক ডেজার্ট চামচের এক এক চামচ দিবসে তিনবার সেবন করিলে অবিলম্বে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্লাভ করা যায়।

আম বাত (Urticaria)

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্

পটাস কার্ব্ব	৩ আউন্স।
সোডি কার্ব্ব	২ আঃ
বোরাসিস	১ আঃ
পল্‌ভ আমিলি	৩॥০ আঃ হইতে ৭ আউন্স।

উপরোক্ত পাউডারটী স্নানের জলের সহিত মিশাইয়া স্নান করিলে আম বাত (যাহাকে আমাদের দেশে গায়ে আমপাতা বাহির হওয়া বলে) ভাল হইয়া যায়। স্নানের পর শতকরা ১০০ ভাগ Phenol মিশ্রিত গ্লিসিরীন এবং আমিলি দ্বারা মৃদু ভাবে গাত্রত্বক ঘর্ষণ করা উচিত।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্

ইরিসিপেলাস বা (বিসর্প, দুষ্টব্রণ। Ichthyol and Laloline ইকথিয়ল এবং লালোলিন সম পরিমাণে মিশাইয়া মলম করিয়া ইরিসিপেলাস্ চিকিৎসা করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা Salicylated Cotton সালিসিলেটেড মিশ্রিত তুলা দ্বারা ব্যবহার করিতে হয় এবং বিশেষ শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়।

মুখের লাবণ্য

একালে

পূর্ব্বকালে রমণীগণ মুখের সৌন্দর্য্য অটুট রাখার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। একালে সৌন্দর্য্য চর্চা তদপেক্ষা সহজ হইয়াছে, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে একটু কষ্ট স্বীকার করিলেই পুরাতন মুখে নূতনের লাবণ্য ফুটাইয়া তোলা যায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি উপায় বর্ণিত হইল।

বাহিরের অঙ্গকে সুন্দর দেখাইতে হইলে ভিতরটাকেও পরিষ্কার করা আবশ্যক। এজন্য সকাল বেলা প্রাতরাশের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে চায়ের চামচের এক চামচ লবণ ঈষৎ গরম জলে মিশাইয়া তাহার এক কোয়ার্ট পরিমাণ জল পান করিবে। প্রথমে হয়তো এক কোয়ার্ট জল সম্পূর্ণ সেবন করা কষ্টকর মনে হইতে পারে। তাহা হইলে প্রথমে এক গ্লাস দিয়া আরম্ভ করিবে। পরে ক্রমশঃ পরিমাণ বাড়াইয়া দুই গ্লাস বা তিন গ্লাস জল পান করিবে। দেহাভ্যন্তর পরিষ্কার করিতে অন্ততঃ তিন গ্লাস লবণ জল পান করা একান্ত আবশ্যক।

সমুদয় জলটা যখন নিঃশেষে পান করা হইবে, তখন একটি খোলা জানালার সম্মুখে পাঁচ মিনিট কাল জোরে শ্বাস প্রশ্বাস টানিবে, এবং নুইয়া, দেহটিকে নানা রকমে লীলায়িত করিয়া, ব্যায়াম করিবে। স্নানের পরে একখানি rough বা খস্খসে তোয়ালে বা গামছা দিয়া শরীর বেশ করিয়া ঘসিবে, যেন ইহা দ্বারা রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা হয়। মাথার চামড়া চকচকে দেখাইবার জন্য কয়েক মিনিট কাল মস্তক রগড়াইয়া দিবে। প্রাতরাশের সময় দুইটি কমলা লেবুর রস খাইবে। যদি কাহারও দিনে তিন কাটির অধিক চা খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে দেখিবে চা যেন কড়া না হয়। পাতলা চায়ে প্রয়োজন মত দুধ ও চিনি মিশাইয়া খাইবে। মাংস রুটি ও সকল প্রকার শস্য জাতীয় খাদ্য কমাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ফল ও দুধ বেশী খাইবে। মদ ও সিগারেট বর্জ্জন করিবে। যাহার শরীর কৃশ, সে রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে এক গ্লাস গরম দুধ খাইবে, যাহার দেহ ওজনে ও আকারে ভারী সে এক গ্লাস গরম জল পান করিবে।

দুপুরে যখন বিশ্রামের জন্য শয়ন করিবে তখন একখানি ন্যাকড়া astringent বা কষায় জাতদ্রব্যে ভিজাইয়া থুতনি বা চোয়ালে বাঁধিয়া রাখিবে। গোলাপ জলে তুলার প্যাড ভিজাইয়া চক্ষুর উপর রাখিবে তারপর অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল একেবারে শিথিল ভাবে পড়িয়া থাকিবে। সপ্তাহে দুইবার করিয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কারক এই প্রণালী অবলম্বন করিবে। মুখে প্রয়োগ করিবার আরও নানাপ্রকার জিনিস আছে। তন্মধ্যে ডিম ও দুধের আচ্ছাদনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ডিমের সাদা অংশ বাহির করিয়া বড় চামচের তিন চামচ দুধে খুব করিয়া ফেটাইয়া মিশাইবে। Eggbealer দ্বারা ফেটাইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল পাওয়া যাইবে। শুইবার সময় উহা মুখে মাখিয়া শুইবে এবং সকাল বেলা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবে। চামড়া যদি একটু সাদা করিতে হয় তাহা হইলে সমান পরিমাণ লেবুর রস, পেরক্সাইড এবং জল রাত্রে ও প্রাতে ঘাড়ে এবং হাতে প্রয়োগ করিবে। ইহা মুখে লাগাইবার পূর্ব্বে মুখখানি বেশ ভাল করিয়া কোল্ড ক্রীম দিয়া রগড়াইয়া লইবে।

যদি একমাস কাল নিয়মিত ভাবে এই প্রণালী পালন করা যায় তাহা হইলে একমাস পরে চক্ষু উজ্জ্বল, ওষ্ঠদ্বয় রক্তিম এবং দেহের বর্ণ পরিষ্কার হইবে।

চিনির বাজার।

অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারণের ফলে চিনির মূল্য অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লাল জাভার শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এখন লাল ও সাদা উভয় প্রকারের চিনিই বাজার সমান দরে বিক্রয় হইতেছে। তদুপরি সকল আমদানী দ্রব্যের উপরেই শতকরা ২৫ টাকা হারে অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর ফলে এখন লাল ও সাদা উভয় প্রকার চিনিতেই প্রতি হন্দরে ৯/০ শুল্ক দিতে হয়। এইরূপ অকস্মাৎ মূল্য বৃদ্ধিতে যাহাদের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ চিনি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে, তাহারা একসঙ্গে অনেক টাকা লাভ করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহাতে চিনির চাহিদা বাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্রত্যেক ব্যবসায়ের মূল কথা এই যে, যে জিনিস যত সস্তা, সে জিনিসের কাটতি তত বেশী ; এবং যে জিনিসের দাম যত বেশী, সে জিনিসের বিক্রয় তত অল্প। চিনির দাম কম ছিল বলিয়া ইহার চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু আজ দাম বাড়াইয়া দিবার পরেও চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এরূপ সম্ভাবনা অল্প। একে আয় কমিয়া যাওয়াতে জিনিস সস্তা পাইলেও লোকের আর পূর্ব্বের মত ক্রয়ের ক্ষমতা নাই, তদুপরি আবার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহা যে আরও কমিয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিনির অর্ডারে উৎসাহের অল্পতাই এই উক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নিম্নে চিনির দর উল্লেখ করা হইল।

	৫ই অক্টোবরের দর (১৯৩১)	২৮শে সেপ্টেম্বরের দর (১৯০১)
সাদা জাভা (Ready)	১০॥/০	৯৸/০
সাদা জাভা (Sept Shipt)	১০॥৵০	৯।৶০
লাল জাভা (Ready)	১০।৵০	৯৵০

কলিকাতার তুলনায় লণ্ডনের বাজারে জাভা চিনির দর অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর শি ৮—৬
জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ শি ৪ – ৭½

পোর্ট কমিশনারের গুদামে এবং ব্যবসায়ীদের আড়তে রুশ দেশের চিনি সহ মোট ২২৪০০ টন চিনি মজুত আছে। বৃটিশ ভারতের অন্যান্য বন্দরে যে চিনি মজুত আছে ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হ:তে তাহার একটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯৩১ বস্তা	১৯৩০ বস্তা
কলিকাতা	২৪৭১৬১	৯২৭৫
বোম্বাই	২৯০,০০০	২৪০০০
করাচি	৯০,০০০	১৬০০০
মাদ্রাজ	২৪,০০০	২০,০০০
রেঙ্গুন	১২৪২০	১৫২৪০

উপরে যে বস্তার হিসাব দেওয়া হইল উহার দশ বস্তায় এক টন হয়। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার সহিত উপরোক্ত হিসাবের তুলনা করিবার জন্য নিম্নে পরিষ্কৃত এবং অপরিষ্কৃত চালান করা চিনির একটা তালিকা হন্দর হিসাবে দেওয়া হইল।

	১৯৩১	১৯৩০
কলিকাতা হইতে সকল পথে	২৪,৩৮৫	৪৫,৯৯৫
বোম্বাই হইতে রেলপথে	২৬,৩৯৭	২৩.১১০
করাচি হইতে রেলপথে	৪৫,৩০৫	২১,৮৭২

চাহিদা ও সরবরাহের কথা আলোচনা করিলেও উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না।

সম্প্রতি Leicht নামক জনৈক চিনি বিশেষজ্ঞের সম্প্রতি প্রকাশিত হিসাবে সমগ্র ইউরোপের 'বিট' চিনির পূর্ব্বাভাষ পাওয়া গিয়াছে। ইহা গত বৎসর ডাঃ মিকুশ যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক কম। লিক্টের মতে এবৎসর রুশ দেশ ব্যতীত সমগ্র ইউরোপে ৬,১৭১,০০৯ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। রুশ দেশে উৎপন্ন হইবে ২,১৫০,০০০ টন। যদিও আর্থিক কৃচ্ছ্রতা এবং বিনিময়ের হারে অস্থিরতার জন্য এই অল্প উৎপাদনে চিনির উৎপাদকগণের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, তথাপি ইউরোপের ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা পরম আনন্দের কথা। কারণ প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চিনি অবিক্রীত অবস্থায় মজুত পড়িয়া থাকিত, এই কম উৎপাদনের ফলে তাহা বিক্রয় হইয়া যাইবে। অতিরিক্ত মাল মজুতের ফলে ব্যবসায়ীগণ এতদিন বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছিলেন, এই ব্যাপারে তাঁহারা আবার নূতন উদ্যমে ব্যবসায়ের সুযোগ পাইবেন, অথচ জাভা এবং কিউবা দ্বীপের 'বিট' চিনি উৎপাদকগণের ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার ভয় থাকিবে না। মিঃ লিক্টের মতে ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের বারো মাসে ৬,৭৫৪,০০০ টন চিনি ইউরোপে কাটিয়াছে; তাহার পূর্ব্ব বৎসরে বিক্রয় হইয়াছে ৬,৬১৪,০০০ টন।

কিন্তু জাভার চিনির ব্যবসায়ে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। নূতন বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় বিক্রয় করা যাইবে, ইহাই বর্ত্তমানে তাহার প্রধান সমস্যা। ভারতবর্ষে চিনির উপর শুল্ক প্রবর্ত্তনে জাভার অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস নূতন ট্যাক্সের ফলে ভারতবর্ষে চিনির বিক্রয় কমিয়া যাইবে, হয়তো ভারতীয় চিনির কলগুলিও ইক্ষু সংগ্রহের অসুবিধা দূর করিয়া সাদা চিনির উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। স্বর্ণমান প্রত্যাহারের ফলে জিনিসের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তদুপরি শতকরা দেড়শত ভাগ শুল্ক সুবিধা পাইলে এদেশেও চিনির ব্যবসায়গুলি প্রভূত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

গত কয়েক সপ্তাহে লণ্ডনের বাজার দেখিয়া মনে হয় চিনির দাম যৎসামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কোন প্রকার কারবার হয় নাই, উৎপাদক ও পাইকারের মধ্যে কেনা-বেচা হয় নাই। নিম্নে একটি হিসাব উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

চিনি	৫।১০।৩১	২৮.৯।৩১
অক্টোবর	৬ শি ৪ পেন্স	৬ শি ৩ পেন্স
ডিসেম্বর	৬-৮$\frac{১}{৪}$	৬$\frac{১}{৪}$
মার্চ্চ	৬-১০$\frac{১}{৪}$	৬ ৯$\frac{১}{৪}$

নিউইয়র্কেও চিনির কারবারে বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। নিম্নের তালিকাই তাহার পরিচয়।

অপরিশ্রুত (লাল) চিনি প্রতি পাউণ্ডে	৫।১০।৩১	২৮ ৯।৩১
ডিসেম্বর	১-৩৬ সেণ্ট	১-৩৩ সেণ্ট
মার্চ্চ	১-৩৪ সেণ্ট	১-৩০ সেণ্ট
মে	১-৪১ "	১-৩৫

জাভা চিনি অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, সুতরাং ভারতীয় চিনি ব্যবসায়ের উন্নতির ইহাই প্রকৃত সুযোগ। এতদিন প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতবাসী জাভার সহিত পারিয়া ওঠে নাই। বাংলাদেশে যতগুলি চিনির ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল, একে একে সবই প্রায় ধ্বংসের পথে উঠিয়াছে এখন ভাগ্যক্রমে যদি একবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে আর অবহেলায় দূরে করা উচিত নয়। এই বঙ্গদেশেই প্রতি বৎসর প্রচুর

পরিমাণে ইক্ষু ও খেজুরের গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক কালে এই গুড় হইতে অনেক চিনি উৎপন্ন হইত। যশোহরের খেজুরে গুড় হইতে চিনি উৎপাদন করিতে কোটচাঁদপুরে কতকগুলি বড় চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অবস্থা আজ বড়ই শোচনীয়। অনেকগুলি উঠিয়া গিযাছে, যে দুই একটি অবশিষ্ট আছে, তাহাও প্রতিযোগিতায় না পারিয়া ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। অথচ এই সময়ে চিনির কারবার জাগাইয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

আমদানী চিনির দাম বাড়িয়াছে, লাল ও সাদা জাভার মূল্য সমান হইয়াছে, সুতরাং এখন যদি দেশীয় কারখানা সমূহে সমান মূল্যেও চিনি উৎপন্ন হয়, তাহাই বিদেশী চিনির পরিবর্ত্তে দেশবাসী সাগ্রহে গ্রহণ করিবে। দেশের ধনী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অর্থ এই কার্য্যে খাটাইলে যেমন দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তেমন তাঁহাদের অর্থেরও সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু সহজ লাভের প্রবৃত্তি আমাদের সকল উদ্যম পঙ্গু করিয়া রখিয়াছে। ছাপাখানার ব্যবসায়ে কেহ পয়সা করিতেছে দেখিয়াই ছাপাখানা স্থাপনের জন্য এত অধিক লোকের লোভ পড়িয়া গেল যে, শেষকালে অন্যায় ও অসঙ্গত প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র ব্যবসাটিই মাটি হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এমনি করিয়া কাপড়ের কলের দিকে আবার সম্প্রতি অনেকের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। সাবানের ব্যবসা ত' এখন ঘরে ঘরে। বায়স্কোপে পয়সা হয় শুনিয়া গত চারি বৎসরের মধ্যে এতগুলি বায়স্কোপের ঘর ও ফিল্ম কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে যে শীঘ্রই হয়তো এসকল ব্যবসায়ের লাভও কমিতে থাকিবে। আমাদের দেশে শিল্প বাণিজ্যের যে অভাব রহিয়াছে তাহা পূরণের জন্য নানাদিকে আমাদের উদ্যম প্রসারিত হওয়া উচিত। একজন কাপড়ের কল করিলে, আর একজন ছাপাখানা করিবে, দশজন ছাপাখানা দ্বারা লাভবান হইলে অপর দশজন চিনির কারবারে তাহার অর্থ খাটাইবে। এইরূপ করিলেই দেশের অর্থ ও শিল্প বাণিজ্য একসঙ্গে বৃদ্ধি পায়। নতুবা সকলেই যদি একই ব্যবসায়ের দিকে ছুটিতে থাকে, তবে একসঙ্গে সকলেরই শক্তি খর্ব্ব হয়। যাঁহারা ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে পারেন, তাঁহারা যদি আজ চিনির ব্যবসায়ে তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে একদিন হয় তো এই ব্যবসা দ্বারা ভারতবাসীও জাভার মত জগতের বাজার জয় করিতে পারিবে। বাঙ্গলার ধনীগণ কি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন না?

— —

কেরাণী হইতে কোটিপতি

(মিঃ ইষ্টম্যান)

উচ্চাশা থাকিলে মানুষ যত হীন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, একদিন তাহার প্রতিভা বিকশিত হইবেই। আমাদের মধ্যে অনেকেই রাতারাতি বড় মানুষ হইতে না পারিলে ভাবে আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল; কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও অবিশ্বাসই যে আমাদের অধঃপতনের কারণ, সেকথা আমরা ভুলিয়া যাই। জগতে যাঁহারা বড় বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই একদিনে বড় হন নাই। বহু দিনের একনিষ্ঠ সাধনার ফলেই লোক বড় হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধে যে মনীষীর কথা আলোচনা করা যাইতেছে, তিনিও একদিন একটি ব্যাঙ্কের সামান্য একজন কেরাণী ছিলেন, কিন্তু কেরাণী হইয়াও উচ্চাশা ও অসামান্য প্রতিভা বলে বিজ্ঞান জগতে তিনি চির স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। যদি নগণ্য ব্যাঙ্কের কেরাণী ভাবিয়া তিনি নিজেকে কোনদিন মহত্তর কার্যে নিয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে কি এইরূপ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত?

আজকাল ঘরে ঘরে ফটোগ্রাফের অন্ত নাই। জীবিত অথবা মৃত প্রিয়জনের ছবি বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। কেবল প্রিয়জনের ছবি নহে, উড়ো পাখী, চলন্ত জাহাজ, খেলার দৃশ্য, বলের ক্ষিপ্রগতি সবই আজ ফটোগ্রাফের কৃপায় ছবিতে ধরা দিয়াছে। পূর্ব্বে একটি ক্যামেরা পাতিয়া যেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছবিটিকে একখানি আয়নায় ফেলিবার জন্য একবার এদিক একবার ওদিক, একবার সামনে, একবার পিছনে এইরূপ নানা প্রকারে ঘুরিতে হইত, সেখানে আজকাল অতি সহজেই এক সেকেণ্ড বা অর্দ্ধ সেকেণ্ড অথবা তাহা অপেক্ষাও কম সময়ে একটি উড়ো পাখীর ছবি তোলা যায়। ইহাতে কোনরূপ দীর্ঘ ক্যামেরা বসানো অথবা ছবি কেন্দ্রীভূত বা ফোকাস করার জন্য বিশেষ কোন আয়োজনও করিতে হয় না। ফটোগ্রাফীর যিনি এই উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাঁহার নাম মিঃ ইষ্টম্যান; তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার বয়স এখন ৭৬ বৎসর।

নিউইয়র্কের অন্তঃপাতী রচেষ্টারে থাকিতে যখন তাঁহার বয়স মাত্র পনর বৎসর ছিল, তখনই তাঁহার ফটোগ্রাফের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁহাকে একজন ব্যাঙ্কের কেরাণী হইতে হইল। কিন্তু কেরাণী জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ফটোগ্রাফের নানারূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে ভিজা প্লেটের উপর ফটো তোলা হইত। প্রায় ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে ইষ্টম্যান একদিন একখানি ইংরেজী কাগজে শুক্‌না প্লেটে ফটো তুলিবার একটি ফরমূলা পড়িলেন। তিনি স্বীয় চেষ্টায় এইরূপ শুক্‌না প্লেট তৈয়ার করা শিখিলেন এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু মিঃ ইষ্টম্যান ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। কাঁচের প্লেটগুলি খুব ভারী এবং

সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং ব্যবহার করাও সহজ নহে। সুতরাং তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন যে কাঁচের পরিবর্ত্তে অপর কোন জিনিসের উপর ইমালসন বা আঠা লাগাইয়া দিলে তাহার উপর চিত্র তোলা যায় কিনা তাহা বাহির করিতে হইবে। যেমনি এই সঙ্কল্প মনে উঠিল অমনি তিনি তাঁহার লাভজনক ফটোগ্রাফের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন এবং রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন।

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার ব্যবসায়ের অংশী মিঃ ওয়াকার রচেষ্টার পরিভ্রমণ করিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে লিখিলেন যে "আমরা গতকল্য আঠা লাগাইবার এক নূতন পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি এবং উহাতে শেষ পর্য্যন্ত সফল হইয়াছি।" কাঁচের পরিবর্ত্তে তাঁহারা কাগজের উপর আঠা লাগাইয়াছিলেন, এবং তাহাতেই ফটোগ্রাফের নূতন পরীক্ষা সফল হয়। ইষ্টম্যানই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম ফিল্মে ফটোগ্রাফ তোলার প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন এবং ফটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলিতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিলেন :—

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর অল্প কিছুকাল পরেই ইষ্টম্যান ড্রাই প্লেট এণ্ড ফিল্ম কোং নূতন রকমের ফিল্ম ফটো প্রবর্ত্তন করিবেন। ইহাতে ঘরের এবং বাহিরের কাজ উত্তমরূপে করা যাইবে, খরচও কম পড়িবে এবং কাঁচের মত ভারী পদার্থ বহিয়া চলার অসুবিধা দূর হইবে। এই ফিল্ম একটিমাত্র শীটে অনেকগুলি জড়ানো থাকিবে এবং একই বস্তুর এককালে অনেকগুলি ছবি লইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।"

ইহার তিন বৎসর পরে ইষ্টম্যান ফ্যাক্টরীতে "কোডাক ক্যামেরা তৈরী হইল। ইহাতে ফিল্ম ফটোগ্রাফী অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। তিনটি দণ্ডের উপর ক্যামেরা না রাখিয়া ফটো তোলা সর্ব্বপ্রথমে 'কোডাক' দ্বারাই সম্ভব হইল। 'কোডাকের' পূর্ব্বে আর কোন হাত ক্যামেরা ছিল না। সুতরাং ইষ্টম্যানের এই নব আবিষ্কারের কথা চারিদিকে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। "কোডাক" যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল তখন একটি 'কোডাক' ক্যামেরার মধ্যে একশতখানি ফটো তোলার মত ফিল্ম পূর্ণ থাকিত। উহা ফুরাইয়া গেলে আবার ফিল্ম ভরিয়া দিবার জন্য ক্যামেরাটি ইষ্টম্যান কোম্পানীর নিকট পাঠাইতে হইত। ইহার পর ইষ্টম্যান্ 'কোডাক্' সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিলেন "কোডাক ক্যামেরা—আপনি শুধু বোতাম টিপুন—আমরা আর সব করিব।"

Kodak Camera

"You press the button
We do the rest"

এই Slogan বা ছড়াটী Eastman নিজে লিখিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনের দিক দিয়া ইহার মূল্য কম নহে। দেখিতে দেখিতে ইউরোপ ও আমেরিকার ঘরে ঘরে এই ছড়াটী ছড়াইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কোডাকের' কাটতিও বাড়িয়া চলিল।

একটী কোডাক্ কিনিয়া কল টিপিলেই পর পর ছবি উঠিয়া যাইবে,—পরে কাগজের প্লেটগুলি কোডাক্ কোম্পানীতে পাঠাইয়া দিলেই তাহারা অতি কম মূল্যে প্লেট্ হইতে ছবি develop করিয়া print করিয়া দিবে। ক্রেতাকে কোনও হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না। কাজেই Eastmanএর ছড়া সার্থক হইয়া উঠিল—

"You press the button
We do the rest."

এখন কোডাক্ ক্যামেরার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের বাক্সের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন ভাঁজকরা পকেট সাইজের ক্যামেরা হইয়াছে। ফটো তোলারও নানাবিধ উন্নতি হইয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টম্যান কোম্পানী সর্ব্বপ্রথমে ঘরে ঘরে বায়স্কোপ তোলার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহার আরও উন্নতি সাধিত হয়। দুইমাস পূর্ব্বে ইষ্টম্যান কোম্পানী ঘোষণা করিলেন যে, ক্যামেরার ফটো তুলিবার গতি এত বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে এখন আর কোডাক্ দ্বারা সবাক্ চিত্র তুলিতেও কোন অসুবিধা হইবে না।

মিঃ ইষ্টম্যানের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। সৎকার্য্যে তাঁহার দানের পরিমাণও কম নহে। তিনি এ যাবৎ বিভিন্ন সৎকার্য্যে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দান করিয়াছেন।

আমরা Eastmanএর কথা লিখিলাম। কেমন করিয়া এক ব্যাঙ্কের কেরাণী আশা, উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের বলে এমন জগদ্ব্যাপী ব্যবসায় এবং অসাধারণ কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয় নহে কি?

Mechanical side বা কল কারখানার দিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের আজিও মতিগতি যায় নাই; তাই দেখি যে ছেলেদের খেলানার মধ্যেও যে সকল সামান্য কল কব্জার সংযোগ রহিয়াছে তাহাও আমাদের দেশের লোকে বোঝে না এবং করিতে জানে না; ফলে জার্ম্মাণী, জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিল্পী ও কারীগরগণ ছেলেদের নানারকম খেলানা বেচিয়া বহু লক্ষ টাকা লইয়া যাইতেছে; অথচ প্রতি বৎসর কত ছেলে ইউনিভার্সিটি হইতে যে Mechanics পাশ করিয়া দিগ্‌গজ্ হইয়া বাহির হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কবে এই চরম দুর্গতি এবং মর্ম্মান্তিক পরিহাসের অবসান হইবে তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানাদেশের ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয়ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান ; এইসকল বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, যে Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; **নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।**

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক! নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৮। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের কাগজের নামোল্লেখ করতঃ ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। নচেৎ কোনও জবাব পাইবেন না!

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta,

[৩রা সেপ্টেম্বরের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

সিন্‌কোণার ছাল (Cinchona bark)

(U—100) বোম্বাইএর একটি ফার্ম সিন্‌কোনা ছালের বিক্রেতা চাহেন।

Garnets

(U-101) বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত মুঙ্গেরের একটি ফার্ম পিঙ্গল বর্ণের Garnet এর খরিদ্দার চাহেন।

অভ্রের টুক্‌রা

(U-102) বিহার ও উড়িষ্যার অন্তঃপাতী মুঙ্গেরের একটি ফার্ম ভারতে অভ্রের টুক্‌রার খরিদ্দার চাহেন।

রেশমের পরিত্যক্ত অংশ

(U-103) মালদহের একটি ফার্ম রেশমের পরিত্যক্ত অংশের ক্রেতা বা রপ্তানী কারকের সন্ধান চাহেন।

[১০ই সেপ্টেম্বরের ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

পাটের সূতার পরিত্যক্ত অংশ

(U-104) পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরের একটি ফার্ম কলিকাতায় পাটের সূতার পরিত্যক্ত অংশের রপ্তানী কারকের ঠিকানা চাহেন।

ইসফ্‌গুলের বীজ

(U-105) স্থানীয় একটি ফার্ম ভারতে ইসফ্‌গুলের বীজ সরবরাহ কারীর খবর চাহেন।

(১৭ই সেপ্টেম্বরের ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত)

মাছ, সাপ প্রভৃতির চর্ব্বি

(U-106) যুক্ত প্রদেশের অন্তঃপাতী কাণপুরের একটি ফার্ম মাছ, সাপ, ভল্লুক প্রভৃতির চর্ব্বি সরবরাহ কারীর ঠিকানা চাহেন।

মোরগ ও মুরগীর ডিম্

(U-107) কুমিল্লার জনৈক পত্রলেখক ভারতে মোরগ ও মুরগীর ডিমের পাইকারী খরিদ্দার চাহেন।

কমলার গুঁড়া

(U-108) স্থানীয় একটি ফার্ম ভারতে কমলার গুঁড়ার খরিদ্দার চাহেন।

সোপষ্টোন খণ্ড

(U 109) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত কাটনীর জনৈক পত্রলেখক ভারতে সোপষ্টোন খরিদ্দারের ঠিকানা চাহেন।

চামড়ার বোর্ড

(U 110) জনৈক ক্রয়েচ্ছু ভারতে চামড়ার বোর্ড সরবরাহ কারীর সন্ধান চাহেন।

অকর্ম্মণ্য পাটের থলি

(U 111) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত তুতি কোরিণের একটি ফার্ম বাতিল পাটের থলির ক্রেতা চাহেন। যাহা থলির কাজে ব্যবহার করা যায় না, এইরূপ থলির প্রয়োজন।

white clay

(U-112) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত বেলারির জনৈক পত্রলেখক White clay ক্রেতার সন্ধান চাহেন।

নারিকেল মালার কয়লা

(U-113) ডব্লিউ. আই, পি রেলওয়ের সান্ডরডোমের জনৈক পত্রলেখক নারিকেলের মালার কয়লার খরিদ্দার চাহেন।

(১লা অক্টোবরের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত)

বিস্‌মাথ

(U 114, পাঞ্জাবের অন্তঃপাতী অমৃতসরের একটি ফার্ম বিস্‌মাথ ধাতু সরবরাহকারীর ঠিকানা চাহেন।

তামাকের ঈষৎ নষ্ট হওয়া পাতা

(U-115) বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কলিকাতা ক্লেইম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঈষৎ নষ্ট হওয়া দুইশত মণ তামাক পাতার খরিদ্দার চাহেন।

ভারতীয় লাল (Indin Red)

U-116) অমৃতসরের একটি ফার্ম ভারতীয় লাল রংএর সরবরাহকারী চাহেন।

অভ্রের খণ্ড

(U-117) অমৃতসরের একটি ফার্ম ভারতে অভ্র খণ্ডের খরিদ্দার চাহেন।

Quartz (বালুকা প্রস্তর)

(U 118) অমৃতসরের একটি ফার্ম Quartz বা বালুকা প্রস্তর (স্ফটিক) রপ্তানী কারকের ঠিকানা চাহেন।

অজমুদ বীজের তৈল

(U-119) ওয়াশিংটনের (আমেরিকা) একটি ফার্ম অজমুদ বীজের তৈল রপ্তানী কারকের ঠিকানা চাহেন।

(৮ই অক্টোবরের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত)

Alkanet Root

(U-120) স্থানীয় একটি ফার্ম Alkanet মূলের সরবরাহকারী চাহেন।

হেনা পাতা ও গুঁড়া

(U-121) স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান হেনা পাতা বা গুঁড়ার সরবরাহক চাহেন।

নীল

(U-122) স্থানীয় একটি ফার্ম নীল সরবরাহকের ঠিকানা চাহেন।

ট্যান্‌করা চামড়ার টুক্‌রা

(U-123) ব্রহ্মদেশের সরকারী বিভাগ শাকশব্জী দ্বারা ট্যান করা টুক্‌রা চামড়ার ক্রেতা চাহেন।

চায়ের বীজ

(U 124) কুমিল্লার একটি ফার্ম ভারতে চা'র বীজের ক্রেতা চাহেন।

বাঘ ও চিতাবাঘের চামড়া প্রভৃতি

(U-125) ব্রহ্মদেশের গভর্ণমেণ্টের একটি বিভাগ ফটকিরি দ্বারা শুদ্ধ কতকগুলি বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতির কাটা চামড়ার খরিদ্দার চাহেন। বৎসরের সব সময়েই তাঁহারা ইহা সরবরাহ করিতে পারেন।

জঙ্গল বিলি

উড়িষ্যার ঢেন্‌কেন্যাল রাজ্যও জঙ্গল বিলি হইবে। এই জঙ্গল গুলিকে দশটী ভিন্ন ২ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

১।	টাংরীরোড্‌ বিভাগ	১০০ একর
২।	শালীজং	ঐ
৩।	ঝাড়ন	৫০ একর
৪।	রাজগোড়া	ঐ
৫।	ভূবন	৩৮ ঐ
৬।	অশ্বখোলা (A)	৮০ ঐ
৭।	অশ্বখোলা (B)	৪০ ঐ
৮।	শুনাকারী (A)	১০০ ঐ
৯।	শুনাকারী (B)	৭০ ঐ
১০।	সপ্তশয্যা	৫০ ঐ

প্রত্যেক বিভাগেই উৎকৃষ্ট শাল, পিয়াশাল, কাংগারা এবং আরও অনেক রকমের Timber এর গাছ আছে। তাহাছাড়া চারকোলের উপযোগী কাঠও প্রচুর আছে; জঙ্গলে কতকগুলি কটক ও তালকের রেল ষ্টেশন হইতে ন্যূনাধিক আধ মাইল ব্যবধান এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণী নদী হইতে ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বিস্তৃত বিবরণের জন্ত নিম্নে আবেদন করুন:—

S. B. D. C. Patnaik, forest officer Dhenkanal Raj State, Dhenkanal (Orissa)

শাল জঙ্গল বিক্রয়

বি, এন, রেলওয়ের ছাড়গ্রাম এবং সরদিহা ষ্টেশনের নিকট ৬০০৯ বিঘা শাল জঙ্গল বিলি হইবে বলিয়া ঝাড়গ্রাম রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। প্রার্থীগণ নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন।

Manager, Raj Estate
P. o. Jhargram
B. N. Ry.

রেঙ্গুনে মুড়ীর আদর

ঢাকা জিলার ওয়ারী গ্রাম নিবাসী জনৈক দুঃস্থা বিধবা তাঁহার আত্মীয়ের সহিত রেঙ্গুন যাইয়া মুড়ী বিক্রয় করিয়া এক বৎসরে প্রায় ৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী অনেকে ব্রহ্মদেশের সহরে মুড়ীর ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। তথাকার লোকেরা এই নূতন জিনিষ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

আজ কয়েক বৎসর হইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি দার্জ্জিলিংএর বাজারে পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী জনৈক যুবক তিলকুটো, মুড়ির চাক্‌তি ছোলার চাক্‌তি ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছেন। কয়েক বৎসর টিকিয়া আছেন দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাঁহার মত লোকের পক্ষে যেরূপ চাকুরী মেলার সম্ভাবনা তাহাপেক্ষা ভালই আয় হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে মুড়ী বেচিতে দোষ নাই। অথচ দার্জ্জিলিংয়ের ন্যায় শীতপ্রধান দেশে—বিশেষতঃ যেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বিস্তর সেখানে মুড়ীর আদর হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ যেখানে যে জিনিষের অভাব আছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া কারবার করিতে পারিলে যে আয়ের পথ বাহির করা যায়—তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাকচী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ 'পাঁচ ফুলের সাজি'র মত নানা সংবাদে ভরা। ইহাতে প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিসের কারবার করেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle Parts আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁদী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটি দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া একখানি সঠিক এবং up-to date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এই কাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা; কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতি আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সংকল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা এবং সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

ত্রিপুরা জিলার চৌদ্দগ্রাম থানার গুণবতীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীগণের তালিকা

ঠিকানা—পোঃ গুণবতী, ত্রিপুরা।

মনোহারা ও ষ্টেশনারী জিনিষ বিক্রেতা

১। মেসার্স এইচ, এ, গফুর এণ্ড কোং
২। কামিনী কুমার সাহা মার্চ্চেণ্ট
৩। জিতুমিয়া মার্চ্চেণ্ট
৪। নুরল হক সওদাগর
৫। জেণ্টেলমেন ষ্টোর

কাপড় বিক্রেতা

১। হেমন্ত কুমার সাহা মার্চ্চেণ্ট
২। আলী মিয়া সওদাগর
৩। আরসাদ উল্লা মার্চ্চেণ্ট

ঔষধ

১। ডাক্তার আবদুল কাদির, L. M. F.
২। ডাক্তার বসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী,
৩। নলিনী ফার্ম্মেসী,

কয়টী পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

১। গনোমার কারখানা
২। পীরজাদা এম, এ, মতিন,
আজাএব তেলা আজি

পত্রিকার এজেণ্ট

১। ভারত এজেন্সী।

মফঃস্বল হইতে যে পত্রিকাগুলি রীতিমত বাহির হয়।

সাপ্তাহিক

১। ফরিদপুর হিতৈষী, ফরিদপুর
২। পল্লী বান্ধব, রাজসাহী

৩।	হিন্দুরঞ্জিকা,	”
৪।	জনশক্তি,	শ্রীহট্ট
৫।	মুক্তি,	পোঃ হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৬।	চারুমিহির,	ময়মনসিংহ
৭।	পল্লী সেবক,	”
৮।	মালদা আখবার	মালদহ
৯।	সুরাজ	পাবনা
১০।	মেদিনীপুর হিতৈষী	মেদিনীপুর
১১।	দেশের বাণী	নোয়াখালী
১২।	নোয়াখালী হিতৈষী	”
১৩।	টিপারা গাইড	কুমিল্লা
১৪।	ত্রিপুরা হিতৈষী	”
১৫।	বরিশাল হিতৈষী	বরিশাল
১৬।	ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট	আগরতলা
১৭।	সুনিতি (সপ্তাহে ২ বার বাহির হয়)	আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
১৮।	নিশান	জলপাইগুড়ি
১৯।	পল্লীমঙ্গল	নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
২০।	বাংলা গেজেট	১নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, রেঙ্গুন
২১।	টাইম অফ আসাম (ইংরাজি)	ডিব্রুগড়, আসাম
২২।	দৈনিক নদিয়া প্রকাশ	নদিয়া
২৩।	বরিশাল	বরিশাল
২৪।	খুলনাবাসী	খুলনা

ইত্যাদি।

পরীক্ষিত ফরমুলা

(নানাবিধ সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী)

Porcelain, (চীনা মাটীর দ্রব্য). glass ware, crockery, Plaster ইত্যাদি মেরামত করিবার নিমিত্ত সিমেণ্ট প্রস্তুতের সাধারণ ফরমুলাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। লোহার কড়াইতে করিয়া কিংবা ঐ প্রকার কোন পাত্রে করিয়া ৪।৫ ভাগ rosin বা ধূনা কিম্বা gummastic লইলে আরও ভাল হয়, এক ভাগ beeswax বা মোমের সহিত গরম করিয়া মিশ্রিত করিলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত হয় ; উহার দ্বারা ভাঙ্গ crockery এবং ঐ জাতীয় সমুদয় দ্রব্য জোড়া দেওয়া যায়।

২। ২০ ভাগ fish glue সমপরিমাণ crystalisable acetic acid এর সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে, তারপর এই মিক্‌চার গরম করিয়া syrup এর মত করিতে হইবে, কিন্তু এই সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে ঐ সিরাপের মত মিক্‌চারটী ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে যেন gelatinous mass এর মত হয় ; এই সিমেণ্ট Porcelain এবং সকল প্রকার stone ware বা পাথরের দ্রব্যে ব্যবহারের পক্ষে উৎকৃষ্ট ; ইহা গরম করিয়া ব্রুস দিয়া ভাঙ্গা দ্রব্যে লাগাইতে হয় এবং ভাঙ্গা জিনিষ ইহার দ্বারা জোড়া দিয়া যতক্ষণ এই সিমেণ্ট শক্ত না হইয়া আসিবে ততক্ষণ উহা চাপে (under pressure) রাখিতে হইবে।

৩। Glass, বা কাঁচ, Porcelain অর্থাৎ চীনা মাটির দ্রব্যাদি যদি luting করিয়া উহাতে কোন strong acid রাখিবার দরকার হয়, তাহা হইলে asbestos Powder white sand ইত্যাদির মিক্‌চার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কাঁচ, Porcelain প্রভৃতির দ্রব্যাদি luting করিতে যখন উপরোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে যে কোন একটীর মিক্‌চার ব্যবহার করা যাইতে পারে, তখন আমরা এখানে মাত্র asbestos powder এর মিক্‌চারটীর ব্যবহার দেখাই। যথা—

প্রথমে খানিকটা asbestos powder লইতে হয়, তারপর যে পরিমাণে উক্ত পাউডার লওয়া হইয়াছে, তাহার ৩।৪ গুণ soda water glass (of 30° B) এর সলিউসনের সহিত উক্ত পাউডার মিশ্রিত করিয়া, পাউডারটীকে কাদার মত করিতে হয় ; কিন্তু এই কাদার মত অবস্থায় উহা ব্যবহার করিবার অনেক অসুবিধা আছে ; কারণ উহা অতিরিক্ত Plastic বা নরম থাকে, আর শুষ্ক হইয়া আসিলে গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যায়। কিন্তু ঐ কাদার মত পদার্থটীর সহিত যে পরিমাণে asbestos লওয়া হইয়াছে, সেই পরিমাণে fine writing sand মিশ্রিত করিয়া উহার দ্বারা ছোট ছোট পাত্র মেরামত করিয়া বাতাসে শুকাইতে দিতে হয় ; তারপর পরীক্ষা করিতে হয়।

পরীক্ষা করিতে হইলে উক্ত পাত্রটী জলের মধ্যে রাখিতে হয়; জলের মধ্যে রাখিলে সিমেণ্ট নরম হইয়া আইসে এবং গলিয়া পড়ে। তারপর সেই পাত্রে পুনরায় mineral acids লাগাইয়া ভাল ভাবে সংযুক্ত করিলে, সেই ভাঙ্গা পাত্রটী দৃঢ় ভাবে আঁটিয়া যাইবে; সেই পাত্রে Nitric acid প্রভৃতিও রাখা যাইতে পারে। এই প্রকার সিমেণ্ট আগুনে নষ্ট হয় না বলিয়া ইহাকে highly fire proof সিমেণ্ট বলা হয়। এই সিমেণ্ট দ্বারা মেরামত করা দ্রব্য ৬।৭ ঘণ্টা Bunsen gas flame এর ভিতর রাখিলেও নষ্ট হয় না। কিন্তু এই সিমেণ্ট রাখিয়া ব্যবহার করা চলে না। কারণ ইহা প্রস্তুত করিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শক্ত হইয়া যায়; সুতরাং এই প্রকার সিমেণ্ট তৈরী করিবাই তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করা বিধেয়। আর asbestos এর সহিত যদি soda composition এর পরিবর্ত্তে Potash water glass মিশ্রিত করা যায় তবে সিমেণ্টটা আরো তাড়াতাড়ি শক্ত হইয়া আইসে।

Glass, Porcelain, ইত্যাদি মেরামত করিবার সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে নিম্নলিখিত পদার্থ গুলি নিম্নোক্ত পরিমাণে লইয়া পৃথক পৃথক পাত্রে রাখিতে হয়।

Isinglass (fish glue)...৫০ ভাগ
Gum ammoniac...৪ ভাগ
Gum mastic . ২ ভাগ
Alcohol, 95 p. c....১০ ভাগ
Water q. s.

Ising glass ৫০ ভাগ প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইতে হয়। উহা যখন সম্পূর্ণভাবে ভিজিয়া স্ফীত এবং নরম হইয়া আসিবে, তখন উহা একটী পরিষ্কার তোয়ালেতে কিংবা ঐ প্রকার কোন মোটা কাপড়ে বাঁধিয়া এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে যে উহা হইতে সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তোয়ালের ভিতরস্থ Ising glassএ এক বিন্দুও জলও না থাকে; উহাতে জল থাকিয়া গেলে সিমেণ্ট খারাপ হইয়া যাইবে। এই প্রকারে জলটা বাহির হইয়া গেলে উক্ত পদার্থটী কোন একটী পাত্রে করিয়া water bath এর ভিতর রাখিয়া গরম করিয়া তরল করিয়া ফেলিতে হইবে; কিন্তু গরম করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন উহা ফুটিয়া সিদ্ধ হইয়া না যায়; কারণ তাহাতে সিমেণ্টের adhesive power এর হ্রাস হইয়া যাইবে।

তারপর Gum ammonia ৪ ভাগ এবং Gum mastic ২ ভাগ একত্রে "এলকোহলে" গুলিয়া সলিউসন করিতে হয়।

এখন প্রথম সলিউসনটী water bath হইতে নাবাইয়া উহার সহিত দ্বিতীয়োক্ত সলিউসনটী মিশ্রিত করিয়া ১৬০°F ডিগ্রী তাপের নীচে রাখিতে হইবে। এই সিমেণ্ট গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু ইহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে এবং ব্যবহার করিয়া নিম্নোক্ত point গুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক) যে দুইটী পদার্থ জোড়া দিতে হইবে, সেই দুই পদার্থ এমনভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে, যে উহাতে যেন কোন প্রকার ধূলা,ময়লা বা চর্ব্বি জাতীয় কোন দ্রব্যাদি না থাকিতে পারে।

(খ) এই সিমেণ্ট যখন গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তখন ইহা যে দ্রব্যে লাগাইতে হইবে সে দ্রব্যও গরম করিতে হইবে। তারপর এই সিমেণ্ট গালাইতে যত ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম করিতে হয়, যে দ্রব্যে ইহা লাগাইতে হইবে, তাহাও অন্ততঃ তত ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম করিতে হইবে।

(গ) এই সিমেণ্ট যত পাতলা করিয়া বা অল্প করিয়া লাগান যাইবে, ততই উহা effective বা কার্য্যকরী হইবে। ভাঙ্গা দ্রব্য দুই খণ্ড ইহার দ্বারা যুক্ত করিয়া, উহার উপর একটি আচ্ছাদন দিয়া, তারপর সম্ভব মত জোরে চাপ দিতে হইবে।

(ঘ) ভাঙ্গা কাঁচ কিংবা porcelain এর দ্রব্যাদি ইহার দ্বারা যুক্ত করিয়া, বেশ ভাল করিয়া রজ্জু দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারে বন্ধন করিতে হইবে এবং সেই বদ্ধ অবস্থায় ২।৩ দিন রাখিতে হইবে; ইহার ভিতর আর উহা নাড়া চাড়া করিতে নাই। এইরূপ করার উদ্দেশ্য জোড়া দেওয়া অংশগুলি যাহাতে চাপে থাকে।

Liquid Porcelain cement বা তরল পোরসিলেন সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। Fish glue ২০ ভাগ, আর ২০ ভাগ glass acetic acid একত্রে এমনভাবে গরম করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে যাহাতে উহা যতই ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে ততই যেন আঠা আঠা হয়।

২। প্রথমে এক আউন্স Russian Ising glass টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া উত্তমরূপে গুঁড়া করিতে হইবে; তারপর উহার সহিত ৬ আউন্স

গরম জল মিশ্রিত করিয়া কোন গরম স্থানে বা রৌদ্রে প্রায় ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে; তারপর সলিউসনটী গরম করিতে হইবে এবং উহা হইতে যখন প্রায় তিন আউন্স বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে তখন নাবাইতে হইবে। তাহার পর ½ আউন্স mastic ৪ আউন্স alcoholএ গুলিয়া প্রথমোক্ত সলিউসনটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা পুনরায় গরম করিতে হইবে, আর ক্রমাগত নাড়িয়া নাড়িয়া সমস্ত পদার্থ গুলি ভালভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে। তারপর সলিউসনটী খুব গরম থাকিতে থাকিতে muslin কাপড় দিয়া ছেঁকিয়া লইতে হইবে।

৩। Optical glass মেরামত কার্য্যে Canada balsam সিমেণ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা যুক্ত দ্রব্য বেশ দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া যায়; কিন্তু এই প্রকার সিমেণ্ট অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কারণ জল লাগিলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোন কোন climateএ balsam গলিয়া যায়, সুতরাং এই প্রকার সিমেণ্ট দ্বারা মেরামত করা দ্রব্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই।

৪। যদি কোন কাঁচের দ্রব্য সাধারণভাবে মেরামত করিবার দরকার হয় তবে সেই ক্ষেত্রে silicate of potashই উৎকৃষ্ট সিমেণ্ট।

৫। Glass Cement "গ্লাস সিমেণ্ট" ১০০ ভাগ gelantin, ১৫০ ভাগ acetic acid of 96 p. c. এ দিয়া আগুনের সাহায্যে গুলিয়া, উহাতে ৫ ভাগ ammonium bichromate "এমোনিয়াম বাইক্রোমেট" মিশ্রিত করিয়া glass সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়। এই প্রকার সিমেণ্ট সব সময় আলো এবং সূর্য্যের কিরণ হইতে দূরে রাখিতে হয়।

৬। নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি পৃথক পৃথক পাত্রে রাখ।

white glue	১০ ভাগ
Potassium bichromate	২ ভাগ
water	১০০ ভাগ

তারপর পৃথকপাত্রে খানিকটা জলে white glue হোয়াইট গ্লু এবং বাকী জল টুকুতে bichromate "বাইক্রমেট" দিয়া আগুনের সাহায্যে গুলিতে হইবে, তারপর উক্ত মিক্‌চার দুইটী একত্র করিয়া অন্ধকার স্থানে রাখিতে হয়। এই সিমেণ্ট ব্যবহার করিবার সময় অল্প অল্প গরম করিয়া লইতে হয় এবং ইহার দ্বারা fractured pieces জুড়িয়া কিছু সময় রৌদ্রে রাখিলে উহা দৃঢ় ভাবে আঁটিয়া যায়। এই সিমেণ্ট জলে নষ্ট হয় না, এই জন্য ইহাকে water proof সিমেণ্ট বলে।

Diamond glass cement ডায়মণ্ড গ্লাস সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী

১। ১৫০ ভাগ ৯০ p. c. alcohol এ ১০০ ভাগ fish glue মিশ্রিত করিয়া উহাতে ২০০ ভাগ Powdered rosin মিশাইয়া রীতিমত নাড়িয়া নাড়িয়া সমস্ত পদার্থ গুলিকে ভাল ভাবে মিশ্রিত করিয়া ডায়মণ্ড সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা light বোতলে রাখা উচিত, কারণ এই প্রকার সিমেণ্ট খুব শীঘ্রই শক্ত হইয়া যায়।

২। Crystal দ্রব্য জোড়া দিবার প্রণালী :—

৮ ভাগ caoutchouc এবং ১০০ ভাগ Gum Mastic ৬০০ ভাগ chloroformএ গুলিয়া, একটী পাত্রে আট দিন পর্য্যন্ত রাখিতে

হইবে, আর সেই পাত্রটীর মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, যেন পাত্রটীর কোন স্থানেও ফাঁক না থাকে। এই প্রকারে যে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়,সেই সিমেণ্ট দিয়া crystal দ্রব্য জোড়া দেওয়া যায়। এই সিমেণ্ট আট দিন কোন পাত্রে আবদ্ধ রাখিয়া, তারপর উহা ঠাণ্ডা অবস্থায় ব্রুস দিয়া লাগাইতে হয়।

৩। কাঁচে ব্যবহার উপযোগী transparent সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী—

এক আউন্স India rubber, ৬৭ আউন্স chloroform, আর ৪০ আউন্স mastic একত্রে এক সপ্তাহ কাল জলে ভিজাইয়া ভাল ভাবে মিশ্রিত করিলে কাঁচে ব্যবহার করিবার মত transparent সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়।

৪। Traumaticin এর মিকচার, solution of caoutchouc in chloroform, water glass এর concentrated সলিউসন একত্রে মিশ্রিত করিলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়। উহার দ্বারা কাঁচ জোড়া দিলে, কেবল যে জোড়া খুব দৃঢ় হয় তাহা নহে, ইহা খুব transparent হয় এবং জল কিংবা আগুনে এই সিমেণ্ট নষ্ট হয় না।

৫। প্রথমে একটী বোতলে ৬০ ভাগ Chloroform রাখিতে হয়, তারপর ৭৫ ভাগ India rubber টুক্‌রা টুকরা করিয়া, সেই বোতলের ভিতর দিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত ১৫ ভাগ Gum mastic মিশাইতে হয়। তার পর যতক্ষণ উপাদান গুলি ভাল ভাবে না মিশ্রিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বোতলটী কোন ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হয়। তারপর উহা ভাল ভাবে মিশ্রিত হইযা গেলে Porcelain দ্রব্যে ব্যবহার করিবার মত transparent সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

রং এর কথা

(শ্রীহরিদাস সেনগুপ্ত বি-এ,)

আমাদের দেশের রঙ ছিল প্রকৃতিজাত; বর্ত্তমানে প্রচলন চলিয়াছে কৃত্রিম রঙের; এবং দামে তা চূড়ান্ত সস্তা, ব্যবহারে বা গুণে সে যতই কমদরই হউক না কেন প্রতিযোগিতার বাজারে তাহার পূর্ব্বের বেশী দামী ও নানাঝঞ্ঝাটপূর্ণ ব্যাপারের বিলোপ সাধনে সহজেই সমর্থ হইয়াছে। এককালে চীনাংশুকও আমাদের দেশে আসিয়া রঞ্জিত হইয়া বহু দেশে চালান যাইত, লাক্ষা-রাগ সুন্দরীর বদন, পদ-পত্র ও বসন-ভূষণ শোভিত করিত—আর আজ চীনাংশুক এদেশে রঞ্জিত করা দূরের কথা—বহু বিদেশী রঙ-করা অংশুকই আমাদের দেশে চড়া দরে বিকাইয়া ভূত হইতেছে। লাক্ষাকীটই দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া বৈজ্ঞানিকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

কৃত্রিম রঙেই এখন দেশ বিদেশ ভরিয়া আছে। আধুনিক-বিজ্ঞান চর্চ্চার এ যেন একটা বিশেষত্ব। সব কাজে, সবখানেই যেন কৃত্রিমতার জয়জয়কার, কৃত্রিমতার সংস্কার ও প্রচারই যেন তার কাজ। কিন্তু এই কৃত্রিমতার চাপের মধ্য দিয়াও আমাদের দেশের বহু উদ্ভিজ্জ ও প্রাকৃত রঙ ও রঞ্জন প্রণালীর চল ও চর্চ্চা এখনও টিকিয়া আছে, একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় নাই। ইহা আমাদের গর্ব্বের ও গৌরবের বিষয়। তাই তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মন এইদিকে আকৃষ্ট করিতে চাই।

রঙের রাজ্যে শুধু কল্পনা বিলাসী ও কবি ভাবুকই প্রবেশ করেন না, বৈজ্ঞানিকেরও যথার্থ ও যথেষ্ট খোরাক এখানে আছে।

সব রঙই পাকা নয়, সবগুলিই কিছু হাতে কলমের কাজেও ব্যবহৃত হয় না—তবে রঞ্জন-বৈজ্ঞানিকগণ এখনও সে সবের দিকে একেবারেই যে নজর দেন না এমন নয়, সাধারণেরও তাহারা কৌতুহলের কারণ;—যেমন হরিদ্রা; ইহাতে রঙ হয় সবই, এবং নানা ধরণের হয়, কিন্তু কোনটাই এখন সাবান বা ক্ষারে টীকসই নয়। আবার খুব পাকা রঙও আছে—যথা নীল;—এখনও রঞ্জন বৈজ্ঞানিকের ঘরে নীল-ভাণ্ড সজ্জিত থাকে, এখনও সেই নীল রঙের ব্যবহার আছে—নানা কৃত্রিম নীল রঙেও এই গাঢ় শ্যামাভ রঙটিকে বাজারছাড়া করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

হরিদ্রা (Gircuma Tinctoria)—

ভারতবর্ষ, চীন, ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, খাদ্য হিসাবেও ইহার ব্যবহার কম নয়। রঙের দিকেও দেখা যায়, ইহা বহু বর্ণাভার সঞ্চারক;—স্বয়ং হরিদ্রাবর্ণের নির্ম্মাতা—সূতা, রেশম, পশম সবই কিছু না কিছু এবং কোন না কোন প্রকারের রঙে ভূষিত করিতেই পারে। বহু বর্ণের রঙোৎপাদক রঙ-মূল এই

হরিদ্রা লালপটাশ (Potassium bichromate) যোগে ইহা বাদামী, ফিটকারী সহযোগে উজ্জ্বল হরিদ্রা, টিন-ক্ষারিক (Stanuous chloride) যোগে কমলা এবং হীরাকষে অলিভ বর্ণের বিধান হয়। কিন্তু কোনটাই ধোপে টিকেনা, সাবানে থাকে না, গন্ধক-দ্রাবণ (Sulphuric acid) বা অম্ল (acid) দিলেও বিবর্ণ হইয়া যায়।

কুসুম ফুল (saf-flower)—কুসুম্ভী ফুলের নাম বহু প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা রঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাও আলো, টক বা ক্ষারের সংস্পর্শে, মলিন হয় ও উঠিয়া যায়।

অ্যানাটো (Annatto)—কমলা রঙে রঞ্জিত করে। আলোতে এই রঙ টিকেনা, কিন্তু সাবান বা টকে উঠিয়া যায় না। শুধু বস্ত্র-রঞ্জনেই ইহার ব্যবহার নয়, আজকাল বিশেষ করিয়া খাদ্য দ্রব্য রঙ করিতেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

ডিভি ডিভি (Divi Divi) **হরিতকী সুমাখ** Sumach)—প্রভৃতিতে ট্যানিক এসিড প্রচুর থাকায় ইহারাও বস্ত্র রঞ্জনে ব্যবহৃত হয়।

মঞ্জিষ্ঠা (madder)—রঙ-করার জন্য বহুল ব্যবহৃত। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক গ্রাঁবে (graebe) ও লিবারমান (Liebermann) কৃত্রিম অ্যালিজারিন আবিষ্কার করিয়া রঞ্জন ব্যবসায় হইতে মঞ্জিষ্ঠাকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় অনেকটা সফল হইয়া উঠিয়াছে। "টার্কী রেড" বহুগুণ বিশিষ্ট হইলেও বড় কটমটে, সুতরাং বৈজ্ঞানিক রঙ-করগণ—ইহা না করিয়া পারিলে সহজে ধরে না 'ন্যাপথল রেড' করিয়া সারে। কৃত্রিম লাল স্বাভাবিক লালের চেয়ে ভাল হইলেও আমাদের দেশে মঞ্জিষ্ঠা একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই। অশিক্ষিত রঙ-করেরাও মঞ্জিষ্ঠার রঙ খুব চালায়।

দারু হরিদ্রা (tinctorium)—মঞ্জিষ্ঠার সহিত পশমী পোষাক রঙ্ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বকম কাঠ (Log-wood)—নানা রকম পাকা রঙের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

লাল পটাশের যোগে ইহাদ্বারা নীল হইতে কাল রং হয়।

লোহা সংযোগে—ধূসর হইতে কাল,
হীরাকস যোগে—ধূসর-বেগুনি,
তামা যোগে—সবুজ আভাযুক্ত নীল,
টীন যোগে—লালাভ বেগুনি

লাল কালি প্রভৃতির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

এই সব ছাড়া ওয়েল্ড (Weld—Raseda Lutcola) ফাষ্টিক (Fustic—Morus Tinctoria) কোয়ার্সিট্রন ছাল, পারস্যের ফুল, ব্রাজিল, পিচ ও সপন, তার, কাম, আটিল, কাডবিয়ার প্রভৃতি বহুবিধ কাঠই রঙের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নীলের কথা তো পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; তাছাড়াও লাক্ষা, কোচিনিয়েল, চা পাতা, খয়ের; প্রভৃতি অনেক গাছ-গাছাড়াই রঙ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, হইত ও হইতে পারে। আমাদের দেশের পূর্ব্বেকার রঙ্করগণ নিশ্চয়ই গাছ-গাছড়া লতা-পাতা দিয়াই রঙ করিতেন এবং তাহাই এককালে খুব বেশী পাকা ছিল এবং দেশ-বিদেশে বিশেষ আদৃতও হইত। বিদেশের পাল্লায় পড়িয়া, বিদেশীর মোহে মজিয়া, কালচক্রের পরিবর্ত্তনে—নানা কারণেই আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও কার্য্যাদি নষ্ট হইয়াছে, হইতেছে—এই বিষয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি এই দিকে মন নিবিষ্ট করেন তবে প্রভূত কাজ হইতে পারে, কিন্তু তার না আছে কোন বিধি-ব্যবস্থা, না আছে তার

কোন সংস্থান। এইসব অসুবিধা সত্বেও এই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত কেহ কেহ যে গবেষণা একেবারেই করেন না এমন নহে, কিন্তু এই জন্য যে সাহুকম্পা, উৎসাহ ও সহায়তা প্রয়োজন, দেশে তাহার একান্ত অভাব; কাজেই উৎসাহী ও জ্ঞানী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোনও সুরাহা করিতে পারেন না—কাজে লাগিয়াও টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই সব কারণেও যাহারা এই ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়েন তাঁহাদিগকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। তবে যদি সকলেই তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বা গবেষণার সহায়ে প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াও জ্ঞান-ভিক্ষুগণের প্রাণে এই জাতীয় ক্ষুধার সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যোগ্য ব্যক্তিরা একটু চেষ্টা চরিত্র করিয়া দেখিলেই অনেক কাজ হয়—তাহা হওয়ার সম্ভাবনা কিছু আছে?
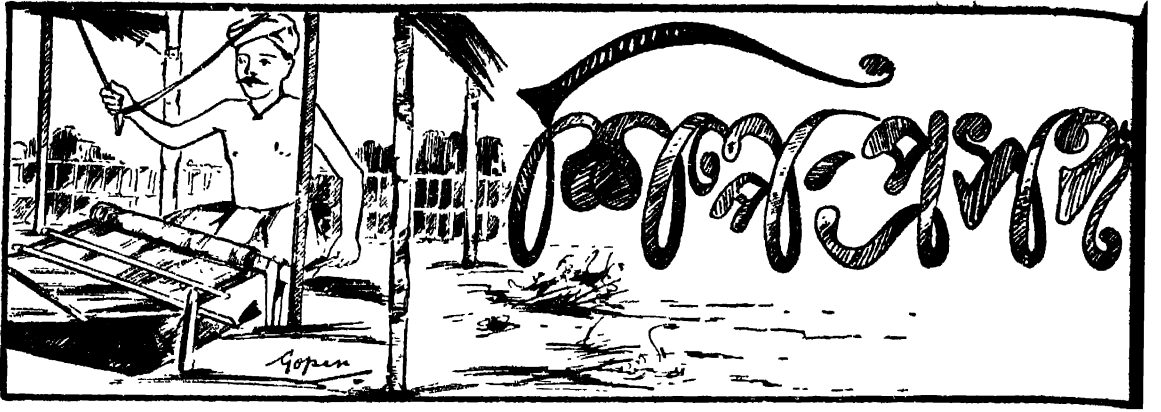
ফায়ার প্রুফ করার প্রণালী

ছাদকে ফায়ার প্রুফ বা অদাহ্য করিতে হইলে চুণ, লবণ, সূক্ষ্ম বালুকা এবং কাঠের ছাই একত্র মিশ্রিত করিয়া সাধারণ কলি ফেরানর মত ছাদের উপর ২০।২৫ বার কোটিং করিয়া দিলে, পল্লীতে অগ্নি ভয় হইলে এই ছাদটী রক্ষা হইতে পারে। সহজে ইহাকে অগ্নিস্পর্শ করিতে পারে না।

শিং হইতে নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী

শৃঙ্গকে বাঁকাইয়া কাটিয়া নানাবিধ দ্রব্য করা যাইতে পারে।

গরম জলে শৃঙ্গ বা শিংকে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেই ইহা নরম হইয়া যায়, তখন ইহাকে বাঁকাইয়া যেরূপ আকারের করিয়া সেই অবস্থায় ১ দিন রাখিয়া দিলেই পুনরায় কোমল শৃঙ্গ কঠিন হইয়া যায়। শিংকে গরম জলে ডুবাইলে খুব নরম হয়; তখন ইহাকে ছুরি দ্বারা কাটা যায় ও ছিদ্র করা যায়। শৃঙ্গের বিবিধ প্রকার জিনিষ এখন এদেশে প্রস্তুত হইতেছে।

ব্রণ সারার উপায়

মুখে ব্রণ বেশী হইলে ৩।৪ মাস একেবারে মৎস্য মাংস ডিম প্রভৃতি আমিষ আহার ছাড়িয়া দিয়া নিরামিশী হওয়া দরকার। ঔষধের কোন আবশ্যক নাই। সঙ্গে কুমড়া বা লাউয়ের পাতা সিদ্ধ খাইতে হয় এবং যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এজন্য প্রাতে নিয়মমত অন্ততঃ আধঘণ্টা ব্যায়াম করিতে হয়। এইভাবে ২।৩ মাস চলিলে যেমন ব্রণই হউক না কেন আরাম হইবেই।

অনিদ্রার ঔষধ

রাত্রে ভাল ঘুম না হইলে শুইতে যাইবার আগে পা দুটিকে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ডুবাইয়া মুছিয়া একটা কিছু গরম কাপড় পা দুটির উপর রাখিয়া মস্তকে মৃদু পাখার হাওয়া দিলেই ঘুম আসিবে।

গোঁফ উঠাইবার উপায়

এক শ্রেণীর বালক আছে, তাহারা শীঘ্র গোঁপ উঠাইবার জন্য ভারী ব্যস্ত। ইহারা নাপিতের নিকট ক্রমাগত খেউরি করিয়া গোঁপ বাহির করিবার চেষ্টা করে। ইহার একটা প্রেস্‌ক্রিপশন্ নিম্নে লিখিত হইল।

গোঁপ উঠাইবার ঔষধ

প্রিসিপিটেটেড সলফ (Sulph)	২ড্রাম্
গ্লিসারিন	৮আঃ

বে—রম্	২ড্রাম
পিয়োর ক্যাষ্টর অয়েল	৪ আ:
লেড্ অ্যাসিটেট্	½ ড্রাম

এই মিশ্রণটী দিবসে দুই একবার মর্দ্দন করিলে গোঁপ উঠিবে।

নিম্নলিখিত ফরমূলাটী আরও ভাল. ইহাতে ৩।৪ সপ্তাহেই গোঁফ উঠে।

পেঁয়াজের রস্	২ভাগ
টাট্‌কা মাখম	৫ ভাগ
লোফ সুগার (দানদার চিনি)	৪ ভাগ
ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ির তৈল	৬ভাগ
কাসিয়া লোবিয়ার মূল চূর্ণ	২ভাগ

উত্তমরূপে মিশাইয়া মলমের মত করিয়া দিবসে ২।৩ বার মর্দ্দন করিলে গোঁপ উঠিবে।

চুল উঠা নিবারণের সহজ উপায়

ইহা খুব সস্তা অথচ কার্য্যকরী ; গরম জলে কিঞ্চিৎ চা—যাহা না খাইলে আজকাল আমরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি, সেই চা গরম জলে ফেলিয়া দিয়া ৩।৭ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর সেই জলটা মাথার চুলের গোড়ায় ঢালিয়া চুল ধৌত কর, দেখিবে আর চুল উঠিবে না।

কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুত প্রণালী

কতকটা সাদা ইণ্ডিয়া রবার বা গাটা পার্চ্চাকে ক্লোরাফরমে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা আঠার মত (Thick paste) বা কাদার মত হইবে। তাহার পর তাহাতে চূর্ণকৃত ফসফেট অফ লাইম্ (Phosphate of lime) অথবা কার্ব্বনেট অব্ জিঙ্ক মিশ্রিত করিলে বেশ এঁটেল কাদার মত হ'বে, এই জিনিষটাতে যাহা ইচ্ছা রং দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর উত্তপ্ত যে কোন জিনিষের ছাঁচে দিয়া চাপ দিলে যে জিনিষ হইবে, তাহা দেখিতে সাদা বা রং করা হস্তী দন্তের মত হইবে।

দন্ত মঞ্জন

দন্তকে মুক্তার মত শ্বেত বর্ণ করিতে ইচ্ছা হইলে কাঠের কয়লাকে খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমবৎ করিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত কৌটায় রাখিয়া দিবে। এই জিনিষটার দ্বারা দন্তমঞ্জন করিলে দাঁত মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া বড় সুন্দর দেখায়। কয়লা দুর্গন্ধ নাশক এবং দন্তমূল দৃঢ় কারক ; এত সুলভ,এত সহজসাধ্য উপায় থাকিতে আমদানি দন্তমঞ্জন কিনিয়া মারিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে যদি আমদানী দ্রব্যে একটা ছোঁক থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা।

মাখম রক্ষার উপায়

মাখম সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করা যায় না, পচিয়া যায়। রক্ষা করিবার একটী সুন্দর উপায় আছে, অনেকে তাহা জানে না। প্রথমত: এক ছটাক আন্দাজ লবণ লইয়া উনানে তাওয়া চড়াইয়া গরম করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে লবণ কড়া হইয়া যাইবে, তখন তাহাকে খুব ভাল করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ যে পাত্রে মাখম রাখিবে, তাহার মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যেন একটু ঘন করিয়া ছড়ান হয়। তাহার পর মাখমকে বেশ ফেটাইয়া উক্ত পাত্রে রাখিবে। তাহার উপর পুনরায় আর এক পরদা ঐ চূর্ণ লবণ ছড়াইয়া দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে রক্ষিত মাখম ছয় মাস কাল কোনরূপ বিকৃত হইবে না। পল্লীগ্রাম হইতে এইরূপে মাখম সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে লাভ হইতে পারে।

উর্ব্বরাশক্তি প্রদায়ক সার

ইহাকে কেহ কেহ বাগানের উদ্ভিদ্ সমূহের আহার বলিয়া থাকেন, বাগানের যে সকল গাছকে শত যত্নেও চাঙ্গা করিতে পারা যায় না, সেখানে নিম্নলিখিত সার দ্বারা অতি শীঘ্র পুষ্প পত্রে সুশোভিত করিতে পারা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী

সল্ফেট অফ্ অ্যামোনিয়	১ পাউণ্ড
নাইট্রেট্ অফ্ পটাস্	॥০ পাউণ্ড
চিনি	।০ পাউণ্ড

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বোতলে রাখিয়া দিবে। যখন আবশ্যক, তখন চা চামচের এক চামচ লইয়া এক গ্যালন জলের সহিত মিশাইয়া গাছের গোড়ায় ২।১ দিন অন্তর বা আবশ্যক হইলে প্রত্যহ ছিটাইয়া দিবে, দেখিবে সপ্তাহের মধ্যে গাছের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। ইহা শিশিতে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়ও করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার

সলফেট্ অফ্ অ্যামোনিয়া	২ পাউণ্ড
নাইট্রেট অফ পটাস্	১ পাঃ
খড়ি চূর্ণ	॥০ পাঃ
ক্লোরাইড অফ্ সোডিয়ম	॥০ পাঃ
সুপার ফস্ফেট অফ্ লাইম্	॥০ পাঃ
সলফেট অফ্ আয়রণ	২ আউন্স

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গাছ স্থানান্তরিত করিবার সময় উত্তোলিত গাছের গোড়ায় যে মাটী থাকে, তাহাতে উপরোক্ত চূর্ণ ছড়াইয়া পুঁতিলে গাছ যে নড়ান হইয়াছে, তাহা বোধ হইবে না। অতি শীঘ্রই গাছের উন্নতি হইবে।

লৌহ হইতে মরিচা তুলিবার অতি সহজ উপায়

acid cyanide অ্যাসিড্ সাইনাইড্ অর্দ্ধ পাইন্ট জলে দিলে খুব কড়া সলিউশন্ হইবে, ইহা দ্বারা লৌহের মরিচা অতি সহজেই তুলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু ইহা ভয়ানক বিষাক্ত; সেইজন্য একটা বেতের মুখে একটা চামড়া বাঁধিয়া শিশির মধ্যে ডুবাইয়া মরিচাযুক্ত স্থানে ঘর্ষণ করিলে মরিচা উঠিয়া যাইবে। অত্যন্ত বিষাক্ত জিনিষ—সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

ষ্টিকিংপ্লাষ্টার বা শুকোপটী

ঘা, ফোড়া, ছড় বা আঁচড় লাগিলে এই শুকোপটী একটু কাটিয়া আগুনের আঁচে ধরিলেই চট্‌চটে হয়, তখন সেই চট্‌চটে দিকটা ক্ষতমুখে বসাইয়া দিতে হয়; ঘা ভাল হইলে টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। বেনের দোকানে ইহা বিক্রয় হইত; কিন্তু এখন বিদেশ হইতে আমদানী হয়। কাজটা সহজ, এদেশের লোকেও করিতে পারে—তবে কথা হইতেছে, করে কে?

আবশ্যকীয় মাল মসলা

একষ্ট্রাক্ট্ বেন্জইন্	২ আউন্স
রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট্	৬ আউন্স
আইসিংগ্লাস	১ আউন্স
গরম জল	½ পাইন্ট
টিং টার্‌পিন্	৪ আউন্স
টিং বেনজইন	৬ আউন্স

প্রথমতঃ বেনজইনকে রেকটীফায়েড স্পিরিটে দিয়া গলাইয়া ছাঁকিয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রক্ষা কর। তারপর আইসিংগ্লাস্‌কে গরম জলে গুলিয়া ফেল এবং ছাঁক। এখন উপরোক্ত বেনজইনের সহিত এইটাকে মিশ্রিত কর। যখন ঠাণ্ডা হইবে,

তখন একখানি সিল্ক অর্থাৎ রেশমী বস্ত্রখণ্ডকে সমতল পরিষ্কৃত কাঠের উপরে বিছাইয়া সমানভাবে মাখাইয়া দাও এবং তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে পুনরায় এক পোঁচ মাখাও; এইরূপে ১২ বার মাখাও। যখন বেশ শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন উহার উপর ১ পোঁচ ঐ টারপিন এবং টিংচার বেনজইনে মিশ্রিত করিয়া মাখাইয়া শুকাইয়া লও; তারপর ইহার উপর একখানি সূক্ষ্ম কাগজ দিয়া গুড়াইয়া প্যাক্ করিয়া ফেল, এখন কাজ শেষ হইয়া গেল, বাজারে বেশ ভাল দামেই ইহা বিক্রয় হইতে পারে।

২য় প্রকার

২ ভাগ সাবান প্লাষ্টার (সোপ প্লাষ্টার) ১ ভাগ রজন প্লাষ্টার অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় শুকাইয়া লও।

চুলের কলপ

১নং বোতলে থাকিবে।

এ্যাসিড্ পাইরো গ্যালিক	½ ড্রাম
সোডা সল্ফ	১০ গ্রেণ
রেক্টীফায়েড স্পিরিট	½ আউন্স
জল	২ আউন্স

২ নং বোতলে থাকিবে।

আরজেণ্টাইন নাইট্রেট (ক্রিষ্টাল)	১ স্ক্রুপল
লাইকর এমোনিয়া ফোর্ট	qr. s.
জল	২ আউন্স

২ নং প্রস্তুত প্রক্রিয়া

প্রথমে আধ আউন্স জলে নাইট্রেট অফ্ সিলভারকে গলাইয়া ফেলুন, তাহার উপর অ্যামোনিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিলে তলায়

সেডিমেণ্ট বা তলানি পড়িবে, তাহাকে পুনরায় ঐরূপে গলাইয়া তাহার পর একটা নীল শিশিতে রাখুন। জল মিশাইয়া ২ আউন্স করিয়া লউন।

ব্যবহার বিধি :—চুল উত্তমরূপে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া চুলকে তৈল শূন্য করিয়া শুকাইতে হইবে। তাহার পর ১ নম্বর শিশির কিয়দংশ একটা কাচ পাত্রে ঢালিয়া একখান সাদা টুথ ব্রুস দিয়া পাকা চুলে লাগাইতে হইবে, তাহার পর ২নং শিশি হইতে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া কেশগুলিতে লাগাইবামাত্র ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে

সাবধান! কেবল যেন চুলেই লাগে চামড়ায় না লাগে, যদি লাগে তাহা হইলে কাল দাগ হইয়া যাইবে। চুলে কলপ্ লাগানটা রাত্রেই সুবিধাজনক। ইহা যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে, বিদেশী হেয়ার ডাইএর বাবদ এ দেশের বড় কম পয়সা বিদেশে যায় না।

কালো গালা প্রস্তুত প্রণালী

গালা	১০০ গ্রেণ
সোহাগা	২০ গ্রেণ
জল	৪ আউন্স্

এই গুলিকে অগ্নির তাপে উত্তমরূপে ফুটাইয়া গলাইয়া ফেলুন, তাহাতে প্রয়োজন মত ল্যাম্প্ ব্ল্যাক মিশাইয়া লইতে হইবে। ইহা তরল ও ষ্টিক্। ইহা দুই প্রকারই করা যাইতে পারে। যদি শক্ত বাতির মত করিতে হয়; তাহা হইলে ল্যাম্প-ব্লাক বেশী দিলেই শক্ত কাদার মত হইয়া যাইবে; তখন ছাচে ফেলিয়া চৌকা বা গোল করা যাইতে পারে।

ল্যাম্প-ব্লাক করিবার উপায় - একটা মাল্সা বা পশিলেনের বাটীতে ছোট ছোট চারিটী খোঁটার উপর ভূমি হইতে একটু উচু করিয়া নিয়ে একটা ল্যাম্প জ্বালাইয়া রাখিয়া দিবেন। দেখিবেন মালসাটা ভুঁষায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই ভুঁষা ক্রমে ক্রমে চাঁচিয়া সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে; ইহাই ল্যাম্প ব্লাক্।

গ্লাসষ্টপার্ড, শিশির টাইট ছিপি খুলিবার উপায়

বোতলের যে স্থানে ছিপির সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানে ২।৪ ফোঁটা স্থ ট অয়েল দিয়া গরম জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া তাহা নিংড়াইয়া লইয়া ঐ স্থানে ২।১ মিনিট জড়াইয়া দিয়া আস্তে আস্তে টানিলে ছিপি খুলিয়া যাইবে।

কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুতের অন্যতম প্রণালী

সলফিউরিক এসিড্ বা গন্ধকদ্রাবক ও আলুর মাড়ে যে কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হয়, তাহা টেঁকে না। এক প্রকার নূতন দন্তদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ঠিক আসল দাঁতের মত শক্ত, অভঙ্গুর, উজ্জ্বল ও সুন্দর।

উত্তম কৃত্রিমদন্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী

১০০ তোলা কষ্টিক লাইম বা কড়া চুণ, ৩০০ তোলা জল ;৭৫ তোলা তরল ফসফরিক এসিড্,১৭ তোলা ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট, ২ তোলা ম্যাগনেশিয়া ৪ তোলা ফটকিরি, ১১ তোলা জিলাটিন।

অর্দ্ধমাত্রা সিকিমাত্রা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে, সকল দ্রব্যই অর্দ্ধমাত্রায় বা সিকিমাত্রায় লইতে হইবে।

ফলতঃ পরিমাণ যেরূপই হউক, সকল দ্রব্যের অনুপাত যেন ঠিক থাকে। কৌশলপূর্ব্বক মিশ্রিত ও কোমল পিণ্ডে পরিণত হইলে, ঐ পিণ্ড ছাঁচে ফেলিয়া গড়িয়া লইবে। সকল দ্রব্যই গঠিত হইবে,এইরূপ নকল দন্তজাত আসল হস্তিদন্ত-জাত বলিয়া প্রতীত হয়।

ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটীতে নলিনীবাবুর রিপোর্ট

বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে সরকার দেশীয় শিল্প রক্ষার প্রয়োজনীয়তা একটু একটু করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে কতকগুলি দেশীয় শিল্প রক্ষা করার জন্য সম্প্রতি একটি ট্যারিফ বোর্ড নিয়োগ করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটী তাহাদের রিপোর্টে একথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ট্যারিফ বোর্ডের কাজ ভারতের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে কি না বলা যায় না; তথাপি এরূপ উদ্যম প্রশংসনীয়। ইহার চেয়েও অধিক প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা। জাপানের গভর্ণমেণ্ট যেমন সরকারী অর্থ সাহায্যে পৃথিবীর বাজারে তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তেমনি ভারত গবর্ম্মেণ্টের চেষ্টায় ভারতের শিল্প বাণিজ্যও যাহাতে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অর্থনীতি ও শুষ্ক নীতির সকল বিষয়েই যেন এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গভর্ণমেণ্ট অর্থ দিয়া সাহায্য করে, তাহাদের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দিনের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ দেয় দেখিলে ব্যবসায়ের প্রতি জনসাধারণেরও বিশ্বাস বাড়িবে, এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ লগ্নী করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবে না। দেশীয় গভর্ণমেণ্ট যাহাদের শিল্প বাণিজ্যে সহায়তা করে, জনসাধারণও সহজেই তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নলিনীবাবু এই জন্য বলেন যে অর্থনীতিজ্ঞদের পরিচালনায় অবিলম্বে দেশে কতকগুলি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। গভর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন এবং জনসাধারণের অর্থে দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য দিবেন। প্রাদেশিক মন্ত্রিগণের হাতেই বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থার ভার থাকিবে। সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিবে না। তবে

ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে যখনই কোন সমস্যা উপস্থিত হইবে, তখনই তাঁহারা তদন্ত কমিটীর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবেন।

তদন্ত কমিটী বলিয়াছেন যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন দেশীয় শিল্পের সাহায্যে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ দানের ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু কমিটী এই কর্পোরেশনের কর্ম্মপদ্ধতি বর্ণনা করেন নাই।

(১) দীর্ঘ দিনের মেয়াদে কর্জ্জ দানের ব্যবস্থা।

(২) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেয়ার এবং ডিবেঞ্চার খরিদ বা ইস্যু করা।

(৩) জনসাধারণের নিকট হইতে দীর্ঘদিনের মেয়াদে ডিপজিট বা আমানত গ্রহণ করা।

(৪) যখন বিনা কাজে টাকা অলস পড়িয়া

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

তাঁহারা বলেন অদূর ভবিষ্যতে তাহা স্থির করা যাইবে। কিন্তু নলিনীবাবু বলেন, এ সম্বন্ধে বিলম্ব করা উচিত নহে। এই কর্পোরেশনের কাজ সম্বন্ধে তদন্ত কমিটীর নির্দ্দেশ তাঁহাদের প্রদত্ত রিপোর্টেই লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। তাই তিনি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

থাকিবে, তখন অল্প সময়ের মেয়াদে শিল্প প্রতিষ্ঠানে টাকা কর্জ্জ দানের ব্যবস্থা।

(৫) কোন কোম্পানীর ট্রাষ্টি বা 'অছি' রূপে তাহাদের নামে ডিবেঞ্চার বাহির করিয়া অর্থ সংগ্রহ।

(৬) অনুমোদিত ডিবেঞ্চার বা কর্জ্জের আসলের উপর সুদের গ্যারাণ্টি দেওয়া

কেহ কেহ বলেন যে গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন স্থাপনে হস্তক্ষেপ করিলে উপযুক্ত তত্ত্বাবধান বা পরিচালনার অভাবে অকস্মাৎ হয়তো সরকারী রাজস্বেও টান পড়িতে পারে। নলিনীবাবু বলেন যে, এরূপ আশঙ্কা অসম্ভব না হইলেও উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে অতি সহজেই ইহার প্রতিকার করা যায়। তাঁহার মতে এইরূপ আশঙ্কা দূর করিতে নিম্নলিখিতরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

(১) কর্জ্জ দিবার সময় কর্পোরেশনকে কোম্পানীটির অবস্থা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে। ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়া টাকা দিলে সে টাকা যাহাতে মারা যাইবার সম্ভাবনা না থাকে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(২) যদি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে না পারেন, তাহা হইলে কেবল আশার উপরে নির্ভর করিয়াই টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইবে না। যেখানে উৎপাদনের অতিশয্যতা বশতঃ কোন বিশেষ শিল্প পূর্ব্বেই দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে তাহাকে সাহায্য করা হইবে না।

(৩) ডিবেঞ্চার ইস্যু করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণ Sinking fund এবং চল্‌তি আয় হইতে যথেষ্ট রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) কর্জ্জ দিতে হইলে তাহা কোম্পানীর অবস্থানুসারে পরিমাণ মত দিবে।

(৫) উপযুক্ত সময়ের মধ্যে কোম্পানী কর্জ্জের টাকা শোধ করিতে পারিবে কিনা তাহা বুঝিয়াই সেই পরিমাণ টাকা কর্জ্জ দিবে।

(৬) কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশনের প্রতিনিধি রাখিতে হইবে; যেন কোন কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করার অনেক পূর্ব্বেই কর্পোরেশন তাহা জানিতে পায়।

(৭) একটি বা দুইটি অথবা এক বা দুই জাতীয় শিল্পেই যাহাতে সব টাকা লগ্নী করা না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবে।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই প্রতিষ্ঠিত হউক অথবা যুক্তরাষ্ট্রই হউক একটি নিখিল ভারত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন স্থাপনের আবশ্যকতা ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটীও অস্বীকার করেন নাই। বর্ত্তমানে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট হইতে সরাসরি টাকা কর্জ্জ দানের ব্যবস্থা হইতে পারে। দেশীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি কর্পোরেশনের অধীনে পরিচালন করার অবস্থায় আনিতে অনেকটা সময় লাগে, সেইজন্য যতদিন কর্পো-রেশন স্থাপিত না হয়, ততদিন নলিনীবাবু ব্যাঙ্কগুলিকে একটি বোর্ডের অধীনে রাখার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহার নাম হইবে নিখিল ভারত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বোর্ড এবং ইহার কাজ হইবে পরামর্শ মূলক। ইণ্ডাষ্ট্রী ও ফাইনান্স বিভাগের সরকারী সভ্য, ব্যাঙ্ক, অর্থ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ও প্রাদেশিক কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে, তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য করিবেন।

(১) প্রয়োজন হইলে একদল অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করা এবং আবশ্যক মত বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের প্রস্তাব কতদূর সমীচীন এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য দেওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করা।

(২) অভিজ্ঞগণ অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা লিপিবদ্ধ রাখা।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেয়ার খরিদ, ডিবেঞ্চার ইস্যু প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্দ্দেশ করা।

(৪) ডিবেঞ্চার ইস্যু করিলে তাহা বিক্রয় সম্বন্ধে প্রয়োজন মত উপদেশ।

(৫) বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য সম্পর্কে উপদেশ, বিশেষতঃ যে সকল ব্যবসায়ে অতিশয় উৎপাদন অথবা অসঙ্গত প্রতিযোগিতা আছে, তাহাতে অর্থ সাহায্য নিষেধ করা।

(৬) ভারতীয় শিল্পানুষ্ঠানগুলির উন্নতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও উপদেশ।

(৭) শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান।

(৮) শিল্প বাণিজ্যে টাকা খাটাইয়া অল্প অল্প আয়ের পন্থা নির্দ্দেশ এবং সেই পন্থাগুলি জনপ্রিয় করিয়া তোলার ব্যবস্থা

(৯) শিল্পের জন্য প্রাদেশিক কর্পোরেশন কর্ত্তৃক দেশে অথবা বিদেশে টাকা কর্জ্জ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ প্রদান।

(১০) ভারতীয় শিল্পের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরকারের অর্থ, শুল্ক, রেলওয়ে, মাল খরিদ প্রভৃতি নীতি নির্দ্ধারণ করিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ।

(১১) এতৎ সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম নির্দ্ধারণ।

প্রস্তাবিত নিখিল ভারত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বোর্ড মাঝে মাঝে শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট দিবেন এবং কোথায় পণ্য দ্রব্য অধিক উৎপাদন হইতেছে তাহা জানাইবেন। ইহাতে একদিকে যেমন শিল্পের সমতা রক্ষা করা যাইবে, অপর দিকে তেমনি অতি উৎপাদনে কোন শিল্পেই অকস্মাৎ বিপন্ন হইয়া পড়িবে না। শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ প্রায় প্রত্যেক দেশেই কোন্ জিনিষ কত তৈয়ার হইতেছে তাহার একটা হিসাব লওয়া হয়। ইহাতে শিল্প সাহায্য সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অর্থনীতি স্থির করিতে পারিবেন। ইউরোপ ও আমেরিকা এইরূপ করিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছে। ভারতবর্ষেও এই পদ্ধতি বিশেষ উপকারী হইবে; কিন্তু ইহার পরেই প্রশ্ন উঠে এ সকল করিবে কে? নলিনী বাবুর মতে নিখিল ভারত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বোর্ডই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। এই সকল কারণে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বোর্ডকে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ একটি পৃথক বিভাগে পরিণত করা উচিত।

বীমা কোম্পানীর প্রস্‌পেক্টাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বয়সের প্রমাণ

পলিসিতে বয়সের সঠিক বিবরণ থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যখন পলিসি ইস্যু করা হয় তখন বয়সের প্রমাণের জন্য পলিসি বিলম্ব করা উচিত নয়। অথচ বয়স প্রমাণিত না হইলে বীমায় অনেক গোলমাল হইতে পারে ; এজন্য কোম্পানী বীমাকারীর সহিত পূর্ব্বেই এরূপভাবে চুক্তি করিয়া রাখে যে পলিসিতে প্রদত্ত বয়স যদি ঠিক প্রমাণিত না হয়, তবে প্রকৃত বয়স অনুসারে প্রিমিয়ামের যে রেট হইতে পারে তদনুসারে বীমাকারীকে বাৎসরিক প্রিমিয়াম অথবা মোট বীমার পরিমাণ হইতে কাটাইয়া দিতে হইবে। বয়সের প্রমাণের জন্য ঠিকুজী, কুষ্ঠী, স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট, খৃষ্টান হইলে জন্ম বা দীক্ষা রেজিষ্টার প্রভৃতি দাখিল করিতে হয়। যদি দেখা যায় যে প্রস্তাব পত্রে লিখিত জন্মতারিখ অপেক্ষা বীমাকারীর বয়স বেশী ছিল, তাহা হইলে দুই প্রকারে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বয়স যদি ঠিকমত লেখা হইয়া থাকিত, তাহা হইলে যে টাকা পাওনা হইত সেই টাকা এবং তদুপরি চক্রবৃদ্ধি সুদ লইয়া প্রিমিয়ামের কম টাকাটা আদায় করা হয়। ভবিষ্যত প্রিমিয়াম বৰ্দ্ধিত হারে ঠিক বয়সানুযায়ী যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ ভাবে সংশোধন করিয়া আদায় করা হয়। দ্বিতীয় উপায়ে বীমাকারীর ঠিক বয়সানু-সারে প্রিমিয়াম দিলে যে টাকা দিতে হইত, এবং

তাহা অপেক্ষা যত টাকা কম দেওয়া হইয়াছে, সেই টাকাটা বীমার মোট টাকা হইতে কাটিয়া বীমার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদি বীমাকারীর ঠিক বয়স প্রস্তাবপত্রে প্রদত্ত বয়স অপেক্ষা কম হয়, তবে যে প্রিমিয়ামের টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা বীমাকারীকে ফেরৎ দেওয়ার প্রথা আছে। তবে ঠিক বয়স অপেক্ষা বেশী বয়স বড় একটা কেহ লেখে না।

নষ্ট পলিসি উদ্ধার

আজকাল আর পলিসি নষ্ট হইয়া যাউক—এরূপ কোন কোম্পানীই ইচ্ছা করেন না। কেননা, অল্প লাভ হইলেও পলিসি টিকাইয়া রাখা কোম্পানীর পক্ষে মোটের উপর লাভজনক। এক বা দুইটি প্রিমিয়াম দিয়া যে সকল বীমা নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে কোম্পানীর খুব ক্ষতি হয়। এজন্য পলিসি যাহাতে নষ্ট না হয় তাহা দেখা বীমাকারীর এবং কোম্পানী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও কোন কোম্পানী যদি তাহার বীমাকারীদের সহিত উদার ভাব প্রদর্শন না করে, তাহাতে কোম্পানীর সুনাম নষ্ট হয়। এবং ইহার পরে তাহাদের জনপ্রিয়তা রক্ষা করা বিশেষ শক্ত ব্যাপার হইয়া উঠে। পাঁচ বৎসরের প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে বীমাকারীকে বীমা উদ্ধারের জন্য তের মাস সময় দেওয়া হয়। ইহাতে

তাহাকে পুনরায় ভাল স্বাস্থ্যের প্রমাণ দিবার আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু বাকী প্রিমিয়ামের উপর জরিমানা স্বরূপ একটা সুদ আদায় করা হয়। বীমা উদ্ধারের জন্য কোম্পানী বীমাকারীর দরখাস্তের আশায় বসিয়া থাকে না, তাহার আবেদনের পূর্ব্বেই কোম্পানী তাহাদের শাখা কেন্দ্র অথবা এজেন্টের মারফতে বীমা রক্ষার চেষ্টা করেন। প্রয়োজন হইলে তাহার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা হইতে সাময়িক কিস্তীতে আদায়ের চুক্তিতে কর্জ্জও দিয়া থাকেন।

আত্মহত্যা

আত্মহত্যা সম্পর্কেও কোম্পানী বীমাকারীর দাবীর টাকা দানে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করেন না। পূর্ব্বে আত্মহত্যায় অনেক ক্ষেত্রে বীমাকারীর দাবীর টাকা দেওয়া হইত না। বড় জোর তাহার যত টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া হইত, তাহাই বিনা সুদে প্রত্যর্পণ করা হইত। কিন্তু এক্ষণে আর তাহা নাই। আজকাল কোন কোন কোম্পানী রোগে মৃত্যু ও আত্মহত্যায় মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ করেন না। আবার কেহবা নৈতিক কারণে অথবা সাধারণ নীতির বশবর্ত্তী হইয়া আত্মহত্যায় মৃত বীমাকারীগণের দাবীর টাকা তের মাস বিলম্বে দিয়া থাকেন। বীমাকারী যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে দাবীর টাকার উত্তরাধিকারী করিয়া থাকেন, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার নামে বীমা করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আত্মহত্যার সুবিধাজনক সর্ত্তগুলি তাহার ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইবে না।

লাভ বণ্টন

অনেক কোম্পানীর মালিক লাভের শতকরা ৯০ ভাগ বীমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকেন। যাঁহারা লাভসহ পলিসিতে বীমা করেন কেবল মাত্র তাঁহাদের মধ্যেই এইরূপ লাভের টাকা পাঁচ বৎসর, তিন বৎসর বা এক বৎসর পরে, বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। মিউচুয়াল কোম্পানীগুলির কোন Proprietory মালিক নাই। বীমাকারিগণ সকলেই ইহার মালিক। সুতরাং তাহাদের লাভের সমুদয় টাকাই অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

কর্জ্জ গ্রহণ

বীমাকারীদিগের একটি প্রধান সুবিধা এই যে তাঁহারা বিশেষ ঠেকা হইলে কোম্পানীর নিকট কর্জ্জও পাইতে পারেন। সাধারণতঃ তিন বৎসর বাৎসরিক প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে অথবা প্রত্যর্পণ মূল্য জন্মিবার পর বীমা কোম্পানী পলিসি বন্ধক রাখিয়া উক্ত মূল্যের শতকরা ৯০—৯৫ এমন কি ১০০৲ পর্য্যন্ত বীমাকারীকে ধার দিয়া থাকেন। সুদ আদায়ে যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার জন্য সকল কোম্পানীই প্রত্যর্পণ মূল্যের শতকরা চার অথবা পাঁচ টাকা কমাইয়া বীমাকারীকে কর্জ্জ দিয়া থাকেন। এইরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন কারণে বীমাকারী সুদের টাকা দিতে না পারেন, তাহা হইলে কোম্পানীকে আর সুদের জন্য অসুবিধায় পড়িতে হয় না। এইরূপ কর্জ্জের জন্য সাধারণতঃ শতকরা চার হইতে পাঁচ টাকা সুদ ধরা হয়। যদিও কর্জ্জের সর্ত্ত পাকা করার জন্য বীমাকারীর নিকট একখানি প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হয় যে টাকাটা বীমাকারী শোধ করিতে বাধ্য, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এই কর্জ্জের জন্য বিশেষ কোন বাধ্যতা থাকে না। সুদের টাকা নিয়মিতরূপে দেওয়া হইলে, বীমার মিয়াদকাল পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্তও এই টাকা বীমার উপরে কর্জ্জরূপে থাকিতে পারে। পরে

দাবী মিটাইবার সময় এই টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে বীমার নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে অল্পলোকেই এই টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে। ইহাতে কোম্পানীরও বেশ লাভ হয়। কেননা কোম্পানী যে টাকা বীমকারীর নিকট লগ্নী করিলেন উহার নিরাপদতা সম্বন্ধে তাহাদের আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বীমা ঠিকই রহিল, আবার লগ্নীর কারবারও বেশ নিশ্চিন্ত চলিতে থাকিল। সুতরাং দুইদিক দিয়াই তাহারা লাভবান হইয়া থাকেন। এই কারণে

কোন কোম্পানী বীমাকারীকে কর্জ্জ দানে আপত্তি করেন না। কোন কোন অফিস বীমাকারীর পলিসি কার্য্যের জামীন স্বরূপে রাখা ছাড়াও আরও একজন বা দুইজন অতিরিক্ত জামীন চাহিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য পলিসিতে প্রদত্ত টাকা অপেক্ষা কর্জ্জের টাকা কম হইবে এবং উহা কিস্তীবন্দীমতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

NON-FORFEITURE

এণ্ডাউমেণ্ট বীমা অথবা নির্দ্দিষ্ট কিস্তাতে আজীবন বীমা করিলে পলিসি যাহাতে একেবারে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য অনেক সুযোগ দেওয়া হয়। Non-forfeiture প্রথা এইরূপ সুযোগের অন্যতম। কোন লোক হয়তো ২০টি বাৎসরিক কিস্তী দানের সর্ত্তে বীমা করিল; কিন্তু তিন বৎসর কিস্তী দিয়া তাহাকে কোন বিশেষ কারণে প্রিমিয়াম বন্ধ করিতে হইল। সে তখন বীমার আসল টাকার তত কুড়ি ভাগ পাইবে, যত টাকা তাহার মোট প্রিমিয়ামে প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হইয়াছে। লভ্যাংশ সহ পলিসিতে বীমা করা হইলে এইরূপ স্থগিত বীমার উপরে কোম্পানী যে-সব লাভ ঘোষণা করিয়া থাকেন তাহাও বীমার কাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত জমা হইতে থাকে।

অন্যান্য সুবিধা

জীবন বীমায় আর যে সকল ছোট খাট সুবিধা পাওয়া যায় তাহা এই :—

(১) যদি পাওনাদারদের ঠকাইবার মতলবে বীমা করা না হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা স্ত্রীর অথবা তাহাদের পুত্র কন্যাগণের একটা উপায়ের জন্য যাহাতে বীমাকারীর পাওনাদার বীমার টাকা ক্রোক দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

(২) সাধারণতঃ বীমা পলিসি সমগ্র জগতের জন্যই করা হয়। সুতরাং পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভ্রমণ বা কর্ম্মোপলক্ষে গমনে বীমায় কোন প্রকার বাধা জন্মে না।

সাধারণতঃ লোক নিজের জীবনের জন্যই বীমা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় এমন অবস্থা হইতে পারে যে অপরের জন্য বীমা করা আবশ্যক। হয়তো কাহারো পুত্রের শিক্ষার জন্য দশ বৎসর পরে টাকার প্রয়োজন অথবা ভাইএর উপনয়ন, কন্যার বিবাহ এবং সন্তানের ব্যবসায়ের ব্যবস্থা আবশ্যক। এজন্যও অনেকে বীমা করিয়া থাকেন। এই প্রকার বীমার ব্যবস্থাও প্রায় সকল কোম্পানীতেই আছে। ভবিষ্যতের সংস্থানের উদ্দেশ্যে বীমা না করিলে কোন কোম্পানী বীমা গ্রহণ করেন না। এণ্ডাউমেণ্ট বীমা, আজীবন বীমা, বিবাহ বীমা প্রভৃতি সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যই ভবিষ্যতের সংস্থান। বীমার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই; কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক তাহার নিজের অথবা স্বামীর প্রয়োজনে তাহার নিজ নামে কিংবা স্বামীর নামে বীমা করিতে পারে। পুরুষও সেইরূপ তাহার নিজের জন্য অথবা স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য বীমা করিতে পারেন। কিন্তু বীমার সর্ত্তে তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে পাওনাদারদের ঠকাইবার উদ্দেশ্যেই বীমা করা হইয়াছিল তাহা হইলে পাওনাদারগণ বীমার প্রদত্ত প্রিমিয়াম হইতে তাহার টাকা পাইতে পারিবেন। কোন কোন আফিস আজীবন বীমায় বীমার মেয়াদ পূর্ণ হইলেই স্ত্রী বা পুত্র কন্যা যাহাকে বীমাকারী পলিসির উত্তরাধিকারী স্থির করেন তাহাকেই টাকা দিয়া থাকেন।

আবার কেহ কেহ বীমাকারীর মৃত্যুতে স্ত্রী যাহাতে অনর্থক কতকগুলি খরচের মধ্যে না পড়ে এবং স্বামী উইল করিয়া না গেলেও স্ত্রীর যাহাতে টাকা পাইতে অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য একরূপ সেট্‌লমেণ্ট পলিসি ইস্যু করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ত্রী বীমার টাকা পাইতে পারেন। কিন্তু সেট্‌ল্‌মেণ্ট পলিসির অসুবিধা এই যে উহাকে paid-up-policy করিয়া রাখা যায়, কিন্তু Surrender করা যায় না; প্রিমিয়াম দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে কর্জ্জ দেওয়া হয় না। বোনাসের টাকাও নগদ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্পত্তি আইন অনুযায়ী যখন কেহ এইরূপ পলিসি গ্রহণ করিতে চাহেন, তখন তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া হয় না, আর যাঁহারা বীমা করেন, তাঁহারাও প্রায় কেহই এ প্রকারের বীমা করেন না। বীমাকারীর সম্পত্তির জন্য যদি কোন ট্রাষ্টি নিযুক্ত না থাকে তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীর বীমা এবং স্ত্রী স্বামীর বীমার টাকার ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

মুরগী পালন

মুরগীকে কি প্রকারে লালন পালন করিতে হয়, তাহা হয়ত বিশেষ করিয়া অনেকেরই জানিবার আগ্রহ না হইতে পারে। যাঁহারা ইহাকে একটী ব্যবসায়ে পরিণত করিতে চান, তাঁহাদিগকে ইহার জীবন বৃত্তান্তের প্রতি স্তরের অন্তরায়গুলিকে বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা করা দরকার। এই অন্তরায়গুলি বাস্তবিকই যে বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার তাহা নহে; তবে এই ব্যাপারগুলিকে খুব সামান্য বলিয়া অবজ্ঞা করাটাই মূর্খতা। ডিম বসানো হইতে আরম্ভ করিয়া, বড় মুরগী তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করা পর্য্যন্ত কত যে বাধা বিপত্তি বর্ত্তমান আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বাধা বিপত্তিগুলিকে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হইতেছে ধৈর্য্য ও সঠিক হিসাব। হিসাব অর্থে শুধু আয়ব্যয়ের হিসাব নহে। কোন্ মুর্গীতে কত ডিম দিল, উহার মধ্যে কতগুলি বাচ্চা হইল আর কতগুলির বাচ্চা হইল না, বাচ্চাগুলির মধ্যেই বা কতগুলি মরিল বা বাঁচিল, উহার কারণ বা কি, বাচ্চাগুলির মধ্যে কোনও প্রকার বিশেষ বিশেষ রোগ দেখা গেল কি না, এই রোগ উত্তরাধিকার সূত্রে আসিল কিনা,—ইত্যাদি অনেক কিছু সামান্য সামান্য জিনিষের বিস্তারিত হিসাবের তালিকা রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ইহাকে একটী লাভবান ব্যবসায়ে পরিণত করা বিশেষ কিছু ব্যয়সাধ্য নহে।

ডিম্ব:—ডিমগুলি কি, কি জিনিষ দিয়া তৈয়ারী ও উহার কোন্ কোন্ অংশ আমাদের শরীর গঠনের পক্ষে উপযোগী তাহার কিছু কিছু জানা বিশেষ দরকার। ডিমের তিনটী অংশ যথা,—উপরকার খোলা, এলবুমেন (albumen) বা সাদা তরল পদার্থ, ইয়োল্ক (ylok) বা হলদে পদার্থ; এলবুমেন ও ইয়োল্ক এই দুইটী আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী। উপরকার সাদা খোসাতে বেশীর ভাগ চুণজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়, উহা আমাদের শরীরের পক্ষে কোনও উপকারে আসে না; কিন্তু ডিমের পক্ষে উহা বিশেষ উপকারী। এই চুণের খোসা ও এল্‌বুমেনের মধ্যে আবার একটী খুব পাতলা সাদা চামড়ার মতন একটী পর্দ্দা আছে। এই পর্দ্দাটীর মধ্যে অনেক হাওয়া থাকে; ইহার অক্সিজেন (oxygen) গ্যাস হইতে ডিমের ভিতরকার বাচ্চাটী জীবনীশক্তি পায়। এই চামড়াটী যাহাতে শক্ত হইয়া শুকাইয়া না যায়, বিশেষতঃ ডিম হইতে বাচ্চা ফুটবার আগে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, অবশ্য যখন কলে ডিম ফুটাইতে হয়। এই চামড়া শক্ত হইয়া গেলে, খুব ছোট ছোট বাচ্চা ডিমের খোলা ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে না পারিয়া, উহার ভিতর মরিয়া যায়। ইহা ছাড়া ডিমের মাথার চ্যাপটা ধারে একটী air chamber বা হাওয়া থাকিবার স্থান থাকে।

এলবুমেন (albumen) পদার্থটীর মধ্যে গড়ে

১। জলীয় ভাগ (water) ৮৭ ভাগ শতককা থাকে
২। প্রোটিন (protein) ১৩ " " "

১০০

ইয়োল্ক (yolk) পদার্থটার মধ্যে গড়ে
১। জলীয় ভাগ ৫০ " " "
২। অন্যান্য কঠিন জিনিষ (solids) ৫০ " " "

১০০

এই কঠিন পদার্থের মধ্যে ফস্‌ফরাস্ (phosphorus) চুণ, লোহা, ও ভাইটামিন এ, বি, ডি (A. B. D) বিশেষতঃ—ডি এন্টিরেচেটিক্ (antirachetic vitamin) ভাইটামিন থাকে। ভাইটামিন সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা দরকার নাই, কারণ এটা যে শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী তাহা আজকাল সকলেরই জানা আছে।

ডিম পরীক্ষা :—ডিমের ভিতরকার অবস্থা কিরূপ আছে না আছে জানিবার বিশেষ দরকার। সাধারণতঃ একটা বাতির সাহায্যে ডিমটাকে পরীক্ষা করা যায়। কোনও একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি বেশ জোরালো আলোর চারিধার কোনওরূপ মোটা কাগজ (paste board) কিংবা কালোটিন, বা অন্য কোনও প্রকার ধাতুর পাতলা চাদর দিয়া ঘিরিয়া দিতে হয় কেবলমাত্র, সওয়া ইঞ্চি পরিমাণ গোলাকার একটি ছিদ্র উহাতে রাখিয়া দিতে হয়, কারণ যাহাতে ঐ বাতির আলোটি উহার ভিতর দিয়া আসিতে পারে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো আসার সময়ে ডিমটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ধরিতে হয়। ডিমটিকে এমন দূরে ধরিতে হয়, যাহাতে ঐ আলোটি ডিমের প্রায় সব জায়গায় পড়িতে পারে।

নূতন ডিমের বায়ুর কোষ বা air cellsগুলি ছোট ছোট হয়, এবং ডিমের বয়সের সহিত ঐ বায়ুকোষের ব্যবধানগুলি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়; আর উহার মধ্যের জলীয় অংশগুলি ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। যে-সব ডিমগুলির ভিতর দিয়া আলো দেখা যায়, অর্থাৎ transparent সেই সব ডিমগুলি একেবারে বসাইবার উপযুক্ত নহে। এই ডিমগুলিকে infertile eggs বলে, অর্থাৎ এই ডিম বসাইলে বাচ্চা হয় না। যে ডিমগুলিতে, বায়ুকোষ (air sp ce) ও ডিমের ভিতরকার অন্যান্য অংশের মধ্যে একটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট লাইন দেখা যায়, সেই ডিমগুলিকে বাচ্চার জন্য বসাইতে হয়, অর্থাৎ, এই ডিমগুলি হইতে বাচ্চা হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাদের fertile eggs বলে। এইরূপ fertile eggs-এর মাঝখানে একটা ছোট দাগ দেখা যায়। এই জিনিষটাই হইতেছে একটা ছোট মুরগীর বাচ্চা, অর্থাৎ ইহা বড় হইয়া ক্রমশঃ একটা হাত পা-ওয়ালা মুরগীর ছানাতে পরিণত হয়। আর, যে ডিমগুলিতে আলোর দ্বারা এরূপ স্থানে একটা বড় কালো মারবেলের মতন দেখায় এবং উহা এধার ওধার করিয়া নড়িয়া বেড়ায় ও পূর্ব্বেকার ন্যায় মাকড়সার জালের মতন শিরা (veins) দেখা যায় না, ও বায়ুকোষের লাইনটি অস্পষ্ট, সেই ডিমগুলি হইতে বাচ্চা হয় না, অর্থাৎ, বাচ্চার germটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের dead eggs বলে।

ভাল ডিম চিনিবার মোটামুটি নিয়ম

১। সব উপরকার খোসাটা খুব পরিষ্কার, শক্ত ও কিছু পুরু হওয়া দরকার।

২। হলদে কুসুমটা (yolk) পুরু সাদা এল্‌বুমেনের (Albumen) মাঝখানে থাকা দরকার।

৩। ডিমটাকে এদিক ওদিক নড়াইলে, ঐ হলদে কুসুমটা (yolk) খুব সামান্যভাবে নড়িবে ; এবং আলোয় ধরিলে, উহাকে একটা খুব সামান্য ছায়ার মতন দেখাইবে।

ডিম পরীক্ষাটা একটু ধৈর্য্যের সহিত করিলে, ভবিষ্যতে অনেক উপকার পাওয়া যায়। যে মুরগীতে ডিম বসাইতে হইবে, তাহাকে বাছাই করিয়া ডিম দিলে সে অনেকগুলি ডিম একেবারে ফুটাইতে পারে। ইহাতে যে শুধু সময়ের অপচয় কম হয় তাহা নহে, খরচের দিকেও অনেক বাঁচানো যায়। প্রথম প্রথম ডিম ঠিক আছে কিনা শিক্ষা করিতে কিছু কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া যায়। এমন কি, অনেকে শুধু হাতের মুঠোর মধ্যে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দিতে পারে।

বাচ্চা পালন

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, বাচ্চা যতক্ষণ না নিজে ভাল করিয়া খাবার খুটিয়া খুটিয়া খাইতে শিক্ষা করে, এই সময়টা বাচ্চা পালনের পক্ষে একটা প্রধান অন্তরায়। এই সময়ে একটু সাবধানতার সহিত কাজ করিলে, ভবিষ্যতে নানারূপ রোগ ও ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড় বিশেষ কঠিন নহে। যে জায়গাটাতে বাচ্চা পালন করা হয়, সেই স্থানটী বেশ শুক্‌না, অথচ শক্ত মাটীযুক্ত যেন না হয়। শক্ত কাদা মাটীযুক্ত স্থান অতি খারাপ। অবশ্য স্থানটার চারিধারে যেন বেশ রৌদ্র ও হাওয়া চলাচলের ভাল বন্দোবস্ত থাকে।

ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিবার পর, অন্ততঃ দুই দিন, উহাদিগকে কোনওরূপ খাবার দেওয়া উচিত নহে ; এমন কি, প্রথম ৫।৬ দিন খুব সামান্য খাবার দিলেই চলে, কারণ, এই কয়দিন ধরিয়া ঐ বাচ্চাগুলি ডিমের হরিদ্রা অংশটা (yolk) হজম করিতে থাকে। ডিম হইতে বাহির হইবার পর এইটাই তাহাদের কয়েকদিন খাবার যোগায়। এই সময় অন্য কোনও প্রকারে খাবার খাইলে উহাদের নানা প্রকার পেটের রোগ হয় ও এই অবস্থাতে অনেক বাচ্চা মরিয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থাটা উহাদের পক্ষে বিষম বিপদ্‌জনক।

প্রথম প্রথম কোনও একটি কাঠের পাত্রে, মাটী হইতে একটু উঁচু জায়গায় উহাকে রাখিয়া দিয়া, কিছু গমের চোকলা (bran) তাহাদের সামনে সদাসর্ব্বদা রাখিয়া দিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যেন বাচ্চাগুলি নিজের মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন যেমন ইচ্ছা উহা খাইতে পায়। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে—কারণ, ক্ষুধানুযায়ী খাইতে পায়। ইহার পর কিন্তু ভুট্টা ও গমকে খুব ছোট ছোট এলাচের দানার মতন করিয়া ভাঙ্গিয়া, সমান সমান ভাগ করিয়া দিতে হয়। এই সময় একটু করিয়া ঘোল দিতে পারিলে ভাল হয়। ছয় সাত দিন পরে ঐ বাচ্চাগুলিকে নিম্নলিখিত খাবারগুলি মিশাইয়া, জল না দিয়া দিতে হয়।

১। গমের দানা ভাঙ্গা ৪ ভাগ
২। ভুট্টার দানা ভাঙ্গা ২ ”
৩। ছোলা ও মটর ভাঙ্গা ১ ”
৪। শুঁট্‌কি মাছ গুঁড়া $\frac{১}{২}$ ”
৫। খুব ছোট ছোট ঝিনুক ভাঙ্গা $\frac{১}{২}$ ”

এই খাবারটিকে ইংরাজীতে ‘dry mash’ বলে, অর্থাৎ, ‘শুক্‌না খাবার’। এই ‘dry mash’ টার একভাগ, তিন ভাগ গমের চোকলার সঙ্গে

মিশাইয়া বরাবর ঐ বাচ্চাগুলির সামনে রাখিবে। ইহা ছাড়া কিছু কিছু ভাঙ্গা চাউল, গম ইত্যাদি বেশ পরিষ্কার খড়ের মধ্যে ছড়াইয়া রাখিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য, ঐ বাচ্চাগুলি যাহাতে পায়ের নখের দ্বারা খড় সরাইয়া খাবার খুঁজিয়া খাইতে শিক্ষা করে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ইহাতে বাচ্চাগুলির কিছু পরিশ্রম হয় বটে, কিন্তু হজম শক্তি বাড়িয়া যায় ও তাহার জন্য স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

এইরূপ 'dry mash'এর বন্দোবস্ত করিলে শুধু যে উহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা নহে; ভবিষ্যতে উহারা বড় হইয়া খুব ভাল ভাল ডিম দেয়, ঐ সকল ডিম প্রায়ই বেশী fertile হয়, এবং উহা হইতে সহজে বাচ্চা হয়। ইহা ছাড়া,— এইরূপ খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে খরচও কম হয়; কারণ অপচয়ের ভাগ খুব কম থকে।

মোটামুটি এই কয়েকটী নিয়ম পালন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, যথা:—

১। সদাসর্ব্বদা "শুক্‌না খাবারের পাত্রটী" (dry mash hopper) বাচ্চাগুলির সামনে রাখিতে হয়।

২। সর্ব্বদা পরিষ্কার খাবার জলের (জলটী যতবার বদলাইতে পারা যায়, ততবার বদলাইলে ভাল হয়) পাত্রটি বাচ্চাগুলির সাম্‌নে রাখিতে হয়।

৩। সর্ব্বদা কিছু উচুতে শাকসব্‌জি টাঙ্গাইয়া (যাহাতে লাফাইয়া খাইতে পারে) বাচ্চাদের সামনে রাখিতে হয়।

৪। সর্ব্বদা কিছু শামুক-কুচা, বা ছোট ছোট পাথর ও কাঠ কয়লার টুক্‌রা বাচ্চাদের সাম্‌নে রাখিতে হয়।

৫। সর্ব্বদা কাঠের বাক্সতে কিছু বালিমিশ্রিত মাটি (পাখায় মাখিবার জন্য ইহাতে পোকা কম হয়) বাচ্চাদের সাম্‌নে রাখিতে হয়।

অবশ্য প্রত্যেকটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।

জন্মের ঠিক্ পরের অবস্থাটি মুরগীর বাচ্চার পক্ষে অতি বিপজ্জনক; অর্থাৎ এই অবস্থাটিতে উহাদের প্রতি, বিশেষতঃ খাবারের বিশেষ যত্ন লইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে economy এইখানে। ইহার পর বাচ্চাগুলি দেড় মাস হইতে দুই মাসের হইলে, ক্রমশঃ উহাদের ভাল ভাল দানা,—যথা, গম, ভুট্টা, ধান, ছোলা ইত্যাদি খাওয়ানো শিক্ষা করাইতে হয়। এই সময়ে শক্ত শক্ত দানা খাইতে শিক্ষা করে বলিয়া, উহাদের পরিশ্রম করিবার বিশেষ দরকার। এইরূপ পরিশ্রম করিলে শরীরে রক্ত চলাচল ভাল হয়, সুতরাং হজম ভাল হয় এবং শরীর বেশ পরিপুষ্ট হয়। যাহাতে এই অবস্থায়, মুরগীগুলি বেশ পরিষ্কার খোলা জায়গায় সূর্য্যের আলোয় দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে পারে ও পায়ে করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া খাবার খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত থাকা দরকার। সূর্য্যের আলোয় এইরূপ ব্যায়াম এই অবস্থায় না করিতে পারিলে, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও নানারূপ রোগের সৃষ্টি হয়।

শাক্‌সব্‌জি, যথা,— কপির পাতা, পেঁয়াজের পাতা, পালংশাক, মূলার শাক, ইত্যাদি ইহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ দরকার। আমাদের শরীরের পক্ষে যেমন লবণজাতীয় পদার্থগুলি বিশেষ দরকার, তেমনি মুরগীর দেহ গঠনের সময়ও শাক্-সব্‌জি বিশেষ দরকার। যদি সুবিধা হয়, তবে রান্

(run)-এর ভিতরে, অর্থাৎ যেখানে মুরগী চড়িবে সেখানে সরিষা, গম, যব ইত্যাদির বীজ মাঝে মাঝে ছড়াইয়া দিতে হয়। কচি কচি গাছ উঠিলে, মুরগীরা উহা আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া খাইতে থাকে। উহাতে শুধু যে উহাদের শারীরিক পরিশ্রম হয় তাহা নহে, উপরন্তু ঐ সবজির মধ্যে লবণ জাতীয় জিনিষ পায়; ইহা ছাড়া উহাতে "ভাইটামিন"ও পায়। জলের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দিনের মধ্যে যতবার সম্ভব ৩।৪ বার দিলেই হয়, খাবার জল বদলাইয়া দেওয়া দরকার। এই জলটি যেন সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে ও রৌদ্রের তাপে গরম হইয়া না যায়। জলের পাত্রটি একটু উচু জায়গায় রাখা ভাল; অবশ্য মুরগীতে যেন নাগাল পায়। পাত্রটি মাঝে মাঝে কিংবা প্রত্যহ বেশ ভাল করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়, সপ্তাহে সপ্তাহে ঐ জলে খুব সামান্য সামান্য পটাসিয়ম পারম্যান্‌-গ্যানেটের গুড়া (Pot Permanganate crys-tals) দিতে হয়। জলটি খুব সামান্য রঙ্গীন হইলেই হইল। ইহা ছাড়া কাঠ কয়লার টুকরা ও ঝিনুক বা পাথর কুচি একটি বাক্সতে রাখা দরকার। এই হইতেছে উহাদের জাঁতা. ইংরাজীতে ইহাকে grit বলে। আমরা যেমন জাতার সাহায্যে ময়দা ইত্যাদি ভাঙ্গি, তেমনি মুরগীরা পেটের মধ্যে এই পাথর কুচি দিয়া খাবারের দানাগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই কারণে উহাদের খাবার শীঘ্র হজম হয়। আর একটি পাত্রে কিছু বালি মাটি রাখিতে হয়। ইহাতে মুরগীরা মাথা ডুবাইয়া স্নান করে; অর্থাৎ পাখা নাড়িয়া, এই ধূলা বালির দ্বারা যাহা কিছু পালকে পোকা থাকে উহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ইংরাজীতে ইহাকে dust bath বলে। পালকে পোকা থাকিলে উহাদের শরীর ভাল থাকে না, এবং মুরগীগুলি বেশী ডিম দেয় না। এই অবস্থায় যাহাতে মুরগীর শরীরে চূণের ভাগ কম না হয়, উহাদের খাবারের সঙ্গে উহার ব্যবস্থা থাকা বিশেষ দরকার। কারণ চূণের অভাব হইলে শরীরে হাড় বেশ পুষ্টিলাভ করে না। উপরন্তু, শরীরে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সেই শামুক গুড়া, কিংবা গঠিং চূণ পাথরের গুঁড়া, কিংবা টাটকা হাড়ের গুঁড়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। হাড়ের গুঁড়া হইলে Dry Mash এর সঙ্গে আর পাথর চূণের গুড়া হইলে, gritএর সঙ্গে রাখিয়া দিতে হয়। এই কয়েকটি জিনিষের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন রাখিলে, মুরগীর বাচ্চা পালন করা বড় একটা বেশী শক্ত কাজ নহে। বাচ্চার প্রথম অবস্থাটীর প্রতি নজর রাখিলে, পরে মুরগী পালন করিতে বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় না। কেবলমাত্র কোনও সংক্রামক ব্যাধির সময় একটু সতর্ক থাকিতে হয়। বাচ্চা পালন করাই সব চেয়ে শক্ত কাজ।

এই সময় পর্য্যন্ত, বাচ্চা-মোরগ ও বাচ্চা-মুরগী (Pullets) প্রায় একত্রে পালন কর। ইহার পর, অর্থাৎ ২।৩ মাস বয়সের পর, মোরগগুলিকে মুরগী হইতে তফাৎ করিয়া দেওয়া দরকার। আদত কথা এই যে, এই সময় হইতে মুরগীগুলির খাবারের প্রতি একটু বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার; কারণ এই মুরগীগুলি যাহাতে ঠিক সময়ে প্রচুর পরিমাণে ডিম দেয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। খাবার দিবার এরূপ সামঞ্জস্য থাকা উচিত যেন, মুরগীগুলি খুব শীঘ্র অপরিপক্ক অবস্থায় ডিম না দেয়, এবং বেশী বয়সেও যেন ডিম দিতে সুরু না করে।

যে-সব মুরগী অপরিপক্ক অবস্থায় ডিম দিতে

সুরু করে তাহাদের দৈনিক খাবার হইতে ছানা জাতীয় জিনিষটীর (proteid) পরিমাণ কম করিয়া দিতে হয়। যে মুরগীগুলি ৪।৫ মাসের মধ্যে ডিম দিতে সুরু করিয়া দেয়, সচরাচর তাহাদের দেহের বৃদ্ধির পরিমাণ কম হইতে থাকে, ও যে ডিমগুলি দেয়, উহা আকারে খুব ছোট হয়, ইহা ছাড়া ডিম দেওয়া বন্ধ করে। সেইজন্য, তাহাদের খাদ্যের তালিকার মধ্যে এমন কয়েকটা জিনিষ দিতে হয়, যাহা দ্বারা তাহাদের এই সময়ে শরীর বৃদ্ধি হয়। এই ব্যবস্থাটী গ্রীষ্মের শেষে ও শীতের আগে করিতে হয় ; অর্থাৎ যাহাতে শীতের মুখে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ডিম পাড়িতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মুরগীকে চর্ব্বিযুক্ত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়, যথা :—

১ নং—১। ভুট্টার আটা—৬ ভাগ (ওজনে)
২। যব............৩ ,, ,,
৩। গমের.........১ ,, ,,
২ নং—১। ভুট্টার আটা...৬ ,, ,,
২। যব চূর্ণ......২ ,, ,,
৩। গমের দানা ভাঙ্গা ২ ,, ,,

এইগুলিকে কিছু দুধের সঙ্গে খাওরাতে হয়।

যখন এইরূপ খাবার অভ্যস্ত করাইতে হয়, তখন প্রথম প্রথম কয়েকদিন (৩.৪ দিন) খুব সাবধানের সহিত খাওয়াইতে হয়। প্রথমে দুইদিন, খুব সামান্য খাইতে দিতে হয়। পরে দুইবার দিতে হয়, তবে বেশী পরিমাণে খাইতে দিতে নাই। এই সময়ে খাবার এমনভাবে হিসাব করিয়া দিতে হয়, যেন, খাইবার পর কিছু পড়িয়া না থাকে। বুড়ো মুরগীর চেয়ে, ৪।৫ মাসের বাচ্চাকে শীঘ্র শীঘ্র মোটা হইতে দেখা যায়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মোটা দানার চেয়ে ভাঙ্গা দানায় বেশী কাজ হয়; অর্থাৎ ভাঙ্গা দানা খাইয়া মুরগী বেশী মোটা হয়। যে-সব মুরগী খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং লম্বা ও পাতলা হইতেছে, সেইরূপ মুরগী গুলিকে এইরূপ খাবার দিয়া মোটা করিয়া বিক্রয় করা ভাল। —ভাণ্ডার—

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ } পৌষ ১৩৩৮ { ৯ম সংখ্যা

কবি

[শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য এম্, এ]

কত কাল তুমি গাহিয়াছ, কবি, আলো-বাতাসের গান !
ঝরাফুল পানে চাহিয়া ব্যথায় কেঁদেছে তোমার প্রাণ।
ফাগুণের বনে লুটায়ে পড়েছে যখন দখিনা বায়,
তুমি তা'র গানে আকুল পরাণে সদাই দিয়েছ সায় !

আলোক, আকাশ, কানন,পবন, ঠাঁই পেল হিয়া-তলে ;
তা'দের ব্যথার আগুণে তোমার কাব্য-দীপালি জ্বলে।
যত প্রেম তব করিল হরণ প্রকৃতির লীলা-সাজ ;
মানুষের তরে কাঁদিতে তোমার অবসর নাহি আজ !

মাঠে মাঠে ঐ ফলেছে ফসল খেলিছে উতল বায় ;
কবির কোমল দরদী হিয়ায় তা'র ঢেউ খেলে যায় !
সোনার শস্য দেখিয়াছ কবি, আর কিছু দেখ নাই,—
কাহার রক্তে ফলেছে ফসল—ভেবে দেখ আজ তাই।

দারুণ দুঃখে চাষ করে জমি "ঘৃণ্য", "অধম" চাষা ;
ধনীর গোলায় রহিবে শস্য,—তা'র তাহে কিবা আশা ?
চাষার মরম-বেদনা বুঝিবে—কারো নাই হেন প্রাণ,—
হে কবি মহান, পার যদি গাও তা'র সে ব্যথার গান।

পথে চলে নিতি ভিখারী-পথিক, ক্ষুধায় কাতর প্রাণ,—
তা'দের শূন্য ভিক্ষার ঝুলি বহে শুধু অপমান।
পথের কিনারে ফুটেছে যে ফুল নয়ন বন্দী তায়
ক্ষুধায় কাতর মানুষ কাঁদিছে,—তা'র পানে কেবা চায় !

তাজমহলের করুণ মাধুরী হেরিয়া কেঁদেছে প্রাণ,—
সবার মরমে জাগে সদা সেই মমতাজ-সাজাহান।
পাষাণ কাটিয়া 'মহল' গড়িল কোথা' সে শ্রমিকদল ?
কালের কপোলে তা'দের তরে কি ঝরে এক ফোঁটা জল ?

জগৎ জুড়িয়া আজিও শ্রমিক করে ঐ হাহাকার,
যন্ত্রপুরীর পাষাণ-কক্ষে কাঁদিছে আত্মা তা'র !
স্বপ্ন-বিলাসী, হে কবি উদাসী, স্বপ্ন ভুলিয়া যাও,
কল্পলোকের মায়া ছেড়ে আজ নিঃস্বের পানে চাও।

কত কাল তুমি গাহিয়াছ কবি, আলো-বাতাসের গান !
গরীবের তরে, মানুষের তরে, আজিকে কাঁদুক প্রাণ।

———

কেন আসিয়াছি ?

নির্ব্বাসন হইতে মুক্তিলাভের পর যখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, সে আজ বাইশ বৎসর আগেকার কথা। তখন আসিয়া দেশের যে দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখিয়াছিলাম তাহার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশের যুবকদিগের সম্মুখে নানারূপ উপার্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দিবার জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। যখন এই কাগজ প্রকাশ করি, তখন গুরুস্থানীয় কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী নিষেধ করিয়া বলিয়া ছিলেন,—

"এরকম কাগজ বে'র ক'রোনা ; নাটক নভেল প্লাবিত দেশে কে তোমার শুক্‌নো নীরস ব্যবসায়ী কাগজের কথা প'ড়্‌তে যাবে ? একি বিলেত্‌ না আমেরিকা পেয়েছ, যে নাটক নভেলের পাশে অমন হাজার হাজার ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাগজ বিকুবে। তা'রা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা লক্ষ্মীকে করায়ত্ত কোরে ঘরে বাইরে হাসি ও আনন্দের বাজার বসিয়েছে, তেমনি অবসর মত নাটক নভেল ও ললিতকলার চর্চ্চাও ক'রে থাকে। এদেশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের মত কাগজ বের করার সময় এখনও আসেনি।"

তখন গুরুজনদিগের নিষেধ বাণী শুনি নাই। কানে কেবল বেকার ভাইদের হাহাকার শুনিতাম, চোখে কেবল প্রতিভাবান, মেধাবী, শিক্ষিত, হাজার হাজার যুবকের শুষ্ক, মলিন এবং বিবর্ণ মুখ দেখিতাম। ইহারা পিতামাতার সঞ্চিত অর্থ খোয়াইয়া পরিবারের সকলকে নানা অসুবিধা ও অস্বচ্ছলতার মধ্যে ফেলিয়া ইউনিভারসিটীর ধাপ্‌গুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে এবং বি,এ, এম, এ. বি, এল, ইত্যাদি নানা ছাড়পত্র অর্জ্জন করিয়াছে। অথচ এই সকল ছাড়পত্র সত্ত্বেও তাহারা নিজের অথবা পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের উপযোগী কোনও বৃত্তি খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু এই কলিকাতা মহানগরীতেই কত লক্ষ লক্ষ মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটী, পার্শী, বোরা, আর্ম্মাণী, ইহুদি, দিল্লীওয়ালা, চীনেম্যান প্রভৃতি নানা দেশের নানা লোক কাজ কারবার করিয়া পরমসুখে দিন পাত করিতেছে !

হাবড়ার পুল পার হইয়া কলিকাতায় পা দিলেই আগে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দোকান ও আড়ৎ দেখা যাইত। এই সকল বড় বড় কারবারের মালিক ছিলেন কলিকাতার শেঠ্‌ বসাক, পাল, দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবসায়ীর দল। কলিকাতার বড় বড় হাউসের মুৎসুদ্দি বেনীয়ান ছিলেন বাঙ্গালীরা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে বাঙ্গালীরাই নেতৃত্ব করিতেন। কিন্তু ভাঙ্গন তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল। এখন হাওড়ার পুল পার হইয়া হ্যারিসন রোড্‌ দিয়া শিয়ালদহ মুখে আসিতে হইলে কিম্বা সেন্ট্রাল এভিনিউর রাস্তার দুইধারে আকাশস্পর্শী যে সকল প্রাসাদ দেখা যায়, উহার প্রায় সমস্তগুলিরই

যাহা পার করিয়া যাও, কাহারও উপর কোন আশা রাখিও না।

মালিক মাড়োয়ারী এবং বাঙ্গালার বাইরের বিদেশী ব্যবসায়ীগণ ; অথচ উহারা কেহই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস্ কেনে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বিদ্যাবাগীশেরা কেহ মনে করেন যে ইহারা বুদ্ধিতে কোনও বাঙ্গালী অপেক্ষা রতি মাসা কম, তবে তাঁর চেয়ে হস্তিমূর্খ দুনিয়ায় আর নাই।

ইহারা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করে নাই, কিম্বা ইকনমিক্সের মাষ্টারও নহে ; অথচ এই সকল বিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র সমূহ ইহারা ইহাদিগের প্রতিদিনের কাজ কারবারের মধ্যে এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে ইকনমিক্সের মহামহোপাধ্যায়েরাও বিস্ময়ে অবাক হইয়া যান। ইহাদিগের ঘরে ঘরে হাসি ও আনন্দের তুফান,—লক্ষ্মী ইহাদিগের অঙ্গনে বাঁধা ;—অভাব অনটনের ছায়াও ইহাদিগের জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে না ;—আমি ত আজ পর্য্যন্ত কোনও মাড়োয়ারীকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া রাস্তায় ঘুরিতে দেখি নাই, কিম্বা চাকুরীর উমেদার হইয়া দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিতে দেখি নাই। তোমরা কেহ দেখিয়াছ কি ?

যা'ক, নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমি আমার এই সকল বেকার যুবক ভাইদের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। রাজনৈতিক আন্দোলনের গরম গরম চা, পেয়ালা ভরিয়া অনেক পান করিয়াছি, এবং হাজার হাজার যুবককে পান করিয়াছি, কিন্তু তাহার ফলে জীবনে কেবল উত্তেজনা পাইয়াছি মাত্র, শরীরে কোনও পুষ্টি বা বল লাভ করি নাই। বাঙ্গলা দেশের নগরে নগরে বক্তৃতার আগুন ছুটাইয়া দেখিয়াছি,—স্বদেশ হিতৈষণার মাদকতায় নিজে মাতিয়া এবং পরকে মাতাইয়া দেখিয়াছি,—পশ্চাতে গঠনমূলক কাজের কোনও ব্যবস্থা করিতে না পারিলে যত নাচা কোঁদা সব ছুঁচোর কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম,—

"তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে"।

বহু বৎসরব্যাপী অহোরাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়াও দেখিলাম দেশকে আমরা এক ইঞ্চিও উপরে তুলিতে পারি নাই, বরং এই দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনে এমন অবসাদ আনিয়া দিয়াছে যে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন বিষ বড়ির উত্তেজনা না দিলে সে জীবনের কোনও সাড়া বা স্পন্দনই পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবল বিষবড়ি দিয়া রোগীকে আর কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যায়, সেই জন্য দেহে নূতন বল সঞ্চারের ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন।

যুবকেরাই দেশের একমাত্র সম্বল এবং আশা ভরসাস্থল। ইহারাই দেশের মুক্তির জন্য প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিবে। কিন্তু অভাব ও অনটনের চিন্তায় ইহারা জগতের নিকট মুখ হেঁট করিয়া রহিয়াছে :—দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে ইহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহাদের অভাব ঘুচানোই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। ইহাদিগকে নানারূপ উপার্জ্জনের পথ দেখাইয়া দেওয়াই দেশ সেবার প্রথম এবং প্রধান সোপান।

ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, কর্ম্ম করিলেই তার একটী ফল আছে ; কর্ম্ম কখনও বিফলে যায় না।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই গুরুজনদিগের নিষেধ না মানিয়া ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। আশাহীন উদ্যমহীন বেকার যুবকদিগের নিকট নানা দেশের নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কাজে প্রবুদ্ধ করাই আমার ব্রত ও উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই সঙ্কল্প লইয়াই বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এই কাগজ বাহির করিয়াছিলাম।

নাটক, নভেল, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, স্নীতি, দুর্নীতি, হাসি, ঠাট্টা, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদি সব বিষয়েরই কোনও না কোন কাগজ এদেশে আছে। কেবল কিসে দেশের আশা ভরসাস্থল এই যে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক দুমুঠা অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে মাথা ভাঙ্গিতেছে, ইহাদিগকে কোন পথে পরিচালিত এবং কি ভাবে প্রবুদ্ধ করিলে ইহারা নিজেদের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে পারে সে বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একখানিও পত্রিকা নাই।

দেশে এখন নাটক, নভেল, নগ্নচিত্র, এবং লঘু সাহিত্যের প্লাবন দেখিতেছি। যত দুঃখ, দারিদ্র্য বাড়িতেছে ততই এই সকল লঘু সাহিত্য যুবকদিগের মনে মায়ামরীচিকার সৃষ্টি করিয়া জীবন সংগ্রামে তাহাদিগকে আরও অপটু করিয়া দিতেছে। স্বর্গীয় আশুতোষ সরস্বতী মহাশয় পাশের বাজার সস্তা করিয়া দেওয়ায় আজ কাল বি, এ, এবং এম, এ, হাটে বাজারে গড়াগড়ি যাইতেছে। আগে পাশ করাই ছেলেদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল, এখন ফেল করাই মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল এই হইয়াছে যে সমগ্র দেশটা পাশের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া যুবকেরা একদিকে যেমন সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে অন্যদিকে তেমনি আবার জীবন সংগ্রামে যুঝিবার সমুদয় শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। কারণ, ইউনিভারসিটীর ঐ যে আকমাড়া কল, উহার পেষণের মধ্যে পড়িলে শুধু যে অর্থ যায় তাহা নহে, শরীরের সমুদয় শক্তি, আশা, উৎসাহ, এবং পরমায়ু সবই নিঃশেষিত হইয়া যায়। যাহা থাকে সে একটা শোচনীয় নরকঙ্কাল মাত্র যাহা এই বাংলা দেশের শ্মশানে "ম্যঁয় ভুঁখা হুঁ", ম্যঁয় ভুঁখা হুঁ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এখন যেদিকে তাকাও সেই দিকেই দেখিবে অসংখ্য বেকার যুবক মহানগরীর জনস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেশের মধ্যে চাকুরীর যে কয়েকটা বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান, তাহাতে এত ভীড় যে লোকচলাচলের উপায় ত নাই-ই এমন কি দাঁড়াইবার স্থান পাওয়াই দুরূহ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের অপিসে একজন লোকের দরকার হওয়ায় খবরের কাগজে একদিনের জন্য ছোট্ট একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। মাহিয়ানা মাত্র পঁচিশ টাকা,—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও খেতাবধারী চাওয়া হয় নাই। অথচ এই বিজ্ঞাপনের ফলে যুবকদিগের নিকট হইতে যে সকল রাশি রাশি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিব না। পরদিন আপিসে যাইয়া দেখি যে সিঁড়ি হইতে আপিসের দরজা পর্য্যন্ত লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া

বড় হইবার জন্য অন্তরে একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে বিশ্ব সংসারে কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারেনা।

আছে, আপিসে ঢোকাই দায়। আমি সকলের নিকট জোড় হাত করিয়া বলিলাম, আমাদের আপিসের মধ্যে ৪.৫ খানি ব্যতীত বসিবার কোন চেয়ার নাই, এত লোককে কেমন করিয়া বসিতে দিব এবং সে স্থানই বা কোথায় ?

একজন ম্লান মুখে বলিলেন,

"আপনার ভদ্র ব্যবহারে খুসী হইলাম, কিন্তু আপনি বড় অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। একেবারে ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়াছেন—এখন সামাল্ দিবেন কি করিয়া ?"

বাস্তবিক আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। প্রার্থীদিগের সকলেই প্রায় উপাধি-ধারী, সকলেই উপযুক্ত, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখি। ইচ্ছা হইতেছিল, যদি সুযোগ এবং সুবিধা থাকিত তবে এই সকল প্রতিভাশালী শিক্ষিত যুবকদিগের প্রত্যেককে এক একটা কাজে বসাইয়া দিতাম। আমি আমার মনোভাব সকলকে জানাইলাম। তখন কয়েকজন বলিলেন,

"আপনি এক কাজ করুন,—আমরা কেহ কাহারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব না, আমাদের মধ্যে আপনি লটারী করুন, যাহার ভাগ্যে থাকে সেই কাজ পাইবে, তাহা হইলে আমাদের আর কোন ক্ষোভ থকিবে না।"

ফলে তাহাই করিতে হইল।

কিছুকাল পূর্ব্বে একটী পাব্লিক এসোসিয়েশনের অপিশের কাজ করার জন্য ৭৫৲ টাকা বেতনে একজন লোক রাখার কথা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন পরে সেক্রেটারী কমিটীর সম্মুখে একবস্তা দরখাস্ত রাখিয়া বলিলেন যে এই রাশি রাশি দরখাস্তর মধ্য হইতে লোক বাছিয়া নিয়োগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তিনি কমিটীর নিকট দরখাস্তের বাণ্ডিল ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর কমিটী হইতে আমার উপর লোক বাছাই করিবার ভার দেওয়া হইল। আমি বাণ্ডিল খুলিয়া দেখিলাম বি, এ, এম এ, বি, এল, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদির ত সংখ্যা নাই, সবচেয়ে অবাক হইলাম একজনের দরখাস্ত পড়িয়া। ইনি বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন, এবং এখন এই পঁচাত্তর টাকা বেতনের চাকুরীটী পাইবার জন্য একজন প্রার্থী !

এখনও কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে, ওগো দেশ প্রেমিক ! ওগো স্বদেশ সেবক !—তোমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমস্যাই এই বেকার সমস্যা ;—ওই যে হাজার হাজার শিক্ষিত, প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান যুবক অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে বিষন্ন মুখে ফিরিতেছে উহাদিগকে ডাকো,—উহাদের নিরাশ প্রাণে আশার বাণী শুনাও। দুঃখে, দৈন্যে, অভাবে উহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে ;—উহারা দেখিতেছে, এই যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা দেশ, এদেশের সমুদয় প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে তাহাদের কোনও স্থান নাই ;—বাংলার বাহির হইতে মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, গুজরাটী, বোম্বাইওয়ালা, আর্ম্মাণী, ইহুদি প্রভৃতি আসিয়া এই সকল ব্যবসায় তাহাদিগের করায়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছে।

এই যে জাহ্নবীজলধৌতা মহানগরী, ইহার

মানুষ খাঁটী কিনা চেনা যায় কেবল টাকার সম্পর্কে। এই জায়গাটায় নাকি ফাঁকি চলেনা, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থরূপ প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

কুলে কুলে একদিন কত শিবমন্দির, কত পান্থশালা, কত দেবায়তন, বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগেরই পূর্ব্ব পুরুষদিগের যশোগাঁথা কীর্ত্তন করিত এবং বিত্তবিভবের সাক্ষ্য দিত। আজ সে মন্দির ও দেবায়তন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার স্থানে বিরাট চটের কল, তেলের কল, ময়দার কল ইত্যাদি নানা কলকারখানা মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। আর এই সকল রাক্ষসের উদর হইতে অহোরাত্র যে ধূম উদ্গীরণ হইতেছে, তাহা দিকদিগন্তে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগেরই লক্ষ্মীশ্রীর বিজয় ঘোষণা করিতেছে, আর বাঙ্গালীর মুখ মসীমলিন করিয়া দিতেছে।

তাহাদিগের ক্লাইভ ষ্ট্রীট, তাহাদিগের বড়বাজার, তাহাদিগের সুতাপটী, তাহাদিগের ময়দাপটী, তাহাদিগের দর্ম্মাহাটা, তাহাদিগের কয়লাঘাটা, তাহাদিগের সাধের কলিকাতার এই সকল বিরাট ব্যবসা কেন্দ্রে বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী কই? বড়বাজার, সেন্ট্রাল এভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে ওই যে অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদ সকল মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে উহার বাসিন্দারা ত বাঙ্গালী নহে। একি বাঙ্গালা দেশ? বাঙ্গালী!—তুমি সত্যসত্যই আজ

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হোলে।"

আজ কবির আকুল কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

"ওগো! কে কেঁদেছ নীরবে?"

বাঙ্গালী! ওঠ, জাগো, এখনও চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ। মহানগরীর জনস্রোতের মধ্যে ওই যে হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক দিশাহারা, লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উহাদিগকে ডাকিয়া বিবেকানন্দের মাভৈঃ বাণী শুনাও,—বল প্যাট্! তুইও মানুষ—তোর মধ্যেও অসীম শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্ম ঘুমাইয়া আছেন;—একবার এই ঘুমন্ত ব্রহ্মকে জাগাও,—দেখিবে জীবনে নূতন আলো এবং নূতন বল পাইবে।—

"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত"।

উঠ, জাগো, এবং যাবত সিদ্ধি লাভ করিতে না পার তাবত ক্ষান্ত হইও না। ভগবান কি কাহাকেও ফেলিয়া দেন? - তাঁহার রাজ্যে কেহ কি না খাইয়া মরে?—কবি বলিয়াছেন—

"না ছুটে চিটী, না ছুটে হাতী"

তিনি বিশাল অরণ্যে হাতীরও খোরাক জোগাইতেছেন, আবার ওই ক্ষুদ্র পিঁপড়াটীকেও ভোলেন না। হাতীর মত ধীর, স্থির ও পিঁপড়ার মত পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী একবার হও ত, দেখিবে, বাংলা দেশ আবার বাঙ্গালীরই হইবে।

কি উপায়ে কেমন করিয়া এই সমস্যার সমাধান হইবে, ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রতিমাসে তাহারই আলোচনা হইয়া থাকে। দেশের সর্ব্বসাধারণকে এই আলোচনায় যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আর দেশের যেখানে যত পুস্তকাগার, পাঠাগার আছে, তাহার কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে কর জোড়ে বলি, আপনারা আপনাদের লাইব্রেরীতে এক এক কপি ব্যবসা ও বাণিজ্য

পয়সা তোমার চারিদিকে ছড়ান রয়েছে, শুধু কুড়িয়ে নেওয়ারই অপেক্ষা। উপার্জ্জনের পথে মান, অপমান কিম্বা চক্ষুলজ্জা থাকলে উপার্জ্জন হয় না।

রাখুন। “হরিদাসীর গুপ্তকথা” “রাজকুমারীর গুপ্তকথা” “রমেশ দা'র আত্মকথা” জাতীয় আট আনা সিরিজের রোমাঞ্চকর হুঙ্কার জনক নভেল নাটকাদি মাসিক কয়েক আনা চাঁদা লইয়া দেশের কিশোর কিশোরী এবং যুবক যুবতীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া আপনারা তাহাদিগের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছেন ;—যে যৌবনকালে মানুষ, সাধনা, নিষ্ঠা এবং তপস্যার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করতঃ জগতে আপনার স্থান রচনা করিয়া লয়, সেই যৌবনকালে আপনারা লাইব্রেরীর মধ্য দিয়া দেশে গরল প্রবাহ ছুটাইয়া দিতেছেন। আমাদের পূর্ব্বগামী মহাপুরুষগণ এক বাক্যে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

“যৌবন অতি বিষমকাল” !

“ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ”

এই সময় যাহারা সাধনা, সংযম, নিষ্ঠা এবং তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হয় তাহারাই জগতে মানুষ হয়—আর যাহারা কেবল লঘু সাহিত্য এবং নগ্ন চিত্রের জ্বালাময়ী যৌন লিপ্সা উদ্রেককারী লালসার রসপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে, তাহারা ত ধ্বংসের পথে উঠিয়াছে—তাহারা আবার মানুষ হইবে কি? তাহারা আপনিও ডুবিয়াছে এবং মজিয়াছে—আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার লঙ্কাও মজাইতে বসিয়াছে।

দেশের লাইব্রেরী সমূহ মানুষ হইবার উপযোগী মনের খাদ্য জোগাইয়া, যুবকদের মেরুদণ্ড বজ্রের ন্যায় শক্ত করিয়া দিতে পারে, আবার লালসার অগ্নিকুণ্ড সৃজন করিয়া সমগ্র জাতির মেরুদণ্ডও ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। তাই লাইব্রেরী সমূহের কর্ম্মকর্ত্তাদের আবার করজোড়ে নিবেদন করি, বেকারের বন্ধু এবং ব্যবসায়ীর সুহৃদ স্বরূপ এই “ব্যবসা ও বাণিজ্য” মাসিকখানি আপনাদের পাঠাগারে গ্রহণ করিয়া দেশের যুবকদিগকে শিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ে ব্রতী করিবার চেষ্টা করুন। বাঙ্গালার শক্তিমান যুবক ভাইগণ! তোমরাই বাংলার আশা ও ভরসা, তোমাদিগকে—

নমস্কার।

দুঃখ মানুষের পক্ষে একটী মহৎ শিক্ষা। দুঃখ না পাইলে মানুষের শক্তি জাগে না কিম্বা মনও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

ব্রুশ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রুশের শ্রেণী বিভাগ

ব্রুশ ও ঝাঁটার (Brushes and Brooms) বৈজ্ঞানিক ভাবে নিম্ন প্রকারে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে।

১। Simple Brushe বা সাদা-সিদা ব্রুশে এক গোছা ছোট বা বড় লোম (hairs) থাকে।

ইহাকে আবার নিম্ন আকারে শ্রেণী বিভাগ করা যায়, যথা -

(ক) একটা 'হ্যাণ্ডেলের' বা কাঠির মাথায় লোম গুলিকে আবদ্ধ করিয়া অথবা চিত্রকরের তুলির ন্যায় কোন নালির (tube) মধ্যে লোমগুলিকে আবদ্ধ করিয়া 'হ্যাণ্ডেল' সংযোগ করিলে এক শ্রেণীর সাদা-সিদা ব্রুশ তৈরি হইতে পারে। ইহা নানা আকারের প্রস্তুত করা যায়।

(খ) চিত্রকরের তুলি, ধূলা ঝাড়িবার ব্রুশ যাহা বাড়ী, দেওয়াল, 'সিন' চিত্রণের জন্য, এবং কার্পেট, গালিচা, বা বাড়ীর মেঝে ঝাড়িবার জন্য ঝাঁটা হিসাবে ব্যবহৃত হয়,— তাহা লোমের গোছার মধ্যে হাণ্ডেলের মাথাটি বাঁধিয়া তৈরী করা হয়।

২। Compound brushes বা মিশ্রিত ব্রুশ গুলির গোছা অনেক থাকে। পূর্ব্বোক্ত সাদা-সিদা ব্রুশের ন্যায় এই সংযুক্ত ব্রুশগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে, তাহাদের গোছা ও গাঁইট অনুসারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—

(ক) ঠাসা-কাজ Set-work

(খ) টানা-কাজ Drawn work

(ক) ঠাসা-কাজে গোছা গুলিকে দণ্ড বা হাণ্ডেলের ছিদ্রের (holes) মধ্যে ঠাসিয়া আবদ্ধ করা হয়। যথা—সাধারণ ঝাঁটা, ঝাড়ন, ধূলা-ঝাড়ার ব্রুশ ইত্যাদি।

(খ) টানা-কাজে কাঠের ফলকের ঘন ছিদ্রের ভিতর দিয়া গোছা গুলিকে তার দিয়া টানিয়া আবদ্ধ করা হয়, যথা—জুতার, কাপড়ের, দাঁতের ও নখের ব্রুশ, এবং ঘসিয়া, মাজিয়া বা রগড়াইয়া পরিষ্কার করার জন্য এই শ্রেণীর ব্রুশ ব্যবহৃত হয়।

সাদা-সিদা ব্রুশ

চিত্রকরদিগের জন্য ছোট ছোট ব্রুশ সাধারণতঃ এইভাবে তৈরী হয়। পাখীর পালকের নালীর (quill) মধ্যে লোমের গোড়ার দিক ভাল করিয়া বাঁধিয়া পুরিতে হয়। পুরিবার পূর্ব্বে পালকগুলিকে ভিজাইয়া নরম করিয়া লওয়া দরকার; পরে তাহা শুকাইলে গোছা গুলিকে শক্তভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই ব্রুশ বড় আকারে প্রস্তুত করিতে হইলে পাখীর পালকের স্থলে চ্যাপ্টা বা গোল আকারের টিনের নলী ব্যবহার করা উচিত।

চিত্রের বা রং লাগাইবার ব্রুশ (Paint Brush) তৈরী করিতে হইলে 'হ্যাণ্ডেলের' মাথা সরু ও বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে গোছাকে পরিমাণ মত ঢুকাইতে হইবে। পরে তাহা টোয়াইন সূতা দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর লাল বং যুক্ত গদের আটা বা glue

লাগাইবে। অন্য যে সকল চিত্রের তুলি তৈরি হয়, তাদের কুচি গুলিকে ধাতু নির্ম্মিত 'ক্যাপ' (cap), নামী বা চ্যাপটা টিনের কেসের (case) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বড় 'পেণ্ট ব্রুশ' ও 'ডাষ্টার' প্রস্তুত করিতে হইলে 'হ্যাণ্ডেলের' সরু দিক, লোহার চক্র বেষ্টিত কুচিগুলির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়, তাহাতে কুচিগুলি সুনিবদ্ধ হইয়া থাকে।

মিশ্রিত ব্রুশ

মিশ্রিত ব্রুশ তৈরী করিতে কতকগুলি কাঠের ফলককে lathe দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ছিদ্র করিতে হয়। সেই সকল ছিদ্রের গভীরতাও প্রয়োজন মত করা আবশ্যক।

ঠাসা-কাজ

চুলের ব্রুশ, 'ডাষ্টার' বা ধুলা ঝাড়ার ব্রুশ ইত্যাদি কাষ্ঠফলকে বা অন্য কোনো জিনিষের ফলকে, পূর্ব্বে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কুচি ঢুকাইয়া তৈরি করা হয়। এই সকল ফলককে এমন ভাবে ঘন ঘন ছিদ্র করিতে হইবে যে ইহার ছিদ্রের মধ্যে কুচিগুলিকে ঢুকাইয়া টানিলে তাহার অগ্রভাগ বহির্ম্মুখীন হইয়া থাকে। যে পরিমাণ লোম (bristles) একত্র করিলে একটা গোছা হইতে পারে তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তাহাদের একদিক সমান করিয়া গোড়ার দিক প্রথমে গলিত পিচের (pitch) মধ্যে ডুবাইয়া লইতে হয়, পরে সূতা দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া পুনরায়

তাহা পিচের মধ্যে ডুবাইবে। তৎপরে গোছাকে ফলকের একটি ছিদ্রে স্ক্রুপের মত মোড়াইয়া প্রবেশ করাইতে হয়। এই শ্রেণীর ব্রুশ প্রায়ই সব চেয়ে লম্বা কুচি দ্বারা তৈরী হয়।

এই সকল আবদ্ধ কুচির অগ্রভাগ বেশ সমান করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয় যেন কুচি সমূহের মাথার উপরিভাগ খড়খড়ে হয়। যদি গোড়ার দিক বেশী রাখিয়া আগা ছাটিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে উত্তম ব্রুশ প্রস্তুত হইবে।

টানা-কাজ

(Drawn work)

টানা-কাজে ফলকের ছিদ্র অতি সাবধানে করিতে হয়, এবং প্রত্যেক গোছায় ছিদ্রের (Knot hole) শেষ ভাগ হইতে ফলকের পিঠ পর্য্যন্ত এক একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিতে হয়। ব্রুশের ফলক বা পৃষ্ঠদেশে যে পরিমাণ পুরু রাখিলে মানানসই হয়, সেইরূপ পুরু রাখা দরকার। প্রথমে ছিদ্রগুলি একখানা নমুনার কাঠে সমভাবে (Uniformly) করিবে ; ইহা চেপ্টা, সমতল ব্রুশের উপযোগী। কিন্তু যদি বক্রাকারের ব্রুশ হয়, তবে নমুনা সেইমত বক্রাকার ও তাহার ছিদ্রও এমন ভাবে করিবে যেন কুচির গোছার সারিগুলি তদ্রূপ বক্রাকার ধারণ করিতে পারে।

তারপরে ছিদ্র করা নক্শার কাঠগুলি একখানা টেবিলে বাতা (Clamp) দিয়া দৃঢ়ভাবে আটকাইবে। তৎপরে সূক্ষ্ম, নরম পিতলের তার প্রথম সারির প্রথম ছিদ্রে ঢুকাইবে। কুচিগুলিকে মাঝামাঝি ডবল করিয়া যে পরিমাণ কুচিতে ছিদ্র পূর্ণ হইবে, সেই পরিমাণ কুচি দিয়া উক্ত ছিদ্রস্থ বক্রাকৃতি তার দিয়া তাহা খুব সতর্কতার সহিত টানিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইবে। এই টানার কাজ এমন প্রণিধানের সহিত করিবে যেন কুচিগুলি গর্ত্তের যথাস্থানে প্রবেশ করে। তারপর তারকে পুনরায় ব্যাঁকা করিয়া দ্বিতীয় ছিদ্রের কাজ পূর্ব্ব লিখিত মতে করিবে। এইরূপে এক একটি ছিদ্রকে কুচিতে পূর্ণ করিয়া প্রথম সারি আগে শেষ করিয়া পরে অন্যান্য সারির কাজ করিবে।

যখন কুচি সাজানোর কাজ শেষ হইবে, তখন গোছাগুলিকে পরিমাণ মত মাপিয়া, কাঁচি দ্বারা সমান ভাবে তাহার অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি কুচি খাটো হয়, তবে ফলকে আরো লম্বা কুচি পুরিয়া তাহা সমানভাবে কাটিতে হইবে। টানা তারগুলি ঢাকিবার উদ্দেশ্যে, ব্রুশকে মজবুত ও সুদৃশ্য করিবার জন্য কাঠের আর একখানা ফলক (Veneer) ব্রুশের পিঠে ঢাকনা স্বরূপ লাগানো হয়। ইহাতে ব্রুশ যেমন মজবুত হয়, তেমনি টানা-তারে ব্যবহারের সময় হাত জখম হওয়ার ভয়ও থাকে না। অতঃপর রাঁদা বা Scraper দিয়া সুন্দর ভাবে চাঁচিয়া ফেলিয়া শিরিস কাগজ দ্বারা ঘসিয়া বার্ণিস্ লাগাইতে হয়।

জুতার, কাপড়ের, দাঁতের ও নখের ব্রুশে কুচিগুলির গোড়া খুব শক্ত (stiff) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পক্ষান্তরে চিত্রকরা ঝাঁট দেওয়া অথবা ধূলা ঝাড়ার ব্রুশের কুচির অগ্রভাগ নরম থাকাই ভাল এবং তাহা কাটিয়া না ফেলাই উচিৎ। টানা কাজের ছোট ব্রুশে অর্থাৎ দাঁতের ও নখের ব্রুশে, ছিদ্রগুলি ফলকে ডুবানো অবস্থায় করা হয় ; তাহা পরে শক্ত লাল 'সিমেন্ট' দিয়া ভরিয়া দেওয়া হয়। হাড়ের বা হাতির দাঁতের যে সকল ছোট ছোট ব্রুশ তৈরী হয়, তাহা কচি রূপার তার দিয়া টানা হয় ; সময়ে সময়ে তাহা অনাচ্ছাদিত অবস্থায়ই থাকে, আবার কখন কখন ছিদ্রগুলিকে 'সিমেন্ট' দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়।

চা ব্যবসায়ে সঙ্কট

চায়ের দাম সম্প্রতি এত কমিয়া গিয়াছে যে তাহাতে চা বাগানের মালিক ও উৎপাদন কারীদের মধ্যে হাহাকার লাগিয়া গিয়াছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ের মন্দায় এই ব্যবসাটির দুর্গতি অবর্ণনীয়। আজকাল বাজারে যে-দরে চা কিনিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় সে-দামে উৎপাদনের খরচও পোষায় না, লাভ ত দূরের কথা। ইহাতে অনেক চা কোম্পানীর এমন অবস্থা হইয়াছে যে আর কিছুকাল ব্যবসায়ের এই অবস্থা থাকিলে বহু কোম্পানীকে লিকুইডেসনে দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। অথচ এই ব্যবসাটির উপরেই দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কয়েক মাস যাবৎ এইরূপ লোকসান হইতে থাকার ফলে এখন অনেক কোম্পানীরই আর অর্থব্যয়ের সাধ্য নাই। যতদিকে সম্ভব ব্যয় সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

নূতন কাজে বহু কুলী নিয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু সে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন কেবল কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া টিঁকিয়া থাকার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা কতদিন চলিবে কে জানে!

ব্যবসায়ের অবস্থা যখন ভাল হয়, তখন কোম্পানীগুলিও নূতন কাজে অনেক অর্থব্যয় করিতে পারে। টাকা হাতে আসিলে চা বাগানে নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হয়। বেশী পরিমাণ জমিতে চা আবাদ করা হয়, জল নিষ্কাষণের নানারূপ ব্যবস্থা হয়। তদুপরি ব্যবসায়ে লাভ

অদৃষ্ট নহে শ্রমই মানুষকে বড় করিয়া তোলে।

হইলে সার প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা যায় এবং যাহাতে অধিক পাতা উৎপন্ন হয় ও অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করা যায়, তাহার জন্য নিত্য নূতন গবেষণা করা হয়।

চা বাগানের যত কাজ বাড়ে সেই স্থানের লোক তত উপার্জ্জনের পথ পায়। গ্রামবাসিগণ পাতা তুলিয়া টাকা আয় করে, পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের লোক আসিয়া কয়েক মাস কাল এই কাজে বেশ দু'পয়সা আয় করিয়া হাসি মুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। চা বাগানের কুলী মজুর হইতে কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত তাহাদের নানাবিধ প্রয়োজনীয় এবং বিলাস দ্রব্য ক্রয় করিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাহা দ্বারা দোকানী পয়সা উপার্জ্জন করে, শিল্পী তাহাদের পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ পায়, সর্ব্বোপরি ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধিতে দেশের আর্থিক অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আসাম অথবা জলপাইগুড়ির চায়ের উন্নতির সহিত সেই সকল স্থানের আর্থিক উন্নতি বা অবনতি অচ্ছেদ্য রূপে জড়িত।

কিন্তু চা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান সঙ্কট নিবারণের উপায় কি? বাগানের মালিক ও ব্যবসায়ীগণ বলেন তাঁহারা তাঁহাদের যথাসাধ্য চা-পানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিতেছেন। সকল দেশেই যাহাতে চায়ের আদর হয়, সেজন্য তাঁহারা বহুল পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিতেছেন না কেন?

উৎপাদন ক্ষমতার উপরে চা ব্যবসায়ের উন্নতি নির্ভর করে না। বিক্রয়ের বাজার পাওয়াই সকল ব্যবসায়ের উন্নতির মূল কথা। এদেশে আসামেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদিন যত চা উৎপন্ন হউক, বিক্রয়ের জন্য বিশেষ কোনো ভাবনা ছিল না;—কারণ চা ব্যবসাটি জগতের বাজারে আসামের একরূপ একচেটিয়া ছিল। আসাম-চাএর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা ছিল ইংলণ্ড। কিন্তু সম্প্রতি অন্য দেশের চা'য়ে ইংলণ্ডের বাজার ছাইয়া যাওয়াতে প্রতিযোগীতায় ভারতীয় চা ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সেখানে বিদেশী চা সস্তায় বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং ভারতীয় চা এর আদরও কমিয়া যাইতেছে। এই সকল ভারতীয় চা অপেক্ষা কম-দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে চা উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদের চালানের ব্যয় অনেক কম পড়ে। জাভায় কেবল চিনিই উৎপন্ন হয় না। কিছুকাল যাবৎ প্রতি বৎসর যাভা হইতে প্রচুর পরিমাণ চা ইংলণ্ডে রপ্তানী হইতেছে। এই কারণে জাভার চা'ই বর্ত্তমানে ভারতীয় চা ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাভা হইতে বিদেশে ২৫, ৬০০, ০০০ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে চালান হইয়াছিল ১০৫, ১০০, ০০০ পাউণ্ড; কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জাভার রপ্তানী চায়ের পরিমাণ উঠিয়াছে ১৩৫, ১০০, ০০০ পাউণ্ডে। ইহার উপরে বর্ত্তমানে জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপে প্রায় ২০, ০০০ একর জমিতে নূতন চা চাষের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশ সমূহ হইতে চা রপ্তানীর মোট পরিমাণ ছিল ৪০৭, ০০০, ০০০ পাউণ্ড; কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই

চা কমিয়া মাত্র ৩৬৭,০০০,০০০ পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্য সমূহ হইতে শতকরা প্রায় দশভাগ চা কম চালান হইয়াছে। বিদেশী প্রতিযোগিতাই যে ইহার একমাত্র কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, ইংলণ্ডের চায়ের চাহিদা অথবা কাটতি কোনোটাই কমে নাই, কেবল ভারতীয় চায়ের রপ্তানীই কমিয়া গিয়াছে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে চা আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫৭,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আমদানীর পরিমাণ ৮৩,০০০,০০০ পাউণ্ড। প্রত্যেক বৎসরেই এইরূপ ইংলণ্ডে বিদেশী চা আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে, এবং সাম্রাজ্যের চা কমিয়া যাইতেছে। ১৯২২ সাল হইতে চায়ের উপর কোন প্রকার আমদানী শুল্ক না থাকাতে জাভার চা-ব্যবসায়ীগণ ভারতবাসীর মত সমান সুবিধায় গ্রেট বৃটেনে অবাধ বাণিজ্য চালাইতেছে।

এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে চা-ব্যবসায়ীগণ বলিতেছেন যে যদি ইংলণ্ডের অধীনস্থ সাম্রাজ্যের ব্যবসার সুবিধার জন্ম তাহাদের অনুকূলে বিদেশী ব্যবসায়ীদের উপর কোন কর ধার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় চা'এর উন্নতির আশা নাই। উন্নতি দূরের কথা, অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে অনেকগুলি কোম্পানী নষ্ট হইয়া যাইবে। চা ব্যবসায়ীদের মতে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ম ইংলণ্ডে প্রতি পাউণ্ড চা'য়ে ৬ পেন্স হিসাবে কর ধার্য্য করা উচিত। তাঁহারা বলেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত শুল্কের উপর ভারতীয় চা-ব্যবসায়ীদিগকে যদি প্রতি পাউণ্ডে দুই পেন্স হিসাবে রিবেট দেওয়া হয় তাহা হইলেই ভারতীয় চা রক্ষা পাইতে পারে। ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতীয় টি সেস্ কমিটি এজন্ম ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট কয়েকখানি আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং আসাম সরকারও তাহাদের প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন। কারণ চা বাগানের রাজস্ব হইতেই প্রধানতঃ আসাম সরকারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। চায়ের ব্যবসায়ের অবনতি হইলে আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজস্বও কমিয়া যাইবে; সুতরাং যাহাতে এই ব্যবসাটি নষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্ম আসাম সরকারকেও চেষ্টা করিতে হয়।

১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতীয় টি সেস্ কোম্পানী অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, আসাম, দার্জ্জিলিং কলম্বো প্রভৃতি ভারতের সমুদয় চা ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁহাদের আশা ছিল, ইংলণ্ডে যখন সাধারণ নির্ব্বাচন আসিতেছে তখন শ্রমিক সরকার হয় তো এবিষয়ে সুবিবেচনা করিতে পারেন। বিশেষতঃ এই কার্য্য দ্বারা যখন আর্থিক সঙ্কটে বিব্রত বৃটিশ সরকারের তহবিলে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, তখন হয়তো তাঁহারা উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট এ প্রস্তাবের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

ইংলণ্ডে খাদ্য দ্রব্যের অভাব বলিয়া তাঁহারা কোন প্রকার খাদ্যের উপরই ট্যাক্স বসাইতে চাহেন না। অবাধ বাণিজ্যে খাদ্যদ্রব্য যেমন

দেখিয়াও যাহারা শেখে না এবং ঠেকিয়াও যাহাদের চোখ ফোটে না, দেবতার ধ্বংশের বজ্র নাকি তাহাদেরই জন্ম গড়িয়া উঠে।

সস্তায় পাওয়া যায়, শুল্ক বসাইলে তাহা পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড সরকার যদি তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া চায়ের উপর ট্যাক্স বসান, তাহা হইলে ইংলণ্ডের লোককেই সস্তা জাভার চা বেশী দাম দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং আয় বাড়াইবার উপায় হাতে পাইয়াও শ্রমিক সরকার ভারতীয় চায়ের জন্য ইংলণ্ডে কোনো সংরক্ষণী শুল্ক স্থাপনে সম্মত হন নাই।

ভাগ্য চক্রে আজ শ্রমিক সরকারের পতন হইয়াছে। কেবল পতন নহে, বিগত নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল পরাজয়ের ধূলায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নামে অভিহিত হইলেও উহাতে সংরক্ষণী দলেরই নিরঙ্কুশ ও একাধিপত্য রাজত্ব; সুতরাং শ্রমিক সরকারের নিকট যাহা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা এখন সংরক্ষণী দলের নিকট সুবিবেচিত হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন। বিশেষতঃ এদেশের চা বাগানের ইউরোপীয় মালিকগণের সহিত সংরক্ষণী দলের আর্থিক স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত। এ দেশের রেল, ষ্টিমার প্রভৃতি কোম্পানীর মালিক যেমন অধিকাংশই ইংলণ্ডের ধনী সম্প্রদায়, চা বাগানের বহু মালিকও তেমনি তাঁহারাই; সুতরাং আশা হইয়াছে, এবারে ভারতীয় চা ব্যবসা রক্ষার্থে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাওয়া যাইবে। তাই শ্রমিক সরকারের পতন ও রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের বাজারেও দাম চড়িয়াছে। আশা আছে, এই দুর্গতির প্রতিকারে হয়তো আর বিলম্ব নাই।

শীতের মরশুমে ফুলের চারা

অক্টোবর বা কার্ত্তিক মাসই ফুলের চাষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। এই সময় মরশুমী ফুলের (season flower) চারায় বাগান সাজাইবার সাড়া পড়িয়া যায়। বীজ হইতে চারা উৎপাদনের জন্ত হোগলা, বাঁশ, বীজ, টব প্রভৃতির খোঁজ পড়ে। কিন্তু বীজ হইতে চারা উৎপাদন একটু শক্ত বলিয়া অনেকেই আজকাল চারা তৈয়ার করা অপেক্ষা তৈয়ারী চারা ক্রয় করা পছন্দ করে। অনেক সময় ভাল বীজের চারা নষ্ট হইয়া যায় এবং হয়তো বহু চেষ্টা সত্বেও বীজগুলি হইতে অঙ্কুরই উঠেনা। অথবা অতিরিক্ত জল সেচনের ফলে বীজগুলি পচিয়া যাইতে পারে। তৈয়ারী চারা কিনিতে পাইলে আর এই সকল হাঙ্গামার মধ্যে যাইতে হয়না; কিন্তু যাহাদের চারা তৈয়ার করিতে হয়, তাহাদিগকে এ সকল অসুবিধা না সহিয়া উপায় নাই। তথাপি যথাসময় সতর্কতা অবলম্বন করিলে অনেক অপ্রত্যাশিত বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কার্ত্তিক মাসে মাঝে মাঝে এক-প্রকার বৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাকে হাতিয়া বৃষ্টি বলে। একদিন আরম্ভ হইলে তারপর প্রায় দশ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহই এইরূপ অল্পবিস্তর বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বৃষ্টি সম্বন্ধে সাবধান হইবে। বীজ রোপন করিতে হইলে রোপনের পাত্রটির মধ্যে খাঁটি পাতার সার দিবে। যে সার দিয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিবে, সেগুলি যেন বেশ ভাল ভাবে চালুনী দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। কিন্তু কম্বলের মত আধইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া দিবে না। বীজটা গভীরতায় যতটুকু, ততটুকু পরিমাণ সার বীজের উপর ছড়াইয়া দিবে। নতুবা সার ভেদ করিয়া অঙ্কুর-গুলির উপরে উঠিতে অসুবিধা হইবে।

বীজগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া লাগাইবে। যেন লতাগুল্মের মত একের গায়ে অপরে জড়াইয়া না যায়। তারপর বীজের পাত্রটি প্রচুর সূর্য্যের আলোর মধ্যে রাখিবে। কিন্তু যেখানে সূর্য্যকিরণ সোজা ভাবে আসিয়া পাত্রের উপর পড়িতে পারে, এমন স্থানে রাখিবে না; অর্থাৎ আলোকিত স্থানে রাখিবে কিন্তু কিরণ লাগাইবেনা। অঙ্কুর গজাইয়া উঠিলেই গোড়াগুলি একটু শক্ত করিয়া

দিবে। যে সকল বীজ বাক্সে, টবে বা অন্য কোন পাত্রে রোপণ করা হয় সেগুলি মাসের দশ তারিখের মধ্যে রোপণ শেষ করা উচিত। যেগুলি চারা না করিয়া একেবারে বাগানেই লাগানো হয়, সেগুলি ইহার পরে রোপণ করিলেও ক্ষতি নাই। যাঁহারা হেলিওট্রোপ, ভারবিনা, সালভিয়াস, ফেরিনেসিয়া, এবং লিউকাস্থা ফুলের চারা লাগাইবেন তাঁহাদিগকে এই সময়েই প্রস্তুত হইতে হইবে। শুক্না কাল পড়িলেই ডালিয়া ফুলের সময় শেষ হয়। একমাত্র গভীর রক্তবর্ণের ডালিয়া ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন প্রকার ডালিয়া এরূপভাবে লাগানো হয়না।

ক্রাইসানথেমাম ফুলের চারায় এখন হইতেই তরল সার প্রয়োগ করিতে থাকিবে। বাগানের বেড়াগুলি এই সময়েই ছাটিয়া কাটিয়া সুসজ্জিত করিবে। কয়েকদিন অন্তর বেড়ার উপরে যে গাছ বা লতার অগ্রভাগ সমতা ছাড়াইয়া উঁচাইয়া উঠিবে সেগুলি ছাঁটিয়া দিবে। Poinsetlia ফুল গাছ একেবারেই কাটিবেনা। যদিও একালিফা (acalypha) গাছের পাতা শীতকালে ঝরিয়া যায়, তথাপি এই সময়ে যদি উহাদের লম্বা অতিরিক্ত অংশ ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহাহইলে সেগুলির পত্র রক্ষায় সাহায্য হয়, নভেম্বর মাসে যদি এক ডোজ সালফেট সব এমোনিয়া অথবা নাইট্রেট সব সোডা এই গাছে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ইহার পাতা এত বেশী ঝরিয়া যায়না।

বিলাতী আমড়া আম্র শ্রেণীর ফল। কিন্তু পাতায় এবং ফলে ইহার বীজধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা অনেকদিন খাইয়া স্বাদ পাইয়াছে, তাহারাই এই প্রকার আমড়া ভালবাসে। কিন্তু নূতন লোকের পক্ষে এই ফলটি একেবারেই প্রীতিপ্রদ নহে। প্রত্যেক কামড়ের সঙ্গে যদি শক্ত এক একটি শিকড়ের মত আঁশ দাঁতে বাঁধিয়া যায়, তবে প্রথম আস্বাদনকারীর পক্ষে তাহা কেমন পদার্থ হয়, তাহা সহজে অনুমেয়।

ক্যাণা ফুলের মধ্য দিয়া এসময়েও বর্ষাদিনের মত ঝর ঝর করিয়া জল পড়ে, এবং এখনও উহার লম্বা লম্বা বৃন্ত দেখা যায়। নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে এই বৃন্তগুলি ছাটিয়া দিবেনা। কারণ, বৃন্ত কাটিলে সেই সঙ্গে জলীয় অংশ বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে রসের অভাবে গাছগুলির আকার ছোট হইয়া পড়ে। কোনও কোনও মালী বর্ষার শেষে ক্যাণাফুলের ঝাড় লাগায়। কিন্তু ইহাতে গাছগুলির রস কমিয়া যায়। ফলে শীতকালে আর তাহাতে ফুল ধরেনা। ফুলের জন্য হয়তো আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। জুন ও জুলাই মাসে যে ঝাড়ের যত্ন লওয়া হয়, সে ঝাড়ে বৎসর ভরিয়া ফুল ধরে।

যাহাদের সব্জী বাগান আছে, আগষ্ট মাসের শেষভাগে তাহাদের বীজ রোপণ শেষ হইয়া যায়। সেপ্টেম্বর মাসে বীজ হইতে চারা জন্মে, অক্টোবর মাসে সবগুলি বাগানে লাগানো হয়।

বৃষ্টির সম্ভাবনা দূর না হইলে চারাগুলি চালানের জন্য কোথাও প্রেরণ করা উচিত নয়। যখন মাটি খুঁড়িয়া বেশ ধুলট অবস্থায় উঠানো যাইবে, তখনই চারাগুলি রোপণের পাত্র হইতে তুলিবে। বাঙ্গলা দেশের জমি খুঁড়িয়া প্রতি তিন বৎসরে অন্ততঃ একবার চূণের সার দিবে। প্রত্যেক বৎসরেই একবার হাল্কাভাবে কিছু মাটি গুঁড়া করিয়া দিলে ক্ষতি হয়না; কিন্তু সার দিবার অন্ততঃ তিন বা চার সপ্তাহ পূর্ব্বে এই কার্য্য করা প্রয়োজন। যখন বীজ হইতে চারা উঠিতেছে তখন জমিতে তরল সার দিলে অথবা পুরাতন সার মাটি খুঁড়িয়া দিলে ক্ষতি হয়না।

কীটপতঙ্গ ছোট চারার একটি প্রধান উৎপাত। অনেক সময়েই পাতাগুলি পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। অনেক সময় ইহারা এমন ভাবে ভাল চারার পাতাগুলি কাটিয়া ফেলে যে গাছটি আর বাড়িতে পারেনা। এই সকল পোকা অন্ধকারে অথবা খুব প্রাতে ধরা যায়। ঝিল্লি পোকা আর একটি উৎপাত। এগুলি পাহাড়ের ফাঁকে থাকে। গায়ে জল ঢালিয়া দেওয়াই ইহাদিগকে বিনাশের উপায়। ছুঁচোর ন্যায় এক প্রকার ঝিঁঝি পোকা রাত্রিকালে বাগানের অত্যন্ত ক্ষতি করে। ইহারা ঘাসের নীচে অনেক স্থান জুড়িয়া গর্ত্ত করিয়া দেয়। সেই গর্ত্তে মাটির উপরের ঘাসগুলি আর সমান উঁচু থাকিতে পারেনা। এই উপদ্রবগুলি দূর করাও এক সমস্যার বিষয়। তবে খুব কড়া কার্ব্বলিকের গন্ধযুক্ত জল অথবা ফিনাইল ঢালিয়া দিলে ঝিল্লি-গুলি উপরে উঠিয়া আসে।

গ্লেডিওলাস, ফ্রিসিয়া, লিলিয়াম লঙ্গিফ্লোরা-মের চারা করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়। গ্লেডিওয়াস চারা মাটিতেই ভাল হয়। কিন্তু অপরগুলি টবে বা অন্য কোনো পাত্রে করাই বিধেয়। ফ্রিসিয়া চারায় ছায়া বিশেষ প্রয়োজন। নীচে একটি দশ ইঞ্চি পাত্রে লিলিয়াম ফ্লোরামের চারা করিবে। চারার পাত্রটিতে যেন কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ মাটি দেওয়া যায়। এই লিলির উপর নীচ উভয় স্থান হইতেই শিকড় গজায়। সুতরাং প্রয়োজনের উপযোগী ব্যবস্থা করিতে না পারিলে চারা বা গাছ কোনোটাই ভাল হয়না।

আসামে কৃষি-বিভাগের উন্নতি

(এম, আসরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, কাব্যবিনোদ)

আমি আসাম কৃষিবিভাগের কার্য্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বে আমরা বা আমাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোক কৃষি ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না। কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও (বর্ত্তমান মহামান্য একটীং আসাম লাট) স্যার মৌলবী ছৈয়াদ মোহাম্মদ সাদ উল্লা এম, এ, বি, এল, সাহেব বাহাদুর আমাকে অবৈতনিক সংবাদদাতার পদের মঞ্জরী দিলে এবং বিভাগ কর্ত্তৃক আমি কৃষিবিভাগের H. C. পদে নিযুক্ত হইলে পর নিজ ক্ষেত্রে (সরকারী রাস্তার নিকটে) শিলং আলু, পাট, ইন্দ্রশাইল, লাটীশাইল, বসন্ত বাহার প্রভৃতি ধান্য এবং হাড়চূর্ণ, ধৈঞ্চা, খৈল প্রভৃতি সার প্রয়োগে অন্যান্য শাক সবজীর চাষ করিয়া লোকজনকে দেখাইয়া ও প্রকাশ্যস্থানে (মুন্সি বাজারে) "সারকুলেশন বোর্ড" দিয়া এবং মুখে প্রচার করিয়া লোককে এই বিভাগের উপকারিতা শিক্ষা দিতে থাকি।

এই ব্যবস্থার ফলে চতুর্দ্দিকের লোক এই বিভাগের উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন ও তন্মধ্যে কেহ বিনামূল্যে, কেহ মূল্য দিয়া ধান্য, আলু, পাট চীনসুরা, কাফিয়া, বোম্বাই) প্রভৃতির বীজ ও সার নিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে নূতন উৎসাহে চাষ করিতে থাকেন।

উল্লেখ প্রয়োজন যে, এই প্রচারের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লোকের মনে একটা ভ্রম বিশ্বাস ছিল যে, "সরকারী বীজ বা সার গ্রহণ করিলে শেষে ট্যাক্স লাগিতে পারে। আমার প্রচারের ফলে এ দারুণ স্থায়ী "ভূত"টা লোকসমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছে বটে; তবে এজন্য আমাকেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে।

তারপর ক্রমে ক্রমে লোক হাড়চূর্ণ, ধৈঞ্চা ও নাইট্রেড অব সোডা প্রভৃতির ব্যবহার ও উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ইন্দ্রসাইল, লাটীশাইল, পাট প্রভৃতির বীজ গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। তখনকার দিনে কমলগঞ্জ থানা শ্রীমঙ্গলের এলাকাভুক্ত ছিল। শ্রীমঙ্গলের A. D দ্বারা যথেষ্ট সহায়তাও পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু অধিক কাজের সুবিধা হইত না। বর্ত্তমানে কমলগঞ্জে একজন A. D. দেওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা কাজের সুবিধা হইয়াছে। কমলগঞ্জের A. D. শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহযোগে কাজ করাতে বর্ত্তমানে কাজের 'প্রসার" যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কমলগঞ্জের দক্ষিণদিকবাসীদের মধ্যে ধান্যের চাষও হইতেছে, এভিন্ন ঘরে ঘরে বিলাতী ও দেশী সব্জির চাষও অতিমাত্রায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

দর কমিয়া যাওয়ায় পাটের চাষ কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য কৃষি বৃদ্ধি হইয়াছে; লাটিশাইলের ফলনে লোক এতই আকৃষ্ট হইয়াছে যে, এতদঞ্চলে কত হাল জমিতে লাটিশাইলের চাষ হয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বর্ত্তমানে প্রায় গ্রামেই লাটিশাইলের চাষ হইতেছে।

এমন কি কোন কোন বাড়ীতে দুই হাল জমিতে পর্য্যন্ত শাটিশাইলের চাষ হইতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। ইন্দ্রশাইলের চাষ ও কম নহে। তদ্ব্যতীত জর্জ্জশাইল, করশাইল, নাগরাশাইল, ঢেপীশাইল বাদসা ভোগ, বসন্তবাহার, কৈমুরালী, ২০ মুরালী, কটক তারা প্রভৃতি ধান্যের চাষ ও কপি, শালগম, বেগুন, তামাক, শিলং ও দার্জ্জিলিং আলু, সীম, লঙ্কা, পিয়াজ, মটর, খেসারী প্রভৃতি নিজ ক্ষেত্রে চাষ করিয়া লোককে দেখাইতেছি, তাহাতেই চতুর্দ্দিকের গ্রামগুলিতে এ সবের চাষ ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমি দুই বৎসর যাবৎ "চীনা বাদামের" চাষ করিতেছি, এবং দলে দলে লোক আসিয়া এই অদ্ভুত দ্রব্যের নাম ও চাষ প্রণালী শিক্ষা করিতেছে। কেহ কেহ বীজ নিয়া চাষের পরীক্ষাও করিতেছে। উপরে ফুল ফুটিয়া মাটীর নীচে অন্ন ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা এক আমোদপ্রদ চাষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত আমার কার্য্যকালের অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব বর্ণনা করিলাম। উল্লেখ প্রয়োজন যে, কৃষিবিভাগের সুরমা ভ্যালীর মাননীয় সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও দক্ষিণ শ্রীহটের কৃষি ইন্‌স্পেক্টার মহোদয়গণের অনুরোধে ইহা কাগজে প্রকাশ করিলাম।

কপির চারা

মাননীয় শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু

মহাশয়!

নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে ছাপাইয়া সর্ব্বসাধারণের জানিবার সুযোগ দিলে হয় ত অনেকের উপকার হইতে পারে। যদি দরকার মনে করেন তবে পরবর্ত্তী মাসের কাগজে ছাপাইবেন।

ফুলকপি ও বাঁধা কপির বীজ হইতে চারা উৎপাদন।

অনেকের ধারণা যে কপির বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিতে বড় কষ্ট সহ্য করিতে হয় কারণ বীজগুলি গুঁড়া করা সারি মাটিতে দিয়া খড় দিয়া চালা করিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করার দরকার তাহাতে যাহাদের লোকজন মালী ইত্যাদি আছে তাহাদের বিশেষ কোন অসুবিধা না হইলেও সামান্য গৃহস্থের পক্ষে রাত্রে বৃষ্টি হইলে তখনি ঘুম হইতে উঠিয়া চারাগুলি ঘরের মধ্যে আনা অথবা চালা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া খুব কঠিন; সেজন্য আমি গত দুই বৎসর হইতে ফুল ও বাঁধা দুই রকম কপির বীজই বেগুন মরিচের বীজের মত ভাল গুঁড়া করা সারযুক্ত মাটীতে চারা দিয়া, খোলা যায়গায় না ঢাকিয়া রৌদ্র বৃষ্টি সব সহ্য করাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া আসিতেছি এবং তাহাতে ফুল ও বাঁধা কপি বেশ সন্তোষজনক ভাবেই হইতেছে—এইরূপ বীজ দিলে কতক ছোট গাছ

পাত খোলা বৃষ্টির জোরে কাত হইয়া পড়িয়া যাইয়া বেঁকা হইয়া যাইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষেত্রে রোপণ করিবার সময় বেঁকা স্থান পর্য্যন্ত মাটীতে পুতিয়া দিলে গাছে বেশ জোর হয়। এই সব চারার আরও সুবিধা এই যে ৩।৪ দিন রৌদ্রে ঢাকা জল দেওয়া দরকার হয় না। মাত্র একদিন দুই দিন ঢাকিয়া জল দিলেই হইতে পারে। ইহাতে লোকেরও কষ্ট অনেক কম হইবে। গৃহস্থলোকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুখী হইব, নিবেদন, ইতি—

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক

দেশীচিনির কারবার

গত ১৯৩০।৩১ সনে সমগ্র ভারতে ২৭টি চিনির কারখানায় চিনি তৈয়ার হইয়াছে। উক্ত ২৭টি কারখানার ১১টি বিহার ও উড়িষ্যায়, ১৩টি যুক্ত প্রদেশে, বাকী তিনটির বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ব্রহ্ম এই তিন প্রদেশের প্রত্যেক স্থলে এক একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৯২৮—২৯ সনে সমগ্র ভারতে মাত্র ২৪টি চিনির কারখানা ছিল। যুক্ত প্রদেশের পিলিবিট জেলায় একটি নূতন কারখানায় কিছু দিন হইল চিনি তৈয়ারী হইতেছে।

উপরোক্ত চিনির কারখানাগুলিতে সরাসরি ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গত ১৯২৯—৩০ সনে এই কারখানাগুলিতে ২৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৮৬ মণ ইক্ষু চিনি তৈয়ারী হইয়াছে। গত ১৯২৮—২৯ সনে হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৩২২ মণ অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ১৬৪ মণ চিনি। ১৯২৮—২৯ সন অপেক্ষা ১৯২৯—৩০ সনে বেশী প্রস্তুত হইয়াছে।

এই চিনি তৈয়ারীর ব্যাপারে বিহার, উড়িষ্যা ইউ-পি, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সুদূর ব্রহ্মদেশের সকলেই কিছু না কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতেছে—সারা ভারতবর্ষে এক "বাঙ্গালী কেবল ঘুমায়ে রয়"। অথচ সন্দেশ, রসগোল্লা, রাবড়ী ক্ষীরভোগ, রাজভোগ, মোহনভোগ, জিলেপী, গজা, মিহিদানা, ইত্যাদি খাইতে এবং নিত্য নতুন নতুন মোণ্ডা মিঠাইয়ের পাক প্রণালী আবিষ্কার করিতে বাঙ্গালী যেমন মজবুত, দুনিয়ায় আর কোনও জাত তেমন আছে কিনা জানি না। আবার নূতন এক মিঠাই আবিষ্কার হইয়াছে "রসোমালাই"।

চিনির হরেক রকমের ব্যবহার বাঙ্গালী যে রকম জানে এবং করে ভারতের আর কোনও জাতি তাহা জানে না, পারে না এবং করেও না। আমরা মাদ্রাজের নানাস্থানে দেখিয়াছি, বাংলার ন্যায় মুখরোচক মিঠাই মেলাত' দূরের কথা, দুগ্গিমণ্ডা জাতীয় লাড্ডু ছাড়া আর কোন মিষ্ট দ্রব্যই সেখানে মেলে না। যাঁহারা ওয়ালটেয়ার, বহরমপুর, গোপালপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন তাঁহারা আমাদের কথার সাক্ষ্য দিবেন।

বোম্বাইয়েও এক হালুয়া ছাড়া আর কোন মুখরোচক মিঠাই-ই নাই।

যা'ক কথা হইতেছে এই যে বাঙ্গালী তার রসনার সুখ চরিতার্থ করার জন্ম অজস্র চিনি ব্যবহার করে, কিন্তু তার চিনির যোগান আসে অবাঙ্গালীদের নিকট থেকে এবং তা'র চেয়েও দুঃখের কথা, যাভা, মরিশস, জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ থেকে। অথচ শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি তাঁর অফুরন্ত খেজুর গাছে এবং আঁকের মধ্যে চিনির প্রস্রবণ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। আজ প্রায় ১০।১২ বৎসর কি তাহারও আগে আসাম গভর্ণমেণ্ট, সরভোগে এক আদর্শ ইক্ষু ক্ষেত্র এবং চিনির কারখানা করিতেছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম এবং সেখানে ইউরোপীয়ান হুনোরদেরও (experts) আমদানী করা হইয়াছিল; কিন্তু ততঃ কিম্ —তাহা আর জানি না।

আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালী কাপড় পরে, কিন্তু তাহা বুনিয়া দেয় মাঞ্চেষ্টারের তাঁতী, আর অধুনা বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালারা। বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে শিক্ষা এবং কৃষ্টিতে (culture) সর্ব্বাগ্র গণ্য বলিয়া তাহার লেখাপড়ার জন্য সব চেয়ে বেশী কাগজের দরকার, কিন্তু তা জোগায় হল্যাণ্ড, সুইডেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাগজওয়ালারা এবং এ দেশের বামার লরী ও হিল্জার্স। বাংলার বাহিরে কৃষ্টি ও কলবিদ্যায় খুব হৈ-হৈ রব না থাকিলেও বোম্বাইয়ের লোকেরা Girgaum paper mills এবং Deccan paper mills স্থাপন করিয়াছে, মাদ্রাজে মীনাক্ষী পেপার মিল্‌স্ স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহাদিগকে "খোট্টা, ছাতু-খোর" বলিয়া বাঙ্গালী ছেলেবেলা থেকে নাক সিঁটকাইতে শেখে, সেই ইউ-পি-তেও ভার্গভ পেপার মিল্‌স্ স্থাপিত হইয়াছে। এই শিল্প যাত্রার পথে হৈ হৈ খণ্ডের বাঙ্গালী কই? আজ বাঙ্গালীর চিনির যোগানও আসিতেছে বাঙ্গলার বাইরে থেকে। বাঙ্গালী কি চিরকালই দুনিয়ার কাছে খরিদ্দার হ'য়ে থাকবে?— কেবলই কি ট্যাঁক থেকে পয়সা বের ক'রে পরকে দেবে?" সে কি কখনও বিক্রেতা হ'য়ে দাঁড়াবে না এবং পরের কাছ থেকে খ'লে ভ'রে পয়সা রোজগার ক'রে আনতে শিখবে না?

একদিন বাংলাদেশের যশোহর.চব্বিশপরগণা, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় অফুরন্ত খেজুর রস হইতে যে চিনি প্রস্তুত হইত তাহা দ্বারা বাংলার ক্ষুধা মিটাইয়া ভারতের অন্যান্য দেশ হইতেও বাঙ্গালীরা অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিত। আমাদের বাল্য এবং কৈশোরে যশোহর জেলার রাজার হাট,বহন্দিয়া,মণিরামপুর, কেশবপুর, মধ্যকুল, ত্রিমোহনী, কোট চাঁদপুর প্রভৃতি বড় বড় গঞ্জে যেরূপ বিরাট আকারে চিনি এবং চিটা গুড় প্রস্তুতের কারখানা সকল দেখিয়াছি এখন তাহাদের ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া সব যেন স্বপ্নের মত মনে হয়।

যে যে কারণে দেশী চিনির কারবার নষ্ট হইল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

১। জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ হইতে বীট চিনি অবাধে এ দেশে আমদানী হইতে আরম্ভ হইল।

২। যাভা এবং মরিশস হইতে ইক্ষুর চিনিও এইরূপ অবাধে ভারতবর্ষে আমদানী হইতে লাগিল।

৩। ইহারা নানারূপ উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস করিয়া একদিকে জমির ফলন যেরকম অসম্ভবরূপে বাড়াইতে লাগিল তেমনি

উৎপাদনের খরচার পড়তাও কমাইতে লাগিল। তাহা ছাড়া নানারূপ সার প্রয়োগের ফলে বীট, ইক্ষুর রস ও তাহাদের মিষ্টতার পরিমাণও দিন দিন বাড়াইতে লাগিল। এদিকে আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্প, অশিক্ষিত, ভূগোল-জ্ঞান-বর্জ্জিত, এবং দুনিয়ার সকল সংবাদ হইতে বিচ্যুত কৃষকদিগের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকায় তাহারা না করিল চাষ-বাসের উন্নতি, না করিল কোনও কল কব্জার ব্যবহার। তাহাদের বাপ পিতামহ চৌদ্দপুরুষ ধরিয়া যেভাবে ব্যবসা চালাইয়াছে সেই পথ তাহারা ত্যাগ করিতে জানেও না,—পারেও না। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলার চাষী বা চিনির কারবারী বিদেশাগত চিনির সহিত দামে কিছুতেই প্রতিযোগীতা করিতে পারিল না; ইহার ফলে কারবার গুটানো ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর রহিল না।

৪। একেত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাস, তাহার উপর আবার আধুনিক কল কারখানার দ্বারা চিনি তৈরী! বিদেশীরা যখন ১ ঘণ্টায় বিশ মণ চিনি তৈয়ার করিতে লাগিল, দেশী ভাইরা তখন ২৪ ঘণ্টাতেও এক মণ চিনি বাহির করিতে পারে না। তাহারা "ন" দণ্ডে চলে যায় ন' দিনের পথ"। একেত অবস্থা এই, তার উপর আবার জার্ম্মাণী ভারতের চিনির কারবার ধ্বংস করার জন্য এক অভিনব উপায় ধরিল। তাঁহারা জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে bounty বা মোটা বৃত্তি পাইতে লাগিল এবং সেই বৃত্তির টাকার জোরে তৈরী দাম অপেক্ষা কম দামে ভারতের বাজারে চিনি বিক্রয় করতঃ দেশী কারবার গুলির গলা টিপিয়া মারিল। এখনও এই সভ্য লীলা জাপানে ও অন্যান্য দেশে অহরহঃ চলিতেছে।

যখন এই সংহার লীলা চলিতেছিল তখন গভর্ণমেণ্ট দেশের এতবড় একটা বিরাট শিল্পানুষ্ঠানের জীবন্ত সমাধি নীরবে দেখিতেছিলেন; জার্ম্মাণী অন্যায় যুদ্ধে bounty বা বৃত্তির সাহায্যে দেশের আহার্য্য স্থানীয় একটা শিল্প নষ্ট করিয়া দিতেছে, অথচ তাহার উপর একটা Protective Tariff বা রক্ষা—শুল্ক বসাইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে একটি অঙ্গুলিও হেলাইলেন না—এদিকে তাঁহারা সব সময় বলেন যে ভারতের কোটী কোটী মূক, নির্ব্বাক, কৃষকের তাঁহারা অলি, অছি, রক্ষক, অভিভাবক এবং নিকট বন্ধু। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, এই চিনির ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত ছিল তাহাদের শতকরা ৯৫ জন ত' এই ভাষাহীন মূক কৃষকের দল। খেজুর গাছ কাটা থেকে রস জ্বাল দেওয়া, গুড় করা, সেই গুড় গাড়ী ক'রে চিনির কারখানায় আনা নেওয়া, পাটা শ্যাওলার আমদানী করা, কারখানার যাবতীয় কাজ করা, চিনি দলাই, মলাই, পিটানো এবং শেষে ফড়ে পাইকার হিসাবে দেশ বিদেশে চালান দেওয়া, এ সমস্তই দেশের মুসলমান চাষীরাই করিত; কেবল আড়তীয়াদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু ছিল। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে! মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ইংরাজ জাতির Cousin German ছিল। সুতরাং তাহার উপর কি duty বসানো যায়!—ফলে একে একে নিভিল দেউটি।

আজ কিন্তু আবার সুবাতাস বহিতেছে, তাই চিনির কথা তুলিয়া পাঠকদের—চেতাইতে বসিয়াছি। জাভা এইবার খাস ইংরাজদের অন্ন মারিতে বসিয়াছে। এই সংখ্যায় "চা ব্যবসায়ে সঙ্কট" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠকদের মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি। তাহাতে দেখিবেন যে জাভা হইতে এত অধিক পরিমাণে

সস্তাদামে ভাল চা বিলাতে আমদানী হইতেছে যে তাহার ফলে আসামের চা ব্যবসায় টল মল করিয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপীয়ান প্লাণ্টারগণ জাভার চায়ের উপর ডিউটি বসাইবার জন্ত বিলাতে ক্রমাগত আবেদন করিতেছেন। আসাম এবং ভারত গভর্ণমেণ্টও সেই রায়ে রায় দিয়া (এবার যে ইংরাজের ব্যবসায়ে ঘা লাগিয়াছে) তাহাদের আবেদনে খুব মদ্দৎ দিতেছেন। এতদিন শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট থাকায় তাঁহাদের আবেদনে কোন ফল হয় নাই। কারণ শ্রমিকেরা খাদ্য জিনিষ যে খানে সস্তা পাইবে সেখান হইতেই অবাধে আমদানি করার পক্ষপাতী। আসামের ইংরাজ ধনী সম্প্রদায় ভুক্ত চাকর দিগের আবেদন অনুযায়ী ডিউটি বসাইয়া জাভা চায়ের আমদানী বন্ধ করিলে গরীব শ্রমজীবিদের বেশী দাম দিয়া চা কিনিতে হইবে, প্রধানতঃ এই কারণেই এতদিন যাবত আসামের চাকরদের আশা পূর্ণ হয় নাই। এবার শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের পতনে ও রক্ষণশীলদের উত্থানে আসামের চা-করগণ বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতেছেন এবং অবিলম্বে জাভা চায়ের উপর যে ডিউটি বসিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে জাভার চিনির উপর ডিউটি বসানোতে। জাভা হইতে ভারতবর্ষে এতদিন অবাধে চিনি আমদানী হইত; সম্প্রতি তাহার উপর ডিউটি বসিয়াছে এবং সেইজন্ত চিনির খুচরা দাম সের প্রতি ✓০ আনা চড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে জাভার চিনির দাম বাড়িয়া গেলে দেশী চিনির পক্ষে সুলভে, অন্ততঃ জাভার দামে চিনি বেচা সম্ভবপর হইবে; সুতরাং চিনির কারখানাগুলি পুনরায় জিয়াইয়া তোলার এই মাহেন্দ্র সুযোগ।

বর্ত্তমান সময়ে "কাশীর চিনি" ও "দেশী চিনি" বলিয়া বাজারে যে চিনি বিকাইতেছে তাহার অধিকাংশই চিনি বটে। কিন্তু দেশী চিনি নহে। জাভা হইতে সস্তায় অতি নীরস লাল রংয়ের চিনি আমদানী করতঃ

(১) as it is অর্থাৎ যে অবস্থায় আসিয়াছে সেই অবস্থাতেই দেশী চিনি বলিয়া বিক্রয় হয়;

(২) কেহ কেহ উহার সহিত দেশী চিনি মিশাইয়া বেচে;

(৩) অধিকাংশ লোক এই চিনি কলে অথবা জাঁতায় পিশিয়া প্রয়োজন মত দেশী চিনি মিশাইয়া কাশীর চিনি বলিয়া বিক্রয় করে।

আর যাঁহারা দেশী চিনি খাইতেছি বলিয়া গৌরব ও আনন্দ বোধ করেন, তাঁহারা এইরূপে প্রতারিত হইতেছেন।

দেশী চিনি বাংলা ও বিহারের যে সকল স্থানে বিরাট আকারে প্রস্তত হইত এবং দেশের লোকের চিনি জোগান দিয়া ভারতের আন্তর্জাতিক প্রদেশ সমূহে রপ্তানী হইত, সে চিনির কেন্দ্র জার্ম্মাণীর Bount fed beet sugar বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত চিনির প্রতিদ্বন্দীতায় এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প পড়তায় প্রস্তত মরিশাস্ ও জাভার চিনির প্রতিদ্বন্দীতার ফলে একে-একে এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যশোহর জেলার কেশবপুর, মণিরামপুর, ত্রিমোহনী, কোটচাঁদপুর, রাজারহাট, এবং বসুন্ধিয়ায় খেজুর গুড় হইতে চিনি এবং চিটা গুড় তৈরীর অসংখ্য কারখানা ছিল। বাংলা দেশের মধ্যে যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা এবং ফরিদপুর অঞ্চলে যেরূপ খেজুর গাছ দেখা যায়—এক মধ্য ভারত ছাড়া ভারতের আর কুত্রাপি এত অসংখ্য খেজুর গাছ দেখা যায় না। কিন্তু মধ্য ভারত ও বিহারের

খেজুরের গাছ হইতে লোকে সাধারণতঃ গুড় করে না ; সকলেই এই সকল গাছের রস হইতে তাড়ির ব্যবসা করে। অনেকে পরামর্শ দেন যে, এই সকল গাছ হইতেও যশোহর জেলার গুড় ও চিনির ন্যায় গুড় ও চিনি করা যায়। কিন্তু আমরা বহু চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, এই দিককার গাছ হইতে যে রস হয় তাহা অত্যধিক গরমের জন্য তাড়ি হইয়া যায় বলিয়া এই সকল রস হইতে আমরা যতবার গুড় করিয়াছি, ততবারই সে গুড় টক হইয়া গিয়াছে। কেবল রাত্রে জীরেণ কাটের রস হইতে সদ্য সদ্য জ্বাল দিয়া যে গুড় করিয়াছি তাহা খাইতে যেমন সুস্বাদু, গুড়ও তেমনি ভাল হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অল্প পরিমাণ রস হইতে ব্যবসা করা চলে না। যশোহরের ন্যায় ২৪ পরগণার মধ্যেও চিনির কারখানা দেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাল-পুকুরের ন্যায় এখন আর সে পুকুর নাই, কেবল মজা পুকুরের পাড়ে তালগাছের সারি—খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তালপুকুরের স্মৃতি যেমন লোকের মনে জাগাইয়া দেয়, তেমনি চিনির কেন্দ্র-গুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও এই সকল কেন্দ্রে বাঁশের বেড়া ঘেরা বড় বড় কারখানা, রস জ্বাল দেওয়ার বড় বড় রাক্ষসী কড়া, গুড়ের জালা, চিনির নাদা ইত্যাদি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনে মরা গাঙ্গে বান আসার মত এই সকল পুরাতন চিনির কারখানার কেন্দ্র সমূহে আবার জীবনের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। নানাস্থানের কারখানা সমূহে আবার নবোৎসাহে এবং নবোদ্যমে চিনি তৈয়ারীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিহারের সাহারানপুর এবং পশ্চিমের সাজাহানপুর প্রভৃতি ইক্ষু-চিনি তৈরীর প্রধান কেন্দ্র সমূহেও খুব তোড়জোড় চলিতেছে। কিন্তু যে দুই কারণে এবারের উদ্যমও নষ্ট হইবার সব

লক্ষণ দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা সঙ্গত এবং সময়োচিত বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রথম, এবারেও দেখিতেছি কয়েকটী জায়গা ছাড়া সর্ব্বত্রই সেই পাটা শ্যাওলার চাপা দিয়া গুড় হইতে সাদা চিনি তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার চিনি তৈরী করিতে যে কত দীর্ঘসময় লাগে এবং কত অর্থের অপচয় হয় তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তখনই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ৭ দিনে যে পরিমাণ চিনি তৈরী হয় একটী Centrifugal machineএর সাহায্যে কয়েক ঘণ্টায় তাহাপেক্ষা অনেক বেশী চিনি তৈরী হয়। সনাতনী প্রথায় চিনি তৈরী করিতে অনেক লোক লাগে এবং বিস্তর হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, সুতরাং চিনি তৈরীর পড়্তা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় বিদেশী চিনির সহিত দামে টক্কর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে। আর মেসিনের সাহায্যে দুই একজন লোকে সেই কাজ অল্প সময়ের মধ্যে কম খরচে অনেক বেশী চিনি তৈরী করিতে পারে। ছোট ছোট কুটীর শিল্পের উপযোগী অল্প ব্যয়ে Centrifugal machine অতি ছোট Hand powerএর বা হস্তচালিতও যেমন পাওয়া যায় তেমনি আবার বড় বড় কারখানার উপযোগী বিরাট কলও আছে। সুতরাং যাহার যেমন সাধ্য তিনি সেই আকারেই কলের সাহায্যে অল্প পড়তায় চিনি তৈরী করিতে পারেন। আমরা শুধু এই বলিতে চাই যে—এই কল-কারখানার যুগে শুধু হাতে সনাতনী প্রথায় বিদেশীর সহিত টক্কর দিবার চেষ্টা অসম্ভব। এই-রূপ এক একটা প্রচেষ্টার নিষ্ফলতায় জাতীয় জীবনে যে হতাশা, নিরুৎসাহ এবং অসাড়তা আনিয়া দেয়, তাহার ধাক্কা হইতে সামলাইয়া উঠিতে এক যুগ কাটিয়া যায়। প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে এখনও গরুর গাড়ী চড়িয়া যাওয়া যায়। কিন্তু যিনি ই, আই, রেলের মেল অথবা এক্সপ্রেস গাড়ী ছাড়িয়া গোযানে যমুনা সঙ্গমে যাইতে চাহেন, তাঁহার যে শুধু অপরিমিত সময় এবং অর্থ ব্যয় হয় তাহা নহে, লোকে তাঁহার বুদ্ধিমত্তারও প্রশংসা করে না।

দ্বিতীয়,—প্রতারক ব্যবসায়ীগণ স্বাদেশিকতার সুযোগ লইয়া সস্তা দামে বিদেশী চিনি আমদানী করতঃ দেশী বলিয়া বেশী দামে বেচিয়া একদিকে প্রভূত লাভবান হইতেছে, অপরদিকে প্রকৃত দেশী চিনির কারবারগুলিকে মাথা তুলিতে দিতেছে না এবং অনেককেই অঙ্কুরে বিনাশ করিয়া ফেলি-তেছে। এই জন্য ক্রেতাকে যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু ক্রেতার সতর্কতায় কারবার চলা অসম্ভব। মফঃস্বলের লোকের কিম্বা কলিকাতারই ভিন্ন ভিন্ন মহল্লার লোকের দরেহাটায় যাইয়া ⁄২ সের ⁄৩ সের চিনি কিনিয়া আনা সব সময় সম্ভবও নয় কিম্বা সহজসাধ্যও নহে। এ-সব ব্যাপারে দেশের শাসন-দণ্ড যাঁহা-দের হাতে, তাঁহারা আইনের দ্বারা বিদেশী চিনির আমদানী বন্ধ অথবা দাম নিয়ন্ত্রিত করিয়া না দিলে দেশী চিনির কারবার ব্যবসায়ের আকারে দেশে চলা সম্ভব নহে। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন দেশের লোককে যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এইজন্য সকল ক্রেতাকেই দোকানদারেরা কোন্ মোকাম হইতে চিনি আনিয়াছে তাহার নাম ধাম এবং চালানাদি দেখাইতে বাধ্য করা এবং এইরূপ চালান যে সকল দোকানদার দেখাইতে না পারিবে সেখান হইতে চিনি কেনা বন্ধ করা উচিত।

বিদেশ হইতে বাংলাদেশে চিনির আমদানী

এদেশে কয়েকটী চিনির কল আছে ; কিন্তু তাহাতে বাংলার চিনিরই অভাব মিটে না। সেজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতি বৎসর কয়েক কোটী টাকার উপর চিনি বিভিন্ন দেশ হইতে বাংলাদেশে আমদানী হয়। গত তিন বৎসরে কোন দেশ হইতে কত টাকা মূল্যের চিনি, কি পরিমাণ, কেবল এই বাংলাদেশেই আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল এবং এই সঙ্গে অপরিস্কৃত চিনি ও গুড় কি পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, তাহাও দেখান হইল।

১৯২৫-২৬

পরিস্কৃত চিনি

কোন দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে	আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ টন হিঃ	মূল্য
যুক্ত রাজ্য	১০৪৪	২৪২৫১৬
জার্ম্মাণী	...	...
অষ্ট্রীয়া	১৯৩	৪৮৮৫৯
মরিশাস্	১৮২২	৪২৫৩৮১
হাঙ্গেরী	১৬২৭	৩৯৯৫০১
জাভা	৩০৯৪৫৬	৬১৩৭৬১৮২
চীন	৫০	২৬০৭৩
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্		১১০
জেকোস্লোভেকিয়া	৩০০	৭৩৬৬৬
অন্যান্য দেশ	৫	১৮৩১

অপরিষ্কার চিনি

জাভা	২৯৯	৪২২১১
নেদারল্যাণ্ড	...	...
ইউনাইটেড ষ্টেটস	৮৭	২৪৩০৪
অন্যান্য দেশ	১৫	৪৬৪৮
মোট	৪০০	৭১১৬৩

গুড়

জাভা	৬৫৬৭৮	১৪৭৬৫৫৪

জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে গত তিন বৎসরে এক বাংলাদেশে কত টাকার চিনি আমদানী হইয়া বিক্রয় হইয়াছে, তাহা পড়ুন :—

পরিস্কৃত চিনি

১৯২৩-২৪ সালে ৫,৭৮,০৫১৫৬ কোটী টাকা

১৯২৪-২৫ সালে ৭,২৪,৪৫,৫৯৫ কোটী টাকা

১৯২৫-২৬ সালে ৬,২৫,৯৪,১২০ কোটী টাকা

দেশের নাম	১৯২৩-২৪ আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ টন হিঃ	১৯২৩-২৪ আমদানী দ্রব্যের মূল্য টাকা	১৯২৪-২৫ আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ টন হিঃ	১৯২৪-২৫ আমদানী দ্রব্যের মূল্য টাকা
যুক্ত রাজ্য	১১	১১৩৯৮৲	২৫	১৮৮২৭৲
জার্ম্মাণী	...	...	১৯৭১	৫৯৮৭৮২৲
অষ্ট্রীয়া	৩৭০	১৮২০৬৫৲	১২	৩৯৩২৬৫৲
মারশাস্	৪৭২	২৩৫৭২২৲	৯৩৯৮	২৮১১২৩১৲
হাঙ্গেরী	...	...	১৫১৫	৪৩১৮৬৬৲
জাভা	১৫৪৩১২	৫৭২৯৮৫৩৲	২৩০১৪৭	৬৮১২০৮৪৫৲
চীন	...	...	১০০	৪৮৮৯৪৲
ইউনাইটেড ষ্টেটস	৩৬	৯৪১৪৲	...	...
জেকো শ্লোভেকিয়া	১৩০	৭০৩০৩৲	...	...
অন্যান্য দেশ	...	৪০১৲	৭৫	২১৮৫৪৲
মোট	১৫৫৩৩২	৫৭৮০৫১৫৬৲	২৪৪৪৯১	৭২৪৪৫৯৫৲

অপরিষ্কৃত চিনি

জাভা	২০৭	৫৮৫৭৫৲	...	৬৭৲
নেদারল্যাণ্ড	১	৩৪৭৲	...	২০৲
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস	৪৯	১২৯৩৩৲	১১৪	৩৩১৪০৲
অন্যান্য দেশ	...	৪২২৲	৪৫	১৮২৯২৲
মোট	২৫৭	৭২২৯৪৲	১৫৯	৫১৫২০৲

গুড়

জাভা	৫৮৩৯৫	৪০৬১১৫৫৲	৪৩১২৪	২৭১৬৭২৬৲

বাংলাদেশ নাকি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা? বাংলাদেশ নাকি ধন, ধান্য, পুষ্পে ভরা? বাঙ্গালী যুবকেরা না মোটা গলা করিয়া পথে, ঘাটে, মাঠে গাহিয়া বেড়ায়

মানুষ আমরা নহিত মেষ?

যদি সত্যই মানুষ হও, তবে চিনির বাবদে সারা দুনিয়া মিলিয়া এই বাংলাদেশ হইতে যে কোটী কোটী টাকা লইয়া যাইতেছে, সেই রক্ত মোক্ষণ বন্ধ কর।

Centrifugal Machine সম্বন্ধে বঙ্গবাণীতে মিঃ জি, এন, পাল, এ, এস, টি, এ, সুগার মেকার স্পেশিয়ালিষ্ট আমরা যাহা বলিয়াছি তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। আমরা "বঙ্গবাণী" হইতে তাঁহার লেখা এখানে তুলিয়া দিলাম :—

সেণ্ট্রিফিউগেল মেসিন দ্বারা কি প্রকারে উত্তম চিনি প্রস্তুত হয়, দানাদার "রাব্" গুড় হইতে পেতে সেওলার পরিবর্ত্তে খুব কম খরচায় কিরূপ সহজে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত করা যায় তাহার প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

Centrifugal Machine অয়েল ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে। এই প্রকার অয়েল ইঞ্জিন সহ একটি দেড় ফুটের সেণ্টিফিউগেল মেসিন দ্বারা ছোটখাট একটি চিনির ব্যবসা খুব সামান্য খরচে বেশ চালান যায়। সেণ্টি.ফিউগেল মেসিনটি উৎকৃষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যেখানে খেজুর বা ইক্ষুর দানাদার গুড় পাওয়া যায়, সেখানে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিধা ও লাভজনক। ইঞ্জিন ব্যতিরেকে এই কল হাতে চালানো যায়, ইলেক্ট্রিকের সুবিধা থাকিলে মটর দ্বারা কিংবা কোন প্রকার চাউল আটাদির কল থাকিলে বেলটিংএর সাহায্যেও এই কল

চালানো যায়। কোনটাতেই হাঙ্গামা কিছুই নাই। একবার দেখাইয়া দিলে অতি সহজে কল চালান যায়।

যেদেশে যে দ্রব্যের অভাব, সেই দেশে সেই দ্রব্য প্রস্তুত হইলে নিশ্চয়ই লাভ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন বহু মূলধন দ্বারা বিস্তর কাপড়ের কল হইতেছে, সেইরূপ বহু মূলধন দ্বারা ভ্যাকম্প্যান্‌-ওলা প্রকাণ্ড চিনির কারখানা প্রস্তুত করা যায়; অভাবে অল্প মূলধনে কেবল সেণ্ট্রিফিউগেল মেসিন দ্বারা চিনির ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক, এবং ইহা অধিকাংশ গৃহস্থই করিতে পারেন।

নাই বলিলে হয়। অথচ বাঙ্গলার দানাদার গুড় যথেষ্ট সহজ প্রাপ্য। পরন্তু বাঙ্গলার লোককে আরও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বিহার, মজঃফরপুর, চাম্পারণ, বেত্তিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সকল জমিতে নীলের চাষ হইত, নীলের দর কম হওয়াতে ঐ সকল জমিতে ইংরাজ কোম্পানী ইক্ষু চাষ করিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে ভ্যাকম্‌-প্যানওলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিনির কারখানা কত করিয়াছেন ও করিতেছেন। রায়বেরেলি ও পিলিভিট জেলাদ্বয়ের মধ্যে ভ্যাকমপ্যানওলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ২টী চিনির কারখানা

আঁক, খেজুর ও বীট এর রস হইতে চিনি উৎপন্ন হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জমীতে অল্পায়াসে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই তিন ফসল জন্মানো যায়; তাহাতে বাংলার অভাব মিটাইয়া জগতের মুখ মিষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। চাই কেবল ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন, উত্তম, অধ্যবসায় এবং ধনীর সহযোগ।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, "গত বৎসর ভারতবর্ষে তের লক্ষ টন্ চিনি খরচ হয়, তন্মধ্যে তিন্ লক্ষ টন্ চিনি ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছিল। বাকী দশ লক্ষ টন্ চিনি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। আবার ঐ যে তিন লক্ষ টন্ চিনি যাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একলক্ষ টন্ চিনি ইক্ষু ও গুড় হইতে ভ্যাকমপ্যানওলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিনির কারখানা হইতে এবং দুই লক্ষ টন্ চিনির অধিকাংশই ইউ, পি ও বিহার অঞ্চলে গৃহস্থদের এইরূপ ছোট ছোট বহু সেণ্ট্রিফিউগেল মেসিন দ্বারা ও অল্প সংখ্যাই পেতে সেওলার সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছিল"।

বাঙ্গলায় এইরূপ ছোট কারবার একেবারেই

থাকা সত্ত্বেও ওখানে বহু গৃহস্থ ব্যক্তি এই প্রকার সেণ্ট্রিফিউগেল মেসিন সাহায্যে ছোট ছোট চিনির কারখানা করিয়া কত উন্নতি করিয়াছে ও দিন দিন তাহাদের আরও উন্নতি হইতেছে! কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যেখানে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিস্তর ইক্ষু চাষ হইত, সেখানে পাটের লোভে এখন তাহার সিকিভাগ হয় কি না সন্দেহ। অথচ উপযুক্ত জমিও বিস্তর পড়িয়া আছে; কেবল সেণ্ট্রিফিউগেল মেসিনের ধারণা বহু লোকেরই নাই।

ইক্ষু ৯।১০ মাসে পরিপক্ক হয়। চিনির ব্যবসায়ে উন্নতির জন্ত জুয়ার গাছে ইক্ষুর কলম বাঁধিয়া পাঁচ মাসেই ইক্ষু পরিপক্ক করার বিশেষ চেষ্টা এই দেশেই হইতেছে।

আজ কালকার দিনে আরও স্মরণ রাখা উচিত যে বিদেশী চিনির উপর ডিউটি বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ১৯২১ সালে বিদেশী চিনির দর ৪০৲ টাকা মণ হইয়াছিল। বাঙ্গলায় এইপ্রকার সেন্টি্ফিউগেল মেসিনের সাহায্যে চিনির ব্যবসা করার মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

মেসিন চালান ও চিনি প্রস্তুতাদির বিবরণ

হ্যাণ্ড মেসিন সকলেই সহজে বসাইতে পারেন। জমির উপর সামান্য ইটের গাথুনী করিয়া মেসিনকে বল্টু দ্বারা কসিয়া বসাইতে হয়। মেসিনের নীচে হইতে সিমেন্ট দেওয়া একটী পাকা নালী সংযোগ করিয়া একটু তফাতে সিমেন্ট দেওয়া পাকা একটি হাউস বা বড় গর্ত্ত করিতে হয়। তাহাতে মাত জমা হয়। এই প্রকারে মেসিন বসাইয়া চালাইবার পূর্ব্বে মধ্যের ঢাকনাটি নীচে নামাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে নীচে গুড় পড়িতে পারে না। সর্ব্বাগ্রে গুড়ের কলসী ভাঙ্গিয়া কলসী ভাঙ্গা খাবরা আলাদা বাছিয়া গুড়কে হাত ও পায়ের সাহায্যে আস্তে আস্তে ঢেলা ভাঙ্গিয়া সামান্য থকথকে অবস্থায় (যেন বেশী মাজা না হয়) এক স্থানে জমা রাখিতে হয়। পরে পঁয়ত্রিশ সের আন্দাজ এই গুড় এককালীন এইরূপ দেড় ফুটের মেসিনের মধ্যে ঢালিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইবে। উহা খুব সহজে ঘোরে; বেশ জোরে ঘুরাইবে। প্রতি মিনিটে ১৪০০ হইতে ২০০০ পাক মেসিন ঘুরিতে থাকিবে। দশ বার মিনিটের মধ্যেই মেসিনের মধ্যের গোলার চতুর্দ্দিকে খুব সাদা সাদা চিনি জমাট বাঁধা দেখা যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাত্ ঐ সরু পাকা নালী দিয়া পাকা গর্ত্তে জমা হইবে। যখন ঐ প্রকার মেসিনের চতুর্দ্দিকে জমাট বাঁধা চিনি দেখা যাইবে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ছিদ্রযুক্ত পিতলের বা টিনের একটী বড় পিচকারী দ্বারা একটু একটু জল ঐ চিনির গায়ে দিতে হইবে। পরে নীচে একটী পাত্র রাখিয়া মেসিন চালান বন্ধ করিয়া সেই নীচের ঢাকনাটি উঠাইয়া উপরে আটকাইয়া একটি কাষ্ঠের খুন্তির দ্বারা সমস্ত চিনি চাঁচিয়া নীচের পাত্রে ফেলিতে হয়। প্রত্যেক বারে উক্ত পরিমাণের গুড় হইতে ১৬ বা ১৭ সের উজ্জ্বল সাদা চিনি প্রস্তুত হয়। দেড় ফুটের উৎকৃষ্ট বিলাতী মেসিনে প্রতি ঘণ্টায় দুই মণের অধিক চিনি পাওয়া যায়। পরে ঐ চিনিকে রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেলা থাকিলে মুগুর দ্বারা পিটিয়া লইতে হয়; হ্যাণ্ড ও ইঞ্জিন সাহায্যের প্রত্যেক মেসিনের একই নিয়ম। অধিক পরিমাণের চিনি প্রস্তুতের জন্য আড়াই ফুটের বড় মেসিনও পাওয়া যায়, তাহাতে ঘণ্টায় চারি মণ চিনি হয়। পরে ঐ প্রথমকার মাতকে পুনরায় পাকাইয়া গুড়ের মত দানা প্রস্তুত করিয়া উহাতে পুনরায় ঐ প্রকারে কিছু বাদামী রংয়ের দু'নম্বর চিনি প্রস্তুত হয়। একান্ত অসুবিধা হইলে ঐ মাত খাইতে সুস্বাদু বলিয়া বেশী দামে বিক্রয় করা যায়।

অনেকে সেন্ট্রিফিউগেল মেসিন হয়ত নিয়ম মত ঘুরাইতে পারে না; এই সব কারণে উৎকৃষ্ট কোয়ালিটীর মেসিন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রকার অয়েল ইঞ্জিনসহ উৎকৃষ্ট কোয়ালটির দেড় ফুট সেন্ট্রিফিউগেল মেসিন অনুমান তের চৌদ্দ শত টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী গড্ডালিকা প্রবাহের যাত্রী। এক রাস্তা ধরিয়া যদি কাহাকেও দু'পয়সা রোজগার করিয়া আনিতে দেখে অমনি হাজার হাজার বাঙ্গালী সেই রাস্তায় ভিঁড় জমাইয়া রাস্তা একেবারে block করিয়া বসে। উদাহরণ স্বরূপ

—ডাইং ক্লিনিং এর দোকান করিয়া যেই দুই চারিজন কিছু রোজগার করিতে সুরু করিল, অমনি আগানে বাগানে, অলিতে গলিতে, ডাইং ক্লিনিং এর সাইনবোর্ড ঝুলিতে সুরু হইল। এর অধিকাংশ দোকানে ডাইং ত হয়ই না, ক্লিনিং যা' হয় তাতে মনে হয়—কাপড়গুলি আর এক পোঁচ্ কালী মাখিয়া ফিরিয়াছে।

Hair cutting saloon করিয়া দুই চারিজন পয়সা রোজগার করিতে ছিল, অমনি কলিকাতার রাস্তায় নাপ্তের দোকানের গাদি লাগিয়া গেল—এখন যেদিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি হেয়ার কাটার এবং সেলুন। কাপড় কাচা সাবান তৈরী করিয়া কয়েকজন বেশ রোজগার করিতেছেন—অমনি ঘরে ঘরে সব সাবানের FACTORY এবং কারখানা বসিয়া গেল। খানিকটা তেল, কষ্টিকসোডা, কড়াই আর চাটু জোগাড় করিতে পারিলেই ফ্যাক্টরী খুলিবার আর বাধা নাই। মানিকতলার ঘরে ঘরে তাই রামা, শ্যামা, ছলিমদ্দী ও কলিমদ্দীর সাবানের কারখানা দেশী ওয়াসিং সাবানের প্রতি লোককে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

সম্প্রতি দেশী বীমা কোম্পানীর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া খেলোয়াড় লোকদের মধ্যে বীমা কোম্পানী খোলার এক হিড়িক্ পড়িয়া গিয়াছে। এমন মাস নাই, যে মাসে দুই চারিটা বীমা কোম্পানী না রেজেষ্ট্রী হইতেছে। এইরূপে গড্ডালিকার প্রবাহ চলিযাছে; অথচ অর্থাগমের কত যে নূতন নূতন রাস্তা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার খোঁজ নেবারও কাহারও সময় নাই। চিনির কারখানা এক বাংলা দেশেই বৃহদাকারে অমন দশবিশটা চলিতে পারে; কিন্তু এদিকে লোকের মতিগতি নাই। আজ এই নূতন রাস্তার সংবাদ পাঠকদিগকে দিলাম। গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তবে গ্রাহক্ নম্বর উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেই তাঁহাদের সকল জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর পাইবেন।

এই প্রবন্ধ প্রেসে কম্পোজ হইতে থাকা কালীন আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, যে কলিকাতার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধনী মাড়োয়ারী বাঙ্গলায় ও বিহারে দুইটা চিনির কল স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। বাঙ্গালী ধনী শুধু Rolls Royceএ চড়িবে, বাইজী রাখিবে, বাগান বাড়ীতে পঞ্চ"ম"কারের শ্রাদ্ধ করিবে, আর সরকারী তক্মা গলায় পরার জন্য সরকারের গোয়ালে কামধেনু সাজিয়া দুধ দিবে। এই সকল অর্থকরী শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিলে পাই পয়সাও তাহার হাত দিয়া গলিবে না—কেবল উপরি লাভ স্বজাতির নিন্দা ও গালাগালি।

কৃষি ও পশুপালন

[শ্রীভবেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

বর্ত্তমানে কৃষিই বাঙ্গলার সর্ব্বস্ব হইলেও কয়েকটি কথা ভাবিবার আছে; বাঙ্গলার এই কৃষি সর্ব্বস্ব অবস্থা চিরকালের নয় বা ইচ্ছাকৃতও নয়। আপনিই অজ্ঞাতসারে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। দুর্দ্দশাও তাই ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

বর্ত্তমান কালে কৃষি প্রধান দেশের দুর্দ্দশা হওয়াই সহজ। কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় অন্যান্য দ্রব্য মহার্ঘ, অথচ পরিশ্রম প্রায় সমান করিতে হয়।

এইরূপ অসুবিধা ছাড়া বাঙ্গলা দেশে একটী বিশেষ অসুবিধা হইতেছে—জমির অভাব বা অল্পতা। কৃষক যে জমিতে চাষ করে সেই জমির উৎপন্ন ফসলে তাহার নিজের খরচই একপ্রকার অচল। প্রথমে বলা হইয়াছে বাঙ্গলার সব নির্ভর করে কৃষির উপর। প্রায় ৫ কোটী লোক নির্ভর করে (২৪৪৯৭০০৮ একর) প্রায় আড়াই কোটী একর জমির উপর। প্রত্যেকের ভাগে অর্দ্ধ একরের বেশী পড়ে না। দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ চাষের উপযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। একর প্রতি ১৫/০ মণের বেশী শস্য হয় না। একজনের আয় ৭৷৷০ মণে (ধান হইলে ২২৷৷০, পাট হইলে ৬০৲ টাকা) গড়ে ৪০৲ টাকার বেশী হয় না। এত অল্প আয়ে একজন মানুষের এক বৎসর চলে না। তাহা হইলে দেখা গেল, কৃষি বাঙ্গলাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

তাহার পর চিরাচরিত প্রথামত চাষ করায় জমিতে শস্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে হয়ত কিছু সুফল লাভের আশা আছে; কিন্তু তাহা এত ব্যয়সাধ্য ও শিক্ষা সাপেক্ষ যে এই দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা দ্বারা কাজ চালান অসম্ভব। এ দেশের বহু জমি জলা। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করাও দুঃসাধ্য।

আমরা কৃষিজাত দ্রব্য বাহিরে পাঠাইয়াও দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি। কাঁচা মালের মূল্য প্রস্তুত মালের মূল্য অপেক্ষা কম। অথচ আধুনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে বাহির হইতে অনেক কিছু প্রস্তুত দ্রব্য না লইলে আপাততঃ চলিতেছে না। বাহির হইতে আমরা যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতেছি, দেওয়ার বেলায় তাহা অপেক্ষা আনুপাতিক হিসাবে বেশী দিতে হইতেছে—এক পরিশ্রমের মূল্যের তারতম্যের জন্য প্রতিযোগিতায় আমরা হারিয়া যাইতেছি, এবং দিন দিন দুর্দ্দশার চরম সীমায় অগ্রসর হইতেছি। আমার মতে আমাদের দেশের অর্থ- নৈতিক দুর্দ্দশার একটী বিশেষ কারণ—দেশের এই কৃষিসর্ব্বস্ব অবস্থা।

কৃষির জন্য যে সমস্যা আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেওয়া চলে না। এরূপ অবস্থায় দেশের কৃষক সংখ্যা যাহাতে আর না বাড়ে হয় তাহাই করা

ভাল। কৃষকের সংখ্যা কমানর চেষ্টা করিলেও আর একটা কিছু করিতে হইবে। এমন কাজ করিতে হইবে যাহার দ্বারা বাহির হইতেও কিছু অর্থ আমাদের দেশে আসে।

এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন। আমি আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। খুব সঙ্কোচের সহিত পশু পালন ব্যবসায়ের কথা বলিব। দুই একজনে বলিলেও বিশেষ জোর দিয়া বোধ হয় কেহ এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৮০ জন কৃষি ও পশু পালনের উপর নির্ভর করে। আমি পশু ব্যবসায়ীদের আলাদা করিয়া না ধরিয়া কৃষকের মধ্যে ধরিয়াছি। কারণ এদেশের কৃষক ও পশু ব্যবসায়ীর মধ্যে বিশেষ কোন সীমারেখা নাই। একই লোক উক্ত দুইটী কাজ করিতেছে। দুই একস্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কৃষকের হাত হইতে পশু পালন সংক্রান্ত কাজ ছাড়াইয়া লইলে কৃষি ও পশু ব্যবসায় উভয়েরই উন্নতি হইবে।

পশু ব্যবসায় কৃষকের হাত হইতে হস্তান্তরিত হইলে দুইটী কাজ হইতে পারে। প্রথমতঃ, সাধারণের মধ্যে যে মাংস জাতীয় খাদ্যের অভাব আছে তাহা পূরণ করা এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা সম্ভব হইবে, ভদ্র বাঙ্গালীরা একটী কাজ পাইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, বাহির হইতে কিছু অর্থ দেশে আসিতে পারে। এদেশে উক্ত খাদ্যের চাহিদা কম হইলেও বহির্জ্জগতে কম নয়। এমন অনেক জীব আছে যাহা বাঙ্গলা দেশে অচল হইলেও বাহিরে চলিতে পারে।

গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হাস, কুকুট, মাছ

প্রভৃতির অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে। দুধ ত' পাওয়াই যায় না, ছাগলগুলি হয় হাড়সার; ভেড়ার চাষ বাঙ্গালীর ত, একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। শূকরের ব্যবসায় সাধারণের নিষিদ্ধ—তাই অশিক্ষিত (নিম্ন ?) শ্রেণীর হাতে পড়িয়া তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না; আর ব্যাপকতাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে; হাসের ডিমের হয় দুই আনা জোড়া; মাছ ত' দিন দিন নদী ছাড়িয়া পুকুরে ভর করিতেছে। ইহার কারণ— একই লোকে কৃষি আর পশু পালন করে। আবার স্থানে স্থানে বিশেষ শ্রেণীর উপর ইহার ভার থাকে—তাহারা সকলেই অশিক্ষিত—পশু ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে কি ভাবে কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। তারপর মৎস্য রক্ষার কোন ব্যবস্থা সরকার হইতেও করা হয় নাই, সাধারণেও করে না; ফলে মাছ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে— বাড়িতে পারিতেছে না।

অন্যান্য দেশের অবস্থা ঠিক আমাদের বিপরীত। তাহারা পশু ব্যবসায়কে অর্থনৈতিক উন্নতির একটা বিশেষ পথ বলিয়া গ্রহণ করে। বেদুইন জাতীয় লোকেরা একমাত্র পশুপালনের উপরই নির্ভর করিতেছে। আয়র্লণ্ডের বহুলোক শূকরের ব্যবসায় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে— রাশিয়ার অনেক লোকও উহার পর নির্ভর করে। আফ্রিকার সমতল ভূভাগে, আমেরিকার মেক্সিকো অঞ্চলে, অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রভৃতি স্থানে বহু পশু ব্যবসায়ী আছে। ওই সমস্ত দেশে উহা একটী লাভজনক ব্যবসায়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না; অথচ উহা একটী অর্থনৈতিক উন্নতির বিশিষ্ট দিক।

পশু ব্যবসায়ের মধ্যেও যে কোন অসুবিধা নাই তাহা নহে। তবে সে বাধা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য নহে। অসুবিধাগুলির মধ্যে জমির অভাবের কথাই অনেকে বলিবেন। ইহাতে অসুবিধা সামান্যই। প্রত্যেক গ্রামে কিছু না কিছু জমি সব সময়ই পড়িয়া থাকে। গ্রামগুলি সব স্থানে জঙ্গলশূন্য নহে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেই জমিতে আর পতিত জমিতে যে স্থান পাওয়া যাইবে তাহাই যথেষ্ট। গ্রামের সমস্ত লোকই ত আর পশু পালন করিবেন না! অসুবিধার অনুপাতে সুবিধাই বেশী।

হাস পোষা খুব কষ্টসাধ্য নহে। বহু নদী খাল পড়িয়া আছে; তাহার দামদল সরাইয়া দিলে চলিতে পারে।

দুইটী বড় বাধা শূকর আর কুক্কুট পালনের সময় উপস্থিত হইবে—তাহা সামাজিক। হিন্দুরা বা মুসলমানেরা কেহই শূকর প্রতিপালন করিতে চাহিবেন না। হিন্দুদের দিক দিয়া এবিষয়ে আজ ভাবিবার অনেক কিছু আছে—তাহাদের সেই পুরাতন আভিজাত্য টিকিবে কি না! যেখানে না খাইয়া মরার কথা আছে সেখানে সম্পদের বা ধর্ম্মের অমন পুরাতন বাধা টিকিতে পারে না। হিন্দুদের রামায়ণে হরিশ্চন্দ্র কি করিয়াছিলেন? আজ আর মান সম্ভ্রমের গণ্ডী থাকিতে পারে না। বৃদ্ধদের কথা বাদ দিয়া, সমস্ত যুবকদের আজ সমাজ বাঁধন শিথিল করিতে হইবে। জাতির দুর্ব্বলতাকে আজ দূর করাই দরকার। হিন্দুদের কুক্কুট পালনের বেলায়ও এই কথা বলা যায়। সে দিন নাই—এটা ওটাকে মানিয়া বৃহৎ স্বার্থকে নষ্ট করা যায় না। কেহ যদি ওই কাজ করে তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মনষ্ট হইল, এমন কথার কোন অর্থ হয় না।

গরুর ব্যবসায় প্রথমে কেহ করিতে রাজী হইবেন না। প্রথম প্রথম উহাতে একটু লাভ না হইতে পারে; পরে লাভ নিশ্চয়ই হইবে। তাহা ছাড়া দেশের একটা বড় উপকার করা হইবে। যে কয়টী পশুপ্রতিষ্ঠান আছে তাহাই প্রামাণ্য।

মৎস্যের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। কেহ যদি একটু বিস্তৃত মূলধন লইয়া চেষ্টা করেন তাহা হইলে আংশিকভাবে ওই অভাব পূরণ হইতে পারে। বাঙ্গলার নদী, খাল, বাঁওড় ইত্যাদির অভাব নাই। সেখানে একটু চেষ্টা করিলেই ভাল ভাবে মৎস্যের উন্নতি করিতে পারা যায়। তবে তাহা একটু কষ্টসাধ্য। কিন্তু লাভও সেই অনুপাতে খুব বেশী। আর একটা সুবিধা—হাঁস ও মৎস্য দুইই একত্রে চলিতে পারে।

ছাগ ব্যবসায়ের লাভের একটী বিবরণ দিলাম। গত ১৩৩১ সালের বর্ষাকালে একজন বিধবা বাইতি (বাইন) স্ত্রীলোক একটী ধাড়ী ছাগল ১।০ সুদের পরিবর্ত্তে পায়। সেই বছর হইতে উক্ত ধাড়ীটির বাচ্ছা হইতে আরম্ভ হয়। ধাড়িটী আজও জীবিত আছে। বাচ্ছাগুলির কতক পাঁঠা আর কতক পাঁঠি। ওই পাঁঠিগুলিও এখন বাচ্ছা প্রসব করিতেছে। উক্ত স্ত্রীলোকটী ৭টি খাসী ১৩.,১৭৲ ১৫৲, ১৬৲, ৯৲, ৭৲, ১৯৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করে। এখন তাহার বড় ১১টী খাসী ও প্রায় ২২।২৩টী ছোট বাচ্ছাও রহিয়াছে। এই সত্য ঘটনা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিতে চান তাহা হইলে আমি নিজেই দেখাইতে পারি। ইহা হইতে আমার জাতীয় ভাইরা বুঝিবেন কিরূপ অল্প মূলধনে বিস্তর লাভ করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম হস্তী-দন্ত প্রস্তুত প্রণালী

শ্রীবরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ হস্তীদন্তের জন্য প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরা, ব্রহ্ম,শ্যাম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে অনেক প্রকার হাতী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ দুই বর্ণের হাতী আমাদের চোখে পড়ে – ধূসর ও শুভ্র। শুভ্র বা শ্বেত হস্তী অপেক্ষা ধূসর বর্ণের হস্তী পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তীর সংখ্যা বেশী। পূর্ব্বদেশের হাতী অপেক্ষা দক্ষিণদেশের হাতী বেশী কালো ও আকৃতিতে বিশাল। হাতীর নিকট হইতে দু'টী মূল্যবান জিনিষ আমরা পাইয়া থাকি—প্রথমটী গজমুক্তা, দ্বিতীয়টী দাঁত। হস্তীকুম্ভজাত মুক্তাকে গজমুক্তা কহে, এই মুক্তা লাখে একটী হাতীর নিকট পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তবে হাতীর দাঁত প্রায় সময়েই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট দাঁতের সংখ্যা খুব কম, সংখ্যায় অল্প হয় বলিয়াই বাজারে মূল্য তাহার এত বেশী।

হাতীর দাতের দ্বারা অনেক প্রকার কারুকার্য্যখচিত জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে; হাতীর দাঁতের তৈরী সিন্দুর কৌটা অনেক বাঙ্গালী ও রাজপুতাণী বধূকে যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে দেখা যায়, অনেক অবস্থাপন্ন পল্লী-ললনার বেণীতে কাঁটাচিরুণিরূপে শোভা বর্দ্ধন করে, অনেক বাবু-ভায়ার ছড়ির মাথায় ও সিগার্ পাইপে দেখা যায়—এ ছাড়া রাজ-অন্তঃপুরে, জমিদারের পান-পাত্রে ও ব্যবসায়ীর সিন্ধুকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ও সুসজ্জিত থাকে। হাতীর দাঁতের আদর ধনী লোকেরাই বেশী বুঝে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গজমুক্তার মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হাতীর দাঁত পাওয়া বড় দুষ্কর; সেজন্য হাতীর দাঁতের মূল্য বড় বেশী। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকের যাদুবলে আমরা অতি অল্প মূল্যে হুবহু হাতীর দাঁতের তৈরী জিনিষ পাইতেছি; আরো আশ্চর্য্য যে, যে দেশ হইতে আমরা এত সুলভ মূল্যে উল্লিখিত জিনিষ পাইয়া থাকি, সে দেশে ভারতবর্ষের হস্তী সংখ্যার শতাংশের একাংশও হাতী নাই; অতএব এত হাতীর দাঁত তাহারা পায় কোথা হইতে?

আমি জাপানের কথা বলিতেছি। জাপানদেশের ক্ষুদ্র মানুষগুলি বড় সাধারণ মানুষ নয়, তাহাদের অন্তরে সৃষ্টি-সুখের উল্লাস অবিরাম নৃত্য করিতেছে, আজ তাই তাহারা বিশ্ব-সমাজে স্বাধীন আত্মজয়ী জাতি রূপে খ্যাত।

উন্নত জাপান যখন দেখিল, হাতীর দাঁতের তৈরী কারুকার্য্যময় জিনিষ অন্যদেশে চালান দিতে পারিলে অনেক পয়সা ঘরে আনা যায়, তখন তাহারা সেই পথে ছুটিল। জাপানে হাতীর অভাব বড় বেশী, হাতীর দাঁত তো পাওয়াই যায় না। অনেক চিন্তার পর তাহারা রাসায়নিক প্রণালীতে হাতীর দাঁতের হুবহু নকল করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর শেষে অবিকল হাতীর দাঁতের জিনিষ তাহারা

প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিতে লাগিল; আজ তাহারা এই ব্যবসায়ে বেশ দু' পয়সা রোজগার করিতেছে।

জাপানে কি করিয়া নকল হস্তীদন্ত তৈরী হয়, পরদেশীকে তাহা তাহারা একদম শিখাইতে চাহে না। ষ্টুশ্চুভিয়ান নামক জনৈক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক জাপান ভ্রমণের পর কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুত প্রণালী কেমিক্যাল রিসার্চ্চ নামক পুস্তকখণ্ডে প্রকাশিত করেন। তাঁহার মতে দুই প্রকারে হস্তীদন্তের হুবহু নকল করা যাইতে পারে।

প্রথম

১ সের রবার ১৬সের ক্লোরফর্ম্মের (chloroform) মধ্যে দ্রব করিয়া উহার মধ্যে এমনিয়া গ্যাস দিতে হইবে। এমনিয়ার গন্ধ বাহিরে আসিলেই দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। তারপর উত্তাপ দ্বারা ক্লোরফর্ম্ম তাড়াইয়া দিন। তার পর অবশিষ্ট জিনিষের সহিত কেল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট (calcium phosphate) চূর্ণ অথবা জিঙ্ক কার্ব্বনেট চূর্ণ (zinc carbonate) মিশাইয়া ফেলুন, ব্যবহারের সময় এই চূর্ণ মিশ্রদ্রব্য গরম অবস্থায় ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া চাপ দিতে থাকুন; যখন ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে তখন সুন্দর হাতীর দাঁতের জিনিষ প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয়

দশভাগ সাদা শেলাক (white shellac) চার ভাগ হাতীর দাঁতের গুঁড়া, লেড এসিটেড (led acetate) সাড়ে চার ভাগ, পাঁচ ভাগ কর্পূর একত্রে মিশ্রিত করুন। তারপর তাপ দিয়া শুকাইয়া গেলে পর চূর্ণ করিয়া ফেলুন এবং শেষে ছাঁচের মধ্যে গরম অবস্থায় রাখিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা না হয়, ততক্ষণ যথেষ্ট চাপ দিন কিছুক্ষণ পরে অবিকল হাতীর দাঁতের জিনিষ প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

এডিসনের জীবনী

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ,

বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কারক এডিসনের নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত। গত ১৮ই অক্টোবর শেষরাত্রে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি যখন এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ইহাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, পরলোক গমনের পূর্ব্বে তাহাকে উন্নততর অবস্থায় রাখিয়া, মানব সমাজের কল্যাণকর প্রভূত উপায় আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মানব জন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। বিধাতার সৃষ্ট রাজ্যে অন্যান্য প্রাণী ও মানবের মধ্যে এইখানে তফাৎ।

যে মানব কেবল আহার বিহার, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের পরিবার প্রতিপালনেই জীবন শেষ করে, অন্যান্য প্রাণীদের সহিত তাহার তফাৎ বেশী কিছু নহে। মানব জীবনের সার্থকতা সেইখানে, যখন তাহা মানব সমাজকে উন্নততর সোপানে লইয়া যায়।

এইজন্য এক একটি মানব শিশুর জন্মকালে সমগ্র সৃষ্টি যেন আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকে। এ জগতে যুগে যুগে এইরূপ ক্ষণজন্মা শিশুগণই বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই পৃথিবীকে, এই মানব সমাজকে অন্ধকার হইতে আলোকের পথে লইয়া চলিতেছেন, অজ্ঞানতা হইতে জ্ঞানরাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতেছেন, অসত্য হইতে সত্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া দিতেছেন। এ পৃথিবীতে এইরূপ শিশুর জন্ম সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার জন্য সমগ্র মানব সমাজের একনিষ্ঠ সাধনায় নিমগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

টমাস আলভা এডিসন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের অন্তর্গত ওহিও প্রদেশের মিলান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার বংশ জাতিতে ডচ্‌ ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা হল্যাণ্ড হইতে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

এডিসন

পিতার ব্যবসা ফেল হইয়া যাওয়াতে এডিসনকে সাত বৎসর বয়স হইতেই আপনার জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় এই পৃথিবীর সংগ্রাম ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। দুটি অন্নের যোগাড় করিতে এই কচি বালককে

কঠোর শ্রমে রত হইতে হইয়াছিল। সাত বৎসরের কোমল কচি বালক!—কোথায় পিতার যত্নে, মায়ের বুকে আদরে লালিত পালিত হইবে, না, সেই কোমল বয়সেই নিজের ক্ষুধার অন্ন নিজেই যোগাড় করিবার জন্য এই বিশাল পৃথিবীর বন্ধুর রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই তরুণ বালকের জীবন সংগ্রামে এক বিধাতা ব্যতীত আর কেহ সাহায্য করিবার ছিলেন না। বিধাতা তাঁহার মধ্যে যে অলৌকিক প্রতিভার খনি নিহিত করিয়া এ পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন, সেই অলোকসামান্য শক্তিই ঐ তরুণ বালককে আপনার পথ আপনি কাটিয়া লইতে সক্ষম করিয়াছিল। মানব জীবনে বিধাতার অদ্ভুত লীলা দেখিয়া বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া যাই। মনে হয়, সেই কঠোর দরিদ্রতার নিষ্পেষনে পেষিত, চূর্ণিত না হইলে বুঝি এডিসনের ঐ অলৌকিক প্রতিভা ফুটিত না। কারণ সুখ সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য বিলাসের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ বড় বেশী দেখা যায় না; দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষণ যেমন মানুষের বিধাতৃদত্ত মনুষ্যত্ব ও প্রতিভাকে ফুটাইয়া তোলে, এমন সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য প্রায় করে না।

সাত বৎসরের বালক এডিসন আপন উদরান্নের জন্য রেলগাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য এবং সংবাদ পত্র বিক্রয় করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে নব নব আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগতকে চমকিত করিয়া যিনি লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহার জীবন এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল। কে জানিত তখন, যে এই সাত বৎসরের খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা বালক বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কারে বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়া দিবে।

বহু বৎসর ধরিয়া বালক এডিসন এইরূপে রেলগাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তারপর ট্রেণের লগেজের গাড়ীতে নিজেই একটি ছোট ছাপাখানা স্থাপন করিয়া সংবাদ সংগ্রহ হইতে কম্পোজ করিয়া ছাপা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ একাকী সম্পন্ন করিয়া একটি রেলওয়ের সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার গ্রাহক সংখ্যা ৪০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এইখানে আমরা তাঁহার বিধাতৃদত্ত অনন্যসাধারণ শক্তির প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই। সহায়সম্পদহীন কিশোর বালকের পক্ষে একাকী এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা এবং তাহা সুচারুরূপে পরিচালিত করিবার সাহস ও শক্তিলাভ করা সাধারণ মানবের পক্ষে অসাধ্য। ইহা তাঁহারই পক্ষে সম্ভব, যিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞানে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত হন।

ছাপাখানা স্থাপনের কিছুদিন পরে তিনি ঐ লগেজের গাড়ীতেই একটি ল্যাবোরেটরি স্থাপন করেন। একটি অশিক্ষিত তরুণ বালকের পক্ষে কাহারো সাহায্য না লইয়া ল্যাবোরেটরি স্থাপনের কথা ভাবিয়া দেখিলে কি আমরা অবাক্ হইয়া যাই না? এ জ্ঞানের সঞ্চার তাঁহার মধ্যে কে করিল? এ মনীষা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? যিনি নিয়ত আমাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই জ্ঞানের উৎসের নিকট হইতে তিনি এই অনন্যসাধারণ সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই জ্ঞানময় পুরুষের অপার জ্ঞান এইরূপে এডিসনের দ্বারা তাঁহারি কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার উপায়ের উন্মেষ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার—শুধু তাঁহার কেন, প্রত্যেক মানুষেরই—জ্ঞানদাতা বলিয়া তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির পথকে সোজা সরল করিয়া

দেন নাই। ঈশ্বরের আদেশানুসারে চলিতে হইলে মানুষের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় না; তাহাকে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে হয়। যে মানুষ এই কণ্টকাকুল দুস্তর পথের বাধা বিঘ্ন দ্বারা অপ্রতিহত থাকিয়া একনিষ্ঠ ও তন্ময় চিত্তে সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন, সিদ্ধি তাঁহার অবশ্যম্ভাবী।

জীবনের পথ কাটিয়া লইবার প্রথম চেষ্টাতেই এডিসনেরও গুরুতর প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়িয়াছিল। উপযুক্ত পরিমাণে ও যথাযথভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংমিশ্রিত না হওয়াতে একদিন তাঁহার ল্যাবোরেটরিতে আগুন লাগিয়া গেল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রেলগাড়ীর গার্ড তাঁহার মস্তকের পার্শ্বদেশে কাণের উপরে এমন এক প্রচণ্ড ঘুসি মারে যে এডিসন চিরদিনের জন্য এই অল্প বয়সেই কালা হইয়া যান। জীবনের প্রথম উদ্যমেই এরূপ ভীষণ বাধা পাইয়াও এডিসন নিরুদ্যম হন নাই। ঈশ্বর যাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষাতে ভূষিত করিয়া এ পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন, কোনো মানবের সাধ্য নাই তাঁহার উন্নতির গতিরোধ করে।

সাধারণ লোকের পক্ষে যে বাধা দুর্ল্লঙ্ঘ্য, প্রতিভাবান মানুষ তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যান; প্রতিভা কোনো বাধাকেই গ্রাহ্য করে না—প্রতিভা আপনার শোভা সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া জগতকে বিস্ময়চকিত করিয়া তুলিবেই।

এডিসন তখন যে কার্য্য ধরিয়াছিলেন তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য একটি আশ্চর্য্যজনক উপায়ে এডিসনকে অন্য পথে লইয়া গেলেন। ট্রেণে যাতায়াত করিতে করিতে ঘটনাচক্রে এডিসন কোনো রেলওয়ে ষ্টেশনের এজেণ্টের পুত্রের জীবন রক্ষা করেন। ইহাতে তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া এডিসনকে ট্রেণ টেলিগ্রাফি বিদ্যা শিখান। এই বিদ্যা শিক্ষার পর এডিসন টেলিগ্রাফ বিভাগে অপারেটরের কর্ম্ম পান। এই কর্ম্মই তাঁহার বিধাতৃ দত্ত, প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। কত লোকে ত এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে জীবন শেষ করিয়াছে, কিন্তু আপনার গণ্ডীর উপরে উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে প্রতিভার অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, তিনি কখনো সীমাবদ্ধ পথে চলিতে পারেন না। তিনি তাহার উপরে উঠিয়া বিধাতার অসীম জ্ঞান রাজ্য হইতে এক একটি জ্ঞানের কণা আহরণ করিয়া আনিয়া তাঁহার পথকে অপূর্ব্ব সম্পদে সম্পদবান করিয়া তোলেন।

এডিসনকে বার ঘণ্টা ধরিয়া কাজ করিতে হইত; কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট রহিলেন না। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বার ঘণ্টা কার্য্যের পরও তিনি অধ্যয়ন করিতেন এবং নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপ একাগ্র চেষ্টার ফলে তিনি প্রথমে আরশুলা মারিবার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

ইহার পর তিনি Indianapolis নামক নগরে গমন করেন। এইখানে তিনি Automatic Repeater নামক একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্র দ্বারা একটি সংবাদ একই সময়ে বিভিন্ন টেলিগ্রাফ লাইনে অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রেরণ করা যায়। সংবাদটি এক লাইনে পাঠাইবার সময় আপনা-আপনি অন্যান্য লাইনেও যাইতে থাকে।

তাঁহার বহু অমূল্য আবিষ্কারের মধ্যে ইহাই তাঁহার প্রথম আবিষ্কার। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের নানা সহরে টেলিগ্রাফ বিভাগে অনেক দিন কাজ করিবার পর তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন নগরে গমন করেন। এখানে টেলিগ্রাফ বিভাগে তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এখানে তাঁহার কর্ম্মস্থলে একটি ছোট ঘরে তিনি একটি ল্যাবোরেটরি স্থাপন করেন। অবসর সময়ে তিনি এই ল্যাবরেটরিতে নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অনেকগুলি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের সময়ে ভোট গণনা করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। যাহাতে অল্প সময়ে ভোট গণনা করা যায় সেজন্য তিনি এই ল্যাবরেটরিতে বসিয়া একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

তারপর তিনি টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে নানা প্রকার উন্নতি সাধন করেন। একই সময়ে একই তারের ভিতর দিয়া একই সঙ্গে পাঁচ ছয়টি সংবাদ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের উপায় তিনিই আবিষ্কার করেন। এই উপায়টি ইউরোপে পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু এডিসন তাহার বিষয় জানিতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনভাবে এই উপায় আবিষ্কার করেন।

বোষ্টন হইতে এডিসন নিউইয়র্ক সহরে গমন করেন। সেখানে তিনি একদিন এক টেলিগ্রাফ অফিসে কোন কর্ম্মের জন্য দরখাস্ত লইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে সেখানকার টেলিগ্রাফের যন্ত্র বিকল হইয়া পড়িল। এডিসন্ তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিয়া ঠিক করিয়া দিলেন। টেলিগ্রাফ অফিসের কর্ত্তারা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণতা দেখিয়া তাঁহাকে সেই অফিসের ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত করিলেন।

ইহার পর তিনি "গোল্ড ইণ্ডিকেটার" কোম্পানীর ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। এই কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য তিনি ষ্টকের মূল্য টেলিগ্রাফে ছাপাইয়া পাঠাইবার একটি বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই যন্ত্রের মূল্য স্বরূপ তিনি ঐ কোম্পানীর নিকট ১৫ হাজার টাকা চান। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে ইহার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার দেন। এডিসন অযাচিত ভাবে এত টাকা পাইয়া বিশেষরূপে উপকৃত হন। সে-সব দেশের লোকেরা মানুষের প্রতিভা ও গুণের আদর করিতে জানে। সে সব দেশ স্বাবলম্বীর দেশ। তাই যেখানে স্বাবলম্বন, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সততা প্রভৃতি প্রকৃত গুণরাশির সমাবেশ দেখে সেখানেই তাহারা তাহাকে পুরস্কৃত করে। তাই সে-সব দেশে দরিদ্র চাষার ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও, গুণ থাকিলে মানুষ দেশের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশা রাখে। তাই জেমস্ গারফিল্ড, এব্রাহাম লিঙ্কন দরিদ্রের সন্তান হইয়াও আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাই এডিসনেরও প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম হইয়াছিল। এডিসন তাঁহার যন্ত্রের মূল্য ১৫ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। আমাদের দেশ হইলে বেশী টাকা দেওয়া দূরের কথা, ঐ ১৫ হাজার টাকা কমাইয়া কিরূপে আট হাজার কিম্বা ১০ হাজার করা যায় তাহা লইয়াই কত দর কষাকষি চলিত!

বিধাতা এডিসন্‌কে প্রতিভায় ভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। তাই তিনি এডিসনকে এইরূপ অযাচিত ভাবে এত টাকার অধিকারী করিয়াছিলেন। এডিসন এতগুলি টাকা পাইয়া নিউজার্সির অন্তর্গত নিউ আর্ক নগরে নিজের একটি ল্যাবরেটরি ও কার-

খানা স্থাপন করেন। তখনো তিনি গোল্ড-ইণ্ডিকেটার কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে এই কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিউইয়র্কের মেনলো পার্কে একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন।

পরের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে তিনি নিজের ল্যাবরেটরিতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রসূত নানা প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কারে রত হইলেন। ইহার পর তিনি দশ বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার যন্ত্র ও কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সকল যন্ত্র ও কৌশল আবিষ্কৃত হওয়াতে মানবসমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি প্রধান। (১) Automatic Telegraph transmitter,— এই যন্ত্র দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি সংবাদ প্রেরণ করা যায় (২) Telantograph—এই যন্ত্রদ্বারা প্রেরক যে হস্তাক্ষরে টেলিগ্রাফ্ করে সেই হস্তাক্ষরের লিখিত টেলিগ্রাফ গ্রহীতা পায়। (৩) টেলিগ্রাফের যন্ত্রের নানাপ্রকার উন্নতি সাধন করেন (৪) Electro Motograph এই যন্ত্র টেলিফোনের সহিত ব্যবহৃত হয় (৫) হাইগ্রস্কোপ—বাতাসের জলীয় অংশের পরিমাণ মাপিবার জন্য এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন (৬) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ফনোগ্রাফ নির্ম্মাণ করেন। মরণশীল মানবের স্বরকে অমর করিয়া রাখিবার উপায় এই ফনোগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তিনি সমগ্র জগতের গভীর বিস্ময় উৎপাদন করেন। ফনোগ্রাফ হইতে ক্রমে গ্রামোফোনের উদ্ভব হইয়াছে। ফনোগ্রাফ ও গ্রামোফোন পরলোকবাসীদিগকে ক্ষণিকের জন্য নিকটে আনয়ন করে। (৭) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অস্পষ্ট স্বর স্পষ্ট উচ্চ করিবার জন্য মেগাফোন নির্ম্মাণ করেন। (৮) স্বর আরো বাড়াইবার জন্য তিনি acrophone যন্ত্র প্রস্তুত করেন (৯) ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের carbon filaments (অঙ্গার সূত্র) তৈয়ারী করিবার একটি উন্নত উপায় উদ্ভাবন করেন (১০) Dynamo অর্থাৎ তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন (১১) বৈদ্যুতিক প্রবাহ মাপিবার যন্ত্র বাহির করেন (১২) আবহাওয়ার ক্ষুদ্রতম পরিবর্ত্তনও বুঝিবার জন্য যন্ত্র তৈয়ার করেন এবং (১৩) বায়স্কোপ আবিষ্কার করেন।

এতদ্ব্যতীত, বিদ্যুৎদ্বারা যানবাহন চালান যায় কিনা তাহা তাঁহার নিজের বাড়ীর জমিতে একটি রেললাইন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ দ্বারা একটি ট্রেন চালাইয়া দেখাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি এমন সফল হইয়াছিলেন যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলেকট্রিক রেলওয়ে কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। সিকাগো প্রদর্শনীতে প্রথম ইলেকট্রিক রেলওয়ে খোলা হইয়াছিল এবং এই ট্রেনে ১৩ দিনে ২৮ হাজার যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এডিসন্ নিউজার্সি প্রদেশের অরেঞ্জ নগরে বড় করিয়া একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। এখানে তিনি বায়স্কোপের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই ল্যাবরেটরিতে বিশ্বচরাচর ভুলিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার সেই তপস্যার ফলে এই বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতা অশেষ রূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সেই কঠোর সাধনা এ পৃথিবীকে নানাপ্রকারে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। এই ল্যাবরেটরী নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি বিভাগে খনির কার্য্যে বিদ্যুৎ কত রকমে কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহা পরীক্ষা করিতেন।

সম্প্রতি এডিসন্ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন,

তাহাতে এত বেশী বিদ্যুত সঞ্চিত থাকে যে তাহাদ্বারা অনায়াসে যানবাহন বিশেষতঃ মালবাহী গাড়ীগুলি চালাইতে পারা যায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনা করেন। ফনোগ্রাফ এবং সিনামেটোগ্রাফের সম্মিলন করিয়া তিনি এই আশ্চর্য্যজনক জিনিসটি মানব সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আজকাল প্রায় সকলেই এই সবাকচলচ্চিত্র বা "টকি"র জন্য একেবারে পাগল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এমন একপ্রকার টর্চ-লাইট বাহির করেন যাহা নানাস্থানে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়। আজকাল আমাদের সহরে, গ্রামে ছোট বড় প্রায় সকলেরই হাতে একটি করিয়া টর্চলাইট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কত রকম সুবিধা হইয়াছে; অন্ধকার রাত্রে ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামের বিপদসঙ্কুল পথে এই টর্চ-লাইট পথ দেখাইয়া বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করে।

ইংলণ্ডের গ্রেহাম বেলের সহিত এডিসনের টেলিফোন লইয়া অনেক বৃথা তর্ক বিতর্ক হয়; কিন্তু পরিশেষে দুইজনে একমন হন এবং এডিসন টেলিফোনের নানাপ্রকার উন্নতিসাধন করেন। বর্ত্তমান কালে আমরা টেলিফোনকে যে অবস্থায় দেখিতেছি তাহা এডিসনেরই গবেষণার ফল।

বিজ্ঞান রাজ্যে এইরূপ অসংখ্য প্রকারের অসাধারণ উদ্ভাবনার পুরস্কার স্বরূপ তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানে (Physics) কৃতিত্বের জন্য নোবেল প্রাইজ পান এবং সেই বৎসরেই আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনী গঠন সমিতির সভাপতির পদে বৃত হন।

এডিসন একজন অসাধারণ কর্ম্মী ছিলেন। ৬০ বৎসরের মধ্যে তিনি গড়ে প্রতিদিন চারি-ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যান নাই। তাঁহার ৭৮ বৎসরের মধ্যে তিনি ১১৫০টি যন্ত্রের পেটেণ্ট লইয়াছিলেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে তাঁহার পরীক্ষাগারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার বধিরতা তাঁহার কার্য্যের বাধা জন্মাইতে পারে নাই। তাঁহার সহিত কথা বলিতে হইলে, বক্তব্য বিষয় লিখিয়া জানাইতে হইত। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অচিরে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকায় রবারের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। আমেরিকার এই অসুবিধা দূরী-করণের জন্য তিনি আমেরিকায় প্রতিবৎসর যাহাতে রবার উৎপন্ন হয় তাহার কৃত্রিম উপায় অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও বাহির করিবার চেষ্টায় ছিলেন।

এডিসন্ প্রতিদিন ১৬ হইতে ১৮ ঘণ্টা কাজ করিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ কর্ম্মশক্তির ফলে তিনি এই ৮৪ বৎসরের মধ্যে যত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা করিতে ১৩৫ বৎসর লাগিত। এডিসনের ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা তাঁহাকে এইরূপ অনন্যসাধারণ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে সক্ষম করিয়াছিল। কিন্তু কেবল প্রতিভা থাকিলেই মানুষ সাধারণ লোকের অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেনা। তাহার সহিত পরিশ্রম, অধ্যবসায় একনিষ্ঠা ও দৃঢ় চিত্ততার সম্মিলন আবশ্যক। আমরা সাধারণতঃ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষদিগকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহাদের দিকে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া থাকি। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রতিভার অনুকরণ করা অসম্ভব; কিন্তু আমরা ইঁহাদের কর্ম্মশক্তি, অধ্যবসায়, একাগ্রচিত্ততার অনুসরণ করিয়া জীবনকে শক্তিশালী ও সার্থক করিতে ত পারি! এডিসন্ প্রতিভার

যে defination বা সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কর্ম্মময় জীবনকে তিনি জগতে কি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন! লোকে "প্রতিভা" "প্রতিভা" করিয়া আড়ষ্ট হয়, এবং ভাবে যে তাহার মধ্যে যখন কোনও প্রতিভার বিকাশ নাই তখন সে বড় হইবে কি করিয়া? এডিসন্ এই সকল ওজরতা প্রিয় ছলান্বেষী নিষ্কর্ম্মাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"Genius is one percent inspiration

and ninetynine per cent perspiration"—অর্থাৎ "প্রতিভার মধ্যে শতকরা এক ভাগ ঈশ্বরদত্ত প্রেরণা ও শক্তি আর ৯৯ ভাগ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় থাকে।" তাঁহার জীবনের এই মহামূল্য অভিজ্ঞতা আমাদের মত সাধারণ মানুষের চিত্তে আশা ও বলের সঞ্চার করে। আমরা ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার অধিকারী না হইলেও আমাদের যদি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও একাগ্রনিষ্ঠা থাকে, তবে এ জগতের অনেক কাজে লাগিতে পারি; ঈশ্বর ও মানবসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি।

যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা এডিসনের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, তাহা তাঁহার জীবনের এই একটি ঘটনা হইতে আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি।

এডিসন বিবাহ করিয়া যেদিন নববধূকে গৃহে লইয়া আসেন সেদিন আনন্দোৎসব ও ভোজে অনেক বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এডিসন গৃহে পৌঁছিয়া ভোজসভায় বধূকে রাখিয়া আপনার ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করেন। তিনি বলিয়া যান যে একটু পরেই আসিয়া সকলের সহিত একত্রে আহার করিবেন। তাঁহার নবপরিণীতাবধূ ও বন্ধুগণ তাঁহার আশায় বসিয়া রহিলেন; কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল তিনি আর আসেন না। তখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ডাকিবার জন্য তাহার পত্নীকে ল্যাবরেটরীতে পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহার পত্নী ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাঁহার সম্মুখ দিয়া কয়েকবার যাতায়াত করিলেন; কিন্তু এডিসন যে কার্য্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়াছিলেন তাহা হইতে আর চক্ষু ফিরাইলেন না। তখন তাঁহার পত্নী এডিসনের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া একটু নাড়া দিয়া জানাইয়া দিলেন যে ভোজগৃহে তাঁহার জন্য বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার আশায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। এডিসন তখন তাঁহার পত্নীর দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, "তুমি কে? আমার কাজের ক্ষতি করছ কেন?" পত্নীও তখন অবাক্ হইয়া বলিলেন, "সে কি? তুমি যে আজ আমাকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছ! আমি যে তোমার স্ত্রী।" তখন এডিসনের ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে ভোজ সভায় গেলেন।

প্রতিভা ও আপনার কর্ত্তব্যকার্য্যে এইরূপ অনন্যসাধারণ তন্ময়তা এডিসনকে প্রকৃত তপস্বীর জীবন দান করিয়াছিল।
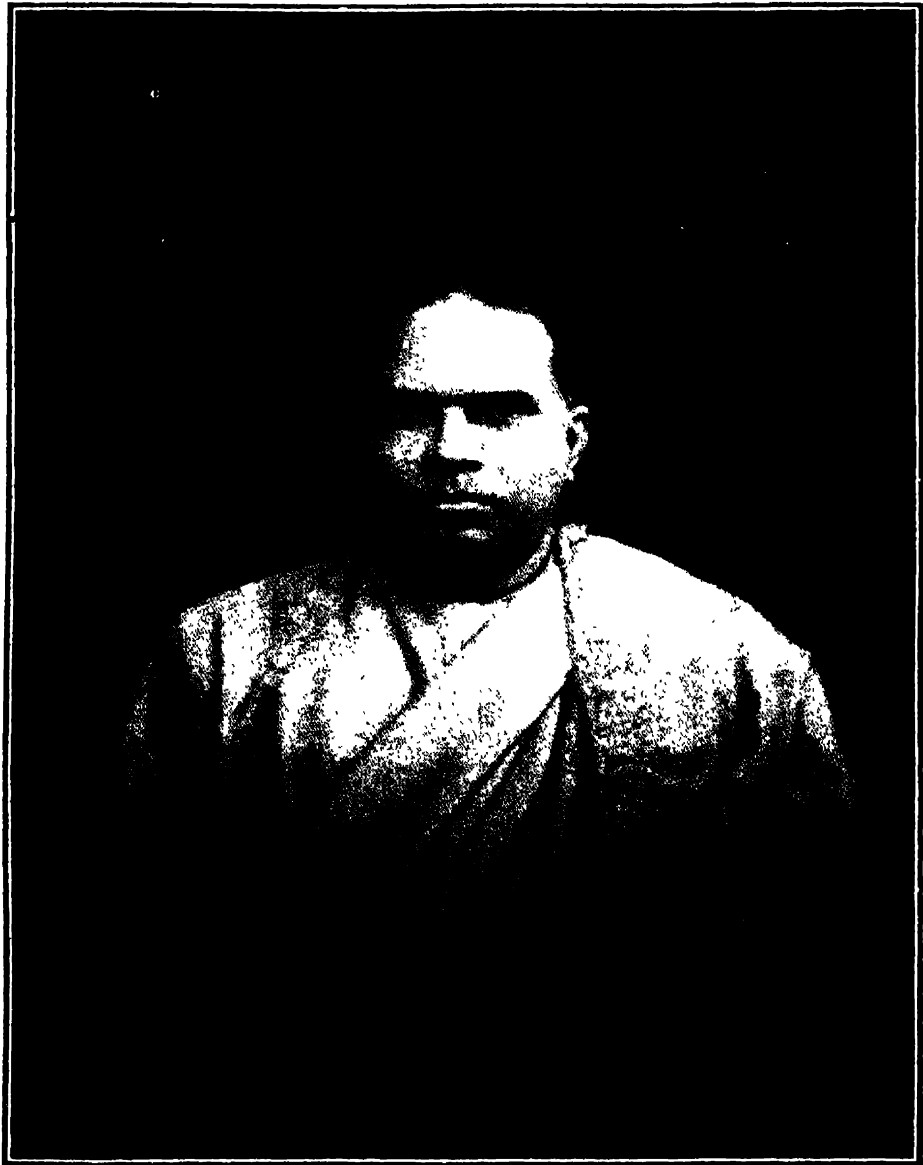
"The prosperity of our nation is largely dependent on its thrift, and, there is no other method so efficacious and secure, of accumulating vast funds and making them available for the Commercial, Industrial and other enterprises of our country than through Life Insurance effected in Indian Offices." * * * * *

"Our cry, therefore should be "Buy Indian Life Insurance" as being one of the safest and surest means of our economic slavation, and withal perfectly legitimate. To impress this on our countrymen is, therefore, a moral duty we owe unto ourselves and to our country."

Extract from the speech of Mr. Nalini Ranjan Sarkar, President of the Indian Life Offices Association, at its Annual meeting at Bombay, on the 18th December, 1931.

ইন্‌সিওরেন্স এ্যান্যুয়াল্‌
বা
বার্ষিক বীমা সংখ্যা

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বড়দিনের সময় আমরা আমাদের Insurance Annual বা বার্ষিক বীমা সংখ্যা বাহির করি। অন্যান্য বারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বীমা কোম্পানীর পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত থাকি, কিন্তু এবার বার্ষিক বীমা সংখ্যায় এমন সকল বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে যাহাতে দেশীয় বীমা কোম্পানীর এজেণ্টগণ কাজ সংগ্রহ করার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন।

দশ জনের টাকা এক জায়গায় জড়ো করিয়া সেই সম্মিলিত মূলধন দ্বারা নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য জগতে যত রকমের অনুষ্ঠান আছে তাহার মধ্যে ব্যাঙ্ক শীর্ষস্থানীয় এবং তাহার নীচেই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী গুলির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কগুলিতে যেমন দশের অর্থ এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া সেই সম্মিলিত মূলধন ব্যবসায়ে খাটানো হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বীমা কোম্পানী সাধারণের নিকট পলিসি বিক্রয়ের দ্বারা যে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করেন তাহাই নানা অনুষ্ঠানে খাটানো হইয়া থাকে। এক ব্যাঙ্ক ব্যতীত সাধারণের টাকা এরূপ বিরাট আকারে আর কোথাও কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায় না। ফলতঃ বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় হইতে যে কত কোটী কোটী টাকা পুঞ্জীভূত হইয়া জগতের নানা কল্যাণকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর্থিক জগতে সেইজন্য বীমার প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এইজন্য ভারতবর্ষে কতগুলি বীমা কোম্পানী কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া সাধারণের নিকট হইতে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করিয়া আপন আপন কোম্পানীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে সর্ব্বাগ্রে আমরা তাহারই পরিচয় দিয়া আমাদের বার্ষিকী বীমা বিবরণীর অধ্যায় সুরু করিব।

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office.	Insurance business transacted.
Agricultural and Mercantile Bank of India	1929	Lalapet, Guntur.	... Live stock.
All-India and Burma Provident Fund	1910	17, Norris Road, Langford Town Bangalore.	Life.
All-India Crop Insurance and General Developments	1929	Mahboob Mahal Amir Mahal Road, Royapettah, Madras.	Crop.
All-India Security Life and General Insurance Company	1929	Alice Building. Hornby Road, Fort, Bombay.	Life.
Andhra Insurance Company	1925	Fort Road. Masulipatam.	Life.
Angels' Insurance Company	1930	Queen's Road, Delhi.	Life.
Argus Insurance Company	1919	1333, Richey Road, Nagarwarda, Ahmedabad.	Life and Fire.
Aryan Mutual Life Assurance Society	1930	45—47, Churchgate Street, Fort, Bombay.	Life.
Asian Assurance Company	1911	Asian Building. Ballard Estate, Fort, Bombay.	Life.
Asiatic Government Security Life Assurance Company	1913	3, Seshadri Road, Bangalore City.	Life and Bond investment.
Associacao Goanade Mutuo Auxilio	1885	Associacao Goana Building, Dabul, Bombay 2.	Life.
Bengal Insurance and Real Property Company	1920	8, Dalhousie Square, E., Calcutta.	Life, Bond investment and House Purchase.
Bengal Mercantile Life Insurance Company.	1910	24, Strand Road, Calcutta.	Life and Marriage.
Bharat Insurance Company	1896	Bharat Buildings, Lahore.	Life and Fidelity Guarantee.
B. B. & C. I. Railway Zoroastrian Association (Death Benefit Fund).	1888	"Willie Mansion". Post Grant Road, Bombay.	Life.
Bombay Life Assurance Company	1908	73—75, Apollo Street, Fort, Bombay.	Life.
Bombay Mutual Life Assurance Society	1871	278, Hornby Rord, Fort, Bombay.	Life.
Bombay Widows' Pension Fund	1876	23—25, Humum Street, Fort, Bombay.	Life.
Bombay Zoroastrian Mutual Death Benefit Fund	1889	101- 103, Ardeshir Dady Street, Khetwady, Bombay.	Life.
British India General Insurance Company	1919	43, Churchgate Street, Fort, Bombay.	Fire Marine and Accident.
Burma Fire and Marine Insurance Company	1919	644, Merchant Street, Rangoon.	Fire, Marine and Profit and loss.
Calcutta Insurance	1924	15, Hare Street, Calcutta.	Life.
Central Mutual Life Assurance Society	1929	Central Building, Hornby Road, Fort, Bombay.	Life.
Christian Mutual Insurance Company	1847	Christian Mutual Buildings, McLeod Road, Lahore.	Life and Capital Redemption.
Clive Insurance Company	1917	8, Clive Street, Calcutta.	Fire Marine, Accident and Fidelity.
Colonial Marine and General Insurance Company	1926	58, Tamarind Lane, Fort, Bombay.	Marine.
Commonwealth Assurance Company	1929	Krishna Kunja, 592. Budhwar Peth, Poona City.	Life.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office.	Insurance business transacted.
Co-operative Assurance Company	1906	Lahore.	Life.
Crescent Insurance Company	1919	11, Humum Street, Fort, Bombay.	Life, Fire and Marine.
Dominion Insurance Company	1930	5, & 6, Hare Street, Calcutta.	Life.
Donation Union Link on Railways	1921	47, Cockburn Road, Bangalore.	Life.
East and West Insurance Company	1913	55, Apollo Street, Fort, Bombay.	Life.
East India Insurance Company	1929	4, Clive Street, Calcutta.	Life.
Empire of India Life Assurance Company	1896	Empire of India Life Building, Hornby Road. Fort, Bombay.	Life and Fidelity Guarantee.
General Assuarance Society	1908	Katchery Road, Ajmer.	Life.
General Assurance Trust (India)	1928	Ewart House, Tamarind Lane, Fort, Bombay.	Life, Fire, Marine and Accident.
Great India Insurance	1929	81, Clive Street, Calcutta.	Life.
G. I. P. Railway Employee's Death Benefit Fund	1917	Victoria Terminus, Bombay.	Life.
Gujrat Zoroastrian Mutual Death Benefit Fund	1891	Laleaca Building, Nanpura, Surat.	Life.
Himalaya Assurance Company	1919	"Stephem House", Dalhousie Square, Calcutta.	Life.
Hindu Mutual Life Assurance	1891	309, Bowbazar Street, First Floor Cal.	Life.
Hindusthani Bima Company	1914	Sadar Bazar, Delhi.	Life.
Hindusthan Assurance and Mutual Benefit Society	1908	Lahore.	Life.
Hindusthan Co-operative Insurance Society	1907	Hindusthan Buildings, 6-A, Corporation Street, Calcutta.	Life.
Hukumchand Insurance Company	1929	30, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other Classes.
Ideal Democratic Assurance and Mortgage Loans	1926	Behari Bhawan, New Shukrawari, Nagpur City.	Life and Mortgage Loans.
Independent Order of Reachabites	1893	38, Major Banks Road, Lucknow.	Life and Sickness.
India Equitable Insurance Company	1908	101, Clive Street, Calcutta.	Life.
Indian Christian Providont Fund	1884	Vepery, Madras.	Life.
Indian Employees Fidelity and General Assurances	1929	Mahboob Mahal Amir Mahal Road, Royapettah, Madras.	Fidelity Guarantee, Fire, Motor Insurance, etc.
Indian Globe Insurance Company	1930	28, Appollo Street, Fort. Bombay.	Life.
Indian Guarantee and General Insurance Company	1922	Bank of Baroda Building, Apollo Street, Bombay.	Fidelity Gurantee, Fire and Accident.
Indian Life Assurance Company	1892	Elphinstone Street, Karachi.	Life.
Indian Mercantiel Insurance Company	1907	11, Bank Street, Fort, Bombay.	Fire
Indian Motor and General Insurance Company	1929	63, West End Building, The Mall, Lahore.	Motor.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office.	Insurance business transacted.
Indian Mutual Life Association	1925	589, Pycroft, Triplicane, Madras.	Life.
Indian Ordinance Mutual Assurance Fund	1883	Ammunition Factory, Kirkee.	Life.
Indian Peninsular Insurance Company	1928	16, Kutchery Road, Mylapore, Madras.	Life.
Industrial and Agricultural Bank	1929	363, Esplanade, Madras.	Live stock registration
Industrial and Prudential Assurance Company	1913	Jehangir Wadia Building, Esplanade Road, Fort, Bombay.	Life.
Jupiter General Insurance Company	1919	Ewart House, Tamarind Lane, Fort, Bombay.	Life, Fire, Marine and Accident.
Lakshmi Insurance Company	1924	McLeod Road, Lahore.	Life.
Light of Asia Insurance Company	1913	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Life.
Madras Accident and Fire Insurance Company	1929	13/11, Broadway, Madras.	Fire and Accident.
Mangalore Roman Catholic Provident Fund	1888	Kodialbail P. O. Mangalore.	Life.
Metropolitan Insurance Company	1930	28, Pollock Street, Calcutta.	Life.
Millowners' Mutual Insurance Association	1921	Temple Bar Building, Esplanade Road, Fort, Bombay.	Workmen's Compensation.
Modern India Life Assurance Company	1929	1, Swallow Lane, Calcutta.	Life.
Modern Insurance Company	1919	Appollo Street, Fort, Bombay.	Life.
Mutual Help Association, Simla	1899	"Daisy Dell", Simla.	Life.
Nagpur Pioneer Insurance Company	1921	Pioneer Buildings, Nagpur.	Life.
National Indian Life Insurance Company	1906	6 & 7, Clive Street, Calcutta.	Life and Guarantee.
National Insurance Company	1906	7, Council House Street, Calcutta.	Life and Guarantee.
National Live Stock Registration Bank	1929	25, Triplicane High Road, Madras.	Loan.
New Eastern Assurance Company	1931	Princess Street, Bombay.	Life.
New India Assurance Company	1919	P. O. Box 969, Bombay.	Life, Fire, Marine and Accident.
Northern India Insurance Company	1929	18, Nisbet Road, Lahore.	Life.
Oriental Government Security Life Assurance Company	1874	Oriental Buildings, Bombay.	Life.
Parsee Zoroastrian Death Benefit Fund (G. I. P. Railway.)	1888	9th Khetwadi Lane, Bombay.	Life.
Peninsular Life Assurance Company	1930	87, Medows Street, Fort, Bombay.	Life.
People's Insurance Company	1926	Insurance Building, 1, Chemberlain Road, Lahore.	Life.
People's Own Provident and General Insurance Company	1928	65. Raviwar Peth, Poona City.	Life.
Popular Insurance Company	1920	Mangalore, South India.	Life.
Prabhat Insurance Company	1928	Yusuf Building, Esplanade Road, Fort, Bombay.	Life.
Presidency Life Insurance Company	1930	Amrit Building, Ballard Estate, Fort, Bombay.	Life.
Protector Insurance Company	1928	83, Phayre Street, Rangoon.	Motor Car.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office.	Insurance business transacted.
Punjab Mutual Hindu Family Relief Fund.	1893	Chamberlain Road, Lahore.	Life.
Radical Insurance Company	1931	Comilla.	Life.
Shree Life Assurance Company	1914	Kirti Building, 31, Forbes Street, Fort, Bombay.	Life.
Sind Hindu Provident Funds Society	1894	Hyderabad, Sind.	Life and Marriage,
South Indian General Assurance Company	1929	7 and 8, Mclean Street, Madras.	Life.
Star of India Insurance Company	1928	Abbot Road, Lahore.	Life.
Swadeshi Bima Company	1931	Belanganj, Agra.	Life
Taj Insurance Company	1930	Dyal Building, The Mall, Lahore.	Life.
Tinnevelly Diocesan Council Widows Fund.	1849	Palamcottah, Madras.	Life.
Triton Insurance Company	1850	4, Clive Row, Calcutta.	Fire, Marine, and Workmen's Compensation
Tropical Insurance Company	1927	Chandni Chowk, Delhi.	Life.
Unique Assurance Company	1912	10, Canning Street, Calcutta.	Life and bond investment.
United Indian Life Assurance Co.	1906	10, Sambudas Street, Madras.	Life.
United Karnatak Insurance Company.	1930	515. Mangalwar Peth, Dharwar.	Life.
United National Insurance Company.	1929	Preedy Road, Karachi.	Life.
Universal Fire and general insurance Company	1919	49—54, Cowasji Patel Street, Fort, Bombay.	Fire, Marine, Accident and workmen's Compensation.
Venus Assurance Bank	1920	Chandni Chowk, Delhi.	Life Marriage, Bond investment and Banking.
Vulcan Insurance Company	1919	51, Esplanade Road, Jehangir Wadia Building, Fort, Bombay.	Fire, Marine, Accident and Workmen's Compensation.
Wesleyan Methodist Annuitant Society for India, Burma and Ceylon.	1911	Medak, Nizam's Dominion, Secunderabad, Deccan.	Life.
Western India Life Insurance Company.	1913	Satara City.	Life.
Young India Insurance Company	1930	Sankdi Sherry, Ahmedabad.	Life.
Zenith Life Assurance Company	1916	Apollo Street, Fort, Bombay.	Life.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office in India.	Insurance business transacted.
Alliance Assurance Company	1821	2, Hare Street, Calcutta.	Fire, Accident and other classes.
Army, Navy and General Assurance Association	1901	York Building, Hornby Road, Bombay,	Fire, Accident and other classes.
Atlas Assurance Company	1808	4, Clive Row, P. O. Box 123, Calcutta ; and Dougall Road, Ballard Estate, Bombay.	Life, Fire, Marine, Accident and other classes.
British and Foreign Marine Insurance Company	1867	8, Clive Street, Calcutta.	Marine.
British Equitable Assurance Company.	1851	8, Clive Row, Calcutta.	Fire and other classes.
British Fire Assurance Company	1908	2, Fairlie Place, Calcutta.	Fire.
British General Insurance Company	1904	8, Old Court House Street, Calcutta.	Fire and Marine.
British Oak Insurance Company	1908	8, Clive Row, Calcutta.	Fire and other classes.
Celedonian Insurance Company	1805	B-3, Clive Buildings, Calcutta.	Fire, Marine and Accident
Central Insurance Company	1907	9/5, Clive Street, Calcutta.	Fire and Accident.
Century Insurance Company	1832	Sassoon Building, 4, Lyons Range, Calcutta.	Fire, Marine and Accident
Commercial Union Assurance Company	1861	No. B-1, Clive Buildings, 8, Clive Street, Calcutta ; and 3, Wallace Street, Bombay.	Life, Fire Marine and Accident.
Cornhill Insurance Company	1905	Central Bank Building, Explanade Road, Fort, Bombay.	Fire.
Eagle, Star and British Dominions Insurance Company	1904	Standard Buildings, Hornby Road, Bombay.	Fire, Marine Accident and other classes.
Economic Insurance Company	1901	Allen House, 7, Hare Street, Calcutta.	Fire and Marine.
Employers' Liability Assurance Corporation	1880	Stephen House, 5, Dalhousie Square, Calcutta.	Fire, Marine and Accident.
English Insurance Company	1919	Navsari Chambers, Outram Row, Bombay.	Fire.
Essex and Suffolk Equitable Insurance Society.	1906	4, Clive Row, Calcutta.	Fire and Motor.

Name of a Company.	Year of establishment.	Head Office in India	Insurance business transacted.
Excess Insurance Company	1894	4, Bankshall Street, Calcutta.	Fire and other classes.
Fine Art and General Insurance Co.	1890	101/1, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine and Accident.
General Accident Fire and Life Assurance Corporation	1885	Bank of Baroda Building, Apollo Street, Bombay.	Fire and Accident.
Gresham Fire and Accident Insurance Society	1910	8, Clive Row, Calcutta.	Fire and Motor car.
Gresham Life Assurance Society	1848	Gresham Buildings, Esplanade Road, Bombay.	Life.
Guardian Assurance Company	1821	8, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine and Accident.
Guildhall Insurance Company	1919	York Building, Hornby Road, Bombay.	Fire and other classes.
Imperial Live stock and General Insurance Company	1878	B-1, Clive Buildings, 8. Clive Street, Calcutta.	Horse.
Indemnity Mutual Marine Assurance Company	1886	21, Strand Road, Calcutta.	Marine.
Law Union and Rock Insurance Company	1806	2, Fairlie Place, Calcutta.	Fire.
Liverpool and London and Globe Insurance Company	1836	9. Clive Street, Calcutta.	Life, Fire, Marine and Accident.
London Assurance Corporation	1720	8, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
London Guarantee and Accident Company	1869	28, Dalhousie Square, Calcutta.	Fire accident and other classes.
London and Lancashire Insurance Company	1862	2, Fairlie Place, Calcutta.	Fire, Marine Accident and other classes.
London and Provincial Marine and General Insurance Company	1898	P. O. Box No. 125, Madras.	Marine.
London and Scottish Assurance Corporation	1862	Allen House, 7, Hare Street, Calcutta.	Fire, Marine and Accident.
Marine Insurance Company	1836	16, Strand Road, Calcutta.	Marine.
Marmitie Insurance Company	1864	P. O. Box No. 194, Bombay.	Marine.
Merchants' Marine Insurance Company	1871	5, Dalhousie Square, Calcutta.	Marine.

Name of Company.	Year of establishment	Head Office in India.	Insurance business transacted.
Motor Union Insurance Company	1906	101, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
National Employees Mutual General Insurance Association	1913	32, Nicol Road, Ballard Estate, Bombay.	Fire Accident and other classes.
National Guarantee and Suretyship Association	1863	8, Clive Street, Calcutta.	Fidelity Guarantee
National Insurance Company of Great Britian	1897	Christian College Buildings, Explanade, Madras.	Fire.
North British and Mercantile Insurance Company	1823	North British Building, 101-1, Clive Street, Calcutta.	Life, Fire, Marine and Accident.
Northern Assurance Company	1836	Allen House, 7, Hare Street, Calcutta.	Life, Fire, Marine and Accident.
Norwich Union Fire Insurance Society	1797	8, Old Court House Street, Calcutta.	Fire, Marine Accident and other classes.
Norwich Union Life Insurance Society	1808	Grahm's Buildings, Bombay and 9, Clive Street, Calcutta.	Life.
Ocean Accident and Guarantee Corporation	1871	32/1, Dalhousie Square, Calcutta.	Accident and other classes.
Ocean Marine Insurance Company	1888	101/1, Clive Street, Calcutta.	Marine and Accident.
Palatine Insurance Company	1886	8, Lyons Range, Calcutta.	Fire and Accident.
Patriotic Assurance Company	1913	2. Hare Street, Calcutta.	Fire, Marine and Accident.
Pearl Assurance Company	1864	8, Royal Exchange Place Calcutta.	Life and Fire.
Phœnix Assuarance Company	1782	28, Dalhousie Square, Calcutta.	Life, Fire, Marine, Accident and other classes.

Name of Company	Year of establishment	Head Office in India.	Insurance business transacted.

Constituted in the United Kingdom.

Name of Company	Year of establishment	Head Office in India.	Insurance business transacted.
Prudential Assurance Company	1818	Clive Buildings, Calcutta.	Life, Fire, Accident and other classes.
Railway Passengers Assurance Company.	1849	101/1, Clive Street, Calcutta.	Accident.
Reliance Marine Insurance Company	1881	1, Forbes Street, Bombay.	Fire, Marine and other classes.
Royal Exchange Assurance	1720	Post Box No. 357, Calcutta.	Life, Fire, Marine and Accident.
Royal Insurance Company	1845	Royal Insurance Buildings, 26 and 17, Dalhousie Square, Calcutta.	Life, Fire, Marine and Accident.
Royal London Auxiliary	1910	Royal London House, Finsbury Square, London, E. C. 2.	Life.
Scottish Insurance Corporation	1877	137, Explanade Road, Bombay and 101/1, Clive Street, Calcutta.	Fire.
Scottish Union and National Insurance Company	1824	6, Lyons Range, Calcutta.	Life, Fire and other classes.
Sea Insurance Company of Liverpool	1875	Chartered Bank Buildings, Calcutta.	Fire and Marine.
Sir William Garthwaite (Insurance India)	1930	10, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
Standard Life Assurance Company	1825	Standard Buildings, Post Box No. 101, Calcutta.	Life.
Standard Marine Insurance Company	1871	Central Bank Building, Bruce Lane, Bombay.	Marine.
State Assurance Company	1891	Chattered Bank Buildings, 9, Royal Exchange Place, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
Sun Insurance Office	1710	2, Hare Street, Calcutta.	Fire, Marine and Accident.
Thames and Mersey Marine Insurance Company.	1876	9, Clive Street, Calcutta.	Marine.
Union Assurance Society	19(7	B-1, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine and Accident.
Union Marine and General Insurance Co.	1863	8, Clive Street, Calcutta. Company.	Marine.
West of Scotland Insurance Office	1886	8, Old Court House Street, Calcutta.	Fire and other classes
World Auxiliary Insurance Corporation	1919	Allen House, 7, Hare Street, Calcutta.	Fire and Marine.
World Marine and General Insurance Company.	1914	9, Clive Street, Calcutta.	Marine.
Yorkshire Insurance Company	1824	6, Bruce Street, Fort, Bombay.	Life, Fire, Marine, Accident and other classes.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office in India	Insurance business transacted.
Constituted in Australasia.			
Bankers and Traders Insurance Company.	1921	Messrs. Shaw Wallace and Company, Thambu Chetty Street, Madras.	Fire and Marine.
Commercial Fire and Marine Insurance Company	1899	"South British Buildings." 5, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes
Insurance Office of Australia	1910	101/1, Clive Street, Calcutta.	Fire and Marine.
National Mutual Life Association of Australasia	1869	Church Gate Street, Fort. Bombay.	Life
New Zealand Insurance Company	1905	26, Dalhousie Square, West, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
Oceanic Fire and Marine Insurance Company	1888	5, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
Queensland Insurance Company	1921	6, Royal Exchange Place, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
South British Insurance Company	1907	"South British Buildings." 5, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
Southern Union General Insurance Company of Australasia	1920	Yusuf Building, Explanade Road, Bombay.	Fire.
Western Australian Insurance Company	1912	Alice, Building, Hornby Road, Fort, Bombay.	Marine.
Constituted in Canada.			
British America Assurance Company	1833	Messrs. Grahams Trading Company, Ltd., 9, Clive Street, Calcutta.	Fire and Accident.
Crown Life Insurance Company		58, Forbes Street, Post Box No. 297, Bombay.	Life
Halifax Fire Insurance Company	1809	15, Clive Row, Calcutta.	Fire and Marine.
Manufactures' Life Insurance Company	1887	51, Cowasji Patel Street, Fort, Bombay.	Life.
Mercantile Fire Insurance Company	1927	2, Fairlie Place, Calcutta.	Fire.
North West Fire Insurance Company of Winnipeg	1904	B-1, Clive Buildings, 8, Clive Street, Calcutta.	Fire.
Sun Life Assurance Company of Canada	1865	Canada Building, Bombay	Life.
Western Assurance Company	1851	9, Royal Exchange Place, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.

Name of Company.	Year of establishment	Head Office in India.	Insurance business transacted.
Constituted in Hongkong.			
British Traders' Insurance Company	1865	8 Clive Street. Calcutta.	Fire, Marine and other classes.
Canton Insurance Office	1836	4, Clive Row, Calcutta.	Marine.
China Fire Insurance Company	1870	8, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine and other classes.
China Underwriters	1921	49, Sule Pagoda Road, Rangoon.	Life and Accident.
Hongkong Fire Insurance Company	1868	4, Clive Row. Calcutta.	Fire.
North China Insurance Company	1863	8, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine and other classes.
Union Insurance Society of Canton	1835	8, Clive Street. Calcutta.	Fire, Marine and other classes.
Yang-Tsze Insurance Association	1862	8, Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine and other classes.
Constituted in Straits Settlements.			
Eastern United Assurance Corporation	1913	South British Buildings. 5. Clive Street, Calcutta.	Fire, Marine, Accident and other classes.
Great Eastern Life Assurance Company	1908	50/52, Church Gate Street, Bombay and 1, Royal Exchange place. Calcutta.	Life.
Overseas Assurance Corporation	1920	26/27, Dalhousie Square, West, Calcutta.	Fire.
Constituted in South Africa.			
African Guarantee and Indemnity Company	1911	"Commissariat Building," Hornby Road, Fort, Bombay	Marine.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office.	Insurance business transacted.
Constituted in the United States of America			
American Insurance Company	1846	American Foreign Insurance Association, 15, Clive Row. Calcutta.	Fire and Marine.
Commercial Union Fire Insurance Company of New York	1920	B-1. Clive Buildings. 8, Clive Street. Calcutta.	Fire.
Continental Insurance Company	1853	American Foreign Insurance Association 15, Clive Row, Calcutta.	Marine.
Fidelity-Phenix Fire Insurance Company.	1910	do.	Fire and Marine.
Great American Insurance Company	1872	do.	Fire and Marine.
Hartford Fire Insurance Company	1810	do.	Fire.
Home Insurance Company	1853	do.	Fire and Marine.
National Fire Insurance Company	1871	do.	Marine.
Orient Insurance Company	1867	2, Fairlie Place, Calcutta.	Fire.
Queen Insurance Company of America.	1891	26, Dalhousie Square, Calcutta.	Fire.
St. Paul Fire and Marine Insurance Company	1865	American Foreign Insurance Association 15, Clive Row. Calcutta.	Fire and Marine.
Springfield Fire and Marine Insurance Company.	1924	do.	Fire.
Universal Insurance Company of Newyork	1921	Standard Buildings, Hornby Road, Bombay.	Fire and other classes.
Constituted in Switzerland.			
Alpina Insurance Company	1923	Alice Building. Hornby Road. Bombay.	Marine.
Baloise Fire Insurance Company	1851	Volkart Building, Ballard Estate, Bombay.	Fire.
Federal Insurance Company	1926	Alice Building, Hornby, Road. Bombay.	Marine.
Helvetia Swiss Fire Insurance Company of St. Gall	1861	Volkart Building, Ballard Estate, Bombay	Fire.
Swiss National Insurance Company	1851	do.	Marine.
Switzerland General Insurance Company.	1869	do.	Marine.
Constituted in Germany.			
Allianz and Stuttgarter Life Insurance Branch	1889	Chandi Chowk, Delhi.	Life and Fire.
Assecuranz-Union Von 1865 of Hamburg	1865	45, Explanade Road, Fort, Bombay.	Marine.
Baden Marine Insurance Company	1840	Alice Building, Hornby Road, Bombay.	Marine.
General Marine Insurance Company of Dresden	1860	do.	Marine.
Mannheim Insurance Company	1927	do.	Fire and Marine.
National General Insurance Company	1845	P. O. Box No. 812, "Hashim Building," Church Gate Street, Fort, Bombay.	Fire.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office.	Insurance business transacted.
		Constituted in Holland.	
Nederland Insurance Company	1914	Sassoon House, 4, Lyons Range, Calcutta.	Fire and Marine.
Netherland Insurance Company	1845	Wheeler's Building Hornby Road, Fort, Bombay.	Fire.
Standard Insurance Company	1901	Sassoon House, 4, Lyons Range, Calcutta.	Fire and Marine.
		Constituted in France.	
La Fonciere Insurance Company	1879	Post Box No. 181. Walgow, Calcutta.	Marine.
L'Union Fire Insurance Company, Ltd. of Paris	1828	251, Hornby Road, Fort, Bombay.	Fire.
		Constituted in Italy.	
Adriatic Insurance Company of Trieste	1838	Messrs. New India Assurance Company, Ltd., Bombay.	Fire.
		Constituted in Austria.	
Danube General Insurance Company	1867	Alice Building, Hornby Road, Bombay.	Marine,
		Constituted in Japan.	
Fuso Marine and Fire Insurance Company	1917	135, Canning Street, Calcutta.	Fire and Marnie.
Imperial Marine and Fire Insurance Company	1893	Menkwa Building, Outram Road, Bombay.	Fire and Marine.
Kobe Marine Transport and Fire Insurance Company	1907	Durbar Buildings, 118, Phayre Street, Rangoon.	Fire.
Kyodo Fire Insurance Company	1906	"Kitab Mahal", 192 Hornby Road, Fort, Bombay.	Fire,
Meiji Fire Insurance Company	1891	"Kitab Mahal", 192, Hornby Road, Fort, Bombay.	Fire.
Nippon Fire Insurance Company	1892	100, Clive Street, Calcutta.	Fire.
Taisho Marine and Fire Insurance Company	1917	100, Clive Street, Calcutta.	Marine and other classes.
Tokio Marine and Fire Insurance Company	1879	Post Box No. 969, Bombay.	Fire, Marine Accident and other classes.
Tokyo Fire Insurance Company	1887	100, Clive Street, Calcutta.	Fire.
Yokohama Fire and Marine Insurance	1897	Do	Fire.

Name of Company.	Year of establishment.	Head Office.	Insurance business transacted.
Ardjrono Insurance Company	1886	Sassoon House, 4, Lyons Range, Post Box No. 2221, Calcutta.	Fire and Marine.
Batavia Sea and Fire Insurance Company	1843	Sassoon House, 4. Lyons Range, Calcutta.	Fire, Marine and other classes.
Java Sea and Fire Insurance Company	1861	Do.	Fire, Marine and other classes.
Netherlands India Sea and Fire Insurance Company	1851	7. Armenien Street, Madras.	Marine.
Veritas Insurance Company	1878	Sassoon House, 4 Lyons Range. Post Box No. 2221, Calcutta.	Fire and Marine.

OTHER CLASSES:—The following classes of Business have been included under this head:—

Boiler, Engine and Lift Burglary and Theft Cash in transit Casuality Court Bonds Disease and Sickness Earthquake Employers Liability Fidelity guarantee Hire purchase guarantee Hurricane Live stock Loss of profits Motoo and Motor car Plate glass Public and Third party liability Riot Transit

Workman's Compensation.

কোন্ দেশের কতটী বিদেশী কোম্পানী এদেশে নানারূপ বীমার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে তাহার তালিকা দিলাম :—

বিলাতের—	৭২ টী	ফ্রান্সের—	২টী
অষ্ট্রেলেশিয়ার—	১০টী	ইটালীর—	১টী
দক্ষিণ আফ্রিকার—	১টী	অষ্ট্রীয়ার—	১টী
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স অব্ আমেরিকার—	১৩টী	হংকংএর—	৮টী
ক্যানাডার—	৮টী	জাপানের—	১৫টী
সুইজারল্যাণ্ডের—	৬টী	জাভার—	৫টী
জার্ম্মাণীর—	৬টী	Straits settementsএর—	৩টী
হল্যাণ্ডের	৩টী		

তালিকাটি পড়িলে মনে হয়, পৃথিবীর সব দেশই ভারতের কামধেনুকে দোহন করিতেছে, কেবল টীম্বাক্টু ও হনোলুলুর এদেশে বীমার আপিশ খুলিতে বাকি আছে। আমরা বলি, তাহারাও আর বাকী থাকিবেন কেন? গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলাম এবার বিলাতের ১টি এবং ক্যানাডার ১টি নূতন কোম্পানী এদেশে কাজ করিতে আসিয়াছে; পক্ষান্তরে সুইজারল্যাণ্ডের ১টি কোম্পানী কাজ বন্ধ করিয়াছে।

দেশী ও বিদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যামূলক সমালোচনা

এইবার এদেশে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে কতগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ের বীমা করিয়া থাকে এবং বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যেই বা কতগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ে বীমার ব্যবসা চালাইতেছে তাহার তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ করা যা'ক্।

কি বাবদের বীমা	কতগুলি ভারতীয় কোম্পানী কাজ করিতেছে		কতগুলি বিদেশী কোম্পানী কাজ করিতেছে
লাইফ্ বা জীবন বীমা	৮৯	ভারতীয়	২৩
ফায়ার্ বা অগ্নিবীমা	১৫	"	৯৫
মেরীন্ বা সামুদ্রিক বীমা	১২	"	৮৮
Accident বা অপঘাত বীমা	১০	"	১৩
মোটরকার বীমা	৩	"	২১
Fidelity Guarantee বা বিশ্বস্ততার বীমা	৫	"	১০
Workmen's Compensation বা শ্রমজীবির ক্ষতিপূরণ বাবদ বীমা	৪	"	২২
Live stock বা প্রাণীজ বীমা	২	"	৩
শস্যজাত বীমা	১	"	০
বিবাহ বীমা	৩	"	০
Mortgage Loans বা বন্ধকী বীমা	২	"	০
Sickness বা রোগ সংক্রান্ত বীমা	১	"	৩
Bond Investments বা মেয়াদী বীমা	৪	"	২
Theft and Burglary বা চুরি ডাকাতী বীমা	০	"	১১
Cash in Transit and Personal Accident বা টাকাকড়ি পাঠানো কালে দৈব দুর্ঘটনা জনিত বীমা	০	"	২

প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান হয়। যাঁহারা শুধু শুধু বসিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগের কোন কাজই হয় না। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা সমস্ত অসুবিধাই দূর করিতে পারেন।

কি ব.বদের বীমা	কতগুলি ভারতীয় কোম্পানী কাজ করিতেছে		কতগুলি বিদেশী কোম্পানী কাজ করিতেছে
Loss of Profits বা লোকসানের বিরুদ্ধে বীমা	০	ভারতীয়	৫
Plate glass বা দোকানের কাঁচ ভাঙ্গাজনিত বীমা	০	”	৫
Public Liability বা সাধারণের দায়িত্ব বিষয়ক বীমা	০	”	৪
ভূমিকম্প জনিত বীমা	০	”	২
ঝড় ঝঞ্ঝা জনিত বীমা	০	”	২
বয়লার, ইঞ্জিন ও লিফ্ট সম্বন্ধে বীমা	০	”	২
Hire Purchase Guarantee বা খরিদ করা জিনিষের দাম দেওয়া সম্বন্ধে গ্যারান্টি মূলক বীমা	০	”	১
Riot and Civil Commotion বা দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিপ্লবমূলক ক্ষতির জন্য বীমা	০	”	২

এই তুলনা মূলক তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এক জীবন বীমা ছাড়া আর সব রকম বীমা ব্যবসায়েই বিদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা এদেশে অনেক বেশী। সুতরাং প্রতি বৎসর ভারতীয় কোম্পানী সমূহের অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা বিদেশীরা যে প্রিমিয়াম বাবদ পায় তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ?

অগ্নি বীমা

ফায়ার বা অগ্নিবীমা বাবদ এদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার পলিসি বিক্রয় হয় ; কিন্তু এই ফায়ার বা অগ্নি বীমার কাজ মাত্র ১৫টী ভারতীয় কোম্পানী নিযুক্ত আছে। পক্ষান্তরে ৯৫টা বিদেশী কোম্পানী এদেশে ফায়ারের কাজ করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। এই এক বিভাগে বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ভারতীয় কোম্পানীর অপেক্ষা ৬ গুণেরও অধিক।

মেরীণ বা সামুদ্রিক বীমা

লাইফ্ এবং ফায়ারের পরেই মেরীন বা সামুদ্রিক বীমার কাজ এদেশে অতি ব্যাপক ভাবেই হইয়া থাকে। বোম্বাই, করাচী কলিকাতা, মান্দ্রাজ,ভাইজাগ্ প্রভৃতি বন্দরে এবং আরও অন্যান্য সমুদ্র কুলবর্ত্তী ছোট ছোট বন্দরে পৃথিবীর নানা দিগ্ দেশ হইতে অসংখ্য বাণিজ্য পোত যাতায়াত করে। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য আনা নেওয়ার জন্যেও অসংখ্য জাহাজ নিযুক্ত আছে। বিপদ সংকুল সামুদ্রিক রাস্তায় যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক জাহাজকেই ইন্সিওর করিতে হয় এবং তাহা ছাড়া যত ব্যবসায়ী মালপত্রাদি আনা নেওয়া করে তাহারা তাহাদিগের মালের নিরাপদতার জন্য সব

চালানই বীমা করিয়া লেনাদেনা করে। এই সকল কারণে সামুদ্রিক বীমার ক্ষেত্র যেমন বিশাল, ইহার বীমার কাজও তেমনি ব্যাপক ভাবে হইয়া থাকে। অথচ এই সামুদ্রিক বীমার কতটুকু আমাদের দেশীয় লোকের হাতে আছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। মোটে ১২টী ভারতীয় কোম্পানী এই সামুদ্রিক বীমার কাজ করে, আর ৮৮টী বিদেশী কোম্পানী এই কাজে লিপ্ত থাকিয়া যথেষ্ট প্রিমিয়াম আদায় করিতেছে। এই বিভাগে বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা দেশী কোম্পানীর অপেক্ষা প্রায় ৮ গুণ বেশী। অথচ এই সকল জাহাজে যাহারা মাল আনা নেওয়া করে এবং তজ্জন্য সামুদ্রিক বীমা করে তাহাদের শতকরা প্রায় ৯৫ জন ব্যবসায়ীই ভারতের লোক। মিষ্ট কথায়, অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া এবং সর্ব্বোপরি যে সকল দেশীয় কোম্পানী সামুদ্রিক বীমার কাজ করিতেছে তাহাদিগের সততা এবং কার্য্য কুশলতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখাইয়া যদি এই সকল আপনার দেশের লোককে দেশী কোম্পানীতে বীমা করতঃ দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তবে ক্রমেই দেশী কোম্পানীতে সামুদ্রিক বীমার কাজ বাড়িতে থাকিবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মোটর বীমা

মোটর গাড়ীর বীমার কাজেও ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা নগণ্য। বিদেশীয় একুশটী কোম্পানী মোটরকার বীমার কাজ করিতেছে, আর দেশী মাত্র ৩টী কোম্পানী এই কাজে লিপ্ত আছে। অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা দেশী কোম্পানী অপেক্ষা ৭ গুণ বেশী। অথচ কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ এবং ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে যে কয়েক লক্ষ মোটর গাড়ী আছে তাহার শতকরা প্রায় ৯০ খানার অধিকারী ভারতের লোক। দক্ষ এবং উপযুক্ত লোকের দ্বারা ইহাদের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার কার্য্য চালাইতে পারিলে এই বিভাগেও ভারতীয় কোম্পানী সমূহের কাজ যথেষ্ট বাড়িতে পারে।

শ্রমজীবি বীমা বা

Workmen's Compensation বীমা—কলকারখানায় শ্রমজীবিদিগের মধ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনা বশতঃ অনেকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কাহারও বা হাত, পা, চোখ, কাণ নষ্ট হইয়া যায় এবং কেহ বা মারাও যায়। এই সকল দুর্ঘটনার জন্য শ্রমজীবিদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই আইন মাত্র কয়েক বৎসর হইল পাশ হইয়াছে; এই আইনের জন্য কারখানার মালিকদিগকে সর্ব্বদাই একটা অনিশ্চিত ক্ষতিপূরণের বাবদ অনির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এইখানেই বীমার সুযোগ। বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ এই সুযোগ পাইয়া ইতিমধ্যেই ২২টী কোম্পানীর মারফতে কারখানার মালিকদিগের নিকট হইতে প্রিমিয়াম কুড়াইতেছেন, আর দেশী কোম্পানী এ যাবত কালের মধ্যে মাত্র ৪টী কোম্পানী স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন; অথচ এদিকে বিশাল কার্য্য ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

এই সকল ছাড়াও তালিকায় দেখিতে পাই-

যা'রা কাপুরুষ, তা'রাই ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকে; যা'রা পুরুষ, তা'রা চায় নিজের শক্তির দিকে। তোমার বাহু তোমার মাথা, তোমাকে টেনে তুলবে, তোমার কপাল নয়।

বেন, বিদেশী কোম্পানী সমূহ আরও অনেক বিষয়ের বীমা করিতেছেন—যাহা দেশী কোম্পানী সমূহের পক্ষে করা আদৌ শক্ত নহে। তন্মধ্যে কয়েকটী বিষয়ের বীমার আশু সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যথা—

নানাবিধ বীমা

চুরি ও ডাকাতি, টাকাকড়ি পাঠানোর সময় পথে দুর্ঘটনা, লোকসানের বিরুদ্ধে বীমা, ভূমি-কম্প,ঝড় ও ঝঞ্ঝা, Hire Purchase guarantee, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ও বিপ্লব মূলক বীমা। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে যতগুলি বিদেশী কোম্পানী কাজ করিতেছে তাহা তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন; অথচ ইহার একটীতেও কোনও দেশী কোম্পানী নাই।

চুরি, ডাকাতি, Riot বা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিপ্লব মূলক মারামারি, কাটাকাটি এ দেশে ত এখন লাগিয়াই আছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে দিন দিন দেশে অশান্তির আগুন বাড়িবে বই কমিবে না এবং সেইজন্য সর্ব্বত্রই মারামারি, কাটাকাটি, লুট, তরাজ, চুরি, ডাকাতি হইতে থাকিবে বলিয়া লোকের ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। যাহারা ধনী এবং ব্যবসায়ী তাহারা রাজনৈতিক অশান্তির জন্যেও দেশে নানারূপ লুঠ পাটের আশঙ্কায় সর্ব্বদাই আতঙ্কে কাল কাটাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় যদি এ দেশে ব্যবসা-বুদ্ধি-সম্পন্ন উপযুক্ত লোকের তত্ত্বা-বধানে এবং যাহাদের উপর দেশের লোকের আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে এরূপ লোকের পরিচালনায় বীমা রাজ্যের এই সকল বিভাগেও দেশী লোক কাজ সুরু করিয়া দেন তবে বিদেশী কোম্পানী সমূহের একচেটীয়া ব্যবসাও ইঁহারা কিছু কিছু হস্ত গত করিতে পারেন।

ভূমিকম্প এবং ঝড় ঝঞ্ঝাতেও লোকের কম অনিষ্ট হয় না। ভূমিকম্পের জন্য এ দেশেও শিলং, ধুবড়ী, দার্জ্জিলিং, কাংড়াভ্যালী প্রভৃতি কয়েকটী স্থান localised বা সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; এই সকল স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় এবং লোকের বাড়ী ঘর অল্পবিস্তর জখম হইয়া যায়। ঝড় ঝঞ্ঝার জন্যেও উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েকটী জেলা এবং পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্ম-পুত্র তীরবর্ত্তী অনেক ব্যবসায়ের কেন্দ্র প্রতি বৎসর বহু ক্ষতি সহ্য করে। বন্যা এবং জল প্লাবনের জন্যেও বৎসর বৎসর ক্ষতির পরিমাণ বহু লক্ষ টাকার উপর উঠে। সুতরাং এই সকল স্থানে চতুর, বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত এজেন্টের সাহায্যে প্রচার করিতে পারিলে দোকানদার, ধনী, মহাজন, আড়তদার প্রভৃতির মধ্যে যে বীমার পলিসি বিক্রয় করা যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু পূর্ব্বে যে বলিয়াছি,—ঐ গড্ডালিকার মায়াজালেই বাঙ্গালীর শক্তি, সামর্থ্য ও উদ্ভাবনী শক্তি সব জড়িত হইয়া পড়িতেছে; সবাই জীবন বীমার কাজে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া আপন আপন শক্তি ক্ষয় করিতেছে। দেশে এখন ৮৯টী জীবন বীমা কোম্পানী Lifeএর কাজ করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে ধরিয়া লইলাম ৫০টী কোম্পানী ভাল কাজ জোগাড় করিতেছে; বাকি ৪৯টী কোম্পানী কোনও মতে ধিকি ধিকি

শুধু ইচ্ছা ক'রলে কি হবে? দৃঢ় ভাবে ইচ্ছা করো এবং বিশ্বাস করো যে তুমি কৃতকার্য্য হবে, তা'হলে সাধনা আপনা হ'তেই চলে আসবে।

করিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। এর উপরেও প্রতি মাসে দুই চারিটী করিয়া জীবন বীমা কোম্পানী নূতন গজাইতেছে। যাহারা ভারতের জনসংখ্যার দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে এদেশে আরও অনেক জীবন বীমা কোম্পানীর স্থান আছে, আমরা তাঁহাদের মতে আদৌ সায় দিতে পারি না। কেন পারি না, তাহা সময়ান্তরে বলিব। এখন শুধু এই বলি যে, বীমার ক্ষেত্র এবং কার্য্য প্রণালী বিরাট, বিশাল পড়িয়া রহিয়াছে; একই পথে ভিড় না জমাইয়া, যে রাস্তায় এখনও গাঁদি লাগিয়া যায় নাই, সেই সকল নূতন রাস্তায় চলিতে বলিতেছি।

একনিষ্ঠ বীমা কোম্পানীর সংখ্যা

এইবার আমরা দেশী ও বিদেশী একনিষ্ঠ বীমা কোম্পানীগুলির সংখ্যা প্রকাশ করিব। অর্থাৎ যাহারা কেবল মাত্র একটী বিষয়ের বীমা লইয়াই এ দেশে কাজ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা কিরূপ তাহাই দেখাইব।

যে বিষয়ে বীমা করে	ভারতীয় কোম্পানী	বিদেশী কোম্পানী
কেবল মাত্র Lifeএর কাজ করে	৭১টী	৮টী
কেবল মাত্র fireএর কাজ করে	১টী	২৬টী
কেবল মাত্র Marineএর কাজ করে	১টী	২৬টী
কেবল মাত্র Motorএর কাজ করে	২টী	০
কেবল মাত্র Live Stockএর কাজ করে	২টী	০
কেবল মাত্র Cropএর কাজ করে	১টী	০
কেবল মাত্র Workmen's Compensationএর কাজ করে	১টী	০
কেবল মাত্র Accidentএর কাজ করে	০	১টী
কেবল মাত্র ঘোড়ার বীমারকাজ করে	০	১টী

জীবনকে যদি স্বাধীন ক'রতে চাও, তাহ'লে কিছু কিছু জমাও; অল্প হইলেও জমাতে থাক।

স্বরাজ্য সাধনায় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী

"What Bengal thinks today
The rest of India think tomorrow"

"আজ বাংলা যাহা ভাবিতেছে, কাল সমগ্র ভারত তাহাই ভাবিবে"—এই কথা মহামতি গোখলের মুখ দিয়া যখন নির্গত হইয়া ছিল, তখন সম্ভবতঃ তিনি কেবল রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কথাই ভাবিতে ছিলেন। রাজ নৈতিক আন্দোলনে বাংলা দেশ ভারতের মধ্যে গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিল সত্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ভারতে ব্যাপক-ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই সময় হইতে এযাবৎকাল স্বরাজ আনিবার জন্য বাঙালীরা না করিয়াছে এমন কায নাই।

তাহারা গুপ্ত সমিতি গড়িয়াছে, বোমা রিভলভার ছুঁড়িয়াছে, ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়াছে, দ্বীপান্তরে গিয়াছে, জেলে গিয়াছে, নন-কো-অপারেশন করিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যে মুক্তির জন্য সংগ্রাম, যে পরাধীনতার দৃঢ় নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য বাঙালীর এই চেষ্টা, সে মুক্তি আজিও সমানই দুর্লভ হইয়া রহিয়াছে—পরাধীনতার নাগপাশ বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই। বরং আমাদের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। আর কিছুদিন এইভাবে চলিলে, ভয় হয়, অদূর ভবিষ্যতে রোগ হয়ত নিদানের অতীত হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষ পরাধীন; কিন্তু বাংলার মত পরাধীন আর কোন প্রদেশ আছে কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষ দুর্দ্দশাগ্রস্থ, কিন্তু বাংলার দুর্দ্দশা বোধ হয় একেবারে চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। যে বাংলা একদিন কমলার লীলা নিকেতন ছিল, যে বাংলার ঐশ্বর্য্যের কথা দিকে দিকে প্রবাদের মত রটিয়া গিয়াছে সে আজ দারিদ্র্যরাক্ষসীর ক্রীড়াভূমি ও দুঃখ দৈন্যের উদাহরণ স্থল। চারি-দিকেই রব উঠিতেছে 'নাই' 'নাই';—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শক্তি নাই, অর্থ নাই। অর্থনৈতিক হিসাবে বাঙালী একেবারেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? দুর্ভিক্ষ এদেশে বাস করিবার মৌরসী পাট্টা লইয়াছে; ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা তাহার অনুচররূপে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিতেছে। বাঙালী অর্দ্ধাহারে মরিতেছে, অনাহারে মরিতেছে, ভাবনা চিন্তায় শুকাইয়া মরিতেছে, মরাটাই যেন তাহার নিকট স্বাভাবিক। ভারতের আর সকলে বাঁচিলেও তাহার যেন নিজের দেশেও বাঁচিবার কোন অধিকার নাই!

কাজে মানুষের জাতি যায়না, এটা বিশ্বাস করতে হবে।

কেন এমন হইল? বাঙালীর যদি বিদ্যা, বুদ্ধি আছে, ভারতের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে, তবে সে অন্নাভাবে মরিতে বসিয়াছে কেন? বাঙালী দরিদ্র বটে, কিন্তু বাংলারও ত ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। সেই ঐশ্বর্য্য আহরণ করিবার জন্যই মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত নানা দিগ দেশ হইতে নানা জাতি আসিয়া বাংলার সহর, পল্লী ছাইয়া ফেলিতেছে। ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশের লোকে বাংলার অর্থ শোষণ করিয়া লয়, আর বাঙালী—শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী, জন্তু বিশেষের ন্যায় তাহাদের মুখ পানে তাকাইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে থাকে কেন?

আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাহিতেছি—কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি তাহা অপেক্ষাও বাঞ্ছনীয় নহে? অর্থকে অনর্থ জ্ঞানে সাধুগণ যতই দূরে ঠেলিয়া রাখুন না কেন, অর্থ না হইলে যে সংসারে দুই পাও চলিবার উপায় নাই তাহা ত আমরা নিত্যই দেখিতে পাইতেছি। রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবে কাহারা? দেশের সমস্ত লোকই যদি না খাইয়া উজাড় হইয়া গেল, তবে স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করিবে কে?

যুবকেরাই দেশের প্রাণ-শক্তি। যুগে যুগে, দেশে দেশে যুবকেরাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেশের জন্য তাহারাই প্রাণ দিতে আগাইয়াছে। বাংলার নেতৃবৃন্দও মাঝে মাঝে যুবক দিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিবে কাহারা? বাংলার যুবক আজ অন্নের চিন্তায় দিশাহারা, দুঃখের কুহেলিকায় তাহার চক্ষের জ্যোতি হীন-প্রভ, সংসারের ভারে তাহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে—সোজা হইয়া সে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া? অন্নের চিন্তাতেই যদি তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়া গেল, তবে নিজেকে উচ্চতর চিন্তায় নিয়োজিত করিবার শক্তি আসিবে কোথা হইতে?

জানি, রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব, কিন্তু ইহাও মানি যে রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও নিজেদের আর্থিক উন্নতি বিধান করা অসম্ভব নহে। বোম্বাই তাহার দৃষ্টান্ত। ধন দৌলতে বোম্বাই ভারতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কল, কারখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যাহা কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান, তাহার অধিকাংশই বোম্বাই প্রেসীডেন্সীতে অবস্থিত; ভারতের বস্ত্র শিল্প বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর অধিবাসীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহার কারণ কি?

আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র কারণ বোম্বায়ের লোকে রাজনীতির ফাঁকা বচন আওড়াইতেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না করিয়া উদর-নীতি বা অর্থ-নীতির দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা নিজেদের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই খানেই বাংলার সহিত বোম্বাইয়ের পার্থক্য। বাঙ্গালী চিরদিন "রাজনীতি" "রাজনীতি" করিয়াই মরিল; অর্থ-নীতি, কল, কারখানা, ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক এ সকলের প্রতিষ্ঠা বা উন্নতি বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিল না; তাই সে এত চীৎকারেও মুক্তি

সহস্র খানি "রাবিশ" গ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা একখানি মাত্র সদ্‌ গ্রন্থ পাঠ করা শ্রেয়ঃ।

পাইল না, বরং বিদেশী ব্যবসায়ীর অক্টোপাস বন্ধনে দিন দিন সে অধিকতরই জড়াইয়া পড়িতেছে।

লোকে বলে—রাজনৈতিক মুক্তি আগে না অর্থ-নৈতিক মুক্তি আগে? অর্থাৎ আগে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিব, না আগে অর্থনৈতিক পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিব?

বলা বাহুল্য রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে পূর্ণ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব—একথা বলিয়াছি। আমরা স্বরাজ চাই অর্থ নৈতিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব বলিয়া। আবার আমরা আর্থিক স্বচ্ছলতা চাই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য। কাজেই আমার মনে হয়, আগে অর্থনীতি, তার পর রাজনীতি,—এইরূপ ক্রম অনুসারেই অধিকার লাভের চেষ্টা করা উচিত।

মহামতি র‍্যানাডে একসময় বলিয়াছিলেন—"ভারতের প্রাকৃতিক সুবিধা, ভারতের কৃষি-সম্পদ ও খনিজ-সম্পদ, তাহার ভৌগলিক অবস্থান, তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ বর্জ্জিত রাজনৈতিক শান্তি তাহার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি পথের সহায়ক। ইহার উপর আমরা যদি অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করি তাহা হইলে আমাদের উন্নতি অনিবার্য্য।"

বর্ত্তমান কালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও অশান্তির কথা স্মরণ রাখিয়াও র‍্যানাডের উক্তিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি এমন যুক্তি কাহারও কাছে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান যুগে অর্থই শক্তি। শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে এবং অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে শক্তি আপনিই আসিয়া জুটিবে। বোম্বায়ের লোকে রাজনীতি লইয়া খুব বেশী হৈ চৈ করে না, অথচ গভর্ণমেণ্টের উপর বোম্বাইয়ের প্রভাব বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যও ত অর্থের প্রয়োজন। 'অত্র ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ" হইলে আন্দোলন চলিবে কি করিয়া? তাই বলিতেছিলাম **ভারতের মত অবস্থাপন্ন দেশে** স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্ব্বে নিজেদের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালী একথা বুঝে নাই। কিন্তু জীবন যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে একথা বুঝিতেই হইবে। বুঝিতেই হইবে যে—দেশের উন্নতির অর্থ ব্যবসায়ের বিস্তৃতি, বাণিজ্যের প্রসার, কৃষির উন্নতি, কল কারখানা স্থাপন, এক কথায় দেশকে সর্ব্ববিষয়ে অর্থশালী করিয়া তোলা।

কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রাণই হইতেছে ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী। একদিকে যেমন ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ গড়িয়া উঠে—অপর দিকে তেমনি ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ গড়িয়া না উঠিলে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্যক উন্নতি হইতে পারে না। কেননা ব্যাঙ্ক বা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ এক একটী লোহার সিন্দুক নহে। উহাদের বিপুল মূলধন

ঘরে বসাইয়া রাখা হয় না। ঐ টাকা খাটান হয় অন্যান্য ব্যবসায়ের মূলধন রূপে।

ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স প্রভৃতিকে বাদ দিয়া কেন যে ব্যবসায়ের উন্নতি করা যায় না তাহা আরও একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। যত টাকা মূলধন লইয়াই ব্যবসায় আরম্ভ করা যাউক না কেন, মাঝে মাঝে সকলেরই টাকার অভাব ঘটে। নানা কারণে উহা ঘটিয়া থাকে। মূলধনের অধিকাংশই সাজ সরঞ্জাম কিনিতে ও মাল তৈয়ারী করিতেই ব্যয় হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে যদি কোন কারণে মাল বিক্রয় না হয়, বা মাল বিক্রয় হইতে দেরী হয় তাহা হইলে টাকার অভাবে কোম্পানী ফেল হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এই সময় ব্যাঙ্কই কোম্পানীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় এবং কোম্পানীকে মালের মাতব্বরীতে টাকা ধার দিয়া রক্ষা করে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম সকল দেশের কল কারখানার পৃষ্ঠপোষক সেই সেই দেশের ব্যাঙ্ক বা ইন্‌সিওরেন্স।

বিদেশী ব্যবসায়ীগণ এ দেশে ব্যবসায় ফাঁদিয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে বিদেশী ব্যাঙ্কার। বাঙ্গালী যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সবাইয়ের পশ্চাতে পড়িয়া আছে, বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের অভাবই তাহার অন্যতম কারণ। তুমি বাঙ্গালী, কারবারে মন্দা পড়িয়াছে, উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য পাইলে কারবারের অবস্থা ফিরাইতে পার, তুমি ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইলে, কিন্তু উপযুক্ত সিকিউরিটি বা সুদ দেওয়া সত্ত্বেও কেহই তোমাকে টাকা ধার দিবে না। তুমি যদি ইউরোপীয়ান হইতে অবশ্যই তোমার ধার মিলিত, এমন কি হয়ত পর্য্যপ্ত পরিমাণ সিকিউরিটিরও আবশ্যক হইত না। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া?

যে একটা মাত্র ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীরা বুকের রক্তে গড়িয়া তুলিয়াছিল, কয়েকজন লোকের অপরিণামদর্শিতা ও অসততার ফলে তাহাও ফেল হইয়া গেল। তবুও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক দেশের অনেক উপকার করিয়াছে; অনেক বাঙ্গালী কারবার উহার সহায়তায় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক প্রকারে বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতে পারিত। এখন এক বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কই বাঙ্গালীর প্রধান সম্বল। বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে এক মাসের মধ্যেই এই ব্যাঙ্ক দুইটীর অবস্থা ফিরাইয়া দিতে পারে। কিন্তু "ঘর কাঁদাইয়া পর হাসানোই" হ'চ্ছে বাঙ্গালী জাতির বিশেষত্ব; তাই তাহার অর্থে অন্য সব পরদেশী ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিতেছে—আর নিজের দেশের ব্যাঙ্কগুলি তৈলাভাবে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে।

ব্যাঙ্কের পরেই ব্যবসা ও বাণিজ্য বেশীর ভাগ সাহায্য পায় **ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহের মূলধন হইতে**। ব্যাঙ্ককে স্বদেশী কারবারের 'First line of defence' বলিলে, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহকে উহার 'Second line of defence' বলা যাইতে পারে। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে জীবন বীমা করিলে শুধু যে ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করিয়া রাখা হয় তাহা নহে,

হাতে টাকা থাকিলে বিদ্যা বুদ্ধি, সম্মান, আদর, যত্ন সবই বিনা কষ্টে পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া যায় না ভগবান।

সঙ্গে সঙ্গে প্রকারান্তরে শিল্প-বাণিজ্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। বাঙালী চালিত ব্যাঙ্ক নাই ; কিন্তু বাঙ্গালী চালিত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী আছে। আরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত করা এবং বর্ত্তমানের লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী গুলির উন্নতির চেষ্টা করাই বাঙালীদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

আজকাল আমাদের দেশে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। বহুবারই এইরূপে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সকলেই জানেন, কোন বারেই আমরা সম্যক্‌রূপে সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। কেন যে পারি নাই তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমরা বহুবার বলিয়াছি অর্জ্জন অপেক্ষা বর্জ্জনের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়া কখনই সাফল্য লাভ করা যাইবে না।

স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিব না, অথচ বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিব—এমনটা হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে চাই বলিয়া স্বদেশী গ্রহণ করিলে চলিবে না—স্বদেশীকে গ্রহণ করিতে চাই বলিয়াই বিদেশীকে বর্জ্জন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে আন্দোলন চলিতেছে, উহাতে স্বদেশী-প্রীতি নাই (স্বদেশ প্রীতি থাকিতে পারে), বিদেশীকে জব্দ করিবার স্পৃহা আছে। দেশ শুদ্ধ লোকই যদি বিদেশীকে জব্দ করিবার জন্য একান্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিত, তাহা হইলে হয়ত এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারিত। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে দেশের অধিকাংশ লোকই বিদেশীকে জব্দ করা সম্বন্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকারিদিগের সহিত একমত নহেন। কাজেই বর্জ্জন আন্দোলন তেমন জোর পাইতেছে না এবং নেতৃবৃন্দ বার বার গরম গরম বক্তৃতার উত্তেজক ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া সত্ত্বেও বার বার আন্দোলনটী অসাড় হইয়া ন্যাতাইয়া পড়িতেছে।

কোন ইংরাজ সহজে বাঙালীর দোকানে জিনিস কিনিতে যাইবে না, যাইলেও বিলাতী ব্যতীরেকে অন্য কোন দেশের তৈয়ারী জিনিস কিনিতে চাহিবে না। বিলাতের লোকে বিলাতী জিনিস চায়; সেইরূপ আমেরিকার লোকে আমেরিকার জিনিস, ফ্রান্সের লোকে ফ্রান্সের জিনিস, জাপানের লোকে জাপানের জিনিস ব্যতীত সহজে অন্য জিনিস ব্যবহার করিবে না। এই যে স্বদেশী জিনিস অপেক্ষাকৃত নীরেস হইলেও অধিক মূল্যে কিনিয়া লওয়ার স্পৃহা, ইহার পিছনে একটা গভীর দেশাত্মবোধ জাগিয়া রহিয়াছে।

'আমি স্বদেশকে ভালবাসি, আমি স্বজাতিকে আপনার জন বলিয়া মনে করি, অতএব আমার নিকট হইতে সে দু পয়সা বেশী লইলেও আমি তাহার নিকট হইতেই জিনিস কিনিব'—এই মনোভাব জাতির উন্নতির লক্ষণ, ইহা গভীর স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন মাত্র। এমন কি, ইহাকে বাদ দিয়া জাতি বড় হইতে পারে না।

কোন কোন লোক ইহাকে স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণতা বলিতে পারেন। কিন্তু জাতির মুক্তির জন্য এই ধরণের স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণতার প্রয়োজন আছে; আমাদের মত পরাধীন দেশে উহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। কেননা উহা আবশ্যক আমাদের আত্মরক্ষার জন্য, ধরাপৃষ্ঠ হইতে

আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য। যখন ঘরের লোক অন্নাভাবে মরিয়া উজাড় হইয়া গেল, তখন বিশ্বের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার অন্নদান-সত্র খোলা আমাদের নিকট বিরাট ভণ্ডামী বলিয়াই বোধ হয়।

"Charity begins at home"—কথাটাকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া মানি। প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের চরকায় তৈল প্রদান করে, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল চরকাই ঠিকমত ঘুরিতে থাকিবে। নিজের চরকায় তেল দিয়া যদি তেল বেশী থাকে তাহা হইলে অপরের চরকায় তেল দিবা দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন নিজের চরকাই তৈলাভাবে ঘড় ঘড় করিতেছে, তখন বিশ্বের লোককে পরিবেশন করিবার জন্য তৈলভাণ্ড লইয়া ছুটাছুটি করা নিতান্ত তৈল-মর্দ্দন-স্বভাবেরই পরিচায়ক। যে ব্যক্তি নিজেই জলে ডুবিয়া যাইতেছে, সে আবার অপরকে সাঁতার শিখাইতে যায় কি হিসাবে?

আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে; কিন্তু বাঁচিব কেমন করিয়া? বর্ত্তমান যুগে শিল্প বাণিজ্যকে বাদ দিয়া জাতি হিসাবে কাহারও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। কাজেই বর্ত্তমানে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পেই আমাদিগকে প্রাণপাত করিতে হইবে। স্বদেশী গ্রহণ ব্যতীত কখনও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে না; অতএব প্রথমেই স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করা চাই। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ নহে—স্বদেশীর প্রতি প্রীতি বশতঃ।

জার্ম্মানীতে বা আমেরিকায় প্রস্তুত কোন দ্রব্যের মূল্য ১২৲ টাকা এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত সেই একই গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের মূল্য ১৫৲ টাকা হইলে, একজন ইংরাজ ১২৲ টাকার জিনিস না কিনিয়া ১৫৲ টাকা দামের বিলাতী জিনিব কেনেন কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে একজন ইংরাজ বলিয়াছিলেন—"ঐ যে ১৫৲ টাকা দিলাম উহা ত' ডান হাতে দিয়া বাম হাতে লইলাম মাত্র; কেননা উহা আমার জাতির মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ১২৲ টাকা দিয়া জিনিস কিনিলে উহার সবটাই ত' বিদেশে বাহির হইয়া যাইত! কাজেই উহার সবটাই লোকসান হইয়া গেল।"

সেইরূপ ইংরাজ আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে বলিয়া আমেরিকান দ্রব্য পরিহার করে নাই, ইংরাজ ইংরাজকে ভালবাসে বলিয়াই বিলাতী দ্রব্য কিনিয়াছে। বাঁচিতে হইলে এইরূপ অহৈতুকী স্বদেশী-প্রীতি অর্জ্জন করিতে হইবে।

স্বদেশী কাপড় বা স্বদেশী জামা কিনিলেই স্বদেশী গ্রহণ সম্পূর্ণ হইল না। স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে বা দেশের অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। সেই সকল কাজ কি?—একটী হইল স্বদেশী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপন করা এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করা।

এক হিসাবে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাঙ্ক অপেক্ষাও অধিক। কেন না, ব্যাঙ্কে কেবল বড় লোকেরাই টাকা রাখিতে পারে, আর ইন্‌সিওর করে বা ইন্‌সিওর করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। দ্বিতীয়তঃ

অভাব বাড়ানই দুঃখ বরণ করা।

ব্যাঙ্কের কেবল স্থায়ী আমানতের টাকাই নিশ্চিন্তভাবে ব্যবসায়ীকে ধার দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়ামের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ঐ ভাবে ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কেননা, চল্‌তি হিসাবের টাকা যে-কেহ যখন-ইচ্ছা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে পারে, কিন্তু ইন্‌সিওরের টাকা একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে, বা মৃত্যু না ঘটিলে বা প্রকৃত পক্ষে কোন ক্ষতি না হইলে তুলিয়া লইবার উপায় নাই।

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ যে দেশের আর্থিক উন্নতির হেতু ও নিদর্শন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে-কোন দেশের ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সংখ্যা ও অবস্থা দেখিয়া সে-দেশের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। এই হিসাবে বাংলা দেশের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে বীমা কোম্পানী ও বীমাকারীর সংখ্যা যে কত নগণ্য, তাহার তুলনামূলক তালিকা এই বার্ষিক বীমা সংখ্যায় স্থানান্তরে আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

বিভিন্ন দেশের বীমার পরিমাণ

জগতের বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ বীমা হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদান করা হইল। এই তালিকার সহিত ভারতবর্ষের বীমা ব্যবসায়ের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আজকাল অনেকেই ভারতে বীমা ব্যবসায়ে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু উহা অন্যান্য দেশের তুলনায় যে কত অল্প, নিম্নের তালিকাই তাহার জলন্ত প্রমাণ। ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে কোন্ দেশে কত বীমা হইয়াছে তাহা লক্ষের অঙ্কে দেখান হইল। যত অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, তত লক্ষ বুঝিতে হইবে।
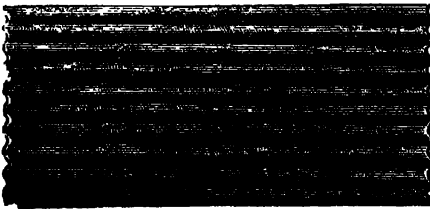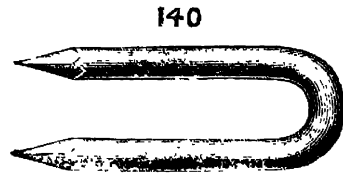
	১৯২৭ লক্ষ টাকা	১৯২৮ লক্ষ টাকা
আমেরিকার		
যুক্ত প্রদেশ সমূহ	২৩,৯৭,১০৭	২৬,২০,৯২৩
কানাডা	১,৩৭,৫৩৪	১,৫৭,৩১১
ইংলণ্ডের যুক্ত-রাজ্য	৩,০৭,৬২৪	৩,১৫,৭২২
জার্ম্মাণী	৭১,৬৭৮	৯০.৭৫০
সুইডেন	৩১২৫৮	৩১৮৬৭
নেদারল্যাণ্ডস্	২৪.৯৫৯	২৬.৭৮৫
ইটালী	২২.২৭৭	২৬.৬৬০
ফ্রান্স	১৯.৪৯২	২৪.৩২৬
সুইজারল্যাণ্ড	১৪,৫২৭	১৫.৬৭৫
নরওয়ে	১০.২৯৯	১২.৩৭৫
জাপান	৯১.৪০০	১০৫,১৮৫
দক্ষিণ আফ্রিকা		
ইউনিয়ন	১৭,৩৩০	১৮,৭২৫
অষ্ট্রেলিয়া	৫৯,২২৬	৬৩ ২৫০
ভারতবর্ষ	মাত্র ১২.০০০	১৫.০০০
মেক্সিকো	৮২৮	১০২৮
ব্রাজিল	৮১৬৫	১১৯৬৫

	১৯২৭ লক্ষ টাকা	১৯২৮ লক্ষ টাকা
আর্জ্জেন্টিনা	১৯০৩	২.৬০৪
চিলি	৮৫১	৮০৮
উরুগোয়ে	৩৪৭	৩৮৫
পেরু	২৪০	৩০২
ব্রিটিশ গায়ানা	২০৫	২৪৭
ডেনমার্ক	১২,৫৩২	১২.১০০
অষ্ট্রীয়া	৭.৮৯৬	১০.১৭৫
জেকো শ্লোভাকিয়া	৪৩৫০	৫২০২
ফিনল্যাণ্ড	৪২৯২	৫১০৪
হাঙ্গারী	১৬৮২	২৭৫০
রুমানিয়া	১৫৫৬	১৭৭০
বেল্‌জিয়াম্‌	১৫২৯	১৯১৮
পোল্যাণ্ড	১৪৬৬	২৪৭৪
বুল্‌গেরিয়া	৬৪৬	৬৮৭
গ্রীস্‌	২২৮	২৮৬
জাভা	১৬৫৪	১৬১৯
নিউজীল্যাণ্ড	৩০৯১	৩২১৭
অন্যান্য দেশসমূহ	১.৪৭.৫৩০	১.৫০,০০০

সংসারে আপন ওজন অনুযায়ী না চলিলে ঠকিতে হয়।

দেহের দৈর্ঘ্য ও ওজন

মানুষের সকলের দেহের উচ্চতা সমান নয়। বেঁটে, লম্বা, সরু, মোটা নানা প্রকারের লোক আছে। তাহাদের সকলের দেহের ওজনও সমান নহে। কেহ হয়তো লম্বা হইয়াও ওজনে ভারী হন, আবার কেহ হয়তো ভারী হইয়াও লম্বা নহেন। আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীর দেহের দৈর্ঘ্যও স্বভাবতঃই অল্প। জীবন বীমায় দেহ পরীক্ষার সময়ে দৈর্ঘ্য ও ওজনের হিসাব লওয়া হয়। ইহা দ্বারা কাহার স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা সহজেই ধরা পড়ে। লোক লম্বা হইলেই স্বাস্থ্যবান অথবা বেঁটে হইলেই স্বাস্থ্যহীন হয় না। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে দেহের ওজন থাকিলেই তাহাকে স্বাস্থ্যবান বলা যায়। সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী যেরূপ দেহের ওজন হইলে উহাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায়, নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল। আমেরিকার বীমা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বিশারদ একচুয়ারীগণ লোকের মৃত্যুসংখ্যা হিসাব করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা বীমাকারীর দেহ পরীক্ষক চিকিৎসকগণের পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য, তেমনি যে-কেহ নিজেও ঘরে বসিয়া এই ওজনের সহিত মিলাইয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে পারিবেন। সাধারণ লোক যে কাপড় চোপড় জুতা জামা পরিধান করে তাহা ধরিয়া এই ওজন হিসাব করা হইয়াছে।

বীমা কোম্পানীর আপিসে এজেন্টগণ যখন বীমার প্রস্তাব পত্রাদি (Proposal Forms, Medical Reports) পাঠান, তখন ডাক্তারেরা বীমাকারীর শরীরের দীর্ঘতার সহিত ওজনের সামঞ্জস্য কিরূপ আছে, তাহা এই Table বা তালিকানুযায়ী মিলাইয়া দেখিয়া থাকেন। যদি সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায় তবে তাহা ধরা হয় না ; কিন্তু যদি অসামঞ্জস্যের পরিমাণ বেশী হয়, তবে বীমাকারীর হয় কোন ব্যাধি আছে অথবা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে ধরিয়া লইয়া ডাক্তারেরা এইরূপ বীমাকারীর নিকট বেশী প্রিমিয়াম দাবী করতঃ Risk বা দায়ীত্বের ভার কথঞ্চিৎ লাঘব করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় হয়ত এরূপ প্রস্তাব গ্রহণই করেন না। পক্ষান্তরে প্রচলিত হারের চেয়ে বেশী প্রিমিয়াম দাবী করায় অনেক সময় বীমাকারীও সরিয়া পড়েন এবং বীমা করিতেই অস্বীকার করেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই ষোল আনা লোকসান এজেন্টগণের—যাঁহারা অনেক কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করতঃ এক একটী কেস্ যোগাড় করিয়া থাকেন। বীমাকারীর শরীরের উচ্চতার সহিত ওজনের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলে গোড়াতেই এজেন্টগণ জানিতে পারেন যে, তিনি যাহার পলিসির জন্য ক্যান্‌ভাস করিতেছেন তাঁহার শরীরের উচ্চতার সহিত ওজনের সামঞ্জস্য আছে

নিজেকে দুর্ব্বল বা ছোট বলে ভাবাটাও একটা পাপ।

কিনা ! তাহা হইলে অনেক সময় অনাবশ্যক পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং অপচয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারেন। এইজন্য আমরা এই তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম।

পুরুষের দেহের দৈর্ঘ্য ও ওজন।

উচ্চতা ফুট—ইঞ্চি	বয়স ১৫-১৫	বয়স ২০-২৪	বয়স ২৫-২৯	বয়স ৩০-৩১	বয়স ৩৫-৩৯	বয়স ৪০-৪৪	বয়স ৪৫-৪৯	বয়স ৫০ ও তদূর্দ্ধ
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
৫	১১৩	১১৯	১২৪	১২৭	১২৯	১৩২	১৩৬	১৩৫
৫—১	১১৫	১২১	১২৬	১২৯	১৩১	১৩৪	১৩৬	১৩৭
৫—২	১১৮	১২৪	১২৮	১৩১	১৩৩	১৩৪	১৩৮	১৩৯
৫—৩	১২১	১২৭	১৩১	১৩৪	১৩৬	১৩৯	১৪১	১৪২
৫—৪	১২৪	১৩১	১৩৪	১৩৭	১৪০	১৪২	১৪৪	১৪৫
৫—৫	১২৮	১৩৫	১৩৮	১৪১	১৪৪	১৪৬	১৪৮	১৪৯
৫—৬	১৩২	১৩৯	১৪২	১৪৫	১৪৮	১৫০	১৫২	১৫৩
৫—৭	১৩৬	১৪২	১৪৬	১৪৯	১৫১	১৫৪	১৫৬	১৪৭
৫—৮	১৪০	১৪৬	১৫০	১৫৪	১৫৭	১৫৯	১৬১	১৬২
৫—৯	১৪৪	১৫০	১৫৪	১৫৮	১৬২	১৬৪	১৬৬	১৬৭
৫—১০	১৪৮	১৫৪	১৫৮	১৬৩	১৬৭	১৬৯	১৭১	১৭২
৫—১১	১৫১	১৫৮	১৬৩	১৬৮	১৭২	১৭৫	১৭৭	১৭৮
৬—০	১৫৮	১৬৩	১৬৯	১৭৪	১৭৮	১৮১	১৮৩	১৮৪
৬ ১	১৬৩	১৬৮	১৭৫	১৮০	১৮৪	১৮৭	১৯০	১৯১
৬—২	১৬৮	১৭৩	১৮১	১৮৬	১৯১	১৯৪	১৯৭	১৯৮
৬—৩	১৭৩	১৭৮	১৮৭	১৯২	১৯৭	২০১	২০৪	২০৫
৬—৪	১৭৮	১৮৩	১৯২	১৯৮	২০৩	২০৮	২১১	২১১

আজকাল মহিলাদেরও ব্যাপকভাবে জীবন বীমা হইতেছে এবং অনেক স্ত্রীলোক ইন্‌সিওরেন্সের ক্যানভ্যাসিং সুরু করিয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য মহিলাদের তালিকাও প্রকাশিত হইল।

মহিলাদের দেহের দৈর্ঘ্য ও ওজন

উচ্চতা ফুট—ইঞ্চি	বয়স ২০-২৪ পাউণ্ড	বয়স ২৫-২৯ পাউণ্ড	বয়স ৩০-৩৪ পাউণ্ড	বয়স ৩৫-৩৯ পাউণ্ড	বয়স ৪০-৪৪ পাউণ্ড	বয়স ৪৫-৪৯ পাউণ্ড	বয়স ৫০ ও তদূর্দ্ধ পাউণ্ড
৪—১০	১১১	১১৪	১১৭	১২০	১২৪	১২৭	১২৯
৪—১১	১১৩	১১৬	১১৯	১২২	১২৬	১২৯	১৩১
৪৫	১১৫	১১৮	১২১	১২৪	১২৮	১৩১	১৩৩
৫ ১	১১৭	১২০	১২৩	১২৬	১৩০	১৩৩	১৩৫
৫—২	১২০	১২২	১২৫	১২৯	১৩৩	১৩৬	১৩৮
৫ ৩	১২৩	১২৫	১২৮	১৩২	১৩৬	১৩৯	১৪১
৫—৪	১২৬	১২৯	১৩২	১৩৬	১৩৯	১৪২	১৪৪
৫ — ৫	১২৯	১৩২	১৩৬	১৪০	১৪৩	১৪৬	১৪৮
৫—৬	১৩৩	১৩৬	১৪০	১৪৪	১৪৭	১৫১	১৫২
৫—৭	১৩৭	১৪০	১৪৪	১৪৮	১৫১	১৫৫	১৫৭
৫—৮	১৪১	১৪৪	১৪৮	১৫২	১৫৫	১৫৯	১৬২
৫—৯	১৪৫	১৪৮	১৫২	১৫৬	১৫৯	১৬৩	১৬৬
৫—১০	১৪৯	১৫২	১৫৫	১৫৯	১৬২	১৬৬	১৭০
৫—১১	১৫৩	১৫৫	১৫৮	১৬২	১৬৬	১৭০	১৭৪
৬ ০	১৫৭	১৫৯	১৬২	১৬৫	১৬৯	১৭৩	১৭৭

১৯২৯ সালে ভারতের দেশী বীমা কোম্পানী সমূহ যে পরিমাণ নূতন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		ভারতে মোট কত হাজার টাকার বীমা বিক্রয় করিয়াছেন।	ভারতের বাহিরে মোট কত হাজার টাকার বীমা বিক্রয় করিয়াছেন।	এই কাজের জন্য ২৯ সালে যে নূতন প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে তাহার পরিমাণ (হাজার টাকায়)
All-India and Burma	...	*	...	2
Andhra	...	19,01	...	1,03
Argus	...	59	...	3
Asian	...	31,27	38	1,70
Asiatic	...	11,43	1	58
Bengal Insurance	...	6,31	1,93	52
Bengal Mercantile	...	4,75	7	25
Bharat	...	1,14,33	6,19	6,95
B. B. and C. I.	...	12	...	...
Bombay Life	...	50,45	12	2,60
Bombay Mutual	...	36,00	...	2,02
Bombay Zoroastrian	...	1, 25	...	4
Britannia (now named Shree	...	3,95	7	21
Calcutta Insurance	...	7,91	73	48
Christian Mutual	...	3,20	2	16
Co-operative	...	4,19	...	20
Crescent	...	3,00	2	16
Donation Union	...	*	...	1,19
East and West	...	9,95	21	57
Empire	...	1,23,54	3,40	7,14
General	...	62,81	...	3,40
Goan Mutual	...	55	3	4
G. I. P. Railway Employees	...	45	...	2
Gujrat Zoroastrian	...	1	...	...
Himalaya	...	8,41	...	43
Hindu Mutual	...	6,87	...	34
Hindustani Bima	..	65	...	3
Hindustan (Lahore)†	...	4,55	1	16
Hindusthan Co-operative	...	87,64	13,26	5,29
Ideal	...	2,37	...	17

* There is no fixed sum assured under the policies, the business transacted being either on the dividing plan or on the call system.

† Figures relate to company's business for a period of 21 months.

১৯২৯ সালে ভারতের দেশী বীমা কোম্পানী সমূহ যে পরিমাণ নূতন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		ভারতে মোট কত হাজার টাকার বীমা বিক্রয় করিয়াছেন	ভারতের বাহিরে মোট কত হাজার টাকার বীমা বিক্রয় করিয়াছেন।	এই কাজের জন্য ২৯ সালে যে নূতন প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে তাহার পরিমাণ (হাজার টাকায়)
India Equitable[1] ...	...	22.80	...	1.24
Indian Christian	...	†	...	‡
Indian Mutual	...	7.26	...	34
Indian of Karachi	...	9,15	...	45
Indian Ordnance	...	81	...	2
Industrial and Prudential	...	42,39	...	2,33
Jupiter	...	14,35	67	90
Lakshmi	...	63,06	1,88	3,34
Light of Asia	...	1,54	...	9
Mangalore	...	56	...	2
Modern	...	7	...	...
Nagpur Pioneer	...	4,63	...	29
National	...	1.15,86	98	5.99
National Indian	...	23,87	...	1,35
New India§	...	2,98	...	22
Oriental	...	5.88,47	57.78	36,30
Parsee Zoroastrian	...	2	...	...
People's	...	11,74	3	30
Punjab Mutual	...	†	†	5
Rechabites	..	1	...	...
Simla Mutual	...	18	..	1
Sind Hindu	...	†	...	...
Star	...	9 63	40	51
Tropical	...	18.74	1,41	1,02
Unique	...	8.45	...	47
United India	...	28,31	...	1.45
Venus**	...	8,55	...	76
Western India	...	27.03	...	1.46
Zenith	...	22.22	19	1,19
TOTAL	...	16,39.17	89,79	95,83

Figures relate to company's business for a period of 18 months.

† There is no fixed sum assured under the policies, the business transacted being either on the dividing plan or on the call system.

‡ There is no new premium income, the business transacted being on the call system.

§ Figures relate to company's business for a period of 3 months.

** Figures relate to company's ordinary life assurance business only.

১৯২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত দেশী বীমা কোম্পানীগুলিতে যত টাকার বীমা মজুত ছিল এবং তদ্বাবদ যত টাকার প্রিমিয়াম আদায় হইতেছিল তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		ভারতবর্ষে বিক্রিত মোট যত হাজার টাকার বীমা ও বোনাস্ মজুদ আছে।	ভারতের বাহিরে বিক্রিত মোট যত হাজার টাকার বীমা ও বোনাস্ মজুদ আছে।	লাইফ্ এ্যাস্যুরেন্স রেভিনিউ একাউন্টে যত হাজার টাকার প্রিমিয়াম আদায় হয় তাহার পরিমাণ।
All-India and Burma	...	*	...	19
Andhra	...	33,13	...	1,57
Argus	..	1,19	..	5
Asian	...	1,12,61	3,04	5,86
Asiatic	...	27,73	50	1,38
Bengal Insurance	...	12,16	5,40	1,19
Bengal Mercantile	...	11,58	38	92
Bharat	...	5,38,25	13,31	26,91
B. B. and C. I.	...	6,24	...	20
Bombay Life	...	1,86,75	26	8,64
Bombay Mutual	...	87,35	...	4,51
Bombay Zoroastrian	...	17,25	...	56
Britannia (now named Shree)	...	7,81	8	40
Calcutta Insurance	...	19,73	2,73	1,34
Christian Mutual	...	15,18	21	69
Co-operative	...	31,36	5	1,44
Crescent	...	6,36	10	26
Donation Union	...	*	...	2,32
East and West	...	30,47	2,16	1,88
Empire	...	8,97,22	37,25	44,15
General	...	1,93,98	25	10,12
Goan Mutual	...	8,81	85	41
G. I. P. Railway Employees	...	3,64	...	14
Gujarat Zoroastrian	...	4,55	..	19
Himalaya	..	27,32	...	1,38
Hindu Mutual	...	25,37	...	1,18
Hindustani Bima	...	8,72	...	51
Hindustan (Lahore)	...	12,43	5	1,43
Hindusthan Co-operative	...	3,86,86	18,50	17,53
Ideal	...	5,32	...	31

* There is no fixed sum assured under the policies, the business transacted being either on the dividing plan or on the call system.

১৯২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত দেশী বীমা কোম্পানীগুলিতে যত টাকার বীমা মজুত ছিল এবং তদ্বাবদ যত টাকার প্রিমিয়াম আদায় হইতেছিল তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		ভারতবর্ষে বিক্রিত মোট যত হাজার টাকার বীমা ও বোনাস্ মজুদ আছে।	ভারতের বাহিরে বিক্রিত মোট যত হাজার টাকার বীমা ও বোনাস্ মজুদ আছে।	লাইফ্ এ্যাসুরেন্স রেভিনিউ একাউণ্টে যত হাজার টাকার প্রিমিয়াম আদায় হয় তাহার পরিমাণ।
India Equitable	...	58,25	...	4,81
Indian Christian	...	*	...	16
Indian Mutual	...	11,47	...	51
Indian of Karachi	...	1,60,52	...	6,21
Indian Ordnance	...	11,85	...	23
Indust ial and Prudential	...	1,45,91	7	7,40
Jupiter	...	13.17	62	75
Lakshmi	...	1. 56.95	1,86	7,82
Light of Asia	...	5.12	...	29
Mangalore	...	15,37	...	43
Modern	...	1,49	...	6
Nagpur Pioneer	..	11,40	...	67
Nationsl	...	6,22,59	98	28,14
National Indian	...	1,43,94	2.15	7,62
New India	...	2,98	...	12
Oriental	...	32.92,11	2,49,36	1,60,92
Parsee Zoroastrian	...	1,84	...	5
People's	...	18,61	3	78
Punjab Mutual	...	*	*	2,62
Rechabits	...	50	...	...
Simla Mutual	...	3,43	...	11
Sind Hindu	...	*	...	1,68
Star	...	8,70	40	32
Tropical	...	28,40	1,41	1,10
Unique	...	23,77	...	1,45
United India	...	1,36,40	...	6,16
Venus†	...	9,01	...	1,11
Western India	...	1,22,26	...	6,24
Zenith	...	62 49	1,65	3,42
TOTAL	...	77,87,97	3,43,67	3,88,84

* There is no fixed sum assured under the policies, the business transacted being either on the dividing plan or on the call system.

† Figures relate to company's ordinary life assurance business only.

দেশী কোম্পানীগুলিতে ১৯২৯ সালে যত টাকার নূতন Annuity Contracts করা হইয়াছে তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল

কোম্পানীর নাম		ভারতে যতখানা Annuity ইস্যু করা হইয়াছে	ভারতে যত হাজার টাকার বাৎসরিক Annuity বিক্রয় হইয়াছে	ভারতের বাহিরে যত খানা Annuity ইস্যু করা হইয়াছে	ভারতের বাহিরে যত হাজার টাকার বাৎসরিক Annuity বিক্রয় হইয়াছে।
Bharat	...	5	6	...	...
Bombay Life		...	...	...	...
Bombay Widows'	...	4	...	...	...
Christian Mutual	...	5	1	...	...
Empire	...	2	1	...	...
Oriental		3	2	...	...
People's	...	1	2	...	...
Star	...	1	...	...	...
Tinnevelly Diocesan	...	1	...	...	...
Tropical	...	1	1	2	3
Wesleyan Methodist	...	95	*	...	...
TOTAL	...	118	13	2	3

* Amount of Annuity payable varies with the duration of membership.

১৯২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত দেশী কোম্পানীগুলিতে যে পরিমাণ Annuity Contracts মজুদ ছিল তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		ভারতে বিক্রিত Annuity সমূহের পরিমাণ	তদ্দাবদ ভারতে যত হাজার টাকার বাৎসরিক Annuity মজুদ ছিল	ভারতের বাহিরে বিক্রিত Annuity গুলির পরিমাণ	তদ্দাবদ যত হাজার টাকার বাৎসরিক Annuity মজুদ ছিল	রেভিনিউ একাউন্টের অন্তর্ভুক্ত প্রিমিয়ামের আয় যত হাজার টাকা
Bharat	...	41	23	...	...	9
Bombay Life	...	2	...	...	...	...
Bombay Widows'	...	181	19	...	...	15
Chiristian Mutual	...	105	20	...	...	8
Empire	...	15	4	1	1	...
Oriental	...	47	27	...	...	...
People's	...	1	2	...	...	...
Star		1	...	...	...	...
Tinnevelly Diocesan	...	322	23	...	...	2
Tropical	...	1	1	2	3	...
Wesleyan Methodist	...	555	*	...	...	26
TOTAL	...	1,274	1,19	3	4	60

* Amount of Annuity payable varies with the duration of membership.

১৯২৯ সালে বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ যে পরিমাণ নূতন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		ভারতে যত খানা পলিসি বা বীমা ইস্যু করিয়াছেন।	তদ্বাবদ ভারতে যত হাজার টাকার বীমা বিক্রয় হইয়াছে।
Constituted within United Kingdom			
Aliance	...		
Atlas	...	8	...
Commercial Union	...	42	2,81
Gresham	...	1, 702	43,61
Liverpool and London and Globe	...	21	1, 21
North British and Me-cantile	...	1,618	62,70
Northern	...	3	9
Norwhich Union	...	1,872	76,54
Pearl (excluding Industrial Assurance)		55	1,51
Phœnix	...	606	29,13
Prudential (exluding Industrial Assurance)		4,671	1,18,10
Royal	...	1,350	49,89
Royal Exchange	...	191	6,38
Royal London Auxiliary	...		No new business
Scottish Union and National	..	476	19,48
Standard	...	1.031	45,72
Yorkshire	...	633	15,04
Constituted outside United Kingdom			
Allianz und Stutt Garter	...	931	25,74
China Underwriters	...	92	2,67
Great Eastern	...	3,854	78,96
Manufacturers	...	4, 092	1,4597
National Mutual	...	1,549	54,32
Sun of Canada	...	14,798	4,40,37
TOTAL	...	39,598	12, 22,14

১৯২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহে ভারতবর্ষে বিক্রিত যত টাকার বীমা মজুদ ছিল এবং তদ্বাবদ ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার প্রিমিয়াম আদায় হইতেছিল তাহার বিবরণ।

অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম	যতখানা পলিসি বা বীমা মজুদ ছিল।	যত হাজার টাকা বীমা মজুদ ছিল।	তদ্বাবদ যত হাজার টাকার প্রিমিয়াম আদায় হইতেছিল।
Constituted within United Kingdom.			
Alliance	38	2,99	5
Atlas	86	11,29	40
Commercial Union	714	48,03	2,09
Gresham	10,714	2,77,05	13,65
Liverpool & London & Globe	42	3,17	15
North British and Mercantile	11,787	5,73,07	26,17
Northern	106	8,01	40
Norwhich Union	14,400	6,58,34	32,64
Pearl (excluding Industrial Assurance)	55	1,51	5
Phœnix	6,520	2,44,25	10,15
Prudential (excluding Industrial assurance)	8,446	2,30,36	13,92
Royal	7.691	3,52,37	16,53
Royal Exchange	1,338	46,49	2,63
Royal London Auxiliary	20	86	5
Scottish Union and National	4,761	2.47,59	11.06
Standard	9,389	4 80,22	20,58
Yorkshire	1,788	56,68	2,38
Constituted within Outside Kingdom.			
Allianz uad StuttGarter	919	25,05	1,33
China Underwriters	343	13,48	90
Great Eastern	11,307	2,39,10	14,48
Manufacturers	11,693	4,97,17	29,41
National Mutual	6,088	2,56,10	11,66
Sun of Canada	75,305	21,34,93	1,31,12
TOTAL	1,83,640	64,08,14	3,41,80

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ

কোম্পানীর নাম	যে পর্য্যন্ত বৎসর ধরা হইয়াছে	কাজের পরিমাণ টাকা
ওরিয়েণ্টাল	৩১—১২—৩০	৫,৪৪,০৮,৮৯৬
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্	৩০—৪—৩১	১,১৫,৮০,৭৫০
ন্যাশনাল্	৩১—১২—৩০	১,১৩,৫৫,০৬৯
এম্পায়ার	২৮—২—৩১	১,১০,১২,৩০০
ভারত	৩১—১২—৩০	১,০০,১০,০০০
নিউ ইণ্ডিয়া	৩১—৩—৩১	৭১,০০,০০০
বোম্বে লাইফ্	৩১—১২—৩০	৫৯,৯৭,৫০০
বোম্বে মিউচুয়াল	৩১—১২—৩০	৫৬,৯৫,০০০
লক্ষ্মী	৩০—৪—৩১	৫৫,১৫,০০০
ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল্ এণ্ড প্রুডেনসিয়েল	৩১—১২—৩০	৪৫,৩৪,৭৫০
জেনারেল	৩১—১২—৩০	৩৯,০৫,০০০
এসিয়ান	৩১—১২—৩০	৩২,০৯,০০০
ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া	৩১—১২—৩০	৩১,৩২,০০০
ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া	৩১—১২—৩০	২৯,৩৬,৫০০
ন্যাশন্যাল্ ইণ্ডিয়ান্	৩১—১২—৩০	২১,৪২,০০০
জেনিথ্	৩১—১২—৩০	১৯,৫০,২৫০
ইউনাইটেড্ ন্যাশন্যাল্	৩১—৩—৩১	১৬,৪৮,১৮২
ইউনিক	৩১—৫—৩০	১৪,০৬,০০০
অন্ধ্র	৩১—১২—৩০	১৩,৭৩,৫০০
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল	৩১—১২—৩০	১৩,৭০,৫০০
জুপিটার জেনারেল	৩০—৬—৩০	১৩,৬১,৫০০

কোম্পানীর নাম	যে পর্য্যন্ত বৎসর ধরা হইয়াছে	কাজের পরিমাণ টাকা
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট	৩১—১২—৩০	১৩,৪৮,৫০০
পিপল্‌স্	৩১—১২—৩০	১৩,১০,১৬৫
ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্	৩১—৫—৩১	১০,৭১,১১০
গ্রেট্ ইণ্ডিয়া	৩১—১২—৩০	১০,৬০,৭৫০
ট্রপিকাল	৩১—১২—৩০	১০,০৫,০০০
এসিয়াটিক্	৩১—১২—৩০	৯,৬৪,৭৫০
কমন্ ওয়েলথ্	৩০—৪—৩১	৯,১০,০০০
ক্যাল্‌কাটা	৩১—১২—৩০	৭,২২,২৫০
ইণ্ডিয়ান্ মিউচুয়াল	৩১—১২—৩০	৬,২৭,৭৫০
হিন্দু মিউচুয়াল	৩১—১২—৩০	৫,৭২,০০০
ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া	৩১—১২—৩০	৫,৬৯,৭০০
বৃটানিয়া (শ্রী)	৩০—৬—৩০	৫,৬৮,৫০০
বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল্	৩০—৬—৩০	৫,০১,৬০০
মডার্ণ	৩১—৫—৩০	৪,৯০,০০০
নর্দার্ন ইণ্ডিয়া	৩১—৩—৩০	৪,৬৩,৫০০
অল ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি	৩১—১২—৩০	৩,৭৩,৫০০
কো-অপারেটিভ্	৩১—৭—৩০	৩,০৯,০০০
পপুলার	২৩—১২—৩০	৩,০০,৫০০
ক্রিশ্চিয়ান্ মিউচুয়াল্	৩১—১২—৩০	২,৯৭,৯৯৭
সেন্‌ট্রাল মিউচুয়াল	৩০—৯—৩০	১,৩১,৫০০

দাবীর টাকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে এজেণ্ট ও বীমাকারীদিগের প্রতি উপদেশ

অনেকেই জীবন বীমা করিবার সময় দাবীর টাকা প্রাপ্তির সর্ত্তগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না। ফলে, নিয়মিতরূপে প্রিমিয়াম দিয়াও নিযমিত সময়ে দাবীর টাকা পাইতে দেরী হয়। বীমাকারীদের মধ্যে সাধারণতঃ অভিযোগ শুনা যায় যে, অধিকাংশ সময়ে তাহাদের দাবীর টাকা পাইতে অন্যায় ও অযথা বিলম্ব হয়। এই বিলম্বের জন্য দায়ী কে অনুসন্ধান করিলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বীমাকারী তাহার বয়সের প্রমাণ দেন নাই, অথবা নিয়মানুযায়ী পলিসি এসাইন্ করেন নাই, না হয় Successsion Certificate বা উত্তরাধিকারীত্বের প্রমাণ দাখিল করেন নাই, অথবা এমন কোনো অত্যাবশ্যক কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন যে, কোম্পানীর পক্ষে সে অবস্থায় যথাসময়ে দাবীর টাকা আইনতঃ দেওয়া চলেনা। যাহাতে দাবীর টাকা দানে বিলম্ব করিবার কোম্পানীর কোনও কারণ উপস্থিত না হয়, প্রত্যেক বীমা কারীরই পূর্ব্ব হইতে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেহ কেহ হয়তো দাবীর টাকা পাইতে যে সকল কাজ অবশ্য কর্ত্তব্য, সে-সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখেন না। এজন্য বীমার টাকা যথাসময়ে পাইতে হইলে যাহা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক, নিম্নে তাহার আলোচন করা হইল।

বয়সের প্রমাণ

কেহ কেহ বীমা করার সময়ে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ না করিয়াই অনুমানের উপর একটা বয়স লিখাইয়া দেন। কিন্তু জন্মের সন তারিখের প্রমাণ যখন দাখিল করা হয় তখন তাহার সহিত মিলাইয়া দেখা যায় যে দুই এক বৎসর এদিক ওদিক হইয়া গিয়াছে। বীমাকারীর বয়সের উপরই প্রিমিয়াম ধার্য্য হয়, সুতরাং দাবীর টাকা যথাসময়ে পাইতে হইলে বয়সের সন তারিখও ঠিক করিয়া লেখা আবশ্যক এবং সে তারিখ ও সনের মধ্যে যে ভুল নাই তাহাও কোম্পানীর নিকট প্রমাণ করা দরকার। অনেকে মৃত্যুর পরে টাকা আদায়ের সময় বয়সের প্রমাণ দিয়া থাকেন; কিন্তু কখনই এরূপ করা উচিত নয়। কারণ মৃত্যুর পরে অনবধানতা বশতঃ কোনো ভুল ভ্রান্তি বাহির হইলে টাকা আদায়ে অযথা বিলম্ব অনিবার্য্য; সুতরাং বীমার প্রস্তাব পত্রের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের দলিল কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

যদি কোনো কারণে তাহা সম্ভব না হয়,

জগতে যত রকম মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়ের পথ আছে জীবনবীমা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট এবং নিরাপদ।

তাহা হইলে বীমা করার পরে যতশীঘ্র সম্ভব কোম্পানীর নিকট বয়সের প্রমাণ দিয়া রাখিবে। এসম্বন্ধে সামান্ত শৈথিল্যে শেষে বহু অনাবশ্যক মনোমালিন্স ও অপ্রীতিকর ব্যাপারের সৃষ্টি হয়। এজেন্টগণেরও বীমাকারীদিগকে পূর্ব্ব হইতেই এবিষয়ে সাবধান ও সাহায্য করা উচিত। যখন আর কোনো প্রমাণের দলিল পাওয়া না যায়, তখন উপযুক্তরূপে এফিডেভিট affidavit দিলেই কোম্পানী সেই প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দলিলে বয়সের প্রমাণ গৃহীত হয় :-

(১) বীমাকারীর জন্মের সময়ে প্রস্তুত করা কোষ্ঠি বা ঠিকুজী। এই ঠিকুজী আসল দাখিল করিতে হইবে। নকল বা certified copy চলিবেনা।

(২) মিউনিসিপালিটির অথবা সরকারী জন্ম বিবরণের "birth register" খাতা হইতে বয়স সমন্ধে সার্টিফাইড্ কপি।

(৩) বিশ্ব বিদ্যালযের সার্টিফিকেট অথবা স্কুল বা কলেজের কোনও রেকর্ডে যদি বয়সের উল্লেখ থাকে তবে certified কপি হইলেও চলিবে।

(৪) যেসকল পরিবারে পারিবারিক জন্ম বিবরণের কোনও রেকর্ড বা রেজিষ্টার থাকে তাহার সার্টিফাইড্ কপি।

(৫) সার্ভিস বুক, সিভিল লিষ্ট প্রভৃতি সরকারী রেকর্ডে বয়সের উল্লেখ থাকিলে তাহার সার্টিফাইড নকল।

(৬) বীমাকারী যদি খৃষ্টান হন, তবে তাঁহার দীক্ষার সময়কার জন্ম-সার্টিফিকেট অথবা পারিবারিক বাইবেলের জন্ম-দলিল বা তাহার certified কপি গৃহীত হইবে।

(৭) পিতা বা অভিভাবক অথবা এমন কোনো নিকট আত্মীয়, যিনি বীমাকারীর জন্ম সম্পর্কে সঠিক সংবাদ রাখেন, তিনি যদি কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট ফর্মে দুইটাকার ষ্ট্যাম্প দিয়া কোনো ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এফিডেভিট করেন, তবে তাহাও বয়সের দলিল রূপে গৃহীত হইবে।

পলিসি এসাইনমেণ্ট

(Assignment of Policies)

যদি বীমাকারী তাঁহার মৃত্যু অন্তে বীমার টাকার অধিকারী কে হইবে সে সম্বন্ধে কোম্পানীর নিকট তাঁহার পলিসির কোনও assignment করিয়া না থাকেন তবে তাঁহার মৃত্যু অন্তে নিম্নলিখিত উপায়ে উত্তরাধিকারিত্বের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে :—

১। যদি মৃত বীমাকারী কোনো প্রেসিডেন্সী সহরের অধিবাসী না হন, তাহা হইলে সেই জিলার জজের নিকট হইতে উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট অথবা বীমাকারীর কোনও উইল থাকিলে সেই উইলের প্রোবেট দাখিল করিতে হইবে।

২। যদি মৃত বীমাকারী কোনো প্রেসিডেন্সী সহরের অধিবাসী হ'ন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া গিয়া থাকেন তবে সেই উইলের প্রোবেট অথবা হাইকোর্ট হইতে লেটার অব এডমিনিষ্ট্রেসন (letter of administration) অথবা যেখানে দাবীর টাকা দুই হাজারের কম সেখানে এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

জীবনবীমা মানুষকে মিতব্যয়ী করে এবং সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি জন্মায়।

উপরে যে সকল দলিলের কথা বলা হইল সেগুলি সংগ্রহ করিতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন। কেবল দীর্ঘকাল নহে, উত্তরাধিকারিত্বের সরকারী দলিল দাখিল করিতে অনেক সময় এত অধিক টাকা খরচ হইয়া যায় যে তাহাতে বীমাকারীর বিধবা বা পুত্রকন্যাগণ তাহাদের অভাবের সময়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য পান না; অথবা যাহা পান, তাহা দ্বারা বীমাকারীর উদ্দেশ্য সফল হয় না। বীমার সম্পূর্ণ টাকা উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট লইতেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সুতরাং এ অবস্থায় পলিসি এসাইন্ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। পলিসি এসাইন্ করার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি আছে। এই সকল খুঁটিনাট পূর্ণ করিতে যাহাতে কোনো ভুল না হয়, সেই ভুলের জন্য বীমাকারীর টাকা পাইতে যাহাতে বিলম্ব না ঘটে, প্রত্যেক এজেণ্টের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এবং এজেণ্টগণের এসাইন্মেণ্টের নিয়মাবলী ভাল করিয়া পড়িয়া রাখা একান্ত আবশ্যক।

নিম্নে এ সম্পর্কে কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা বিবৃত হইল:—

১। সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে কোন পলিসি যে কোনও লোককে এসাইন্ করা যায় এবং এসাইন্মেণ্ট কিরূপ ভাবে করিবেন তাহা সম্পূর্ণ বীমাকারীরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কোম্পানীর কোনা আইনে বা নিয়ম কানুনের উপর হইা নির্ভর করেনা।

২। কোম্পানী সব সময়েই পলিসি এসাইন্ করিতে বীমাকারীর সাহায্য করিয়া থাকেন; কিন্তু এসাইনমেণ্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যিনি এসাইন করিবেন—তাঁহার উপর; কোম্পানী এসম্বন্ধে কোন দায়িত্ব নেন না এবং নিতে পারেন না। এই জন্য কোম্পানী সকল বীমাকারীদিগকেই পরামর্শ দেন যে পলিসি এসাইন্ করার সময় তাঁহারা কোনরূপ অসুবিধা বোধ করিলে কিম্বা কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে যেন সব সময়ে কোনও ভাল আইনজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করেন।

৩। নাবালকের নামে সাধারণতঃ পলিসি এসাইন্ করা উচিত নহে। কারণ গার্ডীয়ান এণ্ড ওয়ার্ডস্ এক্ট অনুযায়ী নাবালক উত্তরাধিকারীর কোনো অভিভাবক নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আইনানুসারে তাহাকে দাবীর টাকা দেওয়া যাইতে পারেনা। উপরোক্ত এ্যাক্ট অনুযায়ী এইরূপ অভিভাবক স্থির করিয়া বীমার টাকা পাইতে অনেক সময় ও অর্থ নষ্ট হইয়া যায়।

৪। এসাইন্মেণ্ট করিলেই তাহার উদ্দেশ্য বা কারণ দেখাইতে হইবে। ইহা স্বেচ্ছাকৃত হইতে আপত্তি নাই বটে, কিন্তু কি জন্য এসাইন করা হইল তাহা বলা আবশ্যক। স্বাভাবিক ভালবাসা, অথবা স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়গণের জন্য স্নেহ মমতা বশতঃ করিলে তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হইতে পারে, অথবা কোন দায় বশতঃ বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবার প্রয়োজন হওয়ায় বিক্রয়লব্ধ টাকা পাইয়াও উহা অপরের নামে এসাইন্ করা যায়।

৫। কেবল কোম্পানীর নিকট একখানি

একবার বীমা করিলে প্রিমিয়ামের টাকা জোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত বাজে খরচ করার ইচ্ছা হইলেও তাহা আপনিই দমন হইয়া যায়।

স্মারকলিপি পাঠাইয়া বলিলেই হইবেনা যে আমার মৃত্যুর পরে আমার বীমার টাকা যেন অমুক লোককে দেওয়া হয়। এরূপ পত্রকে এসাইন্‌মেণ্ট রূপে গ্রহণ করা হয়না, এবং এপ্রকার চিঠির দাবী স্বীকার করিয়া কোম্পানী তদনুযায়ী কার্য্যও করেন না।

৬। একবার পলিসি এসাইন্ করা হইয়া গেলে উহা আর বীমাকারী প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না। কারণ একবার এসাইন্ করার পরে যাহার উক্ত পলিসিতে দাবী জন্মিয়া গেল বীমাকারী তাহার স্বার্থে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। যখন এসাইনমেণ্ট্ পত্রে স্বাক্ষর করা হয় এবং সাক্ষীগণের দস্তখত লওয়া হয়, তখনই এসাইন্‌মেণ্ট সম্পূর্ণ হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কোম্পানীর প্রতি এসাইন্‌মেণ্ট রেজিষ্ট্রেসনের যে নোটিশ দেওয়া হয় তাহার উপরেই দলিলের প্রমাণ নির্ভর করে না; উহা এসাইনীর স্বার্থরক্ষার জন্যই প্রয়োজন।

৭। পলিসি এসাইন করিতে হইলে উহা মৌখিক বলিলে চলিবেনা, লিখিয়া দিতে হইবে। যদি পলিসির অপর পৃষ্ঠে এসাইন্‌মেণ্ট লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর ষ্ট্যাম্পের জন্য অতিরিক্ত খরচা লাগে না। যদি পৃথক কাগজে এসাইন্ করা হয়, তাহা হইলে পলিসির ষ্ট্যাম্পের যে মূল্য লাগিয়াছে সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিয়া এসাইন্ করিতে হইবে। কোর্ট ফি অথবা ডাকের ষ্ট্যাম্প লাগাইলে চলিবেনা; ইহার জন্য যে পৃথক ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয় তাহাই লাগাইতে হইবে। বীমাকারীদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক বীমা কোম্পানী হইতে এসাইনমেণ্ট ফর্ম্ম ইসু করা হয়। তাহারই উপর এসাইনমেণ্ট লিখিয়া দেওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু কোম্পানী বীমাকারীর legal adviser বা আইন ঘটিত ব্যাপারের পরামর্শ দাতা নহেন, তাই তাঁহারা এইরূপ এসাইনমেণ্ট ফরম বা এসাইন্‌মেণ্টের ফলাফল সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। বীমাকারী যেরূপ অবস্থায় তাঁহার পলিসি এসাইন্ করিতে চাহেন, উক্ত ফরমের ভাষা বা ব্যাখ্যা প্রণালী যদি তাহার মতলবানুযায়ী সুবিধাজনক বলিয়া মনে না হয়, তবে বীমাকারী এ বিষয়ে কোনও আইনজ্ঞের পরামর্শ লইতে পারেন।

৮। এসাইন্‌মেণ্ট সম্পূর্ণ হইলেই বীমাকারী কোম্পানীর হেড অফিসে সে-কথা জানাইবেন। এইরূপ এসাইনমেণ্টের নোটিশ রেকর্ড করিবার জন্য কোন কোন কোম্পানী একটা রেজিষ্ট্রেশন ফি লইয়া থাকেন, আবার কোনও কোম্পানী এজন্য কোনও ফি চার্জ্জ করেন না। এইজন্য অবস্থানুযায়ী যেখানে দরকার সেখানে এসাইন্‌মেণ্টের সঙ্গে উক্ত ফি পাঠাইয়া দিতে হয়।

৯। কোম্পানীর নিকট এসাইন্‌মেণ্টের আসল দলিলখানি প্রেরণ করিয়া নোটিশ দেওয়া যাইতে পারে, অথবা এসাইন্‌মেণ্টের নকল, পার্টির নাম, তারিখ ইত্যাদি সহ একখানি নকল পাঠাইয়াও নোটিশ দেওয়া যায়। কোম্পানী এসাইন্‌মেণ্টের নোটিশ পাইলেও এই এসাইন্‌মেণ্ট আইনতঃ সিদ্ধ হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করেন না; কিন্তু কোনও দায়িত্ব গ্রহণ

যাহাদের আয় কম তাহাদের পক্ষে আপন আপন সাধ্যানুযায়ী বীমা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য

করেন ন, বীমাকারীর নিরাপত্তার জন্য এসাইন্‌মেণ্টের নোটিশ রেজেষ্ট্রী ডাকে acknowledgement due করিয়া পাঠানো উচিত।

১০। পলিসি একবার এসাইন্ করা হইয়া গেলে যাহার নামে এসাইন্ করা হয় তাহার সম্মতি ব্যতীত বীমাকারী উক্ত পলিসি বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ গ্রহণ, পলিসি surrender বা ফেরৎ দেওয়া অথবা উক্ত পলিসির কোনও সর্ত্তাদি আর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। পলিসি যথারীতি এসাইন্ করা থাকিলে বীমাকারীর মৃত্যুর পরে দাবীর টাকা পাইতে আর আদৌ বিলম্ব হয় না এবং হওয়া উচিতও নহে।

১১। যিনি টাকার দাবী করিবেন,তাঁহাকে হয় প্রোবেট,না হয় লেটার অব এডমিনিষ্ট্রেসন, অথবা উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। ইহাতে অকারণ দীর্ঘ সময় ও বহু অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। বীমাকারীকে উপদেশ দিবার সময় কোনও বিষয়ে সন্দেহ বোধ হইলে এজেণ্টগণ তৎক্ষণাৎ সে-সম্বন্ধে হেড্ অফিসের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

Assignment Form কি ভাবে লিখিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এইখানে দুইখানি Assignment Formএর নকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ঠিক যে ইহাই লিখিতে হইবে তাহার মানে নাই ; তবে এই ভাবে লিখিলেই হইবে।

DRAFT FORM

For Assignment of Policy

by way of gift.

I .. ..in consideration of natural love and affection do hereby assign by way of gift the benefit of and all moneys to become payable under the within policy of assurance No......of the......INSURANCE Co, Ltd. on my life assuring the sum of Rupees...only reserving however to myself the right to receive in cash or apply in reduction of premium any bonuses that may be declared upon such policy from time to time as I may think fit to my......and declare that his/her receipt shall be a sufficient discharge to the company for same. Provided however that in the event of my said......predeceasing me or in the event of my surviving the date on which the said policy if so expressed would mature the benefit policy and the right to receive moneys thereunder shall revert to me as if this assignment had never been made.

Signed and witnessed at......this..... day of 19

Signature
..............of Assured

Witness
Name........................
Designation....................
Address..............................

DRAFT FORM OF ASSIGNMENT

For Valuable Consideration

(This can be endorsed on the policy
and signed before an independent witness).

I.. son of ...of...in consideration of the sum of Rupees...(in words) paid to me by...son of......of......the receipt of which is hereby acknowledged, do hereby assign and transfer all my right, title, and interest in the within policy and all moneys assured by, or to become payable under the same to the said·· ...···his Executors, Administrators or Assigns for any sum or sums of money to be received by him or them under or on account of the said policy shall discharge the.........
.........Insurance Co., Ltd. from all responsibility in respect of the application of such money as effectually and to all intents and purposes as if such receipt or receipts were signed by myself, my executor or Administrators.

Dated at······this····· day of·· ···19
Witness
Signature
Occupation
Address

Signature of
Assignor

If the assignment is effected by a separate deed or writing, and not endorsed on the policy, the words "the within" in the third and fifth lines respectively of the above forms should be omitted and the words "policy No..........in the·········Insurance Co., Ltd. on the life of......should be submitted.

কারণ বিপদ, রোগ, শোক কখন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। এইরূপ দুঃসময়ে ধনীর অর্থের অভাব হয় না, কিন্তু দরিদ্রের সঞ্চয় না থাকিলে অশ্রুজল ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

প্রত্যেক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী হইতে যদিও এইরূপ এসাইন্‌মেণ্ট ফরম ইস্যু করা হয়, তথাপি কোনও কোম্পানী এই সকল এসাইন্‌মেণ্ট ফরমএ ব্যবহৃত ভাষা আইনতঃ সিদ্ধ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে কোনও গ্যারাণ্টি দিতে পারেন না। তাঁহারা এইরূপ আকারে এসাইন্‌মেণ্ট পাইলে বীমাকারীর ওয়ারিশকে টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন ; কিন্তু যদি তাঁহার অপরাপর আত্মীয়েরা এইরূপ এসাইন্‌মেণ্টের কোনও আইনগত দোষ বা খুঁৎ (Technical flaw or defect) বাহির করিয়া আদালতে লড়াই সুরু করেন, সেজন্য কোন কোম্পানী কোনও দায়িত্ব লইতে পারেন না। তবে জগতের সমস্ত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীই এইরূপ এসাইন্‌মেণ্ট ফরম ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ইহার বলেই সকল ওয়ারিশদের টাকা দিয়া থাকেন। তবুও পাছে লাখের মধ্যে দুই একটী এসাইন্‌মেণ্ট সম্বন্ধেও যদি dispute বা ঝগড়া উপস্থিত হয় সেই ভয়েই বীমা কোম্পানী আইনের ঝুঁকি নিজেদের ঘাড়ে রাখিতে চাহেন না। কোম্পানীর খাতাপত্রে এইরূপ এসাইনমেণ্ট রেজেষ্ট্রি করিয়া রাখার মানে এই যে, বীমাকারী কাহাকে তাঁহার পলিসি এসাইন করিয়া গেলেন কোম্পানীকে তাহা জানাইলেন এবং কোম্পানীও তাহা তাঁহাদের সেরেস্তায় রেকর্ড করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এই এসাইনমেণ্ট সম্বন্ধে যদি কোনও মামলা উপস্থিত হয় তবে তাহার দায়িত্ব কোম্পানী নিতে পারেন না।

দাবীর টাকা

বয়সের প্রমাণ দেওয়া থাকিলে এবং পলিসি নিয়মিতরূপে এসাইন করা থাকিলে বীমাকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশানদের দাবীর টাকা পাওয়াও যেমন সহজ, তেমনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দাবীর টাকা পাওয়া যায়। মৃত্যুজনিত দাবীতে বীমাকারীর মৃত্যু সম্বন্ধে কোম্পানীর নিকট অবিলম্বে নিম্নলিখিত প্রমাণ দাখিল করিতে হয়। যত তড়িঘড়ি এই সকল অত্যাবশ্যক সংবাদ কোম্পানীর হেড আপিসে পাঠাইবেন তত শীঘ্রই দাবীর টাকা পাইবার পথ পরিষ্কার হইবে।

১। বীমাকারীর পলিসির টাকা পাইবার জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট উত্তরাধিকারিত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে যে দলিল পত্রাদি আছে তাহা এবং একখানি claim Note বা দাবীর টাকা পাইবার নোটীশ কোম্পানীর হেড অফিসে পাঠাইতে হইবে।

২। বীমাকারীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এমন কোনও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাহার সহিত বীমাকারীর আত্মীয়তা নাই অথবা বীমার সহিত কোন প্রকার স্বার্থজড়িত নয়, এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে একখানি পরিচয় পত্র বা (certificate of identity) লইয়া পাঠাইতে হইবে—যাহাতে তিনি লিখিবেন যে বীমাকারীকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন এবং অমুক তারিখে মারা গিয়াছেন।

৩। শবদাহ করার অথবা কবর দিবার

মনে রাখিবে মরণের অবধারিত কাল নাই—এবং আরও মনে রাখিবে, তোমার অভাবে তোমার প্রিয়তমা পত্নী ও ছেলেপেলের দশা কি হইবে !

সময় উপস্থিত ছিলেন, বীমাকারীর বিশেষ পরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত—এইরূপে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে দাহ করা অথবা কবর দানের সার্টিফিকেট।

৪। যে অসুখে বীমাকারী মারা গেলেন সেই শেষ অসুখের সময় বীমাকারীকে যে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছিলেন তাঁহার নিকট হইতে ব্যাধি ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট।

৫। মৃত্যুর পূর্ব্বে বীমাকারী যেখানে কাজ করিতেন সেখানকার মালিকের একখানি সার্টিফিকেট অথবা যদি বীমাকারী কোনো কাজ না করিতেন তবে স্থানীয় কোনো দায়িত্বশীল ও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির পত্র।

৬। পুলিশ অথবা মিউনিসিপালিটির মৃত্যু রেজিষ্টারের certified কপি।

প্রত্যেক কোম্পানীর নিকট (২) হইতে (৫) দফায় বর্ণিত সকল বিষয়েরই মুদ্রিত ফরম আছে। হেড আফিসে চাহিবা-মাত্রই এই সকল ফরম পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর যাহাতে বীমাকারীর ওয়ারিশ এই সকল ফরম সার্টিফিকেট ইত্যাদি সহজে এবং অবিলম্বে পাইতে পারেন এবং দাবীর কাগজ পত্রাদি যাহাতে শীঘ্রই তৈরী করিয়া হেড আফিসে পাঠাইতে পারেন সে-সম্বন্ধে সকল এজেণ্টেরই বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত। এইরূপ যত্ন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র টাকা বাহির করিয়া দিলে সেই এজেণ্টের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহজেই বাড়িয়া যায়, সুতরাং তাঁহার পক্ষে নূতন কাজ জোগাড় করা খুব সহজ হইয়া উঠে। মক্কেলের প্রতি যাহারা সদ্ব্যবহার করে, তাহাদের দুঃখে ও অসুবিধায় যাহারা শুধু মুখের কথা দিয়া নয়, কিন্তু,চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করে, তাহাদের সুনাম এবং সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাদের কাজও তেমনি খুব বাড়িয়া যায়। এই সকল কারণে দাবীর টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য আমরা সকল এজেণ্টকেই বিশেষ মনোযোগী হইতে পরামর্শ দিতেছি।

বিধবা এবং অসহায় শিশু সন্তানদিগের আশু কষ্ট লাঘব করার পক্ষে বীমার ন্যায় সুহৃদ আর কেহ নাই।

মারা না গেলেও, বৃদ্ধ বয়সে যখন আর উপার্জ্জনের শক্তি থাকে না, অথচ অর্থের দরকার থাকে, তখন Endowment বা মেয়াদী বীমা এক কালে যে টাকা সুদে আসলে ফিরাইয়া দেয়, তাহাতে বৃদ্ধ বয়সের নানা দুশ্চিন্তা হইতে মানুষ রক্ষা পায়।

দেশী কোম্পানীর Outstanding Claims বা অনাদায়ী দাবীর টাকা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট Actuary Mr. Meikle এর সমালোচনা খণ্ডন।

বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের দালালগণ সাধারণতঃ দেশী বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনিয়া থাকেন এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব Actuary Mr. Meikle গত ২৮ সালের Insurance Blue Book এ (fifteenth issue) দেশী কোম্পানী সমূহকে যে বিদায়কালীন লাথি মারিয়া গিয়াছেন (Parting kick) এবং যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এই :—

১। দেশী বীমা কোম্পানী তাহাদের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী (Annual Report) পাঠাইতে অযথা দেরী করে।

২। সমুদয় দেশী কোম্পানীই দাবীর টাকা দিতে অসম্ভব দেরী করে।

৩। দেশী কোম্পানী সমূহের কাজ সংগ্রহ করার খরচের (cost of procuring business) হার বিদেশী কোম্পানীর তুলনায় অত্যন্ত অধিক।

৪। কোন কোন দেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে।

আমরা এইবার দফা ধরিয়া এই সকল উক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। কোন কোন দেশী বীমা কোম্পানী বাৎসরিক Return দাখিল করিতে দেরী করে সন্দেহ নাই, যেমন কোন কোন লিমিটেড্ কোম্পানী Registrar of Joint stock Companies এর নিকট Annual Balance Sheet দাখিল করিতে দেরী করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জরিমানা দিতে বাধ্য হয়। এইরূপ এক এক লিমিটেড্ কোম্পানীর কথা মাঝে মাঝে কখনও কখনও খবরের কাগজে পড়া যায়। হাজার হাজার লিমিটেড্ কোম্পানীর মধ্যে যদি দুই চারিটী কোম্পানী বছরের মধ্যে তাহাদের রিটার্ণ বা ব্যালান্স্ সীট পাঠাইতে দেরী করে তবে দেশশুদ্ধ কোম্পানীকে দোষী বা দায়ী করা অন্যায়; কিম্বা এই অপরাধে দেশী কোম্পানী মাত্রই বিপজ্জনক-এরূপ ইঙ্গিত করা, কিম্বা এই ভাবের সমালোচনা করা অন্যায়।

মনে রাখিবে মরণের অবধারিত কাল নাই— এবং আরও মনে রাখিবে, তোমার অভাবে তোমার প্রিয়তমা পত্নী ও ছেলে পেলের দশা কি হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা দেখাইতে চাই যে, দেরী করিয়া রিটার্ণ দাখিল করার অভিযোগ কেবলমাত্র ভারতীয় কোম্পানীর প্রতিই প্রযুক্ত করা চলে না। সব দেশেই অল্পবিস্তর এরূপ কোন না কোন কোম্পানী আছে—যাহারা এইরূপ দেরী করিয়া রিটার্ণ দাখিল করিয়া থাকে এবং সেজন্য এদেশের ন্যায় দণ্ড পাইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি ব্রিটীশ কোম্পানীর কথাই উল্লেখ করিতেছি, এবং Statesman পত্রের উক্তি উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

বীমা জগতে Lancashire and General Assurance Companyর কথা অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন। বিগত ১৯২৭ সালে এই কোম্পানী লিকুইডেশনে যায়; তখন ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসের STATESMAN পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য বাহির হইয়াছিল :—

"The Company had Previously been heavily fined for delay in rendering its accounts, and it was stated that these delays had occurred since 1922 and no other Company had given the authorities so much trouble,"

অস্যার্থ :—দেরী করিয়া হিসাব ও রিটার্ণ দাখিল করার জন্য এই কোম্পানীকে পূর্ব্বে খুব বেশী পরিমাণে জরীমানা করা হইয়াছে। ১৯২২ সাল হইতে এই কোম্পানী এইরূপ দেরী করিয়া রিটার্ণ দাখিল করিতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষকে নানারূপে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে।

সুতরাং কোন কোন ব্রিটিশ কোম্পানীও যে এই দোষে দোষী হইয়া থাকেন তাহা আমরা দেখাইলাম।

২। দেশী কোম্পানী দাবীর টাকা দিতে দেরী করে বলিয়া মাঝে মাঝে একটা বদনাম শোনা যায়। স্বার্থজড়িত (Interested parties) বিদেশী কোম্পানী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, তথা তাঁহাদের দালাল, এজেণ্ট এবং field workers রাই শতমুখে এইরূপ একটা অলীক এবং ভিত্তিহীন গুজব রটাইয়া দেশী কোম্পানীর প্রসার এবং প্রতিপত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং জনসাধারণের নিকট দেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে খেলো করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এই সকল দায়িত্ব জ্ঞানহীন সমালোচকদের কথা বাদ দিলেও, Insurance Blue Book এ গভর্ণমেণ্টের Actuaryকেও এই অভিযোগ করিতে দেখিয়া আমরা একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছি। সুতরাং এই মারাত্মক অভিযোগের ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় অদূরদর্শী এবং অবিবেচক আর কেহ নাই।

মানুষ নানা কষ্ট সহ্য করিয়া তিল তিল করিয়া সকল সুখ এবং স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বছরের পর বছর এই যে প্রিমিয়ামের টাকা টানিয়া আসে, সে শুধু এই আশায়, যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তিনি অথবা তাঁহার ওয়ারিশানগণ নির্ব্বিঘ্নে এবং বিনা ওজরে দাবীর টাকা ঘরে বসিয়াই পাইবেন।

কিন্তু যদি গভর্ণমেণ্টের Actuaryই এই কথা প্রচার করেন যে, সকল ভারতীয় কোম্পানীই

দাবীর টাকা দিতে অযথা দেরী করে, তাহা হইলে দেশী কোম্পানীতে বীমা করিতে লোকে যে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট সেই দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্ক, বীমা এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির অভিভাবক (guardian) বা অছীর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সন্তান দুষ্ট হইলে, কিম্বা বিপথে গেলে পিতা তাহাকে শাসন করেন, সংযত করেন, শাস্তি দেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু কোন পিতাকে ঢাকঢোল পিটাইয়া দেশের লোকের কাছে তাহার দুর্নাম রটনা করিতে, কিম্বা তাহার যাহাতে মহা অনিষ্ট হইতে পারে এরূপ কোন কুৎসা রটাইতে, কিম্বা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কোনও অনিষ্টকর প্রপাগাণ্ডা চালাইতে পারে এরূপ কোন সুবিধা (handle) করিয়া দিতে কখনও দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। পরাধীনতার দুর্ভাগ্যই এইখানে।

আজ যদি আমাদের ন্যাশন্যাল গভর্ণমেণ্ট হইত, তবে এইরূপ মহা অনিষ্টকর উক্তির জন্য দেশের লোকের নিকট এই Actuaryর কৈফিয়ৎ দিতে হইত এবং অপদস্থ হইতে হইত। মজার ব্যাপার এই যে Actuary প্রথমে সকল দেশীয় কোম্পানীর outstanding death claims সম্বন্ধে এরূপ অন্যায় এবং অসঙ্গত general remark করিয়া শেষে আবার স্বীকার করিয়াছেন যে পুরাণো কোম্পানীগুলি অনেক ভাল ; আমরা তাঁহার নিজের উক্তিই এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

At present the older and better managed Indian Life Offices settle nearly one-third of their death claims within the first three months and one-third in the next nine months, while one-sixth are not settled till the second year, and it is not untill the third year or a still later period that the remaining one-sixth of the claims are all paid".

যাক্ দেশী কোম্পানীরা যে অগত্যা সব death claimই দিয়া থাকে, Actuaryর মুখ হইতে একথাটা শুনিয়া আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কিন্তু আগে wholesale নিন্দা করিয়া শেষে এই সত্যটুকু স্বীকার করিয়া Actuary নিজের সাফাই গাহিবার রাস্তা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীগণ তাঁহার আগের উক্তিই উদ্ধার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবে এবং সকলের নিকট দেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে খেলো করার চেষ্টা করিবে।

যা'ক্ Actuaryর কথা আর আলোচনা না করিয়া এক্ষণে এই Outstanding Death claims সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিষয় বলিব। যে যে কারণে দাবীর টাকা দিতে এদেশে দেরী

মারা না গেলেও, বৃদ্ধ বয়সে যখন আর উপার্জ্জনের শক্তি থাকে না, অথচ অর্থের দরকার থাকে, তখন Endowment বা মেয়াদী বীমা এক কালে যে টাকা সুদে আসলে ফিরাইয়া দেয়, তাহাতে বৃদ্ধ বয়সের নানা দুশ্চিন্তা হইতে মানুষ রক্ষা পায়।

হয়, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা দেখাইব যে, এই outstanding death claim এর জন্য দেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে আদৌ দোষী করা যায় না।

দাবীর টাকা পাইবার পথে প্রথম অন্তরায়

পাশ্চাত্য দেশে লোকে বীমা করিবার সময়ই মৃত্যুর পর পলিসির টাকা যে পাইবে তাহার নামে পলিসি খানি assign করিয়া দেয়। বীমার ফরমগুলি পূরণ করার সময়ই সকলে assignment form এবং আপন আপন বয়স প্রমাণের ফরমগুলি চাহিয়া লয় এবং ভবিষ্যতে যে দুই কারণে দাবীর টাকা পাইতে গোল বাধিবার সম্ভাবনা, সে পথ সব পরিষ্কার করিয়া রাখে; সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই হয় বীমাকারী নিজে অথবা তাহার ওয়ারীশান সহজেই দাবীর টাকা পাইয়া যায়। সে সকল দেশে এজেন্ট এবং বীমাকারীগণ সকলেই শিক্ষিত এবং বীমাসম্বন্ধে মোটামুটী সব বিষয়েই ওয়াকীবহাল বলিয়া সাধারণতঃ কেহই এ সকল গোলমালে পড়ে না। আমাদের দেশের লোকের অবস্থা কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষিত লোকেরাও বীমা সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞ যে দেখিলে অবাক হইতে হয়।

প্রথমতঃ শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক বীমাকরার সময় আপন আপন বয়স প্রমাণ করিয়া দেন না। অথচ এই বয়সই বীমার প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারণ করার একমাত্র basis বা ভিত্তি। ফরমে তিনি একটা বয়সের উল্লেখ করিয়া দেন; হয়ত সেই বয়সই তাঁহার ঠিক বয়স নয়। কিন্তু তাহা প্রমাণ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন বীমা কোম্পানী, সে ব্রিটীশই হউক, কি নন্ ব্রিটীশই হউক, কিম্বা দেশীই হউক — কখনও তাঁহাকে বা তাঁহার ওয়ারীশানকে টাকা দিবে না এবং দিতে পারে না। বীমাকারী আপনার বয়স প্রমাণ করিয়া দিবার পূর্ব্বে যদি হঠাৎ মারা যান তবে তাঁহার ওয়ারীশানদের উপর এই বয়স প্রমাণ করার ভার পড়ে এবং যাবত বয়স সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণাদি দিতে না পারেন, তাবত দাবীর টাকা কোনও বীমা কোম্পানী দেয় না, তা সে দেশীই হউক আর বিদেশীই হউক। দাবীর টাকা পাইবার পথে এই প্রথম অন্তরায়টি বীমা কারী নিজেই দূর করিতে পারেন। এজেন্ট যখন নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করতঃ একজন মক্কেল পাকড়াও করেন, তখন তাঁহার নিজের ভবিষ্যৎ সুনাম রক্ষার জন্য বীমার ফরম আদি পূরণ করিয়া লইবার সময় বীমাকারীর বয়স প্রমাণ করিয়া দেওয়া উচিত এবং সম্ভব হইলে তখনই Assignmeut form এ পলিসি assign করাইয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে দাবীর টাকা পাইবার পথের প্রধান দুই অন্তরায় অচিরাৎ দূর হইয়া যাইবে।

Actuary মহাশয় জানেন যে আমাদের দেশের এজেন্ট এবং বীমাকারী উভয়েই সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষিত নহেন এবং বীমাবিদ্যায়ও বিশেষজ্ঞ নহেন। তাহা ছাড়া করণীয় এবং কর্ত্তব্য কাজ যথা সময়ে করা সম্বন্ধে এদেশের লোকের আলস্য, উদাসীনতা এবং দীর্ঘসূত্রতা সর্ব্বজন বিদিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এদেশের শতকরা প্রায়

যাঁহারা সরকারী কাজে লিপ্ত, তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে জীবিত কাল পর্য্যন্ত পেন্সন পান বলিয়া নিশ্চিন্তে এবং নির্ভাবনায় দিন কাটান্।

৮০ জন বীমাকারী বীমা করার সময় আপন আপন বয়স প্রমাণ করিয়া রাখেন না। আমরা নিজে জানি, বীমা কোম্পানী অনেকবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও বীমাকারী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। এইরূপ লোকের মৃত্যুর পর বয়সের প্রমাণ না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন বীমা কোম্পানীই তাহার ওয়ারীশানকে দাবীর টাকা দিবে না। এক্ষেত্রে এইরূপ বীমাকারীদিগের দাবীর টাকা Outstanding অবস্থায় না থাকিয়া আর কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে তাহা যদি Actuary বলিয়া দিতেন তবে তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিতাম। এজেন্ট এবং বীমাকারী উভয়েই এসম্বন্ধে যতদিন পর্য্যন্ত আপনাদের দায়ীত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিবেন তাবত দাবীর টাকা পাইবার এই অন্তরায় দূর হইবে না। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে বীমা বিষয়ে প্রচার কার্য্য চালানোই একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। তাহা না করিয়া দেশী কোম্পানীর ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিবার চেষ্টাকে আমাদের ঠিক "মাছ না পাইয়া ছিপে কামড়" দিবার চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়।

২। দাবীর টাকা পাইবার পথে দ্বিতীয় অন্তরায়।

এদেশের শতকরা প্রায় ৯৫ জন লোক আপন আপন পলিসি assign করিয়া রাখেন না। ইহার মূলে এদেশের সামাজিক রীতি, নীতি, কাল্‌চার্ এবং ব্যক্তিগত মনোভাবই (individual mentality) বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে পরিবার মাত্রেরই মূল নীতি "আপ নি আর কোপ্‌নী"। ইহাকে এদেশের লোক "স্বার্থপর" এবং "ইহসর্ব্বস্ব" নীতি বলিয়া নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা সে দেশের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রনের রাস্তা খুব সোজা ও সরল হইয়া গিয়াছে। সে দেশে সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রী লইয়াই সংসার; বিবাহের সময়েই এবং কদাচিৎ বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্বামী নিজের একখানি জীবন বীমার পলিসি স্ত্রীকে যৌতুক স্বরূপ দিয়া থাকেন এবং স্ত্রীকেই তাঁহার assignee বা beneficiary করিয়া দেন। সুতরাং বীমাকারীর মৃত্যুর পর দাবীর টাকা দিতে বীমা কোম্পানীকে আর ইতস্ততঃ করিতে হয় না।

কিন্তু এদেশে—স্বামী স্ত্রী লইয়াই সংসার নহে; স্ত্রী ছাড়া আরও অনেক রকমের দূর, নিকট, পোষ্য অপোষ্য এবং কুপোষ্য লইয়া এক এক পরিবার গঠিত। স্বামী জীবন বীমা করিলেও Policy কাহার নামে যে assign করিবেন সে সম্বন্ধে মনস্থিরই করিতে পারেন না। কখনও মনে হয় স্ত্রীকে, কখনও মনে হয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, কখনও মনে হয় সব ছেলেদিগকে সমভাবে, কখনও বা স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে সমভাবে পলিসির beneficiary করিবেন। মনের এইরূপ অস্থির এবং অনিশ্চিত অবস্থার জন্য অনেকে বহুকাল যাবৎ পলিসি assign করেন না। এইরূপ অবস্থায় বীমাকারীর হঠাৎ মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পর তাঁহার আইনতঃ উত্তরাধিকারী (legal heir or heirs) কে বা কাহারা তাহা সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং আদালত হইতে succession

---

কিন্তু যাহারা সরকারী চাকুরে ন'ন, তাঁহাদের বার্দ্ধক্যের দিন গুলি কেমন করিয়া কাটিবে তাহা চিন্তার বিষয় নয় কি?

certificate বা উত্তরাধিকার সাব্যস্তের দলীল বীমা কোম্পানীতে দাখিল না করা পর্য্যন্ত কোনও বীমা কোম্পানী,—তা সে দেশীই হউক আর বিদেশীই হউক,—কাহাকেও দাবীর টাকা কখনও দেয় না এবং দিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বীমা করিবার সময় এজেণ্টের উচিত বীমাকারীর বয়স প্রমাণ করিয়া রাখা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার policy খানাও assign করিয়া রাখা। এজেণ্টের চেষ্টা সত্বেও বীমাকারী যদি এ দুটি কাজ করিয়া না রাখেন তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে তিনি তাঁহার ওয়ারীশানদের জন্য ভবিষ্যৎ গোলমালের অঙ্কুর পত্তন করিয়া রাখিলেন।

৩। তৃতীয় বাধা will এর প্রোবেট নেওয়ার ব্যাপারে।

যাঁহারা দাবীর টাকা সম্বন্ধে উইল করিয়া হক্‌দার সাব্যস্ত করিয়া যান, তাঁহাদিগের বেলাতেও উইলে প্রোবেট লইতে অনেক সময় অসম্ভব দেরী হইয়া থাকে। অনেকের অবস্থা আবার এত শোচনীয় যে স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করিবার সঙ্গতি থাকে না, উইলের প্রোবেট লইবার খরচ সংগ্রহ ত দূরের কথা।

এই অবস্থায় দরিদ্র বিধবাদের দাবীর টাকা বাহির করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে এবং অনেকে আবার এমন সব লোকের হাতে যাইয়া পড়েন, যাঁহারা প্রোবেট আদি লইয়া টাকাটা কোম্পানীর নিকট হইতে বাহির করিয়া দেন বটে, কিন্তু তাহার কতটুকু যে দরিদ্র বিধবার ভাগ্যে মেলে তাহা ভবিতব্যই জানেন। উইল যদি আবার কেহ contest করে, অর্থাৎ উইলের প্রোবেট লইবার সময় যদি কোনও আত্মীয় বাধা দেয়, তবে সে মামলা নিষ্পত্তি হইয়া আদালত কর্ত্তৃক প্রকৃত হক্‌দার সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও বীমা কোম্পানী কাহাকেও দাবীর টাকা দিতে পারে না। এরূপ ঘটনা এদেশে প্রায়ই ঘটিতেছে এবং ঘটিয়া থাকে; এ অবস্থাতে বীমা কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া দাবীর টাকা outstanding রাখিয়া দিতে হয়।

বীমাকারী যদি উইল না করিয়া মারা যান (dies intestate) তাহা হইলেও এই সব গোলমাল হইতে পারে। বীমার টাকাটি হস্তগত করিবার জন্য অনেক সময় rival claimants উপস্থিত হয়। একই দাবীর টাকার জন্য একাধিক হকদার আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, যাবত প্রকৃত হক্‌দার আদালত কর্ত্তৃক সাব্যস্ত না হয় তাবৎ বীমা কোম্পানী কাহাকেও দাবীর টাকা দেয় না এবং দিতে পারে না।

বীমার টাকা যে সকল কারণে দেশী বীমা কোম্পানী সমূহ outstanding রাখিতে বাধ্য হয় এতক্ষণ আমরা তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মধ্যে বীমাকারী বা এজেণ্টদের গাফিলি এবং দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়া কোনও অসৎ উদ্দেশ্যের (dishonest motive) কথা আমরা উল্লেখ করি নাই। এইবার আমরা সে বিষয়েও কিছু আভাস দিতেছি।

অনেক সময় দেখা যায় বীমাকারী এজেণ্টের সাহায্যে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক নানারূপ

গুরুতর রোগের কথা গোপন করিয়া নিজের জীবন বীমা করিয়া লইয়াছেন ; কোন কোন বীমাকারী এবং এজেণ্ট এরূপ অসাধু ও তুখোড় যে ডাক্তারী পরীক্ষার সময় মানুষ জাল করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ কোনও লোককে নিজের জায়গায় খাড়া করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া লইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার প্রিমিয়ামের হার কমাইবার জন্য আপন আপন বয়স ভাঁড়াইয়া কম করিয়া লিখিয়া দিয়া থাকে এবং ইউনিভার্সিটার সার্টিফিকেট ইত্যাদি গোপন করিয়া নিজের কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট করিয়া সেই affidavit বয়স প্রমাণের দলীল রূপে দাখিল করে এবং এইরূপে প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া লয়।

প্রত্যেক বীমকোম্পানীর পলিসির চুক্তি নামায় (policy contract) একটি বিশেষ সর্ত্ত থাকে এই যে, যদি বীমাকারী তাঁহার উক্তির মধ্যে কোথায়ও মিথ্যা বলিয়া থাকেন, কিম্বা সত্য গোপন করিয়া থাকেন তবে তাহার প্রমাণ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার পলিসি বাতিল হইয়া যাইবে এবং প্রিমিয়াম বাবদ তিনি যত টাকা দিয়াছেন, তাহা সব কোম্পানীতে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

মান্দ্রাজের মথুস্বামী আয়ার এইরূপ মিথ্যা ফরম পূরণ করিয়া ১৯২৫ সালে Empire of India Life Assurance কোম্পানীতে ৫০০০ টাকার জীবন বীমা করেন এবং ১৯২৬ সালেই মারা যান। Empire প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার করেন, ফলে মথুস্বামীর ওয়ারীশান্ দাবীর টাকা আদায় করিবার জন্য Empireএর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বিজ্‌লী এই মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করার পর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। এই সকল মিথ্যা ফরম পূরণের জন্য বীমাকারী এবং তাঁহার ওয়ারীশানগণ নিজেরাই হয়রান এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েন। প্রত্যেক এজেণ্ট এবং বীমা কোম্পানীর এইসকল মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করা উচিত তাহাতে বীমা কোম্পানীও যেমন লাভবান হইবেন, বীমাকারী ও তাঁহার ওয়ারীশানগণও তেমনি উপকৃত হইবেন।

এই সকল দুষ্টামি এবং নষ্টামি যদি একবার ধরা পড়ে তবে ভাল ভাল কোম্পানী তৎক্ষণাৎ তাহার দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার করে এবং আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। এই জাতীয় দাবীকে resisted claims বলে। এইরূপ resisted claims এর সংখ্যা, দেশী, বিলাতী এবং বিদেশী সকল কোম্পানীর মধ্যেই বিস্তর হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় আমরা বীমা বার্ষিকীতে দিয়াছি।

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কয়েক মাস পূর্ব্বে রয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী দশ হাজার টাকার এইরূপ এক claim বা দাবী জুয়াচুরী মূলক বলিয়া, বীমাকারী এবং এজেন্টের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতারণার অভিযোগ আনিয়াছিলেন ; এবং দাবীর টাকা যাহাতে দিতে না হয় সেজন্য লড়িয়াছিলেন। রয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী দেশী নহে, ইহা আহেল্ বিলাতী

জীবন বীমা তাই কেবল মৃতের পক্ষেই বন্ধুর কাজ করে না—ইহা বৃদ্ধ বয়সেরও অন্ধের যষ্টির স্বরূপ।

কোম্পানী। মোকর্দ্দমায় আসামীদের শাস্তি হইয়াছিল।

দাবীর টাকা outstanding থাকিয়া যাইবার এত অসংখ্য কারণ থাকা স্বত্বেও গভর্ণমেণ্ট Actuary কেন যে এরূপ আপত্তিজনক ও দেশী বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের অত্যন্ত ক্ষতিকর মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

দুঃখের বিষয়, ভারতীয় বীমা আইন আজিও এমন ভাবে সংস্কৃত হয় নাই—যাহা দ্বারা বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের (অবশ্য যাহারা এদেশে কাজ করিতেছে) outstanding death claimsএর অঙ্ক আমরা পাশাপাশি জনসাধারণকে দেখাইয়া দিতে পারি। তবুও নানা আন্দোলনের ফলে ১৯১২ সালের Insurance Act সংস্কৃত হইয়া ১৯২৮ সালে যে Act পাশ হইয়াছে, তাহার প্রভাবে এইবারকার Blue Bookএ সর্ব্ব প্রথম আমরা বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির অনেক খরের কথা জানিতে সক্ষম হইয়াছি। বর্ত্তমান আইনে outstanding death claimএর বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা বিদেশ হইতে এই সকল তথ্য আনাইয়া বিশদভাবে এ বিষয়ে তুলনা মূলক সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে বিদেশী কোম্পানীগুলিরও outstanding death claimsএর সংখ্যা কম নহে। আমরা যাহা বাহির করিতেছি তাহাতে Mr. Meikle এর পীলে চম্‌কাইয়া যাইবে এবং যদি তাঁহার কিছু লজ্জা সরম থাকে তবে তিনি লজ্জায় অধোবদন হইবেন।

আমরা এইখানে Canadian Insurance Blue Book হইতে নিম্নের অঙ্কগুলি তুলিয়া দিলাম। ক্যানাডার বীমা কোম্পানী সমূহকে ৩ শ্রেণীতে আমরা বিভাগ করিয়াছি।

১। ক্যানাডার নিজস্ব কোম্পানীগুলি

২। ক্যানাডায় যে সকল ব্রিটীশ কোম্পানী কাজ করিতেছে তাহাদের গ্রূপ (group)।

৩। ক্যানাডায় ব্রিটীশ এবং ক্যানাডিয়ান ছাড়া অন্যান্য যে সকল বিদেশী কোম্পানী কাজ করিতেছে তাহাদের group গ্রূপ।

এইবার এই সকল গ্রূপ ১৯২৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে রিটার্ণ দাখিল করিয়াছে তাহাতে outstanding death claims এর যে হিসাব দেখানো হইয়াছে তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ক্যানাডিয়ান কোম্পানী সমূহের unsettled claimএর পরিমাণ ১৯২৮ সালে ১০, ০৮৮, ৪০৮ ডলার বা ৩০, ২৬৫, ২২৪ কোটী টাকা।

২। আহেল্ ব্রিটীশ কোম্পানী সমূহের unsettled claimএর পরিমাণ ২, ১৯, ৬৬৩ ডলার বা ৬, ৫৮, ৯৮৯ লক্ষ টাকা।

৩। বিদেশী কোম্পানী সমূহের unsettled claim এর পরিমাণ ১২, ৩২, ৪১০ ডলার বা ৩৭, ০৬, ২৩০ লক্ষ টাকা।

যাহাদের খরুচে হাত এবং মাসের শেষে কিছুই বাঁচাইতে পারে না, তাহাদের পক্ষে জীবন বীমা অপরিহার্য্য—নচেৎ পুত্র পরিবার একদিন পথে দাঁড়াইবে।

এইবার Resisted claimএর অঙ্ক (figures) দেখাইব।

১। ক্যানাডিয়ান কোম্পানীগুলির Resisted claims বা দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার করায় আদালতে মামলা রুজু হইয়াছে—এইরূপ দাবীর টাকার পরিমাণ, ৩,৮৯,৩১৪ ডলার বা ১১,৬৭,৯৩৯ লক্ষ টাকা; ইহার মধ্যে এক **Sun Life**এরই resisted claimএর পরিমাণ ২,৬৪,৬৯৩ ডলার বা ৭,৯৪,০৭৯ লক্ষ টাকা।

২। বিদেশী কোম্পানী সমূহের resisted claimsএর পরিমাণ ৬১,৭৭৪ ডলার বা ১,৮৫,৩২২ লক্ষ টাকা।

Lancashire and General Insurance কোম্পানী যখন লিকুইডেশনে যায় তখন এই কোম্পানীর কার্য্য পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া জজ বলিয়াছিলেন :—

"It has an unenviable reputation for figuring in the courts in connection with disputed claims."

"অর্থাৎ দাবীর টাকা দিবার সময় যাহাতে টাকা না দিতে হয় সেই উদ্দেশ্যে কেবলই আদালতে মামলা করার জন্য এই কোম্পানীর একটা বিশেষ দুর্ণাম আছে।"

আশা করি পাঠকগণ London and Lancashire নামক বিখ্যাত কোম্পানীর সহিত এই কোম্পানীর নামের সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়কে এক মনে করিবেন না।

উল্লিখিত অঙ্কগুলি পাঠ করার পরেও কি গভর্ণমেণ্টের Actuary বলিবেন যে Outstanding death claims কেবল ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিরই একচেটিয়া বিশেষত্ব?

বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির যে Outstanding death claims এর অঙ্ক আমরা এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম তাহা পড়িলে মনে হইবে যে ভারতীয় কোম্পানীগুলি ত' ইহাদের তুলনায় হীরার টুক্‌রা।

বীমাকারী সাধারণের অজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান আইন ঘটিত নানারূপ অসুবিধার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরেই দাবীর টাকা বীমাকারীর ওয়ারিশদিগকে দেওয়া সম্ভব পর হয় না বলিয়াই কয়েকটি দেশী বীমা কোম্পানী কারীর মৃত্যুর পর ছয় মাসের অধিক কাল কোম্পানীতে টাকা পড়িয়া থাকিলে তজ্জন্য একটা সুদ দিবার পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়াছেন। এই সব সত্ত্বেও একচুয়ারি মহাশয়ের এত উষ্মা প্রকাশ করিবার কারণ কি তাহা বুঝিলাম না।

এই বিষয় লইয়া ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় পান্নালাল ব্যানার্জ্জীর সুযোগ্য পুত্র এবং ন্যাশনালের বর্ত্তমান সেক্রেটারী প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস-সি মহাশয় সহযোগী "জীবন বীমা"য় লিখিয়াছিলেন :—

বীমার টাকা শোধ করিবার জন্য সকল কোম্পানীরই প্রায় এক রূপই নিয়ম আছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা—নিজেরাই সেই সমস্ত বিধি নিয়ম অতি অল্প আয়াসে প্রতিপালন করিতে পারেন, কিন্তু সুদূর পল্লী গ্রামের অন্তরে যে সকল লোকের বাস, তাঁহাদের দ্বারা বীমার টাকা উঠাইবার সে সুযোগ কোথায়? অধিকন্তু

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনও খুব কড়া এবং আদালতের কার্য্য ও অতীব সময় সাপেক্ষ।

জীবন বীমার টাকা যাহাতে বীমা কারীর উত্তরাধিকারী অল্প ব্যয়ে অল্প আয়াসে উঠাইতে পারেন সেইরূপ এক নূতন আইন পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এদেশে বীমার টাকা উঠাইতে এখনকার ন্যায় বিলম্ব হইবেই। যে দেশে একান্নবর্ত্তীতার প্রভাব প্রবল ভাবে কাজ করিতেছে,যেখানে বীমা-কারীর ত্যক্ত বিষয়াদি একাধিক ভাবে বিভক্ত হওয়া কিছু নূতন নয়, এবং যে দারিদ্র্যপীড়িত দেশে এই জীবন বীমার অর্থই অনেক নিঃস্বহায় বিধবার সম্বল, সে দেশে জীবন বীমার টাকা লইয়া দাবীদারদের নিজেদের মধ্যে নালিশ মোকর্দ্দমা প্রায়ই লাগিয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে বৃদ্ধ পিতা মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানদের ঠকাই-বার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক অশিক্ষিতা বিধবা স্ত্রীলোকের হাতে বীমার টাকা দিলেও সেই টাকা পরহস্তগত হইয়া বিধবাকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে হয়। সকল জীবন বীমা কোম্পানীই যাহাতে বীমার টাকার শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় তাহার জন্য সচেষ্ট। সেইজন্য জীবন বীমার চলন এদেশে ক্রমশঃ যতই বাড়িবে, ততই এ বিষয়ে লোকের শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারও বাড়িবে।

এইখানে আর একটী বিষয় ভাবিয়া দেখিবার আছে। পাশ্চাত্য দেশে এজেন্ট এবং বীমাকারী সকলেই বীমাবিষয়ে পাকা ওস্তাদ। ১৭০৫ সালে অর্থাৎ ২২৬ বছর আগে বিলাতে বীমা ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন হয়, আর আমরা আজ সবে চোখ মেলিয়া বীমার বর্ণমালা কপ চাইতেছি।

তারপর, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে-দেশ "আপনি এবং কোম্পানীর" মুল্লুক; আমাদের দেশের ন্যায়—একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং দায়ভাগ, ও মিতাক্ষরার ঝঞ্ঝাট নাই; সুতরাং এহেন ইরাণ দেশেও এত লাখ লাখ টাকার Outstanding death claims, আর লাখ লাখ টাকার resisted claims হয় কেন, ভারতের অন্নে পুষ্ট, ভারত সরকারের Actuary মহাশয় তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি?— *

---

* আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ৩০ সালের Insurance Blue Book ভারত গভর্ণমেন্টের Actuary Mr. N. Mukherjee দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে এবং এই বছরের Year Book হইতে Outstanding claims of Indian Companies সম্বন্ধে এ যাবত যে অন্যায় এবং পক্ষপাতমূলক সমালোচনা বাহির হইত তাহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদিন পরে এই অন্যায় যে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এজন্য আমরা ভারত গভর্ণমেন্টের Actuaryকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বিভিন্ন কোম্পানী সমূহের Outstanding claimsএর **বিবরণ** প্রকাশ করার আমরা খুব পক্ষপাতী: বীমাকারী এবং বীমা কোম্পানী এতদুভয়ের পক্ষে ইহা মহা-কল্যাণকর। গভর্ণমেন্টের year Book এ Outstanding claimsএর আমূল **বিবরণ** (সমালোচনা নহে) বছর বছর প্রকাশ হইতে থাকিলে বীমা কোম্পানী সমূহ অন্যায় রূপে দাবীর টাকা দিতে দেরী করিবেন না, অন্ততঃ দেরী করিতে সাহস করিবেন না। পক্ষান্তরে এজেন্ট ও বীমাকারীগণও এই সকল বিবরণ পড়িলে কোন কোম্পানীতে বীমা করা উচিত সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতঃ মনস্থির করিতে পারিবেন।

আমরা এইরূপ বিবরণ বছর বছর সরকারী ইস্তার বুকে দেখিতে চাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভূতপূর্ব্ব Actuary Mr. Meikle এই সুযোগ ধরিয়া দেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে যেরূপ অন্যায়, পক্ষপাতদুষ্ট এবং লজ্জাজনক সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার আমরা ঘোরতর প্রতিবাদ করি এবং কেবল সেইজন্যই নানা দেশের Blue Book ঘাটিয়া দেখাইয়াছি যে বিদেশী বীমা কোম্পানীর গায়েও এই সব মায়কুলির দাগ কি গভীর ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছে। আবার বলি, তাহাদের তুলনায় দেশী কোম্পানী সমূহ হীরের টুকরা—সোণার চাং।

সম্পাদক

দাবীর টাকা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট Actuary Ratio Theoryর অযৌক্তিকতা

সরকারী Blue Bookএ ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের Outstanding Claims সম্বন্ধে যে Ratio বা অনুপাত দেখানো হইয়াছে তাহা যে একেবারে একটা কাল্পনিক অনুপাত, এবং সম্পূর্নরূপে পক্ষপাতদুষ্ট, সে বিষয়ে গত ৩৭ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চুণীলাল লাহিড়ী অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সহ দেখাইয়াছিলেন। প্রবন্ধের আবশ্যকীয় অংশ আমরা তুলিয়া দিলাম।

গত ইংরাজী ১৯২৯ সালের সরকারী Blue Bookএ ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের "Outstanding Claims" সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় এবং যে-ভাবে ঐ সকল "Outstanding Claims"এর অনুপাত (ratio) দেখান হয় তাহাতে লোকের মনে স্বতঃই এই ভাব আসিবার কথা যে, কেবলমাত্র ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলি বুঝি Claimএর টাকা দিতে ঐরূপ বিলম্ব করিয়া থাকে। ভারতে, দেশী জীবন বীমা কোম্পানী ব্যতীত, অন্যান্য যে সকল বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানী কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে ভারত সরকার এইরূপ claims সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক থাকায়, ফল আরও এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিদেশী বীমা কোম্পানীর Agentগণ প্রতিযোগিতায় ঐ Blue Book দর্শাইয়া, দেশী কোম্পানীগুলিকে ভারতবাসীর চক্ষে খেলো করিয়া দিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, দেশী কোম্পানীদিগের Agents গণের মধ্যে এই কারণে যে এক বিষম চাঞ্চল্যের ভাব আসিয়াছে তাহা ভারতীয় কোম্পানী সমূহের কর্তৃপক্ষগণ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।

এই সকল ব্যাপার লইয়া এমন একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায় যে Indian Insurance Institute হইতে ভারত সরকারের Commerce Department এর নিকট এক আবেদনও প্রেরণ করা হয়। অবশ্য তাহার কিছুকাল পরেই ভারত সরকারের বর্ত্তমান Actuary শ্রদ্ধেয় Mr. N. Mukherjee যখন কলিকাতায় আসেন তখন, তাঁহার কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, Indian Insurance Instituteএর তরফ হইতে তাঁহাকে, উহা পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তদুপলক্ষে, সরকারী Blue Book ভবিষ্যতে যাহাতে এমন ভাবে প্রকাশিত হয় যে তাহা হইতে কোনওরূপ পক্ষপাতিত্বের পরিচয়

বীমার টাকার উপর ইন্‌কম্ ট্যাক্স দিতে হয় না এবং যদি আগে হইতেই উত্তরাধিকারী নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখা হয় (assignment) তবে কোনও মহাজন বা পাওনাদার এই টাকা ক্রোক করিতে পারে না।

পাওয়া না যায়,—Mr. Mukherjee এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন ; তজ্জন্য সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু ১৯২৯ সনের Blue Book প্রচারিত হইবার পর যে কুফল ঘটিবার অশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহা ঘটিয়াছে এবং তাহার আর সংশোধনের উপায়ও নাই। কাজেই, সমগ্র ব্যাপারটি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই ব্যাপারে তাঁহারা বিদেশী কোম্পানীগুলির Agentগণ কর্ত্তৃক ধোঁকা না খাইয়া সম্যক্ অবস্থা নিজ নিজ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, এই উদ্দেশ্যেই উহার পুনরাবৃত্তি করা যাইতেছে ; এবং আরও এই কারণে ইহা করা হইতেছে যে,আমরা বীমা জগতে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে বা ঘটিয়া আসিতেছে তাহার সংবাদ অতি কমই রাখি বলিয়া, কর্ত্তারা যিনি যখন যাহা বলেন তাহাই যেন ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হই এবং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানাভাব হেতু তাঁহারা সরকার পক্ষের কথা যতই এইরূপ মানিয়া লইতে থাকেন ততই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিতে থাকেন।

America, Canada কিম্বা United Kingdomএর কি সরকারী কি বে-সরকারী যে-সকল নামজাদা পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং যে সকল সরকারী Blue Book বাহির হয় তাহার কোথায়ও, Outstanding Claims সম্বন্ধে ভারত সরকারের Blue Bookএ প্রকাশিত অনুপাত (ratio) বা মন্তব্যের উদাহরণের ন্যায়, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারত সরকার দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, বৎসরের শেষ দিবসে যে সকল Death claims বকেয়া (Oustanding) রহিয়া যায়, এবং মাত্র ঐ বৎসরের মধ্যেই যে সকল Death claims ঘটে তাহার উপর, উপরোক্ত ঐ শেষ দিবসের বকেয়া claimsএর অনুপাত (ratio) কি ? জীবন বীমা বিষয় লইয়া যাহারা যৎসামান্যও ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে প্রতি বৎসর প্রতি জীবন বীমা কোম্পানীর কার্য্যের আয়তন অনুযায়ী, Death claims কিম্বা Maturity claims যাহা বৎসরের মধ্যেই বা তৎপূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, তাহার কিছু না কিছু বৎসরের শেষ দিবসে ঐরূপ বকেয়া (Outstanding) রহিয়াই যায় এবং তাহা নূতন বৎসরেই দেওয়া হইয়া থাকে।

ভারত সরকারের Blue Bookএ ভারতীয় কোম্পানীগুলির এই বকেয়া (Outstanding) claimsএর অনুপাত (ratio) যেভাবে দেখান হইয়াছে, সেরূপ উদাহরণ অন্যান্য দেশের বীমা ব্যবসায়ীদিগের নিকট নিশ্চয়ই নূতন বলিয়া বোধ হইবে। যাহারা বিভিন্ন দেশের Blue

Book নাড়া-চাড়া করিয়া থাকেন তাঁহারাই এই কথার সমর্থন করিবেন।

ভারত সরকারের মতে যত্তপি কোনও কোম্পানীতে বৎসরের শেষ দিবসে বকেয়া(Outstanding) Death claimsএর পরিমাণ হইয়া থাকে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা, আর মাত্র ঐ বৎসরের মধ্যেই যে Death claims ঘটিয়া থাকে তাহার পরিমাণ যদি হইয়া থাকে মাত্র ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা, তবে ঐ কোম্পানীর বকেয়া (Outstanding) Death claimsএর অনুপাত (ratio) দাঁড়াইল 1000% (thousand percent)। অর্থাৎ একথা যখন অবধারিত যে প্রতি বীমা কোম্পানীরই কিছু না কিছু Death claims বৎসরের শেষ দিবসে বকেয়া (Outstanding) থাকিবেই, তখন ঐ কোম্পানীর মাত্র ঐ বৎসরের মধ্যেই যে সকল Death claims ঘটে তাহার সংখ্যা ও পরিমাণ কম হওয়া যেন একটা বিশেষ পাপ বা দোষের পরিচয়; এবং উদাহরণ ঐরূপ না হইয়া যদি এইরূপ হইত যে বৎসরের শেষ দিবসে Outstanding রহিয়া গেল মাত্র ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা এবং ঐ বৎসরের মধ্যেই Death claims ঘটিয়া গেল ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা, তবে যেন, ভারত সরকারের Basis অনুযায়ী দাঁড়াইবে এই যে কোম্পানীর Outstanding ratioতে credit ratio থাকিয়া যাইবে 1000% (thousand percent) অর্থাৎ যেন ঐ কোম্পানীর credit ratioই যখন এত থাকিয়া গেল, ভবিষ্যতে কিছুদিন claim payment না করিলেও বুঝি বা চলিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ বৎসরেরই Death claims যদি হইয়া থাকে দুই লক্ষ টাকা, তখন পরবর্ত্তী বৎসরেও অধিক না হউক অন্ততঃ ২,০০,০০০ Death claimsও হইতে পারে। অতএব উপরোক্ত claims ratioর কোনওরূপ উপকারিতা আছে কিনা তাহাই পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই প্রকার অনর্থকর Outstanding Death or other claimsএর অনুপাত (ratio) বা উদাহরণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কোম্পানীর প্রকৃত মোট বকেয়া (Total Outstanding) claims এর পরিমাণ কি থাকিয়া যায় তাহাই বিচার করা উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় কোম্পানী সমূহের Total Outstanding Death claims এর অনুপাত (ratio) যে ভাবে দেখান হইয়াছে, ভারতে যে সকল Non-Indian (i. e. Companies established in the United Kingdom & Overseas companies) অর্থাৎ বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের ঐ প্রকারের outstanding claims-এর পরিমাণ Indian Blue Book হইতে পাইবার কোনও উপায়ই নাই; কেননা, Non-Indian Companies দিগের Balance sheets যদি ভারত সরকার না প্রকাশ করেন, তবে সর্ব্ব-

---

সাধারণের পক্ষে, একত্রে সকল গুলি Non-Indian companiesএর Balance sheet তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেশীয় সরকারী Blue Book কিম্বা Board of Tradeএর Returns ব্যতীত, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া সম্ভব নয়।

এই সূত্রে এ বিষয়ে Indian Life Assurance Companies Actএর Section 32 Sub-sections 1,2 and 3 এবং Section 33র উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজনীয়। Section 32 (1) অনুযায়ী, United Kingdomএ 1909 সনের বীমা আইনাধীনে যে সকল বীমা কোম্পানী কার্য্য করেন তাঁহারাও ভারতবর্ষে জীবন বীমা ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্যে, Governor General in Councilএর নিকট ঐ সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য অনুরোধ করিয়া আবেদন করিবেন।

Section 33 of Indian Act এ বলা হয় যে Governor General in Council, United Kingdomএ স্থাপিত জীবন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে উপরোক্ত Section 32 অনুযায়ী Notification প্রচার করিলেও, ঐ সকল United Kingdomএ স্থাপিত জীবন বীমা কোম্পানী সমূহ যাঁহারা ভারতবর্ষে কার্য্য চালাইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে Indian Actএর Section 4, Section 5, Sections 7 to 12, Sections 15, 20, 21 or 37 প্রযোজ্য হইবে না; কিন্তু—

'Provided that—

Sec 33. (1) "The Company shall deposit with the Governor General in Council in manner prescribed in Section 11, copies of every account, balance-sheet, abstract, Statement or other document which the Company is required by the Assurance Companies Act 1909 to deposit at the Board of Trade."

এদেশে অনেকেরই English Act (1999) এর Provisions এবং requirements এর বিষয় জানা নাই এবং Board of Trade এর নিকট যে সকল Returns ঐ 1909 Act অনুযায়ী দাখিল করিতে হয় তাহাও এদেশে অতি অল্প লোকেরই জানিবার সুযোগ ঘটে। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে মাত্র এই বলিলেই চলিবে যে, English Actএ, Employers Liability Insurance Business এবং Accident Insurance Business ব্যতীত, ঠিক Life Insurance Business বাবদ এমন কোনও form বা Schedules নাই যাহা হইতে ধরিতে পারা সম্ভব হইতে পারে যে Life Insurance Business সম্বন্ধে যে সকল Death Claims দেখান হয় তাহার কোন্‌টি কোন বৎসরে ঘটিয়াছে বা কতদিন যাবৎ unpaid ভাবে রহিয়াই যাইতেছে। তথাপি, যদি Indian Actএর Section 33 (I) অনুযায়ী ঐ সকল United Kingdomএ স্থাপিত জীবন বীমা কোম্পানী সমূহকে, তাঁহাদিগের দেশে অর্থাৎ United Kingdom এ Board of Tradeএর

বিবাহের সময় যদি যৌতুক অথবা কন্যার পণ দিতে হয় তবে জামাইয়ের নামে একখানি পাঁচ হাজার টাকার পলিসি উপঢৌকন দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যৌতুক।

নিকট যত রকমের Returns দাখিল করিতে হয়, ভারত সরকারের নিকটেও ঠিক সেই সমুদয় Returnsই দাখিল করিতে হয়, তাহা হইলে একথা বুঝিতে পারা যায় না যে কেনই বা সেই সকল Returns ভারত সরকারের Blue Bookএ তদ্রূপই প্রকাশিত করা হইবে না! কিন্তু ভারত সরকার সেই সকল Returns পাইলেও তাহা হইতে outstanding Claims এর ratio বাহির করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, যেহেতু English Act এর requirements এর বাহিরে অন্য কোনও প্রকার Returns ঐ সকল কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে দাবী করিবার অধিকার যখন স্বয়ং Board of Tradeএরই নাই তখন ভারত সরকারের তাহা দাবী করিবার অধিকার কি? এই সকল কারণেই বিলাতের Insurance Act বদলাইবার জন্য আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে।

United Kingdomএর বাহিরে স্থাপিত কোম্পানী সমূহের ভারতে কার্য্য করা সম্বন্ধে Indian Act একেবারেই নির্ব্বাক।

সরকারী Blue Book পাঠে যাঁহাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে ভারতীয় কোম্পানী সমূহতেই বুঝি outstanding Claims বেশী, তাঁহারা এই পুস্তকের প্রবন্ধাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের মনে কি ভুল ধারণাই না জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকে সকল বিদেশী কোম্পানীর Outstanding Claimsএর কথা উল্লেখ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। যে কোম্পানী-গুলির outstanding Claimsএর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা পড়িলেই লোকে বুঝিতে পারিবে দাবীর টাকা মিটাইয়া দিবার সম্বন্ধে কেবল ভারতীয় কোম্পানীই দোষী নহে—সোণার গৌরাঙ্গদের গায়েও বড় বড় কলঙ্ক আছে। আর অধিক টিপ্পনী করিতে চাই না।
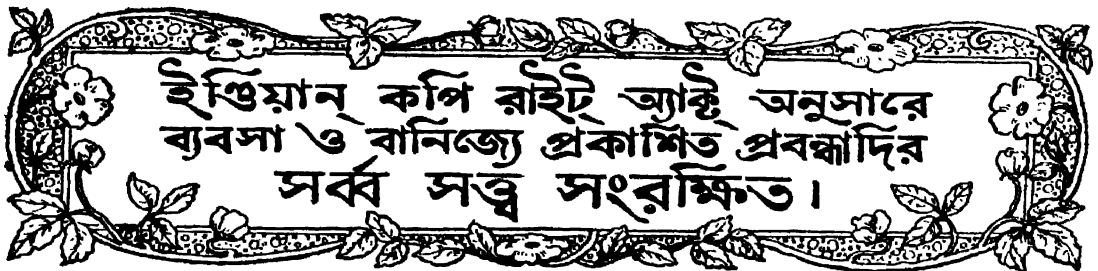
আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনীতিক স্বাধীনতা একটা ভ্রান্তি মাত্র—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রকে যথার্থ ভালবাস কি না তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তুমি তোমার অভাবে তাহাদের সংস্থানের পথ করিয়া রাখিয়াছ কি না!

বিলাতের বীমা কোম্পানী সমূহের ব্যালান্স্ সীটের কথা

বিলাতের বীমা আইন সংশোধন ব্যাপারে যে আলোচনা চলিতেছে তাহার মধ্যে এদেশের লোকের জানিবার অনেক কথা আছে। বড় বড় বীমা বিশারদেরা এবং অর্থনীতিজ্ঞগণ এসম্বন্ধে যে সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে ভারতের লোকের জানিবার, বুঝিবার এবং ভাবিবার অনেক কথা আছে! এইজন্য আমরা তাঁহাদের সাক্ষ্যাদি হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার মূল প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চুণীলাল লাহিড়ী বি, এ, কর্তৃক লিখিত এবং গত বৎসর ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

Mr. Arthur Henry Riseley একজন বীমা ব্যবসায়ী; ইনি "Corporation of Insurance Brokers"এর তরফ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপে Departmental Committeeর সমক্ষে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহার মধ্যে Accounts সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা প্রয়োজন। ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে, বিলাতের বীমা কোম্পানীরা দুই রকমের ব্যালান্স সীট তৈরী করিয়া থাকেন এবং অংশীদিগের নিকট সংক্ষিপ্ত সুতরাং দুর্ব্বোধ্য ব্যালান্স সীটই প্রেরিত হইয়া থাকে।

Q. You stated with regard to the copy of accounts that the statements given by Companies varied very considerably from the returns to the Board of Trade.

প্রশ্ন:—একাউন্টের কাপি সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছিলেন যে কোম্পানী সমূহ তাহাদের হিসাবের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা বোর্ড অব ট্রেডের নিকট যে হিসাব পাঠানো হয় তাহা হইতে অনেক পৃথক।

A. Within my own knowledge I know of insurance Companies which have two sets of Balance sheets—One gives the Board of Trade figures, and the other a very much abridged balance sheet, and the abridged balance sheet is always the one supplied, unless the other is pressed for.

উত্তর:—"এমন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কথা আমার জানা আছে যাহাদের দুই সেট্ ব্যালান্স সীট থাকে। এক সেট্ বোর্ড অব ট্রেডের নিকট দেওয়া হয়, অপর সেট্ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ব্যালান্স্ সীট; এবং সেই সীটই সাধারণতঃ লোকের নিকট দেখানো হয়। পীড়াপীড়ি না করিলে অপর হিসাবটি দেখানো হয় না।"

বিদেশী কোম্পানীর Balance Sheet পাইয়া অনেকে যে কেন তাহার অনুধাবন করিতে পারেন না, তাহা এই জবাব পড়িলেই বেশ বোঝা যায়। অথচ গভর্ণমেণ্টের নিকট যে রিটার্ণ পাঠান হয় তাহাতে সব খুঁটিনাটী বিষয়ের উল্লেখ থাকায় তাহা বুঝিবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের কোন অসুবিধা হয় না।

The Institute of London Underwritersএর Chairman Mr. H. T. Hines ঐ Instituteএর তরফ হইতে ১৯২৪ সনের ২রা December তারিখে Departmental Committeeর সমক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

Q. With regard to Companies which carry on only marine business, they do not render any accounts at all, do they, under the 1909 Act ?

A. No, I take it not.

প্রশ্ন—যে সকল কোম্পানী কেবলমাত্র নৌ-বীমা করিয়া থাকে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আইনে তাহারা কোন হিসাব দেয় না, দেয় কি ?

উত্তর—না, ধরিলাম দেয় না।

*　*　*　*

Q. Are they satisfactory ?

A. The system is satisfactory, not the accounts.

প্রশ্ন - ইহা কি সন্তোষজনক ?

উত্তর—পদ্ধতিটি সন্তোষজনক, কিন্তু হিসাবটী নহে।

Q. There is no system in regard to the marine companies ?

A. "No."

প্রশ্ন—নৌ কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে কোন পদ্ধতি নাই ?

উত্তর—না।

*　*　*

Q. "And I understand you to say that with regard to the 48 Companies that have gone wrong in recent times, most of them did marine re-insurance business, and it was doing that at a cheap rate that ruined them ?

A. Yes.

প্রশ্ন—যে ৪৮টী কোম্পানী সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আপনি তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাদের প্রায় সবগুলিই পুনরায় নৌ-বীমা করিয়াছিল এবং উহা সস্তা হারে করিয়াই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

উত্তর—হাঁ।

অতঃপর Mr. C. V. Conttsএর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ইনি 'Institute of Actuaries'এর Vice President Provident Mutual Life Association এর Manager এবং Actuary ও Life Offices Associationএর একজন সদস্য। ইনি এই সকল সম্প্রদায়ের তরফ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপে সাক্ষ্য না দিয়া, নিজে বীমাকারী হিসাবে Departmental Committeeর সমক্ষে সাক্ষ্য

প্রদান করেন। অন্যান্য যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল Accounts প্রসঙ্গে Mr. Coutts যাহা বলিয়াছেন তাহারই মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে

Q. As a matter of fact as things stand, is it the case that only a certain amount of information is published in this country as to the extent to which British Companies' funds are hypothecated abroad ?"

প্রশ্ন—'প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাতে বৃটিশ কোম্পানীগুলির তহবিল বিদেশে কোথায় বন্ধক আছে তাহার মাত্র কতকটা বিবরণ এদেশে প্রকাশ করা হয়, ইহা কি সত্য ?

A. That is so. The information is published piece meal. I have before me an insurance Year Book which is very widely circulated and is known as the "Post Magazine." It is a kind of reference book published once a year. I turn to page 167 and I find a complete table of British Insurance Companies in Canada ; amount of deposit par value, accepted value. That shows to anybody who wants to know how much they have got deposited in Canada. I think this problem is mainly one of Canada and the United States. Then I turn a few pages later and find a complete statement of premium income and the losses of each Company and its subsidiary in the United States, but the information is piecemeal, it is not complete, and I would merely suggest that the Companies, instead of leaving people to collect information which presumably is available abroad, should return it to the Board of Trade in responsible form."

উত্তর—হাঁ, আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হয় বটে। আমার কাছে একখানা বীমার year Book বা বাৎসরিক বিবরণ আছে। ইহার নাম Post Magazine. প্রতি বৎসর ইহা মুদ্রিত হয় এবং বীমা সম্বন্ধে পরিচয় পত্রের কাজ করে। এই বইএর ১৬৭ পৃষ্ঠায় কানাডায় বৃটিশ কোম্পানী-গুলির একটি সম্পূর্ণ বিবরণ আছে। তাহাদের ডিপজিটের পরিমাণ, par value, accepted value প্রভৃতি সবই আছে; ইহা দেখিলেই কানাডায় কাহার কত জমা আছে, তাহা বুঝা যায়। কানাডা এবং যুক্তপ্রদেশের এই সমস্যা প্রায় সমান, ইহার কয়েক পৃষ্ঠা পরেই প্রত্যেক

কোম্পানীর প্রিমিয়ামের আয়, ক্ষতির বিবরণ এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌এর শাখার পরিচয় দেওয়া আছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ নহে, সব খবরই আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে; আমি কেবলমাত্র এই বলিতে চাই যে লোকদিগকে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য বিদেশের দিকে যাহাতে তাকাইয়া থাকিতে না হয় এবং উপযুক্ত ফরমে যাহাতে এই সকল বিবরণ বিশদভাবে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট দাখিল করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

Q. You suggest that companies should show their deposits abroad, together with the premium income, in each country ; do you press for that ?

প্রশ্ন—আপনি বলিতেছেন যে কোম্পানীগুলির বাহিরের ডিপজিটের সহিত প্রত্যেক দেশের প্রিমিয়ামের আয় প্রকাশ করা উচিত। আপনি কি ইহা বিশেষ আবশ্যক মনে করেন ?

A. Yes. I do press that, subject to its being known that there are dangers arising from it, which I cannot conceive myself.

উত্তর—হাঁ, আমি বিশেষ মনে করি। তবে ইহাতে যে অনেক বিপদ আছে তাহাও দেখানো আবশ্যক। **এই বিপদ এত বেশী যে আমি তাহা কল্পনা করিতেও পারি না।**

Q. Surely the danger is that it might encourage the promotion of local companies abroad if you show your hand and show your business ?

প্রশ্ন—"ইহার নিশ্চিত বিপদ এই যে আসল অবস্থা প্রকাশ পাইলে এবং আমাদের প্রিমিয়াম আয়ের কথা জানিতে পারিলে, সেই সেই দেশের লোক নিজেরাই নূতন নূতন কোম্পানী গঠন করিবে।

A. I suggest it is only in a few countries where these returns are made. If the companies are to show their premium income and deposits in each country, each country will want the same figures and impose the same obligations that the States and Canada do. We are asking for trouble if we do these things ; is not that so, from the point of view of the British insurance companies ?

প্রশ্ন—"আমি বলিতে চাই যে মাত্র অল্প কয়েকটি দেশে এই 'রিটার্ণ' পাঠাইবার প্রথা আছে। যদি কোম্পানীগুলি তাহাদের প্রত্যেক দেশের প্রিমিয়ামের আয় ও ডিপজিট দেখায় তাহা হইলে কানাডার মত অন্যান্য দেশগুলিও

প্রত্যেক দেশকে প্রত্যেক কোম্পানীর আয় ব্যয় দেখাইতে বাধ্য করিবে। এইসব করিলে আমরা বৃটিশ কোম্পানীগুলির উপর বিপদ ডাকিয়া আনিব—নয় কি ?"

Mr. Joseph John Bisgood J. P. F. C. S. member of the council of the London chamber of commerce আরও বিশদভাবে accountsএর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অনেকেরই সন্দেহ ঘুচিয়া যাইবে।

Q. You spoke of the desirability of identical forms of account being sent to the shareholders as to the Board of Trade. You realise, of course from Mr. Mc. Bridis reference to the schedules that information supplied to the Board of Trade is very much greater than the shareholders need be interested in ?

A. We are thinking of the Revenue Account and Balance Sheet only.

প্রশ্ন—বোর্ড অব ট্রেডের নিকট যে ফরমে হিসাব দাখিল করা হয় ঠিক সেইরূপ ফরমে কোম্পানীর অংশীদারদের নিকট হিসাব প্রেরণের আবশ্যকতার কথা আপনি বলিয়াছিলেন। আপনি অবশ্যই ম্যাক্ ব্রাইডের হিসাবের তালিকা হইতে জানেন যে বোর্ড অব ট্রেডের যে সকল বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন হয়, অংশীদারগণের তত প্রয়োজন হয় না ?

উত্তর—আমরা কেবল রেভিনিউ একাউন্ট এবং উদ্ধৃত্ত পত্রের কথা বিবেচনা করিতেছি।

Q, If this were greatly extended, it would confuse the shareholders, and be of no more value ?

A. Do you not think that the shareholders ought to get the information in the same form as that sent to the Board of Trade.

There is a case here. A Board grants loans to its own Directors, and covers these up as loans on personal security we will say. We do think that where individual directors have borrowed money save on the surrender value of their life policies—there are very few cases of that kind—it ought to appear. In the city Equitable case the manager of that company managed to get loans ammounting to about £ 120,000. It was in the ba-

lance sheet somewhere, but the shareholders did not know of it.

প্রশ্ন--যদি ইহা খুব বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইত তবে অংশীদারগণকে হতবুদ্ধি করিত এবং এরূপ হিসাব তাহাদের নিকট অধিক দরকারী বলিয়া মনে হইত না,--নয় কি ?

উত্তর—আপনার কি মনে হয় না যে বোর্ড অব ট্রেড যে ফরমে হিসাব পায় অংশীদারগণেরও ঠিক সেই ফরমে হিসাব পাওয়া উচিত ?

একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। কোন কোম্পানী ডিরেক্টরদের টাকা কর্জ্জ দেয়, এবং তাহা ব্যক্তিগত জামীনে গৃহীত বলিয়া হিসাব দেখায়। আমাদের বক্তব্য এই যে বীমার প্রত্যর্পণ মূল্য ব্যতীত যেখানে ডিরেক্টারগণ ব্যক্তিগতভাবে টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন, তাহা হিসাবে দেখান আবশ্যক। সিটি ইকুইটেবল কোম্পানীর ব্যাপারে কোম্পানীর ম্যানেজার প্রায় ১২০,০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ লইয়াছিল। ব্যাল্যান্স সীট বা উদ্বৃত্ত পত্রের কোন একস্থানে ইহার উল্লেখ ছিল বটে ; কিন্তু অংশীদারগণ তাহা জানিতে পারে নাই ।

Q. No accounts would discover that ?

A. No.

প্রশ্ন—কোন হিসাব দেখিয়াই তাহা ধরা যায় না ?

উত্তর—না।

এই প্রশ্নোত্তরগুলি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে আর বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে বিলাতে Insurance ব্যাপারে মাতব্বরদিগের মতলব এবং মনের ভাব কি ! আমরা এই সকল পড়িয়া এবং জানিয়াও যদি নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে সংঘবদ্ধ না হই, তবে আমাদের আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

Departmental Commiteeর নিকট এই সকল সাক্ষ্য দানের বিবরণ পড়িয়া আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য আমরা বলি যে, বিদেশী কোম্পানী সমূহের যাবতীয় Returns শুধু ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইলেই চলিবে না, সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচরার্থে Indian Blue Bookএও মুদ্রিত হওয়া চাই। এ বিষয়ে Indian Insurance Institute, Caluctta Indian Insurance Companies Association, Bombay, Indian Policy-Holders Protection League, Bezwada, এবং the Indian life Assurance offices Association Bombay ইহাদের সকলের সংঘবদ্ধ হইয়া একযোগে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য গভর্ণমেন্টকে চাপিয়া ধরা উচিত। এই সকল বিষয়ে, বিভিন্ন দেশের আইনানুযায়ী সেই সকল দেশে, এমন কি বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্যানাডাতেও করিতে হইলে বিলাতী কোম্পানী সমূহকে কি ভাবে সেই সকল দেশের কঠোর আইন মান্য করিয়া চলিতে হয় তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাঠকবর্গ পাইলেন। এখন বোঝা শক্ত নয় যে কেন বিদেশী তথা বিলাতী কোম্পানী সমূহকে ভারতীয় ইন্সিওরেন্স আইনের আমোলে আনিয়া সম্পূর্ণ ব্যালান্সসীট, রেভিনিউ একাউন্ট, Assets, Liabilities এবং Investments এদেশের জনসাধারণের নিকট দেখাইতে রাজী হয় না কেন ?—

ভারতীয় কোম্পানীতে মহিলাদের জীবন বীমা

পূর্ব্বে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি ভারতীয় মহিলাদের জীবন বীমার প্রস্তাব আদৌ গ্রহণ করিতেন না। যেমন ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের বর্ত্তমান উন্নতি ও সাফল্য লাভের পূর্ব্বে সকল বিদেশী বীমা কোম্পানী ইউরোপীয়ানদের নিকট যে হারে প্রিমিয়াম নিতেন, ভারতীয় বীমা-কারীদের নিকট তাহাপেক্ষা উচ্চহারে প্রিমিয়াম আদায় করিতেন। তাঁহারা তখন এই অজুহাত দেখাইতেন যে, ভারতীয়দের জীবন বীমা গ্রহণ করা বড় দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ ভারতীয়েরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম কানুন জানে না এবং সে বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। কথাটা আংশিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, পদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহারা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন এত জানেন যে তাঁহাদের সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে, কিম্বা মুরুব্বীয়ানা দেখাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করি।

তা'র পর পরমায়ুর দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের দেশের লোক বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যতার যুগ আসিবার পূর্ব্বে প্রায় কেহই স্বল্পায়ু ছিল না। সকলেই সুস্থ, সবল এবং দীর্ঘায়ু ছিল। ৭০।৮০।৯০ এবং শতায়ু বিশিষ্ট লোক দেশের প্রত্যেক পল্লীতেই দেখা যাইত।

এযুগেও দেখিতেছি যে তথাকথিত অশিক্ষিত, নিরক্ষর, পল্লীবাসী গ্রাম্য চাষা বা হলায়ুধগণ আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের অপেক্ষা নিরোগী এবং দীর্ঘায়ু; সুতরাং বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ যে অজুহাত দেখাইয়া এদেশের লোকদের কাছ থেকে পূর্ব্বে বেশী হারে প্রিমিয়াম আদায় করিতেন, সেটা নিছক্ ধাপ্পা।

এই সকল কোম্পানীর বর্ত্তমান ব্যবস্থা দেখিলেও আমাদের এই অনুমান সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কারণ, বর্ত্তমানে দেখিতেছি যে প্রায় সমুদয় বিদেশী কোম্পানীই European and Indian lives এর ভিতরে প্রিমিয়ামের এই পার্থক্য উঠাইয়া দিয়াছেন। দেশের আবহাওয়া এবং অবস্থা যেমন তেমনিই আছে; বরং নদী, নালা, পুকুর ইত্যাদি মজিয়া যাওয়ায় দেশের স্বাস্থ্য দিনদিন খারাপের দিকেই চলিয়াছে। দেশের লোকেরাও পূর্ব্বাপেক্ষা হঠাৎ অধিকতর সুস্থ, সবল অথবা দীর্ঘায়ু হইয়া ওঠে নাই। তবে এতকাল পরে এখন এই পার্থক্য উঠাইয়া দিবার মানে কি? যাহাদের সামান্য বুদ্ধি বিবেচনা আছে তাহারা অনায়াসে এই রহস্য ভেদ করিতে পারে।

বিদেশী বীমা কোম্পানীর কর্ত্তারা দেখিতেছেন যে এদেশের লোকদের পরদেশী মোহ

দিন দিন কাটিয়া যাইতেছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে এখন লক্ষ লক্ষ লোক বীমা করিতেছে, সুতরাং এখন আর European and Indian lives এর প্রিমিয়াম বিষয়ে পার্থক্য রাখিলে তাহাদের কাজ পাওয়া দুরূহ ও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সুতরাং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাষায় বলিতে হয় :—

"ছেড়ে দিলাম পথটা,
বদ্‌লে গেল মতটা,
এমন অবস্থাতে প'ড়ে সবারই মত বদ্‌লায়।"

ভারতীয় মহিলাদের জীবন বীমা বিষয়েও বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি পূর্ব্বে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই করিতেন ; অর্থাৎ তাঁহাদের জীবন বীমা গ্রহণ করিতেন না। তাহারও কারণ ওইরূপ ছিল এবং অধিকন্তু একটা আরও জবর কারণ ছিল। সেটা হ'চ্ছে এই যে প্রসবের সময় এদেশের মেয়েরা নাকি ভয়ানক মারা যায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বহুদিন হইতে প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি এদেশের মহিলাদের জীবন বীমা গ্রহণ করিতেছেন এবং সেজন্য কাহাকেও কোনও বেগ পাইতে হয় নাই কিম্বা অনুতাপ করিতে হয় নাই। এক্ষেত্রেও মজা এই দেখিতেছি যে বিদেশী কোম্পানীরাও এখন এ দেশীয় মহিলাদের জীবন বীমা করিতে সুরু করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের মতলব যে কি তাহা

"বুঝ, যে জানহ সন্ধান"

আমরা এখানে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী এদেশের মহিলাদের জীবন বীমা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের নাম ধাম প্রকাশ করিলাম।

যে সকল দেশী কোম্পানী ভারতীয় মহিলাদিগের জীবন বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম, ধাম ও কলিকাতা আপিশের ঠিকানা।

কোম্পানীর নাম	হেড্ আপিশ	কলিকাতা আপিশের ঠিকানা
Asiatic	Bangalore	
Asian	Bombay	8 Dalhousie square, Calcutta
Andhra	Machilipatanam	3, Mission Row, Calcutta
Argus	Bombay	Post Box No 8, Howrah
Angels'	Delhi	4 Dalhousie square, Calcutta
Bengal Insurance ...	Calcutta	8 Dalhousie square, "Stephen House" Calcutta
Bengal Mercantile ...	Calcutta	24 Strand Road, Calcutta
Bombay Baroda ...	Baroda	
Bombay Mutual ...	Bombay	100 Clive street, Calcutta
Bombay life ...	Bombay	29, Grey Street, Calcutta
Britania	Bombay	
Bharat	Lahare	100 Clive Street, Calcutta

কোম্পানীর নাম		হেড অফিস	কলিকাতা আফিসের ঠিকানা
Commonwealth	...	Poona	96 Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta
Co operative	...	Lahore	
Christian Mutual	...	Lahore	
Central Mutual	...	Bombay	
Eastern National	...	Calcutta	4 Lyons Range Calcutta.
Great India...	...	Calcutta	14 Clive treet, Calcutta
General ...	...	Ajmer	14 Hare reet, Calcutta
Hindusthan Co-operative		Calcutta	Hindusth: Buildings, Corporation Street, Calcutta
Hindusthan Assurance		Lahore	
Hindusthani Bima ...		Lahore	
Ideal Democratic ...		Nagpur	19, Dharamtala St. Calcutta
India Equitable	...	Calcutta	102 Clive Street, Calcutta
Indian Globe	...	Bombay	86 Clive Street, Calcutta
Industrial & Prudential		Bombay	9 Clive Row, Calcutta
Jupitar General	...	Bombay	9 Clive Row
Luxmi ...	...	Lahore	4&5 Hare Street, Calcutta
Modern ...	...	Bombay	
Modern India	...	Calcutta	5 Hare St., Calcutta
Mutual Life...	...	Baroda	
Metropolitan	...	Calcutta	28 Polock Street, Calcutta
Nagpur Pioneer	...	Nagpur	25 Beadon Street, Calcutta
New India ...	...	Bombay	100 Clive Street, Calcutta
Oriental ...	...	Bombay	2 Clive Row, Calcutta
Popular ...	...	Mangalore	
Peoples' ...	...	Lahore	
Prabhat ...	...	Bombay	2 Mission Row, Calcutta
Presidency ...	...	Bombay	
Star of India	...	Lahore	1 Hazra Road, Kalighat, Calcutta
Taz ...	...	Lahore	
Tropical ...	...	Delhi	
United National	...	Karachi	8 Lyons Range
Unique ...	...	Calcutta	10 Canning Street, Calcutta
Western India	...	Satara	

ভারতীয় বীমা আইন এবং বিদেশী কোম্পানী সমূহের রিটার্ণ

বিগত ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৯২২ সালের ভারতীয় বীমা কোম্পানীর আইন সংশোধিত হইয়া এক বিল পাশ হয়। ঐ সংশোধিত বিলের উদ্দেশ্য এই যে, যেমন ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে তাঁহাদের কার্য্য কলাপের বিবরণ দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সমুদয় বিষয় পেশ করিতে হয়, তেমনি ভারতবর্ষে ব্যবসাকারী বিদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলিকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতে কত টাকার কাজ তাঁহারা করিতেছেন এবং ভারতবর্ষে তাঁহারা কি ভাবে কত টাকা খাটাইতেছেন,এই সকল বিষয়ের সংবাদ গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে পেশ করিতে হইবে। উক্ত বিল পাশ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের এই সকল বিষয় দেখাইতে হইত না, এবং তাঁহারা দেখাইতেনও না; কিন্তু অতঃপর উক্ত সংশোধনী আইন অনুসারে এই সকল বিবরণ বাৎসরিক দেখাইতে হইবে, অন্ততঃ দেখাইবার কথা।

উক্ত সংশোধনী বিলের Part II এর ২য় Paraতে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯১২ সালের জীবন বীমা আইনের সাত নম্বর সেক্‌সনের নম্বর পরিবর্ত্তন করিয়া Sub-Section (1) এই নম্বর দিয়া নূতন যে সকল Sub-clause করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রসঙ্গানুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতেছি :—

হিসাব নিকাশ।

(ক) যে বৎসরের হিসাব নিকাশ দাখিল করা হয়, সেই বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বীমাকারীগণের বীমা পত্রানুযায়ী যে সকল দাবীর টাকা দেওয়া হয় তন্মধ্যে,—

(খ) ভারতবর্ষের দাবীকারীগণকে কত টাকার দাবী দেওয়া হইল।

(গ) ভারতবর্ষের বাহিরের দাবীকারীগণকে কত টাকার দাবী দেওয়া হইল।

(ঘ) গবর্ণর জেনারেল কৌন্সিল হইতে নির্দ্দিষ্ট ফরমানুযায়ী সকল বিবরণ সহ শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখাইতে হইবে যে সেই কোম্পানী ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে (কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে) কত টাকা এবং ভারতীয় অন্যান্য ব্যবসায়ে বা কারবারে কত টাকা খাটাইতেছেন; এবং সেই কোম্পানীর ভারতবর্ষে মোট কত টাকার assets (বিষয় সম্পত্তি) আছে।

এখন দেখা যাউক, গত ১৯২৯ সালের গভর্ণমেণ্ট Blue Book হইতে ঐ ঐ মর্ম্মে কি কি বুঝা যায়! যে ফরমে হিসাব দাখিল করিবার কথা, তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

ফরম নম্বর ৭

কোন্ শ্রেণীর assets (সম্পত্তি)।	নিম্নের (a) অনুযায়ী খাতায় কি মূল্য নির্দ্দিষ্ট (টাকা)	নিম্নের (b) অনুযায়ী বাজার দর কত। (টাকা)	নিম্নের (c) অনুযায়ী মন্তব্য।
(১) গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সিকিউরিটিস্ ...			
(২) ইণ্ডিয়ান ট্রেজারী বিল ...			
(৩) „ প্রভিন্সিয়াল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিস্ ..			
(৪) „ মিউনিসিপ্যাল, পোর্ট এণ্ড ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটিস মায় ডিবেনচারস্ ...			
(৫) „ রেলওয়ে ডিবেনচারস্ ...			
(৬) „ „ গ্যারানটিড্ ও প্রেফারেন্স সেয়ারস্ ...			
(৭) „ „ এনুইটিজ „ „ ...			
(৮) „ „ সাধারণ সেয়ারস্ „ ...			
(৯) „ „ কোম্পানীর অন্যান্য সাধারণ সেয়ারস্ ...			
(১০) „ „ গ্যারাণ্টিড ও প্রেফারেন্স সেয়ারস্ ..			
(১১) „ „ সাধারণ সেয়ারস্ ...			
(১২) „ জীবনবীমা পলিসির প্রত্যর্পণ মূল্যের (Surrender value) উপর ধার দেওয়া ...			
(১৩) „ সম্পত্তির উপর যে টাকা দেওয়া হইয়াছে ...			
(১৪) ভারতে বাসকারী ব্যক্তিগণের নিজ মাতব্বরিতে যে কৰ্জ্জ দেওয়া হইয়াছে ...			
(১৫) ভারতে অন্যান্য যে যে ভাবে যে সকল কৰ্জ্জ দেওয়া হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও টাকার পরিমাণ...			
(১৬) ভারতে জমি বা বাড়ীর উপর কত টাকা খাটান হইয়াছে ...			
(১৭) ভারতীয় ব্যাঙ্কে কত টাকা মজুদ রাখা হইয়াছে ...			
(১৮) হাতে নগদ ও ভারতীয় ব্যাঙ্কের চল্‌তি হিসাবে কত টাকা আছে ...			
(১৯) কোম্পানীর এজেণ্টদিগের নিকট পাওনা এবং অনাদায়ী বীমাপণের পরিমাণ ...			
(২০) সুদ, ডিভিডেণ্ট এবং রেট বাবদ অনাদায়ী আছে বা জমিয়াছে কিন্তু এখনও প্রাপ্য হয় নাই ...			
(২১) ভারতে অন্যান্য কি প্রকারের আয় কোম্পানীর আছে এবং তাহার বিবরণ দিতে হইবে ..			

উপরোক্ত বিবরণে দেখিতে হইবে

(a) উল্লিখিত প্রতিরকমের assets (সম্পত্তির) বাবদ বাৎসরিক হিসাব নিকাশে (balance sheet) যত টাকার পরিমাণ মূল্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(b) Balance sheetএ ধরিয়া লওয়া অন্তত্র জমা স্থদের (accured interest) পরিমাণ বাদ দিয়া Public quotation (বাজার দর) অনুযায়ী কোম্পানীর asestsএর যে মূল্য হয়।

(c) Public quotation হইতে মূল্য জানিবার উপায় না থাকিলে যে উপায়ে দর নির্ণয় করা হইয়াছে।

(d) রৌপ্য মূল্যের দ্বারা সাব্যস্ত assets ব্যতিরেকে অন্যান্ত বিদেশীয় মুদ্রা হিসাবে নির্ণীত assetsএর রৌপ্য মুদ্রা হিসাবে দর সাব্যস্ত করিতে রৌপ্য মুদ্রার মূল্য (Exchange ratio) কত ধরা হইয়াছে।

বিগত ১৯২৯ সালের Blue Bookএ বিদেশীয় জীবন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে উপরোক্ত বিবরণাদি সহ কোন তালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত বিদেশীয় কোম্পানীগুলির যে ভাবে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব (Revenue Account) প্রকাশিত হইত, ১৯২৯ সনের Blue Book (15th issue) এ তাহাও সেভাবে দেখানো হয় নাই। মাত্র বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষে কত টাকার জীবন বীমা বিক্রয় করিয়াছেন, ভারতবর্ষের বাহিরেই বা কত, ঐ বাবদ বীমাপণের পরিমাণ কত, স্থদ বাবত কত পাইয়াছেন, কোম্পানীর পরিচালনা ব্যয় কত? ইত্যাদি বিষয় এবং কোম্পানীগুলির মোট assets (বিষয় সম্পত্তির) এর পরিমাণ কত তাহাই দেখান হইয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে এই যে প্রচুর অর্থ বীমাপণ স্বরূপ ভারত হইতে বিদেশীয়দিগের হাতে যাইতেছে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্যের কি উপকার সাধিত হইয়াছে? কিভাবে ভারতের ঐ বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশী কোম্পানীগুলি খাটাইয়া থাকেন; এবং তাহার মধ্যে ভারতবর্ষেই বা কোন্ কোন্ বাবদে কত টাকা প্রতি বৎসর খাটাইতেছেন, তাহাই দেশবাসী জানিতে চায়; এবং তদনুযায়ী ভবিষ্যতে তাঁহাদের কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্যেই নূতন বিল পাশ হয়। কিন্তু এখনও জনসাধারণের ঐ সকল বিষয় জানিবার উপায় হয় নাই। এমন কি, বিদেশী কোম্পানীগুলি যে ভারতবর্ষে কত টাকার দাবী করিলেন, তাহারও কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীগুলি জীবন বীমা পণ বাবদ মোট কত টাকা ভারতবর্ষ হইতে লইয়াছেন ও লইতেছেন একথা এই বীমা বার্ষিক সংখ্যার নানা স্থানে আমরা দেখাইয়াছি। ঐ বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায়, কি কি বাবদে খাটান হইতেছে ও তদ্দ্বারা জাতীয় আর্থিক উন্নতির বিষয়ে ভারতবর্ষের কোটী কোটী দরিদ্র নরনারীর কোন্ উপকার সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে তৎসমুদয় বিষয় অবগত হইবার জন্য দেশের লোকের উদ্বেগ ও আগ্রহ স্বাভাবিক; যদি আইন মূলে তাঁহাদের সেই সকল বিষয় অবগত হইবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন কেন?

এবারকার সরকারী Blue Book হইতে অনেক বিষয় উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং

সেজন্য বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের আসল ব্যাপার গুলি জানার পক্ষে এ দেশের লোকের অসুবিধা আরও বাড়িয়াছে। যে সকল বিবরণ প্রকাশ করার জন্য বিদেশী কোম্পানী-দিগকে আইনের দ্বারা বাধ্য করা হইযাছে, কেন এবং কোন সাহসে তাহারা সেই সকল বিবরণ বাহির করিতেছে না এবং সরকারী এ্যাকচুয়ারীই বা তাহাদিগকে রেহাই দিতেছেন কেন এ সম্বন্ধে ইন্‌সওরেন্স ইন্‌স্টিটিউট এবং এ্যাসোসিয়েসন হইতে তুমুল আন্দোলন হওয়া উচিত।

বিদেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়ার বিবরণ

বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহের এজেণ্ট এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণ সর্ব্বদাই প্রোপাগ্যাণ্ডা করিয়া বেড়ান যে দেশী কোম্পানীতে বীমা করা আদৌ নিরাপদ নহে, কারণ দেশী কোম্পানীর স্থায়ীত্বে বিশ্বাস কি ?—অথচ যদি কেহ চাপিয়া ধরে যে গত আঠারো বৎসরের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষে নাম-করার মত কোথায় কোন্ দেশী কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে তাহার বিরবণ দাও ত, তাহা হইলে এই সকল দেশদ্রোহী নিন্দুকের চক্ষু কপালে উঠিয়া যায়।

ফলতঃ ভারতে বীমা ব্যবসায়ের প্রচলন হওয়া অবধি এযাবত যে কয়েকটী দেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা বিদেশীয় ফেল পড়া কোম্পানীর তুলনায় একেবারে নগণ্য ; বিদেশীয় বীমা কোম্পানী এযাবৎ যে কত ফেল পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তুলনায় সমগ্র ভারতে যে কয়েকটী দেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হাতের আঙ্গুল গণিয়া বলা যায়।

এ সম্বন্ধে আরও একটী ভাবিয়া দেখার বিষয় আছে। বীমা ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থায় ভারতের লোক ইহার pitfalls বা চোরাগর্ত্ত গুলির সন্ধান তেমন রাখিত না, সুতরাং সেই আদিম অবস্থায় কোন কোন কোম্পানী ফেল পড়িয়া থাকিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকলেই বীমার বিপদের রাস্তাগুলির কথা জানে, সুতরাং জানিয়া শুনিয়াও যদি সেই সকল রাস্তায় চলাফেরা করে তবে একদিন না একদিন বিপদে পড়িতেই হইবে এবং মারের চোটে হয়ত পটল তুলিতেও হইবে।

আমাদের পরিচিত কোনও দেশী বীমা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা বীমা কোম্পানী স্থাপনের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের Actuaryর নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন যে Insurance Act পাশ হইবার পর কয়টী দেশী বীমা কোম্পানী ফেল হইয়াছে। Actuary উত্তরে জানাইয়াছিলেন :—

Extract from letter No 485 dated 20th March 1920 from the actuary to the Government of India.

"I have to say that we have no particulars of any Indian Company

which was subject to the Indian Life Assurance Companies Act, 1912, and which transacted only ordinary Life Insurance business and went into liquidation"

Mr. H. C. W. Meikle, F. F. A. Actuary to the Government of India.

অস্যার্থ :—১৯১২ সালের Indian Life Assurance Companies Act পাশ হইবার পর যে সকল ভারতীয় কোম্পানী কেবলমাত্র জীবন বীমার কাজ করিতেছে, তাহাদের কেহ লিকুইডেশনে গিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

১৯২০ সালের মার্চ্চ মাসে Actuary এই পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহার পর এই কয় বৎসরের মধ্যে আমরা সন্ধান নিয়া দেখিলাম যে, কেবলমাত্র জীবন বীমার কাজ করে এরূপ কোনও উল্লেখ-যোগ্য দেশী বীমা কোম্পানী ভারতবর্ষে ফেল পড়ে নাই। অথচ বিদেশী বীমা কোম্পানী-গুলির অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে নামজাদা বীমা কোম্পানীও এই সময়ের মধ্যে পটল তুলিয়াছে।

Australasian Insurance and Banking Record নামক কাগজে কিছুদিন পূর্ব্বে নিম্নলিখিত সংবাদটী বাহির হইয়াছিল

গত ১৪ই এপ্রেল ১৯৩০ তারিখে Sydneyর Equity Court এ New South Wales এর Public Trustee উক্ত সহরের People's Prudential Assurance Company Ltd. এর বিরুদ্ধে এক মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন এবং উক্ত কোম্পানীকে Compulsory liquidation এ দিবার জন্ম আবেদন করিয়াছেন

People's Prudential Assurance কোম্পানী গত ১৮৯৬ সালে New South Wales নগরে স্থাপিত হয় এবং খুব জোরের সহিত কাজ চালাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে ইহার অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া যাহা দাঁড়ায় তাহা এই :—

Shareholders Capital £ 60,000
Life Assurance fund £ 227,099
Total assets— £ 286,4?2

এই কোম্পানী কিছুকাল যাবত শতকরা দশ টাকা হারে ডিভিডেণ্ডও দিয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে New South Walesএ বীমা সম্বন্ধে আজও কোনও আইন প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং বীমার ব্যবসা যদৃচ্ছা পরিচালনা করিতে গেলে অন্যান্য দেশ আইনের জন্য পদে পদে যে সকল বাধা বিঘ্ন পাইতে হয় এদেশে সে সকল আপদ বালাই কিছুই নাই। এ অবস্থায় কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় গলদ না থাকাই অস্বাভাবিক। এই কাগজে আরও প্রকাশ এই যে এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয়গণ গ্রেপ্তার হইয়া এক্ষণে হাজতবাস করিতেছেন।

গত ১৯৩০ সালের ২৯শে অক্টোবরের ষ্টেটস্ম্যানে প্রকাশ, এ বৎসরও জার্ম্মেনীর একটী প্রকাণ্ড বীমা কোম্পানী পটল তুলিতে বাধ্য হইলেন! গতবৎসর Frank furter ফেল পড়িতে না পড়িতেই এবার আবার Hamburg এর Asseeuranz Union লালবাতি জ্বালাইলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয় এবং গত ১৯২৯ সনের ব্যালেন্সসীটে যে প্রকাশ কোম্পানীর ৩৫০,০০০ মার্ক ঘাটতি পড়িয়াছে, কিন্তু ক'দিন যাইতে না যাইতেই অনুসন্ধানে জানা গেল, তাহার ঘাটতির পরিমাণ তাহার বহু বহুগুণ বেশী।

বিলাতী অনেক কোম্পানীরও ইহাতে Re-Insure করা ছিল, কাজেই সাথে সাথে যে তাহাদেরও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া আর যে কয়েকটী কোম্পানীর স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে আমরা নিম্নে তাহাদের বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

	Name of Company	Business transferred to or Controlled by	Date
1.	Australasian Mutual Insurance Society	London & Lancashire	1915
2.	Australian Alliance	London & Lancashire	1909
3.	Australian Widows	Mutual Life & Citizens	1910
4.	Standard (Australia)	Colonial Mutual	1910

দেশের সংবাদ পত্রাদিতে বিদেশী বীমাকোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার সকল কথা যদি আলোচিত হইত তবে দেশের লোক বুঝিতে পারিতেন যে ঠগামী এবং ভণ্ডামীতে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির কোন্ কোন্টী এদেশেরও ঠগ্‌দিগকে হার মানাইয়াছে। মজা এই যে এ দেশের লোক সে সকল কোম্পানীর কথা কিছুই জানে না কিম্বা কোন খোঁজও রাখে না। অথচ তাঁহাদিগের দেশের অর্থে পুষ্ট ভারত সরকারের Actuary প্রতিবৎসর কোথায় কোন্ দেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে তাহার আমূল তালিকা সযত্নে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন

ইংরাজী ১৯১২ সনের আইন পাশের পর হইতে দেশী বীমা কোম্পানীর (যে সকল কোম্পানী বাস্তবিক জীবন বীমা কোম্পানী নহে) ফেল পড়ার বিবরণ বৎসরের পর বৎসর সরকারী Blue Bookএ এমন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে যে তাহার ফলে,ভারতবাসীর ভারতীয় কোম্পানীর প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা ভারতীয় বীমা আইনের বিরোধী, অথবা ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি আইনের অধীনে থাকিয়া সুসংযত ভাবে কাজ করে তাহা ইচ্ছা করি না। অন্যায় ভাবে কার্য্য কলাপাদির পরিচালন হেতু বীমাকারীদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আমরা কঠোর আইন প্রণয়ণের পক্ষপাতী; কিন্তু তাই বলিয়া ফেল পড়া প্রকৃত জীবন বীমা কোম্পানী নহে, এইরূপ মুষ্টিমেয় কয়েকটী দেশী কোম্পানীর কথা বার বার Blue Book এ উল্লেখ করিয়া সমগ্র দেশী বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে প্রচার কার্য্য চালাইবার পক্ষে বিদেশী বীমা কোম্পানীদিগকে যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে আমরা তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করি।

যে সকল ভারতীয় বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে বলিয়া ভারত সরকার বছর বছর তাঁহাদের প্রচারিত Blue Book এ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাধারণ জীবন বীমা কার্য্য (Ordinary Life Insurance business) চালাইতেন না। Blue

Book এর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় ঐ ফেলপড়া কোম্পানীগুলির কার্য্য ছিল Dividing Societyর অনুকরণে। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ বিবরণ লোপ পাইল এবং তাহার স্থলে তাহাদেগের আখ্যা দেওয়া হইল "Life Insurance Company" এবং তাহাদিগের বিনষ্ট হইবার হেতুর মধ্যে প্রধান বলিয়া প্রকাশ করা হইল—নিজ নিজ কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের ভিতর অবিচারে টাকা ধার দেওয়া। বাস্তবিকই যদি ঐ কারণেই ঐ সকল কোম্পানী ফেল পড়িয়াছিল, তবে ও সকল ব্যাপারের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

এই ভাবে দেশের বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি যেমন সরকারী সহানুভূতি প্রকাশ হইতেছিল, তেমনই আবার বে-সরকারী সংবাদ পত্রাদিতে বলা হইয়া আসিতেছে ভারতবর্ষের Mushroom কোম্পানী সমূহের কথা।

Mushroom কোম্পানী যে ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি এরূপ ধারণা যাঁহারা পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে বিলাতের (United Kingdom) বীমা কোম্পানী সমূহের কার্য্য কলাপের বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইংরাজী ১৯২৪,সনের ২রা আগষ্ট তারিখে বিলাতের কোনও সুপ্রসিদ্ধ বীমাবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিলাতের বীমা আইন সংশোধন ব্যাপারে এক Departmental Commitree of Cngniry নিযুক্ত ও প্রকাশিত হয়। ব্যবসা জগতে বিশেষতঃ বীমা ব্যবসায়ে বিলাতের মূলমন্ত্র হইতেছে "Freedom and Publicity" অথচ সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ জড়িত এই বীমা ব্যাপারে বিলাতি এ ১৯০৯ সনের বীমা আইন সংশোধন সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমে ঐ Departmental Committee'র আলোচনা ব্যাপারাদি গুপ্তভাবে চালাইবার প্রস্তাব হয়; "It was decided to meet weekly, to take the first oral evidence at the next meeting, and to keep the Sessions, at any rate at present, Private ;—P. M 8th Nov. 1924. ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে তাঁহাদের ঘরের কথা যাহাতে জগতের লোক জানিতে না পারে সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন।

কিন্তু সে দেশে Public opinion বা জনমত অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। পচা আবর্জ্জনা দেশে সহজে কেহ ধামা চাপা দিয়া রাখিতে সাহসও করে না এবং পারেও না। সেইজন্য এই Departmental Enquiryর ব্যাপারটা পরদার আড়ালে পরিচালিত করিবার প্রস্তাবসত্ত্বেও ইহার আমূল বিবরণ অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাতে বীমা কোম্পানী সমূহের যাবতীয় কার্য্যকলাপাদির বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে জানা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই অভিযোগ যে আজ নূতন তাহা নহে।

ইংরাজী ১৮৯৮ সনে 'Legislation in the United kingdom" বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া Mr. A. F. Barrand F. I. A., Second International Actuarial Congressএ মন্তব্য প্রকাশ করেন "Public opinion may have a very potent influence under certain circumstances, but those circumstances can hardly be said to arise when an average member of the

public is being canvassed by an enthusiastic agent. In 99 cases out of 100, the person canvassed has never heard of the Board of Trade retusns"

এই অভিযোগ তখনও যেমন ছিল এখনও প্রায় তদ্রূপই আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কারণ এখনও আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন লোকই ইন্‌সিওরেন্স বুবুকের কথাই জানেন—বিলেতের Board of Trade এর Return এর কথাত স্বতন্ত্র! এজেণ্ট গড়্ গড়্ করিয়া সত্য মিথ্যা, সম্ভব, অসম্ভব যাহাই বলিয়া যায় দেশের লোক তাহাই বিশ্বাস করে। অতএব সে দেশের বীমার কথা বুঝিতে হইলে Departmental Committeeর সমস্ত আলোচনা বিশেষভাবে পাঠ করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে না হউক অন্ততঃ বীমা ব্যবসায়ে যে সকল ভারতবাসী নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

"Mushroom companies" ভারতে যত না প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকুক, বিলাতে অর্থাৎ **United** Kingdoomএ তাহাদের রকম ও সংখ্যা এত অধিক যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে বিষয়ে তদ্দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে কোনরূপ প্রতীকার করা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। Departmental Committee কর্ত্তৃক রিপোর্টাদি হইতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পাঠ করিলে এই ব্যাপারের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'Question No 1638:—Might I ask you at this point, so far as you are able to speak of the 60 or 70 fresh companies formed between 1907 and 1910, if you can tell the Committee whether any considerable proportion of mushroom companies?

Ans:—Yes. The list shows that in most cases they had very little capital behind them.

পুনরায় ২টী কোম্পানী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া Sir Harold Elvertsonকে যে প্রশ্ন করা হয় এবং তদুত্তরে তিনি যা বলেন তাহা পাঠ করিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়।

"Question No 1905. All I do know about these two cases is that the people in question have been using the Company and the Society, which now no longer exist, for the purposes of—what shall I say—wangling the accounts between the two?

Ans:—I know many cases like that. I came accross one where the paid up capital was the large sum of 2s, (two shillings) quite recently."

"Question No 2645.—(Chairman) The reason I asked the question was that as a poor outsider it struck me as an unusual field for a promoter to enter to defraud people by starting a mutual Company?

Ans.—Going back to the days of the Act of 1870, there were something like 285 Life Companies started between 1824 and 1868, of which no less than 175 had failed by the latter date—1868".

অনেকে হয়ত বলিবেন যে এসব ত গেল পুরাতন ইতিহাসের আবৃত্তি; বর্ত্তমান যুগে United Kingdomএর কি অবস্থা? ইহার উত্তরে আর কিছু না বলিয়া আনুসঙ্গিক ১৯০০ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত বিলাতের ফেল পড়া কোম্পানী সমূহের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা পাঠ করিলে লোকের চোখ খুলিয়া যাইবে এবং বিলাতেও যে বীমা কোম্পানী এখনও গণ্ডায় গণ্ডায় ফেল পড়িতেছে তাহা এ দেশের কর্ত্তাভজার দল বুঝিতে পারিবেন। এই বিদেশী মোহের কুহকজাল দূর করিবার জন্যই আমরা এই সকল ব্যাপার প্রকাশ করিলাম।

ফেলপড়া বিদেশী বীমা কোম্পানীর তালিকাদি প্রকাশ করার জন্য আমরা এত পরিশ্রম করিতাম না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ভারত গভর্ণমেণ্টের Actuaryর প্রকাশিত ইয়ার বুক হাতে করিয়া বিদেশী বীমা কোম্পানীর দালালগণ দেশী বীমা কোম্পানী সমূহের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। Mr. Meikle এর প্রকাশিত ইয়ার বুকের যে সকল অংশে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অন্যায় সমালোচনা বাহির হইয়াছে, সেইগুলি মুদ্রিত হইয়া লক্ষ লক্ষ করি জনসাধারণের মধ্যে কে বা কাহারা বিতরণ করিয়াছে - এই ব্যাপারটী ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নজরে পড়ায় সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সরকারী ইয়ার বুকের বিবরণকে অকাট্য প্রমাণরূপে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়া বিদেশী বীমা কোম্পানীর এজেণ্টগণ ভারতীয় কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে ভীষণ প্রোপাগাণ্ডা চালাইবার অবসর পাইয়াছেন।

দেশী বীমা কোম্পানীর এজেণ্টগণ সাধারণতঃ বীমাকারীদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া থাকেন যে বীমা কোম্পানীর স্থায়িত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বীমা কোম্পানী সাধারণতঃ ফেল পড়ে না। কিন্তু ভারতগভর্ণমেণ্টের এ্যাকচুয়ারীর প্রকাশিত এই বিবরণ হাতে পাইয়া বিদেশী কোম্পানীর এজেণ্টগণ দেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রচার চালাইবার মহা সুযোগ পাইয়াছে; অথচ যে কোম্পানীগুলি ফেল পড়ার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, যে গুলি বীমা আইন পাশ হইবার বহু পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল; কোনও রূপ আইন-কানুন মানিবার প্রয়োজন না থাকায় এই সকল কোম্পানীর ভিতর নানা গলদ ছিল, সুতরাং বীমা আইন পাশ হইবার পরেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া একে একে দরজা বন্ধ করিতে হয়।

১৯১২ সালের বীমা আইন পাশ হইবার পর যে সকল দেশী কোম্পানী কেবল মাত্র জীবন বীমার কাজ লইয়া আছে, তাহারা কেহ যে ফেল পড়ে নাই এ কথা সরকারী Actuary Mr. meikle নিজের পত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। সেই পত্রের হুবহু নকল আমরা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছি যে, বীমা আইন পাশের পর দেশী জীবনবীমা কোম্পানী একটীও ফেল পড়ে নাই। কিন্তু Mr. Meikleএর এই পত্র প্রকাশ করা বিদেশী কোম্পানীর এজেণ্টদের স্বার্থের অনুকূল নহে বলিয়া কেহ এই পত্রের উল্লেখ করে না এবং অনেকে ইহা জানেও না। তাহারা শুধু সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখায় যে, এতগুলি দেশী কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে — অতএব দেশী কোম্পানী সম্বন্ধে সাবধান !!

এই জন্য আমরা বিদেশী কোম্পানী এ যাবত যে কত ফেল পড়িয়াছে এবং এখনও ফেল পড়িতেছে তাহার তালিকা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহাদ্বারা আমরা সরকারী এ্যাকচুয়ারী,—তথা বিদেশী কোম্পানী সমূহের এজেণ্টদের দেখাইতে চাই যে,—

(১) ফেল পড়াটা শুধু ভারতীয় কোম্পানী-দেরই একচেটীয়া বিশেষত্ব নহে,—

(২) বিদেশী এবং বিলাতী কোম্পানীও অবস্থা বিশেষে ফেল পড়িয়াছে এবং এখনও ফেল পড়িতেছে,—

(৩) যে সকল দেশী কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে তাহারা বীমা আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে

স্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের মধ্যে নানা গলদ্ ছিল,—

(৪) কিন্তু যে সকল বিদেশী কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে এবং এখনও পড়িতেছে তাহারা বীমা আইন থাকা সত্বেও ফেল পড়িয়াছে,—

(৫) ১৯১২ সালে বীমা আইন পাশ হইবার পর দেশী জীবনবীমা কোম্পানী আর ফেল পড়ে নাই—

(৬) অথচ বীমা আইন থাকা সত্বেও এখনও বিদেশী বীমা কোম্পানী ফেল পড়িতেছে এবং ডিরেক্টরেরা জেলে যাইতেছে।

বিদেশীয়দিগের নিকট বীমার ব্যবসায় একটা নূতন কিছু ব্যাপার নহে, বহু শতাব্দী ধরিয়া সে-সকল দেশে বীমার ব্যবসা চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহারা ইহার "মরণ বাঁচন" সকল পথেরই সন্ধান রাখে। সব জানিয় শুনিয়াও যদি তাহারা ফেল পড়িতে থাকে তবে তাহাদের পরিচালকবর্গের মধ্যেই যে নানারূপ কারসাজি আছে একথা মনে করিলে কিছু অন্যায় হইবে না। যে সকল স্বরাজকামী স্বদেশহিতৈষী এজেন্ট দিনরাত দেশের লোককে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

"ইরাণ সবাই সত্যপ্রিয়
পার্শী মিথ্যাবাদী—
পার্শী ইরাণে বিবাদ বাধিলে
পার্শীই—অপরাধী—"

আমি তাঁহাদের একবার জিজ্ঞাসা করি,—কৃষ্ণ চামড়ার ত' অনেক দোষ আছে জানি; কিন্তু গোরাচাঁদের দ্বারা পরিচালিত নিম্নের কোম্পানীগুলি ফেল পড়িল কেন এবং তাঁহাদের একটীর কর্ত্তৃপক্ষ আজ শ্রীঘরে আবদ্ধ আছেন কেন,—দেশের লোক এইসকল দেশনিন্দুকের নিকট এ কথার জবাব চাহিতে পারে না কি?

Name of the Company	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of existence.
Assurance Limited	1905	1909	4
Law Guarantee, Trust & Accident	1907	1909	2
Universal Provident	1909	1909	Same Year.
Counties and General	1909	1909	Same Year.
Universal Insurance Loan	1866	1910	44
Aberporth Mutual Ship	1878	1910	32
Wallasey Accident	1898	1910	12
Home Insurance Company	1898	1910	12
Universal Plate Glass	1898	1910	12
East Northamptonshire Builders	1898	1910	12
Liverpool Mutual Plate Glass	1900	1910	10
*Empire Guarantee	1900	1910	10
Mid Glamorgan Plate Glass	1902	1910	8
British United Thrift	1902	1910	8
Co-operative Sickness and Accident	1905	1910	5
Law Car and General	1906	1910	4
Capital	1906	1910	4
Yorkshire Investment and Insurers	1907	1910	3
United Farmers'	1907	1910	3
Monarch	1907	1910	3
Self-Help	1908	1910	2
*British Casualty	1908	1910	2
Albion Plate Glass	1908	1910	2
Adelphi	1908	1910	2
Cattle Warranty	1909	1910	1
British Enterprise	1909	1910	1
Indemnity Association	1903	1911	8
Electric and General	1903	1911	8
British Provident	1903	1911	8
National Provincial Fire Burglery	1904	1911	7

Name of the Company	Year of Establishment	Year in which wound up.	Years of Existence.
Medical Indemnity	1906	1911	5
Local and District Fire,			
Marine & Accident	1906	1911	5
Insurance	1906	1911	5
National Glass	1907	1911	4
*Legal and Commercial	1907	1911	4
English Legal	1907	1911	4
United Professions	1908	1911	3
Twentieth Century	1908	1911	3
Re-insurance and Guarantee	1908	1911	3
Katz Patent Dog Collar			
and Assce :	1908	1911	3
Ilford South Essex Mutual P.G.	1908	1911	3
Home and General	1908	1911	3
British Mutual	1908	1911	3
British Seamen's Mercantile	1908	1911	3
Grand Fire, Accident	1909	1911	2
British Industries			
unemployment	1999	1911	2
Mutual Steamship	1885	1912	27
St. Helen's and District			
Mutual P. G.	1887	1912	25
Key and Season Ticket	1896	1912	16
Farmers Mutual	1900	1912	12
Realm Industrial	1904	1912	8
Manchester and County	1905	1912	7
London and Westminster Fire	1905	1912	7
Commercial Indemnity	1905	1912	7
*United London and Scottish	1907	1912	5
*Erin	1907	1912	5
City Reversionary	1907	1912	5
Brixham Plate Glass	1907	1912	5
Glassgow Assurance	1908	1912	4
*Corporation			
British General Investment	1908	1912	4
Accountants	1908	1912	4

Name of the Company.	Year of Establish-ment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Star of hope	1909	1912	3
*Omnium Life and Fire	1209	1912	3
British Union and national	1909	1912	3
Property	1898	1913	15
Automatic and General	1903	1913	10
Railway Transit Claims	1908	1913	5
One and All	1908	1913	5
National Protector	1908	1913	5
National Commercial	1909	1913	4
Amicable General	1909	1913	4
Tramways Third Party	1911	1913	2
*Law Fidelity and General	1891	1914	23
Castle	1898	1914	16
Traders' Plate Glass	1899	1914	15
*National Live Stock	1901	1914	13
Yorkshire Glass	1905	1914	9
Cambrian Plate Glass	1906	1914	8
*National General	1907	1914	7
Imperial Crown Fire Accident	1907	1914	7
Scottish Indemnity	1908	1914	6
Forward Glass	1908	1914	6
Unity	1909	1914	5
National and Co-operative	1909	1914	5
British Indemnity	1909	1914	5
Sprinkler and General	1911	1914	3
Employment	1911	8914	3
Anchorage Life	1913	1914	1
St. Albans Plate Glass	1900	1915	15
*King Insurance Company	1901	1915	14
*Consolidated	1903	1915	12
British Commercial Plate Glass	1903	1915	12
*Cosmopolitan	1905	1915	10
Warwickshire Plate Glass	1907	1615	8
National Key	1912	1915	3

Name of the Company	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Customs and Excise Officers' Mutual Guarantee	1857	1916	59
Reversion Purchase	1878	1916	38
National Standard Life	1906	1916	10
City and County	1908	1916	8
British Commercial Fire	1908	1916	8
Excelsior	1909	1916	7
London and North British Plate Glass	1911	1916	5
Letters Patent	1912	1916	4
British Re-insurance	1912	1916	4
Safeguard	1898	1917	19
Planet	1908	1917	9
*Invincible and General	1909	1917	8
Dreadnaught	1909	1917	8
*London and Midland	1913	1917	4
Globe Reinsurance	1914	1917	3
Liverpool and District Drapery and Allied Trades	1904	1918	14
Warrington and District Tradesmen's Plate Glass	1906	1918	12
Registered Socities Sickness and Accident	1906	1918	12
London Shipping and Marine	1917	1918	1
Whitehall Marine Mutual	1884	1919	35
Hand in Hand Plate Glass	1888	1919	31
West Lancashire Plate Glass	1890	1919	29
London and County Commercial Re-insurance	1911	1919	8
Civic	1911	1919	8
Comprehensive	1918	1919	1
South Western Traders' Mutual Plate Glass	1899	1920	21
Birmingham Lombardiam Plate Glass	1901	1920	19

ফেলপড়া বিলাতী বীমা কোম্পানীর বিবরণ

Name of the Company	Year of Establishment.	Years in which wound up	Years of existence.
Britannic Marine	1885	1900	15
Million Accident	1895	1900	5
North of England Plate Glass	1896	1900	4
Metropolitan Fire	1897	1900	3
London Fire office	1897	1900	3
Forward	1898	1900	2
Lombard	1894	1901	7
Acme Fire & Accident*	1896	1901	5
Property Owners	1897	1901	4
Tariff Fire	1898	1901	3
New Britannic	1898	1901	3
Eastern Counties Hailstorm	1898	1901	3
Empire Mutual Workmen's Compensation	1898	1901	3
Star Fire & Burglary	1900	1901	1
London & County Industrial Accdt :	1895	1902	7
Cycle	1896	1902	6
Advance	1899	1902	3
Guarantee Insurance & Invest :	1901	1902	1
Absolute Life & Accident*	1894	1903	9
*National Reliance	1898	1903	5
*British Dominions	1901	1903	2
Independent Fire	1902	1903	1
Health	1885	1904	19
Victory	1900	1904	4
Artizans' Free Home	1900	1904	4
Thrift Accident	1901	1904	3
British United Guarantee	1883	1905	22
Alpha Fire	1894	1905	11
Castle General	1898	1905	7
Times Fire	1902	1905	3
Imperial Federation	1902	1906	4
British Star Accident	1903	1906	3
Anglo Continental Plate Glass	1903	1906	3

Name of the Company	Year of Establishment	Year in which wound up	Years of existence
*Law Guarantee	1888	1907	19
National Mercantile	1876	1907	31
National Insurance & Guarantee	1891	1907	16
Law Investment & Reinsurance	1892	1907	15
National Fire	1894	1907	13
Health & Sickness	1896	1907	11
Ramsgate Smackowner's Protection	1904	1907	3
Preferred Accident	1904	1907	3
Midland	1904	1907	3
Lightning Plate Glass & Window Cleaning	1905	1907	2
Federal	1905	1907	2
Enterprise	1906	1907	1
Securities	1894	1908	14
Sub Postmasters' Mutual Guarantee	1898	1908	10
Excelsior Insurance & Property	1898	1908	10
Norwich & District Master Builders	1899	1908	0
London and Scottish Fire	1901	1908	7
West Riding Reversionary Interest	1902	1908	6
Soverign Sickness, Accident and Guarantee	1904	1908	4
Rubber Trades Mutual	1905	1908	3
Kent Plate Glass	1905	1908	3
British United	1906	1908	2
*Progressive	1891	1909	18
Birmingham Vehicle Owners	1899	1909	10
Poole and District Plate Glass	1900	1909	9
Mercantile Plate Glass	1902	1909	7
Alert	1903	1909	6
Drew's Glass	1904	1909	5

Name of the Company.	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Metropolitan Mutual Plate Glass	1906	1920	14
Birkenhead Traders' Council Mutual Plate Glass	1906	1920	14
Rirmingham and Midland Plate Glass	1906	1920	14
Shopkeepers' Plate Glass and General	1909	1920	11
Eclipse	1909	1920	11
South Wales Plate Glass	1911	1920	9
Eastern General	1911	1920	9
Home and Foreign Reinsurance	1914	1920	6
Accident and General Law	1917	1920	3
Suffolk Mutual Fishing Boat	1876	1921	45
Truro District Mutual Fire	1879	1921	42
St. Colomb District Mutual Fire	1885	1921	36
Scarisbreck Halsall and Down-holland Farmers' Mutual Fire	1904	1921	17
British Security	1907	1921	14
Progress Glass	1908	1921	13
Capital and Counties	1908	1921	13
British Citizens	1909	1921	12
Investors Income	1915	1921	6
Clyde Marine	1915	1921	6
British Isles Marine and General	1916	1921	5
*National Benefit	1917	1921	4
Franco British Marine	1917	1921	4
Eucrate Marine	1917	1921	4
United Kingdom Colonial and Foreign Marine	1918	1921	3
Inland Transport and Marine	1918	1921	3
British Reinsurances	1918	1921	3
British Ensign	1919	1921	2

Name of the Company	Year of Establishment.	Year in which wound up.	Years of Existence.
Universe	1920	1921	1
Scottish Equity Plate Glass	1892	1922	30
Essex Union	1898	1922	24
Cambridge Master Builders	1898	1922	24
*Traders and General	1907	1922	15
National Marine and Fire	1908	1922	14
City of London	1908	1922	14
City Equitable Fire	1908	1122	14
Barking Traders' Asso Mutual Plate Glass	1911	1922	11
National Spectacle and Eye Glass	1913	1922	9
Bexhill-on Sea Glass	1914	1922	8
Overseas Marine	1916	1922	6
Home and Colonial Marine	1916	1922	6
British International Marine and General	1916	1922	6
London and Yorkshire Marine	1918	1922	4
London and Paris Marine	1918	1922	4
Greater Britain	1918	1922	4
United General Commercial	1919	1922	3
First National Reinsurance	1919	1922	3
International	1920	1922	2
British Indian Marine	1900	1923	23
*City Life	1909	1923	14
Bankers and General	1909	1923	14
United Motor and General	1917	1923	6
Britsh Automobile & General	1920	1923	3
*Profits and Income	1901	1925	24
*Allied Traders	1920	1925	5
*Lancashire and Cheshire	1904	1925	21
Motor Manufacturers' Traders' Mutual	1924	1926	2
North British Fishing Boat	1886	1927	41
Lancashire and General	1907	1927	20
Aviation and General	1919	1927	8

* তারা চিহ্নিত বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানী সমূহের কোনও কোনও বিভাগের কার্য্য হস্তান্তরিতও হইয়াছে।

List compiled by Mr. Chunilal Lahiri

ভারতীয় জীবন বীমা অফিস সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৮ই ডিসেম্বর ভারতীয় জীবন বীমা অফিস সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার আগামী বৎসরের জন্য সঙ্ঘের সভাপতি, ওরিয়েণ্টালের মিঃ জোন্স ডেপুটী সভাপতি, এবং মিঃ দেশাই পুনরায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

Life Offices Associationএর সৃষ্টি হওয়া অবধি Orientalএর Mr. Jonesই এ যাবত সভাপতির আসন অধিকার করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যোগে এসোসিয়েশন বর্ত্তমান উন্নতিশীল অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু বহুকাল যাবত একই লোক সভাপতি থাকিলে অন্য সকলের কর্ম্মশক্তি বিকাশের অথবা প্রকাশের সুযোগ ঘটিয়া উঠে না এবং ক্রমে ক্রমে সকলেরই অনুরাগ হ্রাস হইতে থাকে—এইজন্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যে মাঝে মাঝে আমরা নূতন রক্ত সঞ্চারের পক্ষপাতী।

গত বৎসর নলিনীবাবুর নির্ব্বাচনে এবং এ বৎসর তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচনে আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স হইতে আরম্ভ করিয়া নানা Public অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীকে ঠেলিয়া পিছনের বেঞ্চে স্থান দেওয়া হইতেছে। গোখ্‌লের বিখ্যাত বাণী—"What Bengal thinks to-day, the rest of India think tomorrow" আর অবাঙ্গালী জননেতাদের মুখে শোনা যায় না। এখন সকলে মিলিয়া বাঙ্গালীকে যেন কোন্‌ঠাসা করার চেষ্টায় আছে। এই দুর্দ্দিনে নলিনীবাবু ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি বোম্বাইওয়ালাদের মধ্যে গিয়াও দুই দুইবার যে জয়মাল্য পরিয়া আসিলেন, ইহা দ্বারা সমগ্র ভারতের বীমা ব্যবসায়ীদিগের নিকট বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। নলিনীরঞ্জনের মধ্যে যে initiative, driving force, tact, and resourcefulness আছে তাহা যদি এসোসিয়েসনের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাইবার তাঁহার সময়, সুযোগ এবং অবসর হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস, এই এসোসিয়েশন শুধু যে একটা শক্তিশালী অনুষ্ঠানে পরিণত হইবে তাহা নহে, পরন্তু ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সংরক্ষণ এবং সম্প্রাসনের জন্য ভারতীয় আইন সভার সাহায্যলাভেও সক্ষম হইবে এবং অচিরে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের কল্যাণের জন্য সংরক্ষণী আইন প্রণয়ণেও সক্ষম হইবে। আমরা পুনরায় বলি "শুভমস্তু", শিবাস্তে পন্থানঃ"।

শ্রীযুত সরকারের অভিভাষণ

গত ১৮ইডিসেম্বর ভারতীয় জীবনবীমা অফিস সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় যে

অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাকে আপনাদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপর সারাজীবন লিপ্ত আছি, তাহার মারফতে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় মঙ্গল বিধানে আমাকে আমার সামান্য সেবাকার্য্যের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

"ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ"—এই সত্য আজ সমগ্রজাতির প্রাণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাই আজ দেশের শ্রেষ্ঠ বাণী ও মূলমন্ত্র। এই বাণীই আজ দেশের সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক—এই মন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক!"

যে কোন বিষয় অপেক্ষা আমি অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করি; কারণ ইহাতে শুধু আমার প্রতি আপনাদের সদিচ্ছা ও আস্থার পরিচয় দেওয়া হয় নাই, পক্ষান্তরে যে জীবনবীমা কার্য্যে আমি

প্রথমেই আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই সঙ্ঘের জন্য আমি ততটা আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হই নাই; কারণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর গত কয়েক মাস যাবৎ সেন্ট্রাল

ব্যাঙ্কিং কমিটী ও রেলওয়ে ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট সময় ও উদ্যম ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

জীবন বীমা কার্য্য এক দিক দিয়া দেখিলে উহা যে একটা ব্যবসায় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার বৃহত্তর ও মহত্তর দিক আছে—সামাজিক ও জাতীয় মঙ্গল ইহার দ্বারা সাধিত হয়। সম্প্রতি এই শেষোক্ত দিক সম্বন্ধে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে। জীবন বীমা জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও অসন্তোষ দূর করে। ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যতীত জাতির সম্পদ জীবন বীমা দ্বারা বৰ্দ্ধিত হয়।

জীবন বীমা বিদেশ হইতে আমদানী হইলেও এ দেশে উহা থাকিবার জন্যই আসিয়াছে। এ দেশের লোক সকল উহার নীতি ও পদ্ধতি আপনার করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে আমাদের সঙ্ঘের মারফতে আমাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের কার্য্যপদ্ধতি সময়োপযোগী হইয়াছে এবং চারিদিকে আমাদের উন্নতিই উহার পুরস্কারের পরিচয় দিতেছে। আমরা যে উন্নতি ও যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা হইতে একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হইয়াছি এবং সেই হেতু ভারতীয় জীবন বীমার উন্নতি সাধনের সাধারণ উদ্দেশ্য লইয়া আজ আমরা এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি। জীবন বীমা আফিস সমূহ বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা করিতে পারেন; কিন্তু জীবন বীমাকে আমাদের জাতীয় মুক্তির পথে অমূল্য সম্পদ করিয়া তুলিতে হইবে। এই সাধারণ কৰ্ত্তব্য লইয়া সকল জীবন বীমা আফিসকে কাজ করিতে হইবে—ইহাই আমাদের সঙ্ঘের আদর্শ। এই কৰ্ত্তব্য সাধন সহজ নহে বা একদিনে তাহা হইবেও না।

ভারতীয় বীমা অফিসসমূহের অসুবিধা

বিদেশী জীবনবীমা অফিসসমূহ কার্য্যক্ষেত্রে দীর্ঘতর দিন রহিয়াছে এবং সেইহেতু তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক চিত্তাকর্ষক অবস্থা দেখাইতে সক্ষম হয়। তাহাছাড়া, এতদিন বিদেশী মাত্রেরই প্রতি লোকের একটা ঝোঁক ছিল। সৌভাগ্যের বিষয় ইহা কমিয়া যাইতেছে। ভারতীয় জীবনবীমা অফিসসমূহ বেশী দিনের নহে। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। গত শতাব্দীতে ভারতীয় জীবনবীমা অফিসসমূহের সংখ্যা ও কার্য্যক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল, আজ আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের অবস্থা, ক্ষমতা ও অর্থবল সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান বৰ্দ্ধিত হইলেও আমাদিগকে সাহায্য করিবার পক্ষে তাহা এখনও পর্য্যাপ্ত নহে; সুতরাং ভারতীয় জীবন বীমা আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির যে প্রকৃষ্ট উপায়,—আমাদের দেশবাসীর মনে ইহা জাগ্রত করিয়া দেওয়া আমাদের কৰ্ত্তব্য। জনসাধারণের মধ্যে এই প্রচার কার্য্যের জন্য আমাদের সঙ্ঘ এক্ষণে উপযুক্তরূপে সংগঠিত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ৮৯টী ভারতীয় বীমা আফিসে ৪৭২০০০ পলিসিতে ৭৮ কোটি টাকার কাজ হয় এবং বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে এদেশে ২৪টি ভারতীয় জীবন বীমা অফিসে ১৪৮০০০ পলিসিতে ৬৪ কোটি

টাকার কাজ হয় এবং প্রিমিয়াম হইতে বার্ষিক আয় প্রায় তিন কোটি টাকা।

এস্থলে আমি ভারতীয় জীবন বীমা অফিস-সমূহের একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতেছে, অভারতীয় জীবন বীমা অফিস-সমূহের ভারতীয় কাজের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান ভারতীয় আইন অনুসারে তাহাদিগকে ভারতীয় কাজের কয়েকটা বিষয় পৃথকভাবে প্রকাশ করিতে হয় না, সেই হেতু আমরা যথাযথ তুলনা করিতে পারি না। আমি ইহা বলিতেছি বলিয়া আমাকে ভুল বুঝিবেন না ; বিদেশী অফিস সমূহের প্রতি শত্রুতাবশতঃ আমি ইহা বলিতেছি না। ভারতের ন্যায় দেশে শিল্পব্যবসায়কে বাহিরের বিরুদ্ধ চাপ হইতে রক্ষা করা উচিত, সেই হিসাবে আমি আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি মাত্র। উহা লাভ হইলে সাধারণ মানবতার জন্য আমরা বিদেশী সহকর্ম্মীদের সহিত সমতুল্যরূপে পাশাপাশি থাকিতে পারিব।

আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

দেশের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ১৯১২ সালের আইন অবিলম্বে সংশোধন প্রয়োজন। আমি উহার খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া আলোচনায় বিরত হইলাম, কারণ উহা যখন আমাদের কমিটীতে বিবেচনার্থ আসিবে, তখন ভালভাবেই বিবেচিত হইবে। তথাকথিত "ফ্রী ইনসিওরেন্স" কোম্পানী সমূহ সম্বন্ধে আপনারা বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। ঐ সকল কোম্পানীর কার্য্যপদ্ধতি ভারতে অধিকাংশ "একচুয়ারী" কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে।

ভারতীয় জীবন বীমা অফিসসমূহের তহবিল কি ভাবে খাটানো হইবে, তাহা আমাদের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, কোম্পানীর কাগজসমূহের চাকচিক্য নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তি-মর্গেজ রাখিয়া টাকা খাটানো নিরাপদ ব্যবস্থা। শিল্প-ব্যবসায় জামীনস্বরূপ রাখিয়া টাকা দেওয়া সম্পর্কে সন্তোষজনক পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু আমাদের সমবেত চেষ্টায় ইহা আবিষ্কৃত না হইবার কারণ নাই।

বীমা কোম্পানী সমূহের তহবিল জনসাধারণের ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। সুতরাং পলিসি হোল্ডারগণ তাঁহাদের পরিবারের সামাজিক ও আর্থিক স্থায়িত্বের জন্য যে বর্ত্তমান সুখসম্ভোগ ত্যাগ করেন, তাহা রক্ষা করা ও তাহাতে উৎসাহ প্রদান রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু ইনকম্ ট্যাক্স রেহাই ব্যতীত অন্য উপায়ে রাষ্ট্রের উৎসাহ প্রদান কমই লক্ষিত হয়, পক্ষান্তরে বর্ত্তমান আইনে ট্যাক্স ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিধান বিদ্যমান থাকায় জীবন বীমা ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে।

যে সকল কোম্পানী আমাদের সঙ্ঘের সদস্য আছেন তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব :—

(১) বৃটিশ জীবন বীমা অফিসসমূহের ১৯০০ সালের রি এসিওরেন্স চুক্তির অনুরূপ সদস্যগণের মধ্যে চুক্তির বাঞ্ছনীয়তা

(২) ভারতীয়দের মধ্যে জীবন বীমা অফিস সমূহের প্রচার।

(৩) বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত ইনকম্ ট্যাক্স আইনের পর্য্যালোচনা

(৪) মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি মিউনিসি-

পালিসি কর্ত্তৃক যে ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা এবং তাহার প্রতিকারোপায়।

(৫) জীবন বীমার জন্য ডাক্তারের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিভিন্ন অফিসের মধ্যে একরূপ ব্যবস্থা।

(৬) দাবীর টাকা সম্বন্ধে সত্বর মীমাংসার জন্য প্রস্তাব প্রচার।

(৭) কোন্ রোগে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক কত মারা গিয়াছে, প্রত্যেক জীবন বীমা অফিস কর্ত্তৃক সঙ্ঘের মারফতে তাহা প্রচার।

ফিগারের ফক্কীবাজী Bluffing by Figures.

বিদেশী কোম্পানী সমূহ সাধারণতঃ এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন যে তাঁহাদের Business in force ১০ কোটী বা ২০ কোটী টাকার উপর। এই টাকার অঙ্ক দেখাইয়াই সাধারণ লোককে ঘাব্ড়াইয়া দেওয়া হয়; কারণ সাধারণ লোক জানেনা যে কেবলমাত্র মজুদ কাজের পরিমাণই বীমা কোম্পানীর Safety বা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক বা মাপকাঠি নহে। জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যে যত টাকার business in force বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ঠিক তত টাকাই কোম্পানীর liabilities বা দেনার পরিমাণ। এইরূপ বিজ্ঞাপনের সরল অর্থ এই যে, বীমাকারীদিগকে পলিসির বাবদ উক্ত কোম্পানীকে ১০ কোটী বা কুড়ি কোটী টাকার উপর দেনা শোধ করিতে হইবে।

আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে claim বা দাবীর বাবদ বীমাকারীদিগকে এযাবৎ ৫ কোটী টাকার উপর দেওয়া হইয়াছে। লোকে ইহা দেখিয়াও ঘাব্ড়াইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র এই ঘোষণার দ্বারাও কোনও কোম্পানীর Safety, Solvency, বা শ্রেষ্ঠত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ৫ কোটী টাকার দাবীত মিটাইয়াছেন, বেশ কথা;—কিন্তু ঐ যে কুড়ি কোটী টাকার Business in force এর জন্য ২০ কোটী টাকার দেনা রহিয়াছে তাহা মৃত্যু এবং মেয়াদ অন্তে (By Death and Maturity) যখন দিবার সময় উপস্থিত হইবে তখন তাহা অবিলম্বে দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে কিনা তাহাই প্রত্যেক বীমাকারীকে দেখিয়া লইতে হইবে।

এইজন্য Business in force এবং current business এর অনুপাতে কোম্পানীর Life Fund বা বীমা তহবিল এবং Reserve Fundএর পরিমাণ কত, Investment বা দাদনের অবস্থা কিরূপ, সেয়ারের Depreciation বা ঘাট্তি কিরূপ, কাজ সংগ্রহ করিবার জন্য খরচের অনুপাত কিরূপ, matured claim বা মেয়াদী বীমার বাবদ যে লক্ষ লক্ষ টাকা periodically নিশ্চিত দিতে হইবে তাহা মিটাইয়া দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে কিনা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার রহিয়াছে—যাহার উপর কোম্পানীর

Safety এবং Solvency নির্ভর করে। বিজ্ঞাপনে সে সব আসল কথা একটীও থাকে না। থাকে কেবল, জনসাধারণকে চমকাইয়া তাক্‌ লাগাইয়া দিবার জন্য কতকগুলি মোটা মোটা অঙ্ক বা figures—যাহা পড়িলেই লোকে ভাবে—ওরে বাবা! এর কাছে কি দেশী কোম্পানী দাঁড়াইতে পারে? অথচ এইসব অতিকায় অঙ্ক দেখিয়া লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ যাহাদের business বা কাজের পরিমাণ যত বেশী, তাহাদের Liabilities বা দেনার পরিমাণও ঠিক তদনুরূপ।

তারপর পৃথিবীব্যাপী নানাদেশে নানারূপ লগ্নীতে ইহাদের টাকা খাটে; সুতরাং কোথায় ইহারা মার্‌ খাইতেছে, কোথায় বা ঘাট্‌তি পড়িতেছে এ সকল সংবাদ জানিবার বা পাইবার এদেশের লোকের কোনও উপায় নাই। এইসকল বিদেশী কোম্পানী ভারতীয় আইনের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় না। ইহাদের Balance Sheet, Revenue Account প্রভৃতি কিছুই এদেশের বীমাকারীগণ দেখিতে পায় না। ভারতীয় আইনের যে নির্দ্দিষ্ট ফরমে বিদেশী কোম্পানী সমূহের রিটার্ণ দাখিল করার কথা, সে ফরমেও ইহারা রিটার্ণ দাখিল করেনা; এবং সেজন্য গভর্ণমেণ্ট এ্যাক্‌চুয়ারীর নিকট ইহাদিগকে কোনও কৈফিয়ৎও দিতে হয় না।

অথচ কেবল বড় বড় অঙ্ক এবং কাজের পরিমাণের কথা তুলিয়া ইহারা এদেশবাসী লোক-দিগকে হক্‌ চকাইয়া দিয়া কাজ কুড়াইয়া লইতেছে। এই সকল বিদেশী কোম্পানী সমূহকেও ভারতীয় আইনের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে কাজ করিবার জন্য এবং সমগ্র Revenue Account ও Balance Sheet প্রকাশ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য করানো উচিত।

এজন্য দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে এইরূপ আইন প্রণয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা উচিত। সমগ্র পৃথিবী, স্বয়ং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ও দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের রক্ষা কল্পে আপন আপন দেশে বিদেশী পণ্যের উপর দারুণ শুল্ক বসাইয়া স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইংরাজজাতি সমগ্র ব্রিটীশ এম্পায়ারের মধ্যে Buy British বলিয়া এক ধ্বনি তুলিয়াছে। পোষ্টকার্ড এবং খামের উপরেও সর্ব্বত্র আজ Buy British মোহর অঙ্কিত থাকে। সমগ্র জগত যখন এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে তখনও কি ভারতের এই শিশু বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণ-মেণ্ট সংরক্ষণী আইন প্রণয়ন করিবেন না? অন্ততঃ যে আইনের দ্বারা ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি নিজের দেশে কাজ করিতেছে, সেই আইনের অধীনে বিদেশী কোম্পানীগুলিকেও আমাদের বাপ পিতামহের দেশে কাজ করিতে বাধ্য করা হউক। শুধু ফাঁকা কথায় আর "সিম্‌পাতির" (Sympathy) অভিনয়ে এ দেশের লোকের মন ভিজিবেনা।

বীমা ব্যবসায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংরক্ষণী আইন

আজ একশত বৎসর হইতে চলিল ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; অথচ এই বীমা ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশেরই অতি নীচে পড়িয়া আছে। মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই অত্যল্প কালের মধ্যে জাপান বীমা ব্যবসায়ে অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে।

১৯০৫ সালে জাপানে মোট বীমার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৩ কোটী টাকা, আর ১৯২৭ সালে তাহার মোট বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ কোটী টাকায়; এই বৎসর সমগ্র জগতের মধ্যে জাপান বীমা ব্যবসায়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে; আর বর্ত্তমান সালের হিসাবে দেখা যায় যে জাপান বীমা ব্যবসায়ে সমগ্র জগতের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

যেরূপ দ্রুতগতিতে জাপান পৃথিবীর সমস্ত সভ্য এবং স্বাধীন দেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, আরও কিছুকাল পরে হয়ত জাপান বীমা ব্যবসায়ে পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

জাপান এবং ভারতবর্ষ উভয়েই একই এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত; উভয়েই প্রাচ্য দেশীয়। জাপান অপেক্ষা ভারতবর্ষ আকারে, লোক সংখ্যায়, শিক্ষায় এবং সভ্যতায় -অনেক উচ্চে অবস্থিত; ধর্ম্মে জাপান ভারতকেই অতীত যুগ হইতে আপনার গুরু পদে বরণ করিয়া লইয়াছে; অথচ সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া ভারতের কেন এমন অধঃপতন হইল—কেন ভারত পৃথিবীর সকল দেশের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে; আজ একশো বছর ধরিয়া বীমার ব্যবসায় চালাইয়া ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকলের পশ্চাতে রহিল, আর সবার শেষে বীমা ব্যবসা সুরু করিয়া গত ৫০ বৎসরের মধ্যেই জাপান পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করিয়া বসিল।

কেন এমন হইল তাহারই উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশই আপন আপন শিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সকল দেশের শিল্প এবং ব্যবসায় এখনও শৈশব অবস্থায় আছে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করিতেছে তাহাদিগকে প্রবলের প্রতিযোগীতা হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে সে সবই আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। এই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপন আপন দেশের শিল্প ব্যবসায়াদিকে শৈশববাস্থায় প্রবলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার কোন দেশে বিদেশী কোনও বীমার কোম্পানীকে দেশের নদ

নদী দিয়া অন্তর্বাণিজ্যের ব্যবসা চালাইতে দেওয়া হয় না। বহির্বাণিজ্যে মহাসাগরের রাস্তায় যে কোনও দেশের জাহাজ চলাফেরা করিতে পারে বটে, কিন্তু দেশের অন্তর্বাণিজ্যে—তা' সে যাত্রীর জন্যই হউক—অথবা মাল পত্রাদি আনা নেওয়ার জন্যই হউক, বিদেশী কোনও ষ্টীমার কোম্পানীকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় না। অথচ এই পরাধীন ভারতের সমস্ত নদ নদীর মধ্যে বিদেশীয় কোম্পানীকে অবাধ ব্যবসা চালাইবার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে এই নদীমাতৃক বাঙ্গলা দেশের নদ নদীতে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ব্যবসায়ীগণ যখনই ষ্টীমার চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই বিদেশী কোম্পানীসমূহের ভীষণ প্রতিযোগীতায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া হাত ধুইয়া বাড়ী আসিতে হইয়াছে। এই সকল বিদেশী ব্যবসায়ী-সংঘ দেশী ষ্টীমার কোম্পানীগুলিকে ধ্বংস করার জন্য ভাড়া কমাইতে কমাইতে শেষে একেবারে বিনা ভাড়ায় যাত্রী লইয়াছে; ধাক্কা লাগাইয়া দিয়া দেশী ষ্টীমারগুলিকে এমন জখম করিয়া দিয়াছে, যে তাহাদের পক্ষে আর যাত্রী নেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; এবং চারিদিক হইতে ছোট বড় এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, যে সামান্য পুঁজি লইয়া দেশী কোম্পানীর পক্ষে এরূপ শক্তিশালী, অর্থশালী বিদেশী ব্যবসায়ী-সংঘের সহিত প্রতিযোগীতা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া নদীমাতৃক বাংলা দেশের বুক হইতে দেশী কোম্পানীর ষ্টীমার সমূহ একে একে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অথচ পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশের মধ্যে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে যে দেশের ভিতরের নদী নালায় পর্য্যন্ত কোনও বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীকে ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে না; ইংলণ্ডেও ঠিক এই ব্যবস্থা আছে।

আর আমাদের দেশে বিদেশী কোম্পানীর অবাধ ব্যবসা করার অধিকার-ত' আছেই; উপরন্তু অন্যায় এবং অসম প্রতিযোগীতার দ্বারা দেশী কোম্পানীগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিবারও তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতীয়দের যদি আইন করার অধিকার থাকিত, তবে আমরা অন্ততঃ এইটুকুও করিতে পারিতাম যে, কোনও বিদেশী কোম্পানী স্বদেশী কোম্পানীর অনিষ্ট করার জন্য ভাড়া কমাইতে পারিবে না; অন্ততঃ এমনভাবে কমাইতে পারিবে না যাহার ফলে লোকসান দিয়া ষ্টীমার চালাইতে হয়। হাজার হাজার দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা একটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম—যাহার কথা বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

ভারতের উপকূল বাণিজ্যে সিন্ধিয়া ন্যাভিগেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সমুদ্রগামী জাহাজ বিদেশী-বণিক-সংঘের নিকট হইতে যে কি ভীষণ প্রতিযোগীতা পাইতেছে তাহার বিবরণ, যাঁহারা হাজি সাহেবের উপকূল বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিলের বিষয় পড়িয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ নীতি ব্যতীত প্রবল বৈদেশিক প্রতিযোগীতা হইতে দেশের শিশু প্রতিষ্ঠানগুলিকে কখনও রক্ষা করা যাইবে না এবং জগতের ইতিহাসে কোথায়ও কোনও জাতি প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য ব্যতীত বৈদেশিক প্রতিযোগীতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডে এতকাল ধরিয়া ভারতীয় চা'র একাধিপত্য ছিল। অধুনা ৮।১০ বৎসর হইতে সস্তায় যাভা চা আমদানী হইতে থাকায় আসামের চায়ের আমদানী কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া, আসামের

ইংরাজ চা-করগণ যাভা চায়ের উপর আমদানী শুল্ক বসাইবার জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন এবং বিলাতের গভর্ণমেণ্টকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরাৎ ইংলণ্ডে যাভা চায়ের প্রবেশ বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

ইংলণ্ডের কানার্ড লাইনের জাহাজগুলি সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ইউরোপ হইতে যাত্রী লইয়া আমেরিকায় যাতায়াত করিত এবং এইজন্য আটলাণ্টিকের প্যাসেঞ্জার সার্ভিসের ব্যবসায়ে কানার্ড কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল জার্ম্মাণীর ইউরোপা ও ব্রীমেন নামক দুইখানা জাহাজ যখন কানার্ড কোম্পানীর জাহাজ অপেক্ষা অনেক কম সময়ে ইউরোপ হইতে আমেরিকায় যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল,সেইসময়ে কানার্ড কোম্পানী উহাদের প্রতিযোগীতা নষ্ট করার জন্য খুব বড় বড় দুইখানি যাত্রী জাহাজ নির্ম্মাণে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এত বড় জাহাজের বীমা গ্রহণ করিতে কোনও বীমা কোম্পানী স্বীকার হন না দেখিয়া, কোম্পানী বিষয়টী পার্লামেণ্টের গোচরে আনয়ন করেন। পার্লামেণ্টও অবিলম্বে এক বিশেষ আইন পাশ করিয়া জাহাজ দুইখানির বীমার কাজ সম্পন্ন করেন ;—অর্থাৎ একটী দেশী জাহাজ কোম্পানীকে সাহায্য করার জন্য গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বীমা কোম্পানীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই একটী ঘটনা হইতেই ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট যে কত সচেষ্ট ও আগ্রহান্বিত তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাই স্বাভাবিক ; সকল সভ্য এবং স্বাধীন দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়াই সে-সকল দেশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিতেছে এবং সভ্যজাতির পদবীতে উন্নীত হইয়াছে।

বীমা ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ কেন যে উপরে উঠিতে পারিতেছে না এবং বিদেশী কোম্পানী সমূহ কি ভাবে এবং কেমন করিয়া যে তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে, এ সম্বন্ধে আমরা আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, শিক্ষিত লোকের মধ্যেও তেমন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। আমরা আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

১। পরাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ অভিশাপ এই যে, ইহা মানুষের মন হইতে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তির শেষ চিহ্নটুকুও একেবারে লোপ করিয়া দেয়—এবং মানুষের মনে এমন একটা দাস ভাবের (slave mentality) সৃষ্টি করে যে তাহার ফলে সে স্বজাতীর প্রতি একেবারে আস্থাশূন্য হইয়া সকল বিষয়েই বিজেতা জাতির নিকট সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি এদেশীয় লোকের পরাধীনতাজাত এই দাস মনোভাবের সুযোগ ও সুবিধা ষোল আনা গ্রহণ করিতেছে এবং দেশীয় অনুষ্ঠানের প্রতি এদেশীয় লোকের অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস আনয়নের প্রোপাগাণ্ডা চালাইতেছে। ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট এ্যাক্‌চুয়ারী Mr. Meikleএর Blue Book এদেশীয় লোকের "Inferiority Complex"এর প্রমাণ এবং প্রচার করিবার এক মহাসুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে।

২। ১৯২৮ সালে Indian Insurance Companies' conferenceএর প্রথম অধিবেশন যখন বোম্বাইয়ে হয়, তখন কোনও বিখ্যাত ইংরেজ বীমা ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করা হয়—

Why Non-Indian Insurance companies hold the Indian market ?

তিনি তৎক্ষণাৎ হাঁসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন ;— The reason is very simple. Because Indians insure with non-Indian companies.

এই উপলক্ষে তিনি এদেশের লোকদিগের চোখে আঙ্গুল দিয়া যে কয়েকটী অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে আগুণের অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। আমরা তাঁহার উক্তিগুলি এইখানে তুলিয়া দিলাম :—

"It does not follow that every British company offers better security than any Indian company, as some Indians seem to imagine.

"There are British Companies working in Bombay today which offer less security than some of the Indian Companies ; but this never seems to occur to any Indian, however.

"When dealing with a prospective client who puts forward the plea of "higher Bonus" and "greater security" offered by non-Indian Companies, it is well to remind him that most of these big Companies have been established for more than a hundred years, and given this 100 years time, there is no reason why the Indian Companies should not show the enormous funds which now appeal to him so much.

"Further, if one could turn back to the Accounts and Balance sheets of these same old-established Companies when they had been working for only say 7 years, you would probably find that at that time they were no stronger than the 7 years old Indian Companies of today.

"Moreover, it does not of necessity follow that an old established Company is a sound one ; nor is a newly established Company necessarily a weak one. After all, there are such things as "Investments" and "Liabilities".

"People of this country always talk of "old" and "longstanding" non-Indian Companies with a sense of relief and security. Infact, I have heard it so often that I confess, it strains my patience.

"My reply has always been :—"But if every Indian held that view, practically no Indian concern of any kind could grow or develop in its own country.

"In matters of Insurance the Indians suffer from

(1) Lack of knowledge and

(2) Mistrust in their own national concerns

"A change in the mentality of the general public is required so that they will think out for themselves the

advantage to the community by the support of national Concerns. For this you should have

"Propaganda."

"Propaganda."

and again "Propaganda."

৩। Credit Institutions গুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক ও বীমা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে যে কথা বলা যায় অনেক স্থলে বীমার সম্বন্ধেও তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটীতে যে রিপোর্ট সহি করিয়াছেন তাহার একাংশ এইজন্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"Among the many factors that are responsible for the present backwardness of Indian Banking (নলিনী বাবু Banking সম্বন্ধে এই যে কথা বলিয়াছেন, বীমা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা আরও প্রবল ভাবে প্রযুজ্য হয় বলিয়াই তাঁহার উক্তি এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম।)—the lack of faith of the Indian public in our banks is one, unfortunately rather too common, in favour of things western and against things Indian.

*　　*　　*　　•　　*

'What I can not understand is why a Bank is believed to be sound simply, because it is managed by Europeans and to be unsound for the sole reason that it is Indian.

ইহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের জাতি দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে আত্মশক্তির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই দাস মনোভাবের সুযোগ লইয়াই নিউজীল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরাও ভারতে আসিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এবং আমরা নিজের দেশের অনুষ্ঠান-গুলিকে মারিয়া বিদেশীকেই ক্রমাগত মোটা করিয়া তুলিতেছি। এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভারতবর্ষের পরাধীনতা এবং ভারতীয়দিগের দাস মনোভাবের (Slave mentality) জন্যই বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ সমগ্র দেশবাসীর উপর এক প্রচ্ছন্ন মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে!

জাপান, মেক্সিকো, ইটালী প্রভৃতি স্বাধীন দেশে যে সকল নিয়ম কানুনের নাগপাশ দ্বারা বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে বজ্রবাঁধনে বাঁধিয়া স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলির ব্যবসা অপ্রতিহত-ভাবে চালাইবার নানারূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আজ যদি ভারতগভর্ণমেন্ট ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের উন্নতিকল্পে সেইরূপ আইন প্রণয়ন করেন, তবে অত্যল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় বীমা ব্যবসায় জগতে শ্রেষ্ঠস্থান দখল করিতে পারে।

৪। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী কোম্পানী সমূহ তাঁহাদের এজেন্ট ও দালালদের মারফতে দেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ্যে এবং পরোক্ষে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন।

৫। দেশী কোম্পানীর তুলনায় বিদেশী কোম্পানী সমূহ এজেন্টদিগকে এরূপ উচ্চহারে কমিশন এবং নানারূপ ভাতা ও সুবিধা দিতেছেন যে, যেরূপ হারে ব্যয় করিয়া দেশী কোম্পানীর পক্ষে টিকিয়া থাকাই দায়। অথচ এই সকল

বিদেশী কোম্পানী পূর্ব্বে কখনও এজেন্টদিগকে এরূপ উচ্চহারে রাখিতেন না। দেশী কোম্পানী-গুলি যেই মাথা খাঁড়া করিয়া উঠিয়াছে এবং প্রচুর পরিমাণে কাজ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনি বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির মাথার টনক নড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহারা এইরূপ অসম্ভব উচ্চহারে এজেন্টদিগকে পারিশ্রমিক দিতে আরম্ভ করায় দেশী বীমা কোম্পানীদিগের পক্ষে ভাল এজেন্ট পাওয়া মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে।

৬। তাঁহাদের দেখাদেখি দেশী বীমা কোম্পানীগুলিও যদি উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট Actuary অমনি তাঁহাদের মাথায় ডাঙ্গশ মারিতে আরম্ভ করিবেন। কারণ সকল দেশী কোম্পানীকেই ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স Act এর আইন মানিয়া কাজ করিতে হয়। কিন্তু বিদেশী বীমা কোম্পানীর প্রতি ভারতীয় আইন প্রযুজ্য নহে বলিয়া তাঁহারা ভারতীয় আইন কানুন মানিয়া কাজ করিতে বাধ্য নহেন। বিদেশী বীমা কোম্পানীর জন্য কোনও আইন না থাকায় কেমন করিয়া তাহারা দেশী বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অসম প্রতি-যোগীতা চালাইয়া তাহাদিগকে খোঁড়া করিয়া দিতেছে আমরা তাহার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলাম।

৭। বোনাস্ বা লভ্যাংশ ঘোষণা সম্বন্ধে ইহারা যে আরও ভীষণ অসম প্রতিযোগীতা করিতেছে এইবার তাহা দেখাইতেছি।

প্রায় আড়াই শত বৎসর আগে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বীমার ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। আর ভারতবর্ষে ওরিয়েণ্টাল প্রমুখ অল্প কয়েকটী কোম্পানী পুরাতন হইলেও প্রকৃত বীমার ব্যবসায় দেশে ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে; অর্থাৎ ভারতে মাত্র ২৫ বৎসর হইল ব্যাপক ভাবে বীমার কাজ সুরু হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় বীমা ব্যবসায়কে এখনও শিশু বলা যায়। সভ্যদেশ সমূহ দেশীয় বীমা ব্যবসায়কে বিদেশীর প্রতিযোগীতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানারূপ সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করিয়াছে। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়েও এইরূপ সুবিধা দেওয়া দরকার; কিন্তু এদেশে উহা দেওয়া হয় না। ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলিকে প্রতিনিয়ত বিদেশী কোম্পানীর সহিত তীব্র প্রতিযোগীতা করিতে হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২০০ বৎসরের পুরাতন একটি বিদেশী কোম্পানী এদেশে ব্যবসায় আরম্ভ করিল; প্রথম বৎসরে ভারতে অতি সামান্য টাকার কাজ সংগ্রহ করা সত্ত্বেও উহারা অতীব উচ্চহারে বোনাস্ বা লভ্যাংশ বিতরণ করে। পৃথিবীর নানাদেশে বিভিন্ন শাখায় নানারূপ বীমার স্কীম চালাইয়া fire, Marine, Motor, Accident, Workmen's Compensation ইত্যাদি নানা বিভাগ হইতে তাহারা যে লাভ করে, সেই সকল প্রকার আয় একত্র করিয়া তাহারা ঐ লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারে। কিন্তু যদি এই সকল কোম্পানীকে কেবলমাত্র ভারতীয় কাজের (Indian business) আয় ব্যয়ের হিসাব দেখাইয়া তাহার উপর বোনাস্ দিতে হয়, তবে বোনাস্ দেওয়া ত' দূরের কথা, প্রথম কয়েক বৎসর কেবল লোকসানই দেখাইতে হইত। জনসাধারণ উচ্চ বোনাস্ লাভের আশায় বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করে এবং এইরূপে তাহাদের ব্যবসায় বৃদ্ধি হইতে থাকে; অন্যদিকে, ভারতীয় বীমা

কোম্পানীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, বয়সের হিসাবে তাহারা অপেক্ষাকৃত শিশু; খুব বেশী টাকার বীমাও তাহারা সংগ্রহ করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহারা উচ্চহারে বোনাস্ দিতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে কাজ সংগ্রহ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই বোনাস্ দেওয়ার ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানীর তীব্র প্রতিযোগীতায় দেশী কোম্পানীগুলি অস্থির হইয়া পড়ে।

এইরূপ ভাবে অন্যায় ভ্যালুয়েশনকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় জনসাধারণকে বুঝান হইতেছে যে, বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীরা বছর বছর বোনাস্ দিতেছে, আর দেশী কোম্পানীদের মধ্যে পাঁচ বৎসর অন্তর মাত্র কয়েকটা কোম্পানী বোনাস্ ঘোষণা করিতে সক্ষম হইতেছে—অন্য সকলে বোনাস্ ত' দিতেই পারিতেছে না।

কিন্তু বিদেশী কোম্পানীদের এই "জীবন-বীমার" উপর বোনাস্ ঘোষণার যে আস্ফালন, সেটা যে ষোলআনা ধাপ্পা, তাহাই আমরা দেশবাসী এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট জানাইতে চাই।

ব্যাপারটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। এক বোম্বাই কোম্পানীর পাটের ব্যবসা,চাউলের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা,চা-বাগান ইত্যাদি নানা প্রকারের ব্যবসা আছে, আর এক মাদ্রাজী কোম্পানীর শুধু চাউলের ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নাই। বোম্বাই কোম্পানীটির নানারূপ ব্যবসা হাতে থাকায় তাহার উপার্জ্জনের রাস্তা যেমন অনেক আছে, তেমনি লাভও হয় প্রচুর; সুতরাং তাহার অংশীগণ মোটা হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মাদ্রাজী কোম্পানীটি কেবলমাত্র এক চাউলের ব্যবসা করিতে থাকায় তাহার উপার্জ্জনের একটা বই আর কোনও রাস্তা নাই; সুতরাং আয়ের পরিমাণও স্বল্প ও সংকীর্ণ। এইজন্য তাহার অংশীগণ বোম্বাই কোম্পানীর তুলনায় অতি কম লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। যদি বোম্বাই কোম্পানীরও মাদ্রাজ কোম্পানীর ন্যায় কেবলমাত্র এক চাউলের ব্যবসা ছাড়া আর কোনও উপার্জ্জনের রাস্তা না থাকিত তবে উভয় কোম্পানীর উপার্জ্জনের পরিমাণ ও লভ্যাংশ সম্বন্ধে এত পার্থক্য থাকিত না।

বীমার ব্যাপারেও বিদেশী ও দেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে এইরূপ অসম প্রতিযোগীতা চলিতেছে। বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ পৃথিবীর নানাদেশে নানরূপ বীমার ব্যবসা চালাইয়া যে লাভ করিতেছে এবং এক জীবন বীমার কাজই ভারতে এবং পৃথিবীর সকল দেশে চালাইয়া যে আয় করিতেছে, সেই সকল আয় একত্র করিয়া তাহার উপরই বোনাস্ বা লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে। এইজন্যই দেখা যায় যে, বিদেশী কোম্পানীগণ এদেশে পা দিয়াই প্রথম বৎসর হইতে বোনাস্ বা লভ্যাংশ বিতরণ করিতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে যে প্রতিযোগীতা চলিতেছে, তাহাতে বিদেশী কোম্পানীরা তাহাদের পৃথিবী ব্যাপী নানারূপ বীমা ব্যবসায়ের আয় একত্র করিয়া ভারতীয় বীমার উপর বোনাস্ ঘোষণা করিতেছে, আর শিশু দেশী কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে কেবলমাত্র নিজের দেশের বীমার আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এ যেন ঠিক বিখ্যাত পালোয়ান ইউজিন স্যাণ্ডোর সহিত শিশুর মল্ল যুদ্ধ! আজ যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে আইন বিধিবদ্ধ হয় যে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি ভারতে যে পরিমাণ জীবন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন বোনাস্ ঘোষণা করিবার জন্য

কেবল মাত্র সেই পরিমাণ কাজেরই হিসাব ধরিতে হইবে; কিন্তু ভারতের বাহিরে Life কিম্বা অন্যান্য বিভাগে তাঁহারা যে কাজ পাইয়াছেন বা পাইতেছেন সে-সকল কাজ ভারতীয় কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না। তাহা হইলে সেই বছরেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে অনেককেই বোনাস্ দেওয়া ত' দূরের কথা, হয়ত লোকসানই দেখাইতে হইবে এবং বোনাস্ দিতে পারিলেও দেশী কোম্পানীর মধ্যে অনেকেই বিদেশী কোম্পানী অপেক্ষা অনেক উচ্চহারে বোনাস দিতে পারিবেন। কারণ তাহাদের Overhead Changes অনেক কম এবং বিদেশী কোম্পানীর ন্যায় নানা বিভাগে তাহাদিগকে উচ্চ বেতনে শ্বেত হস্তী পুষিতে হয় না।

আমাদের উক্তি যে বাচালতা নহে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ আমরা চা বাগানের লভ্যাংশের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইউরোপীয় পরিচালিত চা-বাগানসমূহ যখন ১০।১২ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড দেয়, দেশীয় পরিচালিত চা-বাগান সমূহ তখন বছরের উপর বছর ৭০।৮০। ৯০ পারসেণ্ট করিয়া লভ্যাংশ দিয়া আসিয়াছে। চা-বাগান পরিচালনায় যাহা সম্ভব হইয়াছে, বীমার ব্যবসায়েও যে তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই—যদি State Legislation বা সরকারী আইনের দ্বারা বিদেশীয় বীমা কোম্পানী সমূহের এই অসম প্রতিযোগীতা দূর করিয়া দেওয়া যায়—দেশী বীমা ব্যবসায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সাফল্যমণ্ডিত করিতে সংরক্ষণ নীতি এবং যদি গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিতে না চা'ন, তবে অন্ততঃ বীমা ব্যবসায়ে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত করুন। একজন যাহাতে অপরের সহিত অন্যায় প্রতিযোগীতা করিতে না পারে অন্ততঃ তাহার ব্যবস্থাটী করুন। ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে এখনই এই অন্যায়, বিসদৃশ এবং অসম প্রতিযোগীতার পথ আইনের দ্বারা রোধ্ করিয়া দেওয়া উচিত।

বোনাস্ ঘোষণা সম্পর্কে কোন আইন থাকিলে দেশী কোম্পানীগুলি এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। অন্য দেশীয় বীমা কোম্পানীর মত তাহারাও উন্নতি লাভ করিতে পারিত। সুখের বিষয় যে বর্ত্তমানে বীমা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উচ্চহারে বোনাস্ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিতে চাহিতেছে না।

৮। দেশী বীমা কোম্পানী সমূহের বিরুদ্ধে অসম প্রতিযোগীতা চালাইবার এই সকল সুযোগ এবং সুবিধা হাতে পাইয়া বিদেশী বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয়গণ এদেশে প্রোপাগ্যাণ্ডা বা প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা নিম্নের কয়েকটী ঘটনা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে।

গত বৎসর আমরা দেখাইয়াছিলাম যে Sun Life তাহার সেয়ার ক্যাপিট্যাল নূতন করিয়া বাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সেখানকার নিম্নের আদালত সমূহে তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইলেও সুপ্রীম কোর্টে পর্য্যন্ত তাহারা আপিল করিতে ছাড়ে নাই। এত প্রাচীন এবং এত বড় কোম্পানীর আবার নূতন করিয়া বাজারে সেয়ার বেচিবার প্রয়োজন হইল কেন তাহা রহস্যজালে জড়িত। কিন্তু প্রুডেন্সিয়াল্ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উদ্দেশ্য একেবারে খোলাখুলি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।

Prudential Assurance কোম্পানী বিলাতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোম্পানী বলিলে

অত্যুক্তি হইবে না। ঐ কোম্পানীর ১৯২৯ সালের বার্ষিক অধিবেশনের সময় "General Survey" সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া উক্ত কোম্পানীর Chairman, Sir Edgar Horne ঐ কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধি করার আবশ্যকতার বিষয়ে যে আভাষ দিয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বসাধারণকে পড়িতে অনুরোধ করি। ঐ বক্তৃতা পাঠে অত বড় কোম্পানীরও মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজন কেন হইল তাহা কথঞ্চিৎ বোঝা যাইতে পারে। এতৎ সম্পর্কে আমরা নিম্নে ঐ বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"......It was with these considerations in view that your Directors obtained in November last your authority to increase the capital of the Company in order that the life business of the Prudential may be developed abroad as opportunity offers. As you know, we had previously started business in India, and I am happy to say that our activities there have developed favourably, the volume and quality of the business exceeding our expectations"

অস্যার্থ :—এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর মূলধন বাড়াইবার জন্য আপনাদের অনুমতি লইয়াছিলেন। সুযোগ এবং সুবিধা মত আমাদের জীবন বীমার কাজ ইংলণ্ডের বাহিরে বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই এই নূতন মূলধন আমরা বাড়াইতেছি। ইতিপূর্ব্বেই আমরা ভারতবর্ষে জীবন বীমার কাজ সুরু করিয়া দিয়াছি এবং আপনারা শুনিয়া খুব সুখী হইবেন যে, ইতিমধ্যেই ভারতে আমাদের কাজ আশাতীত রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে আমরা যেরূপ প্রথম শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে কাজ পাইতেছি তাহা আমাদের একেবারে আশার অতীত"।

বোম্বের স্বদেশী লাইফ এসিওরেন্স এসোসিয়েসন ভারতবাসীকে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিবার জন্য প্রচার কার্য্য চালাইবার অপরাধে ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এসোসিয়েসন নিম্নলিখিত রেজলিউসনটী পাশ করিয়াছেন:—"A member having submitted a copy of the newspaper in which appears a notice of the distinctly anti-British nature issued by the Swadeshi Life Assurance Association, it was decided to issue a circular to all members of this Association strongly recommending that they should have nothing to do with those offices who are members of the Swadeshi Life Assurance Association either as regards the lending of papers or giving information as to evidence of age, etc."—ভারতবাসীর জাতীয়তা বোধ বিকাশের উপর বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি কেমন সদয় ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

চারিদিকের এই সকল আয়োজন, অনুষ্ঠান দেখিয়া আমাদের দেশে বীমা সম্বন্ধে এখুনি সংরক্ষণী আইন প্রণয়ণ করার যে তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এইবার বিভিন্ন দেশে দেশীয় বীমা কোম্পানী গুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিরূপ আইন ও ব্যবস্থা প্রনয়ণ করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জেকোশ্লাভোকিয়া

Czechoslavokia"র মত ক্ষুদ্র দেশেও বীমা কোম্পানীর সম্বন্ধে, সংরক্ষণী আইন পাশ হইয়াছে। সেখানে কোন বিদেশী বীমা কোম্পানীকে কার্য্য করিতে হইলে, যে সকল আইন মান্য করিয়া চলিতে হয় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল ;—

১। প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে প্রত্যেক শ্রেণীর বীমা কার্য্যের জন্য ষ্টেট্ ব্যাঙ্কে তিন লক্ষ ডিনার (তদ্দেশীয় মুদ্রা) গচ্ছিত রাখিতে হইবে, এবং কোনও কোম্পানীর এই গচ্ছিত জমার পরিমাণ ছয় লক্ষ ডিনার এর কম হইবে না। এই গচ্ছিত ধন তদ্দেশীয় Commerce ও Industry বিভাগের মন্ত্রীর বিনা অনুমতিতে কোম্পানীর ব্যয় করিবার অধিকার থাকিবে না।

২। ঐ দেশ মধ্যে কোম্পানীর নিজ বাড়ী থাকা বাধ্যতামূলক এবং ঐ বাড়ীর মূল্য দেড় লক্ষ ডিনারের কম হইতে পারিবে না। উক্ত কোম্পানীর উক্ত গৃহ এবং ষ্টেট ব্যাঙ্কএ গচ্ছিত উক্ত ধন বীমাকারীদিগকে যথা সময়ে পলিসির টাকা দিবার গ্যারান্টি স্বরূপ থাকিবে। উপরি-উক্ত গৃহ তদ্দেশীয় commerce ও Industry বিভাগের মন্ত্রীর আদেশ ব্যতীত কোম্পানী কোনও-রূপ মর্টগেজ বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৩। প্রতি বিদেশী কোম্পানীকে Czecho-slavokiaর উক্ত বিভাগের মন্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিতে হইবে যে প্রতি শ্রেণীর বীমার মধ্যে তাহার নিজ দায়িত্ব গ্রহণের সীমা কত (limit of risk)। কোনও কোম্পানী ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত কোনওরূপ বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, ঐ অতিরিক্ত অংশের বাবদ যত টাকা প্রাপ্ত হইবে, তাহার এক চতুর্থাংশ, কার্য্যারম্ভের পরবর্ত্তী প্রথম পাঁচ বৎসর ও তৎপরে উক্ত অতিরিক্তের অর্দ্ধাংশ State এর হস্তে দিতে হইবে (to cede in co-insurance to the State)।

৪। উপরিউক্ত "co-insurance"এর বাবদ দেয় পণ বাদে কোম্পানীর বাকী যত পণ (Premium) আদায় হইবে, তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ তদ্দেশেরই mortgage এ অথবা তদ্দেশীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে হইবে (must place in funds or mortgage or deposit in native Banks)।

৫। যে সকল বিদেশীয় বীমা কোম্পানী তথায় কার্য্য করিতে চাহিবেন, তাহাদিগের স্থানীয় প্রতিনিধিগণের (Local Authorities) পাকা বীমা চুক্তি পত্র (Definite and binding policy) দিবার ক্ষমতা থাকা চাই।

কেবল যে "Zugoslovakia"তেই বিদেশী বীমা কোম্পানীর এই অবস্থা, তাহা নহে। এমন কি Europeএও আমেরিকান companiesএর যে কি দুর্দশা, তাহা গত ১৯২২ সনের প্রকাশিত Post Magazine" পত্রিকায় বিবরণ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমেরিকার তিনটি বিখ্যাত কোম্পানী (The New York Life, The Mutual, and the Equitable) জানাইয়াছেন যে England ব্যতীত Europe এর অন্যত্র তাহাদিগের কার্য্য চালাইবার উপায় নাই। প্রচলিত মুদ্রার মূল্যের হ্রাস, অতিরিক্ত ট্যাক্স, বেতনাদির বৃদ্ধি এবং অসুবিধা জনক আইন (Unfavourable Legislation)

ও মামলা মোকদ্দমাদির জন্য ইউরোপের বীমাকারীগণ আমেরিক্যান কোম্পানী সমূহ হইতে বীমা তুলিয়া লইতেছে।

এইরূপ প্রত্যাহারের বাবদ্ (Withdrawal) উক্ত কোম্পানীত্রয়ের একশত কোটি ডলার অর্থাৎ তিনশত কোটি টাকার উপর কাজ (Business) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে তাহারা আর ইউরোপে কাজ চালাইতে পারিতেছে না।

আর আমাদের দেশে বীমা ব্যবসায়ের দ্বারা বিদেশীরা প্রতি বৎসর যে কত কোটি টাকা লইতেছে তাহা আমরা চাহিয়াও দেখি না কিম্বা খবরও রাখি না।

অষ্ট্রীয়া : যদি অন্য কোন দেশে অষ্ট্রীয়ার কোম্পানী কোনরূপ বীমার কাজ না করিতে পারে, তবে সে দেশের কোম্পানীকে অষ্ট্রীয়াতেও কোনরূপ বীমার কাজ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় না। বিদেশী কোম্পানী অষ্ট্রীয়াতে ব্যবসায় করিতে হইলে কোন অষ্ট্রীয়াবাসীকে সে দেশে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হয়।

বেলজিয়াম : বিদেশী কোম্পানী ব্যবসায় করিতে চাহিলে তাহাদের প্রতিনিধি বেলজিয়ম গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত ব্যক্তি হইতে হইবে।

বুলগেরিয়া :—বিদেশী কোম্পানী ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইতে হয়। বিদেশী কোম্পানীকে প্রমাণ করিতে হয় যে, তাহাদের দেশেও বুলগেরিয়ান কোম্পানী কাজ করিবার সুবিধা পায়।

ড্যানজিগ :- পোলাণ্ডের নিকটবর্ত্তী ড্যানজিগ সহর বিগত মহাযুদ্ধের ফলে স্বাধীন হইয়াছে। বিদেশী বীমা কোম্পানী এখানে ব্যবসায় করিতে চাহিলে এখানকার অধিবাসী কাহাকেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হয়। বিদেশী বীমা কোম্পানীকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড জমা দিতে হয়।

পোলাণ্ড :- বিদেশী বীমা কোম্পানীকে অন্ততঃ বিশ হাজার পাউণ্ড জমা দিতে হয়। একজন পোলাণ্ডবাসীকে প্রধান প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হয়।

পর্টুগাল :-বিদেশী বীমা কোম্পানীকে পর্টুগালের কাজের জন্য তাদের মূলধনের কতক অংশ আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে নগদ কতক টাকা ও প্রিমিয়াম আদায় অনুপাতে কিছু টাকা পর্টুগালে জমা রাখিতে হয়।

তুরস্ক :—এখানে Re-insurance এবং বীমাবাবদ মোট আদায়ী প্রিমিয়ামের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বিদেশীর হাতে যাইত। সেইজন্য তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট Re-insurance এর কাজ নিজেদের হাতে লইয়াছেন এবং ইহার ফলে এখন বিদেশী কোম্পানীদিগের অর্থশোষণ বন্ধ হইয়াছে।

আর্জেণ্টিনা :—যে সকল দেশে আর্জেণ্টিনা কোম্পানীকে অবাধ ব্যবসায় করিতে দেওয়া হয় কেবল সেই সকল দেশের বীমা কোম্পানীগুলি আর্জেণ্টিনাতে ব্যবসায় করিতে অনুমতি পাইতে পারে।

ডেনমার্ক :—বিদেশী কোম্পানী ব্যবসায় করিতে চাহিলে তাহাদের আদায়ী প্রিমিয়ামএর অনুপাতে টাকা জমা রাখিতে হয়।

এস্থোনিয়া :- বিদেশী বীমা কোম্পানীকে অন্ততঃ বিশ লক্ষ ক্রোণ জমা দিতে হয়। তারপর বিদেশী কোম্পানীকে অঙ্গীকার করিতে হয় যে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা সর্ব্বাগ্রে

এস্থোনিয়াবাসীদের দাবী পূরণ করিবেন। বীমাকারীদের (policy holder) সহিত কোম্পানীর সব বিরোধ এস্থোনিয়ার আদালতে নিষ্পত্তি করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী বীমার কাজ করিতে হয় এবং দাবী পূরণ করিবার নিয়মও গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

মেক্সিকো :—আইন অনুযায়ী বিদেশী কোম্পানীকে দাবীর অনুপাতে টাকা মেক্সিকোতে জমা রাখিতে হয়। সান্‌লাইফের ম্যানেজার আইন পালন করিতে অস্বীকার করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে আদেশ দেন। পরে মিটমাট হইয়াছে।

শ্যামদেশ :—ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী শ্যামদেশও বিদেশী বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণ করিয়াছে। বিদেশী কোম্পানীকে আদায়ী প্রিমিয়ামের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ শ্যামদেশে জমা রাখিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক নিয়ম আছে। তুরস্ক, ব্রেজিল ও আর্জ্জেণ্টিনাতে গবর্ণমেণ্ট প্রিমিয়ামের হার নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন।

আপন আপন জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই বীমা ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণীত হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর কোন না কোন দেশে বীমা সম্বন্ধে নূতন নূতন আইন রচিত হইতেছে। একমাত্র ভারতবর্ষেই বিদেশী কোম্পানী আসিয়া অবাধে বীমার ব্যবসায় চালাইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদেশীর বীমা ব্যবসার সম্বন্ধে কি প্রকার বিধি নিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা লণ্ডনের কেলিডোনিয়ান বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ম্যাণ্টনের বক্তৃতা হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি বলেন—"বীমা সম্বন্ধে আইন কানুন দ্বারা বিধি নিষেধের সৃষ্টি হওয়াতে বিদেশে বীমার ব্যবসায় চালান দিন দিন কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

রুষিয়া এবং কোষ্টারিকাতে বীমার ব্যবসায়ে ঐ দুইটী দেশের গবর্ণমেণ্টেরই **একচেটিয়া অধিকার**। সুতরাং এই দুই দেশে ব্যবসায় চালাইবার অন্য কাহারও অধিকার নাই। চিলি ও উরুগুয়ে দেশে বিদেশী কোম্পানীকে বীমার ব্যবসায় করিতে দেওয়া হয় না। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই কোন বিদেশী কোম্পানীকে বীমার ব্যবসা চালাইতে হইলে মোটা টাকা জামীন দিতে হয়।"

স্বদেশী বীমা কোম্পানীর প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রশক্তি কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন তাহার কিছু আভাষ উপরে দেওয়া গেল। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরূপ। স্বদেশী বীমার সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য হইতে আজিও আমরা বঞ্চিত আছি।

এই দরিদ্র দেশের পাঁচ কোটি টাকার উপর প্রতি বৎসর বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? ইহার প্রতিরোধ করিবার উপায় কি? যতদিন রাষ্ট্রীয় শক্তি জনমতের অনুকূলে কাজ না করে ততদিন আমাদিগকে দেশের জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। দেশবাসীর দেশপ্রীতি জাগ্রত করিয়া বুঝাইতে হইবে প্রতি বৎসর পাঁচকোটি টাকা বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইতেছে। দেশের মঙ্গলের জন্য তাহা বন্ধ করিতে হইবে। **বিদেশী বীমা কোম্পানীতে প্রদত্ত প্রত্যেকটি মুদ্রা যে ভারতের আর্থিক স্বাধীনতার**

অন্তরায়, এই কথা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

দিল্লীতে ফেডারেসন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্সের সভায় মিঃ কে এস, রামচন্দ্র আয়ার এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন আমরা তাহার অনুবাদ এখানে দিলাম।

পৃথিবীর সকল দেশেই দেশী শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষাশুল্ক বসান হইতেছে। যদি এই দেশের ইস্পাতের ব্যবসা, কাগজের ব্যবসা ও লবণের ব্যবসা রক্ষা করার জন্য আমদানী শুল্কের আশ্রয় লওয়া সঙ্গত বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বীমার ব্যবসাকে রক্ষা করিবার জন্য কেন যে অনুরূপ পন্থা অবলম্বিত হইবে না তাহা বুঝা কঠিন। এই ব্যবসা ভারত সরকারের কাছে কোন প্রকার অর্থ সাহায্য চাহে না। কেবল এই চায় যে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর প্রতিযোগিতা হইতে করিবার ব্যবস্থা করুন।

বর্ত্তমানে এমন সময় আসিয়াছে যখন গবর্ণমেণ্টের আর কালবিলম্ব না করিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা উচিত। যদি উহাতে বিদেশী কোম্পানীগুলির ক্ষতিও হয় তবু এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নহে। কেন না ভারতীয় কোম্পানীগুলি বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বিদেশী বীমা কোম্পানীর অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে এমন ভাবে আইন করিতে হইবে যে কোন বিদেশী কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীর অনিষ্ট করিতে চাহিলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে ঐ দেশে কোন বিদেশী কোম্পানীকে ব্যবসা করিতে হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ের জন্য উক্ত কোম্পানীকে গবর্ণমেণ্টের কাছে ৫ লক্ষ ডলার (আমাদের দেশে ১৫ লক্ষ টাকা) জমা দিতে হইবে তাহা হইলে ভারতবর্ষে বা কেন আমেরিকান কোম্পানী-গুলিকে বিনা জামীনে ব্যবসায় চালাইতে দেওয়া হইবে? এদেশে বর্ত্তমানে প্রায় এক ডজন আমেরিকান কোম্পানী ব্যবসায় চালাইতেছে। ফ্রান্স অন্য বিদেশী কোম্পানীর নিকট জামীনের টাকা চায় না। কিন্তু ঐ সব কোম্পানীকে ফ্রান্সের কোন ব্যাঙ্কের জামীন সংগ্রহ করিতে হয়। আর ব্যাঙ্কগুলি টাকা না লইয়া কোন কোম্পানীর জামীন হয় না, এ কথা সকলেই জানেন। সুতরাং ফ্রান্সের অবস্থাও আমেরিকারই অনুরূপ। এই ধরণের জামীনের টাকা ছাড়াও বিদেশী কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইতে একটা মোটা অংশ ঐ ঐ দেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে—পৃথিবীর অনেক দেশ এইরূপ নিয়ম করিয়াছে।

১৯৩০ সনের ভারতবর্ষ আর ১৯৩১ সনের ভারতবর্ষ এক নহে। গত এক বৎসরে এই দেশে এমন সব ব্যাপার হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে লোকের মনে জাতীয় স্বার্থ ভিন্ন আর কোন বিষয় স্থান পাইতেছে না। ভারতের ইতিহাসে জাতীয়তার এমন অভিব্যক্তি আর কখনও দেখা যায় নাই।

গবর্ণমেণ্টও একথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে ভারতে সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসীর স্বার্থ লইয়াই কাজ করিতে হইবে। মোটের উপর গবর্ণমেণ্টেরও

মনোভাবের একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় আমি আশা করি যে ভারত সরকার ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বিদেশী কোম্পানীর অবৈধ প্রতিযোগিতা এবং আক্রমণ হইতে দেশী কোম্পানী গুলিকে বাঁচাইবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ণ করিয়া ভারতবাসীর প্রতি তাঁহাদের সদিচ্ছার প্রমাণ দিবেন।

জীবন বীমার এজেন্সি

ইন্‌সিওরেন্স এজেন্সী সমাজ সেবার একটি আদর্শ উপায়। জীবন বীমা যে করে সে নিজে উপকৃত হয়, এজেন্টের উপকার হয় এবং সর্ব্বোপরি ইহা দ্বারা জাতির অর্থ ও শিল্প সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন বীমা কোম্পানীগুলির কার্য্যের প্রসার হইতেছে এবং বহু লোক বীমার এজেন্সী দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে।

কিন্তু এজেন্ট হইলেই হইল না। প্রত্যেক কোম্পানীর এজেন্টের বিশেষ দায়িত্ব আছে। কোম্পানীর সমৃদ্ধি তাহাদের উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভর করে বলিয়া তাহাদের প্রতি পদে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। প্রথমতঃ কাহারও নিকট বীমার কথা বলিতে হইলে বীমা সম্পর্কে তাহার সাধারণ জ্ঞান বেশ স্পষ্ট ভাবে থাকা আবশ্যক। কেননা অপরকে কোন বিষয় বুঝাইতে হইলে নিজের সে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। তারপর দেশে কোম্পানী অনেক আছে, কাজেই একটি কোম্পানীর কথা বলিতে হইলে সেই কোম্পানীর বিশেষগুণ ভালভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। অন্য কোম্পানীগুলিতে কি আছে এবং তোমার কোম্পানীতে কি আছে সে সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই। তোমার কোম্পানী যে বেশ ভাল, তাহাও বীমাকারীকে বুঝান আবশ্যক। নহিলে তাহারা একটি বিশেষ কোম্পানীতে বীমা করিতে আগ্রহান্বিত হইবে কেন? কাজেই এজেন্টকে জীবন বীমা সম্পর্কে অনেক কথা আগেই জানিয়া শুনিয়া এবং বুঝিয়া লইতে হয়।

কোন লোকের নিকট বিষন্ন বদন ও মলিন বস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলে তাহারা প্রীত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক এজেন্টের জামা কাপড় যাহাতে পরিষ্কার হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। একটি লোককে প্রথম একবার দেখিয়া বিরক্ত লাগিলে তাহা আর সহজে দূর হইতে চাহে না। তাহাতে এজেন্টের উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে। যাহাকে দিয়া বীমা করাইতে হইবে তাহার সহিত নম্রভাবে কৌশলের সহিত ব্যবসায়ের কথা পাড়িতে হয়। কিন্তু কথার মধ্যে যেন জোর থাকে, যুক্তিগুলি যেন মর্ম্মস্পর্শী হয়।

অতিশয়োক্তি করা, কোন কথা বাড়াইয়া বলা অথবা যে সব ব্যাপারে এজেণ্টের কোন প্রতিশ্রুতি দানের ক্ষমতা নাই, সে সকল স্থলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এইরূপ কার্য্যে ভাল হওয়ার পরিবর্ত্তে কোম্পানীর প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। আপাতঃ কার্য্যসিদ্ধির জন্য এমন কোন কথা বলা উচিত নয়—যাহা পরে করা সম্ভব নয়। কোন কোন এজেণ্ট এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া কোম্পানীর সুনাম নষ্ট করিয়া থাকেন।

কখনও যাচিয়া অন্য কোম্পানীর সহিত তুলনা করিতে যাইবে না। কিন্তু যদি প্রসঙ্গ ক্রমে কেহ তুলনার কথা উত্থাপন করে তাহা হইলে বেশ স্পষ্ট ভাবে বুদ্ধিমানের মত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের কথা বলিবে। যে সকল ঘটনা অথবা সংখ্যা প্রদর্শন করিবে তাহা নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। যুক্তির জোর এবং কথার সারল্য থাকিলেই লোকের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তোমার নিজের কোম্পানীর গুণ প্রচার কর, কিন্তু সেই সঙ্গে অপর কোম্পানীকে হেয় প্রতিপন্ন করার আগ্রহ প্রদর্শন করিও না।

প্রথমবারেই অনেক ক্ষেত্রে বীমাকারীর সম্মতি পাওয়া যায় না। অনেকের কাছে একাধিকবার যাইতে হয়, সুযোগ বুঝিয়া বিষয়টি উত্থাপন করিতে হয়, তারপরে বীমাকারীর সম্মতি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যাহারা ব্যবসা করে তাহাদিগকে জীবন বীমা করিতে সম্মত করা সহজ। এইজন্য যাহাদের সহিত বীমার কথা হয় তাহাদের নাম ধাম ও বীমা করিতে সম্মত হওয়ার সম্ভব কতখানি এই সকল একখানি পৃথক ডায়েরীতে লিখিতে হয়। যাহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাহাদের স্থানে সন্দেহ জনক অথবা যাহাদের বীমা করার সম্ভাবনা অধিক তাহাদের স্থলে 'সুবিধাজনক' অথবা যাহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদের নামের পার্শ্বে 'প্রতিশ্রুতি' প্রভৃতি লিখিয়া রাখা ভাল। কেহ বীমা করিতে সম্মত হইলে যত শীঘ্র সম্ভব উহা শেষ করা উচিত।

যাহারা একবার বীমা করিয়াছে, তাহারা আর করিবে না ভাবিয়া নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যাহারা একবার বীমা করিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় বীমা করিতে সম্মত করা যত সহজ, একজন নূতন লোককে রাজী করানো তত সহজ নহে। কাহারো সহিত দেখা সাক্ষাতের সময় ঠিক করিয়া আসিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে যেন ভুল না হয়। কখন কাজ জুটিয়া যায়, কেহ বলিতে পারে না। তাই সব সময়েই কাজের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয় এবং যখনই সুযোগ আসে তখনই উহার সদ্ব্যবহার করিতে হয়; যে কোন সময়ে, যে কোন মুহূর্ত্তে কাজের সুযোগ ঘটিতে পারে।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পূর্ব্বেই জানিয়া লইলে ভাল হয়। তৎপরে তাহার সহিত একাকী সাক্ষাৎ করা উচিত। যে ঘরের মধ্যে বহুলোক আসর জমাইয়া বসিয়াছে, সেখানে বীমার প্রস্তাব তুলিবে না। লোকের ভীড় দেখিলে অন্যদিন সাক্ষাৎ করিবে। আলাপের মধ্যে বাজে লোকের ঠোকর কাহারো ভাল লাগিতে পারে না। বিশেষ কাজের কথার মধ্যে উহা অসহ্য হইয়া উঠে।

বক্তব্য বিষয় খুব সংক্ষেপে বলা উচিত। অল্প কথায় যে যত বেশী বুঝাইতে পারে তাহার ক্ষমতা ততোধিক। কখন আরম্ভ করা দরকার এবং কখন শেষ করা উচিত—তাহা জানা একটি বিশেষ

গুণ। বেশী বকিলে মানুষ বিরক্ত হয়। তারপর আসল কাজের বেলায় আর তাহার ধৈর্য্য থাকে না। এমন ভাবে কথা উত্থাপন করিবে যেন শ্রোতার উহাতে কৌতুহল উদ্দীপ্ত করে। যেন তোমার বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার আরও শুনিতে ইচ্ছা হয়। অল্পকথায় বীমাকারীর সম্মতি পাওয়া গেলে আর কথা বাড়ানো উচিত নয়। একটি লোককে নিজের যুক্তিতে সম্মত করিতে হইলে যেরূপ দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কথা বলা উচিত, সেইরূপে বলিবে; আইন ব্যবসায়ীর যুক্তিতে যেমন জুরীদের মত গঠন হয়, তেমনি তোমার যুক্তিতেও যেন শ্রোতার বীমা করার সঙ্কল্প দৃঢ় হয়।

বীমার উপকারিতা বুঝাইবার সময়ে একখানি Proposal form সম্মুখে রাখিবে। ফাউন্টেনপেন যেন প্রস্তুত থাকে। তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর অমনি তখনই proposal formএ লিখিয়া লইবে এবং শেষে স্বাক্ষরের জন্য বীমাকারীর নিকট আগাইয়া দিবে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে সুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে।

অন্য কোম্পানীর কথা না বলিয়া নিজের কোম্পানীর কথা এমন ভাবে বলিবে যেন বীমাকারী তোমার কথার সবটাই বুঝিতে পারেন।

তোমার কোম্পানীতে তোমার নিজের পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকা চাই। এই জন্য অপরের নিকট বীমার প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বে সেই কোম্পানীতে নিজের জীবন বীমা করা থাকা আবশ্যক। যে কোম্পানীতে তোমার নিজের জীবন বীমা করিতে আপত্তি থাকিতে পারে, সে কোম্পানীর জন্য তুমি অপরকে অনুরোধ করিতে পার না। নিজে প্রথম বীমা করিয়া লও, তারপর বন্ধু বান্ধবদের নিকট যাইবে।

যে সব কাজে সহসা জীবন বিপন্ন হইতে পারে, অথবা যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে সে সকল লোকের জীবনের ঝুঁকি লইতে অনেক কোম্পানী রাজী হন না। কেহ বা অধিক টাকা লইয়া বীমা গ্রহণ করেন; কিন্তু এজেন্টগণের এই সকল ঝুঁকির মধ্যে না যাওয়াই ভাল। যাহারা খনিতে, ইঞ্জিনে, রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য, এসিড প্রভৃতির কারখানায় কাজ করে তাহাদিগকে বীমা করার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রয়োজন নাই।

Proposal formটি পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ভাবে কাটাকুটি না করিয়া লেখা চাই। বীমাকারীর পূর্ণনাম, বয়স, ঠিকানা, ব্যবসায়, সাক্ষীর স্বাক্ষর প্রভৃতি ঠিক মত না থাকিলে বীমা লইয়া গোলমাল ঘটে। বয়স এবং জন্ম তারিখ সঠিক ভাবে লেখা দরকার। Proposalএর সঙ্গে সঙ্গে বয়সের প্রমাণ দিয়া রাখিলে ভবিষ্যতের অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। একটি ফর্ম্মে কাটাকুটি বেশী হইলে একটি নূতন ফর্ম্ম লেখা উচিত; কিন্তু একখানা ফর্ম্মেই অশুদ্ধ সংশোধন করা উচিত নয়।

একই কালীতে Proposal form এর সব ঘর পূর্ণ না করিলে ভবিষ্যতে নানা প্রকার সন্দেহের আশঙ্কা হইতে পারে; এজন্য সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সামান্য দুই একটি কাটা থাকিলে এজেন্ট সেই কাটা লেখার পার্শ্বে তাহার নাম সহি করিবেন।

বীমাকারী কোন্ প্রকারের জীবন বীমা করিবেন, whole life limited endowment, with profit অথবা without profit প্রভৃতি কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা প্রয়োজন। বীমাকারীর আবেদন মঞ্জুর হইলে তাহার স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা সে সম্বন্ধে এজেন্ট পুনরায় অনুসন্ধান

করিবেন। তিনি যদি কোন অসুখে ভুগিতে থাকেন, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ হেড অফিসে জানানো উচিত।

ক্ষয় কাশি অথবা হৃদযন্ত্রের পীড়াগ্রস্থ লোকের জীবন বীমা লওয়া সম্বন্ধে প্রত্যেক এজেন্ট বিশেষ সাবধান হইবেন। এরূপ রোগীর বীমার প্রস্তাব লেখার পুর্ব্বে হেড অফিসের সম্মতি লওয়া প্রয়োজন।

মহিলাদের জীবন বীমা সম্পর্কেও বিশেষ হুসিয়ার হওয়া আবশ্যক। এখন অনেক ভারতীয় কোম্পানী মহিলাদের জীবন বীমা করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন কোম্পানী আবার করেন না। এই সকল কোম্পানীর হেড আফিসের অনুমতি ব্যতীত মহিলাদের জন্য জীবনবীমার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাঁহাদের বীমা গ্রহণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন

(১) মহিলার শিক্ষা

(২) বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, অথবা বিধবা

(৩) তাঁহার স্বাধীন কোন আয় আছে কিনা

(৪) তাঁহার পরিবারে কতজন লোক আছে

(৫) তিনি পর্দ্দাপ্রথা মানেন কিনা।

অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় কোন কোম্পানীই মহিলাদের বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন না।

প্রত্যেক বীমার প্রস্তাবের সহিত এজেন্টকে তাহার রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়। এই রিপোর্টে বীমাকারীর স্বাস্থ্য, স্বভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন থাকে। উহার যথাযথ উত্তর কোম্পানীতে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠান আবশ্যক। এই রিপোর্ট গোপনে রাখা হয়। বীমা প্রস্তাবের সঙ্গে বন্ধুর রিপোর্ট ও চাওয়া হয়। উক্ত রিপোর্ট যাহাতে শীঘ্র পৌঁছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেমনা সকল রিপোর্ট হেড অফিস কর্ত্তৃক পরীক্ষিত না হইলে কোন 'পলিসি' ইস্যু করা হয় না; সুতরাং এজেন্টের পক্ষে বন্ধুর রিপোর্ট ও শীঘ্র পৌঁছানো আবশ্যক। বন্ধুর রিপোর্টে এজেন্টের আর একটি সুবিধা আছে; বন্ধু যদি স্থানীয় লোক হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও তিনি বীমা করার জন্য ধরিতে পারেন। পরিচয়ের এই সূত্র ধরিয়া নূতন কাজ সংগ্রহ করা যায়।

ডাক্তারী পরীক্ষা

এজেন্সী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হেড অফিসের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইবে। তাঁহাদের অনুমতি লইয়া নিজের কার্য্যস্থলে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া রাখিবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পরীক্ষার ফি ও ঠিক করিয়া লইবে। ডাক্তার তাঁহার রিপোর্ট সরাসরি হেড অফিসে পাঠাইবেন এবং হেড অফিস হইতেই সরাসরি তাঁহার ফিসের টাকা দেওয়া হইবে। বীমাকারীর সুযোগ মত এবং ডাক্তারের সময়ানুসারে ডাক্তারী পরীক্ষা যাহাতে শীঘ্র হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে।

কোম্পানীর পক্ষে ডাক্তারী পরীক্ষা একটি প্রধান কার্য্য। ইহার দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। সুতরাং লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ভাল ডাক্তার নিয়োগ করা প্রয়োজন। যে ডাক্তারের সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে তিনি এজেন্টকে তাঁহার রোগী মহলে এবং অন্য অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে এজেন্টের কাজের অনেক সুবিধা হয়।

সাধারণতঃ এল্. এম্. এস্; এম্. বি; এম্, বি, বি, এস্; এম্. ডি; এল্, আর, সি, পি; এম্. আর, সি, এস; এফ, আর সি, এস্; এবং আই, এম্, এস্ উপাধিধারী ডাক্তারগণ বীমাকারীর

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ডাক্তারের ফি আট টাকা হইতে ষোল টাকা। এজেন্টদের স্মরণ রাখা উচিত যে পাঁচ হাজার অথবা তাহার অধিক টাকার কেহ ইন্‌সিওর করিলে বীমাকারীকে একজন সিভিল সার্জ্জন দিয়া পরীক্ষা করাইতে হয়। যে ডাক্তার অন্য কোন কোম্পানীর পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন, অথবা অন্য কোন কোম্পানীর স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট, যথাসাধ্য তাহা হইতে দূরে থাকিবে।

পূর্ব্বে যে কাজ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা যাহাতে নষ্ট না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কেননা পূর্ব্বের একটি কাজ নষ্ট হইয়া গেলে এজেন্টের আর্থিক ক্ষতি এবং বন্ধু বিচ্ছেদ—এই দুই ক্ষতিই সহ্য করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে বীমা কারিগণই এজেন্টের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ। পুরাতন কাজ স্থায়ী থাকিলে বিনাশ্রমে একটা মোটা আয়ের উপায় হয়। কিন্তু নষ্ট হইয়া গেলে সে ভরসাও যায়।

যদি কোন কারণে কোম্পানী কাহারও বীমা প্রত্যাখ্যান করে, স্থগিত রাখে অথবা অধিক প্রিমিয়াম দাবী করে, তাহা হইলে বুঝা উচিত যে উহা কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কারণ বশতঃই হইয়াছে। কারণ কাজ পাইবার জন্য এজেন্ট অপেক্ষা কোম্পানী কম ব্যস্ত নহেন। যদি কাহারও পারিবারিক ইতিহাসে স্বল্পায়ুতা অথবা অনুরূপ কোন খুঁত থাকে কিংবা তাঁহার শরীর যদি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে দিয়া যথাসাধ্য অল্প বৎসরের এণ্ডাউমেন্ট পলিসি গ্রহণ করাইবে। কোন কারণে কাজ শেষ হইতে বিলম্ব হইলে ক্রুদ্ধ বা অধীর হইও না। মনে রাখিও প্রত্যেক বিলম্বেরই কারণ আছে।

বৃথা আশায় লোক ভুলাইয়া কাজ সংগ্রহের চেষ্টা কোম্পানী এবং এজেন্ট উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টকর।

বীমাকারীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া উহা হেড অফিসে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবে। কেননা বিশ্বাস করিয়া কোম্পানীর যে টাকা তোমার নিকট দেওয়া হইয়াছে, উহা তোমার নিকট রাখার জন্য দেওয়া হয় নাই। কাজেই যেখানকার টাকা সেখানেই অবিলম্বে প্রেরণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

কোন সময়ে অসুবিধা বোধ করিলে উহা গোপন না করিয়া তোমার এজেন্সী ম্যানেজারকে জানাইবে। তিনি নিশ্চয়ই যথাসাধ্য তোমার সাহায্য করিবেন।

একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এজেন্টগণ কোম্পানীর পক্ষে কেবল বীমাকারীদের আবেদন সংগ্রহের জন্যই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বীমার পলিসি সম্পর্কে অন্য কিছু করিতে হইলে অথবা বীমাকারীকে কোন কথা দিতে হইলে সেজন্য কোম্পানীর স্পষ্ট অনুমতি এবং লিখিত ক্ষমতা পত্র থাকা প্রয়োজন।

সর্ব্বদা মনের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিবে যে জীবন বীমা একটি জাতীয় ব্যবসায়, এবং প্রত্যেকে স্বদেশবাসীর নিকট ইহা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য।

দেশী কোম্পানীতে বীমা করিলে বীমা কোম্পানীগুলি প্রিমিয়াম স্বরূপ যে টাকা পায় তাহা যে কেবল ভারতেই থাকিয়া যায় তাহা নহে, পরন্ত তাহা দ্বারা দেশের ও বীমাকারীর প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। নিজের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করিয়া খুব উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিবে এবং সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে এ কাজ দ্বারা কেবল আমার ভরণ পোষণের

ব্যবস্থাই করিতেছি না, পরন্তু দেশসেবাও করিতেছি।

প্রত্যেক কাজের আগ্রহের উপরই তাহার সাফল্য নির্ভর করে;—এই আগ্রহকে অনুরাগে পরিণত করিতে হইবে,এবং যাহাতে কার্য্যে সাফল্য লাভ করা যায়,তাহার যথাসম্ভব উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। এসব ক্ষেত্রে অর্থ প্রাপ্তিকে সকল সময়েই গৌণ স্থান দিবে। কারণ পরিশ্রম করিলে অর্থ আপনা হইতেই আসিবে।

এই ভাবে সংকল্প স্থির করিয়া বিভিন্ন কোম্পানীগুলির চাঁদার হার ও বীমার প্রণালী সমূহ অবহিত ভাবে আয়ত্ব করিয়া ফেলিবে, এবং আজীবন বীমা, মেয়াদী বীমা কিংবা এক কালীন প্রিমিয়ামের বীমা—কোন্‌টা কোন্‌ বয়সে সর্ব্বোত্তম, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বীমা-কারিগণকে তদনুসারে পরামর্শ দিবে ও কেন এরূপ পরামর্শ দিতেছ তাহার কারণ সরল ভাবে বুঝাইয়া দিবে।

সাধারণ চাকুরের পেনসনের কোন বন্দোবস্ত নাই, কাজেই চাকুরী অন্তে তাহার অর্থের প্রয়োজন। বৃদ্ধ বয়সে যাহাতে দুর্ভাবনায় পড়িতে না হয়, এজন্য তাহাকে সর্ব্বদা বীমার প্রয়োজনীয়-তার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

বীমাকারীর স্ত্রী ও সন্তানের ভবিষ্যতের কথাও সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিবে।

পিতার জীবন বীমা করানোই যে সন্তানের ভবিষ্যত শিক্ষা দীক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, এই কথা সকল গৃহস্থকে সব সময় বলিবে।

বীমা করিতে সমর্থ, এমন সব লোকের – তাহাদের জীবন বীমা আগে হইয়া থাকুক বা না থাকুক—একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবে এবং তাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করিয়া বীমা বাবদ তাঁহারা কত খরচ করিতে পারেন, তাহা স্থির করিয়া তদনুপাতে তাঁহাদিগকে বীমা করিবার জন্য উপদেশ দিবে।

বীমাকারী রীতিমত প্রিমিয়াম চালাইতে পারিবেন কিনা, সর্ব্বাগ্রে তাহার অনুসন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। প্রিমিয়াম চালাইতে না পারিলে তাহার পক্ষে বীমা করা এবং এরূপ লোককে বীমা করানো বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ এইরূপ লোকের বীমা অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে এজেন্টের Renewal কমিশনও মারা যায়। ইহা এজেন্টের বা কোম্পানীর, কিংবা দেশের, এবং সর্ব্বোপরি বীমাকারীর—কাহারও পক্ষে কল্যাণকর নহে। ইহাতে হয়ত সংগৃহীত কাজের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই সন্তোষদায়ক হইবে এবং প্রিমিয়াম আদায়ের জন্য কোন বেগ পাইতে হইবে না, কিংবা কোম্পানীর সহিত অনাবশ্যক পত্র বিনিময়ও করিতে হইবে না। এই জন্য কখনও কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যাতিরিক্ত পরিমাণের জীবন বীমা করিবার জন্য প্ররোচিত করিবে না।

কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্ট বা কোম্পানীর সম্বন্ধে মিথ্যারোপ করিয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে না। কেবল সাধ্যানুসারে কেস্‌টাকে নিজের মতে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু এক্ষেত্রেও নিজের কোম্পানীর সম্বন্ধে কোন বাহুল্য উক্তি করিবে না কিম্বা এমন কোনও সুবিধার প্রলোভন দেখাইবে না যাহা ভিত্তিহীন এবং অমূলক।

যেখানে এবং যত বড় লোকের কাছেই Canvass করিতে যাও না কেন, নিজের ব্যক্তিত্ব এবং আত্ম সম্মান কদাচ নষ্ট করিবে না, কিন্তু সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহার, অন্যকে সাহায্য

দান, এবং সর্ব্বোপরি প্রিয়ভাষী, মধুরালাপী ও বিবেকী হইতে চেষ্টা করিবে।

ভারতীয় গৃহস্থ ঘরে নারীর আসন সুবিস্তৃত। প্রকৃত পক্ষে নারীই বীমার চাবিকাঠি হাতে করিয়া আছেন। কাজেই এজেন্ট যদি তাঁহার স্ত্রীকে এ বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে পারেন তবে উভয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে পারেন। এজেন্টের স্ত্রী অপরাহ্নে অবসর কালে ভাবী বীমা-কারীর স্ত্রীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, এবং এজেন্ট নিজে বাড়ীর কর্ত্তাদের ধরিবেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রীও স্বামীর কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন এবং তাঁহার সময়ও বৃথা গালগল্পে অতিবাহিত হইবে না। যদি বাড়ীর স্ত্রীলোকদের মনে একবার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারেন, যে বীমা দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার সন্তানেরই বেশী উপকার হইবে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বামীদের মত করান সহজ হইয়া পড়ে। এবং ইহাতে রীতিমত প্রিমিয়াম দেওয়ার ব্যবস্থাও পাকাপাকি হয়, কেননা বীমা-কারীর স্ত্রী এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন, যাহাতে তারিখ মত তাঁহার স্বামীর প্রিমিয়াম দেওয়া হয়।

বিবাহাদির সময়ে বর, কন্যা ও তাহাদিগের পিতামাতাকে বীমার উপকারিতার বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিবে; এবং শ্বশুর যাহাতে জামাতাকে পণ, বা আংটি প্রভৃতি অন্যান্য যৌতুক না দিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে এক বৎসরের প্রিমিয়াম নিজ হইতে দিয়া তাহাকে একখানা বীমা পত্র যৌতুক স্বরূপ দেন এজন্য বিশেষ করিয়া পরামর্শ দিবে। ইহাতে এক বৎসরের মধ্যে জামাতার ভাল মন্দ কিছু হইলে কন্যা যে একেবারে অকূলে ভাসিবে না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে বীমাকে উপলক্ষ্য করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষার দ্বারা জামাতার শরীর নীরোগ কি না তৎসম্বন্ধেও নিঃ-সন্দেহ হওয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি বরের জীবন গৃহীত না হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে তাহার স্বাস্থ্য ভাল নয়; কাজেই সে ক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়া বালিকাকে আশু বিপদের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

জনৈক বীমাকারী বলিয়াছেন:—"আমার বিবাহের পূর্ব্বে আমার শ্যালক যে নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে আমাকে বীমা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমি সম্মত হইলে প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম নিজ হইতে দিয়া আমার জন্য একটি পলিসি ক্রয় করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আজ আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ইহাতে তিনি দুইটী বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন—প্রথমতঃ, প্রথম বৎসরের মধ্যেই আমার কোন ভালমন্দ হইলে তিনি তাঁহার ভগ্নীর জন্য টাকার দিক দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবং দ্বিতীয়তঃ (যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী) আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহার কোন চিন্তার কারণ ছিল না।"

মিথ্যা রিপোর্ট কিংবা বীমাকারীকে পরীক্ষা না করিয়াই রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য ডাক্তারকে কখনও প্ররোচিত করিবে না। এ কাজ কেবল অন্যায় নহে, পরন্তু ইহাতে প্রতারণা করা হয় এবং ইহা সকলের পক্ষেই অনিষ্টজনক।

বীমা করা না থাকিলে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী বা সন্তানের কি দুরবস্থা হয় আর বীমা করা থাকিলেই বা কতখানি সুবিধা হয়, তাহা নানারূপ দৃষ্টান্ত এবং সত্য ঘটনা দ্বারা বীমাকারীকে বুঝাইয়া বলিবে।

যাঁহারা তেজারতি ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবে যে যাঁহারা তাঁহাদের নিকট বাড়ী ঘর বন্ধক দিতে আসেন তাঁহাদিগকে জীবন বীমা করাইতে পারিলে ঋণ পরিশোধের খুব সুবিধা হয়, কেননা মেয়াদ অন্তে অথবা দেনাদারের আকস্মিক মৃত্যুতেও মহাজন তাঁহার টাকা পাইতে পারেন এবং বন্ধকী বাড়ী দেনাদারের পরিবারবর্গ ফেরত পাইতে পারেন।

ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত যত টাকার পলিসি Lapsed হইয়াছে অর্থাৎ পচিয়া বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত নষ্ট পলিসির পরিমাণ কত হাজার টাকা	তন্মধ্যে ১৯২৯ সালের Lapsed বা নষ্ট পলিসির পরিমাণ	ঐ ১৯২৮ সালের	ঐ ১৯২৭ সালের	ঐ তাহার পূর্ব্বের
Andhra	...	5,26	2,08	2,81	28	6
Argus	...	8	8	...	...	...
Asian	...	11,55	3,23	8,49	2,38	45
Asiatic	...	3,74	1,05	2,19	20	30
Bengal Insurance	...	4,49	1,91	2,10	8	40
Bengal Mercantile	...	3,35	82	1,83	48	22
Bharat	...	71,12	16,15	42,62	8,85	3,20
B. B. & C. I. Ry. Zoroan	...	2	...	...	...	2
Bombay Life	...	19,52	3,59	9,35	2,36	4,22
Bombay Mutual	...	8,05	3,93	1,99	95	1,18
Bombay Zoroastrian	...	24	1	4	1	18
Britannia (now Shree)	...	2,65	82	1,35	20	28
Calcutta Insurance	...	6,52	1,77	2,93	1,48	34
Christian Mutual	...	84	39	24	10	11
Co-operative	...	1,10	19	85	17	19
Crescent	...	98	13	68	7	10
East and West	...	5,72	1,60	3,74	32	6
Empire of India	...	34,99	4	12,83	11,47	10,65
General	...	29,45	9,41	15,49	2,44	2,11
Goan Mutual	...	8	...	4	4	...
G. I. P. Ry. Employees	...	3	...	...	...	3
Gujarat Zoroastrian	...	1	...	...	...	1
Himalaya	...	3,57	1,00	1,59	65	33
Hindu Mutual	...	1,94	80	82	9	23
Hindustani	...	2,53	24	1,68	38	23
Hindustan (Lahore).	For 12 months ending March 1929.	3,42	81	2,49	—7	19
	For 9 months ending in December 1929.	2,21	17	1,91	—3	16
Hindusthan Co-operative		24,70	2,01	7,81	5,78	9,10

অন্যান্য কোম্পানীর বিবরণ ৭২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির বিক্রিত মূলধন এবং ডিভিডেণ্ড্ বিতরণের বিবরণ।

কোম্পানীর নাম	কত টাকার সেয়ার বেচা হইয়াছে	তন্মধ্যে কত টাকা অদায় হইয়াছে	৩০ সাল পর্য্যন্ত কত দিনের পুরাণো কোম্পানী
Oriental	6,00,000	4,50,000	56
Indian of Karachi	4,00,000	1,45,000	38
Empire of India	5,15,000	1,28,750	34
Bharat	10,00,000	1,98,750	34
National	10,00,000	1,00,000	24
National Indian	10,00,000	1,00,000	24
Co-operative	2,50,000	50,000	24
United India	76,750	76,750	24
Hindusthan Co-Operative	18,42,000	5,20,518	23
Bombay Life	3,58,900	71,780	22
Hindusthan (Lahore)	1,56,693	1,46,568	22
India Equitable	3,25,825	42,125	22
General	1,63,200	57,795	22
Bengal Mercantile	20,900	11,897	20
Asian	10.18.075	2,03,615	19
Unique	1.26,640	1,08,635	18
Asiatic	5,00.000	3,39.550	17
East and West	2,22 000	98,615	17
Industrial and Prudential	18,22.500	2,18,700	17
Light of Asia	51,500	48,500	17
Western India	1,35,500	67,750	17
Hindustani Bima	2,63,100	88,180	16
Zenith	1,00.000	50,000	14
Britannia (now named Shree	67,300	67,300	13
Himalaya	4,90,621	4,90,621	11
Modern	2,50,525	90,180	11
Bengal Insurance	1,25,575	1,25,575	10
Venus	2,05,030	1, 32,367	10
Nagpur Pioneer	2,50,000	64,935	9
Calcutta Insurance	3,00,000	1,72,346	6
Lakshmi	10,00,000	1,01,000	6
Andhra	1,96,900	39,110	5
Ideal	4,82,700	3,47,970	4
People's	7,62,909	74,540	4
Tropical	3,55,200	70,267	3
Star	1,30,300	25,400	2

কোন্ বছর কিরূপ ডিভিডেণ্ড্ দিয়াছে

১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	২৯২৮	১৯২৯
30	160	30	30	33⅓	33½
30	30	30	30	30	30
45	45	160	30	85	48
12½	12½	12½	12½	12½	15
8	8	8	8	8	8
6	Nil	5	5	7½	7½
Nil	4	4	6	7	7
6	6	6	6	6	6
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
5	5	6¼	6¼	6¼	6¼
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Nil	6	6	6	6
6	6	10	10	10	10
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	6¼	Nil	Nil	6¼	5
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	6¼	Nil
$5\frac{5}{24}$	$5\frac{5}{24}$	$5\frac{5}{24}$	$5\frac{5}{24}$	6¼	6¼
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
10	10	10	5	5	5
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	5	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
...	...	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	5	5	Nil
...	...	Nil	Nil	Nil	Nil
...	...	...	Nil	Nil	Nil
...	...	...	Nil	Nil	Nil
...	...	...	...	Nil	Nil
...	...	...	...	...	Nil

ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত যত টাকার পলিসি Lapsed হইয়াছে অর্থাৎ পচিয়া বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ। অঙ্কগুলি হাজার টাকায় প্রকাশ করা হইল।

কোম্পানীর নাম		২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত নষ্ট পলিসির পরিমাণ কত হাজার টাকা	তন্মধ্যে ১৯২৯ সালের Lapsed বা নষ্ট পলিসির পরিমাণ	ঐ ১৯২৮ সালের	ঐ ১৯২৭ সালের	ঐ তাহার পূর্ব্বের
Ideal	...	1,67	66	69	32	...
India Equitable. For 12 months ending June 1929.		3,44	...	2,01	70	73
India Equitable. For 6 months ending December 1929		6,75	3,00	1,97	...	1,78
Indian Mutual	...	1,71	1,08	59	7	—3
Indian of Karachi	...	1,62	15	95	51	1,00
Indian Ordnance	...	16	...	...	1	15
Industrial & Prudential	...	8,36	3,46	1,06	83	3,01
Jupiter	...	1,22	1,22	...	...	...
Lakshmi	...	22,18	8,01	10,66	2,71	80
Light of Asia	...	86	28	36	2	20
Modern	...	1,79	4	56	1,14	5
Nagpur Pioneer	...	2,48	1,48	72	4	24
National	...	*	*	*	*	*
National Indian	...	5,46	42	3,62	84	58
Oriental	...	1,57,30	4,22	84,38	29,89	38,81
Parsee Zoroastrian	...	3	...	2	1	...
People's	...	10,71	3,70	6,02	92	...
Rechabites	...	5	...	2	...	3
Simla Mutual	...	6	...	1	...	5
Star	...	93	99	...	...	...
Tropical	...	10,66	*	*	*	*
Unique	...	4,50	1,82	2,27	42	—1
United India	...	13,74	3,41	6,67	2,03	1,93
Venus	...	4,73	2,59	1,75	39	...
Western India	...	5,59	1,78	2,31	86	64
Zenith	...	14,11	4,06	7,92	1,17	36
TOTAL	...	5,32,56	95,44	2,60,53	81,56	84,37

* Particulars are not available.

ভাল বীমা কোম্পানী নির্ব্বাচনের উপায়

এজেণ্ট অথবা বীমাকারী সকলেই ভাল কোম্পানীতে কাজ করিতে চাহেন। কিন্তু ভাল কোম্পানীর পরিচয় জানা চাই। এজন্য যাঁহারাই বীমা করিবেন অথবা বীমা কোম্পানীতে কাজ করিবেন, তাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১। যে কোম্পানীর নিয়মাবলী অতীব সুন্দর ও সহজ এবং যে কোম্পানী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

২। যে কোম্পানীর পরিচালক সভা (Board of Directors) একমাত্র বীমাকারী-দিগের দ্বারাই গঠিত হয়।

৩। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ অভিজ্ঞ ও সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া চাই। তাহা ছাড়া লোকে সহজে যাহাতে তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই।

৪। ডিরেক্টর বোর্ডে পলিসি-হোল্ডার বা বীমাকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি থাকা চাই।

৫। অফিসের সব কাজ যেখানে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং নির্ভুলরূপে করা হয় এবং দিনের কাজ সেই দিন কিম্বা তৎপর দিন প্রথমেই শেষ করা হয়।

৬। সিকিউরিটি সমূহ খাঁটী ও প্রচুর হওয়া আবশ্যক। বাজারের খারাপ, রদ্দী এবং অচল সেয়ার বা সিকিউরিটিতে যে কোম্পানীর টাকা আবদ্ধ না থাকে।

৭। জীবন বীমা তহবিলে বীমার অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা মজুত থাকা চাই।

৮। লগ্নীর টাকা গুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সম্ভবমত লাভজনক ব্যবসায়ে খাটানো হইয়া থাকে।

৯। আফিসের কাজ ভালো এবং সর্ব্বদা উন্নতিশীল হওয়া চাই।

১০। ভ্যালুয়েশনের ভিত্তি ত্রুটিহীন, সুদের নির্দ্ধারিত হার এবং সত্য সত্যই আদায়ী সুদের হারের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা একভাগ margin থাকা চাই।

১১। যে কোম্পানীর লভ্যাংশ (Bonus) অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় বেশী।

১২। লাভ বণ্টনের অংশ এমন হওয়া চাই যাহাতে বীমাকারীগণ তাঁহাদের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর সম্ভবমত সুদ পাইতে পারেন।

১৩। প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের আয় এবং পরবর্ত্তী বৎসর সমূহের রিনিউয়্যাল্ বা পৌনঃ-পুনিক আয় করিতে কোম্পানীর যে খরচ হয়, তাহা যেন খুব বেশী না হয়; তাহার অনুপাত কিরূপ?

১৪। পলিসির সর্ত্তগুলি যেন সৃষ্টি ছাড়া না হয়; অর্থাৎ পলিসিতে যেন অসম্ভব কড়া রকমের সর্ত্তাদি না থাকে।

১৫। দাবীর টাকা অতি সত্বর মিটাইয়া দেওয়াই কোম্পানীর একটা বিশেষত্ব। যে কোম্পানীতে দাবীর টাকা মিটাইবার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে, সেই কোম্পানীতে বীমা করা উচিত নহে।

১৬। দাবীর টাকা দিবার সময় অযথা দেরী করে অথবা অকারণে গোলমাল করে বলিয়া যে কোম্পানীর দুর্ণাম আছে, সেখানে কদাচ বীমা করিতে নাই।

১৭। যে কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয় ও চাঁদার হার অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় কম এবং সর্ত্তাদি বীমাকারীদের পক্ষে উদার এবং সুবিধাজনক।

১৮। যে কোম্পানীর বীমা তহবিল হইতে একমাত্র দাবী (claims) মিটান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার খরচ করা হয় না।

১৯। যে কোম্পানীর রিজার্ভ ফণ্ড ও স্বচ্ছলতা আশাতীত বলিয়া দেখা যায়।

২০। যে কোম্পানীর নষ্ট বীমাপত্র বীমাকারীর জীবিতাবস্থায় যে কোনও সময়ে অতি সহজে উদ্ধার করিতে পারা যায়।

২১। যে কোম্পানীর বীমার টাকা আত্মহত্যা করিলেও বাজেয়াপ্ত হয় না।

২২। যে কোম্পানীর লভ্যাংশ (Bonus) কিছু কম পরিমাণে নগদ লইতে পারা যায় এবং এই নগদ মূল্য দ্বারা তিন বৎসর বাদে চাঁদা কমাইয়া লওয়া যায়।

২৩। অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় যে কোম্পানীতে কম টাকার বীমাপত্র গ্রহণ করিয়া সেই কোম্পানীর বার্ষিক সভায় ডিরেক্টর নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারা যায়।

২৪। কোম্পানীর মূলধন কত এবং মূলধনের অনুপাতে কি পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিয়াছে।

২৫। কোম্পানীর ব্যবসায় অনুপাতে কত রিজার্ভ ফাণ্ড, সিকিউরিটিস্, ষ্টেবিলাইজেসন্ ফাণ্ড, এবং বীমার ফাণ্ড রহিয়াছে তাহার হিসাব।

২৬। কোম্পানীর ডাক্তারী পরীক্ষা কিরূপ ষ্ট্যাণ্ডার্ডে হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর হার কি পরিমাণ।

২৭। কোম্পানীর আফিসের ব্যবস্থা কিরূপ, অর্থাৎ ব্যয়-বহুল কিনা, সাধারণের সহিত ব্যবহার কিরূপ, বীমাকারীদের সমবেত ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্য হইতে পারে কিনা, সততার পরিমাণ অনিন্দনীয় কিনা ইত্যাদি।

২৮। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের ইন্সিওরেন্স কোম্পানী চালানোর চেষ্টা শুদ্ধমাত্র ইনসিওরেন্স ব্যবসায়ের জন্য, অথবা ইহা হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার দ্বারা অন্য ব্যবসায় চালাইবার সুবিধার জন্য।

এই সব মাপকাঠির হিসাবে যে কোম্পানী ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাতে বীমা করিলে কেহ প্রতারিত হইবেন না ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে এই হিসাবে অনেক শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ বীমার আফিস রহিয়াছে।

এজেণ্টদের জ্ঞাতব্য   গুলি

বিষয়

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহের এজেণ্ট এবং অর্‌গ্যানাইজার (Agents and Organisers) দিগকে কাজ সংগ্রহের জন্য সর্ব্বদাই নানাস্থানে চলা ফেরা করিতে হয়। পথে ঘাটে সর্ব্বদাই যাহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাঁহাদের জন্য কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় স্মারক লিপি আমরা এইখানে প্রকাশ করিলাম। এইগুলি মনে রাখিলে এবং মানিয়া চলিলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি।

(১) রেল অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিবার সময় দরজার ফাঁকে যাহাতে আঙ্গুল চাপা না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

(২) গাড়ীর দরজাটি বন্ধ হইল কি না তাহা ভাল করিয়া দেখা উচিত। তাহা না হইলে উহার উপর ঝুঁকিয়া বাহিরে তাকাইলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(৩) পথ চলিবার সময় সঙ্গে কিছু ভাঙ্গান পয়সা (small coins or change) লওয়া উচিত। পথে অনেক সময়েই টাকার ভাঙ্গানী পাওয়া যায় না। জলখাবার, কুলী ভাড়া, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি ছোট ছোট খরচের জন্য ভাঙ্গান পয়সার দরকার।

(৪) ঘোড়ার গাড়ী বা রেল গাড়ী হইতে নামিবার সময় যাহাতে ঠিকমত সমস্ত জিনিষ নামান হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অনেক সময় তাড়াতাড়ি উঠা নামার জন্য গাড়ীতে কেহ কেহ দু'একটি জিনিষ ভুলক্রমে ফেলিয়া আসেন।

(৫) কুলী সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে কি না তাহা বার বার চাহিয়া দেখা উচিত; সুবিধা পাইলে কোন কোন কুলী জিনিষ পত্র নিয়া সরিয়া পড়ে।

(৬) পানীয় অথবা শৌচাদির জন্য রেল গাড়ীতে চলার সময় সঙ্গে কিছু জল লওয়া উচিত। পথে অনেক সময় জল পাওয়া যায় না এবং কখনও পাওয়া গেলেও গাড়ী অধিক কাল থামে না বলিয়া জল আনা সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

(৭) টিকিট ভাল করিয়া কোন স্থানে রাখা উচিত, নতুবা চলাফেরা করিতে করিতে পড়িয়া যাইতে পারে।

(৮) গাড়ী ছাড়ার দশ, পনর মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেশনে যাওয়া উচিত। তাহাতে টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে বেশ ধীরভাবে উঠা চলে এবং সমস্ত মাল পত্রাদিও ঠিকমত দেখিয়া গুছাইয়া উঠান যায়।

(৯) দুইটি গাড়ী পাশাপাশি থাকিলে কোনটা কোথায় যাইবে তাহা জানিয়া গাড়ীতে উঠা উচিত। ষ্টেশনের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহা জানা যাইতে পারে এবং তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায়।

(১০) রাত্রিতে গাড়ীতে ঘুমাইলে সঙ্গের মাল পত্রাদি ঠিক আছে কিনা তাহা মাঝে মাঝে জাগিয়া দেখা উচিত। অনেক দুষ্ট আরোহী সুবিধা পাইলে অন্যের জিনিষ লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে।

(১১) টাকার ব্যাগ চলার সময়, বা রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় কখনও খোলা পকেটে রাখা উচিত নহে। ইহা সকল সময়েই খুব সাবধানে বালিশের নীচে বা ওয়াড়ের মধ্যে রাখা উচিত। পাজামা পরার অভ্যাস থাকিলে তাহার পকেটও অনেক নিরাপদ।

(১২) গাড়ীতে চলার সময় হাতে অন্ততঃ একটা সোণার আংটী রাখা ভাল। যদি টাকা চুরি যায় কিম্বা কোন অতর্কিত বিপদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে হাতে আংটীটা থাকায়ও বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়।

(১৪) যেদিক হইতে ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়া আসিতে থাকে, সেদিকে চাহিয়া থাকা উচিত নয়। চোখে কয়লার গুঁড়া পড়িলে বড়ই কষ্টদায়ক হইয়া উঠে।

(১৫) চলন্ত গাড়ীতে কোনরূপ বিপদ ঘটিলে উপরে যে লোহার শিকল ঝোলান থাকে, তাহা ধরিয়া টান দিলেই গাড়ী থামিয়া যাইবে। বিনা প্রয়োজনে শিকল টানিলে ৫০৲ জরিমানা হয়।

রেল ষ্টেশনে ফেরীওয়ালারা যে সকল খাবার বিক্রয় করে পারতপক্ষে তাহা কদাচ খাওয়া উচিত নহে; ইহাতে অনেক সময় কলেরা পর্য্যন্ত হইতে পারে! নিতান্ত প্রয়োজন হইলে যাহাদের খাবার বেশ ঢাকা দেওয়া থাকে, মাছি ঢুকিতে পারে না, অথবা ধুলা পড়িতে পারে না, এইরূপ ফেরীওয়ালার কাছ থেকে নেওয়া অনেকটা নিরাপদজনক।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত জিনিষগুলি প্রত্যেক Travelling Agent এবং যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাঁহাদিগের নিকট থাকা বাঞ্ছনীয়; তাহাতে অনেক অভাব অসুবিধা এবং বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন।

১। একশিশি ক্যাম্ফর (Camphor)

২। এক শিশি Chlorodyne

৩। ছোট কালীর কৌটার মত টীনের কৌটায় কিছু কাশীর চিনি

৪। হোমিওপ্যাথি ঔষধ in globules

(ক) Aconite 3x

(খ) Pulsatilla

(গ) Veretram

(ঘ) China

৫। এক শিশি Sloan's Liniment অথবা অমৃতাঞ্জন—নানারূপ বেদনায় মালিশ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৬। মিহিজামের সর্পদংশনের ঔষধ

৭। Zambuk এবং Cuticura ointment

৮। একশিশি Tincture Iodine

৯। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের "সুরেচক" এবং "আচার্য্য বটিকা"

১০। থার্ম্মোমিটার একটি

১১। সোডা ওয়াটারের একটি খালি বোতল এবং তাহা খোলার জন্য একটা "মুখ"

১২। টেলিগ্রাফ ফরম; পোষ্টকার্ড ; খাম ও টিকিট কিছু সঙ্গে থাকা ভাল। তাহা হইলে কোথায়ও পৌছিয়া তখনই সংবাদ পাঠানো যায়। তাহা ছাড়া রবিবার ডাকঘর বন্ধ থাকে।

১৩। পরিস্কার ন্যাকড়া; Borated and absorbent cotton

১৪। কাঁচি, ছুরি, ছুঁচ, সূতা ও বিভিন্ন আকারের বোতাম,একটী combined Tincutter Cork Screw, and Crown Cork Opener

১৫। চিঠির কাগজ এবং Scribbling Pad

১৬। ফাউন্টেন পেন ও তাহার কালীর দোয়াত।

১৭। স্থানীয় রেলওয়ে এবং ষ্টীমারের Time Table

১৮। একখানি ইংরাজী বাঙ্গলা তারিখ সম্বলিত পকেট ডায়েরী।

১৯। দাঁতের মাজন, জিব ছোলা, আয়না, চিরুণী ও ব্রাশ সঙ্গে রাখা ভাল।

কেন বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করা উচিত নহে ?

গত ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসের ষ্টেটস্‌ম্যান (Statesman) পত্রিকা বিদেশী কোম্পানী ত্যাগ করিয়া স্বদেশী কোম্পানীতে জীবনবীমা করার আবশ্যকতা বুঝাইয়া বলিয়াছেন :—"One great drawback to assuring with a foreign office is the possibility of difficulties arising in case of war......The company may have the most honourable intentions of fulfilling its obligations in their entirety to its policy-holders, whatever their nationality might be. But their hands might be tied by their Governments in such a way as to prevent them from giving effect to their wishes. The representatives of British companies in neutral countries found themselves in a very unpleasant situation during the late war by reason of the fact that they were prohibited

from making payments of any description to policy-holders, whose nationality was that of a country with which we were at war—an eventuality that had not been foreseen either by the offices or by the many Germans and others who had confided their interests to British offices and paid their premiums in some cases for many years—with due regularity. Many cases of individual hardship were thus created which the companies would have been willing to avoid, but they were powerless to do so. **All these point to the advisabilily of people effecting their assurance policies with companies of their nationality.**

যে যে কারণে বিদেশী কোম্পানী বর্জ্জন করা নিতান্ত দরকার, তৎসম্বন্ধে গত ১৯২৪ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের 'ফরওয়ার্ড' (Forward) পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশ দত্ত বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কতকাংশ এখানে প্রকাশ করা হইল :—

১। ব্রিটিশ ভারতের বাইরে যে সকল কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহারা ভারতীয় বীমা আইনের সম্পূর্ণ আমলে আসিবে না।

২। বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রায় সমস্ত টাকাই তাদের নিজের দেশে খাটান হয়।

৩। বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতীয় বীমা আইনের সম্পূর্ণ আমলে নয় বলিয়া ভারতীয় গবর্ণমেন্টের উহাদের উপর কোন কর্তৃত্ব নাই। এমন কি ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর কত টাকার কাজ হইতেছে এবং কত টাকা বার্ষিক প্রিমিয়াম আদায় হইয়া চলিয়া যাইতেছে তাহার বিবরণ পর্য্যন্ত উহারা ভারত গবর্ণমেন্টকে আইনতঃ দিতে বাধ্য নহে।

৪। আমাদের প্রদত্ত টাকাগুলি কোথায় চলিয়া যাইতেছে, কোথায় এবং কিসে খাটানো হইতেছে এবং সেখানে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যুক্ত বিষয়ে খাটান হইতেছে কিনা সে-বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছি। There is no Separate statement of assets and liabilities of Indian business in the Annual Govt. Report or in Insurance Blue Book.

৫। আমাদের দেশে গবর্ণমেন্টের বা জনসাধারণের এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যার ভিতর দিয়া আমরা সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর পরিচালনা বা টাকা দাদনের সমস্ত বিষয় জানিতে পারি। অথচ ভারতীয় কোম্পানীর বিষয়ে আমাদের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহেরই উপায় আছে।

৬। ভারতীয় বীমাকারীগণ কোন বিদেশী কোম্পানীর জন্য বীমাকারীদিগের মধ্য হইতে ডিরেক্টর বা হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারে না, অথচ অনেক ভারতীয় কোম্পানী পলিসিহোল্ডারদের মধ্য হইতে অন্ততঃ দুই একজন ডিরেক্টর নিয়োগের সুবিধা দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বীমাকারীদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ডিরেক্টারই বীমাকারীগণ নিজেদের ভিতর হইতে নির্ব্বাচন করিয়া থাকে; এমন কি, অডিটার নিযুক্ত করার মালিকও তাহারাই।

৭। ভারতীয় কোম্পানী অপেক্ষা সাধারণতঃ বিদেশী কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশী। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় লোকের

পক্ষে অনেক স্থলে অতিরিক্ত উর্দ্ধ হারে প্রিমিয়াম দিতে হয়।

৮। ভারতীয় কোম্পানীগুলি ভারত গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে থাকায় বর্ত্তমান বীমা আইন অনুসারে ভারতীয় কোম্পানীগুলির সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, গবর্ণমেন্টের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়।

অর্থনীতি সম্পর্কীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এবং বিখ্যাত ইন্‌ভেষ্টর্‌স্ রিভিউ পত্রের সম্পাদক মিঃ এ, জে, উইল্‌সন্ ইংরেজগণকে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। যদিও তাঁহার কথাগুলি ইংরেজগণের উদ্দেশ্যে লিখিত, তথাপি উহা ভারতবাসীদিগেরও প্রণিধানযোগ্য। এইজন্য আমরা তাঁহার উক্তি এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম। তিনি অল্প কয়েকটি কথায় ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই :—

(১) "সব বিদেশী কোম্পানীই তাঁহাদের ব্যবসায় পরিচালনে অত্যধিক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

(২) তাঁহারা সকলেই বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গেলে ভবিষ্যৎ ক্ষতির ঝুঁকি লওয়া ব্যতীত কোম্পানীর গত্যন্তর নাই।

(৩) তাঁহারা 'নূতন বীমা'র টাকা দ্বারাই ধুমধামের সহিত কার্য্য পরিচালনা করেন। ইহার অর্থ এই যে, অনেক বীমা নষ্ট হইয়া যায় অথবা পূর্ণ না হইতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বুঝা যায় যে, অনেক বীমা কখনই পূর্ণ মেয়াদ পর্য্যন্ত পৌছে না।

(৪) দূর দেশ হইতে কাজ আনিবার জন্য তাঁহারা স্বচ্ছন্দে 'বোনাস্' 'প্রফিট' 'ডিভিডেণ্ড' প্রভৃতির প্রলোভন দিয়া থাকেন। তাঁহাদের গচ্ছিত টাকার যে সুদ পাওয়া যাইতে পারে উহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা 'বোনাস্' প্রভৃতি হিসাব করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তত সুদ আদায় হয় না। যে লোক বুদ্ধিমান সে কখনও আড়ম্বরে দৃষ্টি দেয় না।

(৫) তাঁহারা সকল কাজই তাঁহাদের নিজের দেশের শিল্পকলার উন্নতির জন্য করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যে কোন অর্থ খাটানো হয় না।

যদি কোম্পানীর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে আটলাণ্টিকের এপারের ইংরেজ বীমাকারীর কয়েক খানি লেজার, হিসাবের বই এবং মূল্যহীন কতকগুলি ষ্টেশনারী জিনিষ ছাড়া আর কিছুই ধরার থাকিবে না। এই পরবর্ত্তী কারণেই যুক্তরাজ্যের কাহারও বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীতে ইন্‌সিওর করা উচিৎ নহে।

(৬) দূর দেশ হইতে এই সকল বিদেশী কোম্পানীর কার্য্য পরিচালন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে। এই কারণেও ইংরেজগণের বিদেশী কোম্পানীগুলিতে বীমা করা অন্যায়।

অর্থনীতি সম্বন্ধে এত বড় একজন বিশেষজ্ঞের (Authority and expert) এইরূপ সতর্কবাণী প্রকাশিত হইবার পর প্রত্যেক ভারতীয় বীমকারীর ইন্‌সিওরেন্স Act এর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত দেশী প্রতিষ্ঠান সমূহ ফেলিয়া বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করা উচিত কিনা

তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নহে কি?

বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি এদেশ হইতে গত বৎসর সাড়ে পাঁচকোটী টাকার উপর প্রিমিয়াম বাবদ আদায় করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ক্যানাডিয়ান কোম্পানী সমূহেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে জীবন বীমার কাজ হইয়াছে; সুতরাং তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রিমিয়াম আদায় করিয়াছে। ইহাপেক্ষা গভীর লজ্জা ও নিন্দার কথা আর নাই; কারণ যে ভারতবাসীকে ইহারা লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিতেছে সেই ভারতবাসীই আবার তাহাদিগের কোম্পানীতে বীমা করিয়া দেশের টাকা নির্য্যাতকের পকেটে তুলিয়া দিতেছে। এরূপ ঘৃণ্য এবং লজ্জাস্কর ঘটনা পৃথিবীর আর কোথায়ও ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। কানাডায় যাহারা ভারতীয়দিগকে অবাধ প্রবেশাধিকার দেয় নাই, তাহারা কখনই ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করিতে পারে না; কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জার কথা যে, তাঁহারা এই সকল কোম্পানীতে বীমা দ্বারা অথবা এজেণ্ট বা অর্গানাইজার রূপে কার্য্য করিয়া ইহাদের সহযোগিতা করিতেছেন।

এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ আনন্দ বাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন:—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি দেশের মত কানাডা হইতেও যে ভারতীয়দিগকে বহিষ্কারের নীতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহা জনসাধারণের অবিদিত নহে। এই কারণেই আফ্রিকায় থাকা কালীন কানাডাবাসী রবীন্দ্রনাথকে যে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বহিষ্কার-নীতি কানাডায় বর্ত্তমানে যেভাবে আছে তাহাতেও সেখানকার রক্ষণশীল দল তুষ্ট নহেন। সম্প্রতি তাঁহারা একটি সভায় অনেক বাদানুবাদের পরে এসম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে স্থির হইয়াছে, ভারত ও এশিয়াবাসীদিগকে কানাডা হইতে বিতাড়িত করিতে পাকাপাকি বন্দোবস্ত এবং কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হইলেও কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মত উক্ত স্থানে ভারতবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ভারতীয়দের প্রতি এই অপমানের প্রতিকার কি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। ভারত গবর্ণমেণ্টের মারফতে ব্রিটিশ সরকারের নিকট এ আবেদন জ্ঞাপনে যে কোন ফলোদয় হইবে না, তাহা কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে; কিন্তু সরকারী সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায়ও আমাদের হাতে আছে। আমাদের দেশবাসীর প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকিলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা আমরা সে-সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারি।

দক্ষিণ আফ্রিকা অপেক্ষা কানাডার সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অনেক বেশী। যদি সেই সকল সম্পর্ক ছেদন করা যায় অথবা বহু পরিমাণে কমাইয়া আনা যায়, তাহা হইলে তাহাদের চৈতন্যোদ্রেক হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, কানাডার জীবন বীমা কোম্পানীগুলি ভারতে তাহাদের ব্যবসা বিস্তার করিতেছে। যদি আমরা কানাডার এই সকল বীমা কোম্পানী বয়কট করিয়া তাহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা সম্পর্ক ছেদন

"We should work absolutely for Indian Insurance Companies even though the Foreign Companies may offer higher remuneration. As the Country is engaged in a great struggle for freedom, every man, woman and child of the soil should stand by the Indian Institutions only."

Extract from the speech of Mr. Indu Bhusan Sen, President of the First Conference of the Agents of the Indian Insurance Companies ***held at Calcutta on the 13th and 14th December 1931.***

করি, তাহা হইলে কানাডাবাসী বুঝিতে পারে যে, ভারতীয়গণকে অপমান করা এত সহজ নহে। কানাডা হইতে কুকুর বিড়ালের মত আমাদের দেশবাসী বিতাড়িত হইবে—আর আমরা কানাডার কোম্পানীগুলিতে প্রিমিয়াম বাবদে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালিতে থাকিব—ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ?

বিদেশীয় কোম্পানীতে বীমা করার বিপদ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় সহযোগী শ্রীযুক্ত ভূপতি মোহন সেন তাঁহার জীবন বীমায় যে মূল্যবান কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা আমরা এইখানে তুলিয়া দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম :—

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিলে কি কি প্রকারের বিপদ আসিতে পারে তাহার সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এদেশের কতক লোকের ধারণা আছে যে বিদেশী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হইলেই উহা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহারা বুঝাইলেও বুঝিতে চাহিবে না যে, এলায়েনস্ ব্যাঙ্ক অথবা ব্যাঙ্ক অব্ বার্ম্মা কি প্রকার অসদুদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া লালবাতি জ্বালাইয়াছিল। অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালকবর্গ নেহাৎ রাস্তার লোক ছিল না, পরন্তু বৎসরের পর বৎসর ধাপ্পাবাজি সহ বাৎসরিক হিসাব নিকাশ ইত্যাদিতে কোম্পানীর স্বচ্ছলতার অবস্থা প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

বিদেশীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করার প্রধান বিপদ এই যে, আমরা তাহাদের investment সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানিতে পারি না। বীমার যাহা মেরুদণ্ড অর্থাৎ investment, তাহাই যদি আমরা বুঝিতে না পারি তবে নিজের আজীবন সঞ্চিত রক্ত তাহাদের নিকট প্রদান করা কতদূর বিপজ্জনক তাহা ভাবিবার বিষয়।

গত বৎসর জার্ম্মানীর জেনারেল ইন্‌সিওরেন্স কোং অব ফ্র্যাঙ্ক ফোর্ট ফেল হইয়া মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল ; আবার এই কয়েকদিন পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর এসেকারাঞ্জ ইউনিয়ান অব হাম্‌বার্গ (Asseeuranz Union of Hamburg) বহু টাকায় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া দরজা বন্ধ করিয়াছেন। দেখা যায়, এই কোম্পানী ১৯২৯ সালে মাত্র ৩,৫০,০০০্ মার্ক লোকসান বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন পর দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই জানা যাইতেছে যে উহাদের লোকসানের পরিমাণ প্রায় ৪৫,০০,০০০্ মার্ক। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহারা লোকের চক্ষে কিভাবে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে অনেকগুলি ব্রিটিশ কোম্পানীর Re-insurance দরুণ এই কোম্পানীতে টাকা পাওনা ছিল। তাহা হইতেই স্পষ্ট ধারণা হয় যে এই কোম্পানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি অনেক কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হইয়া উঠা অনিবার্য্য হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বিদেশীয় বহু ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন, এবং তাহার ফলে উক্ত ব্যবসায়গুলীতে যে সকল বিদেশীয় বীমা কোম্পানীর টাকা খাটান আছে তাহাদেরও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটকাল উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। অথচ দেশীয় বীমা কোম্পানীর টাকা সাধারণতঃ এইরূপ ব্যবসায়ে এখনও দুই একটী কোম্পানী ছাড়া কেহই খাটায় না বলিয়া তাহাদের অবস্থা সেইরূপ খারাপ হইতে পারেনা।

ইতিমধ্যেই, ব্রিটিশ সিকিউরিটি ইনসিওরেন্স কোম্পানী অব্ ইংলেণ্ড, দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য

হইয়াছেন, আরও কে কে লালবাতি জ্বালাইবেন তাহা হয়ত কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইবে।

কোন একটি কেনাডিয়ান্ কোম্পানী সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ এদেশে আসিতেছে, তাহার কোন উপযুক্ত প্রতিবাদ আজ পর্য্যন্ত কোম্পানী তেমন ভাবে প্রকাশ করিতেছে না; তাহার ফলে নিত্য নূতন আতঙ্কের সৃষ্টি হইতেছে এবং আমরা শুনিতে পাই বহু বীমাকারী নাকি তাহাদের বীমা পত্র Surrender ও Paid up করিতেছেন এবং অনেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে কি হয় তাহার প্রতীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে উদিত হইবে যে এই বিপদসঙ্কুল সময়ে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিয়া বিদেশীয় কোম্পানীর নিকট বীমা করা সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান করিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত।

অপর পক্ষে এখন ভারতে বহু প্রতিষ্ঠাবান কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, যাহাতে বীমা করিলে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। উত্থান এবং পতন সর্ব্বদেশে সকল সময়ে হইয়াছে; বিশেষতঃ শিশু হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বে অনেকবার পড়িয়া পড়িয়া পরে অভ্যাসের বলে হাঁটিতে শিখিয়া থাকে; সেইরূপ ভারত আজ নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠা-পড়া আরম্ভ করিয়াছে। উহাকে উঠা-পড়া করিতে দেওয়ার সুযোগ দিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার হাঁটিয়া চলিয়া যাইবার বাধা থাকিবে না এবং ঘরের প্রতিষ্ঠান কি ভাবে চলিয়াছে তাহা যাচাই করিয়া উহার সঙ্গে কাজ কারবার করিতে বাধিবে না। কিন্তু বিদেশীয় কোম্পানীর বেলা তাহা হওয়ার উপায় নাই, কারণ উহাদের ভিতরের অবস্থা জানিবার পথ আমাদের নিকট চিরদিনই রুদ্ধ থাকিবে।

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে আত্ম-সম্মানের হানিজনক। আমরা নিজদিগকে সভ্য এবং নিজের দেশ শাসন করিবার উপযুক্ত বলিয়া প্রচার করি। পৃথিবীর কোন দেশের লোক তাহার বৃদ্ধ বয়সে বা তাহার অভাবে তাহার পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থানের ভার বিদেশীর উপর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। আমরা যদি এই ঘরোয়া ব্যাপারেও বিদেশীর শরণাপন্ন হই তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমরা অতি অপদার্থ—তুচ্ছ ব্যাপারেও আমরা বিদেশীর উপর নির্ভরশীল। যে-কোন ভারতবাসীই এই অবস্থাকে আত্মসম্মানের হানিজনক বলিয়া মনে করিবেন।

বীমা আফিস নিয়মিত ভাবে বীমাকারীদের নিকট হইতে চাঁদা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে বা বীমাকারীর মৃত্যুর পর ঐ চাঁদা সুদে আসলে পরিশোধ করেন। এইভাবে প্রত্যেক বীমা আফিসে লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী টাকা জমা হইয়া থাকে; অথচ ব্যাঙ্কের ন্যায় এই টাকা বীমাকারীগণ ইচ্ছামাত্র উঠাইতে পারেন না। তজ্জন্য বীমা অফিসে যে টাকা মজুদ হয় তদ্বারা অনেক দিনের মেয়াদে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলিকে ধার দিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করা যায়। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির মূলে বীমা কোম্পানীগুলির সাহায্য বর্ত্তমান। সেই সব দেশে বীমা আফিসের টাকায় শত শত কল কারখানা ও ব্যবসা গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশী কোম্পানীগুলির তহবিলে আমাদের দেশের লোকের দ্বারা যে বিপুল অর্থ মজুদ হইতেছে তদ্বারা আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের কোন উন্নতি হইতেছে

না। এই টাকা বিদেশে চলিয়া যাইয়া সেই সব দেশের শিল্প বাণিজ্য পুষ্ট করিতেছে মাত্র।

আমেরিকার সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর তহবিলে মোট ৪৫০৯ কোটীরও উপর টাকা জমা হইয়াছে। উহার শতকরা ৬৫ ভাগ টাকাই ঐ দেশের শিল্প বাণিজ্যে খাটিতেছে।

সেই তুলনায় আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীগুলির সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ অনেক কম। তাহার কারণ এই যে,দেশের বীমা ব্যবসায়ের একটা মোটা অংশ এখনও বিদেশীর করতলগত। যদি সমস্ত বীমার ব্যবসায় ভারতবাসীর হাতে আসে তাহা হইলে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির নিকট এতাধিক পরিমাণ টাকা জমা হইবে—যদ্বারা দেশের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলা অতি সহজ হইবে। তখন রেল বিস্তার, জাহাজ কোম্পানা গঠন, কল-কারখানা স্থাপন প্রভৃতির জন্য বিদেশে টাকা ধার করিতে যাইতে হইবে না।

আর যদি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয় তাহা হইলে দেশ হইতে বেকার সমস্যা সহজেই তিরোহিত হইবে এবং দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়া সর্ব্ব-সাধারণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন, দেশের বেকার সমস্যা দূর করিতে চাহেন এবং দেশের লোককে সুখী দেখিতে চাহেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারে দেশী জীবন বীমা কোম্পানীকে সাহায্য করা উচিত।

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিলে মেয়াদ অন্তে বীমার টাকা পাওয়া যাইবে কি না তাহার স্থিরতা নাই। অবশ্য শান্তির সময়ে টাকা পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না ; কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে বীমার টাকা আদায় করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বহু লোকের জার্ম্মাণ কোম্পানীগুলিতে বীমা করা ছিল, জার্ম্মানীরও বহু লোকের ইংলণ্ডের কোম্পানীগুলিতে বীমা করা ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর উভয় দেশের মধ্যে টাকা পয়সার আদান প্রদান বন্ধ হইয়া যায়। এজন্য ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর বহু দরিদ্র লোকের যে কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বহু লোককে বীমার টাকা পাইবার জন্য ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধের এই শিক্ষা লাভ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ বর্ত্তমানে বিদেশী কোম্পানীতে নূতন করিয়া বীমা করা একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন আর প্রায় কোন লোকই বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করে না। আমরাও কি উহা হইতে শিক্ষা লাভ করিব না? রাজনৈতিক কারণে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের আজ যে বিরোধ চলিয়াছে তাহার পরিসমাপ্তি কোথায় হইবে কে জানে? আজ কানাডা বা জার্ম্মানীর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই বটে, কিন্তু দু'দিন পরে ঐসব দেশের সঙ্গে যে আমাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে না তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই বিপদ সম্মুখে দেখিয়াও কি আমরা নিজের পরিবারবর্গের সংস্থানের জন্য বিদেশীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিব! যাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে কে?

বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতীয় বীমা আইনের সম্পূর্ণ আমলে নয় বলিয়া ভারত সরকারের উঁহাদের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। ভারতবর্ষে বিদেশী কোম্পানীগুলি প্রতি বৎসর কত টাকার কাজ করিতেছে, বার্ষিক কত টাকা

প্রিমিয়াম হিসাবে আদায় করিতেছে, আমাদের প্রদত্ত টাকাগুলি কোথায় চলিয়া যাইতেছে, ঐ টাকা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত বিষয়ে খাটান হইতেছে কি না, ইত্যাদি বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। ভারতীয় বীমাকারীগণ কোন বিদেশী কোম্পানীর ডিরেক্টার বা হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন না।

এই অবস্থায় আমাদের জীবনের যাহা কিছু সঞ্চয় তাহা বিদেশীর হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কি? বিদেশী কোম্পানীগুলি তাহাদের আর্থিক অবস্থার যে-সব বিবরণ আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা সত্য কি না আমাদের জানিবার কিংবা যাচাই করিয়া দেখিবার উপায় আছে কি? কোন ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা করিতে বলিলে আমরা উহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ লই —সামান্য একটু ত্রুটী ধরিতে পারিলে দেশী কোম্পানীতে বীমা করিব না বলিয়া বাঁকিয়া বসি; কিন্তু বিদেশী কোম্পানীতে কিছু না জানিয়া শুনিয়াই আমরা অম্লান বদনে সহস্র সহস্র টাকার বীমা করিতে অগ্রসর হই।

দেশের লোকের প্রতি এই যে মজ্জাগত অবিশ্বাস, আর বিদেশীর প্রতি এই যে অহেতুক নির্ভরশীলতা, উহা কি আমাদের পরাধীনতারই কুফল নহে? আর কতদিন আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের অর্থধারা বিদেশীকে পুষ্ট করিয়া আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল আরও দৃঢ় করিতে থাকিব?

জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার অভাবই আমাদের অবনতির মূল কারণ। আমরা পরানুকরণে ব্যস্ত, পরের অধীন হইবার সুযোগ পাইলে আমরা কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করি না। বংশানুক্রমিক এই পাপে আজ আমরা ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছি।

বীমার ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর এই যে কোটী কোটী টাকা আমরা বিদেশী কোম্পানীর হাতে প্রিমিয়াম বাবদ তুলিয়া দিতেছি, একদিনেই আমরা উহার প্রতিকার করিতে পারি। এজন্য এক পয়সাও স্বার্থত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র একটু স্বদেশ হিতৈষণার প্রয়োজন; আমরা কি তাহাও দেখাইতে পারিব না?

দেশের লোকের দেশেরই বীমা কোম্পানীতে বীমা করা সম্পর্কে **"Irish world"** নামক সংবাদ পত্র, কোনও Irish বীমা কোম্পানী স্থাপনের সময়, যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"We repudiate the right of all agents to collect money from the Irish people on behalf of foreign Insurance Companies. These Insurance Companies are directly opposed to the interests of the nation, and those who support same are injuring themselves by helping to keep this Island a Slave Province.

———

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের দেশের লোকের নিকট বিবৃতি

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার একাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে উক্ত পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় একটী বিশেষ "জীবন-বীমা" সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ করিয়াছেন জানিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। দেশের এই দুঃসময়ে অর্থনৈতিক সমস্যামূলক সর্ব্বপ্রকার আলোচনায় জনসাধারণের হিতসাধন হইবে—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই এই প্রচেষ্টার আমি সাফল্য কামনা করিতেছি।

বর্ত্তমানে জীবন-বীমা বিষয়ক জ্ঞান বা আলোচনা আর সাধারণের অজ্ঞাত বা অনধিগম্য নহে। এ বিষয়ে আজ শুধু একটী কথাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই। বর্ত্তমান জগতে জীবন বীমা যে শুধু একটী শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় তাহাই নহে—ইহা সামাজিক কল্যাণ সাধনের অন্যতম পন্থা এবং দেশের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার একটী প্রধান অবলম্বন; ইহা যে একাধারে সঞ্চয় ও উপার্জ্জন—অর্থের স্থিতি ও বিস্তৃতি, একথা আজ আমাদের দেশবাসীর ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার সময় আসিয়াছে।

বীমা ব্যবসায়ের সহিত অন্যান্য ব্যবসায়ের পার্থক্য এই যে সাধারণ ব্যবসায়ের মত ইহাতে লাভ ক্ষতির অনিশ্চয়তা নাই। এই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের পরমায়ু যতই অনির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, সমষ্টিভাবে ইহা এক আশ্চর্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। বীমা-বিজ্ঞান এই নিয়মের স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই কারণেই জীবন বীমার ন্যায় অর্থসংস্থানের জন্য আর কোনও নিরাপদ উপায় আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

দেশের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার প্রতিকার-কল্পে এবং যাহাতে অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর অন্ন-সংস্থান হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকার দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি হইলে এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের ন্যায় এদেশেও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের পরিপুষ্টি ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির কার্য্য বিস্তারের একান্ত প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বীমা কোম্পানীতে অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে যে প্রচুর ধনাগম হয় তাহা দেশের

অন্যান্য ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিলে বহুলোকের জীবিকার্জ্জনের উপায় হইতে পারে। জাতীয় জীবনে ধনবৃদ্ধির বিষয় ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনেও জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান যে শুধু সঞ্চিত অর্থের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে তাহাই নহে; জীবন কালের অনিশ্চয়তা জনিত যে আর্থিক দুর্দ্দশা যে-কোন পরিবারকে যে-কোন সময়ে বিপন্ন করিতে পারে, একমাত্র জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানই সেই আকস্মিক বিপদ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে সক্ষম।

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহার ফলে আজ দেশে অন্ততঃ এমন কতকগুলি দেশীয় বীমা কোম্পানী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাদিগকে যে-কোন প্রথম শ্রেণীর বিদেশী কোম্পানীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। বিদেশী ও বিজাতীয় প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের বাহ্য আড়ম্বরে ও চাকচিক্যে আকৃষ্ট না হইয়া দেশীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বীমা করিয়া দেশের ও দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধন করাই আজ বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য নহে কি? একমাত্র এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত হইলেই দেশের সঞ্চিত অর্থ দেশীয় নানারূপ কল্যাণকর অনুষ্ঠানে খাটানো সম্ভবপর হইতে পারে এবং দেশ ও দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

যে সুমহান্ ব্রত ও সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আজ ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, আমার আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস, দেশবাসীর সহানুভূতি তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে এবং এই মহান্ কর্ত্তব্য সম্পাদনে সর্ব্বোতোভাবে সাহায্য করিবে।

পরিশেষে আমার ইহাই বক্তব্য যে, যে সকল কর্ম্মী দেশবাসীকে জীবন বীমার উপকারিতা ও দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করাইবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা কেবল ব্যবসায়ীই নহেন; তাঁহারা জনহিতকারী সমাজ-সেবক। এই সকল কর্ম্মী ও তাঁহাদের সাহায্য-কারিগণ সকলের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

এই কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহারা যে দেশের কল্যাণের সাহায্য করিতেছেন, এই অনুভূতি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত করুক, ইহাই কামনা করি। এতদ্ব্যতীত বীমা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ ও সাহায্যকারিগণ একথাও মনে রাখিবেন যে তাঁহাদের কর্ম্মপ্রেরণার উপর দেশীয় বীমা-প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এইভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আয় বা ব্যবসায়েরও উন্নতি হইবে এবং দেশেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষরাও এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন ও বিদেশের বীমাজগতের মধ্যে যাহা উত্তম ও যাহা উন্নতির মূল, দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানে সেই সব নীতি ও কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন। যিনি এই বিশাল বিশ্বের সর্ব্বময় নিয়ন্তা তিনি আমাদের শক্তি দিয়া এই পথে চালিত করিবেন—ইহাই আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী

১৯৩০-৩১ সালের বাৎসরিক বিবরণ

বাঙ্গলায় যে কয়েকটি কোম্পানী বীমা ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে হিন্দুস্থান কো-অপারেটভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি তাহাদের অন্ততম। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই হইতে বহু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া হিন্দুস্থানকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বহু আঘাত ও বিরুদ্ধ প্রচার সত্ত্বেও পরিচালকগণ বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে হিন্দুস্থানের নাম অর্দ্ধ ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর ১৯৩০—৩১ সালের যে বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও ইহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রহিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৮৪৯২ খানি আবেদন পত্রে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৫০৲ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬৭৮৬ খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহাতে মোট বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৫০৲ টাকা। ৪০ হাজার

হিন্দুস্থানের কলিকাতাস্থিত বিল্‌ডিং।

টাকা অন্য কোম্পানীতে পুনরায় বীমা করা হইয়াছে। অবশিষ্টগুলির মধ্যে কতকগুলি পরিত্যক্ত অথবা অগ্রাহ্য হইয়াছে; অপরগুলি শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে।

বৎসরের শেষে ৩১ হাজার ৫৮০ খানি পলিসিতে ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৩৯ টাকার বীমা চলিতেছিল। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর

প্রতি মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৩২, হাজার ৯৯৬৸/৪ পাই। তন্মধ্যে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ ৪,৪৪,৫০৯/৪। ২৫৩ খানি পলিসিতে মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে দাবী ২, ৮৮, ৪৮৭৷৷০ টাকা, Combined পলিসির বাবদ যে টাকা এ বৎসর দেওয়া হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বের ন্যায় সেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্য লাভ হইতে মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রিমিয়াম বাবদে এ বৎসর কোম্পানীর আয় হইয়াছে ২৩ লক্ষ ২১ হাজার ৯৩৬৷৷০ আনা। সবদিকেই উন্নতির ফলে জীবনবীমা তহবিলেরও উন্নতি হইয়াছে। এবৎসরের জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ১২, ৩৮৭৯৮-৮০/৭ পাই—এই টাকা লইয়া বর্ত্তমানে সাধারণ জীবন বীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে—১,০৪,২২,১৪১৷৴৩ কোটি টাকা।

বীমা ব্যবসায়ে হিন্দুস্থান যে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

আলোচ্য বর্ষে যাঁহারা ডিরেক্টর ছিলেন তাঁহাদের নাম;—

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম, বি—চেয়ারম্যান।
" গুণদাচরণ সেন এম-এ; বি,এল এড্‌ভোকেট;

কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক। গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এম, আর, সি, পি, সি, এস্। মহারাজ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম, এ, পি, আর, এস্, পি, এইচ, ডি। বাবু মাধব গোবিন্দ রায় এম, এ, বি, এল। বাবু রাধাবিনোদ পাল এম, এ, বি, এল। জেনারেল সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর বি, এ। জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

বীমা ব্যবসায়ে হিন্দুস্থানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

১৯০৭ সালে বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছিল। এই কোম্পানীতে যাঁহারা বীমা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে শতকরা অন্ততঃ ছয় টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। পরিচালকবর্গের ইচ্ছানুসারে ইহা হয় না; কোম্পানীর নিয়মাবলীতেই বীমা-কারীদের জন্য এইরূপ সুদের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত কোম্পানী পরিচালনে বীমাকারীদের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি লইবার ব্যবস্থা থাকায় তাহাদের সঙ্গত দাবীগুলি কথনই উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। হিন্দুস্থান যে বীমা জগতে ক্রমশঃ শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে গত কয়েক বৎসরের কাজের হিসাব দেখিলেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতায় এই কোম্পানীর হিন্দুস্থান বিল্ডিং নামে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী আছে। ইহার তহবিল এক কোটি টাকারও বেশী এবং বাৎসরিক আয় ২৬ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে কোম্পানীর যে ত্রৈবার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টে কোম্পানীর ৯৷৷০ লক্ষ টাকার উপরে উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল। সোসাইটির জীবন বীমা তহবিলের সহিত উদ্বৃত্ত অঙ্কের তুলনা করিলেই ইহার প্রচুর লাভ ও চমৎকার পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উত্তম পরিচালনার ফলে কোম্পানী এণ্ডাউমেণ্ট বীমার উপরে বাৎসরিক শতকরা ২ টাকা এবং আজীবন বীমার উপরে শতকরা ১৷৷০ হিসাবে Simple Reversionary Bonus ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কোম্পানীর ক্রমোন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বৎসর	নূতন বীমার পরিমাণ	মোট বীমা যাহা চলিতেছে	প্রিমিয়ামের আয়
৩০-৪-২৭	৭১,৯৬২৫০	২৮১৩১৬৬৭	১৭৩৫২৪৬
৩০-৫-২৮	৬১৪৫,৫০০	৩,২১,৬৮,৪১৯	১৯,০৪,৭৬৪
৩০ ৪-২৮	১,০১,৩০,৭৫০	৩,৮৭,৪৭৪৮৪	২২,১৯,৫৮৩
৩০ ৪-৩০	১,১২,০১,৭০০	৪,৬৬,৩৬,৯৯৬	২৬,২৭,২৭৫

মাদ্রাজে হিন্দুস্থানের নবনির্ম্মিত প্রাসাদ।

গত ১১ই ডিসেম্বর এই কোম্পানীর মাদ্রাজ শাখার নূতন ভবনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। হিন্দুস্থান যে ক্রমোন্নতির পথে অনেককে ছাড়াইয়া যাইতেছে ইহা তাহারই আর একটি প্রমাণ। নূতন গৃহের উদ্বোধন করিয়া ছিলেন, মাদ্রাজের জনপ্রিয় নেতা স্যার সি, পি রামস্বামী আয়ার কে, সি, আই, ই,। সভ্য দেশ সমূহে বীমার পরিমাণ ও তাহাদের শিল্পোন্নতির কারণ সম্পর্কে শ্রীযুত রামস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বীমা ব্যবসায়ীর বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, জীবন বীমা সম্পর্কে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। আমেরিকা ও ইউরোপ বীমার টাকায় শিল্প বাণিজ্যের উচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু ভারতবাসীর অনটন ও দুরবস্থার অভাব আর

দূর হইল না। জন সংখ্যায় পৃথিবীর এক পঞ্চম হইয়াও শিল্প বাণিজ্যে সে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীর শিল্প বাণিজ্যের অধিকাংশ মূলধন বীমা কোম্পানীর হাতে। এই সকল টাকা দেশের নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানে খাটানো হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের যতগুলি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার অধিকাংশ মূলধন বীমা কোম্পানীর তহবিল হইতে গৃহীত। সেখানকার বিরাট রেল কোম্পানীসমূহ, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী, গ্যাস, ষ্টীল, লোহা, কয়লা, জাহাজ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রায় সব বড় কোম্পানীই বীমার টাকায় সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে বীমা কোম্পানীগুলি কেবল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার, বণ্ড ও ষ্টক ক্রয় ব্যতীত অর্থ খাটাইবার আর অন্য পথ খুঁজিয়া পান না; যে অর্থে ভারতের শিল্প বাণিজ্য পরিপুষ্ট হইতে পারে, তাহা সরকারী কাগজে আটক পড়িয়া থাকে। আর দেশীয় শিল্প, দেশীয় কারখানাগুলি অর্থের

হিন্দুস্থানের ডিরেক্টার—কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক।

অভাবে হাহাকার করিয়া মরে। বিলাতের বীমা কোম্পানীর বহু টাকা সেখানকার জাতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য অগ্রিম দেওয়া হয়; তাই সেখানকার বীমা কোম্পানীগুলি দেশের শিল্প ও সম্পদ গুলির দুই কোটী টাকা খাটিতেছে মর্টগেজে, ১২ কোটী টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে, ৪ কোটী মিউনিসিপাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট বণ্ডে এবং মাত্র আশীলক্ষ টাকা শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে।

হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার।

বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু আমাদের বীমার টাকা আটক থাকে সরকারী সিন্দুকে; তাই তাহা জাতীয় উন্নতির বিশেষ কোনো কাজে আসে না। আমেরিকার বীমা কোম্পানীগুলির তহবিলের শতকরা ৩৫ভাগ খাটে রেল কোম্পানীর প্রসার কার্য্যে, ৩০ভাগ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে। কেবলমাত্র ৯ভাগ গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে জমা রাখা হয়, বাকী অংশ অন্যান্য ব্যবসায়ে খাটানো হয়। আর সমগ্র ভারতবর্ষের বীমা কোম্পানী-

৩৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান বীমার অর্থ সাহায্যে শিল্পসমূহে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; অথচ তাহাদের জনসংখ্যা, বিশাল ভারতবর্ষ হইতে কত কম! ভারতের ন্যায় জাপানেও মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই বেশী এবং ধনীর সংখ্যা খুব কম। তথাপি বীমা ব্যবসায়ে জাপান জগতের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু ৩৫ কোটি অধিবাসী সত্ত্বেও আজিও ভারতবর্ষ তাহার রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক দাসত্ব

মোচন করিতে পারে নাই। বীমা কোম্পানীর অর্থ যদি অন্যান্য দেশের মত এদেশেও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খাটানো হইত, তাহা হইলে এতদিনে ভারতবর্ষের ভাগ্য ফিরিয়া যাইত। এদেশে জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, অথচ বীমাকারীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং বীমা কোম্পানীগুলি জাতীয় শিল্পোন্নতির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদাসীন।

ইহাই নিরাপত্তার প্রকৃষ্ট উপায়। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার এই সত্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর আদর্শ হইবে—

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

তিনি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটিকেও সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

হিন্দুস্থানের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখের বিষয়, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি সরকারী ঋণ, বণ্ড, ষ্টক বা ডিবেঞ্চার প্রভৃতির প্রতি কখনও অনাবশ্যক মোহ প্রদর্শন করেন নাই। জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির সহায়তাই বীমা কোম্পানীর অর্থের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার;

বর্ত্তমানে বীমা ও শিল্পের সামঞ্জস্যই ভারতের আর্থিক স্বাধীনতার একমাত্র উপায়। হিন্দুস্থান এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। আশা করি, অন্যান্য বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিও জাতীয় সৌধ রচনায় তাঁহাদের সমুদয় শক্তি নিয়োগে কুণ্ঠিত হইবেন না।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটীর চতুর্ব্বিংশতি সাধারণ সভার সভাপতি-রূপে কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিকের অভিভাষণের সারাংশ।

এই অর্থ সঙ্কট ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দিনেও আপনাদের সোসাইটী আলোচ্য বর্ষে গত বৎসর অপেক্ষাও বেশী নূতন কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের কোম্পানী হইয়াও ভারতীয় ইনসিওরেন্স কোম্পানী সমূহের মধ্যে ওরিয়েন্টালের নীচেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিমিত্ত বাসগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে যাঁহারা লিপ্ত আছেন তাঁহাদের মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে এবং ইহার সমগ্র ভারত ও প্রাচ্য দেশব্যাপী শাখা অফিস সমূহ লইয়া বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে, হিন্দুস্থান সকল ভারতীয় কোম্পানীর সম্মুখে যে আদর্শ খাড়া করিয়াছে, সেদিকে আমি যথাযোগ্য বিনয় ও গর্ব্বের সহিত আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

আপনারা সকলেই জানেন যে বীমাকারীর মৃত্যুতে অথবা বার্দ্ধক্যে অর্থ যোগানই হইতেছে জীবন বীমা অফিসের প্রধান কাজ। এই ব্যবসায় যাহাতে যথারীতি চলিতে পারে তন্নিমিত্ত ইহার আয়, ব্যয়, টাকা খাটান, দাবীর টাকা নিষ্পত্তি প্রভৃতি ব্যাপারে খুব সতর্কতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। এইরূপ সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করিতে পারিলেই লাভ করিতে পারা যায়; হিন্দুস্থান এই অল্প সময়ের মধ্যেই এবিষয়ে যে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা

কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক

ইহার সুদক্ষ ও মিতব্যয়ী ব্যবস্থার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আমি দেশের অর্থসঙ্কটের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই অর্থসঙ্কট যে কেবল আমাদের দেশেই উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে—সমগ্র

পৃথিবী ব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইহার ভীষণ কুফল দেখা দিয়াছে। সিকিউরিটির মূল্য কমিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সকল ব্যবসায়ের উপরেই লোকের আস্থা এবং বিশ্বাসও কমিয়াছে। এই পৃথিবীব্যাপী অর্থ সঙ্কটের দিনে একমাত্র জীবন বীমার ব্যবসায়ই সর্ব্বাপেক্ষা কম ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। একমাত্র এই জীবন বীমার ব্যবসায়ই ইহার সভ্যদিগকে নানারূপ ব্যবসায় ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি বিশেষকে এই দুর্দ্দিনেও আর্থিক সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু সকল জীবন বীমা অফিস একপ্রকার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কাহারও বা উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হইয়াছে, কেহ বা সীমার মধ্যে থাকিতে সমর্থ হয় নাই। এই অবস্থায় হিন্দুস্থান যে ফল লাভ করিয়াছে তাহাই ইহার সুপ্রতিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বর্ত্তমান অবস্থা জনিত স্বাভাবিক ত্রুটী বিচ্যুতি সত্ত্বেও সোসাটীর চলিত বীমা শতকরা ১৬ গুণ এবং লাইফ ফণ্ড শতকরা সাড়ে তের গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হিন্দুস্থান যখন প্রথম বিদেশী পন্থার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করিয়া এই দেশের অবস্থানুযায়ী অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা করেন, তখন ইহার অনেক ছিদ্রান্বেষী অদূরদর্শী সমালোচক এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে না এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন এবং কোম্পানী ইহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন এরূপ অভিমতও অনেকে প্রকাশ করেন; কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। Gilt edged Securityর মোহ এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। বাস্তব সম্পত্তিতে (Real Property) এবং দেশ হিতকর ব্যবসায়ী অনুষ্ঠান সমূহে অর্থ প্রয়োগ নীতি যে ভ্রান্ত নহে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর সম্পত্তির মূল্য না কমিয়া অনেক স্থলে বৃদ্ধিই পাইয়াছে। অন্ততঃ কোম্পানীর কাগজের মূল্যের মত উঠানামা না করিয়া ইহার মূল্য বরাবরই প্রায় একই রহিয়া গিয়াছে।

ভাবিয়া দেখুন দেখি, হিন্দুস্থান যদি চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অর্থ নিয়োগ নীতি অবলম্বন করিত তাহা হইলে আজ তাহার কি দশা হইত?

বাস্তব সম্পত্তি বা Real Propertyতে, শিল্পে এবং জনহিতকর অনুষ্ঠান সমূহে অর্থনিয়োগ নীতি সকল দেশের জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই এই নীতির ফল সন্তোষজনকই হইতেছে। এমন কি ভারতবর্ষেও অন্যান্য জীবন বীমা কোম্পানী এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন এবং আমরা আশা করি এই নীতি অধিকতর অবলম্বিত হইলে এবং দেশের বীমা কোম্পানী সমূহ নানারূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তা করিতে থাকিলে, কোম্পানীর কাজও আশাতীত পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী কেবল যে বীমার কাজ সংগ্রহ বিষয়ে এবং অর্থ-লগ্নী ব্যাপারেই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন তাহা নহে, সোসাইটী তাহার হিসাবপত্রের বই রাখার ব্যাপারে এবং আভ্যন্তরীন ব্যবস্থার দিকেও যথেষ্ট সতর্কতা ও তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছে। সময় ও শ্রমের যাহাতে অপব্যয় না হয় এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করাতে সোসাইটীর কাজ অতিশয় সুশৃঙ্খলতা ও তৎপরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান আপনা হইতেই চলে না। সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এবং অভিজ্ঞতানুযায়ী বিধি

ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিচক্ষণ লোকের সাহায্যে তাহা চালাইতে হয়।

আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি এমন সুন্দরভাবে চলিতেছে এবং আমাদের কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত কাগজপত্র এমন সুচারুরূপে রাখা হয় যে অডিটর, বা Actuaryকে আমাদের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা কার্য্যে কোনরূপ কৈফিয়ত তলব করিতে হয় না।

প্রচারকার্য্যে আপনাদের সোসাইটী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। আপনাদের সোসাইটীর প্রস্‌পেক্‌টাস, ইস্তাহার, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি লোকশিক্ষার অনুকূলে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। এ বিষয়ে আপনাদের সোসাইটী কেবল জনহিতকর কার্য্যই করিতেছেন তাহা ইহা দ্বারা জীবনবীমার পক্ষেও প্রভূত প্রচারকার্য্য করা হইতেছে।

দাবীর টাকা নিষ্পত্তি করিবার সময়েই জীবন বীমার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। এই ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের প্রকৃতি ও অজ্ঞতার বিষয় অবহিত হইয়াই হিন্দুস্থান সত্বর দাবীর টাকা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ইস্তাহার ও চিঠি-পত্র দ্বারা বীমাকারী ও এজেন্টদিগকে পরিষ্কার-রূপে যথাযথ নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে দাবীকারীদিগকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারী বা এজেন্টদিগকে পাঠান হয়। জনসাধারণও আমাদের প্রচারকার্য্যের ফলে সত্বর বীমার টাকা পাইয়া আমাদের কর্ম্ম-পদ্ধতির প্রশংসা করিতেছেন।

উপসংহারে আমি আর একটী কথা বলিতে চাই। আপনাদের সোসাইটী যেভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতেছেন তাহার কথা বলিতে গিয়া আমি "জাতীয়" কথাটী ব্যবহার করিয়াছি। নানা প্রকারে এই ভাবের বিকাশ হইয়াছে। এই সমবায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যে সমস্ত জনহিত-কর প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করা সম্ভব, হিন্দুস্থান সেই সকল অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। জীবনবীমার সাহায্যে আর্থিক মুক্তিলাভ করিতে কোন প্রচেষ্টাই আমরা উপেক্ষা করিব না। জাতির পক্ষেই হউক বা ব্যক্তির পক্ষেই হউক, জীবনবীমা স্থায়িত্বের নিশ্চিত পথ এবং যে কোন দৈবের আশঙ্কা সত্বেও অধিকতর সাহস ও শক্তি দান করে। তাই আমাদের উচিত আমাদের সামান্য সঞ্চিত অর্থও জীবন-বীমায় নিয়োগ করিয়া আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রসার পরিকল্পে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করা। আপনারা সকলে মিলিয়া ইহার সহায়তা করিয়া হিন্দুস্থানকে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক শক্তিশালী অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া তুলুন।
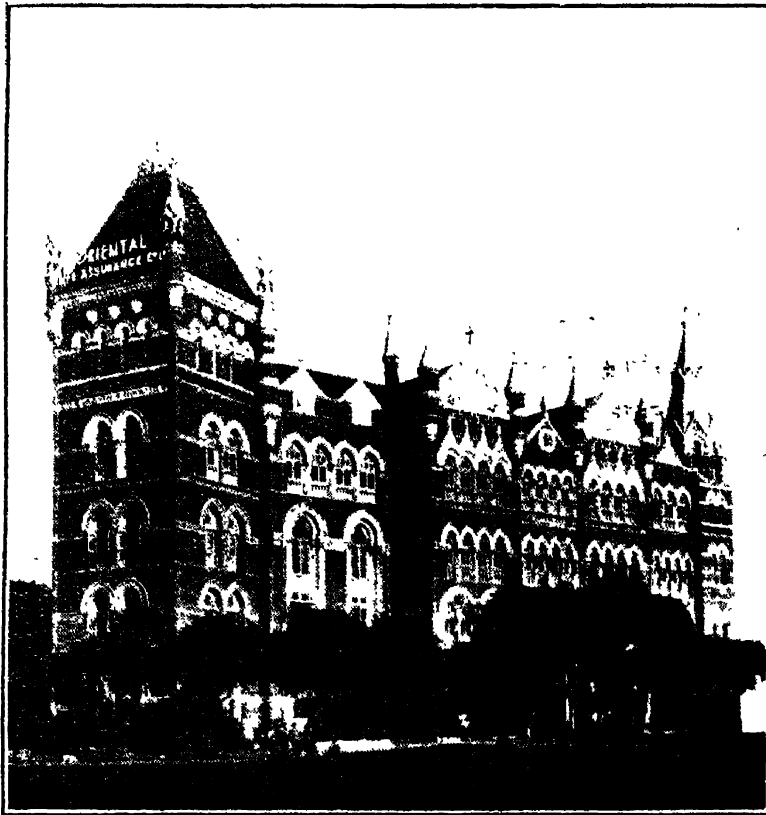
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এই বৎসরে কোম্পানী ৩১০৭৯ খানি আবেদন পত্রে ৭,০৫,১৯৮১৮৲ টাকার

ওরিয়েণ্টালের চেয়ারম্যান মিঃ এস, ই, ওয়ার্ডেন্ জে, পি।

বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে মোট ৫,৪৪, ০৮,৮৯৬ টাকার বীমায় ২৬৪৮১ খানি নূতন পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর বাৎসরিক প্রিমিয়ামের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৯,৮৩,৮৭৪৷৷০। বর্ত্তমানে কোম্পানীর ১,৭৮,৩১২ খানি পলিসিতে বোনাস সহ ৩৮,০৫,৮৯৩৭৩৲ টাকার বীমা চলিতেছে। ইহার মধ্যে অন্য কোম্পানীতে ১৮,০৪,৮২৩, টাকার পুনর্বীমা করা আছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর প্রতি মোট দাবীর পরিমাণ ৮১,৩০,৪৯০৸৭ পাই। তন্মধ্যে মৃত্যুজনিত

দাবীর পরিমাণ ৩৭,৯৭,২৯৩৵২ পাই। মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বশতঃ দাবী ৩৯,২০,১৫৬৷৷১ পাই। এই বৎসরে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ ২,৩৩,৮০,৫৯৬৷১০ পাই; তন্মধ্যে প্রিমিয়ামের আয় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৩/৫ পাই। গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বর্ষে কোম্পানীর

ইন্‌কাম ট্যাক্স বাদে ওরিয়েণ্টাল তাহার অংশীদিগকে এবার প্রতি সেয়ারে ৫০ ৲ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন। বাঙ্গলার যে সকল বীমা কোম্পানী অংশীদিগকে মারিয়া বীমাকারীদিগকে বোনাস্ দিতেছেন, তাঁহাদের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

ওরিয়েণ্টালের ম্যানেজার মিঃ এইচ, ই, জোন্‌স্।

প্রিমিয়ামের আয় ১৮,০৩,০৯০৶৯ পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোম্পানীর মোট ব্যয় ১,৫৬,৮১, ৮৭১৷৴৩ পাই। আয় হইতে ব্যয়ের অঙ্ক বাদ দিয়া কোম্পানীর উদ্বৃত্ত রহিয়াছে ৭৬,৯৮,০২৭৷৷৵৭ পাই। বর্ষশেষে কোম্পানীর তহবিল দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯২৯৷৷৵৬ পাই।

কর্ম্মচারীদিগকেও ওরিয়েণ্টাল এক মাসের বেতন বোনাস্ দিয়াছেন।

এই কোম্পানী দিন দিন কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে নিম্নের তালিকা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৎসর	তহবিল টাকা	মোট চলতি বীমা টাকা	দাবীর প্রদত্ত টাকা	বাৎসরিক আয় টাকা
১৯০০	১,৭১,৭৪,৫৭৪	৭,৪৪,২৮,৭৩৬	১,১০,৯২,৯০৯	৩৪,৯৩,০২০
১৯১০	৩,৭৩,১৭,৬০২	১০,৯৫,৫৩,২০০	৩,০৬,৩১,৬৮৬	৫৯,৭,০২৮৭
১৯২০	৫,৪৬,৩৫,৯৫৭	১৫,৪৪,২৪,৫৯৭	৬,৬৭,২৭,১১১	৯১,০৬,৩২৮
১৯৩০	১০,৩১,৭৪৯৭০	৩৮,০৫,৮৯,৪৭৭	১২,৬৫.৩৩,৬৪৫	২,৩৩,৮০,৫৯৬

বৎসরের পর বৎসর কোম্পানীর এইরূপ ক্রমোন্নতি কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নহে, ইহা তাহাদের যোগ্যতা, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মদক্ষতা ও অধ্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার।

সম্প্রতি এই কোম্পানী স্বামী বা পিতার মৃত্যুতে বীমাকারীর পরিবারের যাহাতে মাসিক অর্থ সাহায্যে অসুবিধা না ঘটে, তজ্জন্য একটি নূতন প্রকারের বীমা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পলিসির নাম "পারফেক্ট প্রোটেক্সন পলিসি"।

ওরিয়েণ্টাল বীমা জগতের একটী বিরাট ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আমরা এই কোম্পানীর অধিকতর সমৃদ্ধি কামনা করি।

কোম্পানীর পরিচালকগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সোরাবজী এড্‌লজী ওয়াডেন জে, পি, চেয়ারম্যান।

সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস নাইট; সি, আই, ই; এম, বি, ই; জে, পি। সার জোসেফ কে, নাইট; জে, পি।

সার ফজল ভাই করিমভাই নাইট, সি, বি, ই; জে, পি। মেয়ার নিসিম, এম-এ,; জে, পি।

সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর (ছোট)কে, সি, আই, ই; ও, বি, ই; এম্, এল, এ; জে, পি।

ওয়াল চাঁদ হীরা চাঁদ।

জে, সি, হ্যানিং জে, পি।

অডিটর—এস্, বি, বিলিমোরিয়া এণ্ড কো", চাঁদভয় এণ্ড বাশোভয়।

পরামর্শদাতা একচুয়ারী এইচ্, ডব্লিউ, ব্রাউন, এফ্, আই, এ; এফ্,এফ্, এ; এডিনবার্গ।

ওরিয়েণ্টালের বেঙ্গল ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী
মিঃ এল্, আর, কৃষ্ণস্বামীয়ার

ম্যানেজার—এইচ, এডউইন, জোন্স্ এফ্, এফ্, এ; এ, আই, এ।

সেক্রেটারী—জি, ডি, সাদারল্যাণ্ড।

বেঙ্গল ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী—এল্, আর, কৃষ্ণস্বামিয়ার।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স লিমিটেড

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং ১৯৩১ সালেও ১৬ লক্ষ টাকার উপর বীমাপত্র প্রদান করিতে পারিয়াছেন। প্রথম বৎসর তাঁহারা যে কাজ করিয়াছেন এবার তাহা অপেক্ষা দেড় গুণেরও বেশী কাজ হইয়াছে। এই নবজাত কোম্পানীর কার্য্যের এইরূপ প্রসার দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, যাঁহারা এই কোম্পানীর কর্ণধার, তাঁহাদের উপর লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। কোন কোম্পানীর কাজ বিস্তারের পক্ষে এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই সব চেয়ে বড় জিনিষ। আমাদের পক্ষে ইহা আরও আনন্দের কারণ হইয়াছে যে, যাঁহাদের চেষ্টায় কোম্পানীর উন্নতি হইয়াছে তাঁহাদের উপর আমাদের বিশ্বাস বরাবরই ছিল। এই বিশ্বাসের প্রতিবিম্ব লোকের মধ্যে দেখিতে পাইলে আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি?

এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স সান্ন্যাল ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং। সান্ন্যাল ব্যানার্জ্জী কোংর অংশীদার মাত্র চারিজন—শ্রীযুক্ত গিরিজা মোহন সান্ন্যাল এম, এ, বি, এল, ; শ্রীযুক্ত সত্য প্রিয় ব্যানার্জ্জী এম, এ. বি, এল, ; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়চৌধুরী বি, এ। ইহাঁরা সকলেই অক্লান্তকর্ম্মী ও অমায়িক প্রকৃতির লোক বিভিন্ন ব্যবসায়ে ইহাঁরা বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

আজ দশবৎসর যাবৎ সান্ন্যাল বানার্জ্জী কোং নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। তাঁহারাই একমাত্র দেশীয় কোম্পানী, যাঁহারা চায়ের বাক্স আমদানী করেন।

শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্ন্যাল

ইংরাজ ও জাপানী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিয়া তাঁহারা এই ব্যবসায় চালাইতেছেন। ইহা ছাড়া ছাপার কালি,

গোয়ালিয়রের চীনামাটীর বাসন, ম্যাঙ্গানীজের খনি এবং চা-বাগান পরিচালন প্রভৃতি ব্যবসায়ে তাঁহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

নানা ব্যবসায় পরিচালনা করিতে করিতে সান্ন্যাল ব্যানার্জ্জী কোংর ম্যানেজিং ডিরেক্টর গিরিজাবাবুর মনে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইন্সিওরেন্স কোং প্রতিষ্ঠার কল্পনা জাগিয়া উঠে এবং যাহাতে কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন গিরিজাবাবু ও নলিনী বাবু কাশীম বাজারের পরলোকগত পুণ্যশ্লোক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সুযোগ্য সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, চা ব্যবসায়ে অগ্রগণ্য ও

শ্রীযুত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী

কোং গোড়া হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সে-জন্য তিনি ইন্সিওরেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর সহিত তাঁহাদের ব্যবসায়ের সংশ্রব ঘটে। ফলে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হয়।

গিরিজাবাবু তখন পরম উৎসাহিত হইয়া তাঁহার ইণ্ডিয়ান্ টি প্লাণ্টার্স এসোশিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ রায়, তাড়াশের ভূম্যধিকারী ও নানা ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রায় রাধিকা ভূষণ রায় বাহাদুর ও চৌগ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায় মহাশয়গণকে ডিরেক্টার করিয়া এবং সান্ন্যাল ব্যানার্জ্জি কোংকে ম্যানেজিং এজেণ্টস্ করিয়া ১৯২৯ সালের শেষ-

ভাগে গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোংর কাজ আরম্ভ করেন।

এতগুলি প্রসিদ্ধ লোকের সহযোগিতায় যাহা আরম্ভ হইয়াছে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডে এই সকল লোককে যোগদান করিতে দেখিয়া ভারত বিখ্যাত বটকৃষ্ণ পাল কোংর স্বত্বাধিকারী স্যার হরিশঙ্কর পাল কে, টি মহোদয়, কাউন্সিল অব ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, বাংলার পরম গৌরব পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় ও কাশীমবাজারের উৎসাহী বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম, এ মহাশয় কোংতে ডিরেক্টার রূপে যোগদান করিয়াছেন।

কোম্পানীর সেয়ার মূলধন এবার প্রায় তিন লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে এবং আদায়ী মূলধন একলক্ষ টাকার উপর উঠিয়াছে। সাধারণ বীমা ব্যাপারে অন্যান্য কোম্পানীতে যে সকল সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়, গ্রেট্ ইণ্ডিয়াতেও সে-সকল ব্যবস্থা আছে; তাহা ছাড়াও কোম্পানীর নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। স্থায়ী অক্ষমতা প্রযুক্ত প্রিমিয়াম দিতে অশক্ত হইলে তাহার ব্যবস্থা

২। নষ্ট পলিসি উদ্ধারের বিশেষ ব্যবস্থা

৩। বীমার মেয়াদ বাড়াইবার ব্যবস্থা

৪। মেয়াদ অন্তে বীমার টাকা সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবস্থার সুযোগ

৫। মেয়াদী এবং যাবজ্জীবন বীমার একত্র সমন্বয়

৬। বোনাসের গ্যারান্টিসহ মেয়াদী বীমা

ইন্সিওরেন্স জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় কোম্পানীর সেক্রেটারী। সান্ন্যাল বানার্জ্জী কোংর ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে গিরিজাবাবু গ্রেট ইণ্ডিয়ার সকল কার্য্য তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে কোম্পানীর ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে

ইঁহারা ইতিমধ্যেই দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পেশোয়ার, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করিয়া বীমা সংগ্রহ সুরু করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত গৌহাটী, পাট্না, পুরুলিয়া, বরিশাল, রংপুর প্রভৃতি স্থানে সাব্ অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, বাঙ্গালীর চেষ্টায় বাংলাদেশে স্থাপিত এই দেশীয় কোম্পানী অচিরে দেশীয় বীমাকোম্পানীগণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করুক এবং বিদেশীয় শোষণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায় হউক।

ডোমিনিয়ন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্‌

সচরাচর দেখা যায় যে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে লোকে সেয়ার কিনিবার জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কেন করে না, তাহার কতকগুলি কারণ এখানে উল্লেখ করিতেছি।

যাহাদের নিকট সেয়ার বেচিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল, যাহাদের টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট ডিপজিট রাখিয়া কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করিতে সক্ষম হইল এবং যাহাদের অর্থের সাহায্যে কোম্পানীর প্রাথমিক খরচাদি নির্ব্বাহ হইয়া নানাদিকে কোম্পানীর শাখা, প্রশাখা স্থাপন এবং এজেণ্টাদি নিয়োগ করা সম্ভব হইল এবং চারিদিক হইতে কাজ আসিতে সুরু হইল—দুঃখের বিষয় সেই সেয়ার হোল্‌ডারদের কথাই অনেক কোম্পানী শেষে ভুলিয়া যান।

আমাদের এই বীমা বার্ষিকীতে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর সেয়ার হোল্‌ডারদিগের বোনাস্‌ ও ডিভিডেণ্ডের যে তালিকা বাহির হইয়াছে তাহা পড়িলেই দেখিতে পাইবেন যে অনেক প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীও বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অংশীদিগকে এক পয়সাও ডিভিডেণ্ড বা বোনাস্‌ দেন নাই। অথচ তাঁহারা ডিরেক্টরদের জন্য মোটা ফি'র ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, ম্যানেজিং এজেণ্টদের জন্য মোটা মাহিয়ানা এবং কমিশনের বরাদ্দ করিয়াছেন, পলিসি হোল্‌ডারদের মাঝে মাঝে ভাল বোনাস্‌ দিতেছেন; এজেণ্ট, সেক্রেটারী প্রভৃতিকে উচ্চহারে কমিশন, মাহিয়ানা এবং ভাতা দিতেছেন; কিন্তু ওই যে গরীব সেয়ার হোল্‌ডারগণ, যাহাদের সমবেত শক্তির উপর এই বিরাট সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সকলেরই পকেটে অল্প বিস্তর টাকা রিণিঝিনি করিতেছে—তাহাদের কথা আর কাহারও ভাবিবার অবসর নাই। এ যেন ঠিক—

"কাজের সময় কাজী
কাজ ফুরুলে পাজী"

তাহাদের দরকার ছিল তখন, যখন কোম্পানীর অস্তিত্বের কথাই কেহ জানিত না—যখন গবর্ণমেণ্টের নিকট ২৫ হাজার টাকার কাগজ ডিপজিট না করিলে কাজ আরম্ভ করারই উপায় ছিল না। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ তখন সেয়ার হোল্‌ডারদের মাথায় করিয়া নিয়া বেড়াইতেন এবং নানা প্রলোভনে ভুলাইতেন। শেষে কাজ হাসিল হইয়া গেলে সকলে মিলিয়া তাহাদের মাথাতেই কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া সুরু করেন।

বীমা কোম্পানীর অংশীদের কথা মনে করিলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপেক্ষিত "ভাই লক্ষ্মণের" কথা মনে পড়ে। অগ্রজের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার জন্য লক্ষ্মণ রামের সহিত স্বেচ্ছায় বনবাসে গেলেন—দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরকাল অগ্রজের জন্য কত দুঃখ কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিলেন—অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করতঃ রাক্ষস বধ করিয়া স্বর্ণলঙ্কা হইতে সতীসাধ্বী সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন—এবং শেষে চৌদ্দ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর যখন দুই ভাই

আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন তখন মহা সমারোহে রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল এবং তাহার পর রামচন্দ্র পরম সুখে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কবিগুরু বাল্মিকী এইরূপে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করাইয়াছেন—ভারতের এই মহাকাব্য পাঠ করিয়া পাঠকদের অশ্রু-ভারাক্রান্ত ব্যথিত পীড়িত হৃদয় হইতে কেবলই প্রশ্ন উঠিতে থাকে,—কিন্তু লক্ষ্মণের কি হইল?—ভ্রাতৃগতপ্রাণ, সাধু, সংযমী, বীর-শ্রেষ্ঠ, মহাযোধ, একনিষ্ঠ সাধক যিনি স্বেচ্ছায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস বরণ করিয়া নিলেন, অযোধ্যার এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে লক্ষ্মণের সেই পরিচিত মুখখানা কই? আর সেই উদ্ভিন্ন-যৌবনা পতিপ্রাণা সতীসাধ্বী লক্ষ্মণের সহধর্ম্মিণী উর্ম্মিলাই বা কোথায়?

অনেক বীমা কোম্পানীর অংশীদারদের অবস্থাও ঠিক রামায়ণে বর্ণিত এই "ভাই লক্ষ্মণের" মত। চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া নানা দুঃখ কষ্ট বাধাবিঘ্ন এবং বিপদের মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিয়া বিজয়শ্রীলাভ করতঃ যখন রাজ্যাভিষেকের আনন্দ কোলাহলে গগন পবন মুখরিত, তখন যেমন লক্ষ্মণের কথা আর কাব্যে স্থান পাইল না

ডোমিনিয়ন ইন্‌সিওরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জে, এন্, ঘোষ।

তেমনি যাহাদের অর্থে বীমা কোম্পানী স্থাপন করতঃ দেশে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল এবং সকলের পকেটেই সচল মুদ্রাগুলি রিণিঝিণি করিতে লাগিল তাহাদের কথাই কর্ম্মকর্ত্তাগণ ভুলিয়া গেলেন।

বহু কোম্পানীতে অংশীদিগের ভাগ্যে শেষে খোসাভুসি জুঠিতেছে বলিয়াই লোকে আর বীমা কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারণ বেশী সুদের লোভেই লোকে বাইরের সেয়ার কিনিতে যায়; নচেৎ গভর্ণমেণ্টের লোন্ এবং বণ্ডত আছেই, সেখানে নির্ব্বিবাদে এবং নিঃঝঞ্ঝাটে টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু বেশী সুদ ত' দূরের কথা, বহু বীমা কোম্পানী অনেক বছর ধরিয়া অংশীদের এক পয়সাও ডিভিডেণ্ড্ দেন নাই, অথচ বীমাকারীদের বোনাস্ এবং আর সকলকেই উচ্চহারে বেতন ও কমিশনাদি দিয়া আসিতেছেন।

ডোমিনিয়নের জিতু ভায়া এই বিশদৃশ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এক নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানাইয়াছেন।

এই কোম্পানীতে অংশীদিগকে সুরু হ'তেই একটা ডিভিডেণ্ড দিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। প্রথম কয়েক বৎসর সকল কোম্পানীতেই লাভ ত'দূরের কথা বরং অপরিমিত খরচ হয়—সুতরাং অংশীদিগকে একটা minimum dividend কোথা হইতে দিবেন—একথা আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে ডোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষগণ আমাদের জানাইয়াছেন যে ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে তাঁহারা যে এলাউয়্যান্স এবং কমিশন পান, সেই টাকা হইতে তাঁহারা এই minimum dividend দিবেন এবং যতদিন যাবত কোম্পানীর কারবারের লাভ হইতে এই dividend না দেওয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের নিজের প্রাপ্য এলাউয়্যান্স এবং কমিশন হইতেই এ ঘাটতি দিয়া যাইবেন।

এরূপ করা যায় কি না সে সম্বন্ধে বিচক্ষণ মতও (Expert opinion) তাঁহারা বিলাত হইতে আনাইয়াছেন এবং তাহার কপি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

If this remuneration (Managing Agent's remuneration) is a legal liability then the fact that a refund is given for any specific objective must be intravires as a man can do with his own money whatever he wants and any Company can receive remittance to pay to stated parties. The point is parallel to the case of a Limited Company, where a loss has taken place and the Managing Director (being the Vendor) hands over a sum to the Company to pay the Preference Dividend. This sum may be equal to his Director's fees, but both transactions are in order."

আমরা আইনজ্ঞ নহি সুতরাং এই মতামতের অকাট্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে কোম্পানীর Articles of Association দ্বারা ম্যানেজিং এজেণ্টদিগকে যে পরিমাণ allowance ও কমিশন দিতে কোম্পানী দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই টাকাটা তাঁহারা যদি অংশীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং কোম্পানীকে তদ্বাবদ একটা valid release বা রসীদ লিখিয়া দেন তবে এই ব্যবস্থায় কাহারও কোনও ক্ষতি বা অনিষ্ট হইবার রাস্তা থাকে না।

আমরা বরাবর বলিয়া থাকি জিতু is a brainy fellow. তাহার মাথায় অনেক রকমের ফন্দী আছে। উপযুক্ত সহকর্ম্মী জুটিলে এবং সততার সহিত আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে তাঁহাদের এই নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

বীমা কোম্পানীর সেয়ার ক্যাপিট্যাল বা মূলধন সংগ্রহ করার পথে যে বাধা জন্মিতেছিল, ডোমিনিয়ন এই নূতন ব্যবসায় দ্বারা তাহা দূর করিয়াছেন। অংশীগণ এখন সেয়ার কিনিলেই বছর বছর একটা ডিভিডেণ্ড পাইবার গ্যারাণ্টি পাইবেন। এসম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট পত্র লিখিলেই সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে এই ব্যবস্থায় ডোমিনিয়ন অংশীদিগকে এই বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিয়াছেন।

ডোমিনিয়মের দ্বিতীয় স্কীম হইতেছে—Combined and Annuity Insurance.

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৪৫ বৎসরের পর অনেক কোম্পানী আর জীবন বীমা গ্রহণ করে না। অথচ জীবনের এই সময়ে লোকের অবস্থাও স্বচ্ছল হয় এবং সঞ্চয়ও কিছু হইয়া থাকে। বিলাত এবং আমেরিকায় ৪৫ হইতে ৬০ বছরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী Annuities বিক্রয় হয় এবং সাধারণ বীমাও সংগ্রহ হয়। এই সময়কার পলিসি সমূহের মধ্যে Lapseএর পরিমাণও অনেক কম, কারণ সকলেরই এই বয়সে কিছু না কিছু সঞ্চয় হইয়া থাকে।

ডোমিনিয়ন এই বয়সের বীমা প্রচলন করিয়া যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানিতে চান তাঁহারা ৫।৬ নং হেয়ারষ্ট্রীটে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিলেই সকল কথার জবাব পাইবেন।

মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্

দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও নানারূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিতে হইলে সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীর বিরাট শক্তি যে একান্ত প্রয়োজন তাহা আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বড়ই সুখের বিষয় এই যে, দেশবাসী এই সত্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশেও বহু ব্যবসায়ীর এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় কয়েকটী বীমাকোম্পানী স্থাপিত হইয়া জীবন বীমার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্ এই সমস্ত বীমা কোম্পানীর অন্যতম।

গত ১৯৩০ সালের মে মাসে এই কোম্পানী কলিকাতায় সর্ব্ববিধ বীমাকার্য্যের নিমিত্ত যথারীতি রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া ও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রয়োজনীয় আমানত দিয়া উক্ত ৩০ সালের শেষাশেষি জীবন বীমার কার্য্য আরম্ভ করেন এবং

অত্যল্প কালের মধ্যে আশাতীত কাজ সংগ্রহ করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সমাজের—তথা ব্যবসায়ী সমাজের নেতৃগণের মধ্যে অনেকেই এই কোম্পানীতে যোগ দিয়াছেন। স্যর নীলরতন সরকার, স্যর হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সর্ব্বজন-মান্য নেতৃবৃন্দ ইহার অন্যতম ডিরেক্টার। মৃতপ্রায় বঙ্গলক্ষ্মীর দেহে যাঁহারা পুনরায় জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, সেই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যও ইহার ডিরেক্টর হইয়াছেন। ফলতঃ ইঁহাদের দুইজনের চেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইঁহারা মেসার্স ভট্টাচার্য্য চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী নামে ইহার ম্যানেজিং এজেন্সীর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের ম্যানেজিং এজেন্সীর বিশেষত্ব এই যে, কোম্পানীর পরিকল্পনা ও সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত ইঁহারা এক পয়সাও নিজেদের পারিশ্রমিক বাবদ ল'ন নাই, সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবেই কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন।

সচ্চিদানন্দ বাবুর ন্যায় বহুমুখীন প্রতিভাশালী অক্লান্তকর্ম্মী, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একনিষ্ঠ গভীর স্বদেশপ্রেমিক এবং নীরব সাধক বাঙ্গালীর মধ্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর বুকের শোণিত দিয়া গড়া বঙ্গলক্ষ্মী যখন যায় যায় হইয়াছিল, তখন একদল লোক কেবল পঞ্চমুখে লাহিড়ী ও চক্রবর্ত্তী সাহেবের শ্রাদ্ধ করিতেছিল; আর একদল যাহারা গরীব এবং অর্থহীন, তাহারা কেবল হায়, হায়! করিতেছিল;—আর তৃতীয় একদল যাঁহারা ধনী, সঙ্গতী এবং বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন—যাঁহাদের টাকার সরকারী "ওয়ারলোন" এবং "ওয়ার বণ্ড্" oversubscribed হইয়া থাকে—তাঁহারা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া ঠারে ঠোরে প্রতিবেশীদের নিকট নিজেদের বিষয়বুদ্ধির বহর জাহির করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছিলেন, "আমরাত চিরকালই ব'লে আস্ছি, দেশী লোককে বিশ্বাস নেই! দেখ্লেত কেমন ভরা মার্‌লে!"

এইরূপ আলাপ আলোচনায় দেশ যখন মুখর এবং বঙ্গলক্ষ্মীর প্রদীপ নির্ব্বানোন্মুখ, তখন দেশের লোক বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া শুনিল, কে এক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য, রায় বাহাদুর সতীশ চৌধুরীর সহিত মিলিত হইয়া এই ডুবো জাহাজ গভীর দরিয়া হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তখন নানালোক নানা-কথা বলিয়াছিল এবং অতিবুদ্ধিরা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন "বঙ্গলক্ষ্মীকে রক্ষা করা শিবের অসাধ্য।" আজ সমগ্র দেশবাসী আরও বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতেছে যে ইঁহারা এই শিবের অসাধ্য বিষয়ও সুসাধ্য এবং সম্ভবপর করিয়া আনিয়াছেন। ইঁহাদের ন্যায় এইরূপ কার্য্যদক্ষ, লব্ধ প্রতিষ্ঠ পরিচালকবর্গের পরিচালনায় কোম্পানীর কার্য্য অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে যত জীবন বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যে এক নিউ ইণ্ডিয়াই কোম্পানীর কার্য্যারম্ভের প্রথম বৎসরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ জোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা অবগত হইলাম যে মেট্রোপলিটন্ নিউ ইণ্ডিয়াকেও হারাইয়া দিয়াছে। ইহা কার্য্যারম্ভের প্রথম বৎসরেই যে পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিয়াছে, এতাধিক কাজ এ পর্য্যন্ত ভারতের আর কোনও কোম্পানী জোগাড় করিতে পারে নাই। ইতি-

মধ্যেই কোম্পানী সমগ্র ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং এই সকল স্থান হইতে বীমা সংগ্রহ করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আরও সুখী হইলাম যে এই অত্যল্প কালের মধ্যেই এই কোম্পানীর সংগৃহীত বীমার পরিমাণ প্রতি মাসেই তৎপূর্ব্ব মাস হইতে আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে সমস্ত বিশেষত্বের জন্য মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এই অত্যল্প কালের মধ্যে এরূপ জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছে তাহার কয়েকটী কারণ এই :—

১। এই কোম্পানী কোনও অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না লইয়াই প্রতি পলিসিতে স্থায়ী অক্ষমতার জন্যও দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২। বীমা অভিজ্ঞগণের অবধারিত সর্ব্বনিম্ন হারের উপর মাত্র ৩৲ হিসাবে অতিরিক্ত লইয়াই এই কোম্পানী মহিলাগণের জীবন বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং এইরূপ বীমা গ্রহণের অন্তরায় স্বরূপ কোনও বিশেষ বাধা এই কোম্পানী সৃষ্টি করেন নাই।

৩। ত্রৈমাসিক বা অর্দ্ধ বাৎসরিক হিসাবে প্রিমিয়াম দিলেও তজ্জন্য কোম্পানী কোনও অতিরিক্ত (extra) প্রিমিয়াম দাবী করেন না—এবং বীমার পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা বা তদধিক হইলে মাসিক হিসাবে টাকা দিলেও তজ্জন্য কোনও অতিরিক্ত চাঁদা দিতে হয় না, অধিকন্তু বাৎসরিক হিসাবে টাকা দিলে প্রিমিয়ামের উপর শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে মাপ দেওয়া হয়।

৪। মাত্র দুই বৎসর প্রচলিত থাকিলেই কোম্পানী প্রত্যর্পণ মূল্য এবং চাঁদা শোধ (paid-up) বীমাপত্র প্রদান করেন।

৫। প্রত্যর্পণ মূল্যের শতকরা পঁচানব্বই টাকা পর্য্যন্ত বীমাকারীকে কর্জ্জ দেওয়া হয়।

৬। বাকী পড়া প্রিমিয়ামের টাকা না দিয়াও নষ্ট পলিসির পুনরুদ্ধার করা যায়।

৭। সর্ব্বোপরি ভট্টাচার্য্য এবং চৌধুরী মহাশয়দ্বয় "বঙ্গলক্ষ্মী"র উদ্ধারকল্পে সমগ্র ভারতে যে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই এই নবজাত কোম্পানীর অসাধারণ সাফল্য লাভের মূলসূত্র। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি Credit Institutionএর আসল ভিত্তিই হ'চ্ছে লোকের বিশ্বাস ও আস্থা।

৮। যে সকল কোম্পানীর মূল পরিচালকগণের উপর লোকের বিশ্বাস ও আস্থা আছে তাহাদের উন্নতি অনিবার্য্য। বাঙ্গালীর চেষ্টায় বাঙ্গালীর মূলধনে এবং বাঙ্গালীর পরিশ্রমে স্থাপিত ও ব্যবসাক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিচালকবর্গের দ্বারা এই কোম্পানীর অত্যল্পকালের মধ্যেই এইরূপ আশাতীত উন্নতিতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

কোম্পানীর এই সাফল্যের জন্য ইহার সেক্রেটারী বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞ মিঃ, বি, বি, মজুমদার এবং ভূতপূর্ব্ব স্বরাজী মালসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

আজমীর

আজমীরের জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটির বাৎসরিক বিবরণ সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে। বাৎসরিক সভায় চেয়ারম্যান মহাশয় কোম্পানীর যে অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই কোম্পানীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ১২,২৫,৬৪৭।।/৩ পাই। দাবীর টাকা, কমিশন খরচ, প্রত্যর্পণ মূল্য, পুনর্বীমা, আয়কর, লভ্যাংশ বিতরণ প্রভৃতি সমুদয় খরচ ধরিয়া মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬,৬৫,৮৭৭।।৵১১ পাই। ইহাতে কোম্পানীর ৫,৫৯, ৭৬৯৷৶/৪ পাই তহবিল দাঁড়াইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থায় সকল ব্যবসায়ের নিদারুণ ক্ষতি হইয়া থাকিলেও জেনারেল এসিওরেন্স কোম্পানী এই বৎসরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীমার কাজ করিয়াছেন। ইহা পরিচালক গণের কৃতিত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

কর্ম্মদক্ষতাই জেনারেলের একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে, কর্ম্ম প্রসারের সহিত ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থায় এই কোম্পানীটি তাহার আর্থিক উন্নতির যেরূপ নিশ্চিত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য কোম্পানীর আদর্শের বিষয়। একদিকে জেনারেলের কাজের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে তেমনি ব্যয়ের পরিমাণ কমানো হইতেছে। ইহাতে বীমাকারী এবং কোম্পানী উভয়েই লাভবান হইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী আট পারসেন্ট ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াছেন। ব্যয়সঙ্কোচ সকল
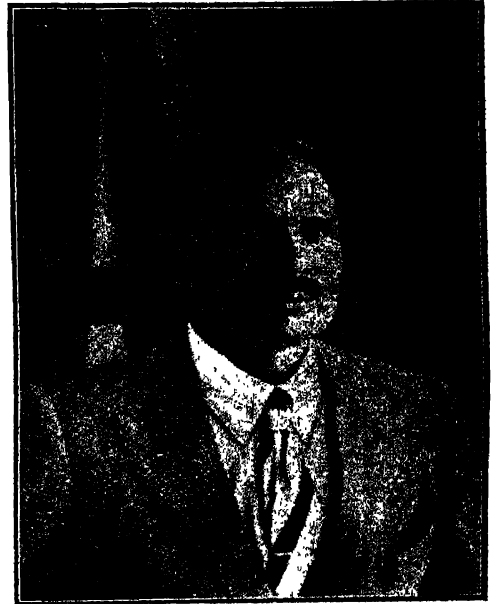
জেনারেল ম্যানেজার—
মিঃ পি, ডি, ভারগোবা

ব্যাপারে প্রশংসনীয় না হইলেও ব্যবসা পরিচালনের পক্ষে ইহা উন্নতির একটি প্রধান

উপায়। জেনারেল যথাসময়ে সে উপায় অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ীর পরিচয় দিয়াছেন।

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর কলিকাতা শাখা আফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—
মিঃ বি, রায়

কর্ম্মচারীর বেতন সম্পর্কেও ইঁহারা কম হিসাবী নহেন। চেয়ারম্যানের প্রদত্ত বক্তৃতায় দেখা যায় যে, ইহাদের বেতনের খরচের হার মাত্র ৮.৭৮; কোম্পানীটি কিরূপ সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া পরিচালিত হইতেছে ইহা তাহারই প্রমাণ। ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর যে ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাও কোম্পানীর এই পরিচালন বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিচ্ছবি।

চেয়ারম্যান মহাশয় জানাইয়াছেন, যে সিকিউরিটি প্রভৃতির বাজার দর ওঠা নামার জন্য ১,৭৭,০৯৩৶৬ পাই আলাদা রাখিয়াও কোম্পানীর চারি লক্ষ টাকার উপরে তহবিল উদ্বৃত্ত থাকে। ইহাতে কোম্পানী আজীবন বীমায় হাজার করা ২২॥০ টাকা এবং এণ্ডাউমেণ্ট বীমায় হাজার করা ১৮৲ হিসাবে বোনাস্ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অংশীদারগণকে শতকরা দশ টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছে।

জেনারেল এসিওরেন্স কোম্পানী বীমা জগতের একটী বিশেষ শক্তিশালী ও উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় শাখার ম্যানেজার মিঃ বি, রায়ের তত্ত্বাবধানে "জেনারেল এসিওরেন্সের" বাংলার কাজ দিন দিন বাড়িতেছে। আমরা এই কোম্পানীর আরও উন্নতি কামনা করি।

———

প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্‌

জীবন বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে অতিশয় ধীরে ধীরে জনসাধারণের জ্ঞানোন্মেষ হইতেছে; উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী সমূহ বিভিন্ন প্রকারের চিত্তাকর্ষক নূতন নূতন স্কীম্‌ বাহির করিয়া চিন্তাশীল নরনারীর মধ্যে বীমা প্রসারের উপায় করিয়া লইতেছেন। এই সকল উন্নতিশীল কোম্পানীর মধ্যে বোম্বাই-এর "প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী" অন্যতম।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর এই কোম্পানীটি সংগঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সরকারী ডিপজিট দেওয়ার পরে ইঁহারা ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম বৎসরেই কোম্পানী ১১,৫৩,০০০৲ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রায় আট লক্ষ টাকার পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। এই কার্য্যে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক আয় দাঁড়াইয়াছে ৪১,৫৭৯৲ টাকা। বর্ত্তমান বীমাক্ষেত্রে কঠোর প্রতিযোগিতার বিষয় মনে করিলে প্রথম বৎসরেই এত কাজ সংগ্রহ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

প্রথমে এই কোম্পানীটি, হুব্‌লীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মিঃ ভি, এ, ওয়াইকর এবং বোম্বাইএর ইন্‌কাম-ট্যাক্স অভিজ্ঞ, সুপরিচিত মিঃ বি, এল, খোসার কর্তৃক গঠিত হয়। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার মিঃ ডি, সি, এইচ, দীনশা এই কোম্পানীর পরিচালন কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। দীনশা একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী; তাঁহার নাম না জানেন এরূপ লোক বোম্বাই এবং লাহোরে অতি কম আছেন। তাঁহার পরিচালনে কোম্পানী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্যবসায়ের এই মন্দার দিনেও "প্রভাতের" কাজ অত্যাশ্চর্য্য রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রভাত ইন্‌সিওরেন্সের পলিসির সর্ত্তের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নাই। ইহাতে উপযুক্ত পরিমাণ নগদ টাকা অথবা কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা আছে; পলিসি paid-up করিবার সুব্যবস্থাও আছে। ইহার উপরে পলিসিতে automatic non-forfeiture এর সুবিধার সর্ত্তও আছে। ইহাতে পলিসি নষ্ট হইবার আশঙ্কা খুব কম। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগণের উচ্চাদর্শে লাগিয়া থাকার ফলে ভারতের সর্ব্বত্র এই কোম্পানী বীমাকারিগণের বিশ্বাস ও প্রতিযোগী কোম্পানীগুলির শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহার কয়েকটি বিশেষত্ব নিম্নে প্রকাশ করা হইল:—

১। প্রত্যেক পলিসিতে কেবল জীবনের দায়িত্বই গ্রহণ করা হয় না, দুর্ঘটনা বা কঠিন পীড়ায় স্থায়ী অক্ষমতার দায়িত্বও গ্রহণ করা হয়; এবং তজ্জন্য কোনও অতিরিক্ত চার্জ্জ করা হয় না।

২। পলিসি গ্রহণ করিবার সময় হইতে বীমাকারী পৃথিবীর যে কোনও দেশে ভ্রমণ বা

বাস করিতে পারেন ; তজ্জন্য কোনও অতিরিক্ত চার্জ্জ করা হয় না।

৩। কোম্পানী অতি সামান্য অতিরিক্ত হারে শিক্ষিতা ভদ্র মহিলাদের জীবন বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রিমিয়াম বন্ধ করিলেও অনেক কাল পলিসি রক্ষা করা হয়।

৬। কোম্পানীর নিকট টাকা পাঠাইবার সময় বীমাকারিগণ প্রিমিয়াম হইতে মনিঅর্ডার কমিশন বা টাকা পাঠাইবার অন্য খরচ কাটিয়া

ডিরেক্টর—মিঃ, ভি, এ, ওয়াইকর

৪। অতিরিক্ত কোনো চার্জ্জ না লইয়া কোম্পানী ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম গ্রহণ করেন।

৫। পলিসি সহজে বাতিল হয় না। কিছুকাল টাকা দিবার পরে সাময়িক অক্ষমতার জন্য

রাখিতে পারেন। বীমাকারিগণকে এরূপ সুবিধা এযাবৎ অন্য কোন কোম্পানী দেন নাই।

এই সকল সুবিধা ব্যতীত এই কোম্পানীর আরও কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। Triple Benefit, Double Anticipatory, Single

payment, Educational Annuity, joint Life Policy প্রভৃতি এই কোম্পানীর কয়েকটী চিত্তাকর্ষক পলিসি, যুক্তজীবন বীমার পলিসিতে একই ফার্ম্মের দুই অংশী অথবা স্বামী-স্ত্রী একত্রে বীমা করিতে পারেন। আজীবন বীমা হইলে একজনের মৃত্যুতে অপর জনকে টাকা দেওয়া হয়। মেয়াদী বীমায় মেয়াদ অন্তে বাঁচিয়া থাকিলে উভয়কেই টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়; অথবা একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে সব টাকাই দিয়া দেওয়া হয়।

বাঙ্গলা দেশে এই কোম্পানী গত দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত কাজ করিতেছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সুবিখ্যাত বীমাবিদ্‌ ও লেখক মিঃ বি, বি, দত্ত সম্প্রতি ইহার কলিকাতা শাখার ম্যানেজারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মিঃ দত্তকে জানি, এবং তাঁহার বীমা বিষয়ক প্রবন্ধাদি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। বাংলাদেশে বহু লোক বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন; কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে অতি অল্প লোকই বীমা বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিয়া

প্রভাত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—
মিঃ বি, বি, দত্ত

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকেন। মিঃ দত্তের লেখা সরস এবং চিন্তাপূর্ণ এবং তাঁহার আলাপ ব্যবহার বিশেষ মধুর। এরূপ লোকের সাহচর্য্য পাওয়া কোম্পানীর পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পর হইতে কোম্পানী সর্ব্বদিকে উন্নতি লাভ করিতেছেন। এজেন্ট, বীমাকারী ও কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সহিত সদ্ব্যবহারে মিঃ দত্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই কোম্পানীর বাঙ্গলা দেশের শাখার মধ্যে মিঃ দত্তের সেক্রেটারী মিঃ জি, লাইবেনহলস্, মেসার্স এস, কে, গুহ, এম, আর, দাস এজেন্সী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মিঃ এন, সি, চৌধুরী এজেন্সী অর্গানাইজার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রভাত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সুপ্রভাত আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্মুখে।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীর একটি বীমা প্রতিষ্ঠান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জে, সি, দাস কর্ত্তৃক কোম্পানীটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবন বীমার কাজ আরম্ভ হয় ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে। এই কোম্পানীর প্রথম পঞ্চম বাৎসরিক রিপোর্ট সবেমাত্র বাহির হইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসর কাজের ফলেই কোম্পানী বীমাকারীদিগকে হাজার করা পঞ্চাশ টাকা বোনাস্ ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নূতন কোম্পানীর পক্ষে ইহা অসাধারণ সাফল্যের পরিচয়। ইহা তাঁহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিচয়ও বটে।

প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় এবং বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি বীমাকারীদিগকে যেমন সুযোগ সুবিধা দিয়া থাকেন, এই কোম্পানীও তাহাদের পলিসি কণ্ট্রাক্টে সেই সকল সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আটোম্যাটিক এক্সটেন্‌শন্ বেনিফিট্ Automatic Extension Benefit, Permanent Disability Benefit পলিসির উপর টাকা কর্জ্জ, নষ্ট বীমা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা, গৃহ নির্ম্মাণ পলিসি অন্যতম। প্রত্যর্পণ মূল্যের শতকরা ৯৪ ভাগ টাকা ৬৲ টাকা হারে সুদ লইয়া বীমাকারীকে কর্জ্জ দেওয়া হয়। পলিসি নষ্ট হইয়া গেলে অতীতের বাকী প্রিমিয়াম না দিয়াও পলিসি রক্ষার ব্যবস্থা আছে।

গৃহ নির্ম্মাণ পলিসি ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের একটি প্রধান বিশেষত্ব। এই প্রকারের পলিসিতে কোম্পানী বীমাকারীর গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাধারণ সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। পলিসির দাবীর সময় না হইলে আসল টাকা পরিশোধ না করিলেও চলে। কেবল তাহাই নহে, যদি পলিসির প্রিমিয়াম এবং কর্জ্জ টাকার সুদ নিয়মিতরূপে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোম্পানী আর কর্জ্জের আসল টাকা চাহিতে পারেন না।

কলিকাতার কয়েকজন ব্যবসা-অভিজ্ঞ ব্যক্তি

কর্ত্তৃক এই কোম্পানীটি পরিচালিত হইতেছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর মিঃ জে, সি, দাস বি, এস্‌, সি, কম (ইউ, এস্‌ এ) কোম্পানীর organisationএর ভার লইয়াছেন।

কোম্পানী এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় লক্ষ টাকার পলিসি ইস্যু করিয়াছেন এবং বীমা কোম্পানীর আইনানুযায়ী ২ লক্ষ টাকার সিকিউরিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট জমা দিয়াছেন, ইহাও তাঁহাদের কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয়।

যাহা চক্‌ চক্‌ করে তাহার সবই যেমন সোণা নহে, এবং মোটা শরীর বিশিষ্ট হইলেই মানুষ যেমন শক্তিশালী হয় না, সেইরূপ বীমা কোম্পানীর খুব বড় ফাণ্ড থাকিলেই সেই কোম্পানী ভাল কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বীমা কোম্পানীর ফাণ্ড তৈয়ার করা হয় তাহার দেয় টাকার (liabilities) অনুপাতে। তাই যে কোম্পানীর যত বড় ফাণ্ড তাহার দেয় টাকার (liabilities) পরিমাণও সেই অনুপাতে তত বেশী। বীমা কোম্পানীর ভাল মন্দ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সেই সেই কোম্পানীর দেয় টাকার (liabilities) অনুপাতে ফাণ্ড যথেষ্ট আছে কিনা এবং সেই ফাণ্ডের টাকা কোথায় কি ভাবে লগ্নী করা আছে, ও কার্য্য সুপরিচালনার দ্বারা উক্ত কোম্পানী কত বেশী বোনাস্‌ দিতে সক্ষম। ফাণ্ডের টাকা হইতেই দেয় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে—তাই সেই

ক্যালকাটা ইন্‌সিওরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা—মিঃ জে, সি, দাস।

ফাণ্ডের টাকা যদি বিশেষ ভাল সিকিউরিটিতে লগ্নী করা না থাকে অর্থাৎ তাহা সম্পূর্ণ আদায় না'ও হইতে পারে। যদি এরূপ সিকিউরিটিতে লগ্নী করা থাকে তবে শুধু কাগজে কলমে বড় ফাণ্ড দেখাইলেও সেই কোম্পানীর অবস্থা ভাল বলিয়া ধরিয়া লইবার কোন কারণ নাই এবং তাহার অবস্থা সন্দেহজনক ইহাই বলা যায়।

প্রত্যেক নূতন কোম্পানীকেই প্রথম কয়েক বৎসর অতিরিক্ত টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাই তখন দেয় টাকার অনুপাতে উপযুক্ত ফাণ্ড তৈয়ার করা অনেক কোম্পানীর পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। পুরাতন অনেক কোম্পানীর হিসাব পত্র দেখিলে জানা যাইবে যে, অনেক কোম্পানী তাহাদের প্রথম দশ পনর বৎসরেও উপযুক্ত ফাণ্ড তৈয়ার করিতে পারে নাই—বোনাস দেওয়া ত'দূরের কথা! কিন্তু কলিকাতা ইন্‌সিওরেন্স তাহার প্রথম ভ্যালুয়েসনেই অর্থাৎ তাহার প্রথম পাঁচ বৎসরের হিসাব যাহা গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত য়্যাক্‌চুয়ারি দ্বারা করা হইয়াছে, তাহাতেই দেখা গিয়াছে যে, এই কোম্পানী উপযুক্ত ফাণ্ড রাখিয়াও অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে এবং বীমাকারীদিগকে বোনাস্ দিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই কোম্পানীর ফাণ্ডের টাকাও যে বিশেষ ভাল সিকিউরিটিতে লগ্নী করা আছে, তাহা ইহার ব্যালেন্স সিট এবং গভর্ণমেণ্টের ইয়ার বুক দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে। যে কোম্পানী প্রথম বৎসর হইতেই বীমাকারীদিগকে বোনাস্ দিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই কোম্পানীর বোনাসের অঙ্ক যে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বীমাকারীদিগকে যতরূপ সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার সব রকম বন্দোবস্তই এই কোম্পানীতে আছে।

বীমাকারীগণ নিজের বাড়ী ঘর করিতে যাহাতে এই কোম্পানীর নিকট অল্প সুদে অর্থ সাহায্য পাইতে পারেন, তাহার এবং আরও অনেক সুবিধা দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ইতিমধ্যেই প্রায় এক লক্ষ টাকা বীমাকারীদিগকে বাড়ী করিবার সাহায্যে দেওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানীর এজেণ্টগণও যাহাতে নিজের বাড়ী ঘর করিতে পারেন তাহার সাহায্যের জন্যও উক্তরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এখন বাঙ্গালী যদি তাঁহাদের নিজস্ব এরূপ সর্ব্ব বিষয়ে ভাল একটি কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন তবে এদেশের উন্নতি আর কে করিবে? জ্যাক্, টম্,হ্যারী এবং "নিবরাম টাকা দিব না দাম" ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালারা যে করিবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ১৯০৮ সালে স্থাপিত হইবার পর হইতেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করতঃ কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। কোম্পানীর ক্রমোন্নতিই তাহার বর্ত্তমান সাফল্যের পরিচায়ক। এই কোম্পানী বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি বীমার কার্য্য বাড়াইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করে নাই। ১৯২১ সালে যখন ইহার নূতন কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইবার চেষ্টা হয়, তখন বিশেষ হিসাব পরীক্ষক (Actuary) দ্বারা ইহার কার্য্যপদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়। তদবধি ইহা প্রত্যেক বৎসরেই সম্ভবমত নূতন বীমার কার্য্য সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে ও ইহার উন্নতি খুব দ্রুত না হইলেও খুব নিশ্চিত ও সন্তোষজনক।

এই কোম্পানীর সম্বন্ধে বীমা জগতের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ হিসাব পরীক্ষক ইহার প্রথম ভ্যালুয়েশনের পর ১৯১৪ সালে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল" ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানীকে কার্য্যারম্ভ করার পর চারি বৎসরের মধ্যে আসল প্রিমিয়ামের উপর ভ্যালুয়েশন করিয়া লাভ বণ্টন করিতে দেখেন নাই। ১৯২৯ সালের ভ্যালুয়েশনের পর ইহার বিশেষ হিসাব পরীক্ষক বলিয়াছেন যে, এই কোম্পানী যেরূপ ভাবে ব্যয় সঙ্কোচের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ইহার উজ্জ্বলতর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

ইহার চিত্তাকর্ষক বিশেষত্বগুলির মধ্যে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্থাপনাবধি কখনও কোনও ভ্যালুয়েশনে অপরাপর অনেক কোম্পানীর মত কোনও ঘাটতি (deficit) দেখা যায় নাই। অনেক কোম্পানী বৎসর বৎসর খুব বেশী পরিমাণ নূতন বীমা সংগ্রহ করার জন্য গর্ব্ব অনুভব করে ও খুব বেশী পরিমাণ জীবন বীমা ফণ্ডের উপর বীমা করণেচ্ছু জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের হতবুদ্ধি করিয়া দেয়। কিন্তু যখনই কোন বীমা করণেচ্ছু ব্যক্তি সেই সকল কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের নিকট তাহাদের কোম্পানীর অতীত ইতিহাসের কথা উত্থাপন করেন, তখনই তাঁহারা—প্রত্যেক কোম্পানীর প্রারম্ভে এরূপ ঘাটতি পড়িয়া থাকে—ইত্যাদি কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল কোম্পানীর কখনও ঘাটতি পড়ে নাই, তাহাদের কথা উল্লেখ করিতে তাঁহারা সুবিধাবাদীর ন্যায় বিস্মৃত হইয়া যান। বস্তুতঃ অধিক পরিমাণ জীবন বীমা ফণ্ড অধিক পরিমাণ দায়িত্বেরই (liabilities) পরিচায়ক। কারণ যে কোম্পানীর খুব বেশী পরিমাণ জীবন বীমা ফণ্ড আছে তাহাকেই নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। আমাদের বিশেষ সাবধানতার

সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কোন্ কোম্পানীর দায়িত্বের উপর কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত টাকা ইহার জীবন বীমা ফণ্ডে রক্ষিত হইয়াছে। ইহাই কোম্পানীর নিরাপদত্ব নির্দ্ধারণ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়াংশেরও কম টাকা ইহার বীমাকারীগণকে বণ্টন করিয়া এক তৃতীয়াংশেরও অধিক টাকা জীবন বীমা ফণ্ডে মজুত রাখিয়াছে। ইহাতে ইহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার—মিঃ এস্, বি, মিত্র।

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বাৎসরিক বীমা পুস্তকে (Insurance year Book) দেখা যায় যে, এই কোম্পানীর (India Equitable) সমসাময়িক অনেক কোম্পানীই উদ্বৃত্তের শতকরা ৯০ হইতে ৯৭ টাকা পর্য্যন্ত বীমাকারীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া শতকরা ৩ হইতে ১০ টাকা মাত্র জীবন বীমা ফণ্ডে মজুত রাখিয়া থাকে। কিন্তু ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল গত ভ্যালুয়েশনের উদ্বৃত্তের দুই

হিসাব পরীক্ষকের ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এই কোম্পানী কয়েক বৎসর হইতে দাবীর টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই এই কোম্পানী দাবীর টাকা মিটাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ টাকা চারি মাসের মধ্যে প্রদত্ত না হইলে ইঁহারা দাবীর টাকার উপর

সুদ দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের বিবরণ হইতে জানা যায় যে দাবীর টাকা দিবার কালে Technical defect বা পারিভাষিক দোষ দেখাইয়া কিম্বা নানারূপ ছুতানাতা তুলিয়া ইঁহারা দাবীর টাকা দিতে অনর্থক দেরী করেন না, কিম্বা বাধা তোলেন না। এ সম্বন্ধে ২৯ having been paid in some cases even within a week from the date of death."

গত ভ্যালুয়েশনের ফল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই কোম্পানী প্রতি হাজারে বার্ষিক ১৫ টাকা লাভ বণ্টন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং বীমা ফণ্ডের প্রতি শত টাকায়

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের জেনারেল সেক্রেটারী—মিঃ পি, চৌধুরী

সালের ভ্যালুয়েশন রিপোর্টে একচুয়ারী যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"I am glad to note that the Company has followed my suggestions, and now promptness in payment of claims is one of their chief attractions, claims

১৫ টাকা লাভ হইয়াছে। এই প্রকারের লাভ এই কোম্পানীর সমসাময়িক কোনও ভারতীয় বীমা কোম্পানী দেখাইতে পারে নাই। ইহা কোম্পানীর তত্ত্বাবধায়কগণের বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

উক্ত ভ্যালুয়েশন বিবরণী হইতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিচালকগণ বর্ত্তমানে

যেরূপ ব্যয়সঙ্কোচে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতে খরচেরও অনুপাত বিশেষভাবে কমিয়া যাইবার আশা করা যায়। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার ভ্যালুয়েশনে আরও বেশী উদ্বৃত্ত দেখা যাইবে ও বীমাকারীগণ আরও উচ্চহারে লাভ পাইতে পারিবেন।

আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী ১০৬৭খানি আবেদন পত্রে ১৮,৩৬০০০৲ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে মোট ১০৭০৫০০ টাকার বীমায় ৮২৫ খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর বার্ষিক আয় ৭৪,৩৩১ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের মোট আয় ৩,৭০,৩৩০৲ টাকা। ইহার মধ্যে বীমা তহবিল ১১৪৭৭৬৩৲ টাকা। কোম্পানীর বর্ত্তমান মোট তহবিল ১৩,০০০০০ টাকা। মৃত্যু ও মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বশতঃ কোম্পানীর প্রতি ৯৪,২৮৩৩৸৶৬ টাকা দাবী হইয়াছে, তন্মধ্যে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ বোনাস্ সহ ৬০,২২৬৮৬ টাকা। অন্য বাবদে ৩৪,০৫৭৶০ টাকা। বীমাকারীদের মধ্যে আলোচ্য বর্ষে মাত্র ৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহা কোম্পানীর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। এ বৎসর কোম্পানী ১,০৮৩৫৮৩৸৶৬ টাকা দাবী মিটাইয়াছেন ইহার মধ্যে গত বৎসরের বাকী দাবীর টাকার ৩৮,৭১৩৶ দেওয়া হইয়াছে।

এই কোম্পানীর পরিচালকগণ :—

মিঃ ইউ, এন্, বসু ; মিঃ কে, সি রায় চৌধুরী ; মিঃ এস্, এন্, পাল ; মিঃ এ, বি, ঘোষ ; মিঃ ডি, কে, বসু ; মিঃ এস্, বি, মিত্র।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স মিত্র এণ্ড কোং লিমিটেড।

সেক্রেটারী মিঃ পি, চৌধুরী।

আমরা এই কোম্পানীর পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়কগণকে তাঁহাদের এই কৃতকার্য্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কমনওয়েলথ্ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড (পুণা)

দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ (৩০শে এপ্রিল ১৯৩১ পর্য্যন্ত)

জগৎব্যাপী ব্যবসায়ের মন্দা ও আর্থিক সঙ্কটের সময় একটি নূতন কোম্পানীকে প্রতিযোগিতার কঠিন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখানো সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু পুণার কমনওয়েল্‌থ এসিওরেন্স কোম্পানী এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও দুই বৎসরের মধ্যে অসাধারণ কর্ম্ম সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে শতকরা ৩০ ভাগ নূতন কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকা আদায়ের পরিমাণও গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মোট প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে ৫৯,২৭৭৷৷৶০ টাকা এবং মোট ব্যয় হইয়াছে ৪২৬৭৮৩৸/৮ টাকা। কোম্পানী বর্ত্তমান বৎসরের

আয় হইতে গঠন করার খরচ বাবদ ৩০৭।৶৩ পাই মিটাইয়া দিয়াছেন। এখন উদ্বৃত্ত পত্রে প্রাথমিক খরচের ৫৭৪৯/৯ মাত্র বাকী রহিয়াছে। এই অত্যল্প কাল মধ্যেই কোম্পানী ৬০০০৲ টাকার দাবীর মধ্যে ৫০০০৲ টাকা মিটাইয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির ঘাট তি বাবদ ২৮৭০৲ টাকা পৃথক রাখিয়াও কোম্পানীর বীমা তহবিল ১১০০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে চার জন বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহাদের মোট বীমার পরিমাণ ছিল ৬ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে একজন আড়াই হাজার টাকার বীমা করিয়াছিলেন, তাঁহার রেলওয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে। দাবীর টাকা দিতে কোম্পানী বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক কোম্পানীর পক্ষেই ইহা অতিশয় প্রশংসার কথা।

কমনওয়েল্থের কতকগুলি বিশেষ বীমা পদ্ধতি আছে। গৃহ নির্ম্মাণ স্কীমে বীমাকারীকে জায়গা কিনিবার ও বাড়ী তৈয়ারের টাকা দিবার ব্যবস্থা আছে। যৌথ জীবন বীমায় স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে একই পলিসিতে বীমা করিতে পারেন। আপনা হইতে প্রিমিয়াম কমিয়া যাওয়ায় বীমা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণের পক্ষে অতিশয় উপকারী। এই প্রকার বীমায় প্রত্যেক পাঁচ বৎসর প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে প্রিমিয়ামের হার কমিয়া যাইতে থাকে। বীমা যাহাতে কিছুতেই নষ্ট না হইতে পারে কমন্ওয়েল্থ কোম্পানীর সে-প্রকার বীমারও ব্যবস্থা আছে। কেবল তাহাই নহে, অসুস্থতাবশতঃ কেহ অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহাতেও টাকা পাইবার সুযোগ আছে।

Extended assurance schemeএ বীমাকারী এক প্রকারের বীমা হইতে অন্য প্রকারের বীমায় তাহার পলিসি বদল করিতে পারেন। দাবীর টাকা প্রাপ্তির সময় হইলে বীমাকারী অথবা তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার যাহাতে
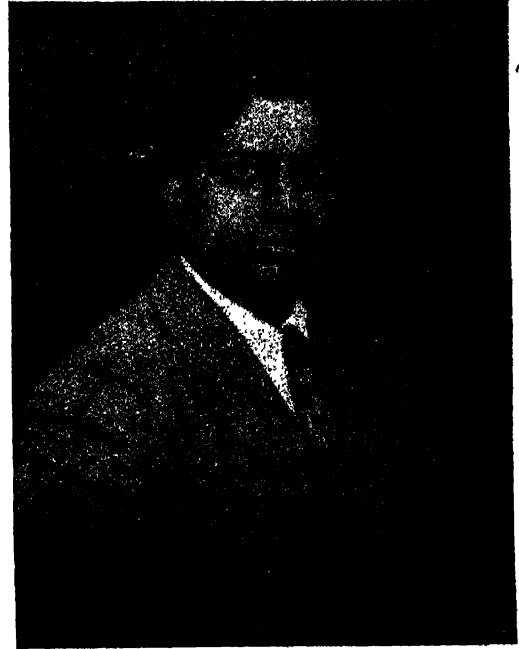
মিঃ ডি, জি দেশপাণ্ডে, বি,এ ; এফ,সি, আর,এ

অসুবিধায় না পড়ে, সেজন্য কোম্পানী হইতেই প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি তৈয়ার করিতে একজন লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। দাবীর চুক্তি নিষ্পত্তি হওয়ার পরেও কোম্পানী যদি তিন মাসের অধিক কাল টাকা দিতে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে কোম্পানী দাবীর টাকায় শতকরা চারি টাকা হারে সুদ দিয়া থাকেন।

এই কোম্পানীর পূর্ব্ব ভারতের চীফ এজেণ্ট মেসার্স ইণ্টার ন্যাশনাল এজেন্সী লিমিটেড কলিকাতায় অফিস স্থাপন করিয়া কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। ইণ্টার ন্যাশনাল এজেন্সী লিমিটেডের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, ব্যানার্জ্জি

মিষ্টভাষী, ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ উদ্যমশীল যুবক। অতি অল্প বয়সেই চরিত্র মাধুর্য্যে তিনি ব্যবসা

মিঃ এন, সি, কেলকার বি, এ ; এল, এল, বি

ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। আমরা আশা করি কমনওয়েল্‌থ কোম্পানী তাঁহার পরিচালনায় পূর্ব্ব ভারতে শীঘ্রই তাঁহাদের যথাযোগ্য আসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন।

দেশের জনপ্রিয় ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে লইয়া ইহার পরিচালক সভা গঠিত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম দেওয়া গেল।

১। মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলকের স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ "মারহাট্টা ও কেশরী" পত্রের সম্পাদক মিঃ এন্‌, সি, কেলকার, বি, এ ; এল্‌ এল্‌, বি, পুণা সিটি, চেয়ারম্যান।

২। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভি, জি. কালে এম্‌, এ।

মিঃ আর, এন, অভয়ঙ্কর

৩। পরলোকগত মিঃ গোখ্‌লের স্থাপিত Servants of India Societyর মিঃ জি. কে, দেওধর এম, এ ; সি, আই, ই।

৪। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি মিঃ বি, এস্‌. কামট, বি, এ ; এম, এল্‌ সি।

৫। ডি, জি, দেশপাণ্ডে বি, এ, এফ, সি, আর, এ।

৬। মিঃ আর, এন্‌ অভয়ঙ্কর।

আজকাল দেশবাসীর মধ্যে দেশীয় কোম্পানীতে জীবন বীমা করার একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

সুতরাং দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে প্রায়শঃই বঞ্চিত হন না। ফলে দেশী কোম্পানীগুলি অত্যল্প কাল মধ্যেই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতেছেন। কমনওয়েল্‌থ কোম্পানীও একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রার্থনীয়।

ইণ্টার ন্যাশনাল এজেন্সীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, ব্যানার্জ্জি

বম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

১৯৩০ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট

প্রত্যেক মিউচুয়াল কোম্পানী বীমাকারিগণেরই নিজস্ব এবং ইহার যাবতীয় সম্পত্তি ও লভ্য একমাত্র তাহাদেরই প্রাপ্য। কারণ, বীমাকারী ব্যতীত মিউচুয়াল কোম্পানীর অপর কোনো অংশীদার থাকে না। এজন্য সাধারণ বীমা কোম্পানী হইতে বোম্বে মিউচুয়াল কোম্পানীর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর ১৯৩০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ইহার জনপ্রিয়তার প্রধান পরিচয়।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৪১৬৮ খানি আবেদন পত্রে ৭২৮৭৫০০৲ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মোট ৫৬,৯৫,০০০ টাকার বীমায় ৩৪৮৭ খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছে ৩,১২,২৭০৵০। কোম্পানীর গত বৎসরের সহিত এবারকার কাজের তুলনা করিলে দেখা যায় যে গত বৎসর অপেক্ষা এবারকার কাজ শতকরা ৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রিমিয়ামের টাকা আদায়ে শতকরা ৫৩ ভাগ আয় বেশী হইয়াছে। বোনাস্‌ সহ বীমার ঝুঁকির (risks) পরিমাণ ১, ২৩, ৭২, ৩২৩৷৮ পাই।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়ামের আয় হইয়াছে

৬,৩২,৫৬৮৶৪ পাই। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ৪, ৫১, ২৬৮৸/০। বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট তহবিলের পরিমাণ হইয়াছে ১৫, ১০, ১৪৭৶৯ ; তন্মধ্যে জীবন বীমা তহবিল ১২, ৯৬, ২১৯॥৪ পাই এবং রিজার্ভ তহবিল ২,১৩, ৯২৭॥৶৫ পাই।

মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বশতঃ দাবী—৩২,৫০০৲ টাকা, মৃত্যু ও স্থায়ী অক্ষমতা জনিত দাবী যথাক্রমে ১, ০৮১০০ এবং ২০০০৲, কোম্পানীর উদ্বৃত্তপত্রে যে দাবীর টাকা বাকী দেখানো হইয়াছে, কোম্পানী তাহার মধ্যে ১৯, ৬৬৩/০ দিয়াছেন।

Mr. Cordeiro

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর লগ্নীর পরিমাণ, ১৫, ০৮০৮৩/৪ পাই। গত বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১২, ৬৬০৮৩/৪ পাই। বীমার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে এবং বীমাকারিদের মৃত্যু হওয়াতে কোম্পানীর প্রতি দাবীর পরিমাণ নিম্নরূপ :—

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদে নিম্নলিখিতরূপ আয় হইয়াছে।

Single Premium—৬৪১।৶০।

প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম—২৩২০৮০।/৬।

Renewal—৩৯৯৮৪৬।৵১০।

মোট—৬, ৩২, ৫৬৮৶৪।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের বীমার কাজের বিবরণ দেওয়া হইল :—

পলিসি	সংখ্যা	বীমার পরিমাণ	ও বার্ষিক প্রিমিয়াম
আজীবন বীমা	২৩৮	৪,৫৩,৫০০	১৭,৬৬০।০।
আজীবন বীমা (নির্দ্দিষ্ট কিস্তী)	৭৩৮	৯,৬,৫০০	৪৯০২৫৶০।
মিয়াদী বীমা বা এণ্ডাউমেণ্ট	২৬৭৬	৪০,৯৩,৫০০	২,৩১,২৪১৶০।
অন্যান্য শ্রেণীর বীমা	১৩৫	২৩১,৫০০	১৪১৭৩৴০।

Mr. Dastidar. Mr. Cordeiro. Mr. Guha.

ইহাদের মধ্যে ১,২৮,০০০৲ টাকার অন্য কোম্পানীতে পুনর্বীমা করা হইয়াছে। বম্বে মিউচুয়াল তাহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহা এই :—

১। এই কোম্পানী ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

২। ইহার চাঁদার হার কম এবং অর্থবল খুব বেশী। বীমাকারীগণের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার পক্ষে এই কোম্পানীর ব্যবস্থাগুলি বেশ সরল ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৩। এই কোম্পানীর চিরস্থায়ী অক্ষমতার ও লুপ্ত বীমা পত্রের পুনরুদ্ধারের সুব্যবস্থা আছে।

৪। ইহা সম্পূর্ণরূপে বীমাকারিগণেরই নিজস্ব এবং ইহার যাবতীয় সম্পত্তি ও লভ্য একমাত্র তাহাদেরই মধ্যে বণ্টন করা হয় ; কারণ, বীমাকারী ব্যতীত এই কোম্পানীর অন্য কোনো অংশীদার নাই।

৫। ইহার পরিচালক ও হিসাব পরীক্ষকগণ বীমাকারিগণের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর বীমাকারীদের ভোটের দ্বারাই মনোনীত হয়।

৬। মৃত বীমাকারীর ওয়ারিশগণ বা মনোনীত ব্যক্তিগণ যাহাতে সত্বর দাবীর টাকা পাইতে পারেন, তজ্জন্য এই কোম্পানী নানারূপ সুযোগ দিয়া থাকেন। গত কয়েক বৎসরের কাজ দেখিলেই কোম্পানীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বৎসর	পলিসি সংখ্যা	নূতন বীমার পরিমাণ	নূতন প্রিমিয়ামের আয়
১৯২৬	৭০২	১০,৬১,৫০০	৬১,২৩২
১৯২৭	৮৮৫	১২৫৪০০০	৭৩৯৬৯
১৯২৮	১৩২৬	১৮৫৯০০০	১০১,৪৯৭
১৯২৯	২৬২৯	৩৬৩৭০০০	২০৩,০৯৮
১৯৩০	৩৪৮৭	৫৬৯৫০০০৩১২	২৭০৶০

বম্বে মিউচুয়াল কোম্পানী এই আর্থিক দুর্গতি ও বিশ্বময় সঙ্কটের মধ্যেও যেরূপ অব্যাহত ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীরই গৌরবের বিষয়।

বম্বে মিউচুয়ালের সাফল্য এবং ক্রমোন্নতির জন্য আমরা ইহাদের বঙ্গদেশস্থ চিফ্ এজেণ্টস্ মেসার্স দস্তিদার এণ্ড সন্স দিগকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর যে বর্ষ শেষ হইয়াছে সম্প্রতি তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ দেখিলেই কোম্পানীর ক্রমোন্নতি ও ব্যবসার প্রসার উপলব্ধি করা যায়। আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী ৭২৯৩ খানি আবেদন পত্রে ১, ২৭, ৭৪ ২৫৩ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মোট ৯৯,৭২,৭৩৮ টাকার ৫৮৯১ খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বার্ষিক কিস্তিতে দেয় মোট ১৮৬০ টাকার ৬টি এন্যুইটি ইস্যু করা হইয়াছে।

পুনর্বীমা বাদ দিয়া কোম্পানীর প্রিমিয়ামে আয় হইয়াছে ২৮,৬০,৯৪৯॥০ ইন্‌কাম ট্যাক্স বাদ দিয়া কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ৩৩,৮৩, ১২২॥/২ পাই; ১৯২৯ সালে হইয়াছিল ৩২,২০,০৪৯৵১১ পাই।

মৃত্যু জনিত দাবীর পরিমাণ ২১৪খানি পলিসিতে ৪,২৬,৮৫৭৵৮ পাই। মিয়াদী বীমার দাবী ৪, ৩৮,২৪৫॥৩ পাই প্রত্যর্পণমূল্য, বোনাস, এন্যুইটি প্রভৃতি বাবদে দাবী ১,৫৭,৬৩৩॥৩ পাই। সর্ব্বসমেত মোট দাবীর পরিমাণ ১০,২২,৭৩৬৶২ পাই। প্রিমিয়ামের আয় হইতে পরিচালন খরচ গিয়াছে ৭,৭৪,৪৬৯৵৪পাই বা শতকরা ২৭ টাকা। আয় হইতে ব্যয়ের অঙ্ক বাদ দিয়া কোম্পানীর উদ্বৃত্ত হইয়াছে ১৬,১৬,৮৩২।৵৯ পাই। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর মোট লাভ (asset) ১,৩৩, ৫৩ ৫১৬৶৫পাই।

বিগত ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাতের Consulting Actuaries Messrs Bacon and Woodrow 'ভারতের" যে পঞ্চম বার্ষিক ভ্যালুয়েশন করিয়াছেন তাহা হইতে "ভারতের" ক্রমোন্নতির প্রমাণযোগ্য একটি বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

	১৯২৩ সাল	১৯২৮ সাল
পলিসির সংখ্যা	১০৬৬২ খানা	২৪৭৯৬খানা
জীবন বীমার পরিমাণ	১৮৭১১৫২৮ টাকা	৫১৩৮১৪৯৩ টাকা
বার্ষিক প্রিমিয়াম আয়	৯৫৫৮১৭ টাকা	২৫৬৬১৮৯ টাকা
লাইফ ফাণ্ড	৪২৪২০৭৭ টাকা	৮৭৩৭৬৫০ টাকা
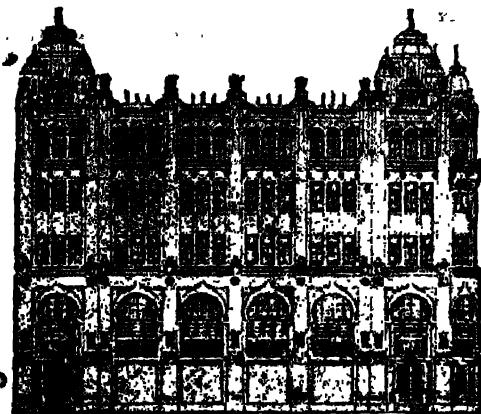
ভারত বিল্ডিং

বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশনে কোম্পানীর খরচের হার সামান্য কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত ভ্যালুয়েশনে খরচের হার ছিল ২৯.০১; কিন্তু এবার উহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৩২.৮৩ টাকায়। গত কয়েক বৎসরে ব্যবসায়ী মহলে সকল রকম কাজ কারবার যেরূপ মন্দা গিয়াছে, তাহাতে এজেন্টদিগের পক্ষে কাজ সংগ্রহ করা একদিকে যেমন ব্যয়সাধ্য হইয়াছে, অপরদিকে দেশের সর্ব্বত্র অনেক বীমা কোম্পানী স্থাপিত হওয়ায় প্রতিযোগীতার জন্য অনেক কোম্পানীকে অধিক ব্যয়ে ভাল ভাল এজেন্ট রাখা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে, সম্ভবতঃ এই সকল কারণেই অপেক্ষাকৃত বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশনে "ভারতের" খরচের হার বেশী দেখা যাইতেছে।

আমরা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে ভারতের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সজাগ হইয়াছেন এবং খরচ কমাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই ভ্যালুয়েশন কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবার কালে গত ৩০ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে কোম্পানীর চেয়ারম্যান লালা হরকিষেণ লাল যে বিবৃতি দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে একাংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"The Policy of Retrenhment which is being followed has begun to yield fruit, the expense ratio having gone-down to 29. 26. The figure for 1929 shows still further reduction in this direction and is clearly indicative of a downward trend."

এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে কোম্পানীর মৃত্যুর হারও খুব সন্তোষজনক। কারণ এই পাঁচ বছরে যত লোক মারা যাইবে বলিয়া আশঙ্কা ছিল তাহার মধ্যে মাত্র ৬৫.৬৬% পারসেণ্ট লোক প্রকৃত পক্ষে মারা গিয়াছে। বাকী লোক মারা যায় নাই। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কিরূপ সতর্কতা এবং দূর দৃষ্টির সহিত কর্ত্তৃপক্ষগণ কেস্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে কোম্পানীতে প্রত্যাশিত মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃত মৃত্যুর হার যত কম, সেই কোম্পানীকে তত অধিক নিরাপদ বলিয়া মনে করা যায়; অবশ্য ইহার সহিত আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে যাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি।

সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে কার্য্য পরিচালন করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরের প্রসিদ্ধ অর্থনীতি বিশারদ এবং জননায়ক লালা হর্‌কিষেণ লাল ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় দেশীয় নেতার সাহায্যে ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপন করেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যেমন কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল ও পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, ভূসম্পত্তি প্রভৃতিতে এই বীমা কোম্পানীর টাকা খাটান হইতেছে সেইরূপ দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসার চেষ্টায়ও এই কোম্পানীর টাকা লাগান হইতেছে। ফলে অংশীদারগণ প্রচুর ডিভিডেণ্ড পাইতেছেন এবং বীমাকারিগণকেও সর্ব্বোচ্চহারে বোনাস্ দেওয়া হইতেছে। নিম্ন-লিখিত ডিভিডেণ্ড ও বোনাসের তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বৎসর	ডিভিডেণ্ড	বোনাস
১৯২৩	১০%	২০৲
১৯২৮	১২½%	২৫৲ ও ২১৲
১৯২৯	১৫%	
১৯৩০	১৫%	

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও কোন কোন প্রদেশে এই কোম্পানীর বিস্তর শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য চলিতেছে। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে অফিস আছে লাহোর ; কলিকাতা ; দিল্লী ; করাচি ; নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই ; কালিকট ; মাল্রাজ ; মাদুরা ; পাটনা ; রাওলপিণ্ডী ; কারওয়ার ; কর্ণাট এবং গোয়া। ভারতবর্ষের বাহিরে রেঙ্গুন ; বৃটিশইষ্ট-আফ্রিকা।

লালা হরকিষেণ লাল—চেয়ারম্যান।

প্রতি বৎসর এই সকল শাখা হইতে মোট ৩৭ লক্ষ টাকারও কিঞ্চিদধিক সংগৃহীত হয় অথচ এ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরে বীমাকারিগণের প্রাপ্য দাবীর টাকা হিসাবে মাত্র ৭৩ লক্ষ টাকা দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে কত সূক্ষ্ম দূরদর্শিতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন শাখার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। এই সকল দাবীর টাকা শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতে কোম্পানীর কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে এবং ব্রহ্ম দেশে এই শাখার কর্ম্মক্ষেত্র। স্থানীয় শাখার স্বতন্ত্র ডিরেক্টর সভা আছে। স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কেটি, সি. আই, ই, তাহার সভাপতি এবং মিঃ সোরাবজী তাহার অন্যতম সভ্য।

মল্লিক গিরিধারী লাল বি, এ,—জেনারেল ম্যানেজার।

দিয়া এক্ষণে কোম্পানীর মোট তহবিল ১ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যে কোম্পানী অতি সামান্য মূলধন লইয়া এবং নানা বাধা ও বিপত্তি কাটাইয়া এই নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে ইহা সামান্য গৌরব ও আশার কথা নহে।

বিগত ১৯২৫ সাল হইতে কলিকাতায় যে

বর্ত্তমান কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ টি, এন, গুপ্ত এবং এসিষ্টান্ট ম্যানেজার মিঃ—এইচ চক্রবর্ত্তী।

এজেন্সী প্রভৃতির সুপারভাইজার মিঃ এম্‌,হাজরা।

পাটনা শাখার ম্যানেজার মিঃ এস্ মল্লিক এবং ব্রহ্মদেশের শাখার ম্যানেজার—মিঃ বি, এন্ বোস্‌রায়।

মাননীয় স্যর নীলরতন সরকার এম, এ, এম্, ডি এবং কর্ণেল আর, এন্ চোপরা আই. এম, এস কলিকাতা শাখার স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিভাগের পরিচালনা করেন।

কলিকাতা আফিস নূতন বাড়ীতে যাইবে আশা করা যায়। সেই বাড়ী হইতে বিস্তর আয়েরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বীমা-কারিগণের বিশ্বাস ও প্রতীতির জন্য এবং

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্যের পরিসর দেখিবার অবকাশ ও সুবিধা হয় তজ্জন্য চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (বা সেন্ট্রাল এভিনিউ নামক অতি প্রশস্ত রাস্তার উপর প্রচুর অর্থব্যয়ে "ভারত ভবন" নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। বর্ত্তমানে কোম্পানীর কলিকাতা আফিস ১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ঠিকানায় আছে। যেরূপ দ্রুত গতিতে কাজ হইতেছে তাহাতে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কোম্পানীর কার্য্যের সম্যক বিস্তার কল্পে বিহার উড়িষ্যা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে কোম্পানীর স্বকীয় ভূসম্পত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা ও প্রস্তাব চলিতেছে।

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্যের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে :—

(১) মহিলাদিগের বীমা :—মহিলাদিগের বীমা সম্বন্ধে এই কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম সুযোগ প্রদান ও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক

অসুবিধা দ্রুত দূরীভূত হইতেছে এবং তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে জীবন বীমা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারত বীমা কোম্পানী যৎসামান্য বর্দ্ধিত হারে মহিলাদিগের জীবন বীমার যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৪) চতুর্ব্বিধ সুবিধাজনক বীমা :—এই প্রকার বীমায় বীমাকারী তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোম্পানী প্রদত্ত চারি প্রকার সুবিধার মধ্যে যে কোন বীমা গ্রহণ করিতে পারেন।

অগ্নিবীমা, মোটর বীমা, উড়ো জাহাজ বীমা ইত্যাদি সম্বন্ধে এই কোম্পানী কার্য্যক্ষেত্র প্রসারের

ভারত ইন্‌সিওরেন্সের কলিকাতা শাখা অফিসের ম্যানেজার মিঃ টি, এন্ গুপ্ত।

(২) পুত্র কন্যার শিক্ষা ও বিবাহের সংস্থান :—স্কুল শিক্ষা, কলেজ শিক্ষা, বিদেশে শিক্ষালাভ, ব্যবসা শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বীমার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩) এক টাকা প্রিমিয়ামে জীবন বীমা : এই প্রকার বীমা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা প্রকৃত জীবন বীমা। প্রত্যেক সুস্থ স্ত্রীপুরুষ এই বীমার সহায়তায় নিজের বৃদ্ধ বয়সের এবং পুত্র কন্যাদের জন্য ভবিষ্যত সংস্থান করিতে পারেন।

চেষ্টা করিতেছেন। লালা হরকিষেণ লাল সময় সময় কলিকাতা আসিয়া স্বয়ং কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালনা করেন এবং স্থানীয় ডিরেক্টর সভার সভাপতি স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সেই কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালনার জন্য বহুবার বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে গিয়াছেন।

বাংলার শিক্ষক ও অধ্যাপক মণ্ডলীর ন্যায় দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। অতি সামান্য ও অস্থায়ী আয়ের উপর তাঁহাদের

জীবন যাত্রা ও পারিবারিক ব্যবস্থা নির্ভর করিতে হয়। এজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার স্যর দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জীবন বীমা প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য।

"সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন এবং জীবন বীমাও করিতেছেন। উপার্জ্জনের মৃত্যুর পর—বিশেষতঃ অকাল মৃত্যু হইলে—পোষ্যবর্গ কোথায় দাঁড়াইবে এই চিন্তায় সকলেই মুহ্যমান। জীবন বীমা এই চিন্তা হইতে অনেকটা রক্ষা করে। মৃত্যুর পর পোষ্যবর্গ নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইবে না এই আশ্বাস পাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনী ও কার্য্যকরী শক্তি বাড়িয়া যায় এবং সৎসাহসের সহিত অত্যন্ত আয়াসসাধ্য কার্য্যও হাসিমুখে করিতে পারে।"

সরকারী নিয়ম অনুসারে প্রতি বৎসর সকল বীমা কোম্পানী তাঁহাদের হিসাব সরকারে দাখিল করেন এবং সরকার তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বাৎসরিক রিপোর্টে বিস্তৃত সমালোচনা করেন। তাহাতেই জানা যায় যে দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানীর মধ্যে ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।

ভারতের বেঙ্গল ব্রাঞ্চের কার্য্য এবং কর্তৃত্বভার যাঁহাদের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ম্যানেজার শ্রীযুক্ত তারকনাথ গুপ্ত বি, এ এবং এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তীকে আমরা বিশেষরূপে জানি। তারক বাবু একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষিত, বিনয়ী এবং সদালাপী, অপরদিকে সুশৃঙ্খলতার সহিত আপিসের সকল কার্য্য কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করার জন্য বীমা মহলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হরিচরণ বাবুর ন্যায় সুদক্ষ সহযোগী পাইয়া তাঁহার আরও সুবিধা হইয়াছে। হরিচরণ বাবু শীতলাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের ভ্রাতা। তাঁহার সদালাপে এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে "ভারতের" কার্য্যক্ষেত্র বাংলায় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা দিন দিন দৃঢ় সংবদ্ধ ও লোক হিতকর ভাবে বর্দ্ধিত হউক এবং তাহার সাহায্যে বীমাকারিগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্যবর্গ সর্ব্বাঙ্গীন উপকার লাভে সমর্থ হউক ইহাই আমাদের কামনা।

নিউ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩০-৩১ সালের বাৎসরিক বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বীমা ব্যবসায়ে এই কোম্পানীটি যে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, বর্ত্তমান বর্ষের বিবরণ খানিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আজকাল অনেক ব্যবসাতেই কোম্পানীর পরিচালন খরচ, এজেণ্টের কমিশন ও নানাবিধ ট্যাক্সের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও নিউ-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গত বৎসরের পরিচালন খরচ তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেকটা কম হই-

নিউ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ব্রাঞ্চের লাইফ সেক্রেটারী ডাক্তার এস, সি, রায়।
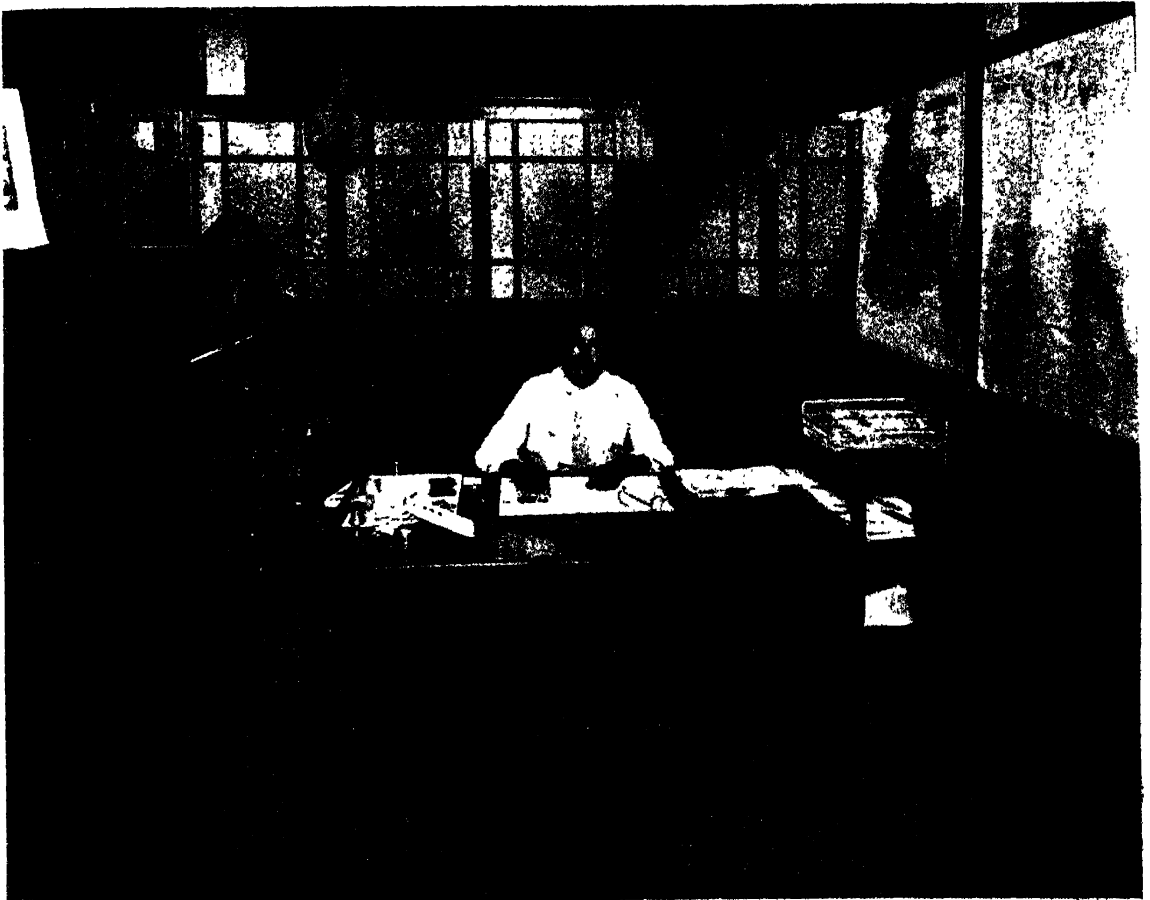
য়াছে। একদিকে যেমন খরচ কমানো হইয়াছে, অন্যদিকে তেম্‌নি আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদে কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ;—৪৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৮৪ টাকা এক আনা। অর্থাৎ ইহার পূর্ব্ব বৎসরে যে আয় হইয়াছিল তাহা হইতে মোট ৮৩,৩১২।৶০ আনার কাজ বেশী হইয়াছে। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গত

Mr. N. B. Saklatvala, C. I. E. Chairman, Board of Directors

বৎসর একটি বিশেষ দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। তাহাতে কাজ কম হইলেও অস্বাভাবিক হইত না। কিন্তু দেশের আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও কোম্পানীর কাজ যে না কমিয়া বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা পরিচালকগণেরই কর্ম্মদক্ষতার বিশেষ পরিচয়। কোম্পানীর আমেরিকার শাখায় কাজ ভাল হয় নাই ; ভারতবর্ষে যেরূপ ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহাতে আমেরিকার ব্যবসায়ের ক্ষতি পূরণ হইয়াও কোম্পানীর মোটের উপর যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের হিসাব হইতে দেখা যায় কোম্পানীর তহবিলে ৩ লক্ষ ৯ শত ১১ টাকা ৵২ পাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা রিজার্ভ তহবিলে রাখা হইয়াছে।

জীবন বীমা ব্যতীত কোম্পানীর নৌ বীমা অগ্নি বীমা, এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা বীমা বিভাগেও কাজ হইয়াছে। নৌ বিভাগে আলোচ্য বর্ষে মোট ২৩,১৯,৫৪৫৷৵৩ পাই প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর ইহা অপেক্ষা কাজ কিছু বেশী হইযাছিল। এবারে ৬৩৬৮ ।/৬ পাই এর কাজ কম হইয়াছে। এই বিভাগে যে সকল দাবীর টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং যত বাকী আছে তাহার মোট পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ ৩ টাকা এক আনা ৬ পাই। এই বিভাগের কমিশনের ব্যয় এবং পরিচালন খরচ গত বৎসর অপেক্ষা অনেক কমানো হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর যেখানে শতকরা ১৮১ ভাগ ব্যয় হইয়াছিল সেখানে ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ১৪·৪ ভাগ করা হইয়াছে। এই বিভাগের তহবিলও বৃদ্ধি করিয়া ২২ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে।

নৌবিভাগের কাজ বৃদ্ধি না পাইলেও জীবন বীমা এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা বিভাগের বীমার কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আকস্মিক দুর্ঘটনা বিভাগে প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে ৫,৬৪,৭৯৭৲ টাকা ৶০ আনা। ইহাতে গত বৎসর অপেক্ষা ১০০,২৯০৷৵৫ কাজ বেশী হইয়াছে। দাবীর যে টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা এখনও বাকী তাহার পরিমাণ ২৩১০৬২৷৮ পাই। কমিশন ও পরিচালনের খরচ শতকরা তিন টাকার কিছু উপরে বাড়িয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বীমা বিভাগে মোট ৩৫০৫ খানি আবেদন পত্রে ১০৫:৬৫০০৲ টাকার বীমার

প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪৭৯ খানি পলিসিতে মোট ৭১,০৩,৭০০ টাকার বীমা হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর বাৎসরিক ৪১৩৯০১।৷৴০ প্রিমিয়ামের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ২৯২১ খানি পলিসিতে ৮৯০৬৫৯৬৸৶৬ টাকার বীমা চলিতেছে। ইহার মধ্যে ১১,৭১০০০ টাকা অন্য কোম্পানীতে পুনরায় বীমা করা হইয়াছে। মৃত্যুজনিত দাবার পরিমাণ ১০ খানি পলিসিতে ৪৯৪০৩৶৬।

বিভিন্ন বিভাগের হিসাব যোগ করিয়া বর্ত্তমানে কোম্পানীর তহবিলে ১৪৪১৯৫৯০।৷৶০ আছে। গত বৎসরের কাজের ফলে ৪৭৪৫৩০।৷২ পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। লাভ লোকসান হিসাব করিয়া কোম্পানী অংশীদারগণকে অংশ প্রতি ৶০ ডিভিডেণ্ড দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ভারতবর্ষে ২৪০০ পলিসিতে মোট ৫৯৪৬৫০০৲ টাকার জীবন বীমা হইয়াছে। ইহাতে Single প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে ১৪৩৩৲ টাকা এবং Renewal প্রিমিয়ামে বাৎসরিক আয় হইবে ৩,৪৪,৭৩৭৲ টাকা।

ভারতবর্ষের বাহিরে ৭৯ খানি পলিসিতে ২,৪৩,০০০ টাকার বীমা হইয়াছে। ইহাতে Renewal Premium দাঁড়াইয়াছে বাৎসরিক ১৭৩০৯৲ টাকা। অর্থাৎ এক বৎসরের মোট ২৪৭৯ খানি পলিসিতে ৬১৮৯৫০০ টাকার বীমা হইয়াছে এবং এই কাজের ফলে বাৎসরিক renewal দাঁড়াইয়াছে ৩৬২০৪৬ টাকা।

বৎসরের শেষে মোট ২৯২১ খানি পলিসিতে ৭৬,৫৫,৫৯৭ টাকা বোনাস্ ও এনুইটি সহ বীমার কাজ হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে হইয়াছে ২৮০৬ খানি পলিসিতে ৭২, ৯১০৯৭ টাকা এবং ভারতের বাহিরে হইয়াছে ১১৫ টি পলিসিতে ৩,৪৪,৫০০ টাকা। প্রিমিয়ামের আয় যাহা রেভিনিউ একাউণ্টে ধার দেখানো হইয়াছে তাহার পরিমাণ ভারতবর্ষে ৩,৮২,৫৮৮ টাকা, ভারতের বাহিরে ২৪৪৮৩ টাকা।

কোম্পানীকে আলোচ্য বর্ষে ভারতবর্ষে ১৩৯০৩৶৬ পাই দাবীর টাকা দিতে হইয়াছে। ভারতের বাহিরে দিতে হইয়াছে ৩০০০৲ টাকা। সর্ব্ব মোট ১৭৯০৩৶৬ দাবী বাবদে খরচ হইয়াছে।

Mr. R. J. Duff, General Manager

কোম্পানীর বর্ত্তমান তহবিল ও আর্থিক অবস্থা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রদত্ত মূলধন (paidup)—৭,২১,০৫৫-০-০

অগ্নিবীমার তহবিল—৩৩১৯৪৭৪ ০ ০

নৌবীমা তহবিল—২২,০০,০০০-০-০

আকস্মিক দুর্ঘটনা বীমা তহবিল—

৩,৯৫,৯১৯ ০-০

জীবন বীমা তহবিল—১,২৮,০৫০ ৯-২

লাভলোকসান হিসাব হইতে ৭,০৯,৬,১-১-২
২৫৮৪৮৷৷৩ পাই ঘাটতি
ধরিয়া বাজার ওঠা নামার
জন্য রিজার্ভ বা সংরক্ষিত তহবিল—

৫,৭৫,৪৮০ ৸৶৮

মোট ১,৪৪,১৯,৫৯০৷৷৶০

নিউ ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টর বোর্ড

এন্, বি, সাফ্লাতওয়ালা সি, আই, ই, চেয়ারম্যান।

এফ, ই, ডিনশ,—ভাইস্ চেয়ারম্যান।

সার লালুভাই শামলদাস, সি, আই, ই।

অনারেবল সার ফিরোজ সি, সেথনা ও,বি,ই।

এস্, এন্, পোচখানাওয়ালা।

সি, এন্ ওয়াদিয়া সি, আই, ই।

অম্বালাল সারা ভাই।

সার চুনীলাল ভি, মেটা, কে, সি, এস্, আই।

অনারেবল সর্দ্দার সুলেমান কসাম মিঠা, সি, আই, ই।

জেনারেল ম্যানেজার আর, জে ডাফ।

সাব ম্যানেজার—ডব্লু, মিলার্ড।

জীবন বীমা বিভাগের ম্যানেজার—এস, বি, কার্ডমাষ্টার।

বেঙ্গল ব্রাঞ্চের লাইফ্ বিভাগের সেক্রেটারী—ডাক্তার এস, সি, রায়।

১৯১৯খৃষ্টাব্দে ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীগণ এই কোম্পানীটি স্থাপন করেন। ইহার Subscribed capital কেবল ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নহে, জগতে যত বীমা কোম্পানী আছে তাহাদের সর্ব্বোচ্চ subscribed capital যে সকল কোম্পানীর আছে ইহা তাহাদেরও সমকক্ষ। ১৯ ৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই কোম্পানী জীবন বীমা ব্যতীত অপর সকল বীমাই করিতেন। ইহারা বিশেষভাবে নৌ, অগ্নি, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি বীমাতেই তাঁহাদের কার্য্য সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তারপর ১৯২৯ সালে ইহারা জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করেন; এবং মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই যেরূপ সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অসাধারণ। ১৯৩০ সালে কোম্পানী ১৬৪ খানি আবেদন পত্রে ৫০,৯১৫০০ টাকার বীমা প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১২১৯ খানি প্রস্তাবের ৩৮, ৪৫০০ টাকার বীমা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৪,৬৫,৫০০ টাকার নেট বীমায় বাৎসরিক ১,৫৭,৫৭৯ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে।

প্রথম বৎসরের সকল খরচ বাদ দিয়া বীমা তহবিলে ৩১৪৯৭ টাকা জমা হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালন ব্যয় হইয়াছিল ১,৮৩,৭৪৮ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৮৪.৭ টাকা। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে জীবন বীমা বিভাগে প্রথম বৎসরেই কোম্পানী অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাংলাদেশে কোম্পানীর কাজের প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জীবন বীমা বিভাগে এইরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব এবং সাফল্যের জন্য আমরা ডাক্তার সুরেশ রায়ের অসংখ্য তারিপ্ করি।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নূতন কাজ সংগ্রহ, এবং সর্ব্বনিম্ন খরচের অনুপাত ও বীমা তহবিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চয়ই এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য। আমরা নিউ ইণ্ডিয়ার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গলার যে সকল প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী তাহাদের অন্যতম। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় পরলোকগত ৺পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং Mr. W. R. Rae সাহেবের সাহচর্য্যে এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি বৃহৎ কোম্পানীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান বীমা তহবিল ১,৪৭,০৭,০৬৩৮/১১ পাই; অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি টাকা। সম্প্রতি এই কোম্পানীর ১৯৩০ সালের যে বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এই বৎসরে কোম্পানী ৭৯১৫ খানি আবেদন পত্রে মোট ১,৪৪,৬৯,৮৫০ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১,১৩,৫৫-০৬৯ টাকার মোট ৬৪৪৩ খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে; ইহাতে নূতন বীমার কাজে কোম্পানীর ৫,৫৬,৬৪৭৸৶০ নেট প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর বীমা তহবিল ছিল ১,৩৫,৫৫,২৫০-০-৯ পাই, কিন্তু বৎসরের শেষে উহা ১,৪৭,০৭,০৬৩৮/১১ পাই হইয়াছে। ইহাতে সিকিউরিটির উপরে লাভ না ধরিয়া কেবল মাত্র বিক্রয় দ্বারা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এক বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর বীমা তহবিল ১১,৫১,৮১৩৮/২ পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুদের বাবদে কোম্পানীর এবৎসরে মোট আয় হইয়াছে ৭,৪৭৬০৮৸৶০ ইহা হইতে ইন্‌কাম ট্যাক্স বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর উপর মৃত্যু বাবদে দাবী হইয়াছে ৫,২৩,৪৯২৸০; বীমার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে যে সকল দাবীর টাকা দিবার সময় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৬,০২,৮৭৭।০।

১৯৩০ সালের ভ্যালুয়েশন রিপোর্টে দেখা যায় কোম্পানীর বর্ত্তমান তহবিল ১,৪৫,৮৭,৯৩২৲ টাকা।

গত পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশনের সময় কোম্পানীর মোট উদ্বৃত্ত তহবিল দাঁড়াইয়াছে ১৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৭ টাকা। ইহা হইতে নিম্নলিখিত রূপে বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্টেরিম বোনাস্ (Interim Bonus) যাহা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—৮০১১০৲

লাভসহ পলিসিতে Reversionary বোনাস্- ১৩,৯০,১৮৬

আগামী বৎসরের জন্য সংরক্ষিত উদ্বৃত্ত ৩০,৮২৪

মোট ১৫,০১,১২০

কোম্পানী বীমাকারীদিগকে আজীবন বীমায় হাজার করা পনর টাকা এবং এণ্ডাউমেণ্ট বা

মিয়াদী বীমায় হাজার করা দশ টাকা বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন।

ন্যাশনালের প্রিমিয়ামের হার খুব কম এবং পলিসির মধ্যে বীমাকারীর অসুবিধা জনক অথবা বিরক্তিকর কোনো সর্ত্ত নাই। এই কোম্পানীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা দাবীর টাকা খুব তাড়াতাড়ি মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, এবিষয়ে যাহাতে শৈথিল্য না আসিতে পারে সেজন্য কোম্পানী এই নিয়ম করিয়াছেন যে, কোনো কারণে যদি দাবীর টাকা দিতে ছয় মাসের অধিক বিলম্ব হয় তাহা হইলে কোম্পানী হইতে দাবীর টাকার উপরে শতকরা ৪ টাকা সুদ দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বীমাকারা-দিগকে বাৎসরিক প্রিমিয়াম দিতে উৎসাহিত করার জন্য যাঁহারা বৎসরের প্রিমিয়াম এক সময়ে দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শতকরা আড়াই ভাগ রিবেট দেওয়া হয়। যাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক কিস্তীতে যাঁহারা প্রিমিয়াম দিয়া থাকেন, অথবা মাসিক কিস্তীতে যাঁহারা পাঁচ হাজার অথবা তাহার অধিক টাকার বীমা করেন,তাঁহাদের প্রিমিয়ামের উপর অতিরিক্ত কিছু চার্জ্জ ধরা হয়না।

নূতন বীমা সংগ্রহের কাজে এই কোম্পানী বিশেষ কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্ন-লিখিত কাজের হিসাব হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৎসর	পলিসির সংখ্যা	নূতন বীমার পরিমাণ টাকা	নূতন প্রিমিয়ামের আয় টাকা
৩১ ১২-১৯২৬	৪৭৫৪.	৮২,৭৪০০০	৪৪৮৮২৬
৩১-১২-১৯২৭	৫৩১৯	৯৩,৬৫,৪৪৫	৫৯৪৫৪৮
৩১-১২-১৯২৮	৫৭২৭	১০০,৩৪,৪০০	৫,১৭,৪৩২
৩১-১২-১৯২৯	৬৬৯০	১,১৭,২৯,৭৬৬	৬০০৭৫৮

কোম্পানীর বাৎসরিক সভায় চেয়ারম্যান্ মহাশয় ব্যবসায়ের মন্দা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। গত বৎসর জগতের ব্যবসা ও বাণিজ্যে একটি ভীষণ দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। আর্থিক সঙ্কটে প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। এই সঙ্কট এবৎসরেও দূরীভূত হয় নাই; বরং যতই দিন যাইতেছে, অর্থসঙ্কট ততই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। বীমা ব্যবসাগুলিও এই আঘাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ন্যাশনাল্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিবৎসর কিরূপ ঊর্দ্ধ-গতিতে ব্যবসায়ে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় গত বৎসর জগতের সকল ব্যবসায়ের মন্দার সহিত এই কোম্পানীর কাজও শতকরা তিন ভাগ মন্দা পড়িয়াছে। ইহা কাহারও কর্ম্মশৈথিল্য অথবা পরিচালন ক্ষমতার অভাবের জন্য হয় নাই। যে সমস্যা সকল ব্যবসায়ীকে চিন্তাকুল করিয়াছে, তাহাই বীমা কর্ম্মীর কাজও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে!

কেবল যে কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, তাহা নহে। বীমাকারীদের মধ্যে কর্জ্জ গ্রহণ-কারীর সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইযাছে। ইহাতে কোম্পানীর অবশ্য ক্ষতি না হইয়া লাভই হইবে। কারণ, অনেক সময়ে কোথায় টাকা খাটাইলে উহা নষ্ট হইবেনা অথচ নিয়মিত ভাবে সুদ আদায় হইবে, ইহা লইয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ বিব্রত হইয়া পড়েন। বীমাকারীদের মধ্যে কর্জ্জ দিয়া টাকা খাটাইতে পারিলে উহা যেমন লাভজনক হয়, তেমনি আদায়ের জন্যও বিশেষ বেগ পাইতে হয়না। এজন্য কোম্পানীর দিক্ দিয়া ইহাতে ক্ষতি
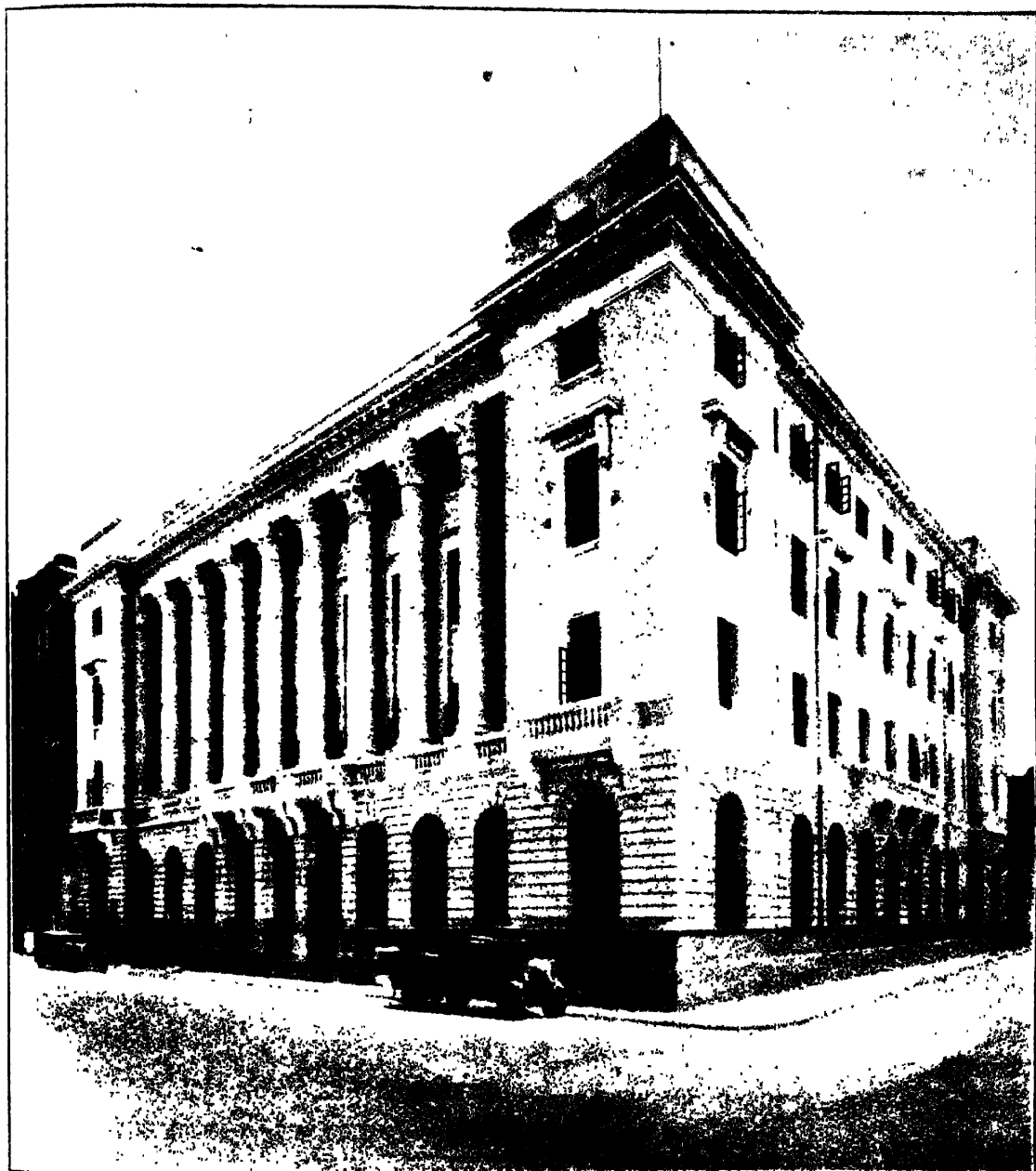
কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে ন্যাশন্যালের নূতন বাড়ী

অপেক্ষা লাভের সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু দেশের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লোকের অর্থবল ক্রমশঃ শোচনীয়রূপে কমিয়া আসিতেছে। ইহা বীমা কোম্পানীর পক্ষেও ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার অভ্রান্ত সূচনা।

লোকের অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীমা ছাড়িয়া দেওয়ার প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে পলিসি surrender করার সংখ্যা অনেক বেশী। ইহা যে আর্থিক দুর্দ্দশার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ন্যাশনাল্ অবশ্য নানা বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া এবৎসরের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দেশের অর্থবল বৃদ্ধি না পাইলে কেবলমাত্র ব্যয় সঙ্কোচ দ্বারাই যে কোম্পানীর অবস্থা উন্নত করা অসম্ভব, চেয়ারম্যান মহাশয় তাহাও স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। ইহা কেবল ন্যাশনালের চেয়ারম্যানের কথা নহে, ব্যবসায়ে ব্যাপৃত প্রত্যেক কর্ম্মীরই ইহা মর্ম্মবাণী। যে বৎসর গিয়াছে এবং যে বৎসর চলিতেছে, তাহার মধ্যে কোথাও আশার আলোক দেখা যাইতেছেনা; সুতরাং বীমা ব্যবসায়েও অন্ততঃ এই দুই বৎসর পর্য্যন্ত যে দুর্ব্বৎসর চলিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। বহুটাকা মূলধন, এবং অনেক পরিমাণ সঞ্চিত তহবিল আছে বলিয়াই ন্যাশনালের মত দুই চারিটি বৃহৎ কোম্পানী এরূপ আঘাত সহ্য করিতে পারিতেছেন, কিন্তু ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলির পক্ষে এ আঘাত মারাত্মক। আরও কিছু কাল এরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে দেশময় যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠি।

তথাপি এই দারুণ দুঃসময়ে ন্যাশনাল্ এক-বৎসরে যে কাজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাঙ্গলার এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানটির আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। কোম্পানীর বর্ত্তমান পরিচালকগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্

মিঃ জে, চৌধুরী এম্, এ, বার-এট-ল, ; ডব্লিউ, আর রে ; পি, সি, কর, এম, এ ; রায় বাহাদুর তারক নাথ সাধু, সি, আই, ই ; জি, পি, দুতিয়া (Dutia) রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র চৌধুরী। মিঃ এন্, সি, ল' ; মিঃ রণজিৎ সিং।

ম্যানেজার—মেসার্স আর, জি, দাস এণ্ড কোং

একচুয়ারী—এইচ্, এল্, হাম্‌ফ্রিস।

সেক্রেটারী—মিঃ এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি বি, এস্ সি ; এ, সি, আই, আই।

ন্যাশনালের পার্মানেন্ট প্রোটেক্‌সন পলিসি

আর্থিক অবস্থানুযায়ী মানুষের সঞ্চয় ও সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য জীবন বীমা কোম্পানীগুলি নিত্যনূতন স্কীম বাহির করিতেছেন। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন বীমাকারী উপকৃত হন, অপর দিকে তেম্নি দেশের দারিদ্র্য-মোচনে সাহায্য করা হইতে থাকে। আমাদের দেশবাসী অধিকাংশ স্থলেই দরিদ্র ও স্বল্প উপার্জ্জনকারী। সুতরাং একসঙ্গে অধিক টাকার জীবনবীমা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়না। অনেকেই তাঁহাদের বর্ত্তমানের আয়ের উপর বীমা করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি না পাইয়া যদি পুত্রকন্যাদির ব্যয়ভার বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বহারে বীমার প্রিমিয়াম চালানো কঠিন হইয়া পড়ে। কোনো কোনো বীমাকারী হতাশ হইয়া অবশেষে বীমার প্রিমিয়াম বন্ধ

করিয়াছেন। যেখানে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং পুত্র কন্যার ব্যয়ভার বহনের জন্য খরচ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত, সেখানে বর্ত্তমানের আয়ের উপরে বীমা করিতে যাহাতে কাহারও অসুবিধা না হয়, সেইজন্য ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এইরূপ পলিসি উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই পলিসির প্রিমিয়ামের হার পাঁচ বৎসর পরে কমিয়া যায়। অনেকস্থলেই প্রথমে কম প্রিমিয়ামের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বর্ত্তমান পলিসিতে ঠিক তাহার উল্টা ব্যবস্থা। ইহাতে প্রথম পাঁচ বৎসরের প্রিমিয়ামই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সাধারণতঃ প্রত্যেক বীমাকারী তাঁহার বর্ত্তমানের আয় দেখিয়াই বীমা করিয়া থাকেন, কিন্তু অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে কি হইবে তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করা সহজও নয়, সম্ভবও নয়। কাজেই এইরূপ পলিসি দ্বারা দেশবাসীর বিশেষ উপকার হইবে বলিয়াই মনে হয়।

প্রথম কয়েক বৎসর অধিক প্রিমিয়াম লওয়ার ফলে কোম্পানী বীমাকারীদিগকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন যে, চারি বৎসর প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে কোন কারণে পরের প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ থাকিলেও পলিসি নষ্ট হইবে না। পলিসি নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আর কোনো কোম্পানী এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

সাধারণতঃ দেখা যায় অল্পহারে আজীবন (whole life) বীমাকারীর সংখ্যা হইতে অধিক হারে মিয়াদী বীমাকারীর (endowment) সংখ্যা অনেক বেশী। জনসাধারণ যে মিয়াদী বীমার পক্ষপাতী ইহা তাহারই প্রমাণ। এই কারণে ন্যাশনালের পারমানেণ্ট প্রোটেকশন পলিসিও মিয়াদী বীমার পদ্ধতিতে করা হইয়াছে।

এই পদ্ধতির আর একটি বিশেষত্ব এই, যে কোম্পানী প্রথম হইতেই হাজার করা পনর টাকা বাৎসরিক বোনাসের গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন। এই পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণের পরিবর্ত্তে বিশেষ Paid-up policy করার এবং paid-up policyর উপরেও বাৎসরিক বোনাস্ দিবার ব্যবস্থা আছে। আশা করি, দেশবাসীর নিকট ন্যাশনালের এই সুচিন্তিত পলিসির উপযুক্ত সমাদরের অভাব হইবে না।

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড্

১৯৩০-৩১ সালের কার্য্য বিবরণ

এক কালে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে বাংলা দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। তখন ইন্‌সিওরেন্স এবং প্রভিডেণ্ট্ কোম্পানী সম্বন্ধে কোনও আইন কানুন না থাকায় অনেকেই কোন বিধিবদ্ধ সুপরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন না। যাহার যেমন খুসী তেমনি ভাবেই কাজ জোগাড় করিতেন। এইরূপ আত্মঘাতী পন্থানুসরণ করায় অনেক কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; ফলে ১৯১২ সালে যেই বীমা-বিষয়ক আইন পাশ হইল অমনি এই সকল কোম্পানী দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল এবং সমগ্র দেশে এমন এক ধাক্কা দিয়া গেল যে প্রভিডেণ্ট্ কোম্পানীর নাম শুনিলেই লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করিত।

কিন্তু প্রত্যেক ব্যবসায়ের পশ্চাতে যদি উপযুক্ত কর্ম্মীর সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সাধনা থাকে, তাহা হইলে তাহা যে ব্যর্থ হইতে পারেনা, ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী তাহা জনসাধারণকে দেখাইয়াছেন।

নীরবে লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে ঢাক ঢোল না পিটাইয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় যাহারা বছরের পর বছর একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লাগিয়া থাকেন, তাঁহাদের সাধনা ও সংকল্পের মূল্য অতুলনীয়। এই কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ আই, বি, সেন ১৯১০ সালে ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী স্থাপন করেন। সেই হইতে তাঁহারই একান্ত যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ভীষণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোম্পানীর কাজ দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর উপর সাধারণ লোকের অবিশ্বাস আসিয়া থাকিলেও খাঁটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহারা যে বিশ্বাসহারা হন নাই, ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানীই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোম্পানীর কয়েক বৎসরের কার্য্য আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা অনুভব করা যায়। নিম্নে ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ত্রৈবার্ষিক হিসাব প্রদত্ত হইল।

সাল	আয়	তহবিল
১৯২২	২৮,২৫৪।/	৪৩,৬১৬৶০
১৯২৫	৫০,৮৪৭।০	৯৫,৬০০৸৵১১
১৯২৮	১০৯,৭৬৫৴৯	২,২৪,৪৯০॥৩
১৯৩১	২,২৮,৮৩।৫	৫,৮৯,৪১৩॥৵৫

১৯৩০-৩১ সালে কোম্পানী ৪৪৬৭ খানি পলিসি ইস্যু করিয়াছিলেন। ইহাতে গত বৎসর যেখানে নেট আয় হইয়াছিল, ১,৫৪,১৯৪॥০ সেখানে এ বৎসর হইয়াছে—১,৮১,২১৩॥০। বাৎসরিক আয়ের সঙ্গে তহবিলও ১,৫৬,২৫০৲ টাকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোম্পানীর মিতব্যয়িতার ফলে প্রিমিয়ামের শতকরা ৮৬ ভাগ জমা রাখা হইয়াছে। ইহাতে বৎসরের শেষে ভবিষ্যৎ দাবী ও জরুরী চাহিদা মিটাইবার জন্য ৫,৭৬,৫০০৲ টাকা তহবিল রাখা হইয়াছে। এইরূপ কর্ম্মসাফল্যের ফলে কোম্পানী শতকরা বিশ

টাকা বোনাস্ এবং শতকরা বিশ টাকা ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিয়াছেন। দেশে বহু ইন্সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। যাহারা সর্ব্ব নিম্নে অন্ততঃ হাজার টাকার বীমা করিবে তাহারা বীমা কোম্পানীতে যোগদান করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে পারে; কিন্তু যাহাদের হাজার টাকার প্রিমিয়াম দিবার সাধ্য নাই, তাহাদের পক্ষে বীমার সুবিধা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যও আর হয় না। অথচ এই সকল দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় নরনারীর জন্যই বীমার আবশ্যকতা সব চেয়ে বেশী।

আমাদের দেশে গরীব, মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দিন আনে দিন খায়, অথবা আপিস হইতে মাসের শেষে মাহিয়ানার টাকাটী পাইলে তবে ঘরে হাঁড়ি চড়ে। এইরূপ মসীজীবি কেরাণীকুল এবং দরিদ্র শ্রমজীবি লইয়াই বাংলাদেশ তথা ভারতের শতকরা ৯৫ ভাগ গঠিত। উপার্জ্জনকারীর মৃত্যু হইলে প্রত্যেক পরিবার একরূপ পথে বসে, ঘরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগে চিকিৎসা নাই, এবং ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইবার ক্ষমতা নাই। এই সকল দীন দুঃখী পরিবারের পক্ষে উপার্জ্জন-কারীর দেহান্তে দু'শ, চারশ, বা পাঁচশ টাকা পাওয়া কম কথা নহে। এই টাকার দ্বারা তাহারা একটু দম্ লইয়া আবার সংগ্রামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। এক হাজার টাকার উপর যে প্রিমিয়াম দিতে হয় তাহা দেওয়া অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য; কিন্তু উপার্জ্জনের টাকা হইতে মাসে মাসে আট আনা, একটাকা দেওয়া ইহাদের পক্ষে অসম্ভব বা একেবারে অসাধ্য নহে।

প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং তাহার কাজের বিশাল ক্ষেত্রও পড়িয়া আছে। লোকের আপত্তির কারণ এই যে,

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা
মিঃ আই, বি, সেন

প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ডে ডাক্তারী পরীক্ষা এবং বয়সের সীমা নাই এবং সরকারী Actuaryর দ্বারা ইহার valuation হয় না বলিয়া লোকে নানারূপ সন্দেহ এবং ভয় করে। জনসাধারণের মন হইতে এই সকল ভয়ের কারণ দূর করিয়া দিলে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার কার্য্যাদি অনুসৃত হইলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে দেশ ছাইয়া যাইবে এবং যাহাদের জন্য সঞ্চয় ও পুঁজি সর্ব্বা-

পেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, সেই নারায়ণরূপী দীন দরিদ্র দিগের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড মাত্রই যে ফক্কীবাজীর খেলা নহে তাহা মিঃ সেন তাঁহার কোম্পানীর অসাধারণ সাফল্যের দ্বারা জলন্ত অক্ষরে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ১৯১০ সালে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ ২২ বৎসর কাল ধীরে ধীরে কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা গত কয়েক বৎসরের কার্য্যাবলী হইতে দেখাইয়াছি।

এ পর্য্যন্ত কোম্পানী তাহার সভ্যদিগকে ২,০০,০০০৲ দুইলক্ষ টাকা দাবীর বাবদ দিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ইহার তহবিল ৬৫০,০০০৲ সাড়ে ছয়লক্ষ টাকার উপর। সমগ্র ভারতবর্ষে,ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, ইষ্ট এবং ওয়েষ্ট আফ্রিকায়, ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেট্সে এবং আরও অন্যান্য দেশ সমূহে ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃত বাজার পত্রিকা" এই কোম্পানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

No Provident Company in India is in a position to compete with the "India Provident."

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স জর্ণ্যাল লিখিয়াছেন :

"If the "Oriental" is as big as the rest of all the Indian Life Assurance companies, the India Provident Company is certainly as big or even bigger than the rest of all Provident Insurance companies in India."

মিঃ সেনের আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ প্রাভিডেণ্ট্ কোম্পানী স্থাপিত হইয়া দীন দুঃখী দিগের দুঃখ মোচনে প্রবৃত্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা। জগতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ সেই দরিদ্র নরনারায়ণের অজস্র আশীর্ব্বাদ মিঃ সেনের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে—ইহাই তাঁহার সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং কর্ম্মকুশলতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কলিকাতা ২৯নং গ্রে ষ্ট্রীটে কোম্পানীর প্রধান অফিস অবস্থিত।

বম্বে লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী

১৯৩০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট

বম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই কোম্পানী ক্রমশঃ বীমা কার্য্যে প্রসারলাভ করিতেছে। ১৯৩০ সালের ভ্যালুয়েশন রিপোর্টের ফলে কোম্পানী আজীবন বীমায় শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা এবং এণ্ডাউমেণ্ট বা মিয়াদী বীমায় শতকরা বার্ষিক পনর টাকা বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহাদের ১৯৩০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতেও কোম্পানীর কর্ম্মসাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের আর্থিক দুর্গতির ফলে অনেক ব্যবসাতেই মন্দা পড়িয়াছে। কিন্তু জাতির এই দুর্দ্দিনে গত বৎসরেই বম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর সব চেয়ে বেশী কাজ হইয়াছে। ১৯৩০ সালে কোম্পানী যত টাকার বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন, অতীত কোনো বৎসরেই তাহা হয় নাই। এই

অপ্রত্যাশিত সাফল্য কোম্পানীর পক্ষে অবশ্যই বিশেষ আনন্দের বিষয়। আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী ৪০৭১ খানি আবেদন পত্রে ৭৩,৫৩,০০০৲ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৫৯,৯৭,৫০০৲ টাকার বীমায় ৩৫০৮ খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর ৩,৯০,৮৪৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার মোট তহবিলের পরিমাণ ২৮,৫২০০০ টাকা।

এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী সার লালুভাই সামল দাস, নাইট; সি, আই, ই, জে, পি।

বোম্বে লাইফের চেয়ারম্যান স্যার লালুভাই সামলদাস

৩,০০,২৪৬৸/০ বাৎসরিক প্রিমিয়ামের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর নিকট ১০২ খানি পলিসিতে ২,৩২,০৭৪৷৴০ পরিমাণ মৃত্যুজনিত দাবী পাওনা হইয়াছে; ৬০ জন বীমাকারীর বীমার মিয়াদ পূর্ণ হইয়াছে। তাহাদের দাবীর পরিমাণ বোনাসসহ ৮৩,৩৭৭৷৵০। গত বৎসরের কাজের ফলে কোম্পানীর বীমা তহবিল

গত কয়েক বৎসরের নূতন বীমার পরিমাণ দেখিলে কোম্পানীর ক্রমোন্নতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সাল	
১৯২৮	৪২,৬২,০০০ টাকা
১৯২৯	৫১,২২,৫০০ টাকা
১৯৩০	৫৮,৯৭,৫০০ টাকা

মোট মজুদ বীমার পরিমাণ—২,১০,০০,০০০ টাকা।

নিম্নে কোম্পানীর কয়েকটী বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করা গেল। কম প্রিমিয়ামের হার, বাকী পড়া প্রিমিয়াম না দিয়াও নষ্ট পলিসির পুনরুদ্ধার, একাধিক লোকের একত্রে বীমা, Multiple Benefit policyতে প্রতি হাজার টাকায় ত্রিশ টাকার বোনাসের গ্যারান্টিসহ জীবনবীমা, স্ত্রীলোকের জীবনবীমা প্রভৃতি এই কোম্পানীর বিশেষত্ব। ক্রমহ্রাসমান প্রিমিয়মযুক্ত মেয়াদী বীমা বস্তুতঃই চিত্তাকর্ষক। এই বীমাতে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রিমিয়মের হার কমিয়া থাকে এবং উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ ই উপযোগী।

এইবার ইহার ক্রমবর্দ্ধমান আয় এবং সম্পত্তির বিবরণ দিতেছি।

সাল	মোট আয়	মোট সম্পত্তির পরিমাণ
১৯২৮	৪,৩৫,৪৫৪৲	১৪,০১,৫২৯৲
১৯২৭	৭,১৪,৪২০৷৶৭	২২,৩৮,১৩১৶৩
১৯৩০	১১,৩৪,৭৪৬৶২	৩২,৯৩,৪৩৪৷৶২

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্টস্ মেসার্স সেন এণ্ড কোম্পানীর কার্য্য-কুশলতায় এদেশে বম্বে লাইফ্ এসিওরেন্সের কাজ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি। কলিকাতাস্থ অফিস ২৯নং গ্রে ষ্ট্রীটে অবস্থিত।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া জীবনবীমা কোম্পানী ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানীদের অন্যতম। কর্ম্মের প্রসারে বীমার বিপুলতায় ইহারা বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রাচীন হইলে অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাবে ম্লান হইয়া পড়ে। কিন্তু এম্পায়ারের পরিচালকগণের অদম্য উৎসাহে এই কোম্পানীটি জগতের ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানীটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চৌত্রিশ বৎসর পরে ইহা যে যশ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর গৌরবের বিষয়।

জগতের সকল ব্যবসায়ের ন্যায় বীমা ব্যবসায়েও এম্পায়ারের গত বৎসর এক দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। তথাপি বিশ্বের আর্থিক দুর্গতির তুলনায় তাহা নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকের আর্থিক ক্ষমতা এবং উপার্জ্জনের পথ ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকায় বীমাকারীদের কর্জ্জের অঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পলিসি রক্ষার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের দুরবস্থাই ইহার একমাত্র কারণ। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এম্পায়ার গত বৎসর যে কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয়। ১৯৩০ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে দেখা যায়, কোম্পানী ৬২০১ খানি পলিসিতে ১,১০,৬২,৩০০ টাকার বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরের এই কাজের পরিমাণ কম হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় ইহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর ৫৫,৭৭২ খানি পলিসিতে মোট ১০,৩৬,০৫,৪৯৫ টাকার বীমা চলিতেছে। আলোচ্যবর্ষে ইহারা ১৯,৪২,২২১

টাকা দাবী বাবদে বীমাকারী অথবা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে দিয়াছেন। কোম্পানীর প্রতি মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ ছিল বোনাস্‌সহ ১০,১৩,৭৪৫ টাকা এবং মিয়াদী বীমার বাবদ অঙ্কও কমিয়া গিয়াছে। এবৎসরে প্রিমিয়ামের আয়ের শতকরা ২২৷৷• ভাগ মাত্র ব্যয় হইয়াছে। এবার কোম্পানীর তহবিল ১৯,৭৭০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজার্ভ ফাণ্ড ধরিয়া ইহার
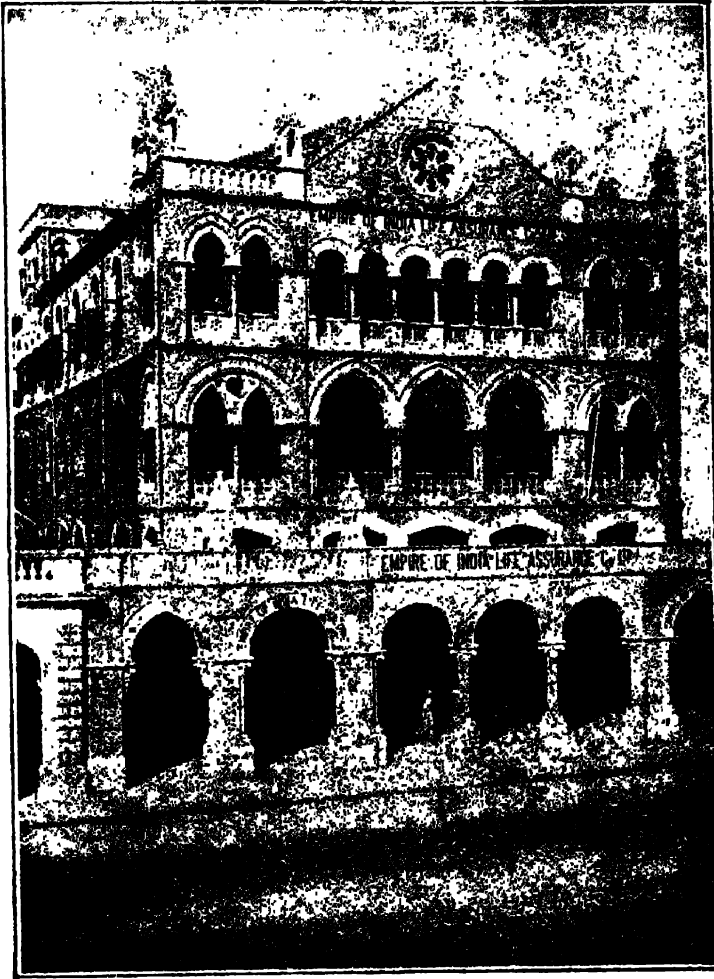
ড্যালহাউসী স্কোয়ারে এম্পায়ারের চিফ্‌ এজেন্সী আপিস

দাবী ছিল ১৯,৪২,২২১ টাকা। কোম্পানীর মৃত্যু সংখ্যা এবারে অনেক কম হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এবৎসরের ন্যায় দুর্ব্বৎসরে ইহা একটি দৈব আশীর্ব্বাদ। কোম্পানীর ব্যয়ের বর্ত্তমান তহবিল ৩,৫৭,৫৯,৯৯৭ টাকা। কোম্পানীর বর্ত্তমান মোট asset এর পরিমাণ ৩,৭৫,৪৬২৮৫ টাকা। কোম্পানীর অংশীদারগণকে অংশ প্রতি দশ টাকা ডিভিডেণ্ড

এবং ৫২ টাকা বোনাস্ দেওয়া হইয়াছে।

অক্লান্ত কর্ম্মসাধনা ও অনিবার্য্য উৎসাহ দ্বারা কিরূপে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে গৌরবের উচ্চ শিখরে উন্নীত করিতে হয়, এম্পায়ার তাহা দেখাইয়াছেন। আশা করি তাহাদের এই সাধনার আদর্শ সমব্যবসায়ী বীমা কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মে ও কুশলতায় অনুপ্রাণিত করিবে।
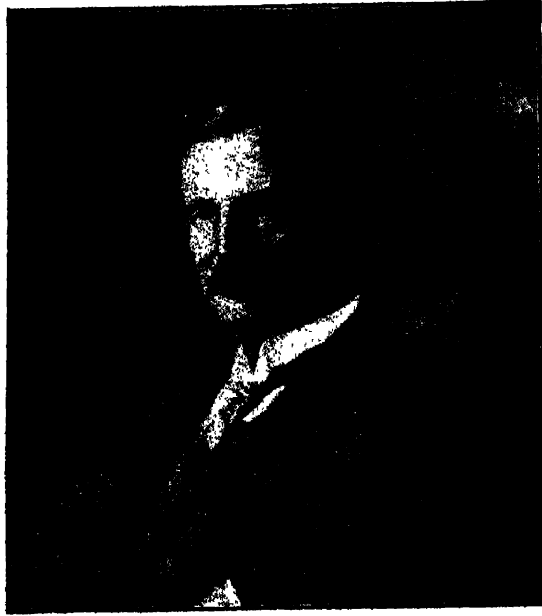
Mr. E. F Allum, Director.

এম্পায়ারের বাঙ্গলাদেশস্থ চীফ্ এজেন্সীর নেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের রোমাঞ্চকর জীবনের ইতিহাস

জীবন সংগ্রামে যাঁহারা জয়মাল্যলাভ করেন, তাঁহাদের ইতিহাস অক্লান্ত কর্ম্মসাধনার ইতিহাস; তাঁহাদের জীবন মহান আদর্শের লীলাক্ষেত্র। সৌভাগ্যকে কেবলমাত্র অদৃষ্টের আশীর্ব্বাদ বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা আপন অক্ষমতাকেই গোপন করিতে চাহেন। পুরুষকার তাহাদের নিকট একটা কথার কথা মাত্র। কিন্তু জগতে যাঁহারা কৃতী বলিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, অর্থ ও সম্পদে জয়শ্রী মণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একনিষ্ঠ কর্ম্মব্রতী ছিলেন। সুদূর ভবিষ্যতে সাফল্যের জয়টীকা যাহাদের ললাট উজ্জল করিবে, তাহাদিগকেও কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে।

অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, কর্ম্ম দ্বারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হইব—এই সঙ্কল্পই প্রত্যেক মানুষকে সাফল্যের সন্ধান দেয়। বিপদ বাধাকে সে ভয় করে না, বিঘ্ন ও ব্যর্থতা তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া জীবনবীমা কোম্পানীর বাঙ্গলাদেশস্থ চীফ্ এজেন্সী কার্য্যের

নেতা শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র সেন বাঙ্গলার ব্যবসা ক্ষেত্রে এমনিই একজন কর্ম্মসাধক, যিনি অদৃষ্টের দোহাই দিয়া আপন ক্ষমতাকে খর্ব্ব করেন নাই, যিনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে বর্ত্তমান সুখকেই কাম্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই সাফল্যের জয়টীকা তাঁহার ললাট উজ্জ্বল করিয়াছে।

মাতৃবিয়োগ ঘটে। স্নেহশীল পিতা নিজের বুকে করিয়া পুত্রকে প্রতি পালন করেন; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সে সুখও বেশী দিন স্থায়ী হইলনা। যখন তাঁহার বয়স মাত্র বারো বৎসর, তখন তাঁহার স্নেহময় পিতাও পরলোক গমন করেন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মারা

এম্পায়ারের বঙ্গদেশস্থ চীফ্ এজেন্সী আফিসের মিঃ এ, সি, সেন

৬০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালীতে বাঙ্গলার এই কর্ম্মসাধকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সেখানকার একজন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। অবিনাশবাবুর পৈত্রিক বাসভূমি ছিল ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চুণ্টা গ্রামে। গ্রাসাচ্ছাদনে তাঁহাদের কষ্ট না থাকিলেও তাঁহারা সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিলেননা। অতি শৈশবেই যখন তাঁহার বয়স দশ মাস মাত্র, তখন তাঁহার

গিয়াছিলেন। সুতরাং মাতা, ভ্রাতা ও পিতৃহারা হইয়া তিনি সত্যসত্যই অনাথ হইয়া পড়িলেন। নানারূপ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহাকে শিক্ষালাভ করিতে হইল। কিন্তু পারিবারিক ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য শীঘ্রই তাঁহাকে অধ্যয়ন ছাড়িয়া উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। সাহসের সহিত তিনি এই দুঃসহ দায়িত্ব মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার ভাবী খুড়-শ্বশুর জগৎচন্দ্র দাস

মহাশয় এই সময়ে আসামের এক্সট্রা এসিস্টান্ট কমিশনার ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় তিনি আসাম গভর্ণমেণ্টের অধীনে Subordinate Provincial Service এ প্রবেশ লাভার্থ সেট্‌লমেণ্ট বিভাগে যোগদান করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, এইবারে তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অল্পবয়সে তিনি একটি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম দ্বারা উপরোক্ত কর্ম্মচারীদের স্নেহ ও শ্রদ্ধাও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও দূরে ছিল না। অধিকাংশ বাঙ্গালীই এরূপ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া পরম নিশ্চিন্তে জীবন কাটাইয়া দেয়, কিন্তু একঘেয়ে কলম পেশা জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা তাঁহার ভালো লাগিল না। প্রাচুর্য্য ও উন্নত জীবনের আশায় তিনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সাধারণ লোক এইরূপ কাজকে অপরিণাম দর্শী অর্ব্বাচীনতা বলিয়া অভিহিত করে এবং নিশ্চিত উপার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পশ্চাদ্ধাবনকে মূর্খতা বলিয়া উপহাস করে। তাই অবিনাশ বাবু তাঁহার অভিপ্রায় বাহিরে বিশেষ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কেবল দুইজন লোক তাঁহার কর্ম্মক্ষমতায় বিশ্বাসবান ছিলেন। তাঁহারাই শ্রীযুত সেনকে কলিকাতায় আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইবার জন্ম উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এই দুইজন শুভানুধ্যায়ীর মধ্যে একজন তাঁহার খুল্লতাত শ্বশুর শ্রীযুত জগত চন্দ্র দাস, অপর জন তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

যখন তাঁহার চাকুরী ত্যাগের সঙ্কল্প প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন আত্মীয়স্বজনের অনেকেই আশঙ্কা ও ভীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকে সুবোধের মত তাঁহাকে চাকুরীতে স্থির হইয়া বসিবার উপদেশ দানেও কার্পণ্য করিলেন না। অতিশয় আপনার জন তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও ডাকে কর্ণপাত না করিয়া ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। ব্যবসায়ের কৌশল বুঝিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে একটি সওদাগরী অফিসে কিছুকাল কাজ শিক্ষা করেন। এইখানেই তাঁহার কর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠতা আত্ম-প্রকাশ করে।

এই সময় শ্রীযুত সেনের দূর-আত্মীয় বিখ্যাত ব্যবহারজীবি পরলোকগত দুর্গামোহন দাসের পুত্র সত্যরঞ্জন দাস বার-এট-ল মহাশয় বোম্বাই এর এম্পায়ার অব-ইণ্ডিয়া জীবনবীমা কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার,উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেন্সী গ্রহণ করেন। তাঁহার চা বাগানের প্রতিও বিশেষ ঝোঁক ছিল। সে সময়ে ৩নং হেয়ার ষ্ট্রীটে ন্যাশন্যাল্ এজেন্সী কোং নামে এই দুইটি ব্যবসা পরিচালিত হইত। শ্রীযুত দাসের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়াতে তাঁহার পক্ষে ব্যবসায়ের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান করার অসুবিধা হইতেছিল। তাই তিনি শ্রীযুত সেনের কর্ম্মদক্ষতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে এই ফার্ম্মের অন্যতম অংশীদার রূপে গ্রহণ করেন।

সে সময় আজিকার মত বীমা ব্যবসায়ের এত প্রসার ছিলনা। বিদেশী বীমা কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী কোম্পানীর পক্ষে কাজ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। ইঁহারা যখন চা ও জীবন বীমার ব্যবসা পরিচালন করিতেছিলেন তখন চায়ের ব্যবসায়ে অকস্মাৎ মন্দা পড়ে। ইহার ভবিষ্যৎ বড়ই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া

পড়ে। শ্রীযুত দাস ইহাতে দমিয়া যান, কিন্তু শ্রীযুত সেন দমিবার পাত্র ছিলেননা। তিনি তাঁহার দূরদর্শিতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা ব্যবসায়ের সকল অসুবিধা কাটাইয়া উঠেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি কিরূপ অসাধারণ তাহা নিম্নের বিবরণ হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এম্পায়ারের নূতন কাজের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ লক্ষ টাকা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে উহা ১২ লক্ষে উন্নীত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এক বাংলা দেশ হইতে বছরে ৭ লক্ষ টাকার বীমা সংগ্রহ হইতেছে ; ১৯০৭ সালে মিঃ দাসের মৃত্যু হয়। তখন ব্যবসায়ের সকল ভারই শ্রীযুত সেনের স্কন্ধে অর্পিত হয়। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ অধ্যবসায়ের ফলে কোম্পানীর কাজ প্রতি-বৎসরেই বাড়িয়া যাইতে থাকে। প্রত্যেক দশ বৎসরে কোম্পানীর কাজ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে কোম্পানীকে আফিসের জন্য নূতন গৃহ সন্ধান করিতে হয়। বর্ত্তমানে ইহার অফিস ড্যালহৌসী স্কোয়ারের কোণে ম্যাক্লিয়ড হাউসের বিশাল বাড়ীতে অবস্থিত। শ্রীযুত সেনের সহিত অথবা তাঁহার অফিসের সহিত একবার পরিচিত হইলে তাঁহার সংগঠন ক্ষমতায় মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্যবসায় পূর্ণগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বাল্যের স্বপ্ন যৌবনের মধ্যাহ্নে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অত্যল্প কালের মধ্যেই এম্পায়ারের যশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীযুত সেনের দূরদৃষ্টি অতিশয় প্রখর ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে যখন দেশবাসী উচ্ছ্বসিত, তিনি সেই দেশপ্রীতির পলিমাটিতে নীরবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র রচনা করিলেন। দেশাত্ম-বোধের সঙ্গে দেশবাসীর দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমতা জন্মিল, বিলাতী ও বিদেশীর মোহাবরণ একে একে অপসারিত হইতে লাগিল। জন-সাধারণ যখন বুঝিতে পারিল, বিদেশী কোম্পানীর ন্যায় দেশী কোম্পানীও বড় হইতে পারে এবং এম্পায়ারের মত কোম্পানী বিদেশী বড় কোম্পানী অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে, তখন তাঁহারা এম্পায়ারের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়িল। শ্রীযুত সেনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তিনি এখনও এই কোম্পানীর বাংলা কেন্দ্রের প্রধান কর্ম্মকর্তা। ৩ লক্ষ টাকার কাজে যাঁহার বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল, ত্রিশ বৎসরে এখন তাঁহার সত্তর লক্ষ টাকার কাজ হইতেছে। চা বিভাগেও যাহাদিগকে মাত্র গুটি ছয় কোম্পানী পরিচালন করিতে হইত, এখন তাহা-দিগকে ত্রিশটির অধিক সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাগান পরিচালনা করিতে হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই আরও কোম্পানীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অধিক কাজ হাতে লইলে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁহারা তাহা করেন নাই।

এই কর্ম্ম সাফল্যকে যাঁহারা অদৃষ্টের নামে চালাইতে চাহেন, তাহারা ভ্রান্ত। শ্রীযুক্ত সেন যেরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন, কর্ম্ম জীবনে অনে-কেরই এমন সুযোগ আসিয়া থাকে। যাহারা পারে, সেই সুযোগের সদ্ব্যহার করে, যাহারা পারে না তাহারাই অদৃষ্টের ধিক্কার দিয়া আপন অক্ষমতা গোপন করে। যাহারা সুযোগের সন্ধান পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহারাই জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থাকে।

উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে সাধারণতঃ আমাদের সকল ব্যবসায়ের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। পরনির্ভরতা, সহকারী কর্ম্মচারীদের

শৈথিল্যে উদাসীনতা প্রভৃতিই ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ করে। এজন্য কৃতী যাঁহারা—কর্ম্মীরূপে যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন,তাঁহারা ক্ষুদ্রতম কাজকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে না করিয়া সকল সময় সতর্কতার সহিত সব ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

সকলকে প্রিয় করিয়া রাখেন। বাহিরের লোক তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হয়।

ভগবান যাহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া সাফল্য দান করেন,তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখীও করেন। সংসারে দেখা যায়, অনেকের হয়ত ধন, সম্পদ,

মিঃ এ, সি, সেনের পুত্র মিঃ এ, কে, সেন

শ্রীযুক্ত সেন তাঁহার অফিসের কাজে সদাসতর্ক ও সদাজাগ্রত। সকল বিষয়ের খুঁটি নাটি তিনি নিজে যেমন পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তেমনি কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহারে

এবং যশ যথেষ্ট আছে, কিন্তু ছেলেরা অর্থের প্রাচুর্য্যে থাকিয়া বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সেনের পুত্রভাগ্যও ভাল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অমিয় কুমার বি, এ, পাশ করিয়া পিতার সাক্ষাৎ

তত্ত্বাবধানে তাঁহার ফার্ম্মে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। পিতার ন্যায় তিনিও মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে পারেন বলিয়াই শ্রীযুক্ত সেনের পক্ষে সস্ত্রীক ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসা সম্ভবপর হইয়াছিল।

যে সকল যুবক বাল্যকাল হইতে নানারূপ নির্দ্দোষ খেলাধূলায় ব্যাপৃত থাকে, পরিণামে তাহাদের মধ্যে নানা সদ্‌গুণের বিকাশ হইতে দেখা যায়। বন্ধুদিগের মধ্যে অমিয় কুমারের Athlete বা ব্যায়ামী বলিয়া খ্যাতি আছে, একই আফিসের মধ্যে পিতার পাশে উপযুক্ত পুত্র নিবিষ্টমনে আফিসের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন ইহা দেখিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। বাঙ্গলার ব্যবসায়ী মহলে A. C. Sen এর নাম শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারিত হয়। পুত্রের দ্বারা এই সুনাম ও সুখ্যাতি আরও বর্দ্ধিত হউক ইহাই আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

দয়া দাক্ষিণ্যে, সদ্ব্যবহারে ও চরিত্রমাধুর্য্যে শ্রীযুক্ত সেন সকলের হৃদয় হরণ করিয়াছেন। এম্পায়ারের জনপ্রিয়তা তাঁহারই সাধনার ফল, স্বদেশী বীমা কোম্পানীর প্রতি দেশবাসীর অনুপ্রেরণা তাঁহারই সেবার পুরস্কার। শ্রীযুক্ত সেনের মত একনিষ্ঠ কর্ম্মীর সাধন বলেই জাতির বক্ষে এত বড় বিরাট বীমা-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মজীবন বীমা কর্ম্মীদের কর্ম্মক্ষেত্রের আলোকবর্ত্তিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহগ্রস্তে শিক্ষাভিমানী অসংখ্য বেকার যুবকদিগকে শ্রীযুক্ত সেনের জীবনী ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে, উচ্চ ডিগ্রীধারী না হইয়াও এবং কপর্দ্দক মাত্র সম্বল না থাকিলেও কেবল নিষ্ঠা, সততা, সংযম, অধ্যবসায় এবং দুর্জ্জয় সংকল্পের বলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বাংলা দেশে বাঙ্গালী দ্বারা সুপরিচালিত যে কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠান আছে, "ইউনিক" তাহাদের অন্যতম। বিগত ৯১২ সালের ১৮ই মার্চ্চ এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ দিনেই ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীর আইন পাশ হয়। ইহার দুই বৎসর পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমর আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা ওল্‌ট্ পাল্‌ট্ হইয়া যায়। সেই জগদ্ব্যাপী দুর্গতির দিনে বিদেশী ও ভারতীয় বহু কোম্পানীকে আর্থিক আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউনিক সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেশবন্ধু এই কোম্পানীর অনেকগুলি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত 'ইউনিকের' পৃষ্ঠপোষকরূপে ইহার কার্য্যাবলীর প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। মহাযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার অবসান হইলে এই কোম্পানীর কার্য্যভার বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেণ্টগণের হস্তে অর্পিত হয়; এবং তাঁহাদের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে কোম্পানী সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জীবন-বীমা বিশেষজ্ঞ শ্রীযুত করুণা কিশোর কর ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পক্ষে কোম্পানীর সকল কাজ সুনির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ব্যবসায়ের বিপদ বাধা ঝড়-ঝঞ্ঝায় করুণাবাবু চিরদিন অবিচলিত। চারিদিকের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কি করিয়া একটি প্রতিষ্ঠানকে একাগ্র সাধনা দ্বারা উন্নত করিতে হয়, করুণাবাবু তাহা তাঁহার নিজ কর্ম্মদ্বারা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সরল অনাড়ম্বর এবং নিরলস জীবন ব্যবসায়ের উন্নতির জন্যই উৎসৃষ্ট। কেবল ইউনিক নহে, আরও অনেকগুলি কোম্পানী তাঁহা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুত চুণীলাল লাহিড়ী মহাশয় বীমা জগতে সুপরিচিত। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও বীমা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অতুলনীয়। ইহাদের পরিচালনায় ইউনিকের ভবিষ্যৎ যে দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, তাহা কোম্পানীর গত কয়েক বৎসরের কার্য্য বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। প্রতিবৎসর মে মাসে ইহাদের বৎসর শেষ হয়। গত ১৯৩১ সালের মে মাসে যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় কোম্পানীর প্রিমিয়ামের আয় দাঁড়াইয়াছে ,৮৩,২২৩৲ টাকা। গত বৎসর প্রিমিয়ামের আয়ের পরিমাণ ছিল ১,৫৬,৫৬২৲ টাকা। যদিও দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, ব্যবসা বাণিজ্যের অস্থিরতায় সকলকে অধীর করিয়া তুলিতেছে, তথাপি "ইউনিকের" এই ক্রমোন্নতি ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক। বীমা তহ-

বিলেও কোম্পানীর ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। ১৯২৯-১৯৩০ সালে ইহাদের বীমার পরিমাণ ছিল ৩,৭৩,১৩৯৲ টাক, কিন্তু ৩০-৩১ সালে উহা প্রায় পাঁচলক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ২৯-৩০ সালে কোম্পানী ১৩,৭৩২৫০৲টাকার বীমা প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। ৩০ ৩১ সালে পাইয়াছেন ২১,৫২,৭১০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ। পূর্ব্ব বৎসরে কোম্পানী ৯, ৪১, ০০০৲ টাকার বীমা-পলিসি ইস্যু করিয়াছিলেন, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে উহা ১৪,০৬,০০০৲ টাকায় উঠিয়াছে। ইহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এই ক্রমোন্নতি তাহারই সুস্পষ্ট পরিচয়। বিগত কয়েকবৎসরের কাজের দিকে চাহিলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। কোম্পানী গত কয়েকবৎসরে প্রথম সাত মাসে অর্থাৎ জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে যত কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

বৎসর	প্রস্তাবিত বীমার পরিমাণ	পলিসির টাকার পরিমাণ
১৯২৯	৫,৭৭,২৫০৲	৩,৬৬,২৫০৲
১৯৩০	৮,৯০,০০০৲	৫,৭৮,২৫০৲
১৯৩১	১৬,৩৫,৭৫০৲	১২,১৭,৫০৲

গত পাঁচ বৎসরের ভ্যালুয়েশনের ফলে কোম্পানী বীমাকারীদিগকে হাজার করা পাঁচ বছরে পঞ্চাশ টাকা বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন। আবার বর্ত্তমান বৎসরে ১৯৩২ সালের মে মাসে পুনরায় পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশন হইবার কথা, এবারেও পূর্ব্ব পাঁচ বৎসর অপেক্ষা ভালো ফল হইবে ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। কোম্পানী নূতন কয়েকটি বীমা পদ্ধতি প্রচলন করায় বীমাকারীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার যেমন অত্যন্ত কম, তেমনি দাবীর টাকা দিতে ইহারা বিশেষ তৎপর। মিয়াদ পূর্ণ হইলে অথবা বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে যাহাতে টাকা প্রাপ্তিতে অযথা বিলম্ব না ঘটে, তজ্জন্য ইঁহারা বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী ১৮,৭৪৪৶০ মৃত্যুজনিত দাবী এবং ১২৯০৲ টাকা মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দাবী পরিশোধ করিয়াছেন। ডিরেক্টরগণ বাৎসরিক রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে যাহাদের কাগজ পত্র ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ নহে তাহাদের সকলের টাকাই পরিশোধ করা হইয়াছে। কাহারো দাবীর টাকা বাকী না থাকা কোম্পানীর পক্ষে একটি প্রধান ব্যবসা সাফল্যের পরিচয়। ইউনিকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের বিনালাভে কোনো পলিসি নাই। তাঁহাদের সবগুলিই লাভ সহ পলিসি। নানাপ্রকার দুঃখ দুর্য্যোগ ও অভাব অসুবিধার মধ্য দিয়া পরিচালকগণ ইহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন। ভরসা করি, ইউনিক একদিন সগৌরবে বীমা ব্যবসায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

"—One of the directions in which leakage of national resources is taking place is the field of Insurance. I understand that under this head alone there is a net drain from this country of something like Rs 5 crores a year. Every rupee wh ch an Indian spends must be spent with discremination and with a definite desire for creating work in India for our own people, so that the savings of our people may remain in the country and may help nascent enterprises."

-PANDIT JAWAHARLAL NEHRU.

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড.

এই কোম্পানীর ৩০সালের ব্যালান্স সীট দেখিলে আমাদের তিনটি বিষয় সর্ব্ব প্রথমেই নজরে পড়ে।

গত বৎসর পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসা বাণিজ্যে বড়ই দুর্দ্দিন গিয়াছে; ভারতবর্ষও এই জগদ্ব্যাপী দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। ইহার ফলে সকল বীমা কোম্পানীকেই অল্পবিস্তর ধাক্কা খাইতে হইয়াছে এবং অতি অল্প সংখ্যক কোম্পানী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কাজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। দেশব্যাপী এই দুঃখ দুর্দ্দিনের মধ্যে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। ইঁহাদের কাজের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবার ৩৩% পারসেণ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানে ২৯ এবং ৩০ সালের কাজের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সাল	পলিসির সংখ্যা	বীমার পরিমাণ	এই বৎসরের কাজের উপর নেট প্রিমিয়াম আয়
১৯২৯	৬০৯খানি	১০ ৩৭ ০০০টাকা	৫৬ ৮২৩ ৵০ টাকা
১৯৩০	৮৮১খানি	১৩ ৫৮ ৫০০টাকা	৭৩ .৮৭ ৸৵০টাকা

এই তুলনা মূলক বিবরণ হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই দুর্ব্বৎসরেও "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেক বেশী কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই অনুপাতে প্রিমিয়ামের আয়ও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে।

পুনর্বীমা বাবদ দেয় টাকা বাদে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট এর এই বৎসরের মোট প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২, ১৫, ৩৬৩৸৵০ টাকা. ইন্‌কমট্যাক্স বাদ দিয়া লগ্নীর টাকার উপর সুদ আদায় ২৭, ৩২২॥৵১০ টাকা। এই বৎসরের মোট আয়ের পরিমাণ ২, ৪২, ৬৮৬॥১০ টাকা। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর লাইফ্ ফাণ্ড দাঁড়াইয়াছে ৪, ২৫, ৬৬২॥৵০।

মিঃ এন্, এম্ দালাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এইরূপ জগদ্ব্যাপী দুর্ব্বৎসরের মধ্যেও ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের সকল দিকেই যে উন্নতির ছাপ দেখা যাইতেছে তাহার মূলে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, চমৎকার ব্যবস্থা প্রণালী, সুমিষ্ট ব্যবহার এবং এজেণ্টদিগের সহিত সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও সাহায্যের আগ্রহ।

Mr. Frank S. D. S'ouza
Manager, Head Office.

মাত্র গত মে মাসে কোম্পানী বাঙ্গলা দেশে এবং ৪নং হেয়ার ষ্ট্রীটে কলিকাতায় শাখা কার্য্যালয় খুলিয়াছেন এবং মিঃ বি, মুখার্জ্জীর ন্যায় একজন পাকা বীমা ব্যবসায়ীকে সেক্রেটারী রূপে পাইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় ইহাদের চীফ এজেন্সী আপিশ ছিল এবং ধীরে ধীরে কাজ সংগ্রহ হইতেছিল। কিন্তু মিঃ মুখার্জ্জীর কর্ত্তৃত্বে ও নেতৃত্বে এই অল্পদিনের মধ্যে কোম্পানী যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ডিরেক্টরেরা নিজেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন।

The new business shows an increase of 52 of over the previous year—**by far the largest increase in any one year in the history of the Company.**

এই সাফল্য, সুনাম এবং কৃতিত্বের জন্য আমরা মিঃ মুখার্জ্জীকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। এই কোম্পানীর বোম্বাইস্থিত হেড আপিশের ম্যানেজার মিঃ এফ, এস্. ডিসুজাও বহুদিন যাবত বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া সুনাম এবং প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

মিঃ মুখার্জ্জী ইতিমধ্যেই কলিকাতা ব্রাঞ্চের অধীনে রেঙ্গুন, শিলচর, জলপাইগুড়ি ও পাটনায় শাখা আপিশ খুলিয়াছেন এবং তাহা ছাড়া অনেকগুলি নূতন এজেন্সীর সৃষ্টি করতঃ কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিতেছেন।

এই কোম্পানীর দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় দাবীর টাকা দেওয়া সম্বন্ধে ক্ষিপ্রতা। গত ২৯ ও ৩০ সালের ব্যালান্স সীট দেখিয়া আমদের এই বিষয়টি বারবার নজরে পড়িয়াছে। ২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত দাবীর টাকার বাবদ কোম্পানীর যত টাকা দেয় ছিল, তাহা সবই শোধ করিয়া দেওয়া হয়; কেবলমাত্র কিঞ্চিদধিক আট হাজার টাকার দাবী ঐ সময়ের মধ্যে দিতে বাকি ছিল। ডিরেক্টরেরা তাঁহাদের বার্ষিক রিপোর্টে বলিয়াছেন যে এই টাকাও শোধ করিয়া দেওয়া হইত; কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণ ও claim Papers আদি দাখিল না করায় এই টাকা শোধ করিতে পারেন নাই।

আবার ৩০সালের শেষ পর্য্যন্ত যত টাকা দাবী হইয়াছিল তাহার সবই শোধ করিয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র কিঞ্চিদধিক সাত হাজার টাকার দাবী পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদির অভাবে ডিরেক্টরেরা মিটাইয়া দিতে পারেন নাই। এইরূপ ক্ষিপ্রতা এবং তৎপরতার সহিত দাবীর টাকা মিটাইয়া দেওয়ায় বীমা মহলে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা যেমন দিন দিন বাড়িবে তেমনি ইহার কাজের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে।

কলিকাতা ব্রাঞ্চের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ বি, মুখার্জ্জী

তৃতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় ইহাদের ব্যাল্যান্স সীট ও বার্ষিক রিপোর্ট। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও একবার আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহাদের ব্যালান্স-সীটে কোনওরূপ জটিলতা নাই। সব সরল ও পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা হয়। যাহাতে সকলেই সব ব্যাপার সহজে এবং অন্যের সাহায্য না লইয়াও বুঝিতে পারে। ব্যালান্সসীট যাঁহারা যত জটিলতার সহিত বাহির করেন তাঁহারা ততই লোকের বিরক্তির ও অশ্রদ্ধার কারণ হইয়া উঠেন। এই দিক দিয়া আমরা ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের ডিরেক্টর-দের তারিপ করিতেছি। ইহাদের মধ্যে হোম্‌রা চোম্‌রা কেহ নাই; কিন্তু সুতীক্ষ্ণ ব্যবসা বুদ্ধির সহিত সততার যোগ রাখিয়া ইঁহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাদের সাফল্য কামনা করি।

———

অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী

অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ১৯২৫ সালে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইঁহারা যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক বিবরণ দেখিলেই বুঝা যায়। নিম্নে এই কয়েক বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

বৎসর	বীমার পরিমাণ	মোট বাৎসরিক আয়	বীমা তহবিল	সুদ প্রাপ্ত
১৯২৬	৫, ২১, ০০০৲	২৬, ৭৮৭৲	৪, ৭৬১৲	১, ৯৭৫৲
১৯২৭	৬, ৩২, ০০০৲	৪৬, ৯১৩৲	২৯, ১৮২৲	২, ৪৫৫৲
১৯২৮	১০, ৮৪০০০৲	৮১, ২৬৯৲	৫৬, ২৭৬৲	৩, ৮২৮৲
১৯২৯	৭৯, ০০, ০০০৲	১, ৬৩, ২৭০৲	১, ১৭, ২০৩৲	৫, ৮৩৬৲
১৯৩০	১৩, ৭৩, ৫০০৲	২, ০৩, ৪৫৩৲	২, ১৫, ১২১৲	১০, ৪৭৭৲

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিগুণ হারে কাজ পাইলেও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার কাজের পরিমাণ অকস্মাৎ কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ অকস্মাৎ কাজ কমিয়া যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে কেহই অজ্ঞাত নহেন। সকলেই জানেন যে ১৯৩০ সাল সকল ব্যবসায়ের পক্ষেই বিষম দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। সুতরাং যে কারণে ১৯৩০ সালে সকল ব্যবসাই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেই কারণেই অন্ধ্র বীমা কোম্পানীর কাজও কম হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী ১১১২ খানি আবেদন পত্রে ১৮,৬৬, ৫০০৲ টাকার বীমা প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৮৯২ খানি পলিসিতে ১৩, ৭৩, ৫০০৲ টাকার বীমা ইস্যু করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সম্প্রতি আরও ৭১০০০৲ টাকার মোট ৪৫ খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর প্রতি দাবীর পরিমাণ ১৬ খানি পলিসিতে ২৬০০০৲ টাকা। আর সব টাকা অর্থাৎ ইহার মধ্যে ১৮৫০০৲ টাকার দাবী মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ৭৫০০৲ টাকার দাবী মিটাইতে বাকী রহিয়াছে। দাবীর টাকা মিটাইতে এই কোম্পানী কিরূপ তৎপর ইহা তাহারই পরিচয়। আয় বাড়িতে থাকিলেও কোম্পানীর খরচের হার প্রতি বৎসর কিরূপ কমাইয়া আনা হইতেছে নিম্নের তালিকা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

বৎসর	খরচের পরিমাণ	হার
১৯২৬	১৯৩৬৭	শতকরা ৮০
১৯২৭	২২৪৯৩	" ৫০
১৯২৮	৪৭৬৭৫	" ৫৮
১৯২৯	৯৭৩৪২	" ৫৮
১৯৩০	৭৯৫৯৫	" ৩৯

প্রথম বৎসরে কাজ সংগ্রহের ব্যয় বেশী পড়ে বলিয়া খরচের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই খরচ কমিয়া আসিতেছে। স্বল্প ব্যয়ে, মিতব্যয়িতা সহকারে

কোম্পানী পরিচালিত হইলে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কয়েকটী বিশেষত্বের কথা এইখানে প্রকাশ করা হইতেছে।

১। ভারতবর্ষে যতগুলি ইন্‌সিওরেন্স কোং স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক কোম্পানীই প্রথম ভ্যালুয়েশনে বোনাস্ দিতে সক্ষম হইয়াছে। যে অল্প কয়েকটী কোম্পানী প্রথমাবধি বোনাস্ দিতে সক্ষম হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী খুব উচ্চ হারে বোনাস্ দিয়াছে।

২। প্রথম হইতেই এই কোম্পানী খুব কম খরচে ব্যবসা চালাইতেছে, এবং ইহার খরচ ক্রমশঃই কমিতেছে; সুতরাং ইহার বোনাস্ অল্প দিনের মধ্যেই খুব বেশী হইবে আশা করা যায়।

৩। এই কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষাকৃত কম; স্থায়ী অক্ষমতায় প্রিমিয়াম দিতে হয় না, অথচ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বীমার সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যায়। এই কোম্পানীতে স্ত্রীলোকের জীবন বীমা করা যায়।

৪। এই কোম্পানী যুক্ত জীবন বীমা প্রচলন করিয়াছেন। কোন কোন কোম্পানীতে ১ জনের বীমা করিতে যে প্রিমিয়াম দিতে হয়, এই কোম্পানীতেও প্রায় সেই প্রিমিয়ামেই দুই জনের জীবন বীমা একত্রে করা যায়। একজনের মৃত্যু হইলে অপরে তখনই সম্পূর্ণ বীমার টাকা চাহিবার অধিকারী হন। এই প্রথায় স্বামী ও স্ত্রী, দুই ভ্রাতা, একই ব্যবসায়ের দুই অংশীদার প্রভৃতি যে কোন দুই ব্যক্তি একত্রে বীমা করিতে পারেন।

৫। কোনও কারণে প্রিমিয়ামের টাকা না দিতে পারায় পলিসি নষ্ট হইয়া গেলে, ২ বৎসরের মধ্যে policy revive বা পুনরুদ্ধার করিলে বাকী পড়া প্রিমিয়াম দিতে হয় না। এই উপায়ে পলিসি পুনর্জ্জীবিত করিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়ায় বীমাকারীর টাকা নষ্ট হইবার কোনই ভয় থাকে না। উপরন্তু ৩ বৎসর প্রিমিয়াম দিলে আর কোনও কারণেই টাকা নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

৬। নির্ব্বিচারে সব টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে খাটাইবার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে এক প্রধান জনমত গড়িয়া উঠিতেছে। এই কোম্পানী ভারতের দরিদ্র কৃষকের দুরবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ইহার আয়ের এক অংশ Co-operative Land Mortgage Bank এর Debenture কিনিয়া দরিদ্র কৃষককুলকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ব্যাঙ্কের সেয়ার না কিনিয়া এবং ব্যাঙ্কে ডিপজিট না রাখিয়া ডিবেঞ্চার খরিদ করাতে কোম্পানীর টাকা মারা যাইবার আশঙ্কা কম।

৭। এই কোম্পানী দাবীর টাকা অতি সত্বর মিটাইয়া দিয়া থাকেন।

মেসার্স রায় এণ্ড কোম্পানী অন্ধ্র ইন্‌-সিওরেন্সের বঙ্গ, বিহার ও আসামের চিফ্ এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ১৯৩১ সালের জুন মাস হইতে কলিকাতায় ৩নং মিশন রো'তে আফিস্ খুলিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে গত বৎসর তাঁহাদের কাজ খুব ভাল হইয়াছে।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্

(মাদ্রাজ)

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী মাদ্রাজের একটি বীমা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৬ সালে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছিল। জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কটের ফলে যে সকল কোম্পানী গত বৎসরে আশানুরূপ কাজ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু দুর্ব্বৎসরে কাজের সুবিধা না হইলেও এই কোম্পানীর গত কয়েক বৎসরের কার্য্য বিবরণ হইতেই ইহাদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ২৬০৫ খানি আবেদন পত্রে ৪৩, ৭১ ৭৫০ টাকার বীমা প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। গত বৎসরে পাইয়াছিলেন ২৮৩৭ খানি আবেদন পত্রে ৪৬ ৬৫ ৫০০ টাকার বীমা প্রস্তাব। তন্মধ্যে ৩১ ৩২০০০ টাকার বীমায় ২১২৫খানি পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। গত বৎসরে পলিসির সংখ্যাছিল ১৮৫৮, এবং বীমার পরিমাণ ছিল ২৮,৩১,২৫০ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে যে আবেদন পত্রের সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে কম হইয়া থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে এবারেও কাজ বেশী হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর বাৎসরিক প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্য হইবে ১,৫৯,৮২৮৵৹ বীমাকারীদের ট্রাষ্ট ফাণ্ডের পরিমাণ গত বৎসর ছিল ৩৩,৯২, ৬২৭৷৷২ পাই; এ বৎসরে হইয়াছে ৩৮,৬২,৭২৩৷৴৯ পাই। ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বোনাসের অঙ্ক সহ মোট বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৪৮ ২০,৭৬৯।৴৪ পাই। ইহার মধ্যে ৩০, ৫৭১ টাকা অন্য কোম্পানীতে পুনর্বীমা করা হইয়াছে। পলিসির প্রিমিয়াম, সুদ এবং অন্যান্য ফি বাবদে ৯,৭৮,৮১৬ ৵৭পাই আদায় হইয়াছে। গড়পরতা সুদ আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৬৲ টাকা।

আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর নিকট ১১৭খানি পলিসি বাবদ ১, ৬০,৯০৯৶৹ আনার Claims বা দাবী প্রাপ্য হইয়াছে।

ইহার মধ্যে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ ৯৩, ৯২২৸৶৹ (৬৩খানি পলিসি)। ৫৪খানি পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হইয়াছিল। পুনর্বীমা বাদে তাহাদের দাবীর পরিমাণ ৬৭,০৫৬৷৹ ইহার মধ্যে আলোচ্য বর্ষের ৭৯টি দাবীর ১,০২,১৭৬৷৹ টাকা এবং বিগত বর্ষের ২৬টি দাবীর ৪৯,২১৭টাকা বীমাকারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে। দাবী বাবদে কোম্পানী বীমা-কারীদিগকে এযাবৎ মোট ১০, ৬৫,৬১৪৷৴২ টাকা দিয়াছেন।

১৯২৬ সালে ষ্টার এণ্ড কোম্পানী এই বীমা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। সেই হইতে ইহা অতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এবং প্রতি বৎসরেই ইহার কাজ বৃদ্ধি

পাইতেছে। ইহা যে ম্যানেজিং এজেন্টগণের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর asset ৪২ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে, এবং বাৎসরিক আয় নয় লক্ষ টাকার উপরে। এ যাবত ইঁহারা প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকার উপর দাবীর টাকা মিটাইয়া দিয়াছেন।

ইহার পূর্ব্বে কোম্পানীটি একরূপ moribund অবস্থায় পড়িয়া ছিল। অথচ ইহার আর্থিক অবস্থা অতীব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৬ সালে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও গত ২৯ সাল পর্য্যন্ত বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হয় নাই, কিম্বা সেজন্য কোন চেষ্টাও করা হয় নাই।

গত ২৬ সালে কোম্পানীর যে ভ্যালুয়েশন করা হয় সেই সময় কোম্পানীর Consulting Actuary অতি কঠোরভাবে ইহার ভ্যালুয়েশন করিয়া যে উক্তি করেন তাহা সকল বীমা কোম্পানী এবং বীমা কর্ম্মীদের প্রণিধানযোগ্য বলিয়া তাহা এইখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

It is very gratifying that the Company has stood the high standard of valuation applied to it and has still shown a large and substantial surplus (that is profit) amounting to so much as Rupees six Lakhs nearly after full provision has been made in a liberal manner for every liability.

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কোম্পানীর সৃষ্টি হইতে ২৬ সাল পর্য্যন্ত বীমা বাবদে কোম্পানী যত টাকার দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি দায়িত্ব মিটাইবার মত যথেষ্ট অর্থ কোম্পানীর তহবিলে মজুদ রাখিয়াও প্রায় ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত বা লাভ হইয়াছে।

কোম্পানীর এইরূপ সুদৃঢ় অবস্থা দেখিয়া Consulting Actuary ইহার কার্য্যক্ষেত্র মাদ্রাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করতঃ ডিরেক্টরদিগকে এই কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তার করার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার পর হইতে মাদ্রাজের বাহিরে ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং বাংলা, বিহার ও আসামের চীফ এজেন্সী চৌধুরী দত্ত কোম্পানীর উপর অর্পিত হয়। এই চৌধুরী দত্ত কোম্পানীর অংশী সুবিখ্যাত স্বদেশ হিতৈষী জমিদার লাল মিঞার নাম না জানেন এমন লোক বাংলা দেশে বিরল। মিঃ দত্তও মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং কর্ম্মকুশল বলিয়া বীমা মহলে সুপরিচিত হইয়াছেন। এইরূপ লোকের সমন্বয়ে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার" কাজ এই অত্যল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশে ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ইহার মূলে কোম্পানীর কয়েকটী বিশেষত্ব বিদ্যমান।

১৯২৬ সালে কোম্পানীর বোর্ড বা পরিচালক সভা যখন নূতন করিয়া গড়া হয়, তখন নব নিযুক্ত ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর সৃষ্টি হইতে ২৬ সাল পর্য্যন্ত যত টাকা কোম্পানীর তহবিলে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা দ্বারা এক স্বতন্ত্র ট্রাষ্ট ফাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং এই আইন করেন যে প্রতি বৎসর কোম্পানীর যত টাকা প্রিমিয়াম আদায় হইবে তাহার অন্যূন ৮৫% পারসেণ্ট এই ট্রাষ্ট ফাণ্ডে জমা দেওয়া হইবে। এই ট্রাষ্ট ফাণ্ডের সঞ্চিত

সমুদয় টাকাই পলিসিহোল্ডারদের সম্পত্তি বলিয়া পৃথক রাখা হইবে। প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৮৫৲ টাকা কেবলমাত্র বীমাকারীদিগের জন্য গচ্ছিত রাখিতে পৃথিবীর অতি অল্প কোম্পানীই রাজী হইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া এই ট্রাষ্ট ফাণ্ডের উপর ভবিষ্যতে কেহ যাহাতে encroach বা হাত বাড়াইতে না পারেন এইজন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের official Trusteeকে বীমাকারীদিগের এই ট্রাষ্ট ফাণ্ডের Trustee করা হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে এই Trust Fund এর পরিমাণ ছিল ত্রিশ লক্ষ টাকার উপর; তাহার পর গত দুই বৎসরে এই ফাণ্ড আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া এই ব্যবস্থার দ্বারা বীমাকারীদিগকে ট্রাষ্টফাণ্ডের উপর আইনগত অধিকার দেওয়ায় তাঁহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়;—খরচের হার সর্ব্বদা কম রাখার উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ কখনও এষ্টিমেটের বাহিরে খরচ করিতে প্রলুব্ধ না হইতে পারেন সেই জন্য কোম্পানী তাঁহাদের Articles এ একটা সর্ব্বোচ্চ খরচের হার বাঁধিয়া দিয়াছেন, যাহার বাহিরে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কোনও খরচ করিতে না পারেন।

তৃতীয়;—কোম্পানীর প্রিমিয়ামলব্ধ টাকা যাহাতে যেখানে-সেখানে লগ্নী করিতে না পারেন এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী কর্ম্মকর্ত্তাদের হাত-পা বাঁধিয়া দিয়াছেন; এইজন্য Trust deed এ যে সকল লগ্নীর ক্ষেত্র উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া আর কোথাও ইঁহারা টাকা খাটাইতে পারিবেন না।

এই কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণ, ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ইত্যাদি পাঠ করার পর আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে **there is something to crow about.** এই কোম্পানীর ঢাক পিটাইবার যথেষ্ট বিষয় আছে। বাংলা দেশে যাঁহাদের ওপর ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারের ভার আছে তাঁহারাও কর্ম্মী এবং লোকের বিশ্বাসভাজন। যদি ইহারা ভাল করিয়া ইহার ঢাক পিটাইতে পারেন এবং এজেণ্ট ও কর্ম্মীদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে পারেন তবে অচিরেই ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার নাম এদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

লাইট্ অব্ এশিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী

লাইট অব এশিয়া জীবন বীমা কোম্পানী বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যে পরমোৎসাহী, স্বদেশ কল্যাণে উৎসৃষ্ট প্রাণ রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক কর্ত্তৃক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহার কার্য্যালয় ড্যালহৌসী স্কোয়ারের ব্যবসা কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর কাজও বাড়িয়া যাইতেছে। উৎসাহ ও উদ্যমশীল পরিচালকগণের নেতৃত্বে এই কোম্পানীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচনা করিতেছে। ইহার পুরাতন প্রস্পেক্টাস ও প্রিমিয়ামের হার পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানের সহজ ও সুবিধাজনক পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সবদিকেই নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। ব্যবসার মন্দায় এ বৎসর অনেককেই দারুণ আর্থিক দুর্গতি সহ্য করিতে হইতেছে। তৎসত্ত্বেও লাইট্ অব্ এশিয়া নানা প্রতিকূলতা ও কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্যে যে কাজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা কোম্পানীর পরিচালকগণের পক্ষে প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষে পুনর্বীমা বাদ দিয়া কোম্পানীর প্রিমিয়ামে মোট আয় হইয়াছে ৩৭,৩৯২৷৷০ ; ইহার মধ্যে নূতন প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৮৩৮৩৷৴০ ; কোম্পানীর প্রতি দাবীর পরিমাণ মোট ১৭৫৭০৶৯ পাই। তন্মধ্যে মৃত্যুজনিত দাবী ৬১২৭৷৯ পাই এবং মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী ১১৪৪৩৷৷০ আনা। কোম্পানীর অফিস কর্ম-বহুল স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পায় নাই। গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর ব্যয়ের হার শতকরা ১০.২ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যয় সঙ্কোচ পরিচালকবর্গের মিতব্যয়িতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লাইট্ অব্ এশিয়া বাঙ্গলার একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত ও বাঙ্গালীর উৎসাহ উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই কোম্পানীর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। নিম্নে পরিচালকগণের নাম দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠপোষক—কুচবিহারের মহারাজা।

ডিরেক্টরগণ—

মিঃ সি, সি, দত্ত আই, সি, এস।

মিঃ আই, বি সেন, বার-এট ল।

মিঃ ডি, এন মিত্র এটর্ণি-এট-ল।

মিঃ ডি, এন, বসু, জমিদার।

ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানাদির মূলে এমন সব লোক থাকা চাই—যাঁহারা "ভরা মারা" লোক নন এবং যাঁহাদের সমগ্র দেশে এমন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে, যাহার জন্য দেশের সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। এই দিক দিয়া দেখিলে লাইট অব্ এশিয়ার বোর্ডে এমন কয়েকজন লোক আছেন, যাঁহারা সব বিষয়েই "ABOVE BOARD"

সর্ব্বপ্রথমে মিঃ চারুদত্তের কথা বলি। ইনি সেই সাবেক আমলের সিভিলিয়ান, যাঁরা মোচাকে

বলিতেন "কেলাকা ফুল" এবং মোচার ঘণ্টকে বলিতেন "মোসাকা ঘ্যাণ্ট্"আর বৃদ্ধা পিসীমাকে ডাকিতেন কখনও বা "আণ্ট রাইমণি" (aunt Raimani) আবার কখনও বা আদর করিয়া ডাকিতেন "আণ্টি"। মিঃ চারুদত্ত সেকালের এই সব "কেলাকা ফুলের সিভিলিয়ানদের সহিত এক গোঠে ভিড়িতে পারেন নাই বলিয়া তাহার ঝাঁঝও কেহ টের পায় নাই। সে আজ প্রায় ২৭ বছর আগেকার কথা। তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের দিনে পুণ্যশ্লোক রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ী আমরা প্রায়ই যাওয়া আসা করিতাম। সেই সময় বোধ হয় ১৯০৫ কি ৬ সালে তাঁহারই বাড়ীতে মিঃ দত্তকে প্রথম দেখি। আগে হইতেই জানিতাম যে মিঃ দত্ত সিভিলিয়ান এবং রাজার বিশেষ বন্ধু। ভাবিয়াছিলাম রাজার বৈঠকখানায় একটি "কেলাকা ফুল" দেখিব। কিন্তু ও হরি! দেখিলাম আমাদেরই মত ধুতিপরা "গুটা বাঙ্গালী।" আমি ত তখনই বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম; কারণ ইহার পূর্ব্বে ধুতিপরা সিভিলিয়ান আর দেখি নাই; শুনিয়াছিলাম ধুতি পরিলে সিভিলিয়ানদের নাকি জাত্ যায় এবং তাহারা আর ময়ূরের দলে মিশিতে পারে না। স্বদেশপ্রেমিক রাজার উপযুক্ত বন্ধুই বটে।—সেই হইতে তাঁহার প্রতি হৃদয় শ্রদ্ধায় অবনত হইল।

তখনকার দিনের সিভিলিয়ানরা সবই প্রায় upstarts ছিলেন। গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীর ছেলেরা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করতঃ সিভিলিয়ানী পদ পাওয়ায় একদিকে প্রচুর অর্থ এবং অন্যদিকে এক এক জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া বসায় তাঁহাদের মাথা একেবারে বিগ্ড়াইয়া যাইত। যাহাদের বাপ পিতামহ একসঙ্গে একশত টাকা চক্ষে দেখে নাই, তাহারা হঠাৎ আঙ্গুল ফোলা কলাগাছের মত মাসে হাজার হাজার টাকা মাহিনা পাওয়ায় মাথা ঠিক রাখিতে সক্ষম হইত না; তাই তাহারা চোখে দেখিত "সরিষার ফুল" আর মুখে বলিত "কেলাকা ফুল"। কিন্তু চারুদত্ত ছিলেন একেবারে জাত কাঠ বনেদী ঘরের ছেলে। তিনি কুচ্‌বিহারের পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের পুত্র, সুতরাং সিভিলিয়ানীর মাহিয়ানার টাকায় তাঁহার মাথা ঘুরিয়া যায় নাই। অত বড় কুচবিহার রাজ্যের যিনি দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নিকট একটা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা স্বভাবতঃই কিছুই বলিয়া মনে হয় নাই। তাই সিভিলিয়ান হইয়াও তাঁহার মাথা বিগ্ড়াইল না কিম্বা ধানী লঙ্কার মত ঝাঁঝী মেজাজও হইল না। উপরন্তু সেই স্বদেশী যুগের প্লাবনে তাঁহার সমস্ত দেহমন ভরিয়া গেল স্বদেশ প্রেমে। এরূপ লোককে বোর্ডে ডিরেক্টররূপে পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা।

তারপর ব্যারিষ্টার মিঃ আই, বি, সেনের নাম না জানেন এমন লোক বাংলা দেশে বিরল। তাঁহার পরিচয় দিবার কোনও প্রয়োজন বোধ করি না।

মিঃ ধীরেন মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান সলিসিটারদিগের মধ্যে অন্যতম। সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তার জন্য তিনি এই অল্প বয়সেই সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। কোম্পানীর কার্য্যভার পড়িয়াছে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও স্বদেশপ্রেমিক সলিসিটার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্তের সুযোগ্য পুত্র "পরিচয়" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র নাথ দত্তের উপর। তাঁহার সহিত সম্প্রতি যোগদান করিয়াছেন, দেশীয় ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বস্বান্ত পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সমরেশ চক্রবর্ত্তী। উভয়েই দেশ-প্রসিদ্ধ জননায়কের পুত্র; শিক্ষায়, দীক্ষায়, আলাপে, ব্যবহারে এবং সৌজন্যতায় উভয়েই স্নেহভাজন হইয়াছেন। যৌবনের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া ইঁহারা লাইট অফ্‌ এশিয়ার মধ্যে নূতন রক্ত এবং নূতন জীবন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহাদের যৌবনের প্রথম উদ্যম সফল হউক এবং রাজা সুবোধচন্দ্রের রোপিত বৃক্ষ ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণের কারণ হউক।

ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী

সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত ও নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়ক নড়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র চন্দ্র রায়ের উৎসাহে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক উৎসাহী বঙ্গী ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল্‌ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার মূলধন দশ কোটী টাকা; ইতিমধ্যেই ৪,৬৯,০০০৲ টাকার সেয়ার বিক্রীত হইয়া গিয়াছে এবং অস্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ২,৮৩,২০২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মিঃ ব্যানার্জ্জী এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তাঁহারই কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীর কাজ দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার মধ্যেই ভারতের প্রায় সমুদয় প্রধান সহরে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বীমাকারীদিগের সর্ব্ব-প্রকার সুবিধার জন্য সুরেন্দ্র বাবু এই কোম্পানীতে অনেকগুলি লাভজনক নূতন বীমা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যালের এইরূপ কয়েকটি বিশেষত্ব আমরা তাঁহাদের প্রকাশিত অনুষ্ঠান পত্রাদি হইতে এখানে তুলিয়া দিলাম।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস্‌, এন্‌ ব্যানার্জ্জী

স্পেশাল হাউসিং স্কিম এন্‌ডাউমেণ্ট :—এই পদ্ধতি অনুসারে জীবন বীমা করিলে বীমাকারীকে কেবল নিয়ম মত মাসিক ভাড়া ও প্রিমিয়াম দিয়া

যাইতে হয়। চুক্তি কাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে বীমাকারী নিজেই অথবা অগ্রে মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারী বাড়ী ও বীমার অনুরূপ টাকা পাইবেন।

স্পেশাল ফরেন এডুকেশন এন্ডাউমেণ্ট :- বিদেশে শিক্ষালাভের সমস্ত ব্যয় মাসে মাসে তিন বৎসর পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। খুব অল্প প্রিমিয়াম ও সুদে এই এন্ডাউমেণ্টের ব্যবস্থা করা হয়।

গোল্ডেন্ পলিসি :-এই পদ্ধতি অনুসারে পলিসির টাকা প্রতি হাজারে ২৫৲ টাকা করিয়া বৎসরে বাড়িতে থাকে। চুক্তিকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থকিলে এই টাকা নগদ দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে তত পরিমাণ টাকার আর একট পলিসি দেওয়া হয়, অথবা সমস্ত টাকার পলিসি করিতে চাহিলে প্রায় ৩ গুণ টাকার একটী পলিসি করিয়া দেওয়া হয়, অথবা একটী আজীবন বাৎসরিক পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।

দৈনিক এক আনার এসিওরেন্স পলিসি :- এই পলিসির সেভিং ব্যাঙ্ক,অত্যন্ত দরিদ্র ও সংস্থান-হীন ব্যক্তিকেও ইন্সিওরেন্সের সমস্ত সুবিধা পাইবার সুযোগ দেয়।

জয়েণ্ট এসিওরেন্স ফর পার্টনারশিপ্ অব ফ্যামিলি অর্থাৎ পরিবারের অথবা যৌথ কারবারের জন্য সংযুক্ত বীমা :—এই পদ্ধতি অনুসারে বীমা করিলে বীমাকারীদের বয়সের গড় হিসাবে প্রিমিয়াম লওয়া হয়। এই বীমাদ্বারা যৌথ কারবার, শিল্প অথবা পরিবার সকলেই উপকৃত হইতে পারেন।

কনভার্টিবল এন্ডাউমেণ্ট বা পরিবর্ত্তনীয় পলিসি পদ্ধতি :—প্রথমতঃ খুব অল্প প্রিমিয়ামে সারাজীবনের জন্য এই বীমা আরম্ভ করা যায় এবং পরে ভাল এন্ডাউমেণ্ট অর্থাৎ চুক্তিকালের পরে এককালীন দেয় মেয়াদী বীমায় উহা পরিবর্ত্তিত করা যায়।

স্পেশাল লাইফ্ এসিওরেন্স বা বিশেষ জীবন বীমা :—বৃদ্ধদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। এই পদ্ধতি অনুসারে বীমা করিলে ৬০ বছরের পরেও জীবন বীমা করা যায়।

ফ্যামিলি প্রভিশন পলিসি বা পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা : এই পদ্ধতি অনুসারে বীমাকারীর মৃত্যুর পর পরিবারকে সন্তোষজনক পরিমাণে অর্দ্ধবাৎসরিক একটা টাকা দেওয়া এবং চুক্তিকালের পর পলিসির সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দেওয়া হয়।

ডিক্রিজিং প্রিমিয়াম্স্ এন্ডাউমেণ্ট বা ক্রমশঃ কম প্রিমিয়ামের পদ্ধতি :—এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতি পাঁচ বৎসর পরে প্রিমিয়াম শতকরা ১৫ টাকা করিয়া কমিয়া যায়। এইজন্য বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম টানার ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া যায়।

পিওর এন্ডাউমেণ্ট পলিসি :—ইহাতে ডাক্তারী পরীক্ষার দরকার হয় না। মৃত্যু অথবা টাকা দেওয়ার অক্ষমতায় ইহা কোন রকমে নষ্ট হয় না।

ফ্রি মেডিকেল এইড্ বা বিনা খরচায় ডাক্তারের সাহায্য :—উপযুক্ত সংখ্যায় বীমাকারী পাইলে সেই অঞ্চলে বিনা খরচায় ডাক্তারের সাহায্য দেওয়া হয়।

বীমাকারীদের এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে যাঁহারা ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থ যাহাতে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন, সেই জন্য এই কোম্পানীতে

তাঁহাদিগকে অন্য ডিরেক্টরদের সঙ্গে সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের বিজ্ঞান-সম্মত একটি প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী আছে। একই Machinery এবং Organisation দ্বারা উভয় কোম্পানীর কাজ চালাইতে পারা যায়, বীমা কোম্পানী চালাইবার ব্যয় তাহাদের অনেক কম পড়ে। ফলে, বীমাকারীদের বোনাস্ এবং অন্যান্য লাভও সেই অনুপাতে বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।

বীমার সমস্ত দাবী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত মিটাইয়া দেওয়া হয় এবং টাকা প্রত্যর্পনের সময় যথাসাধ্য সহানুভূতির সঙ্গে ও সহায়তা করিবার ভাবেই কাজ করা হয়। বীমাকারীদের পক্ষ হইতে একজন ডিরেক্টর থাকায় তাঁহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়।

প্রথম প্রিমিয়াম দেওয়ার অব্যবহিত পরে মৃত্যু হইলেও বোনাস্ দেওয়া হয়।

শুধু ডেজ্ অফ গ্রেসের মধ্যে দরখাস্ত করিলে অল্প কয়েক প্রিমিয়াম দিয়া বন্ধ করিলেও বীমা বাজেয়াপ্ত করা হয় না, বরং নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দেওয়া হয়।

শিক্ষা অথবা বিবাহ এন্‌ডাউমেণ্টে একটি সন্তানের মৃত্যুতে অপর একটী সন্তানকে সেই স্থলাভিষিক্ত করা যায় এবং চুক্তিকালের পর অভিভাবক বাঁচিয়া থাকিলে অতিরিক্ত ২০% লাভ দেওয়া হয়।

বীমাকারী অতি শীঘ্র আত্মঘাতী হইলেও অপর তৃতীয় পক্ষের যদি সেই বীমার পরে ন্যায়-সঙ্গত দাবী থাকে তাহা সংরক্ষিত হয়।

যাঁহারা ডাক্তারী পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন না তাঁহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ জীবনের নিম্নক্রমের জীবনও এই কোম্পানীতে সাধারণ হারে বীমা করা হয় এবং কতিপয় বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে অথবা আকস্মিক ভাবে তিন মাসের মধ্যে মৃত্যু হইলে কিছুই কাটিয়া লওয়া হয় না।

ইঁহারা সর্ব্বনিম্ন ৫০০৲ টাকার পর্য্যন্ত পলিসি বিক্রয় করেন। এইজন্য সকল অবস্থার লোকেই এই কোম্পানীতে বীমা করিতে পারেন।

ইণ্ডিয়ান গ্লোব ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্‌

১৯৩০ সালে কয়েকজন অভিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ ভারতীয় ব্যবসায়ী দ্বারা ইণ্ডিয়ান গ্লোব ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার হেড অফিস বোম্বাইএ অবস্থিত। মথুরাদাস বস নন্‌জী খিমজী, হরমুসজী ফ্রেমজী, মুলরাজ কার্সন দাস, বিজয় সিং গোবিন্দজী ও কলিকাতার রায় বাহাদুর জগমল রাজা প্রভৃতি এই কোম্পানীর ডিরেক্টর। ইঁহারা সকলেই ভারতের বহু বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। ব্যবসা সাফল্য দ্বারা ইঁহাদের সকলেই সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই কোম্পানীর কলিকাতা শাখার পরামর্শদাতৃ সমিতির সভ্যগণও কম পরিচিত নহেন। ব্যবসায়ী মহলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু, এম্. এস, সি, রায় বাহাদুর জগমল রাজা, মিঃ গোবিন্দলাল বাঙ্গুর, সর্দ্দার মুলুক সিং বেদী, ত্রিভুবন দাস হীরাচাঁদ এবং মোহন লাল লালু চাঁদের নাম সুপরিচিত।

ইণ্ডিয়ান গ্লোব কোম্পানী যদিও একটি নূতন প্রতিষ্ঠান, তথাপি ইহার ম্যানেজিং এজেণ্টগণ একমাত্র জীবন বীমার কাজে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া অগ্নি, মোটর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বীমার প্রসারেও মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহা দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। এজন্য তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। কলিকাতার মত বড় সহরে অগ্নি ও মোটরকার বীমার প্রয়োজন কত বেশী তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা যে দৈনন্দিন প্রয়োজনেরই একটি অঙ্গ তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

বীমা কোম্পানী স্থাপনে এবং তাহার কার্য্য আরম্ভ করিতে খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না, তাহা অনেকেই জানেন। তথাপি জনসাধারণের অকুণ্ঠিত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জনের জন্য এই কোম্পানীর পরিচালকগণ কাজ আরম্ভের সময়েই ১২ লক্ষ টাকার subscribed capital এবং প্রায় ৪ লক্ষ টাকার প্রদত্ত মূলধন বা paid up capital সংগ্রহ করিয়াছেন। জীবন বীমা বিভাগে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিই এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

মহিলাদের প্রতি কোন প্রকার বিরক্তিকর সর্ত্ত আরোপ না করিয়া অথবা তাঁহারা যে সকল ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করেন, সে সকল বিষয় বাদ দিয়াই তাঁহাদের জীবন বীমা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

(২) সাধারণ পলিসিতে কোনো প্রকার অতিরিক্ত প্রিমিয়াম্ চার্জ্জ না করিয়াই বীমাকারীকে স্থায়ী অক্ষমতার সুযোগদানের ব্যবস্থা আছে।

(৩) ইণ্ডিয়ান গ্লোবের পলিসি ভারতময় পরিব্যাপ্ত।

(৪) ইহাতে যুক্ত-জীবন বীমার ব্যবস্থা

আছে; অর্থাৎ এই প্রকারের পলিসি দ্বারা ব্যবসায়ের দুই জন অংশীদার, স্বামী স্ত্রী অথবা দুই ভাই একই সর্ত্তে একই পলিসিতে বীমা করিতে পারেন।

(৫) ইহার প্রস্‌পেক্টাসে যে ত্রিবিধ উপকারের পদ্ধতি আছে তাহাও বীমাকারীদের পক্ষে বিশেষ চিত্তাকর্ষী।

প্রতিষ্ঠানেই রক্ষিত। পরিচালক এবং কর্ম্মচারীদের মধ্যেও অভারতীয় কেহ নাই। সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রকারে একটি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনেই নিয়োজিত।

গত বৎসর আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইহার কলিকাতা শাখা উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সময়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিষয়ক বীমার অভাব লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এবিষয়ে বিদেশী কোম্পানীর স্থানাধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আশাকরি ইণ্ডিয়ান গ্লোব বীমা কোম্পানী একদিন জাতীয় শোষণ বন্ধ করিয়া ভারতের শিল্পোন্নতির সাহায্য করিতে পারিবেন।" আমরাও আশাকরি এই কোম্পানী আচার্য্য রায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টায় আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।
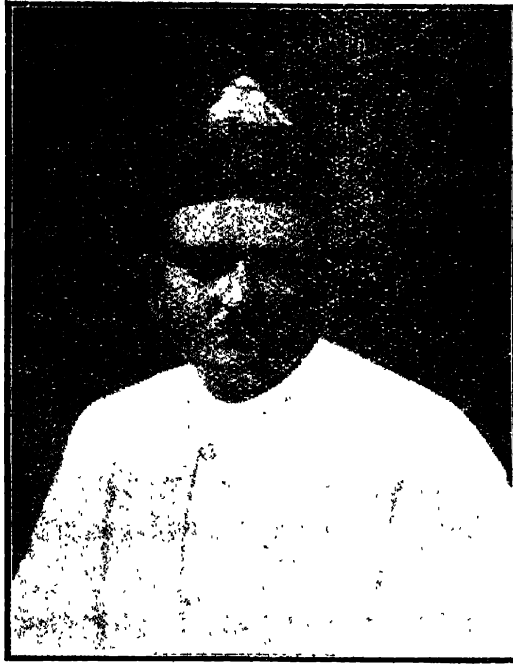
শ্রীযুক্ত বিজয় সিং গোবিন্দজী

(৬) ইণ্ডিয়ান গ্লোব কোম্পানীর সাধারণ প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত কম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহা ভারতীয় কোম্পানীগুলি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম।

ইণ্ডিয়ান গ্লোব কোম্পানী উন্নত প্রণালীতে ও সহজভাবে বীমা প্রসারে যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ইহার সমুদয় মূলধন ভারতবর্ষে সংগৃহীত এবং ভারতীয়

দেশী ও বিদেশী কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার

যে সকল দেশী ও বিদেশী বীমা কোম্পানী সাধারণতঃ এদেশে কাজ করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে প্রিমিয়ামের হার দেশী কোম্পানী অপেক্ষা বিদেশী কোম্পানীরই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশী, নিম্নের তালিকা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সবগুলি কোম্পানীর হিসাব না দিয়া আমরা শুধু কয়েকটি কোম্পানীর হিসাব প্রকাশ করিলাম।

বিদেশী বীমা কোম্পানী

কোম্পানীর নাম	আজীবন বীমার প্রিমিয়াম	নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রিমিয়ামে ২০ বৎসরের আজীবন বীমা	২০ বৎসরের এণ্ডাউমেণ্ট বীমা
সানলাইফ	৩২৲	৪৪৲	৫৫৷৷৵০
নরউইচ্ ইউনিয়ন	৩৩৸৵০	৪৫৷৵০	৫৪৷৵
গ্রেট ইষ্টার্ণ	৩৫৷০	৪২৴০	৫৬৷৴০
ম্যানুফ্যাক্চারার্স জীবন বীমা	৩০৷৷৴০	৪১৲	
রয়াল		৩৯৷৷০	৫৫৷০
গ্রেসাম		৩৯৷৵	৫৪৷০
ফিনিক্স		৩৮৷৵০	৫২৸৶০
ন্যাশনাল মিউচুয়াল	২৮৶০	৪১৷৷৴০	৫০৸৵০
নর্থব্রিটিশ	২৬৸০	৩৮৷০	৫৩৵০

ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে প্রিমিয়ামের হার

কোম্পানী	আজীবন বীমার প্রিমিয়াম	২০ বৎসর প্রিমিয়ামে আজীবন বীমা	২০ বৎসরের এণ্ডাউমেণ্ট বীমা
ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	৩১৷০	৩৯৵০	৫৪৷০
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ	২৬৸৵০	৩৫৷৷০	৫৩৲
নিউ ইণ্ডিয়া	২৭৷৷৶০	৩৬৴০	৫২৷৶০

কোম্পানী	আজীবন বীমার প্রিমিয়াম	২০ বৎসর প্রিমিয়ামে আজীবন বীমা	২০ বৎসরের এণ্ডাউমেণ্ট
ভারত ইন্‌সিওরেন্স	২৮৸৶৹	৩৯৵৹	৫২৸৹
জেনারেল	২৮৵৹	৩৭।৵৹	৫৩।৶৹
বম্বেমিউচুয়াল	২৭॥৹	৩৭॥৹	৫২৸৹
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট	২৭৶৹	৩৭।৹	৫২।৹
বম্বে লাইফ	২৭।৹	৩৯।৹	৫৩।৴৹
ক্যালকাটা	২৭৸৹	৩৮৶৹	৫৩৸৹
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া	২৭॥৶৹	৩৭৸৴৹	৫২॥৴৹
ইউনিক	২৭৸৴৹	৩৯৶৹	৫২॥৹
কমনওয়েল্‌থ	২৬।৵৹	৩৬॥৹	৫১॥৵
অন্ধ্র	২৮৲	৩৭৶৹	৫১৸৴৹
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্	২৬॥৶৹	৩৭॥৵	৫২৸৹
এম্পায়ার		৩৫।৹	৪৯৸৹
ইণ্ডিয়ান গ্লোব		৩৪৸৵৹	৪৯॥৶৹
গ্রেট ইণ্ডিয়া		৩৮॥৵৹	৫৪৶৹
মেট্রোপলিটান		৩৫॥৵	৫১৵৹

ভারতীয় বীমা কর্ম্মীদিগের প্রথম কনফারেন্স

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স্ ইনষ্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলেজ স্কোয়ার স্থিত বৌদ্ধবিহার হলে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের এজেণ্ট ও কর্ম্মীদিগের প্রথম কন্‌ফারেন্স সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বম্বে লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ চীফ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন সভাপতির আসনে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, উপযুক্ত ব্যক্তির উপরেই এই সম্মানজনক কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া অতি সামান্য আরম্ভ হইতে একটা প্রভিডেণ্ট কোম্পানীকেও ভারতের প্রভিডেণ্ট কোম্পানী সমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে দাঁড় করান যায়, ইন্দু বাবুর

জীবনের সাফল্যই তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহু কাল পূর্ব্বে গ্রেষ্ট্রীটে ছয় টাকায় একটী ঘর ভাড়া করিয়া তিনি তাঁহার গ্রেটইণ্ডিয়ার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর কত শত শত প্রভিডেণ্ট কোম্পানী উঠিয়া গেল,—সমগ্র ভারতব্যাপী কত ঝড় ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল, কিন্তু গ্রেট ইণ্ডিয়ার গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। আজ ইহাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভিডেণ্ট কোম্পানী বলিয়া সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। বীমা ব্যবসায়ে এইরূপ একজন সফল কর্ম্মীকে এজেণ্টদিগের প্রথম কন্‌ফারেন্সে সভাপতির পদে বসাইয়া তাঁহারা গুণের মর্য্যাদা দিয়াছেন।

কন্‌ফারেন্সে বহু লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের নাম মনে আছে তাহা এইখানে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, গিরিজা মোহন সান্ন্যাল, এন,সি সেন, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জী, হেমন্ত কুমার সরকার, এস্,সি,রায় ; বি,রায়, "ব্যবসা ও বাণিজ্য"সম্পাদক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, "জীবনবীমা" সম্পাদক ভূপতি মোহন সেন, হরি চরণ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার এস, সি, রায়, লাল মিঞা, মিঃ দত্ত, ফণীন্দ্র নাথ বসু, মিঃ মেটা ; এ, পাল, কানন ব্যাণার্জ্জী, প্রমোদ কুমার বসু, অহীভূষণ ঘোষ প্রভৃতি—

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী মিঃ, এস, সি, রায়

এজেণ্টদিগের পক্ষ হইতে ন্যাশন্যালের চীফ্ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু সকলকে স্বাগত

সম্ভাষণ জানান ; ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী মিঃ এস্, সি, রায় নানাস্থান হইতে সহানুভূতিসূচক যে সকল সংবাদাদি আনিয়াছিলেন তাহা পাঠ করেন। তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের সার লালুভাই সামল দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সার সি, ভি, রমণ এই সম্মিলনে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, জীবন বীমা কেবল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক নহে, ইহা একটি জাতীয় সম্পদ। সুতরাং বীমা তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা যাহাতে জাতীয় উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হয়, এবং ভারতের বাহিরে যাইতে না পারে তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে আইন বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সার রমণ রাজনৈতিক নেতা নহেন সুতরাং তাঁহার মুখে এই উক্তির মূল্য অনেক বেশী। যিনি জ্ঞান সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহার বিজ্ঞানের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত, জাতীয় দুঃখ দুর্গতি তাঁহাকেও বিচলিত করিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় যাঁহারা দেশীয় স্বার্থ রক্ষার্থে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন, আশা করি তাঁহারা সার রমণের এই কথা ভুলিবেন না। যাঁহারা ভারতীয় বীমা ব্যবসায় পরিচালন করেন তাঁহারা যেন সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে তাঁহারা তাঁহাদের কোম্পানীর উদ্বৃত্ত তহবিল কিছুতেই ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে যাইতে দিবেন না।

পরদিন আবার সন্ধ্যা ছয়টার সময় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের হলে সম্মেলনের স্থগিত সভা আরম্ভ হয়।

এই সভায় বিভিন্ন বিষয়ক বারোটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তৎপরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এস্, সি রায় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু এজেণ্টগণের পক্ষ হইতে সম্মেলন সাফল্যের জন্য মিঃ এস্, সি, রায় ও নীরোদ কুমার বসুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। গ্রেট্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালকগণ দুইদিনই সমাগত সভ্যগণকে জল যোগে আপ্যায়িত করিয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

স্থানাভাব বশতঃ এবারে সম্মেলনের সভাপতি মিঃ আই, বি, সেনের অভিভাষণ ও সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশ করা হইবে।

ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী

দৈনিক এক আনা পদ্ধতি

বিশ্বব্যাপী এই মন্দার বাজারেও ছোট বড় সকলেই যাহাতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন, তজ্জন্য ইউনাইটেড ন্যাশনাল একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার কার্য্য প্রণালী এমন যে সকলকেই অন্ততঃ দৈনিক এক আনা করিয়া সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ করিবে। কারণ কোম্পানী হইতে এমন একটি ঘড়ি দেওয়া হয় যাহাতে ঘড়িটির মধ্যে প্রত্যহ এক আনা করিয়া না ফেলিলে, উহা যে দিন না ফেলিবে সেই দিনই বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মাসের শেষে কোম্পানীর লোক যাইয়া ঘড়ি খুলিয়া এই সঞ্চিত প্রিমিয়াম লইয়া আসার ব্যবস্থা আছে। অজ্ঞাতসারে এইরূপ একটি ভাল পলিসির মালিক হওয়া অবশ্যই সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইবে। ইহার আরও সুবিধা এই যে,টাকা দেওয়ার অভাবে পলিসি নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

এই কোম্পানীতে বাইশ প্রকারের বীমা পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে যাঁহার যেটা সুবিধা মনে হয়, তিনি সেইটাই গ্রহণ করিতে পারেন। কোম্পানী মহিলাদের বীমা এবং স্বামীস্ত্রীর একত্রে বীমাও গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত এই কোম্পানীর আজীবন বীমা, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রিমিয়ামে আজীবন বীমা, মিয়াদী বীমা, Triple Benefit policy, কন্যার যৌতুক, পুত্রকন্যার শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয়, পুত্রকন্যার জীবন বীমা এবং এনুইটি প্রভৃতি নানারকমের বীমার ব্যবস্থা আছে।

ব্যালান্স সীট্ বা উদ্বৃত্ত পত্র

কোম্পানীর প্রথম বৎসরের বিবরণই ইহার কর্ম্মসাফল্যের প্রধান পরিচয়। আলোচ্য বর্ষে ইঁহারা ২০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৬ লক্ষ টাকার পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদে আয় হইয়াছে ৫১ হাজার টাকা। এই টাকার দুই হাজার এক টাকা জীবন বীমা তহবিলে রাখা হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যেই এত কাজ সংগ্রহ করা নূতন কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা।

বাৎসরিক সভায় কোম্পানীর চেয়ারম্যান মহাশয় বঙ্গদেশের প্রধান অর্গানাইজার মিঃ এফ্. এন্ বসুর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ বসু মার্চ্চ মাসে কর্ম্ম সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একমাসেই পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার অর্গানাইজিং ম্যানেজার রূপে কাজ করি.তছেন। তাঁহার নেতৃত্বে কোম্পানীর কাজ দিন দিন যে বাড়িতে থাকিবে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

ফেডারেল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্‌

জগতে সকলেই সমান অবস্থাপন্ন নহে এবং আর্থিক সামর্থ্যও সকলের এক নয়। সুতরাং যাহারা দরিদ্র, যাহাদের আয় যৎসামান্য, তাহাদের পক্ষে অধিক সঞ্চয় করা অসম্ভব। অথচ বার্দ্ধক্য বা ভবিষ্যতের জন্য সকলেরই কিছু কিছু সঞ্চয় অত্যাবশ্যক। কেহবা তাহার আয় হইতে মাসিক একটাকার অধিক বাঁচাইতে পারেনা, কেহবা একশত টাকা বাঁচানও অধিক মনে করেন না। কিন্তু অল্প হউক, বেশী হউক, দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় সকলেরই চাই। জীবন বীমা কোম্পানীগুলি মানুষের জীবনে লাভজনক সঞ্চয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এই কারণেই শিক্ষ ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবন বীমা কোম্পানীর প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে পাঁচটি কোম্পানী কাজ করিত, সেখানে আজ হয়তো পঞ্চাশটি কোম্পানী কাজ করিতেছে। এইরূপ যতই দিন যাইতেছে, জীবনের আর্থিক উন্নতি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য মানুষের আগ্রহও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ একহাজার টাকার কমে জীবন বীমা গ্রহণ করা হয়না; এজন্য বহু পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত কম উপার্জ্জনশীল দরিদ্রদের জন্য কতকগুলি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কিন্তু জীবন বীমার মত এই সকল প্রতিষ্ঠান হিসাব-বিশেষজ্ঞ একচুয়ারী দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত না থাকায় কেবল আশা ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কোম্পানীগুলি চাঁদার হার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন বীমা আইন পাশ হয়, তখন উপযুক্ত সিকিউরিটির টাকা দিতে না পারায় একে একে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। তারপর প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর নামে যে দুর্ণাম রটনা হইয়াছে, তাহা এখনও দূর হয় নাই। বস্তুতঃ উপযুক্ত হিসাবের উপর প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর ভিত্তি দৃঢ় না থাকায় এইরূপ অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একচুয়ারীর হিসাব ও নির্দ্দেশানুসারে পরিচালিত হইলে এই সকল কোম্পানীও হয়তো জীবন বীমা কোম্পানীর মত সমৃদ্ধ হইতে পারিত।

একবার যে ভুল হইয়াছে সেই ভুল যাহাতে পুনরায় না ঘটে, এবং দরিদ্র নিঃসম্বল দেশবাসীও যাহাতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে এজন্য "ফেডারেল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী" গঠিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর অন্তে একচুয়ারী দ্বারা কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনের ব্যবস্থা থাকায় ইহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তার কারণ দূর হইল। বিশেষতঃ ফেডারেল বিশিষ্ট বীমা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত। ইহার ডাইরেক্টরগণ সকলেই বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত। ভারতের বিশিষ্ট বীমা-বিদ্‌গণ যথা—"ওরিয়েণ্টালের" মেসার্স জোন্স, ও বৈদ্যনাথম এবং "ভারতের" অন্যতম

বিশিষ্ট বীমাবিদ্‌ শ্রীযুক্ত কে, বি, মাধব ইহার অনুষ্ঠান পত্রের বিশুদ্ধতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে সন্তোষজনক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়াছেন—বীমাবিদ্‌গণের প্রশংসা পত্র সকল মাঘ মাসের "স্বদেশ" ও জানুয়ারী মাসের "ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স জর্ণালে" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরিচালনার ভার বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বি, বিশ্বাসের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অদূর ভবিষ্যতে এই কোম্পানীর সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। স্বল্পায়ু ব্যক্তিগণের পক্ষে "ফেডারেল" নিরাপদ স্থান। ইহার আইন কানুন সকল অতীব সাধারণ এবং আড়ম্বর বর্জ্জিত।
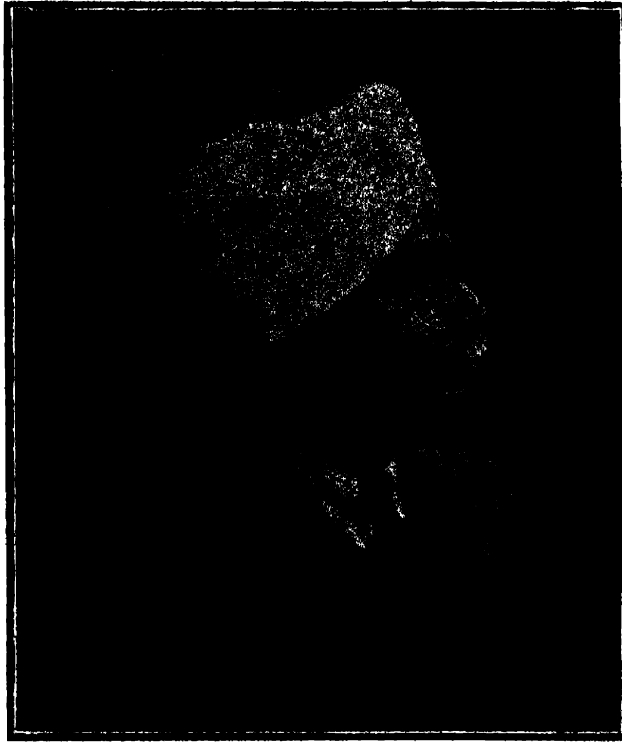
ভারতীয় বীমাকোম্পানীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক—
লালা লাজপৎ রায়

আমাদের নিবেদন

ইন্‌সিওরেন্স আপিস ও বীমাকর্ম্মীদিগের অনুরোধে ও আগ্রহাতিশয্যে আমরা ব্যবসা ও বাণিজ্যের এই বার্ষিক বীমা সংখ্যা পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সংকল্প করিয়াছি। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইবে। বর্ত্তমানে এই বীমা বার্ষিক সংখ্যায় ২৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ রাজী সংযোজিত হইয়াছে; পুস্তকের মধ্যে আরও কতকগুলি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইবে; তাহা ছাড়া বীমারাজ্যের ব্যক্তিগত পরিচয় মূলক এক অধ্যায় (Who's who section) যোগ করা হইবে। পুস্তকের মূল্য মাত্র তিন টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যেই অনেক বীমা কোম্পানী এবং বীমাকর্ম্মী পুস্তকের জন্য অগ্রিম অর্ডার রেজেষ্ট্রী করাইয়া রাখিয়াছেন। সকল বীমা ব্যবসায়ীদের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, পুস্তক বাহির হইতে হইতেই সব নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আমরা মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তক ছাপাইতেছি। ইহা শেষ হইয়া গেলে পুনরায় ছাপাইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাঁহারা আজিও পুস্তকের জন্য অর্ডার রেজেষ্ট্রী করান নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে জানান যে তাঁহাদের এজেন্টদের ব্যবহারের জন্য কত কপি বই দরকার হইবে!

এই বার্ষিক বীমা পুস্তকে আমরা বীমা কোম্পানী সমূহের বিজ্ঞাপনও গ্রহণ করিতেছি; যাঁহারা ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ম্যানেজারের নিকট অবিলম্বে পত্র লিখুন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য আপিস
৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৩৮ | ১০ম সংখ্যা

পিকিং ব্যাগুস্ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লোমযুক্ত পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত প্রণালী।

তৃতীয় প্রণালী

লোমযুক্ত পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত প্রণালী প্রায় লোম হীন পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত প্রণালীর মত, কেবল কয়েকটি স্থানে পার্থক্য আছে। সেই গুলি নিম্নে লেখা হইল। লোমহীন পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত প্রণালী বিশেষ ভাবে প্রথম পরীক্ষা প্রণালীতে দেখান হইয়াছে। লোমযুক্ত পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত করিতে হইলে চামড়াগুলির লোম সমেত ট্যান্ করিতে হয়।

প্রথম প্রণালীতে যে প্রকারে শোষণ করিবার প্রাণালী দেখান হইয়াছে সেই প্রকারে শোষণ করিয়া লোমযুক্ত পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু লোমযুক্ত পিকিং ব্যাগু করিবার সময় চামড়ায় চুণ লাগানো এবং চুণ তুলিয়া ফেলিবার পদ্ধতি বাদ দিতে হইবে। চামড়াগুলিতে শতকরা ১০ ভাগ লবণ আর ৫ ভাগ alum অর্থাৎ ফট্‌কিরি দিয়া পিক্‌লিং করিতে হয়। তারপর "ট্যান্" করিবার প্রণালী এবং নিউট্রেলাইজিং, ফ্যাট্ লিকারিং ও ষ্টাফিং প্রভৃতি করিবার প্রণালীগুলিও ঠিক প্রথম প্রকারের অনুরূপ।

চতুর্থ প্রকারের পরীক্ষা

এই প্রণালীতে চামড়াগুলি সমস্ত রাত্রি

পরিষ্কার জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তারপর সেগুলি তুলিয়া ১০ ভাগ চুণ আর একভাগ সোডিয়াম সালফেট্ মিশ্রিত করিয়া ঐ চামড়াগুলি রং করিতে হয়। তারপর আবার সেই রঙ্গিন অবস্থায় সমস্ত রাত্র রাখিতে হয়। তৎপরে চামড়াগুলি দুই দিন পর্য্যন্ত Paste liquor এর মধ্যে ডুবান থাকে। তার পরে চামড়াগুলির লোম ফেলিয়া দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। তার পর জলে সোডা ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, সেই জলে চামড়াগুলি ৩ দিন রাখিতে হয়। ইহাতেই চামড়ার লবণ দিবার কাজ হয়। তারপর চামড়াগুলিকে সমস্ত রাত্র জল সিক্ত করিয়া উহাদের লবণ তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লবণ তুলিয়া ফেলিলে চামড়াগুলির অর্দ্ধেক পুরু কমিয়া যায়। তৎপরে শতকরা ১৫ ভাগ লবণ আর ১½ ভাগ সালফিউরিক এসিড দিয়া পিক্‌লিং" করিতে হয়। তারপর সেই চামড়াগুলি Chrome bath liquor ক্রোম বাথ লিকার এর মধ্যে দিয়া ট্যান করিতে হয়, এবং শত করা ২ ভাগ সোডা দিয়া চামড়া (Neutralise) নিউট্রেলাইজ করিতে হয়। এইরূপ করিবার পর শতকরা ৪ ভাগ C. R. T. Fat liquor (ফ্যাটলিকার) এবং ২ ভাগ "ডেগ্রাস" দিয়া চামড়ার Fat liquor (ফ্যাটলিকার) করিতে হয়। এইপ্রকার Fat liquor করিবার পর চামড়াগুলিতে শতকরা ৩ ভাগ সালফোনেট" তৈল আর এক ভাগ mineral oil খনিজ তৈল দিতে হয়। তারপর কাঠের গায়ে পেরেক মারিয়া চামড়াগুলি শুকাইতে হয়, শেষে চামড়াগুলি করাতে কাটা কাঠের গুঁড়ার মধ্যে রাখিতে হয়। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে সেইগুলি ফেলিয়া দিয়া চামড়া পরিষ্কার করিয়া জড়াইয়া রাখিতে হয়; তারপর যে পার্শ্বে কাঠের গুঁড়া ছিল সেই পার্শ্বে ফ্রেঞ্চচক দিয়া ভালভাবে ঘসিতে হয়, তারপর ব্রাস দিয়া উত্তম ভাবে চামড়া পরিষ্কার করিতে হয়।

চতুর্থ প্রণালী

প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রণালীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, চতুর্থ প্রণালী হইতে ফাইনাল ষ্টাফিং প্রণালীটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ অন্যান্য প্রকারে যে প্রকার ফাইনাল ষ্টাফিং করিতে হয়, ইহাতে আর সেই প্রকারে ষ্টাফিং করিতে হয় না। এই ষ্টাফিং প্রণালীটী তুলিয়া দিবার দরুণ এই প্রণালীতে যে ব্যাগু প্রস্তুত হয় তাহা দেখিতে বিদেশী ব্যাগের মত হয় না; বিদেশী ব্যাগু অপেক্ষা ইহা অধিক খস্‌খসে, ও শুষ্ক শুষ্ক দেখায়; সুতরাং ব্যাগুগুলি সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। এই জন্যই এই প্রকরণে যে প্রণালী ব্যবহৃত,সেই প্রণালীটী কেহই বিশেষ পছন্দ করে না। অপরপক্ষে দেখা যায়, চর্ব্বি লিকারিং এবং ড্রাম ষ্টাফিং ব্যতীত চামড়ায় উপযুক্ত পরিমাণে চর্ব্বি দিয়া ভাল ব্যাগু প্রস্তুত করা অসম্ভব।

প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার পরীক্ষায় চামড়ার ভিতর কি কি তুলনা হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম প্রণালীতে চামড়া Single Bath Processএ "ট্যান্" করিবার প্রণালী দেখান হইয়াছে, আর দ্বিতীয় প্রণালীতে Double Bath Pocessএ চামড়া ট্যান্ করিবার প্রণালী দেখান হইয়াছে, কিন্তু Single Bath Processএ ট্যান্ করা চামড়া Double Bath Processএ ট্যান্ করা চামড়া অপেক্ষা শক্ত, ঘোরাল, এবং খস্‌খসে; Double Bath Process এ ট্যান্

করা চামড়া অতিশয় নরম, পরিস্কার ও মসৃণ। মোটের উপর Double Bath Processএ ট্যান্ করা চামড়'গুলি দেখিতে খুব ভাল, তৃতীয় প্রণালীতে যে লোম যুক্ত চামড়ায় ট্যান করিবার প্রণালী দেখান হইয়াছে, এই পরীক্ষায় যে চামড়া পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত। (অর্থাৎ A B র চেয়েও শক্ত।

Stuffing Grease Mixture এর ভিতর চামড়া দিলে প্রথমোক্ত তিন প্রকার পরীক্ষাতে চামড়াগুলির মধ্যে একটু বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, তৃতীয় প্রকার পরীক্ষায় যে লোমযুক্ত চামড়া ট্যান্ করা হয় তাগ Stuffing Grease Mixture এ দিলে অনেক দূর ডুবিয়া যায়। তারপর তৃতীয় প্রকার পরীক্ষায় চামড়া অপেক্ষা প্রথম চামড়া কম ডুবে, আবার প্রথম প্রকার পরীক্ষার চামড়া অপেক্ষা ২য় প্রকারের চামড়া আরো কম ডুবে।

প্রত্যেক বারেই এই Grease Mixtureএ ডুবিবার সময় চামড়ার লোমের পাশ অপেক্ষা মাংসের পাশ দিয়া বেশী ডুবে।

উৎপন্ন চামড়ার পরিমাণ

ভিজান কাঁচা চামড়ার ওজনের উপর শতকরা হিসাবে Stuffed and Finished Leather হিসাব করিয়া কতখানি চামড়া পাওয়া যাইবে তাহা স্থির করিতে হয়। চর্ব্বির পরিমাণ অনুযায়ী আসল তৈয়ারী চামড়া এবং চামড়া যতখানি তৈয়ার হইবার কথা ছিল তাহার মধ্যে ওজনের পার্থক্য দেখা যায়।

অর্থাৎ য দ তৈয়ারী চামড়ায় বা **Finished**

leathersএ বেশী পরিমাণ চর্ব্বি দেওয়া থাকে তবে উহাতে যে চামড়া পাওয়ার কথা তাহা অপেক্ষা ওজনে বেশী পাওয়া যায়—আর যদি Yield leatherএ বেশী চর্ব্বি থাকে তবে উহা finished leather অপেক্ষা ওজনে বেশী হয়।

বিবিধ প্রকারে চামড়া প্রস্তুত করিয়া দরকার মত কাটিয়া পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত করিতে হয়। পাটকলে আর তুলার কলে যে সকল ব্যাগু ব্যবহৃত হয়, সেগুলি এক প্রকার নয়। সূতার কলে যে ব্যাগুগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি পাট কলে ব্যবহৃত ব্যাগুগুলি অপেক্ষা বড়। পাটকলের ব্যাগুগুলি দৈর্ঘ্যে ২৪ ইঞ্চি ¼ ইঞ্চি প্রস্থে এবং ⅛" হইতে ⅜ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পুরু। ব্যাগুগুলির সমস্ত স্থানে সমান পুরু থাকার বিশেষ দরকার। Butts বাটগুলির সমস্ত অংশে একই Substance থাকে না বলিয়া ব্যাগুগুলি সমান পুরো করিয়া কাটা সম্ভব নহে। মেসিনের দ্বারা চামড়া চাঁছিয়া সমস্ত চামড়া সমান পুরু করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা হইয়াছে। ট্যানারগণ Splitting Machine দ্বারা ব্যাগুগুলি Uniform Thickness করিয়া কাটিতে পারে।

ব্যাগুগুলি সাইজ করিয়া কাটিবার জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে; তাহাদ্বারা ব্যাগুগুলি যে আকারের হওয়া দরকার সেই সাইজ মত কাটা হয়,— তারপর সেই ব্যাগুগুলির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন পাটকলে পাঠান হয়। এমন কি বিদেশী ব্যাগুের সহিত তুলনা করিবার জন্য আলিপুর পরীক্ষাগার বা টেষ্ট হাউসে পাঠান হয়।

কাঁচা চামড়ার দামের উপরই পিকিং ব্যাগুের প্রস্তুত করিবার খরচা নির্ভর করে, অর্থাৎ পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত করিবার খরচার ভিতর কাঁচা চামড়ার দামটাই প্রধান, এই চামড়ার মূল্য সব সময় সমান থাকে না। বাজার দরের উপর নির্ভর করে, যদি বাজারে উহার চাহিদা বেশী থাকে আর এদিকে সরবরাহ কম হয় তবে চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত করিবার খরচাও বাড়িয়া যায়। আর যদি বাজারে চাহিদা কম থাকে আর এদিকে সরবরাহও বেশী হয় তবে পিকিংব্যাগু প্রস্তুত করিতে কম খরচ লাগে। সুতরাং চামড়ার দর কখন যে কমে, বাড়ে কি সমান থাকে তাহার যখন কোন ঠিক নাই, তখন চামড়ার কোন নির্দ্দিষ্ট দাম ধরা যায় না। মোটামুটি পিকিং ব্যাগু প্রস্তুত করিতে যে খরচা লাগিতে পারে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে জানা যায়।

পূর্ব্বে যে চার প্রকার পরীক্ষা দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাজ পর্য্যবেক্ষণের supervision খরচ না ধরিলে, ব্যাগু প্রস্তুত করিবার খরচা প্রতি পাউণ্ডে এক টাকা সওয়া চারি আনা হইতে দুই টাকা সওয়া চৌদ্দআনা পর্য্যন্ত পড়ে। ৪ নং প্রণালীতে আশানুরূপ চামড়া পাওয়া যায় না, এবং এই প্রণালীতে খরচাও পড়ে বেশী।

প্রথম তিন প্রকার প্রণালীতে কম খরচায় ব্যাগু প্রস্তুত হয়, এই জন্যই এই ব্যাগুগুলি একটু সস্তায় বিক্রী হয়। মোটামুটী ইহার বিক্রী দাম প্রতি পাউণ্ডে প্রায় ২৲ টাকা হইতে ২॥০ টাকা হইয়া থাকে।

মনে করা যাইতে পারে যে দেখা শুনা তদারক করা এবং অন্যান্য খরচা বাদ দিয়াও এক টাকা নয় আনা ৯ পাই হইতে দুই টাকার মধ্যে বেশ লাভ থাকে।

এখন উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে বাংলা দেশের ব্যবসায়ে উপরোক্ত তিন প্রণালীতে পিকিংব্যাণ্ড প্রস্তুতই সম্ভব পর হওয়া উচিত। লোমযুক্ত ব্যাণ্ড করিতে হইলে তৃতীয় পদ্ধতিতে উহা তৈয়ারী করিবে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রণালীতেই ভাল চামড়া পাওয়া যায়, এবং সেই চামড়ায় ভাল ব্যাণ্ড্ প্রস্তুত হয়। এই প্রণালী সকলের নিকট বিশেষ আদরের। প্রথম প্রণালীতে মধ্যম প্রকারে ব্যাণ্ড উৎপন্ন করা যায়, সেই ব্যাণ্ডগুলি দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাণ্ডগুলি অপেক্ষা সস্তা এবং সহজ।

The table showing durability of the picking bands straps on Jute Weaving Looms :—

	Expt A BTI strap 1	Expt B BTI strap 2	Expt C BTI strap 3	Expt D BTI strap 4	An imported Chrome tanned strap
Angus Jute Mill	56 days	84 days	143 days	70 days	...
	70 ,,	93 ,,		41 ,,	...
Kinnison Jute Mill	33 ,,	14 ,,	29 days	9 ,,	...
		16 ,,	50 ;,	11 ,,	...
India Jute Mill	50 ,,	50 ,,	43 ,,	35 ,,	...
Birla Jute Mill	634 hrs	667 hours	11077 hrs	665 hours	...
Alipore Test House	860 ,,	787 ,,	601 ,,	333 ,,	...
Report tensile strength Breaking load in pounds per sqr inch of cron section	5,568	6,428	6,483	5,556	4,487

	Strap from leather (expt.A) tanned by single bath process	Strap from leather (expt B) tanned by double bath process	Strap from leather (expt. C) tanned by single bath process without lining	Strap from leather (expt.D) tanned by single bath process with stuffing
Cost of raw hide	Rs 3 5 0	Rs 3 5 0	Rs 3 5 0	Rs 4 0 0
Cost of treatment materials, labour, power etc. exclusive of supervision charge per half butt	Rs 3 7 0	Rs 3 12 0	Rs 3 2 0	Rs 3 7 0
Yield of picking band leather per half butt	8 lbs 5 oz	7 lbs 10 oz	6 lbs 63 oz	5 lbs 12 oz
Yield of straps per half butt	5 lbs 5 oz	5 lbs 2 oz	4 lbs	2 lbs 9 oz
Cost of strap per pound	Rs 1 4 3	Rs 8 6 0	Rs 1 9 9	Rs 2 14 0
Expected return from sale of straps per lbs	,, 2 4 0 (Average)	Rs 2 4 0 (Average)	Rs 2 4 0 (Average)	,, 2 4 0 (Average)

থ্যাকার স্পিঙ্ক ব্যাঙ্কে প্রতারণার অভিযোগ

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীর ব্যাঙ্ক লিকুই-ডেশনে গিয়াছে। প্রসন্নকুমার চৌধুরী নামে এই কোম্পানীর একজন পাওনাদার সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ বাক্‌ল্যাণ্ডের এজলাসে কোম্পানীর Liquidation যাহাতে কোর্টের তত্ত্বাবধানে হয় তাহার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে অভি-যোগ করা হইয়াছে তাহা এই ;—

অভিযোগে বলা হইয়াছে যে ১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই এর পূর্ব্বে সি, এফ্, হুপার; সি, এইচ্, এফ্ ইটওয়েল; জে ট্যাপ্‌লিন এবং আর, এস্, কার্টার নামে চারিজন শ্বেতাঙ্গ এই কোম্পানীর অংশীদার রূপে কোম্পানীটি পরিচালন করিতেছিলেন। ৩নং এস্‌প্ল্যানেড ইষ্টের থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীর ইহারাই মালিক ছিলেন।

গত ২২শে জুলাই কোম্পানীটিকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। স্থির হয় যে, এই নব গঠিত কোম্পানীটি থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর পুরাতন ব্যবসাটি ৬ লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিবেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বের মালিকদিগকে ৩,০২,০০০ টাকা মূল্যের সেয়ার দেওয়া হইবে। আরও স্থির হয় যে এই কোম্পানী পূর্ব্বের কোম্পানীর ব্যবসা সংক্রান্ত সকল প্রকার দেনা পাওনা মিটাইয়া দিবেন এবং এই সকল দেনা হইতে তাঁহাদিগকে আইনতঃ মুক্তি দিবেন। পূর্ব্বে কোম্পানী চারিলক্ষ টাকা মূল্যের সিকিউরিটি বন্ধক রাখিয়া লয়েড ব্যাঙ্কের নিকট ২ লক্ষ টাকা ধার লইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে এগারো লক্ষ টাকা তাহাদের ব্যাঙ্কিং বিভাগের আমানতকারীদের জমা টাকা হইতে ধার লওয়া হইয়াছিল। উক্ত তারিখে কোম্পানী লয়েড ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের ৪ লক্ষ টাকার সিকিউরিটি সহ সমুদয় সম্পত্তি নবগঠিত কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করেন।

২২শে জুলাই এই ব্যাপার হয়, এবং ২৩শে অক্টোবরেই কোম্পানীটির ব্যাঙ্ক বিভাগের দরজা বন্ধ হয়। লয়েড ব্যাঙ্ক তৎক্ষণাৎ মর্টগেজের সর্ত্তানুযায়ী কোম্পানীটি অধিকার করেন। এবং মিঃ, সি, এফ্, হুপারকে ম্যানেজার নিয়োগ করেন। পরদিন পূর্ব্বতন পরিচালকবর্গ ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করেন যে ব্যাঙ্কের আমানতকারীবৃন্দ শতকরা সাড়ে ছয় টাকা সুদে সরকারী ঋণে টাকা খাটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে তাঁহাদের আমানতী টাকা তুলিয়া লওয়াতে কোম্পানীর ব্যাঙ্কিংএর কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

৫ই অক্টোবর কোম্পানীর একটি সভা হয়। ইহাতে মিঃ সি, এফ্, হুপার বলেন যে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করার পূর্ব্বে পনর দিনের মধ্যে আমানতকারীগণ মাত্র ১৮০০৲ টাকা তুলিয়া লইয়াছেন। শতকরা সাড়ে ছয় টাকা সুদে সরকারী ঋণ ইস্যু করা হইয়াছে ১৫ই সেপ্টেম্বর। প্রশ্ন হইল যে বাকী টাকা তবে কোথায় গেল? ২১শে জুলাই তারিখে আমানতকারীদের টাকা হইতে লওয়া অবশিষ্ট ১১লক্ষ টাকার কি হইল? কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এই সভায় উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো রকমের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৩১ সালের ২৪শে অক্টোবর কোম্পানীটিকে স্বেচ্ছাকৃত লিকুইডেশনে দেওয়া হয়। এবং মেসার্স লাভলক্ এবং লুইস্ চার্টার্ড একাউন্টান্ট কোম্পানীর লিকুইডেটর নিযুক্ত হয়। মজা হইতেছে এই যে, এই Lovelock & Lewes কোম্পানীই Thacker Spink & Coর সমগ্র ব্যবসাটির বরাবর হিসাব পরীক্ষক ছিলেন। মামলার আবেদনকারী ব্যাঙ্কের একজন ডিপজিটর ছিলেন এবং তাঁহার নামে ব্যাঙ্কে তখন ১,৮১২-৮৬ পাই আমানত ছিল। ১৫ই নবেম্বর ৪২ জন আমানতকারী উপস্থিতি এক সভায় স্থির হয় যে কোম্পানীকে তাহাদের ইচ্ছামত স্বেচ্ছাকৃত লিকুউডেশনের সুযোগ ও সুবিধা না দিয়া যাহাতে এই লিকুইডেশনের ব্যাপার আগাগোড়া কোর্টের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় সে-জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক। ১৭ই নভেম্বর পাওনাদারদের একটি সভা হয়, সেখানেও এই প্রস্তাবই গৃহীত হয়। দ্বিতীয় সভায় ১৪১ জন সভ্য যোগদান করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বসমেত প্রায় তিনলক্ষ টাকা ডিপজিট ছিল। কোম্পানীর পরিচালকগণের এই Thacker Spink & Co Ld কোম্পানীতে সেয়ার থাকা ছাড়াও অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেরও তাঁহারা

মালিক ছিলেন। তাঁহারা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটের স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং Thacker's Press and Directories Ld নামক বিখ্যাত ডাইরেক্টরীর ব্যবসাতেও তাঁহাদের ২৪,০০০ খানি সেয়ার ছিল।

আবেদনকারীর মতে অংশীদারগণ তাহাদের নিজ দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানি কে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়াছিলেন। কোম্পানী গঠনের দিন তাহাদের ১৩ লক্ষ টাকা দেনা ছিল একথা তাঁহারা গোপন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোম্পানী লয়েড ব্যাঙ্কের নিকট দুইলক্ষ টাকা ধার করিয়াছেন বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক কোম্পানীর নিকট নাকি এরূপ কোনো কর্জ্জই লওয়া হয় নাই। সুতরাং এখন যদি কোম্পানীকে স্বেচ্ছাকৃত লিকুইডেশনে যাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে অবেদনকারী এবং অন্য পাওনাদারগণ একদিকে যেমন দুইলক্ষ টাকা হইতে বঞ্চিত হন, অপর দিকে লয়েড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিকার লইবার সকল পথ বন্ধ হইয়া যায়। বিচারপতির এই আবেদনের শুনানীর জন্য কলিকাতা গেজেট ও দুইটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে আদেশ প্রদান করেন এবং কোম্পানী ও লিকুইডেটরের প্রতিও এই মর্ম্মে নোটিশ জারীর আদেশ দিয়াছেন :—

মোকর্দ্দমা যখন বিচারাধীন তখন আমরা এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য এখন প্রকাশ করিব না। থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীর নাম সমগ্র ভারতবর্ষে কেন, এশিয়াখণ্ডে সুপরিচিত। অর্দ্ধ-শতাব্দীরও উপর এই ইংরেজ ফার্ম্ম এদেশে ব্যবসা করিয়া সুনাম ও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কও সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটী বৃহৎ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান। উভয়েরই কর্ম্ম-কর্ত্তা ও পরিচালকবর্গ আছেন্ ইংরাজ। ইঁহাদের নামে দারুণ শঠতা এবং প্রবঞ্চনার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। সমগ্র দেশের লোক তাই এই বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। যথাসময়ে মোকর্দ্দমার ফলাফল এবং আমাদের মন্তব্য সাধারণের গোচর করিব।

* ইহা পত্রস্থ হইবার পর লিকিউডেটর নিযুক্ত করা সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিশ বাক্‌ল্যাণ্ডের রায় বাহির হইয়াছে। তিনি কোম্পানীর মহাজনদিগের সমবেত প্রার্থনার বিরুদ্ধে Messrs Lovelock & Lewesএর ফার্ম্মকেই লিকুইডের নিযুক্ত করিয়াছেন। মহাজনেরা বলিয়াছিলেন যে Lovelock& Lewes রাই Thacker Spink দের চিরকালের অডিটর। কোম্পানীর হিসাবাদিতে যেসকল গলদ আছে বলিয়া Creditor গণ অভিযোগ করিয়াছেন সেই সকল গলদ এই Love Lock & Lewesরা এতকাল ধামাচাপা দিয়া আসিয়াছেন বলিয়া Creditor গণ সন্দেহ করেন এবং সেইজন্যই যাহাতে উক্ত Love Lock & Lewesরা আবার এই কোম্পানীর Official Liquidator নিযুক্ত হইতে না পারেন তাহার জন্যই তাঁহারা হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বিচারপতি ব্যাক্‌ল্যাণ্ড্ তাঁহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া এতকাল যাহারা কোম্পানীর অডিটরের কাজ করিয়া আসিয়াছে সেই Love Lock & Lewes দিগকেই Official Liquidator নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার উপর আর কোনও মন্তব্য অনাবশ্যক। সম্পাদক।

ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়-জীবন

উইল্‌ফ্রেড ওয়েলকক্ ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়-দের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন :--

পৃথিবীতে অদ্যাপি ল্যাঙ্কাশায়ার বয়ন-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত। পৃথিবীর এমন খুব কমই স্থান আছে, যেস্থানে ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপন্ন বস্ত্র রপ্তানি না হয়। ফলতঃ পৃথিবীর বহু দক্ষ শিল্পী ও তন্তুবায় এইখানে কাজ করেন। সমগ্র ইংলণ্ডের অর্দ্ধলক্ষ শ্রমিকের অধিকাংশই ল্যাঙ্কাশায়ারে নিযুক্ত। কিন্তু তথাপি ল্যাঙ্কা শায়ারের পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত অবস্থা নাই।

কিন্তু আজ আমি ল্যাঙ্কাশায়ারের উন্নতি বা অবনতির কথা বলিতেছি না। ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকগণের আচার ব্যবহার, সমাজ ও দৈনিক জীবন ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বলিবার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধটি লিখিয়াছি।

ইংলণ্ড হইতে ল্যাঙ্কাশায়ার যাইবার পথে শ্যামল প্রান্তর, কুটীর, ও স্থানে স্থানে ষ্টাফোর্ড, ষ্টোক্ প্রভৃতির ন্যায় সহর সহজেই ল্যাঙ্কাশায়ার যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ল্যাঙ্কাশায়ার সীমার অন্তর্ভুর্ক্ত হইলে কয়েকটী ভগ্ন সংলগ্ন অট্টালিকা শ্রেণী নয়ন পথে পতিত হয়, তৎপরে কয়েকটি উপত্যকার প্রান্তে বল্টন্ ব্যাডক্লিফ্, কেলগন্ প্রভৃতি নগর অবস্থিত। এই উপত্যকা হইতে তেত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত কর্ম্মশালার চিমনী-শ্রেণী আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। চিমনী-নির্গত গাঢ় ধূমরাশি শ্রমিকগণের কুটীর ধূমায়মান করিয়াছে। ট্রেণ পরিত্যাগ করিয়া শ্রমিকদিগের সহরের মধ্যবর্ত্তী হইলে নিত্য ধৌত সুন্দর পরিষ্কার পথ-গুলি সন্তোষ আনয়ন করে। অধিকাংশ অট্টালি-কাই প্রস্তর নির্ম্মিত, উত্তর ইংলণ্ডের প্রস্তরখণ্ডের প্রাচুর্য্যই ইহার কারণ। নগরের আবহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রত্যেকটি গৃহেই পাঁচ ছয়টি ঘর আছে। নিম্নতলের গৃহ সকল আহারের জন্যই প্রস্তুত করা হয়। বাসগৃহ, স্নান গৃহ প্রভৃতি সবই উপরে সুন্দরভাবে সজ্জিত।

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে নব নির্ম্মিত অট্টালিকা সমূহের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। প্রত্যেকটি অট্টালিকা সংলগ্ন এক একটি বাগান আছে এবং উষ্ণজল প্রতি গৃহেই সরবরাহ করা হয়। এই প্রত্যেকটি অট্টালিকায় উর্দ্ধ সংখ্যায় ৮ জন পর্য্যন্ত বাস করিতে পারে। এই সকল অট্টালিকার জন্য শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ছয় হইতে আট শিলিং পর্য্যন্ত দিতে হয় এবং নগরের উন্নতির জন্য আরো তিন শিলিং লওয়া হয়। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অত্যধিক বলিয়া পরি-গণিত হইবে। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ত্রিশ হইতে ষাট শিলিং পর্য্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। একটি অষ্টাদশ বৎসরের বালিকার পক্ষে সপ্তাহে চল্লিশ শিলিং উপার্জ্জন খুবই সহজ-সাধ্য। পরিবারের মধ্যে কয়েকজন মাত্র কর্ম্ম-শালায় নিযুক্ত থাকিলেই পরিবার স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। ল্যাঙ্কাশায়ারের যে কোন শ্রমিক সকল সময়েই সুসজ্জিত থাকে। অপরাহ্ণে বালক বালিকা মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করে। সপ্তাহ শেষে পাঠ্যশালায় ও চলচ্চিত্র-দর্শন সুখ ও আনন্দপূর্ণ রূপে সম্ভোগ

করিয়া থাকে। ইহাদের সপ্তাহে সর্ব্বসমেত আটচল্লিশ ঘণ্টা মাত্র কার্য্য করিতে হয়। চতুর্দ্দশ বৎসরের নিম্নে কোন বালক বালিকাকে কর্ম্মশালার শ্রমিকের কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। এমন দিন ছিল, যখন প্রতি শ্রমিককে সপ্তাহে ৭০।৮০ ঘণ্টা কার্য্য করিতে হইত এবং ৬।৭ বৎসরের শিশুকেও মাতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হইত।

ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের প্রচেষ্টার ফলেই এতদূর উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা এইজন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকগণ বৎসরে একাধিকবার সমুদ্র তীরে অথবা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে তাহাদের অবকাশ যাপন করে। অন্য অবকাশ ব্যতীত গ্রীষ্মকালে এক সপ্তাহ ব্যাপী পূর্ণ অবকাশও শ্রমিকগণ লাভ করিয়া থাকে। ইহা ল্যাঙ্কাশায়ার ভিন্ন অন্য কোন স্থানের শ্রমিকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই অবকাশ সমুদ্র তীরে যাপন করিবার মানসে প্রতি সপ্তাহ শেষে তাহাদের বেতনের কিয়দংশ তাহারা ক্লাবে জমা করিয়া রাখে।

এই স্বাধীনতার বীজ ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকগণের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আজ সমগ্র ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ার অগ্রণী।

সাবান প্রস্তুত কার্য্যে কুসুম তৈলের উপযোগিতা

বাংলাদেশে কুসুম গাছ সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকার গাছ খুব বড় হয় আর এক প্রকার ছোট এবং প্রতি বৎসর জন্মিয়া মরিয়া যায়। উভয় প্রকারের গাছেই তৈলবীজ বা ফল হয়, কিন্তু তৈল ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্যও ইহাদের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। প্রথম প্রকারের গাছকে ইংরেজীতে Schleichera frigirga বলে। ইহা লাক্ষা চাষের প্রধান আশ্রয়। দ্বিতীয় প্রকার গাছ রং করার জন্য প্রসিদ্ধ। কুসুমের তৈল ও বীজের জন্য প্রথম প্রকারের গাছের কথাই আলোচনা করা গেল। কুসুম গাছ সাধারণতঃ শুক্‌না স্থানে জন্মিয়া থাকে। বাংলাদেশে ইহা ছোট নাগপুরের সীমান্তে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। শাল বনের নিকটেই ইহার জন্মস্থান এবং আচার ব্যবহারেও শাল গাছের অনুরূপ।

লাক্ষা শিল্পে এখন মন্দা পড়িয়াছে। পূর্ব্বের মত আর এখন ইহার প্রচুর চাষ হয় না। জগতের বাজারে অকৃত্রিম লাক্ষার চাহিদা না বাড়িলে এই লাক্ষা উৎপাদনকারী গাছগুলিও অদূর ভবিষ্যতে অকেজো বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। চাহিদা না থাকিলে চাষের আগ্রহ কমিয়া যায়। আবার চাষ প্রণালী কমিতে থাকিলে লাক্ষা তৈয়ারের কৌশলটিও ধীরে ধীরে সকলে ভুলিয়া যাইবে। লাক্ষার বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইলে বাংলার কেবল আর্থিক উন্নতির অন্তরায় ঘটিবে না; উপেক্ষা ও অবহেলার ফলে কুসুম গাছগুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ প্রথম অবস্থায় ইহা বাড়িয়া উঠিতে অনেক দিন লাগে।

লাক্ষা চাষের সময় এই গাছের জীবনী শক্তির উপরেই পোকার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। পোকা ও গাছের সম্বন্ধ এত বেশী যে পোকার দেহের কোন বিষাক্ত দ্রব্য গাছের দেহে প্রবেশ করিলে উহা একেবারে মরিয়া যায়। যদি অধিক দিন বৃক্ষটিকে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে উহাতে খুব ঘন ঘন পোকা লাগাইবে না। একবার পোকা ছাড়িবার পূর্ব্বে গাছের অন্ততঃ দুই বৎসর বিশ্রাম আবশ্যক। সুতরাং পোকা লাগাইবার বৎসরে গাছে যে আয় হয়, অন্যান্য বৎসরের আয় তাহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর ফল হওয়াতে গাছের কোন অপকার করে না। কারণ ফল ফলানো বৃক্ষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

লাক্ষা শিল্পের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কিছুকাল পরে এই শিল্পটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়; কিন্তু ভারতের ভাগ্যে যেন সে দুর্দ্দিন না আসে। যদি একান্তই আসে এবং দেশবাসীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি এই পোকাটিকে রক্ষা করা না যায়, তাহা হইলে লাক্ষার সঙ্গে কুসুম গাছগুলিও যাহাতে ধ্বংস

না হয়, সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা আবশ্যক। কারণ কুসুম গাছ কেবল লাক্ষার জন্যই আবশ্যক নহে, ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈলও উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং সে তৈল নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কুসুমের বীজ সাধারণতঃ আধ ইঞ্চির কিছু ছোট বড় হইয়া থাকে, এই বীজই তৈলের আধার। একটী ফলে সচরাচর একটী বীজ থাকে যদিও একাধিক বীজের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বীজের বাহিরে একটি কঠিন আবরণ থাকে, তাহার নীচে বীজের চারিদিক ঘিরিয়া ত্বকের মত একটি পদার্থ দেখা যায়। বীজের খোলটি মাঝারি রকমের শক্ত এবং ধরিতে গেলে তৈলাক্ত মনে হয়। একটী পাত্‌লা শক্ত এবং ছিদ্রহীন আবরণের মধ্যে বীজটী আবৃত থাকে। উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। বাজারে সম্পূর্ণ বীজটী কেহ বিক্রয় করিতে পাঠায় না। ইহার শক্ত আবরণ এবং তাহার নিম্নের ত্বক ছাড়াইয়া তবেই বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়। সমস্ত আঁঠিটির ২২·২ ভাগ খোসা। বাজারে যে বীজ বিক্রয় হয় তাহা সম্পূর্ণ আঁঠিটা। শতকরা ৬৯ ভাগ মাত্র। অবশিষ্ট ৩১ অংশ পাতলা আচ্ছাদনের ওজন। বীজের সাধারণ ওজন ০·৪ গ্রাম (gramme) আঁঠিটির মধ্যে শতকরা ৩·৫৫ ভাগ জলীয় জিনিস আছে। তাহা পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া বাষ্পীয় কলে শুকাইয়া লইলে (steam drying) জলীয় ভাগ দূরীভূত হয়। শুক্‌না বীজটি বাহিরের আবরণ বাদ দিয়া পেট্রল ইথারে (petrol ether) নির্য্যাস বাহির করিলে ৬৫·৭ ভাগ চর্ব্বি পাওয়া যায়। এই চর্ব্বি আবরণের মধ্যস্থ পূর্ণ বীজটীর শতকরা ৪২·৯ ভাগ। বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া অনেক সময় ফুঙ্গী পোকা প্রবেশ করিয়া ভিতরের বীজটি এমনভাবে নষ্ট করিয়া দেয় যে বাহিরের খোল দেখিয়া তাহা কিছুই বুঝা যায় না।

যেখানে ব্যবসায়ের জন্য প্রচুর তেলের প্রয়োজন সেখানে সাধারণতঃ মিল বা পেষাই কলে কুসুমের তেল বাহির করা হয়। ইহার বীজে চর্ব্বির ভাগ বেশী থাকায় তেল বাহির করার পূর্ব্বে একটু অসুবিধা হইয়া থাকে। বীজগুলি যথানিয়মে চূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি ফাটিয়া যায় এবং উহা হইতে অল্প অল্প তেল বাহির হইয়া যাহা আংশিক চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার সহিত আট্‌কাইয়া যায় এবং যাঁতার পার্শ্বে চাপড়ার আকারে লাগিয়া থাকে। ইহাতে গুঁড়া করার কাজে ক্রমশঃ বাধা জন্মে। এরূপ ক্ষেত্রে ডইবার পেষাই করা উচিত। কারণ তাহাতে সমুদয় তেল বাহির হইয়া যাইবে। ছাল ছাড়ানো বীজে ছাল না ছাড়ানো বীজ অপেক্ষা কিছু অধিক তেল বাহির হয় বটে, কিন্তু ছাল ছাড়ানো বীজের তেল বাহির করিতে খরচও বেশী লাগে। যেখানে কল পাওয়া যায় না সেখানে হাতে ছাল ছাড়াইবার খরচ আরও বেশী পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কুসুমের বীজের আবরণটি খুব বেশী শক্ত নয়। ঢেঁকিতে কুটিয়া লইলেই উহা খুব কোমল গুঁড়ায় পরিণত হইবে। আঁঠির আবরণটী ছিদ্রহীন হওয়াতে ইহা বেশী তেল আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না, কিন্তু খুব ভাল করিয়া ছাড়াইয়া না লইলে যখন অত্যন্ত জোরে কলের চাপ পড়ে তখন উহাতে আট্‌কাইয়া তেলের সহজ গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। ছোট হাইড্রলিক চাপ যন্ত্রে ছোলা না ছাড়ানো বীজে প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চিতে যদি দুই টন হিসাবে চাপ দেওয়া যায় তাহা হইলে শতকরা ২৮·৩ ভাগ তেল পাওয়া যায়। ইহা আবরণ হীন শুষ্ক বীজের শতকরা ৪৩ ভাগের সমান। হাই-

ড্রলিক চাপ যন্ত্রে পেষণ করিলে সাধারণতঃ উপরোক্ত পরিমাণ তেল বাহির হয়।

এই তেলের রং পীতাভ পিঙ্গল বর্ণ। উহাকে একই অবস্থায় অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে তেলের রং অপেক্ষা ফিকা হল্‌দে রং এর এক প্রকার জমাট তলানী তেল পাত্রের নীচে পড়ে। কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা গরমের সময়েও উহা গলিয়া যায় না। এই তেলের কোন অপ্রিয় অথবা উৎকট গন্ধ নাই।

এই তেল সাবানের জন্য ব্যবহার করা যায় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে; তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য-শক্তি পাওয়া গিয়াছে:—

স্পেসিফিক গ্রাভিটি	৩০°C
	০·৯০৯
এসিড ভ্যালু (তেল বাহির হওয়ার তিনমাস পরে)	১৪.০
স্যাপনিফিকেসন ভ্যালু	২০৫·৮
আইওডিন ভ্যালু	৫৭·৫
টাইটার অব ফ্যাটি এসিড	৪৬·৬°C

এই তেলের খৈলে সারের ক্ষমতা খুব বেশী। পরীক্ষা দ্বারা ইহার নিম্নরূপ উর্ব্বরতা শক্তি পাওয়া গিয়াছে।

নাইট্রোজেন শত করা ৫·৭২ ফস্ফরিক এসিড (P_2O_5) "৩·০৮ পটাস (K_2O) ১·১৩

গরম এবং ঠাণ্ডা প্রণালীতে এই তৈল দ্বারা সাবান প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু শীতল প্রণালীতে প্রস্তুত সাবান হইতে একটু একটু এমোনিয়ার গন্ধ বাহির হয়। তেলের মধ্যে অল্প পরিমাণে amides থাকে। তেলটি সাবানে পরিণত হইলে উহা এমোনিয়া বাহির হইবার সঙ্গে আস্তে আস্তে hydrolised হইয়া যায়। যখন সাবান গুলি বোতলে পুরিয়া জমিতে দেওয়া হয়, কেবল মাত্র তখনই এমোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। জ্বাল দিয়া সাবান প্রস্তুত প্রণালীতে এরূপ কোন গন্ধ থাকে না।

এই তেলের সাবান এবং আইওডিন মূল্যের প্রভেদ ১৫৮ অর্থাৎ tallow বা চর্ব্বির প্রায় সমান। কিন্তু তেলের মধ্যে সাবানের যে অংশ আছে তাহার সহিত উক্ত হিসাবের অনেক পার্থক্য হয়।

কুসুমের সাবান অতিশয় কাদা কাদা হয়। ইহাতে ফেণা খুব কম হয় এবং বেশ তৈলাক্ত থাকে। ফেণা অত্যন্ত কম হইলেও যখন এই সাবান ঘষিয়া জলে মিশানো হয় তখন একপ্রকার ঘন ক্ষীরের মত পদার্থ বাহির হয়। ইহাতে গায়ের চামড়া একটু খস্‌খসে করিলেও দেহ পরিষ্কার ও স্নিগ্ধ করিতে ইহার অনেক চমৎকার গুণ আছে।

কুসুম তেল হইতে জ্বাল দিয়া সাবান বাহির করিতে অসুবিধা আছে। যদি লবণ অথবা কষ্টিক সোডা সামান্য অতিরিক্ত পরিমাণেও পড়ে, তাহা হইলে আংশিক সাবানে পরিণত জিনিসগুলি গুঁড়ার আকারে পৃথক হইয়া যাইতে চাহে। সাধারণ লবণ দিয়া কুসুম সাবানের দানা বাঁধাও কম অসুবিধার বিষয় নহে। ইহাতে সাবানগুলি বড় ছাঁচে ঢালিবার উপযোগী ভাবে দানা বাঁধিতে চাহে না; সুতরাং লবণ দেওয়ার কাজ অতিশয় সাবধানে করিতে হয়। সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে যেন একটু লবণও বেশী না পড়ে। অপরাপর তেল ও চর্ব্বির সহিত মিশাইয়া অবশ্য কুসুম তৈলে সাবান তৈয়ারী করাতে কোন অসুবিধা নাই। ইহাতে অনায়াসেই দানা বাঁধা অথবা সাবান বাহির করার কাজ হইয়া থাকে।

কুসুম তেল হইতে প্রস্তুত সাবানের প্রধান

গুণ ইহার কাঠিন্স এবং ঘন করিবার ক্ষমতা। সুতরাং সাবান প্রস্তুত কার্য্যে ইহা একটি প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইতে পাবে। যেখানে সাবানের ফেণা খুব পাতলা সেখানে উহা ঘন করিতে কুসুম তেল অদ্বিতীয়। সাবান প্রস্তুতের সময় ক্ষেত্র বুঝিয়া শতকরা ২ হইতে পনর ভাগ কুসুম তেল প্রয়োগ করিলে সাবান বেশ নরম হয়, এবং ফেণাগুলিও বেশ ঘন হইয়া থাকে। ইহা হইতে যেমন প্রচুর পরিমাণে ফেণাযুক্ত ঘন সাবান তৈযারী হয় তেমনি সাবান গুলি উপভোগ করিতেও খুব আবাম লাগে।

কুসুমের সাবানেব আর একটি প্রধান গুণ এই যে ইহার কোন দুর্গন্ধ নাই। এই গুণেব জন্ম ইহা গায়ে দেওযা সাবান তৈযারীর পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট। শতকরা ২ হইতে পাঁচ ভাগ কুসুম তেল মিশাইবা সাবান তৈরী করিলে উহাতে যথেষ্ট ফেণা হইবে। আজকাল সাবানের জন্ম সাধারণতঃ যে Soyabean তেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে স্থলে অনায়াসে কুসুম তেল ব্যবহার করা যাইতে পাবে। এই পরিবর্ত্তনে সাবানের কোমলতা এবং ফেণার ভাগ বৃদ্ধি পাইবে, এবং সাবানের ভিজা ভাবও কমিয়া যাইবে। কারণ কুসুম তেলের আইওডিন পরিমাণ Soyabean তেল হইতে কম হওয়ায় স্বভাবতঃই ইহার ভিজিয়া উঠিবার শক্তি কম। সাবানের কাঁচা মূল উপাদান রূপে কুসুম তেলেব আরও একটি গুণ আছে। ইহা নারিকেল তেলের পরিবর্ত্তে কাপড় ধোয়া অথবা গায়ে মাখা উভয় প্রকারেব সাবানেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

নারিকেলের চাষ

[শ্রীসুরথ কুমার সবকাব]

নারিকেল বৃক্ষ, ফল এবং তদ্‌জাত শিল্প সম্বন্ধে বহু সাময়িক পত্রে বহুবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাব চাষ ও চাবা-নির্ব্বাচন সম্পর্কে সাধাবণ্যে যে ভ্রমাত্মক ধাবণা বর্ত্তমান আছে, সে বিষয়ে এপর্য্যন্ত কেহ বিশদভাবে আলোচনা কবিয়াছেন বলিয়া মনে পডে না। সেইজন্ম এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র ইহার চাষের দিক লইয়াই আলোচনা করিব।

নারিকেলের চারা নির্ব্বাচন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। চারাগুলি এমনভাবে নির্ব্বাচিত হওযা প্রয়োজন যে রোপণের পরে উহারা শীঘ্র ফলপ্রসূ হয়, শতাধিক বৎসর ক্রমান্বয়ে ফল প্রদান করে, ফল বেশী ধরে এবং বেশ বড় বড় হয়,—অনেকেরই ধারণা চারাটী যে নারিকেল হইতে গজাইয়াছে সেই নারিকেলটী যদি বেশ বড় হয় তাহা হইলে সেই চারায় উপরোক্ত সকল গুণগুলিই একত্রে দেখা যাইবে। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। চারার নারিকেলটী বড় হইলেই

সেই গাছের ফল বড় হয় না বা সেই গাছটী দীর্ঘজীবি হয় না। পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি বর্ত্তমান থাকে সেই নারিকেলের চারার, যে নারিকেলটী বয়স্ক গাছেরই ফল। গাছ যত অধিক বয়স্ক হইবে তাহার ফলের চারাও তত দীর্ঘজীবি ও সুফলপ্রসূ হইবে। কিন্তু চারার সংলগ্ন নারিকেলটী পুরাতন গাছের ফল কি না তাহা সেই ফলটীকে মাত্র দেখিয়া বলা চলে না। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় কেবল চারাটীর চেহারা দেখিয়া। পুরাতন গাছের ফলের চারা হইলে তাহা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু নূতন গাছের ফলের চারাগুলি রুগ্ন ও ক্ষীণ বলিয়া বোধ হয়।

অনেকের ধারণা যে নারিকেলের চারাগুলি বেশ বড় বড় দেখিয়া রোপণ করিলে উহাতে অতি শীঘ্র ফল ধরিবে। উহারা বাঁচিলে যে অতি শীঘ্র ফল প্রদান করিবে সে কথা ঠিক, কিন্তু চারা যত বড় হইবে রোপণের পরে তাহাদের মধ্যে মরিবেও তত বেশী। কারণ, চারাগুলি বড় হইলে তাহাদের মূল এত অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে উহাদিগকে উঠাইয়া পুনরায় রোপণ করিবার কালে উহাদের অধিকাংশ মূলই কাটা পড়ে। এই আঘাত সহ্য করা উহাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু চারা ছোট হইলে তাহার অধিকাংশ মূলই কাটা পড়ে না বলিয়া তাহার মৃত্যুভয় খুবই কম থাকে।

চারার সংলগ্ন নারিকেলগুলি ছোট হউক বা বড় হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ফলগুলি বেশ গোলাকৃতি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। চারাগুলি বেশ মোটা মোটা হওয়া উচিত, কিন্তু উচ্চতায় ১ বা ১॥ হস্ত পরিমাণের উপরে হওয়া উচিত নহে। চারার নারিকেলটী বেশ গোলাকার হইলে উহার ফলগুলিও বেশ গোলাকার হইবে; কিন্তু নারিকেলটী যদি লম্বাকৃতি হয় তাহা হইলে সেই চারার ফলগুলিও দীর্ঘাকৃতি হইবে। নারিকেল দীর্ঘাকৃতি হইলে উহার ছোবড়ার উপরিভাগে একটা খাঁজ পড়ে। এই খাঁজ পড়িলে নারিকেলটীকে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট দেখায়। ফলে উহার বাজার মূল্য যথেষ্ট কমিয়া যায় এবং ক্রেতারও অনেকটা অভাব অনুভূত হয়।

নারিকেলের চারা রোপণ করিবার সময় প্রত্যেক চারার গোড়ায় ধান্যের চিটা দিয়া নারিকেলটী ঢাকিয়া দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি চারার গোড়ায় সাধারণতঃ তিনপোয়া পরিমাণ চিটা দিলেই চারার নারিকেলটী ঢাকা পড়িবে। তৎপরে মাটি দিয়া গর্ত্ত পূরণ করিতে হইবে। গর্ত্তগুলি এক ঘন ফুট হইতে এক ঘন হাতের মধ্যে একটী আনুমাণিক মাপের হওয়া প্রয়োজন।

নারিকেলের চারা রোপণকালে চারার গোড়ায় লবণ (common salt) দিবার বিধি অনেকেই দিয়া থাকেন। যদিও নারিকেলের চারার স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে লবণের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইলেও সামুদ্রিক বা খনিজ লবণ ইহার কোনও উপকার করে না। একটা নারিকেলের চারার পক্ষে সাধারণতঃ যে পরিমাণ সাধারণ লবণের প্রয়োজন তাহা সর্ব্বত্র সকল প্রকার মাটিতেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ধান্যের চিটায় যে লবণ থাকে তাহা নানাপ্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণজাত (a mixture of organic and inorganic salts)। এই জন্য নারিকেলের চারার সার হিসাবে ধান্যের চিটা ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া যায়।

উদ্ভিদের পক্ষে উদ্ভিজ্জ লবণ সাধারণ লবণের

অপেক্ষা অনেক সহজে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে, এবং যে সকল গাছের পক্ষে লবণ প্রয়োজনীয়, তাহাদিগের আবাদে পারত পক্ষে উদ্ভিজ্জ ব্যতীত অন্যপ্রকার লবণ সার হিসাবে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। * ধান্যের চিটার আর একটী প্রধাণ গুণ, ইহা উই নিবারক। এইজন্য নারিকেলের চারা রোপণ কালে ধান্যের চিটা দ্বারা চারার নারিকেলটি ঢাকিয়া দিলে উহাতে উই লাগিতে পারে না এবং মাটি আর্দ্র থাকে বলিয়াও চারাটি সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

চারা রোপণের ৫।৬ মাস পরে মাঝে মাঝে উহার গোড়ায় ধান্যের চিটা এবং ছোলা, কলাই, মটর, মসুর প্রভৃতি রবিশস্যের ভূষি সার হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে।

ধান্যের চিটা বা রবিশস্যের ভূষি, সার হিসাবে যাহার প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা চারা রোপণের অথবা সার হিসাবে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সংগৃহীত হইলে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেখানে সেখানে অযত্নে ফেলিয়া রাখিলে ইহাদের লবণটুকু রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির প্রভৃতি দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইবে ও তাহাদের উপকারিতা লোপ পাইবে।

নারিকেলের চারা কখনও একটী একটী করিয়া রোপণ করিতে নাই। একটী একটী করিয়া পৃথক ভাবে চারা রোপণ করিলে ভবিষ্যতে তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, একটী সোজা গাছে দুই বৎসরে যে পরিমাণ ফল ধরে, একটী হেলিয়ে পড়া গাছে তাহার প্রায় দুই গুণ বেশী ফল ধরিয়া থাকে। এই জন্য সকল গাছকেই কৃত্রিম উপায়ে হেলাইয়া দেওয়া উচিত। গাছ একদিকে হেলিয়া পড়িলে একটী খাড়া গাছের অপেক্ষা তাহাতে অনেক বেশী ফল হয়; ইহা বহুদৃষ্ট সত্য। এইজন্য একটী একহাত দীর্ঘ সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে তিনটী চারা একত্র করে রোপণ করা উচিত। সকল গাছেরই ইহা প্রকৃতিজাত ধর্ম্ম যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংস্পর্শ ছাড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। এই কারণে একত্রে তিনটী চারা রোপণ করিলে তাহাদের প্রত্যেকটী প্রত্যেককে ছাড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে, আর তাহারই ফলে তিনটী গাছই কালক্রমে অল্প বিস্তর হেলিয়া পড়িবে।

তিনটী নারিকেলের চারার দ্বারায় গঠিত একটী কুঞ্জ হইতে অপর কুঞ্জের ব্যবধান অন্ততঃ পক্ষে ১৬ হাত হওয়া উচিত। এই প্রকারে বিঘা প্রতি ২৫ টী কুঞ্জ বা ৭৫ টী নারিকেল বৃক্ষ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার বার্ষিক আয় ন্যূনপক্ষে ১০০ শত টাকা।

---

* "লবণ" শব্দটী আমি কেবলমাত্র chlorine ঘটিত লবণের জন্যই ব্যবহার করিতেছি; কেহ যেন শব্দটীকে chemical saltএর অনুবাদ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না।

তাসের নেশা

মানুষের তাসের নেশা বহুকালের। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, অভদ্র প্রত্যেক সমাজেই এই খেলাটি এত প্রচলিত হইয়াছে, যে কোন রকমে একটু অবসর করিতে পারিলেই লোক তাস লইয়া খেলিতে বসে। গঞ্জে, বন্দরে, হাটে, বাজারে ব্যবসায়ীগণ কর্ম্মের অবসরে তাস খেলে; ছুটির দিনে, বিশ্রামের সময়, অফিসের বাবু অথবা কেরাণীগণ এই খেলায় মত্ত হয়। এমন কি স্বামী স্ত্রী, পিতাপুত্রের এক সঙ্গে খেলার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের পক্ষে এই খেলাটি অন্যতম। কিন্তু ইহার মাত্রা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে কখনও কখনও দেখা যায় স্নানের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ঘরের সকলের খাওয়া শেষ হইয়াছে, তথাপি তাসের আড্ডা ভাঙ্গিবার লক্ষণ নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরে হয়তো একে একে প্রতিবেশীদের সকলের আলো নিভিয়াছে, সকলেই নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু তাসের আসর আর ভাঙ্গিতেছে না; বরং রাত্রি যতই গভীর হইতে থাকে, আড্ডা ততই জমিয়া উঠে। তাহাদের চীৎকার ও বিকট উল্লাসে প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

কিন্তু পূর্ব্বকালের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমানের এই ভয়ানক নেশাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। ইউরোপের লোক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই খেলায় এত মসগুল থাকিত যে তাহা মনে করিলেও অবাক্ হইতে হয়। ইহার জন্য বাজি রাখিয়া কত লোক যে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। অনেক প্রসিদ্ধ লেখক লিখিয়াছেন যে তৃতীয় জর্জ্জের আমলে ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা ভাবিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাস খেলার কথাই মনে পড়ে। এমন দিন ছিল না যেদিন সকলেই অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা তাস খেলে নাই। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই সকল শ্রেণীর মধ্যে এই খেলার আধিক্য দেখা যাইত। ডিউকের বসিবার ঘর হইতে ময়লার গাড়ীর গাড়োয়ানদের মধ্যে পর্য্যন্ত সব সময়েই তাস খেলা চলিত। বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রগণ 'হুইষ্ট' এবং 'কেসিনো' খেলিত।

ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে তাসের জুয়াখেলা সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয়, কিন্তু তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল সর্ব্বব্যাপী। সাত জন বৃদ্ধা মহিলা বলিয়াছিলেন "পড়িতে হইলে তাসের মত উৎকৃষ্ট পড়া আর নাই." এবং শয়তানের এই পুঁথি পড়িতে লোক দলে দলে টান্‌ব্রিজ, ওয়েলস্, এপসম্, অথবা বাথের জুয়ার আড্ডায় গিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ঘরে ফিরিত। তথাপি শয়তানের পুঁথির নেশা পরিত্যাগ করিতে পারিত না। রেষ্টোরেসনের পূর্ব্বে তাসখেলা বহুকাল আমোদ উপভোগের বিষয় ছিল। কিন্তু তাহার পরে ইহা জুয়ার বীভৎসতায় পরিণত হয়। ৪র্থ জর্জ্জের সময় হইতে অবশ্য এই বীভৎসতা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। রাজা চার্লস এবং

তাঁহার পত্নী সেকালের অতি সুন্দরী রমণীগণের সহিত রাত্রির পর রাত্রি হোয়াইট হলে তাস খেলায় কাটাইয়া দিতেন। রবিবার পর্য্যন্ত বাদ ছিল না। হ্যাম্পটন্ কোর্ট প্রাসাদে "সৌন্দর্য্য-ঘর" নামে অভিহিত প্রকোষ্ঠে যে সকল সুন্দরীর চিত্র শোভা পাইতেছে উহারা ছিল তাঁহার তাসের সঙ্গিনী।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইভ্‌লীন তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় জেম্‌সের সঙ্গী তাসের জুয়ায় ৮০ পাউণ্ড খোয়াইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছে। রাণী এনের সময় প্রত্যেক প্যাক তাসের উপর ৬ পেন্স বা ছয় আনা এবং এক জোড়া পাশার উপর পাঁচ শিলিং ট্যাক্স ধরা হইয়াছিল। প্রায় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে হুইস্ক খেলার প্রচলন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু বেশী চিন্তার দরকার বলিয়া প্রথম প্রথম নারী সমাজ ইহা পছন্দ করিতেন না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হিউম্ তাস না খেলিয়া কোন দিন শয়ন করেন নাই। কিন্তু জন্‌সন্ এ খেলা জানিতেন না বলিয়া দুঃখ করিতেন। তাসের জুয়ায় লোকের এমন সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, যে অবশেষে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা হইল। এই আইনে ঘোষণা করা হইল যে যাহারা তাসের জুয়ার জন্য ঘর বা আড্ডা রাখিবেন, তাহাদের দুই শত পাউণ্ড করিয়া জরিমানা হইবে। এই জরিমানার অর্দ্ধেক ফরিয়াদী পক্ষ এবং অর্দ্ধেক দরিদ্রগণ পাইবে।

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও রাজনৈতিক চার্লস ফক্স একজন পাকা জুয়াড়ী ছিলেন। তিনি প্রায় সময়েই প্রতারিত হইতেন এবং সর্ব্বসমেত এক তাসের জুয়াতেই তাহার প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হয়। ঐতিহাসিক গিবন বলেন যে তিনি চার্লস ফক্সকে এক ক্রমে ২২ ঘণ্টা তাস খেলিয়া প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ শত পাউণ্ড হারিতে দেখিয়াছেন। তিন রাত্রে চার্লস ও ষ্টিফেন ফক্স ২৩ হাজার পাউণ্ড জুয়ায় হারিয়াছিলেন। ইহাদের উভয়ের বয়সই তখন ২৫ বৎসরের কম। আর একজন পাকা জুয়াড়ী ছিলেন লর্ড থ্যানেট। তিনি তাঁহার বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের প্রায় সবটাই তাসের টেবিলে খোয়াইয়া আসিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ হোয়াইটস্ ক্লাব পূর্ব্বে জুয়ার আড্ডারূপে খুব আদৃত হইত। যাহারা প্রতারণার ধার ধারিত না এরূপ খেলোয়াড়ে এই ঘর পূর্ণ হইত। ইহাতে প্রতারণার দুর্ণাম ছিল না। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস মর্ম্মভেদী কাহিনীতে পূর্ণ। সার জন ব্লাড্ যিনি আত্ম-হত্যা দ্বারা জীবনের সব জ্বালা জুড়াইয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এখানে তাসের নেশায় নিঃশেষ হইয়াছিল। বে-হিসাবী, আমোদ প্রিয় আর্ল কার্লাইল্ এই গৃহের প্রাচীরের মধ্যেই এক রাত্রে দশ হাজার পাউণ্ড উড়াইয়াছিলেন। লর্ড মাউণ্ট ফোর্ড এখানে প্রায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া একটি সরকারী চাকুরী প্রার্থনা করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উহা অস্বীকার করিলে তিনি পার্শ্বের ঘরে গিয়া গুলী খাইয়া আত্মহত্যা করেন।

লর্ড কলির দুই পুত্র তাসের ক্ষতি পূরণের জন্য এত অধিক পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে বৎসরে তাহাদিগকে সুদের বাবদেই আঠার হাজার পাউণ্ড দিতে হইত। ডেমিয়ার পরিবারের তিন ভাই হোয়াইটের কর্জ্জ শোধের জন্য ৭০ পাউণ্ড ধার করেন। জর্জ্জ ড্রামণ্ড একটি ব্যাঙ্কের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী। তিনি জীবনে মাত্র একবার হোয়াইটের বাড়ীতে হুইষ্ট খেলিয়াছিলেন,

এবং সেই একেবারেই তিনি বো ব্রামেলের নিকট ২০ হাজার পাউণ্ড বাজী হারিয়া যান। হোগার্থের প্রকাশিত হোয়াইট ক্লাবের বইএর এক স্থানে একটি ছবি আঁকা ছিল। উহাতে একটী পথিক অগ্নি কুণ্ডের পাশে অপেক্ষা করিতেছে, তাহার পকেটে একটি পিস্তলের মুখ বাহির হইয়া আছে, যেন তাসের জুয়ায় যে জিতিয়া বাহির হইবে, তাহার সর্ব্বনাশ সাধনই তাহার অভিপ্রায়। র‍্যাগেট ক্লাবে চারিজন ভদ্রলোক এক সোমবার রাত্রে হুইষ্ট খেলিতে বসে। তারপর সোমবার গেল, মঙ্গলবার গেল, বুধবার প্রাতে এগারোটার সময় তাহারা খেলা শেষ করিলেন। একজন ইহাতে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বাজী জিতিয়াছিল।

তাসের জুয়ার সর্ব্বশেষ বড় আড্ডা ক্রকফোর্ড। ইহা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম খোলা হয়। তারপর একে একে হোয়াইট, এল্‌মানাক, ক্রক প্রভৃতি ক্লাব হইতে লোক আসিয়া এই আড্ডাটিকে বৃহত্তম ক্লাবে পরিণত করে। ইহার সভ্যগণের চাঁদা ছিল বাৎসরিক দশ গিনি। ইহা ছাড়া ক্লাবের উপভোগ্য সামগ্রী কফি, খাবার, মদ প্রভৃতি সাধারণ দামে সরবরাহ করা হইত। সেলুনে প্রত্যহ চমৎকার সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা ছিল, উহা সভ্য ও দর্শক নির্ব্বিশেষে সকলকেই বিনা মূল্যে খাওয়ানো হইত। একখানি ঘর তাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, সেখানে সভ্যগণ 'হুইষ্ট' এবং 'একার্ট' খেলিতেন, আর একটি ঘরে বাজী রাখিয়া খেলার বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক রাত্রে এগারোটার সময়ে ক্লাবের মালিক ও ব্যাঙ্কার আসিয়া ক্লাবে বসিত, রাত্রি দুইটার সময় নূতন দর্শক আর নেওয়া হইত না বলিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। তারপর সকাল পর্য্যন্ত খেলা চলিত।

ক্রক ফোর্ড সামান্য মাছের ব্যবসায়ী ছিল, ক্লাব করার পর তাহার লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব গ্রহণের পর একদিন একজন লর্ড (জমিদার) তাসের জুয়ায় প্রতারণার অভিযোগে দণ্ডিত হন। ইহাতে জুয়ার প্রতি লোকের একটা বিতৃষ্ণা জন্মে। সেই হইতে ইংলণ্ডে তাসের জুয়ার বীভৎসতা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। এখনও জুয়া খেলা বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু উহা প্রায়শঃই গুণ্ডা, বদমায়েস, প্রবঞ্চকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোকগণ আর বড় একটা এই বীভৎসতার মধ্যে যান না। তবে ঘরে, ক্লাবে, অন্দরে বাহিরে সর্ব্বত্রই এখনও পুরাদমে তাসের আড্ডা বসে। জর্জ্জদের রাজত্বকালে যে বীভৎসতা ছিল শুধু তাহা আর নাই।
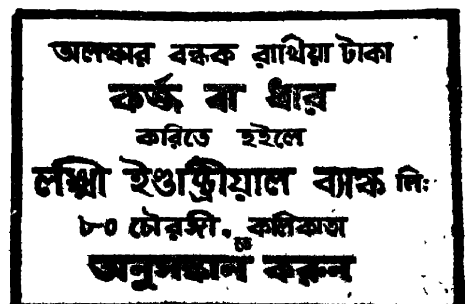
সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়

সভ্য-অসভ্য সকল জাতি সুগন্ধদ্রব্য সর্ব্ব সময় ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। মানবজাতির আদিম অবস্থাতে পুষ্প- পত্র, কাষ্ঠ ও শিকড়ই সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত। যে সুসভ্য পাশ্চাত্য ইংরাজ জাতিকে আমরা প্রতিকার্য্যে, আচারে, ব্যবহারে অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছি সেই ইংরাজের দেশে রাস্তায় ফেরি করিয়া ল্যাভেণ্ডার পুষ্প বিক্রয়—একটী পুরাতন প্রথা—যাহা ইংরাজ জাতি গর্ব্বের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ভারতে সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে পুষ্প, পত্র, কাষ্ঠ ইত্যাদি ব্যবহার আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে—উপদ্বীপ ভারতে যে সকল বৃক্ষাদি জন্মিত না তাহার ফল, পুষ্প, শিকড়, কাষ্ঠাদি দ্বীপ-ভারত হইতে আনীত হইত, ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

কাষ্ঠ হিসাবে চন্দনের উল্লেখ প্রাচীনতম হিন্দু শাস্ত্রাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে ; কর্পূরকেও সুগন্ধি দ্রব্যের তালিকায় স্থান দান করা হইয়াছে পুষ্পের মধ্যে চম্পক, পদ্ম প্রাচীন শাস্ত্র সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে—গোলাপ, বেল, জুঁইজাতীয় পুষ্প ভারতে মুসলমান ও বৌদ্ধযুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য রাসায়নিক বিদ্যার উৎকর্ষের ফলে আরক ও সুরাদি মিশ্রিত গন্ধ দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতবাসী চন্দন-চর্চ্চন ও পুষ্পমাল্য ধারণকে নিত্যকার্য্যের সামিল করিয়া লইয়াছিল—পূজাদি কার্য্যে চন্দন ও পুষ্পমাল্য ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং পুষ্পবৃক্ষ রোপন হিন্দুর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল—প্রত্যেক গৃহস্থই স্বীয় গৃহ প্রাঙ্গণে বা নিকটস্থ বাগানে পুষ্পবৃক্ষাদি যে রোপণ করিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার ভারতে একটি সংস্কার রূপে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত বলিয়া এদেশে আরকাদি প্রস্তুতের কোন আবশ্যকতাই ছিল না ; এখন আমরা এতই অলস ও সংস্কারচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি যে টাটকা স্বদেশজাত পুষ্প মাল্যাদি অপেক্ষা বিদেশ হইতে আমদানী করা সুরাসার মিশ্রিত আরকের গন্ধকেই ব্যবহার করিয়া দেশের সম্পদ নষ্ট করিতেছি, পুষ্পমাল্যাদি ব্যবহার বাঙ্গলায় অনেক কমিয়া গিয়াছে, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও এখন ইহা ব্যবহার করা অসভ্যতার চিহ্ন মনে করেন। কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহ বেণীতে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া থাকেন—এমন কি নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা ধনীদের স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত পুষ্পমালা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া তাহা বেণীতে ধারণ করে।

বাঙ্গলায় কিন্তু পুষ্পমালা ব্যবহার করা উঠিয়া যাইতেছে, বিবাহের ও শ্রাদ্ধের ব্যাপারে এখন পুষ্প মালার ব্যবহার নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে ; সে মালায় শোভাও নাই, গন্ধও নাই, অনেকে এখন "বটন হোলে" "Button hole" নাম রক্ষা করেন। সুগন্ধি পুষ্প দেশের একটী সম্পদ ছিল ; এ সম্পদ আমরা নষ্ট করিয়াছি ও

করিতেছি; গন্ধ পুষ্প অপেক্ষা দেখিতে বাহারী পুষ্পের কদর এখন "বাবু" মহলে প্রসার লাভ করিয়াছে। এই পুষ্পাদির উৎপন্নের দ্বারা দেশের মালাকর জাতির অন্ন সংস্থান হইত—এ কার্য্যটী তাহাদের বংশপরম্পরাগত একচেটিয়া কাজ ছিল; কিন্তু বিলাতী এসেন্স ইত্যাদির প্রচলন বৃদ্ধির সহিত এদেশের পুষ্পের প্রতি লোকের আর সে আগ্রহ নাই; অর্থনীতির দিক হইতে পুষ্পের চাষে যে দেশের এক শ্রেণীর লোকের অন্ন সংস্থান হইত, সে চাষ ও তাহার ব্যবসা লোপ পাওয়ায় দেশের যে সম্পদ নষ্ট হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী কে? পাশ্চাত্য সংস্কারের ফলেই কি আমরা এই সম্পদ হারাই নাই?

যখন দেশে বড় বড় নামজাদা "হর্টিকাল চারিষ্টের" আবির্ভাব হয় নাই, তখন প্রত্যেক গৃহস্থই আপনার সাধ্যমত নানা রকম সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ গৃহে রোপণ করিত এবং পূজার জন্য ফুল কিনিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল; স্বহস্ত রোপিত স্বগৃহজাত বা বাগানের ফুলই পূজার পক্ষে প্রশস্ত ছিল এবং বাসিফুল পূজাকার্য্যে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। পূজার জন্য ফুল তুলিতে দিতে কোন প্রতিবেশীকে কেহ নিষেধ বা বাধা প্রদান করিত না, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন বাগানে ফুল বিক্রয় করা অনেক ধনীর ব্যবসায় হইয়াছে; তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই বরং যদি তাঁহারা ব্যবসা হিসাবে পুষ্প উৎপাদনে যত্নবান হন, তাহা হইলে দেশের যে কয়টি লুপ্ত সম্পদ পুনরায় সৃষ্টি হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই

দেশ কাল পাত্র ভেদে, সাময়িক রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত এবং আধুনিক রাসায়নিক প্রণালীর আবির্ভাবে পূর্ব্ব সংস্কার সকলের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি পুষ্পমালাদি ধারণ কিছু পরিমাণে সমাজে অক্লেশে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে সুগন্ধি দ্রব্য নিত্য ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে—ইহাতে শরীর ও মন উভয়ই উন্নত হয়; বস্তুতঃ সুগন্ধি দ্রব্যকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিলাস দ্রব্যের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না; সামান্য যত্ন করিলে প্রত্যেক গৃহস্থই প্রত্যহ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন; সুগন্ধি তৈলে দেশ পিচ্ছিল হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কেশ বর্দ্ধিত না হইয়া অনেক স্থলেই মাথা কেশ-বিহীন হইয়া পড়ে; উগ্র সুরাসার মিশ্রিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত উপাদানে ঐ সকল তৈল গন্ধযুক্ত হওয়ায় উহা কেশের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী হইয়া থাকে। কেশ তৈল এদেশে তৈয়ারী হইলেও অনেক কেশ তৈলের উপকরণ বিদেশ হইতে আমদানী উপকরণের সাহায্যেই প্রস্তুত হয়; এইজন্য আধুনিক প্রচলিত সুরাসার মিশ্রিত সুগন্ধি দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত কেশ তৈল মাত্রই কেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুগন্ধি দ্রব্য আহারে, বিলাসে, ঔষধে ও নানা নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, অথচ এই সকল কার্য্যোপযোগী উপকরণ এদেশে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও আমাদের দেশে উহার ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্যজাতি ঐ সকল মূল উপকরণ এদেশ হইতে লইয়া যাইয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া এদেশেই উহা রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া যায়।

সুগন্ধি দ্রব্য এদেশে কত টাকার আমদানী হয় তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে দেশ দরিদ্র হইবার কারণ কি এবং কেনই বা দেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তপ্রদেশে ফুলের চাষ হইতে নানারূপ সুগন্ধি-

দ্রব্য যথা আতর, ফুলেল তৈল, গোলাপ ও কেওড়ার জল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া কত শ্রমিক, কৃষি. মহাজন, গৃহস্থ ও দোকানদার অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই ; অথচ বাঙ্গলায় ঐ সমস্ত ফুলের চাষ ও তাহা হইতে নানারূপ সুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারীর দিকে কাহারও যত্ন বা চেষ্টা নাই। পাশ্চাত্য জাতিদের মুখের পানে চাহিয়া আমাদের দুর্গতি ঘুচিবে না—কল কব্জা না বসাইয়াও, অল্প মূলধনে কতরূপ ব্যবসা চালান যাইতে পারে এই সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ই তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। এ সম্বন্ধে লোকেরও অভাব নাই ; অভাব কেবল চেষ্টার, অভাব শিক্ষার, অভাব আদর্শের ; বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের লোকে একরূপ বিনা মূলধনে সহজেই এ ব্যবসা করিতে পারে

এদেশে যখন ম্যাকেশার তৈল আমদানী হয় তখন এদেশের মেয়েরা বেনেতী মশলা দিয়া নারিকেল তৈলের দুর্গন্ধ নাশ করিত এবং তৈলকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিত ; কিন্তু এই দিকে কয়েকজন অতি লোভী ব্যবসায়ীর দৃষ্টি পড়ায় দেশ সুগন্ধি তৈলে কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়াছে—যাহার ভিতর আসল নকল চেনা দুষ্কর ; তবে অনেকের বিশেষতঃ যেগুলি প্রকৃতই উপকারী. জমা ফুলের বা সুগন্ধি তৈলের উপর, তাহার পর নারিকেল তৈল ইহা ব্যতীত কবিরাজদের প্রস্তুত কতকগুলি কেশ তৈল আছে যাহারা এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ; তাহাদের অনেক অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বাঙ্গলার ন্যায় উর্ব্বর জমীতে যদি সুগন্ধি ফুল, মূলাদির জন্য চাষ করা হয় তাহা হইলে সাফল্যলাভ নিশ্চয় হইবে। একবার সুগন্ধি দ্রব্যের আমদানী হিসাবটা দেখিলে বুঝা যাইবে যে এ বাবদ আমরা কতটাকা এদেশে রক্ষা করিতে পারি এবং চেষ্টা করিলে কতটাকার সুগন্ধি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে পারি।

ব্রিটীশ ও পর রাজত্ব হইতে আমদানী সুগন্ধি দ্রব্যের হিসাব—

	বৃটীশ	পররাজ্য
	টাকা	টাকা
১৯২৭-২৮	২,১০,১৯৭	৪,২৯,৯৬৬
১৯২৮-২৯	১,৭৫,৫২২	২,৯৪,৭৭৪

পররাজ্যের মধ্যে পারস্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাল আমদানী হইয়া থাকে, যথা—

১৯২৭—২৮	২,৭৩,৯৩৩	টাকা
১৯২৮—২৯	১,১০,৬৯০	"

হল্যাণ্ড এ ব্যবসায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তাহার পর জার্ম্মানী।

	হল্যাণ্ড	জার্ম্মানী
১৯২৭—২৮	৩৭,৩৩০	৩২,৯০২
১৯২৮-২৯	৬৩,২৬১	৩৪,৪৮৭

চীনও জাপান রাজ্য হইতেও বড় কম মাল আসে না।

	চীন	জাপান
২৯২৭—২৮	১৯,১০১	২২,৯৩৫
১৯২৮-২৯	৩১,৮৮১	২৬,৯৯১

ইহা ব্যতীত হংকং ও ষ্টেটস সেটেলমেণ্টস্ হইতে কত টাকার মাল আসিয়াছে দেখুন : —

	হংকং	ষ্টেটস সেটেলমেণ্টস
১৯২৭-২৮	৫৯,০৭৬	১,২৬,১০০
১৯২৮-২৯	৫০,২২১	৯৮,৮৩৭

ফ্রান্সের সুগন্ধি দ্রব্যের পরিমাণও নিতান্ত কম নহে।

১০২৭-২৮	২৩,২১৯
১৯২৮-২৯	৩১,৩১৬

ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের মধ্যে আমদানী দ্রব্য কিরূপে বিভক্ত হয় তাহারও পরিচয় একটু পাঠকগণ দেখিবেন :—

	১৯২৭-২৮	১৮২৮-২৯
	টাকা	টাকা
বাঙ্গালা	১,১৬,৮৪১	৯০৮৫২
বোম্বাই	৩,০০,৩৯২	১,৩০,৬০২
সিন্ধু	৮৭,২১২	১,০৬,৭৭৭
ব্রহ্ম	৭৬,৭৫৮	৬৫,৩৯৩

সুগন্ধি তৈল বা সুগন্ধি সুরাসার উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে নাই। সুগন্ধি তৈল যেগুলি "এসেন্সিয়াল" পর্য্যায়ভুক্ত তাহাদের হিসাবটাও এখানে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি।

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	টাকা	টাকা
কর্পূর তৈল	৩১,৮৫৩	৩১ ৪৮০
লবঙ্গ তৈল	২,৬৫৩	১,৫০২
ল্যাভেণ্ডার তৈল	৯,৮৩৩	৯,৩৯৮
লেবু তৈল	৬১৪৮৬	৫১৯৩৭
অটোরোজ	১,২৩৬	৩,৪২৮
অন্যান্য প্রকার	৬,৫০,৭৬৩	৩,৮৯ ২৭৯

ইহার মধ্যে অন্য জাতীয়, এসেন্সিয়াল তৈল আছে যাহা সুগন্ধি দ্রব্যের পর্য্যায়ভুক্ত নহে, গাত্র মার্জ্জনের জন্য কতটাকার সুগন্ধি সাবান আমদানী হয় তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়—ইংলণ্ড, ফ্রান্স আমেরিকা ও জার্ম্মানী হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা সাবান এদেশে আমদানী হয় ; অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডও ক্রমশঃ মাল পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে ; জাপান এখনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

১৯২৭-২৮	৪৬,৭৯০৬১ টাকার মাল
২৯২৮ ২৯	৪৯,৮৩,৩০৩ " "

দেশে সাবানের কারখানাও বাড়িতেছে, বিদেশী সাবানের আমদানীও বাড়িতেছে, এ রহস্তের নিরাকরণ করিবে কে? লোকের সাবান-প্রীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা ভিন্ন অন্য জবাব খুঁজিয়া পাই না।

অনেক "বেণেতী" মসলা আমাদের শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যথা দারুচিনি, এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর, জয়ত্রী ইত্যাদি। সুতরাং উহাদের আমদানীর হিসাবটা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনা করি :—

	১৯২৭ ২৮	১৯২৮-২৯
দারুচিনি	৭,৯৫৮	২,১৮৭
লবঙ্গ	৩৮,৯৯,৭৬৩	৩৪,৭৯,৩৮২
জয়ত্রী	৬,৬১,৩২৮	৬,২৬,২৬৬
এলাইচ	৭২,৭৮৯	৫১১৪৪
বন্যদারুচিনি	৯,৭২,২৯৭	১২,২৬,৪০৯

সুরাসার মিশ্রিত এসেন্সের আমদানীর হিসাবটা দিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। দেশ কেন দরিদ্র হইতেছে এই সকল জিনিষের হিসাব হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায় :—

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	টাকা	টাকা
বাঙ্গলা	২,৭২,৯৮৬	৩,২৭,০৬৯
বোম্বাই	৪,৩৪,৮৬২	৪,৩৫,৮১১
সিন্ধু	৬৯.৪৫২	৭০,৬১২
মাদ্রাজ	৬৮,৩১৪	৯৬,৪৯৩
ব্রহ্ম	৩,২০,০২৩	১,১৫,১১২

এই জাতীয় দ্রব্য ফ্রান্স হইতে বহু পরিমাণে আসে সত্য, কিন্তু ইংলণ্ড হইতেই সর্ব্বাধিক পরিমাণ আসিয়া থাকে ; তবে অনুমাণ হয় ইংলণ্ড আবার এই জাতীয় দ্রব্য জার্ম্মানী হইতে আমদানী করিয়া থাকে, যাহা হউক কয়েকটী দেশের হিসাব পাঠকের উপকারে আসিতে পারে।

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	টাকা	টাকা
ইংলণ্ড	৫,০১,২৯৩	৫,৩০,৪২৫
ফ্রান্স	৪,৪১,১৩৫	৪,৪৮,৮৮৩
জার্ম্মানী	২,৩২,১৭৫	১,৯৮,৯৩১

পালামৌ

[শ্রীরামানুজ কর]

পালামৌ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ছোট নাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। পূর্ব্বে ইহা লোহারদাগা, পরে রাচী জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা ছিল। ১৮৯২ খৃঃ ১লা জানুয়ারী পালামৌ জেলা গঠিত হয়। সে সময়ে পালামৌ, জপলা ও বেলুঞ্জা পরগণা পালামৌ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে লোহারদাগা মহকুমার তোড়ী পরগণা লইয়া পালামৌ জেলা গঠিত হয়।

জেলার আয়তন ৪৯১৬ বর্গ মাইল। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্বে দৈর্ঘ্যে ১১৯ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রস্থে ১০১ মাইল। আয়তনে ইহা বাখরগঞ্জ ও মেদিনীপুর জেলার সমান। সব চেয়ে বড় মৌজা পুরনজিই আয়তন ২৬২৭ একার; সব চেয়ে ছোট মৌজা চকমানকিরীর আয়তন ৪একর। পালামৌ স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার লোক সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭২ সালে এই জেলার লোক সংখ্যা ৪২৪০৫৫ ছিল; ১৮৮১ সালে ৫৫১৪১৩; ১৮৯১ সালে ৫৯৭২৭২; ১৯০১ সালে ৬২০০৯২; ১৯১১ সালে ৬৮৭৭১০; ১৯২১ সালে পুরুষ ৩৬৭৩৭১, স্ত্রীলোক ৩৬৬০২৩, মোট ৭৩৩৩৯৪ জন। ১৯২১ সালে হিন্দু ৬১৭৬৭০, মুসলমান ৬৫০০২, প্রেতপূজক ৪৩৩১৯, খৃষ্টান ৭২৮৩ অন্যান্য ২১৬২৯ জন। জেলায় ৬৭৯৪৮৪ জনের মাতৃভাষা হিন্দী, ১৬৬২ জনের মাতৃভাষা উর্দ্দু ৪০৮৯২ জনের মাতৃভাষা ওরাও ৪২২ জনের বাংলা, ১৯ জনের মাতৃভাষা উড়িয়া। এ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ৭০২০৩৬ জনের জন্ম পালামৌ জেলায়; ১১০১০ জনের গয়া জেলায়; ৩৮৫৫ জনের শাহাবাদ জেলায়, ৩৬৩১ জনের হাজারীবাঘ জেলায়, ২২৮৪ জনের রাঁচী জেলায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের; ৩১০৭ জনের, মধ্যপ্রদেশের দেশীয় রাজ্যে ৩২৪২ জনের, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৬০৭ জনের মান্দ্রাজে ৩ জনের, বাংলায় ৩৭৫ জনের জন্ম। গত লোকগণনার সময় জেলায় ইউরোপীয় ২৪ এবং কাবুলী ৩ জন ছিলেন।

(১) গড়িয়া, হোসেনাবাদ ও পাটান থানায় অন্য সব থানার তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী। জেলায় ৪০ হাজার জোলা মুসলমানের বাস। ইহারা সকলেই তাঁতে কাপড় বুনিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। জেলায় সপ্তাহে সপ্তাহে প্রায় শতাধিক হাট বসে। জোলা মুসলমানেরা এই সকল হাটে তাঁতের বুনা কাপড় বিক্রয় করিতে আসে।

১৮৯০ সালে প্রথম খৃষ্টান মিশনারীরা এ জেলায় আগমন করেন। বেলজিয়ামের ফাদার ডিহোন ১৮৯৫ সালে এ জেলায় আসিয়া মহুয়াগঞ্জে প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ১৯০৫ সালে ঝাঝাড়ায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯০৬ সালে আমেরিকান মিশনারী ডাল্টনগঞ্জে প্রচার আরম্ভ করেন।

তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জা, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি রহিয়াছে।

এ জেলার ১৯২১ সালের সেন্সাসে ভুঁইয়া ৮৫৬৫৩, গোয়ালা ৪৭০৪৩, চামার ৩৭৩৪৯, দোশাদ ৩৫৮৩১, ব্রাহ্মণ ৩৩১৫২, কাহার ৩৩১০০, রাজপুত ২৯৮৮৯, কোইরী ২৫৮৮৮, তেলী ১৯৬০১, মল্ল ১৪৮০৯, কামার ১৩২৭৭, হাজাম ৯৮৮৯, বর্হী ৮২৬২ ধোবা ৭৬৩২ কায়স্থ ৪২৬৩ বেনীয়া ৩৫৫৬ ছিল।

জেলার উত্তরে গয়া জেলা ও শোন নদী, পরে সাহাবাদ জেলা, পূর্ব্বে গয়া ও হাজারীবাগ জেলা, দক্ষিণে রাঁচী ও সুরগুজী রাজ্য, পশ্চিমে সুরগুজী ও মির্জাপুর জেলা।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে পালামৌ পরগণা রামগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই জেলার প্রধান কার্য্যালয় চাতরায় অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে চাতরা হাজারীবাগ জেলার একটী মহকুমা। ১৮৩৪ সালে ইহা লোহারদাগা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৩ সালে ইহা লোহারদাগা জেলার একটী মহকুমায় পরিণত হয়। এই মহকুমার প্রধান কার্য্যালয় সুরগুজী রাজ্যের জামীরাপোতা উপত্যকায় কোড়দা গ্রামে অবস্থিত ছিল। ইমারশন সাহেব নব গঠিত এই মহকুমার প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট হন; তৎপরে স্যার রিভাস ট টমশন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হন, ইনি পরে বাংলার ছোট লাট হইয়াছিলেন। লোসবিগঞ্জে রাজস্ব আদায়ের কার্য্যালয় ছিল। ১৮৫৯ সালে মহকুমার কার্য্যালয় এখানে স্থানান্তরিত হয়। এই স্থান অস্বাস্থ্যকর বিধায় ১৮৬৩ সালে ডাল্টনগঞ্জে কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামগড়ের কালেক্টর ম্যাথু লেসলী সাহেব স্বীয় নামানুসারে লেসলীগঞ্জের প্রতিষ্ঠা করেন। ডাল্টনগঞ্জ পূর্ব্বে জঙ্গল পূর্ণ ছিল। ১৮৬২ সালে ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনার কর্ণেল এডোয়ার্ড ডাল্টন স্বীয় নামানুসারে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। W. R. Bright সাহেব পালামৌ জেলার প্রথম ডেপুটী কমিশনার। বেলুঞ্জা ও জপলা এই দুই পরগণার পরিমাণ ৬৫০ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ইহা গয়া জেলার সামিল ছিল। ১৮৭১ সালে গয়া জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পালামৌ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডাল্টনগঞ্জের ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে পালামৌ। বর্ত্তমানে পালামৌ জনমানবহীন জঙ্গলপূর্ণ স্থান। পূর্ব্বে ইহা মহারাজের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে যে স্থান সুরম্য অট্টালিকা বেষ্টিত বহু জন মানবপূর্ণ নগর ছিল, যে স্থান সর্ব্বদা জনমানবের কোলাহলে মুখরিত হইত, বার মাসে তের পার্ব্বণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, কালের গতিতে তাহা জনমানবের অগম্য, বন্য জন্তুর আবাসে পরিণত হইয়াছে। অধুনা সেখানে যাইলে মানব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পর্ব্বতের উপরিভাগে ১টী এবং পাদদেশে একটী দুর্গের স্মৃতি চিহ্ন এখনও বিদ্যমান থাকিয়া পালামৌ রাজ্যের প্রাচীন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। উরঙ্গা নদী পুরাতন রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া এখনও প্রবাহিত হইতেছে। পালামৌ পরগণার প্রান্ত সীমায়, কোটী, কুণ্ডা ও দেওগণে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য বৃহৎ দুর্গ ছিল। পালামৌএ প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ডাল্টেনগঞ্জের ২০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে নগরাগ্রামে এখনও রাজ বংশধর বাস করিতেছেন।

মুসলমান শাসনকালে পালামৌ

রাজ্য একপ্রকার স্বাধীনছিল; রাজা মধ্যে মধ্যে কখন কিছু কর দিতেন। রাজা গোপাল রায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া জমীদারে পরিণত হন। ১৭৮৪ সালে চূড়ামণি রায় নাবালক অবস্থায় রাজ্য পান; শিউপ্রসাদ সিংহ তাঁহার অভিভাবক ছিলেন; তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর নিকট হইতে জমীদারী পুনরায় বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮৯ সালে রাজার সহিত বন্দোবস্তে বার্ষিক ১২১৮১৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। এই সময়ে কোং জাইগীরদার ও প্রজাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদের দেয় খাজনা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। রাজস্ব দিতে না পারায় ১৮১৪ সালে জমিদারী নিলামে বিক্রয় হয়; গভর্ণমেণ্ট ইহা খরিদ করিয়া ২ বৎসর পরে দেওএর রাজা ঘনশ্যাম সিংহকে পুরস্কার স্বরূপ দান করেন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীরা খাজনা আদায়ের সময় প্রজাদের উপর অত্যাচার করায় প্রজারা বিদ্রোহী হয়; এজন্য ১৮১৮ সালে গভর্ণমেণ্ট এই জমিদারী রাজার নিকট হইতে ফেরৎ লইয়া খাসমহলভুক্ত করেন।

১৮.৮।১৯ সালের পরেও জমিদারীর বার্ষিক রাজস্ব ২৫২৩৪ টাকা ছিল। পালামৌএ গভর্ণমেণ্টের খাসমহল জমীর পরিমাণ ৪২৫ বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে ২৯৪ বর্গ মাইল আবাদী জমী, ১১ বর্গ মাইল জঙ্গল ও পতিত জমী। ১৮৭২ সালে ফর্বেশ সাহেব এ জেলার ৪০৮৪৩ টাকা রাজস্ব ধার্য্য করেন। ১৮৯২ সালে ৬৩ হাজার, ১৮৯৬ সালে ৭৪৪৩২ টাকা, ১৯০২ সালে ৮৯ হাজার এবং ১৯০৫-৬ সালে ১৩৬ হাজার টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়।

দেওগন এক সময়ে বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল। এই নগরে ৫২টী প্রধান রাস্তা ও ৫৩টী বাজার ছিল। বর্ত্তমানে দেওগন জমিদারীর পরিমাণ ২৯৮ বর্গ মাইল। ইহা পালামৌ রাজবংশের নওয়া পরিবারের অধিকারভুক্ত। রেঙ্কারাজের জমিদারীর পরিমাণ ৪১৬ বর্গ মাইল। পালামৌ জেলায় বর্ত্তমানে রেঙ্কারাজই প্রধান জমীদার। কোইলও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে শোনপুর অবস্থিত; শোনপুর রাজ এককালে প্রতাপশালী ছিলেন। এখন ইহা ডেমাইর্কেট নামে খ্যাত। পরিমাণ ১৮৩ বর্গ মাইল। উত্তারীষ্টেটের পরিমাণ ৪৮ বর্গ মাইল। তোড়ী পরগণার পরিমাণ ৬৮৪ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ইহা ছোট নাগপুরের মহারাজের অধিকারভুক্ত ছিল। মহারাজ তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতাকে ইহা খোরপোষ স্বরূপ দান করেন। জপলা পরগণার পরিমাণ ১৮২ বর্গ মাইল। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ শেয়র উল মুতাক্ষরিণ রচয়িতা গোলাম হোসেন খাঁকে জপলা ও বেলুঞ্চা পরগণা জায়গীর প্রদান করেন।

ডাল্টনগঞ্জ ও লাতেহার এই দুইটী মহকুমায় জেলাটী বিভক্ত। পূর্ব্বে একটীই মহকুমা ছিল। গত ১৯২৪ সালে লাতেহার মহকুমা গঠিত হইয়াছে। সদর মহকুমা ১৪টী এবং লাতেহার মহকুমা ৬টী, মোট ২০টী থানায় জেলাটী বিভক্ত।

জেলায় প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা ১৪৯; গত ১৮৭২ সালে প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা ৮৬ ছিল। ১৮৭২-১৯২১ সালের মধ্যে জেলার লোকসংখ্যা শতকরা ৭৩ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। মোট ভূমির শতকরা ৪৭ভাগ চাষ আবাদের যোগ্য শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র জমীতে চাষ আবাদ হয়।

শতকরা ৬॥ ভাগ জমীতে বৎসরে ২বার চাষ আবাদ হয়। আবাদী জমীর শতকরা ১৬॥ ভাগ জমীতে জল সেচনের বন্দোবস্ত আছে। বৎসরে সাধারণতঃ ৪৫ ইঞ্চি বারিপাত হয়। আবাদী জমীর শতকরা ৩২ ভাগে ধানের চাষ, ৯ ভাগে ভূট্টা, ৪১ ভাগে রবি শস্য, এবং ১৮ ভাগ জমীতে অন্যান্য শস্যের আবাদ হয়।

জেলার নানাস্থানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। সমতল ভূমি সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২০০ ফুট উচ্চ। কয়েকটি পাহাড়ের উচ্চতা কিছু বেশী। জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে সীমান্তে খেয়া পর্ব্বতমালার মধ্যে নেতার হাট পাহাড় অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৩৬০০ ফুট। পর্ব্বতের উপরিভাগ দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল, প্রস্থে ২॥ মাইল এই ভূভাগের কোন কোন স্থান কিছু উচ্চ নীচ। এই উপত্যকার মধ্যে একটি গিরিনদী প্রবাহিত। সকল সময়েই এইস্থান ঠাণ্ডা থাকে। বর্ত্তমানে বিহার ও উড়িষ্যার লাট সাহেব এখানে গ্রীষ্মকালে বাস করেন। লোহারদাগা হইতে পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। জেলার দক্ষিণ পৃষ্ঠে বুলবুল পাহাড়ের উচ্চতা ৩৩২৯ ফুট, গলগলপার্ট ৩৮২৩, লামটী পার্ট ৩৭৭৭, দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে বুড়ী পাহাড় ৩০৭৮, কোটাম ২৭৯১, কুমাণ্ডী ২৫৩০, তুঙ্গারী ২১০৮, খানিহী ২১০৮, বিজসা ২৪৭৯ ফুট।

জেলার প্রধান নদী কোহিল,আমানত, ওরিঙ্গা, ও কুনহুর নদী সুরগুজী রাজ্য ও পালামৌ জেলার মধ্যে উভরের সীমারূপে অবস্থিত। রাঁচী জেলার বারুই পাহাড় হইতে কোহই নদী বহির্গত হইয়া পালামৌ জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনে রুদ গ্রামের নিকটে প্রবেশ করিয়া জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া হায়দার নগরের কয়েক মাইল উত্তর পশ্চিমে শোন নদীতে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। আমানত নদী হাজারীবাগ জেলার পর্ব্বতমালা বেষ্টিত কুণ্ডা পরগণা হইতে বহির্গত হইয়া ডাল্টনগঞ্জের ৫ মাইল উত্তরে কোইল নদীতে মিলিত হইয়াছে। উরঙ্গা নদী দক্ষিণ দিকে ছোটনাগপুর উপত্যকার পার্ব্বত্যবর্তের সোপেদার নিকট হইতে প্রবাহিত হইয়া ডাল্টনগঞ্জের দশ মাইল দক্ষিণে কেচকী ষ্টেশনের নিকট কোইল নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই নদী দৈর্ঘে ৫০ মাইল; সুকরী ও ববঘরা ইহার উপনদী। কুনহার নদী সুরগুজা রাজ্যের জামীর পাটের পশ্চিম হইতে বহির্গত হইয়াছে। কোইল নদী দৈর্ঘে ১৭০ মাইল। ৩৫০০ বর্গমাইলের জল এই নদীর দ্বারা প্রবাহিত হয়। শোন নদীর দ্বারা মধ্য ভারত, ছোটনাগপুর, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ২৩০০০ বর্গমাইলের জল প্রবাহিত হয়। শোন নদীর উপর যে পুল আছে তাহা দৈর্ঘ্যে ১০০৫২ ফুট। ১৯০০ সালে এই পুল তৈয়ার হয়।

মেন্ লাইনে কোইলওয়ার ষ্টেশনের নিকট আর একটি পুল আছে; ইহার দৈর্ঘ্য ৪৭৭৬ ফুট। ১৮৬২ সালে ইহা তৈয়ার হয়। বর্ষাকালে নদী জলপূর্ণ থাকে, কিন্তু বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সামান্য স্রোত প্রবাহিত হয়। তখন নদীকে মরুভূমি বলিয়া ভ্রম হয়।

(২) পোকরার দেড় মাইল উত্তর পশ্চিমে জামুণ কাটারায় নদীগর্ভে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহার জলের উত্তাপ ১৩২ ডিগ্রী। দুগজি-টেলার থাথা গ্রামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহার জলের উত্তাপ ১৫ ডিগ্রী।

জপলা পরগণার কোন পাহাড় নাই। ইহার জমী গয়া জেলার মত। জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। ওরঙ্গা নদীর সহিত সঙ্গম স্থান

পর্য্যন্ত কোইল নদীর তীরে বরাবর পর্ব্বতমালার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। ডাণ্টেনগঞ্জ হইতে লুপলাইনে বরকাকাণা পর্য্যন্ত রেল লাইনের পার্শ্বস্থিত উচ্চ নীচ পর্ব্বত-মালার সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে রেল যাত্রীকে মুগ্ধ হইতে হয়।

জেলার উৎপন্ন ও রপ্তানি পণ্য দ্রব্য

লা, সরিষা, গুঞ্জা, তিল, মহুয়া, ঘৃত, লাথাই ঘাস। জঙ্গল হইতে রলা, জ্বালানী কাঠ ও বাঁশ রপ্তানি হয়। বিড়ির পাতাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বিলাতী বেগুণ, বেগুণ, কুমড়া, আলু, শাঁক আলু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। চেষ্টা করিলে এ জেলায় শাক শব্জীর আবাদ করিয়া তাহা কলিকাতায় রপ্তানী করা চলে। এ জেলায় দুধ যথেষ্ট পাওয়া যায়, কারণ এ জেলায় গো-জমীর অভাব নাই। এই দুধ হইতে ছানা তৈয়ার করিয়া কলিকাতায় রপ্তানী করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। জেলায় বহু গোয়ালার বাস এবং তাহাদের সচ্ছল অবস্থা। প্রত্যেক ষ্টেশনের নিকট পতিত ও জঙ্গল জমী ল'য়া শাক শব্জীর আবাদ করিয়া অথবা ষ্টেশনে থাকিয়া নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে দুধ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ছানা প্রস্তুত করিয়া তাহা কলিকাতায় রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে পারিলে লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা। এ জেলা হইতে মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় রপ্তানী করা চলে। জঙ্গল হইতে শাল পর্য্যন্ত রপ্তানী করা চলে; কলিকাতায় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এখানে মোকাম খুলিলে লাভের সম্ভাবনা। ডাণ্টনগঞ্জ হইতে গয়া, রাঁচী, লোহারদাগা পর্য্যন্ত

P. W. D.র অধীন রাস্তা আছে। জেলা-বোর্ডের ও P. W. D.র রাস্তা ভাল।

ডাল্টেনগঞ্জ হাওড়া হইতে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে ৩৪২ মাইল শোন ইষ্ট ব্যাঙ্কে গাড়ী বদল করিয়া লুপ লাইনে যাইতে হয়; এখান হইতে ডাল্টনগঞ্জ ৭৯ মাইল। হাওড়া হইতে বরকাকাণা লুপ লাইন দিয়া যাইলে ৩৬৫ মাইল। শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেসন গয়া জেলার বারুণ গ্রামে অবস্থিত। ১৯০২ সালে শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক হইতে ডাল্টনগঞ্জ রেল লাইন খোলা হয়। কয়েক বৎসর হইল গোমো হইতে বরকাকাণা দিয়া লুপলাইন খোলা হইয়াছে। কোইল নদীর তীরে সহর অবস্থিত। ১৮৭২ সালে এই সহরে লোক সংখ্যা ১১১০ ছিল ১৮৮১ সালে ৭৪৪০, ১৮৯১ সালে ৫১৯৩, ১৯০১ সালে ৫৮০৭, ১৯১১ সালে ৭১৭৯ এবং ১৯২১ সালে ৯৮১৭ ছিল। হিন্দু ৭৬৫২, মুসলমান ২০০০, খ্রীষ্টান ৯৯, জৈন ২২ জন।

পালামৌ জেলার প্রধান নগর ডাল্টনগঞ্জ। ১৯৩১ সালের গণনায় লোক সংখ্যা ১২ হাজার হইয়াছে। এই সহরে সরকারী আদালত ও বন বিভাগের কার্য্যালয় অবস্থিত। সপ্তাহে বুধবারে এখানে হাট বসে। ১৮৮৮ সালে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ইহা পালামৌ জেলায় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এখানে গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। একটী শিল্প বিদ্যালয় আছে। এখানে ৬৭৭০ ঘর বাঙ্গালীর বাস। চন্দন নগরের ভুবন মোহন বড়াল এখানে প্রথম বাঙ্গালী অধিবাসী ছিলেন। তিনি এখানে ওকালতি করিতেন; তাঁহার বংশধরেরা এখনও এখানে বাস করিতেছেন।

১৯০১ সালে পালামৌ জেলায় মোট ৮৪ জন বাঙ্গালী ছিলেন। কোইল নদীর তীরে বাঙ্গালীদের নূতন দুর্গাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে কালী ও সরস্বতী পূজা হয়। রায় বাহাদুর শিশিরকুমার ঘোষ এখানে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। ইনিই এখানে সরকারী উকিল। পূর্ব্বে ইনি জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। রায় সাহেব কেদারনাথ দত্তও পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার সময়েই সহরে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। কোইল নদীতে রেলের যে জলের কল ছিল মিউনিসিপ্যালিটী তাহাই খরিদ করিয়া সহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এ জেলায় Court of wards ও Encumbered States এর ম্যানেজার।

মিউনিসিপ্যালিটীর বন্দোবস্ত সন্তোষজনক। বর্ত্তমানে বার্ষিক আয় ৪০ হাজার টাকা। পূর্ব্বে বার্ষিক আয় ৭৭।৭৫ হাজার টাকা ছিল, কিন্তু লা'এর বাজার মন্দা হওয়ায় এবং ব্যবসায়ে মন্দা পড়ায় আয় অনেক হ্রাস হইয়াছে। সহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটী নিজ ব্যয়ে চক্ বাজার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই চক হইতে বৎসরে ৫০ হাজার টাকা আয় হইত। এখন অনেক কম হইয়াছে। সহরের উপকণ্ঠে অভ্যুদয় হিন্দী-সাহিত্যসমাজ মন্দির। এখানে পাঠের জন্য ইংরাজি ও হিন্দী পুস্তক সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র আছে। মাড়োয়ারীদেরও একটী নিজস্ব পাঠাগার আছে, কিন্তু বাঙ্গালাদের কোন নিজস্ব পাঠাগার নাই। একটী ডাকবাংলা আছে। উক্ত অফিসারদের জন্য একটী ক্লাব আছে। রাঁচীর চুণীলাল গণপত রায়ের স্থাপিত একটী ধর্ম্মশালা আছে। খাদ্য দ্রব্য খুব সস্তা। জল বায়ু খুব স্বাস্থ্যকর, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে

আসিতে পারেন। বাড়ীভাড়াও সুবিধা। এপ্রিল, মে, জুন মাসে মধ্যাহ্নে উত্তাপ ১১৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়। শীতকালে ৪৭ হইতে ৭৭ পর্য ন্ত হয়। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য মাড়োয়ারী-দেরই একচেটিয়া। সহরের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই গয়া ও সাহাবাদ জেলার লোক। সহরে বাঙ্গালীর মাত্র ৮টী দোকান আছে। উদ্যোগী যুবকেরা ভাগ্য পরীক্ষার্থ এখানে আসিতে পারেন। এখানে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশনের শাখা কার্য্যালয় আছে।

শাহপুর—কোইল নদীর অপর তীরে অবস্থিত বর্ত্তমানে ডাল্টনগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পালামৌএর রাজা গোপাল রায় এখানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, উহা এখনও ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় রহিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে জার্ডিনস্কিনার কোংর লা খরিদের মোকাম ছিল।

চেনপুর—ডাল্টনগঞ্জ হইতে কোইল নদী পার হইয়া যাইতে হয়। দূরত্ব ৩ মাইল। চেনপুররাজের রাজধানী। ডাকঘরের নাম রায় চেনপুর; রাজার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। রাজার মৃত্যু হওয়ায় এবং রাজপুত্র নাবালক বলিয়া জমিদারী Court of wardsএর তত্ত্বাবধানে আছে। ১৮৯১ সালে এই গ্রামে লোক সংখ্যা ২৮৬৮ ছিল। প্রতি শনিবারে এখানে হাট বসে। গ্রামটি জঙ্গলবেষ্টিত।

গাড়োয়া রোড হাওড়া হইতে শোনইষ্ট্ ব্যাঙ্ক দিয়া ৪০০ মাইল। বরকানালুপ লাইন দিয়া ৩৮৫ মাইল।

গাড়োয়া—গাড়োয়া রোড ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল। ইহা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান। এখানে একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। ইহা বর্দ্ধিষ্ণু সহর। ১৯০১ সালে এই গ্রামে লোক সংখ্যা ৩৬১০ ছিল, ১৯১১ সালে ৪১৯৮ এবং ১৯২১ সালে ৯৬২৬ হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু ৮০৮৩, মুসলমান ১৫২৭। এখানে সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে হাট বসে, এই হাটে বাহির হইতে প্রায় ১০।১২ হাজার লোক আসে। গয়া, সাহাবাদ, মির্জাপুর জেলা এবং সুরগুজা রাজ্য হইতে পণ্য দ্রব্য আমদানী হয় এবং এখান হইতে সুরগুজা রাজ্যে পণ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়।

হায়দার নগর—পাটনার নবাব হিদায়েৎ আলী খাঁর পুত্র সৈয়দনবী আলী খাঁর দ্বারা এই নগর স্থাপিত হয়। হাওড়া হইতে ৩৭৪ মাইল। এখানে সপ্তাহে হাট বসে। ১৮৯১ সালে লোক সংখ্যা ২৬১৬ ছিল বর্ত্তমানে ৪ হাজার হইবে।

জপ্‌লা—হাওড়া হইতে শোনইষ্ট্ ব্যাঙ্ক দিয়া ৩৭০ মাইল। এখানে মার্টিন কোংর সিমেন্টের বৃহৎ কারখানা আছে। এই কারখানার রোটাস্ মার্কা সিমেন্ট তৈয়ার হয়।

হোসেনাবাদ—শিয়রউল মুতাক্ষরিণ লেখক গোলাম হোসেন খাঁ জপ্‌লার নিকট হোসেনাবাদ নগর স্থাপন করেন। ১৮৯১ সালে লোক সংখ্যা ৩৫১৮ ছিল, বর্ত্তমানে ৫ হাজার হইবে। ইহা জপলা হইতে ১ মাইল।

রাঝাড়া—হাওড়া হইতে ৪৭৬ মাইল এখানে বেঙ্গল কোল কোংর কয়লার খনি আছে।

বারওয়াডিহি—হাওড়া হইতে বরকাকানালুপ লাইন দিয়া ৩৪৮ মাইল। এখান হইতে কাট্‌নী পর্য্যন্ত রেল লাইন জরীপ হইয়াছে। রেলের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলেই কাজ আরম্ভ হইবে। পাহাড়ের কোলেই জঙ্গলের মধ্যে ষ্টেশন।

ছিপাদোহার—হাওড়া হইতে বরকানকানা লুপ লাইন দিয়া ৩৪২ মাইল। জঙ্গলের মধ্যে ষ্টেশন।

কুমান্‌ডিহি—হাওড়া হইতে বরকানকানা লুপ লাইন দিয়া ৩৩০ মাইল। জঙ্গলের মধ্যে পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশে ষ্টেশন।

লাতেহার—হাওড়া হইতে বরকাকানালুপ লাইন দিয়া ৩২২ মাইল। জঙ্গলেব মধ্যে ডুরুয়া গ্রামে ষ্টেশন অবস্থিত। ষ্টেশনের ৩ মাইল উত্তরে লাতেহার গ্রাম অবস্থিত। মধ্যে ওয়লা নদী। এখানে হাঁসপাতাল থানা, সবরেজেষ্টারী আফিস ও মহকুমা আফিসারের আদালত অবস্থিত। থানার নিকটে ডাকবাংলা। লাতেহার পাহাড়ের উচ্চতা ২০৫১ ফুট। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে এখানে হাট বসে। পূর্ব্বে এখানে জার্ডিনাস্কিনার কোংর লা খরিদের মোকাম ছিল। এখান হইতে লা, গুল্লা, সরিষা, মহুয়া, কাট, সাবাই ঘাস ও বাঁশ রপ্তানী হয়। ডাল্টেনগঞ্জ হইতে ৪২ মাইল। ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণে নওয়াগড় গ্রাম। ইহা একটী গণ্ড গ্রাম। লাতেহারে ৩ জন বাঙ্গালী উকিল আছেন। একজন বাঙ্গালী আমলা আছেন। ডাল্টনগঞ্জ লোহার-দাগা মটর সার্ভিস এই গ্রাম দিয়া লোহারদাগা যাতায়াত করে। ১৮৯১ সালে এই গ্রামে লোক সংখ্যা ৮১০ ছিল, ১৯০১ সালে ১৮৮৩ হইয়াছে। মহকুমা স্থাপিত হওয়ায় লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

রিচুঘুটী—হাওড়া হইতে ৩১৩ মাইল, জঙ্গলের মধ্যে ষ্টেশন।

টোরী—হাওড়া হইতে ৩০২ মাইল। ষ্টেশনের নিকটেই চান্দোয়া বাজার। এখানে ডাকঘর ও পুলিশ থানা আছে। এখান হইতে মহুয়া, ঘৃত, সরিষা, গুল্লা, লা, সরিষা প্রভৃতি রপ্তানী হয়। এখান হইতে রাঁচী ৪৮ মাইল। মটর সার্ভিস চলিতেছে।

রেল লাইন হইতে দূরে জেলার মধ্যে নওয়া, পাঙ্কী, লেসলীগঞ্জ, হরিহরগঞ্জ, সাতকড়ুয়া, উন্তারী, রেঙ্কা, শোনপুরা, পাথরা, মাঝিওয়ান প্রভৃতি ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। ডাল্টনগঞ্জ গয়া রোডের ধারে হরিহরগঞ্জ, গয়া জেলার মহারাজগঞ্জ ইহার সংলগ্ন গ্রাম। হরিহরগঞ্জে ডাকঘর আছে। বারওয়াডি, লেসলিগঞ্জ, নওয়া, পাঙ্কী, রায়চেনপুর, রাঝায়া রেঙ্কা, পাতকড়ুয়া মাঝিওয়ান নগরউন্তারী, হায়দার নগর, শোনপুরা প্রভৃতি গ্রামে ডাকঘর আছে। ডাল্টেনগঞ্জ বাঙ্গেগাড়ুয়া, জপলো, ও পোতেহারে ডাকঘরের সংলগ্ন টেলিগ্রাফ আপিস আছে।

ডাল্টেনগঞ্জ হইতে গাড়ুয়া, রেঙ্কা, পাঙ্কী, বোহপো, হরিহরগঞ্জ, লোতেহার, লোহারদাগা, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের জন্য মটর সার্ভিস আছে।

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সমূহের এজেণ্টদিগের প্রথম কন্ফারেন্সের সভাপতি মিঃ আই, বি, সেনের অভিভাষণ

বন্ধু ও সহকর্ম্মিগণ,

ভারতীয় বীমাকর্ম্মীগণের এই প্রথম সম্মিলনে আমাকে সভাপতি করিয়া আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও এবারে আর্থিক মন্দার জন্য দারুণ দুর্দ্দিন যাইতেছে। কিন্তু ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সৌভাগ্য, তাঁহারা ইহা সত্ত্বেও তাঁহাদের কর্ম্ম গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। কেহবা এই দুর্ব্বৎসরেও অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন; বীমা-কর্ম্মিদের উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই কথা স্মরণ করিয়া বীমা-কর্ম্মিগণের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক অনুভূত হইয়াছে। যাহাতে সকল এজেণ্ট একস্থানে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান দ্বারা ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের অধিকতর উন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন তাহার জন্য সম্মিলন একান্ত আবশ্যক।

ব্যাঙ্কের ডিপজিট যদি বর্ত্তমান যুগের আর্থিক অবস্থার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে প্রচলিত বীমা পলিসি দ্বারাই তাহার অতীতের আর্থিক সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতা ধরা পড়ে। একটি সংস্কৃত কবিতায় আছে, কাক, কচ্ছপ ও জন্তুগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহ করে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে জন্তুর প্রভেদ এইখানেই, যে তাঁহার কেবল নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করিলেই চলে না, মৃত্যুর পরেও তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মানবের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্যই বীমার স্থান অতি উর্দ্ধে। অপর পক্ষে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনেও বীমা কোম্পানীর প্রয়োজন অতুলনীয়। সুতরাং বীমা কর্ম্মীদের উপলব্ধি করা আবশ্যক যে তাঁহাদের ব্রত কেবল মহৎ নয় জাতি সংগঠন কার্য্যে আর্থিক ব্যাপারেও তাঁহাদের প্রয়োজন অদ্বিতীয়।

আমেরিকার কথা ধরা যাউক। বীমা ব্যবসায়ে এই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত। তাহাদের জন প্রতি গড়ে প্রায় তিন হাজার টাকার বীমা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বীমার পরিমাণ মাথা প্রতি মাত্র তিন টাকা। ইহার একটি কারণ হয়তো এই যে, ১৯১১ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাত্র পনর বৎসরে আমেরিকা-

বাসীর আয়ু প্রায় নয় বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। হয়তো অনেকে জানেন আমেরিকার বর্ত্তমান মোট বীমা তহবিল ৫০০০ কোটী টাকা, ইংলণ্ডের তহবিল ১২০০ কোটী, কিন্তু জনসংখ্যায় এত বেশী হইয়াও ভারতের বীমা তহবিলের পরিমাণ মাত্র ১৭ কোটী টাকা। ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের এক সোমবারে নিউইয়র্ক জীবনবীমা কোম্পানী ৬৭০৮ খানি আবেদন পত্রে ২২,৪৪৩,০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় নয় কোটী টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। জাতীয় সংগঠন কার্য্যে লোক কিরূপ অর্থ খাটাইতে প্রস্তুত, ইহা তাহারই পরিচয়। আমার মনে হয় আমাদের এদেশেও যদি লোকের নিকট বীমার উপকারিতা দেখাইয়া ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জোরালো যুক্তি লইয়া এজেন্টগণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা আমেরিকা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ সংগ্রহ করিতে পারেন। বীমাতে যে বীমাকারীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার, এই কথা বীমাকারী-দিগকে বুঝানো আবশ্যক। বীমা ব্যবসায়ে কর্ম্ম সাফল্যের ইহাই প্রধান কথা।

সুতরাং বিদেশী কোম্পানী হইতে অধিক পারিশ্রমিকের প্রলোভন পাইলেও আমাদের দেশী বীমা কোম্পানীর জন্যই কাজ করা উচিত। ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং দেশের প্রত্যেক সন্তানেরই দেশী বীমা কোম্পানীর সাহায্য করা উচিত। আশা করি ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে বীমা ব্যবসায়ই একমাত্র ব্যবসায়—যাহা দ্বারা স্বরাজ লাভ সম্ভব হইতে পারে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে জীবন বীমার অবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এই ব্যবসায়টি অতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমূহ অন্ততঃ এতটুকু গর্ব্ব করিতে পারে যে তাহাদের অক্লান্ত চেষ্টা, প্রচার ও ক্যানভাসিং প্রভাবে তাঁহারা দেশের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় দেশের অনেক অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং এইরূপ উন্নতি সত্ত্বেও আরও ব্যবসায়ের প্রসার এবং অন্যান্য দেশের মত পরস্পরের সাহচর্য্যে উন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে।

প্রতিযোগিতার ফলেই বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। ভারতীয় বীমা কোম্পানীর এজেন্টগণের সহযোগিতায় প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশী কোম্পানীর হাতে যাইতেছিল, তাহা দেশীয় কোম্পানীতে আনা সম্ভব হইতে পারে। অর্থ-নৈতিক সঙ্ঘ হিসাবে এজেন্টগণ অনায়াসে একাজ করিতে পারেন। তাঁহারাই তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যদ্বারা একতার বল প্রদর্শন করিতে পারেন। একই খেলায় সহযোগিতা রক্ষা করিয়া খেলিলে যত সহজে সুফল পাওয়া যায়, বিচ্ছিন্ন ভাবে একাকী সে কাজ করিতে গেলে তাহা সম্ভব হয় না। বীমা-কর্ম্মীগণই তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা এই সত্য প্রমাণ করিতে পারেন। সুখের বিষয়, বীমা-কর্ম্মীদের মধ্যে এখন বেশ সন্তোষজনক সহযোগিতার স্পৃহা দেখা দিয়াছে। বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহারা নিজেদের শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছেন। ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ নিজেদের জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন; সুতরাং বীমা কোম্পানীর কর্ম্মীগণ যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ একত্রিত করিয়াই বীমা কোম্পানীর

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহের এজেণ্টদিগের প্রথম কন্‌ফারেন্সের সভাপতি

মিঃ আই, বি, সেন

বৃহৎ সংসার, তাহাদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সত্য সত্যই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজেন্টগণ এই প্রকারে একবার সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কোম্পানী সমূহও তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বীমা প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারে তাঁহাদেরই যে সৌধ-ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য সাধারণ ভাবে জীবন বীমা কোম্পানীগুলি যে এজেন্টের সহিত অন্যায় ব্যবহার করেন এমন কথা বলা যায় না। এইরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা কোম্পানীগুলিও যথেষ্ট লাভবান হইবেন। ইহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া কার্য্য করিবে না, বরং উভয়ে উভয়ের উপকার দ্বারা একে অন্যকে বলশালী করিয়া তুলিবে। বোম্বাইএ বীমা দালালগণের একটি সমিতি আছে। আমার আশা ও বিশ্বাস আছে, যে কল্যাণ সাধনের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ও অধিক কার্য্যের প্রসারই এই কর্ম্মী সম্মেলনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিবে।

এইরূপ সম্মেলনের প্রথম এবং প্রধান উপযোগিতা এই যে কর্ম্মীগণ ইহা দ্বারা জনসাধারণকে বীমার সম্বন্ধে জ্ঞান ও ইহার অর্থ-নৈতিক উপযোগিতা উপলব্ধি করাইয়া বীমা বিষয়ে আরও আগ্রহশীল করিয়া তুলিবেন এবং জাতীয় কল্যাণে বীমা কর্ম্মীগণ যে মহৎ ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিবেন। এজন্য বীমার কার্য্যে আত্মনিয়োগের পূর্ব্বে প্রত্যেক কর্ম্মীর শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক। বড় বড় সহরে অভিজ্ঞ লোকের শিক্ষাধীনে এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কলিকাতায় "ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট" সম্প্রতি এইরূপ একটি 'বীমা শিক্ষা বোর্ড' স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ হয় নাই; তথাপি এরূপ উদ্যম প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বীমার কাজে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক কর্ম্মীর চরিত্রবান ও উচ্চ নীতিবোধ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

জনসাধারণের যদি বীমা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকিত তাহা হইলে বীমা কর্ম্মীদের প্রতি তাঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধাশীল হইতেন, দুঃখের বিষয় তাঁহাদিগকে বর্ত্তমানে সেরূপ শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। এদেশে বীমা কর্ম্মীগণকে অনেকেই আপদ্ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে কেহ উৎসাহ বোধ করেন না, তাঁহার প্রস্তাব কৃপার চক্ষে গ্রহণ করা হয়; তথাপি এই সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি যদি একটি বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে পারেন, তবে লেখা পড়া শেষ হইয়া গেলে বীমাকারী মনে করেন যেন তিনি একটি বড় উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। বীমা কর্ম্মী প্রায় সকলেই তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্য স্বীকার করিবেন। স্বাগত অভিনন্দন অপেক্ষা বিরূপ অভ্যর্থনাই তাঁহাদের অদৃষ্টে অধিক জুটে। যেখানে তাঁহাদের প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা, সেখানে তাঁহারা পান অনুগ্রহের অনুকম্পা। সাধারণতঃ যেখানে তাঁহাদের সমাজ-কল্যাণ-ব্রত গর্ব্বের উদ্রেক করিবে, সেখানে তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট দালাল এবং আত্মগুণহীন পরভৃৎ বলিয়া মনে করা হয়। যেন তাহাদের অভাবে সমাজের কিছুই যায় আসে না। সম্মেলনে সমাগত বীমাকর্ম্মীগণ এই কলঙ্ক মোচনের সঙ্কল্প গ্রহণ করুন। আত্মসম্মানজ্ঞানে সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া মর্য্যাদা ও

সম্ভ্রমের সহিত কর্ম্মে ব্রতী হইলেই ইহা সম্ভব হইবে। বীমা কর্ম্মীগণ যে তাঁহাদের কর্ম্মের উপযুক্ত মর্য্যাদা পান না, তাহার আর এক কারণ এই যে, বর্ষশেষে অধিক পরিমাণ কাজ দেখাইবার অতিরিক্ত আগ্রহে বহু এজেণ্ট একই বীমাকারীর নিকট গিয়া ভীড় করেন এবং কাজ আদায়ের জন্ম নিজের কোম্পানীর গুণগুলি দেখানো অপেক্ষা অপরের দোষ বাহির করিতেই অধিক প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করেন। যে কর্ম্মীদলের ব্যবসা পরস্পরের নিন্দা প্রচারের হীনতায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়, তাহারা কখনই দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারে না। সুতরাং বীমা কর্ম্মীদিগকে সমাজের নিকট মর্য্যাদা পাইতে হইলে তাঁহাদিগকেও নিজেদের প্রতি মর্য্যাদাশীল হওয়া আবশ্যক। অপর কোম্পানীগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার অভ্যাস দমন করিতে হইবে। আরও অনেক উপায় আছে, যাহা দ্বারা বীমা কর্ম্মীগণ তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান আদায় করিতে পারেন। কিন্তু সে আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। কারণ, বর্ত্তমান সম্মিলনেই সে সকল বিষয় আলোচিত হইবে এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় স্থির হইবে।

বীমার কার্য্যে নিয়োজিত কর্ম্মীদের সম্বন্ধে যেমন উপরোক্ত মন্তব্য করা হইল, তেমনি বীমা কোম্পানীগুলি সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ভারতের কয়েকটি কোম্পানী এজেণ্ট নির্ব্বাচনে ও তাহাদের প্রতি ব্যবহারে ভদ্রনীতি অবলম্বন করিলেও অনেক কোম্পানী আছেন যাঁহারা ভাল এজেণ্ট সংগ্রহের জন্ম সব সময় আশানুরূপ স্থায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন না। অসাধু ব্যবহার ও ব্যবসায়ের মর্য্যাদা হানিকর আচরণের জন্ম এক কোম্পানী হইতে পদচ্যুত কর্ম্মচারী অন্ম কোম্পানীতে কাজ পাইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহাতে এজেণ্টদিগকে আদর্শচ্যুত করিয়া দেওয়া হয়। অপর পক্ষে এক কোম্পানীতে একজন এজেণ্ট ভাল কাজ দিতেছে দেখিয়া অপর এক কোম্পানী হইতে তাহাকে বেশী টাকার প্রলোভন দিয়া ভাগাইয়া লওয়ার চেষ্টাও বিরল নহে। এইরূপে এজেণ্টের স্থায়ী স্বার্থের সর্ব্বনাশ করিয়া কোম্পানীগুলিই লাভবান হইয়া থাকে।

ইহার অপর দিক ধরা যাউক। এজেণ্টের সহিত বীমা কোম্পানী প্রায় সব সময়েই এমন ভাবে চুক্তি করিয়া থাকেন, যে তাহাতে কোম্পানীরই সুবিধা হয়। তারপর প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যখন কোম্পানীর সহিত এজেণ্টের মতভেদ ঘটে তখনই চুক্তির সর্ত্তে এজেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ভাল এজেণ্ট পাইতে হইলে প্রত্যেক কোম্পানীকে স্থায়ী সর্ত্তে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদিগকে রাখিতে হইবে। এজেণ্টগণ যদি কোম্পানীর সদ্ব্যবহার ও সুবিবেচনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে অন্ম কোম্পানীর প্রলোভন তাহাকে ভুলাইতে পারে না। আশা করি বীমাকর্ম্মী ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে এই সম্মেলন চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

এস্থলে সতর্কতার কথাও বলা আবশ্যক। এই সম্মেলনের কাজ দেখিয়া বীমা কোম্পানী সমূহ যেন মনে করিতে না পারেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্মই এইরূপ সমিতি বা সম্মেলন করা হইতেছে। খুব হৈ-চৈ করিয়া কৌশলহীন নীতি দ্বারা কোনো অভাব অভিযোগের প্রতিকার হয় না। কর্ম্মীগণ অবশ্যই তাহাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁহাদিগকে

ইহাও বুঝাইতে হইবে যে তাঁহারা অবিবেচক নহেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের আপোষ ও সাহচর্য্যের আগ্রহও কম নহে। এজন্য আমার অনুরোধ, যেন এই সম্মেলন এমন ভাবে তাঁহাদের আলোচনা ও কর্ম্মপন্থা পরিচালন করেন যাহাতে জনসাধারণ এবং বীমা কোম্পানী সমূহ বুঝিতে পারে যে আপনারা বিচক্ষণ, বিবেচক ও উদ্যমশীল, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলেই কর্ম্মদক্ষতার আন্তরিক পরিচয় দিতে আগ্রহান্বিত।

ভাল এজেণ্ট লইয়া কাড়াকাড়ি সম্পর্কে এবং তাঁহাদের প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু আলোচনা আবশ্যক। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে জাতির দেশাত্মবোধ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন যে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা আনিতে হ.লে বীমার প্রিমিয়াম বাবদে যে প্রতি বৎসর দশ কোটী টাকা করিয়া বিদেশে বাহির হইয়া যায় তাহা বন্ধ করা আবশ্যক। "ভারতীয় শিল্পের সাহায্য কর - ভারতীয় ব্যাঙ্কে টাকা রাখ এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে জীবন বীমা কর"—বর্ত্তমান যুগের এই বাণী অতীতের উত্তেজনার মত ক্ষণস্থায়ী নহে, ইহা আজকাল কার্য্যদ্বারা বাস্তব সত্যে পরিণত হইতেছে। বীমা সম্পর্কে এই উক্তি অতি সত্য। বিদেশী কোম্পানী সমূহ কিছুকাল পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে এদেশে বীমার কাজ সংগ্রহ করিত, এখন আর সেরূপ পারিতেছে না। অ-ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কাজ এদেশে অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে তাহারা পুনরায় কাজ বাড়াইবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারতীয় এজেণ্টগণকে ভারতীয় কোম্পানী অপেক্ষা অধিক টাকার লোভ দেখাইয়া কর্ম্মী সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ভারতীয় কোম্পানীগুলির সম্বল অল্প, তাই তাহারা অধিক টাকা দিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ অপ্রীতিকর প্রতিযোগিতার ফলে কাজ সংগ্রহের ব্যয় অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। তবে সুখের বিষয় অতি অল্প সংখ্যক এজেণ্টই এরূপ প্রলোভনে ধরা দিয়াছেন। অধিকাংশ এজেণ্ট বিজাতীয় কোম্পানীর চাতুরী হইতে দূরে থাকিয়া ভারতীয় কোম্পানীর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সুতরাং আবার আমি বীমা কর্ম্মীদিগকে বলিতে চাই যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের কাজ দ্বারা সমাজসেবার গৌরব অর্জ্জন করিতে চাহেন তাহা হইলে সে কাজ দেশীয় কোম্পানীর সেবা দ্বারাই সম্ভব হইবে। এই সম্মেলনে যাহাতে কর্ম্মীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ও আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। গত কয়েক বৎসরে কতকগুলি বাজে 'বীমা' কোম্পানী গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহারা অসম্ভব রকমের প্রতিশ্রুতি দিতে দ্বিধা করেন না এবং প্রথম প্রথম খুব বেশী পরিমাণে দাবীর টাকা দিয়া থাকেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। ইহারা নিজকে 'বীমা কোম্পানী' নামে অভিহিত করিয়া যেমন সত্যিকার বীমা কোম্পানীগুলির ক্ষতি করিয়া থাকেন, তেমনি প্রকৃত প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির কাজেও দুর্ণাম আনেন। জনসাধারণের নিকট প্রত্যেক এজেণ্টের এই সকল বাজে কোম্পানীর সর্ব্বনাশা পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। এই সকল কোম্পানী যাহাতে বীমার

নামে ব্যবসায় চালাইতে না পারে, গবর্ণমেণ্ট হইতেও তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আর একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। শুনা যায়, অনেক এজেণ্ট বীমাকারীদিগকে নিজেদের কমিশন হইতে প্রিমিয়ামের রিবেট দিতে চাহেন। ইহা যে তাঁহাদেরই নিজেদের কাজ সংগ্রহের প্রতিকূল ইহা কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না? ইহা দ্বারা বীমাকারীদের জন্য তাঁহাদের নিজেদের পারিশ্রমিকের কতক অংশ ছাড়িয়া দিতে হয়। বীমাকর্ম্মীদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এরূপ ভাবে নষ্ট করা কখনই উচিত নহে।

আপনাদের ধৈর্য্য নষ্ট করিয়া অনেক কথাই বলিলাম। আমি বহু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি; আশা করি আপনারা তাহার যথাযোগ্য বিবেচনা করিবেন এবং যাহাতে বীমা-কর্ম্মীগণের গৌরব বৃদ্ধি পায় ও তাঁহাদের প্রয়োজন বাড়ে এবং তাহা দ্বারা ভারতের অর্থশক্তি বৃদ্ধি করিতে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সমূহ যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার চেষ্টা করিবেন।

কলিকাতা
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩১

ইন্দুভূষণ সেন
সভাপতি

বীমা কর্ম্মী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১। এই সম্মেলন ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে ভারতীয়গণ দ্বারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রস্তাবক—মিঃ এ, বি, ঘোষ (ন্যাশনাল)।

সমর্থক—মিঃ এস্.সি,দাস (ষ্টার অব ইণ্ডিয়া)।

২। প্রভিডেণ্ট সোসাইটি, ভিজিলান্স কমিটি, ও ফ্রী ইন্‌সিওরেন্স নামক কতকগুলি বাজে বীমা কোম্পানীর ভাগ-বন্টন নীতির অসারতা দেখাইয়া এই সম্মেলন, ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে তাঁহারা যেন এই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকর পদ্ধতিগুলি বন্ধ করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বেসরকারী সভ্যগণকে পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন।

প্রস্তাবক—মিঃ কে,কে,ব্যানার্জ্জি (ওরিয়েণ্টাল)।

সমর্থক মিঃ বি, সি, দাস (ন্যাশনাল)।

৩। বীমা কর্ম্মিদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই সম্মেলন তাহাদের সহকর্ম্মিগণ যাহাতে কখনও প্রিমিয়ামে রিবেট দিয়া বীমা সংগ্রহ না করেন, তজ্জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রস্তাবক—মিঃ এস্,কে,বসু (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া)।

সমর্থক—মিঃ কে,কে,ব্যানার্জ্জি (ওরিয়েণ্টাল)।

৪। ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের সাহায্যে বিশেষতঃ দৈনিকগুলির মধ্য দিয়া ভারতীয় বীমায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রচার কার্য্যের জন্য এই সম্মেলন ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রস্তাবক—মিঃ পি, কে, বসু (ন্যাশনাল)।

সমর্থক—মিঃ এফ্, এন্, বসু (ইউনাইটেড)

৫। এই সম্মেলন ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্টদের স্বার্থরক্ষার্থে ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটকে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রস্তাবক—মিঃ পি, কে, বসু (ন্যাশনাল)।

সমর্থক—মিঃ কে,বি,সিকদার (গ্রেট ইণ্ডিয়া)।

এই সম্মেলন বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছেন যে তাঁহারা যেন একমাত্র বীমা কার্য্যে রত এজেণ্টগণের জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক সর্ত্তের ব্যবস্থা করেন। তাহাদিগকে যেন কাজের স্থায়িত্ব, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান ও স্থায়ী অক্ষমতায় আর্থিক সাহায্যের সুবিধা দেওয়া হয়।

প্রস্তাবক—মিঃ কে, বানার্জ্জি (কমন্‌ওয়েল্‌থ)

সমর্থক—মিঃ এফ, এন্, বসু (ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল্)

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ে বীমা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

বুঝাইয়া দিতে এই সম্মেলন ইন্‌ষ্টিটিউটকে অনুরোধ জানাইতেছেন।

প্রস্তাবক—মিঃ এন্, জি, বসু (ন্যাশনাল)

সমর্থক—মিঃ এস্, কে, বসু (বৃটিশ ইণ্ডিয়া)

১০। দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন দ্বারা বৈদেশিক অর্থ মোক্ষণ বন্ধ করার সময় আসিয়াছে—এই সত্য উপলব্ধি করিয়া এই সম্মেলন তাহাদের দেশবাসীকে অ-ভারতীয় কোম্পানী হইতে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা তুলিয়া লইতে অনুরোধ জানাইতেছেন। এই সঙ্গে ইহাও নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে যে প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী 'স্বদেশী বীমা দিবস' উৎসব পালিত হইবে এবং সর্ব্বত্র দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তার প্রতিশ্রুতি মূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্ম সভাসমিতির আয়োজন করিতে হইবে। উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্ম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হইল। প্রয়োজন মত এই কমিটির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইবে।

১। চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (সভা আহ্বানকারী) ২। মিঃ কে, বানার্জ্জী, ৩। মিঃ পি, কে বসু ৪। মিঃ এফ, এন্, বসু ৫। মিঃ এস্, কে, বসু, ৬। মিঃ এ, বি, ঘোষ।

প্রস্তাবক—চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া)

সমর্থক—মিঃ পি, কে, বসু (ন্যাশনাল)

অনুমোদক—মিঃ, এফ, এন, বসু (ইউ-নাইটেড ন্যাশনাল)

ভারতীয় কোম্পানীর অব্যাহত প্রচার কল্পে এই সম্মেলন ইচ্ছা করেন যে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ দেশীয় প্রতিষ্ঠানের কথাই প্রচার করুন; এজন্য তাঁহারা বীমা কর্ম্মিগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে যাঁহারা প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে অভারতীয় কোম্পানীর প্রচারে সাহায্য করেন, বীমা কর্ম্মীগণ যেন তাহাদের সহিত সংস্রব বর্জ্জন করেন।

প্রস্তাবক—মিঃ বি, এন, রায় চৌধুরী (বম্বে লাইফ)

সমর্থক—মিঃ পি, কে, বসু (ন্যাশনাল)

অনুমোদক—মিঃ লালমোহন সিং (আইডিয়াল)

গোলটেবিল ও স্বদেশী বীমা ব্যবসায়

(শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়, এম, এ, বি এল, এফ, আর,ই, এস্)

গোলটেবিল বৈঠকে ক্লাইবষ্ট্রীটের বণিকদলের মুখপাত্র স্তর হিউবার্ট কারের বক্তব্য হইতে এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ভারতবাসীর হাতে শাসন রজ্জু পরিচালনার ভার দিবার সম্ভাবনায় বিদেশীয় ব্যপারীদিগের অন্তরে চাঞ্চল্যের উদয় হইয়া পড়িয়াছে। ইনি মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়দিগের প্রতিনিধিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন এবং ইঁহারই চেষ্টার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সকল মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তুত করিয়া বৈঠককে তাহা পাকা প্রস্তাবরূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

"ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে যে সমস্ত ব্রিটিশ-বণিক-সম্প্রদায় এই উভয়ের অধিকারের ভিতর কোন পার্থক্য করা হইবে না এবং এই অধিকারের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত উভয় পক্ষ হইতে মিলিত প্রতিনিধিবর্গের এক সভা বসিবে।"

"সকলের সম্মতি লইয়া ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় বর্ত্তমানে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা সম্পর্কে যে সমস্ত অধিকার ভোগ করিতেছে তাহা খর্ব্ব করা হইবে না।"

এই খসড়া যদি পাকা প্রস্তাবরূপে এবং আইনরূপে পরিণত হয় তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে এবং বর্ত্তমানে যে সমস্ত অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলে ইউরোপীয়ান বণিক-সম্প্রদায় নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করিতেছেন ও ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতিলাভে সমর্থ হইতেছেন—সেইগুলিকেই চিরস্থায়ী করিবার বন্দোবস্ত হইবে, অর্থাৎ ইউরোপীয়ান বাণিজ্যের স্বর্ণলতার চাপে পড়িয়া ভারতীয় বাণিজ্য তরু নিষ্পিষ্ট রস হইয়া শুকাইয়া যাইবে।

বীমার বিষয়ই আজ বিশেষ করিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে—তাই বীমা সম্বন্ধে এই মিলিত প্রস্তাব যে কি প্রকার অনিষ্টকর তাহাই আলোচনা করিব। বীমা আজ ভারতবর্ষে একটী প্রধান ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে কয়েকটী বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভেও সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত করা হয় তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য ব্যবসায়ের মত বীমা ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হইবে। কারণ এই প্রস্তাব ভারতীয় আইন সভা সমূহকে এমন এক কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিবে যাহা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে

দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে রাষ্ট্র কোনও প্রকারে অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবে না।

ভারতে ২৫৭টী বীমা কোম্পানী কাজ চালাইতেছে, তাহার মধ্যে ১০৮টী ভারতের নিজস্ব কোম্পানী, আর বাকী ১৪৯টী বিদেশ হইতে আমদানী। ভারতবর্ষে ব্যবসায় হিসাবে বীমা শিশু; কাজেই রাষ্ট্রের দিক হইতে তাহার প্রয়োজন অতি সযত্ন লালন পালন, নতুবা সে বাড়িতে না পাইয়া ক্রমেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবে। ভারতের জন সাধারণ আজিও বীমার মূল্য বুঝে না, তাহাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখে। বীমা যে নিজের স্বার্থসুখের জন্য শুধু নহে—বীমা কোম্পানীগুলি যে সকলের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সুপ্রিয়ার ভাণ্ডার খুলিতে পারেন যাহার সাহায্যে তাহারা

"অন্ন বিলাইবে ঘরে ঘরে অন্নহীন জনে।"

এই বড় কথাটা দেশবাসী আজও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কাজেই দেখা যায় যে ভারতবাসীই আপনার ধন অন্য দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে পরদেশীর হাতে তুলিয়া দিতেছে। ১৯২৯ খ্রী: অব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৬,৫৬,০০০ খানা বীমা চল্‌তি (inforce) আছে এবং ইহার ফলে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৩ কোটী টাকার বীমা করা আছে। বৎসরের দেয় প্রিমিয়াম ৭৷০ কোটী টাকা ইহা হইতে আয় হইতেছে। তাহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের মিলিত আয় হইতেছে

প্রায় ৪কোটী টাকা এবং বিদেশীয় বীমা কোম্পানী সমূহের আয় ৩৩/৪ কোটী। ইহা তো গেল শুধু জীবন বীমার কথা। সাধারণ বীমার অধিকাংশই তো অ-ভারতীয় কোম্পানীর হাতে; অগ্নিবীমা, নৌবীমা ইত্যাদি ত ভারতীয় কোম্পানীগুলির হাতে নাই বলিলেই হয়। এই সমস্ত বীমা সম্বন্ধীয় প্রিমিয়াম আয় ১৯২৯ খৃঃ অব্দে ৩ কোটী টাকা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অর্দ্ধকোটী মাত্র ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের হাতে আসিয়াছে। বাকী ২৷৷৹ কোটী টাকা বিদেশী বীমা কোম্পানীর করতলগত হইয়াছে। অগ্নিবীমা, নৌবীমাকারী কোম্পানী সকল অনেক সময় আপনাদের হাতের বীমা বাধ্য হইয়া অপর কোম্পানীকে দেন। ইহাকে সাধারণতঃ পুনর্বীমা বলা হয়। আগে যে ২৷৷৹ কোটী টাকার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে এই পুনর্বীমার দেয় প্রিমিয়ামের উল্লেখ নাই। অথচ ভারতীয় কোম্পানীরা সুবিধা পান না বলিয়া এবং রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের ফলে বাধ্য হইয়া অগ্নিবীমা, নৌবীমা ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানীতে পুনর্বীমা করেন; ইহা হইতে বিদেশী কোম্পানীর যে লাভ হয় তাহা এই ২৷৷৹ কোটীর মধ্যে পড়ে না। গবর্ণমেণ্ট একচ্যুয়ারী তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষীয় ও অভারতীয় উভয়বিধ কোম্পানীরই অনেক টাকার কাজ ভারতের বাহিরের কোম্পানীতে পুনর্বীমা করা হয়, কাজেই ভারতে যে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ কত টাকার কাজ হয় তাহার ঠিক হিসাব করা যায় না।"

পুনর্বীমার টাকার হিসাব যদি ঠিক মিলে এবং জীবনবীমা ও অন্যান্য বীমালব্ধ এই ৫৩/৪ কোটী টাকার সহিত তাহা যোগ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে লালা-লাজপত রায় যে অনুমান করিয়াছিলেন যে বৎসরে প্রায় ১০ কোটী টাকা বীমার প্রিমিয়াম হিসাবে ভারতের বাহিরে চলিয়া যায় তাহা বড় মিথ্যা নয়। ইহা হইতে পারে যে এই বৃহৎ পরিমাণ অর্থের সমস্তটাই ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া যায় না, তথাপি ইহা সত্য যে ইহার এক কণা অংশও ভারতের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্যয়িত হয় না। যাহাদের হাতে এই টাকা মজুদ হয় তাহারা ভারতের মঙ্গলের কথা কখনও ভাবে না, ভবিষ্যতেও যে ভাবিবে তাহাও মনে হয় না।

ভারতের শাসনভার যেদিন আমরা ভারতবাসীই গ্রহণ করিব সেই দিন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে এই যে, যে অমিত অর্থ প্রতি বৎসর ভারত হইতে জলের স্রোতের মত বাহির হইয়া যায় তাহাকে রোধ করা। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন সভ্য দেশ সমূহের দৃষ্টান্তে আমরাও আমাদিগের দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া এমন সকল আইন প্রণয়ন করিতে চাই যাহা তাহাদিগের রক্ষা ও বৃদ্ধির সহায়ক হইবে। কিন্তু যদি বর্ত্তমানের এই খসড়াটি বৈঠকের ফলে আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে চিরজীবনের জন্য অপর দেশের অর্থনৈতিক গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে। স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ তাহাকে ইহার হাত হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না—ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা হইবে 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" বিদেশীয় শিল্পবাণিজ্য যে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলে আজও ভারতীয় শিল্পের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে, সেই পক্ষপাতিত্বই আইনরূপে তাহাকে ঐখানেই কায়েমী হইয়া বসিবার অধিকার দিবে।

স্বাধীন ভারত জগতের অন্যান্য দেশ হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে না। তাহাকে তাহার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে আইন কানুন প্রণয়ন করিতে হইবে এবং ইহার জন্যই অন্যান্য দেশের প্রতি তাহার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহাকে জানিতে হইবে যে স্বাধীন দেশ সকল কি ভাবে আইনের বেড়াজাল ঘেরিয়া শিশু শিল্পকে সযত্নে রক্ষা করে।

বীমার দিক হইতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রায় প্রকৃত স্বাধীন দেশই আপনার দেশজাত বীমা কোম্পানীর সুবিধার জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করিয়াছে। রুমানিয়া, চীন, মেক্সিকো, ইটালী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, পর্ত্তুগাল, চিলী, হন্দুরস কেহই বাদ যায় নাই। সকলেই ভাবিয়াছে "আগে বাঁচাও আপন ঘর।" জেনেভার আন্তর্জাতিক সভায় বিদেশীয়দিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে যখন আলোচনা উঠিয়াছিল তখন স্বদেশজাত বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি ও বৃদ্ধি কল্পে সংরক্ষণী আইন করিবার ক্ষমতা সকল দেশেরই আছে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।
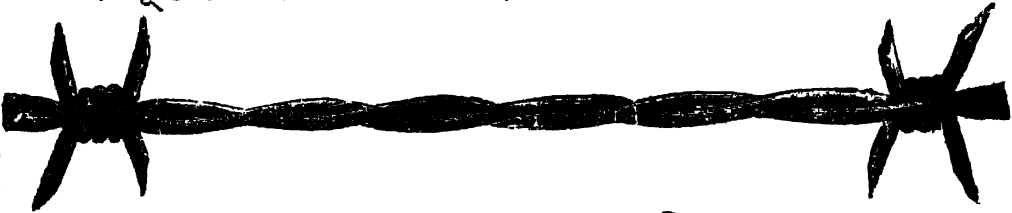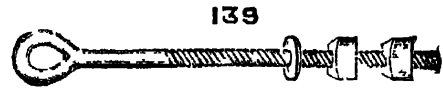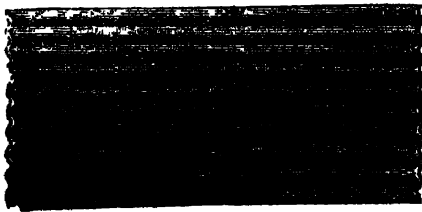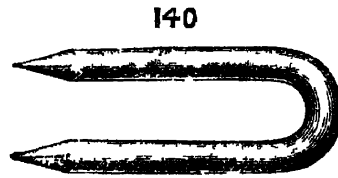
চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে যদিও সকল ব্যবসায় সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে সংরক্ষণী আইন প্রয়োগ উচিত নহে, তবুও বীমা, উপকূল বাণিজ্য, সরকারী চাকুরী, এক চেটিয়া ব্যবসা প্রভৃতির সম্বন্ধে সংরক্ষণ নীতি অনুমোদনীয়। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধেও কোনও দেশে বিদেশীয়দিগের সম্পর্কে স্বাধীনতা দানের বিরুদ্ধ মতই ইঁহারা পোষণ করিয়াছেন।

চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের এ ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে এমন সকল সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে পারিবেন যাহা দেশজাত কোম্পানীসমূহের বেলায় খাটিবে না; তবে এই সকল সর্ত্ত এমন হইবে না যে বিদেশী কোম্পানীগুলির ব্যবসায় চালাইবার পক্ষে ভীষণ অন্তরায় হয়।

এই আন্তর্জ্জাতিক সভায় ভারতবর্ষও চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ডাঃ আর, পি, পরাঞ্জপে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমস্ত হইতে ইহাই কি প্রতিপন্ন হয় না যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রিপোর্টের ১৪ নং বিভাগ যাহাতে ভারতে ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অন্যায় পক্ষপাত পূর্ণ? এই রিপোর্ট অনুসারে যাহাতে ব্যবস্থা হইতে না পারে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য; কারণ ভারতের প্রকৃত মঙ্গল চাহিলে এই রিপোর্ট কিছুতেই গৃহীত হইতে দেওয়া যায় না। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে যথা সময়ে তার করিয়া তাঁহাদের মত জানাইয়াছিলেন। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কমিটির সভাপতিকেও সেই একই তার পাঠান হইয়াছিল।

ইউরোপীয়ানরা ভারতবর্ষের ভবিষ্যত পরিণতি সম্বন্ধে এত ভয়াকুল কেন তাহা বুঝা যায় না। ভারতবাসী আপন হাতে শাসনভার পাইলে যে ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্যকে বঞ্চিত করিতে এবং নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে এমন সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। নেহরু রিপোর্টে তো স্পষ্টই একথা বলা হইয়াছে যে যে সমস্ত বিদেশীয় সম্প্রদায় আইনানুমোদিত ভাবে ভারতে ব্যবসায় চালাইতেছেন, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোনও অন্যায় আইন ভারতবর্ষ করিবে না। মহাত্মা গান্ধীও একথা বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের এদেশে আইনতঃ যে সমস্ত দাবী আছে তাহা স্বাধীন ভারতবর্ষ বন্ধুর ন্যায় রক্ষা করিবে।

———

প্রাপ্তিস্বীকার

আমরা নিম্নলিখিত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ হইতে নানাপ্রকারের ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। তন্মধ্যে বম্বে লাইফ হইতে পিতলের চাদরের উপর তোলা হরফের (Embossed Type) বিজ্ঞাপন সমেত টেবেল ক্যালেণ্ডার একখানি এবং মেট্রোপলিট্যান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী হইতে সুদৃশ্য কার্ড বোর্ডের একখানি ওয়াল্ ক্যালেণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। নিউ ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ
২। ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্স।
৩। প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ।
৪। এঞ্জেলস্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ।
৫। হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স।
৬। ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোং লিঃ।
৭। ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ।
৮। অমৃতাঞ্জন।
৯। বৈকুণ্ঠনাথ শুঁই।
১০। ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স।
১১। কমনওয়েলথ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ।
১২। এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ।
১৩। লাইট অব্ এসিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

শোক সংবাদ

আমাদের পত্রিকা ছাপা হইবার কালীন ওরিয়েণ্টাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী হইতে টেলিফোন পাইলাম যে, তাঁহাদের বেঙ্গল ব্রাঞ্চের সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ কৃষ্ণস্বামীয়ার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন। এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমরা স্তম্ভিত এবং মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি। এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় এই সদালাপী, মিষ্টভাষী, জনপ্রিয়, একনিষ্ঠ বীমাকর্ম্মীর জীবন-কথা ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশ করিব।

পরলোকগত এল, আর, কৃষ্ণস্বামীয়ার।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক সভা

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ নূতন বৎসরের জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার।

সহঃ সভাপতি—সার হরিশঙ্কর পাল এবং কুমার সুরেন্দ্র নাথ লাহা।

অনারারী সেক্রেটারী—মিঃ এস, সি, ঘোষ।

অনারারী ট্রেজারার—ডাঃ সত্যচরণ লাহা।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ :—কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা, মিঃ এস, সি, মিত্র, শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণ মিত্র, মিঃ জে, সি, হুই, ক্যাপ্টেন এন, এল, দত্ত, রায় এ, সি, ব্যানার্জ্জি বাহাদুর, মিঃ এ, পি, বড়াল, শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ মিত্র, মিঃ আর, রায়, লেফ্টেনাণ্ট এন, এম, রায় চৌধুরী, শ্রীযুত মাধব গোবিন্দ রায়, শ্রীযুত সাধন চন্দ্র রায়, মিঃ এইচ, পি, বাগারিয়া, মিঃ এস, সি, মজুমদার, মিঃ এস, সি, রায়, মিঃ আই, বি, সেন, মিঃ কে, এল, দত্ত, মিঃ এস, ভট্টাচার্য্য এবং মিঃ পি, সি, কুমার।

চেম্বারের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তৃতা

গত শুক্রবার ৫ই ফেব্রুয়ারী বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যে দীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

১৯৩১ সাল

অশ্রু এবং বেদনাপূর্ণ ১৯৩১ সাল সবেমাত্র শেষ হইল। পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩১ সাল একটি যুগান্তর আনিয়াছে। হয়তো ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই বৎসরটিকে দারুণ দুর্দ্দশা ও সঙ্কটপূর্ণ বৎসর বলিয়া স্মরণ করিবে। ইহার বৈশিষ্ট্যও অসাধারণ। চারিদিকের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমরা আজ দারিদ্র্য নিপীড়িত। প্রকৃতি তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মানুষ তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অশেষ কষ্ট ও দুঃখ পাইতেছে।

তথাপি এই বৎসর যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন, একবার পৃথিবীর চারিদিকে দুই চক্ষু মেলিয়া তাকাইলে অনেক কিছু মজার জিনিষ দেখা যায়। আন্তর্জ্জাতিক নানা বিষয়ের উপর ভারতের আর্থিক পরাধীনতা কতদূর নির্ভর করিতেছে—এইসকল পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহার কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। এইসব আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আজ আমাদের গৃহ-কোণেই যে আর্থিক এবং রাজনৈতিক ভীষণ ঝটিকা বহিতেছে—অনন্যচিত্ত হইয়া তাহার প্রতিই

আমাদের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য; এই ঝটিকা এরূপ প্রবল ভাবে বহিতেছে যে, আমাদের প্রতিবেশীদের কি হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য বাহিরে যাইবার সময় আমাদের নাই।

আমরা ব্যবসায়ী—শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠার সহিতই আমাদের বিশেষ সম্পর্ক। কেননা, শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতিরেকে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালন অসম্ভব। কাজেই অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের মধ্যে বিরোধের অবসান হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট দেড় কোটী পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের এই আনন্দের জন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাদিগকে এ কথাও বলিয়া দিতে চাই যে, তাঁহাদের এই আশা শেষে মায়া-মরীচিকায় পরিণত হইতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে গেলে দেখা যায়, অতীতের কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে এই বিষয়টি জড়িত। সেই ঘটনাগুলি হইতেছে,—দেশের চল্‌তি মুদ্রার ভীষণ সংখ্যাল্পতা এবং দেশব্যাপী আর্থিক দুর্দ্দশা; ইহার ফলে সোণার আভ্যন্তরীণ মূল্য পৃথিবীর বিনিময় হারের নীচে চলিয়া গিয়াছে। স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ার পর এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং মুদ্রা-ব্যবসায়ীরা দেখিতেছে যে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টের পরিবর্ত্তে ভারতে সোণা কিনিয়া তাহা বিদেশে চালান দিয়া ধার শোধ করাও অধিক লাভজনক। এই স্বর্ণ রপ্তানীর ফল ভারত হইতে জিনিষপত্র রপ্তানী দেওয়ারই অনুরূপ। অধিকাংশ রপ্তানী সোণাই ইউরোপ মহাদেশে গিয়াছে। ইউরোপীয় স্বর্ণ-ক্রেতারা ভারতীয় রপ্তানীকারীদিগকে ষ্টার্লিংয়ে সোণার মূল্য দিয়াছে। আর এদিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট টাকা দিয়া এই ষ্টার্লিং ক্রয় করিয়া টাকাগুলি ভারতে এবং ষ্টার্লিংগুলি লণ্ডনে রাখিয়াছেন ও এইভাবে দেড় কোটি পাউণ্ড ঋণ শোধ করিয়াছেন।

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানী সমস্যা সম্বন্ধে যখন আমি আলোচনা করি তখন স্বতঃই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট এই স্বর্ণ রপ্তানীর স্রোত বন্ধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না কেন? যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাহাদের সোণার ভাণ্ডার অক্ষত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, যখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নত দেশের গবর্ণমেণ্টই নানাভাবে স্বর্ণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সেই সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট অবাধে ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হইতে দিতেছেন—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। গবর্ণমেণ্টের এই আপাতঃ ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে বিবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বণিক সমিতি হইতে প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। এই সম্পর্কে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স হইতেও কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া এক বিবৃতি বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সব আবেদনে কোনও কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা শুধু বিনিময়ের হার লইয়াই ব্যস্ত। বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেন্সে রাখিবার চেষ্টায় তাঁহারা তাঁহাদের প্রায় সকল পন্থাই নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি গত সেপ্টেম্বর মাসে টাকার মূল্য ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতেছিল।

গত জুনমাসে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর বাজারে ভারতের সুনাম রক্ষার নিমিত্ত ভারত গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন তিনি তাহা করিবেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের কোন প্রয়োজন এখনও উপস্থিত হয় নাই—ইহা আনন্দের কথা; কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একথাও উল্লেখ করিতে চাই যে, ভারতবর্ষ তাহার ভাণ্ডার হইতে ইংলণ্ডে স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া ইংলণ্ডের স্বর্ণ ভাণ্ডারের উপর যে টান পড়িয়াছে শুধু সেই বিষয়েই তাহাকে সোয়াস্তি দেয় নাই—পরন্তু অন্যান্য দেশের সহিত তাহার যে বিনিময় চলিতেছে তাহাও সুদৃঢ় রাখিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই অনিষ্টকর মুদ্রানীতি সম্বন্ধে ভারতের বিদেশী বণিকদের যথারীতি সমর্থন পাইয়াছেন—ইহা স্বাভাবিক। তাঁহারা চিরদিনই এই ভাবে গবর্ণমেণ্টের অর্থনীতি সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, স্বর্ণ রপ্তানী হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট চল্‌তি মুদ্রার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, যাহার জন্য ভারতবাসীরা এতদিন চেঁচামেচি করিতেছিল। তারপর ভারতীয় স্বর্ণ বিক্রেতারা কিছু লাভও করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইহার উত্তরও স্পষ্ট। গবর্ণমেণ্ট যদি স্বয়ং স্বর্ণ ক্রয় করিতেন, তবে ভারতবাসীরা তাহার প্রতিবাদ করিত না। কেননা তাহা হইলে চল্‌তি মুদ্রার পরিমাণ আরও
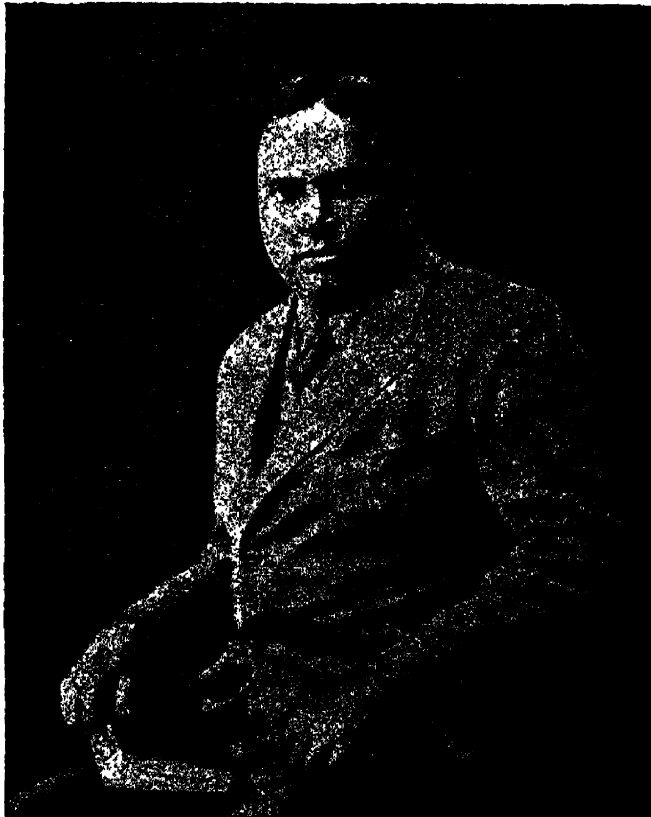
বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক সভার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

বাড়িতে পারিত এবং বিক্রেতারা আরও লাভ করিতে পারিত।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ফলে পৃথিবীর বাজারে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহার যতই মূল্য আমি দিই না কেন,তথাপি দেড় কোটি পাউণ্ড ঋণ শোধ করিবার জন্য ৪৪ কোটি টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইতে দিবার কি প্রয়োজন ছিল,তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এই কার্য্য এখনও চলিতেছে।

স্বর্ণ রপ্তানীর পক্ষে আরও একটা যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, ভারতবর্ষ যে সোণা হারাইল, তাহা দ্বারা যেসব দেশে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইয়াছে—সেই সব দেশ আবার স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে। ইহা যদি না ঘটিত তবে সোণার মূল্য শীঘ্রই নামিয়া যাইত এবং তাহার ফলে ভারতের সোণার মালিকদের অপরিসীম ক্ষতি হইত। কিন্তু এই আশঙ্কা একান্তই কষ্টকল্পিত। অবিলম্বে ইহার কোন প্রতিকার সম্ভাবনা নাই।

স্বর্ণ রপ্তানীর আরও একটা যুক্তি এই যে, ভারতে মোট যে সোণা মজুত আছে, তাহার তুলনায় ৪৪ কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানী কিছুই নহে। বিগত ৩০ বৎসরে ভারতে প্রায় ৭০০ কোটী টাকার সোণা জমিয়াছে। কিন্তু যাহারা ৩০ বৎসর ধরিয়া ৭০০ কোটী টাকার সোণা জমাইয়াছে তাহাদের সেই দীর্ঘ কালের সঞ্চয় হইতে ৪ মাসের মধ্যে ৪৪ কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হওয়া কি অদ্ভুত নয়? তিন বৎসরের সঞ্চয় যদি চারি মাসেই বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কাহার ভাণ্ডার কতদিন পূর্ণ থাকিতে পারে?

কিন্তু সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা হইলে ইহাতেও দুঃখ ছিল না। মিঃ কিচেনের মতে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে একশত কোটি পাউণ্ডের স্বর্ণ মজুত আছে। এই সকল স্বর্ণ মুদ্রা বিনিময় কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না,তথাপি আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণ ছাড়িয়া একমাত্র ভারতবর্ষের স্বর্ণই বিদেশে যাইতেছে কেন? বিশেষতঃ রাজকোষে নোটের বদলে যে স্বর্ণ মজুত রাখা হয়, তাহা এত অল্প যে হিল্টন ইয়ং কমিশনেও তাহা বৃদ্ধি করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া দূরে থাকুক, অপ্রতিহতগতিতে ভারতের বাহিরে স্বর্ণ রপ্তানী দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। ইহার উপর আবার সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির বিনিময়ে যে অতিরিক্ত কারেন্সীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আরও অপূর্ব্ব। বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ স্বর্ণ রপ্তানীর বিরুদ্ধে বার বার অনুরোধ জানাইয়াও সুফল পান নাই। তাঁহারা কেবল বর্ত্তমান সমস্যা নিবারণের জন্য নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা স্থায়ী উন্নতি কতদূর সম্ভব তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছেন না।

কর্ত্তৃপক্ষের মতে পাটের ব্যবসায়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে, শুল্কের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অপরাপর ব্যবসায়েও সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে; কিন্তু এসকল সুলক্ষণের বিশেষ কোন অর্থ নাই। কৃষকগণ পাটচাষ কম করিয়াছে, মফঃস্বলে অনেক ক্ষেত্র অকর্ষিত রহিয়াছে,তাহাতে পাট এবারে একটু চড়া দামে বিকাইয়াছে। ফসল ফলানো হয় নাই, কাজেই পাটের ব্যবসা ঈষৎ ভালো দেখাইয়াছে। গত বৎসর যত জমিতে তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল, এবারে তাহা অপেক্ষা কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে; সুতরাং তুলার

ব্যবসায়ে একটু উন্নতি দেখা যাইতেছে—ইহা কি উন্নতি, না দেশের অবনতি? এ সকল সত্ত্বেও কয়লা, তিসি, বাদাম প্রভৃতি এমন অনেক ব্যবসা আছে, যাহার দুর্গতি শোচনীয়।

বড়লাট বলিয়াছেন, কেহ যদি এখন সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়া আসিত তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে একমাত্র ভারতবর্ষই আশা ও আশ্বাসে প্রদীপ্ত। ইহাপেক্ষা উৎসাহের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু বড়লাট বাহাদুর যদি একবার অনুগ্রহ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন তাহা হইলেই অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট নরনারী, অনশনশীর্ণ জীবজন্তু, অর্দ্ধকর্ষিত জমি, আবরণহীন গৃহ ও জীর্ণগৃহ ভিত্তি দেখিয়া কঠোর সত্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

নবেম্বর ও ডিসেম্বরে শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর্থিক অবস্থারও সামান্য উন্নতি দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু যে পরিমাণে শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহার তুলনায় আয় বাড়িয়াছে কতটুকু? এত সব বর্দ্ধিত শুল্ক সত্ত্বেও গত এপ্রিল হইতে ডিসেম্বরে ১ কোটী টাকা কম আদায় হইয়াছে, উহা কি ব্যবসায় না আর্থিক উন্নতির পরিচয়?

সামান্য আর্থিক পরিবর্ত্তন অথবা ব্যবসা বিশেষে তুচ্ছ উন্নতি দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত হইবার কারণ নাই। ইহাতে জনসাধারণ ভ্রান্ত হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষও অকারণে নিরাপদ বোধ করেন। এরূপ অবস্থা দেশের স্থায়ী কল্যাণের পক্ষে অবশ্য শুভ লক্ষণ নহে।

খাঁটী ও ভেজাল সরিষার তৈল

কলিকাতা অয়েলমিল সমূহের সত্বাধিকারী সমিতির সেক্রেটারী কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় যতগুলি তেলের কল আছে, তাহাদের সকলের প্রয়োজন অপেক্ষা কম সরিষা আমদানী হওয়াতে তেলের কলগুলি কেবলমাত্র খাঁটি সরিষার তৈল উৎপাদন করিয়াই তাহাদের কল পরিচালনা করিতে পারেন না। প্রচুর সরিষার অভাব বলিয়াই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া কতক খাঁটি সরিষা তৈল এবং কতক চীনা বাদাম ও তদনুরূপ বীজের ভেজাল তৈল তৈয়ার করিতে হয়। কিন্তু এই উক্তি যে আংশিক সত্য মাত্র, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

সরিষা কম উৎপন্ন হয় বলিয়াই যে ইহার আমদানী কম ইহা ঠিক নহে। আমাদের মনে হয়, চাহিদা কম বলিয়াই সরিষার আমদানী কম। ব্যবসায়ীবৃন্দ সকলেই যদি খাঁটি সরিষার তৈল তৈয়ার করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে চাহিদা অনুযায়ী এই শস্যের কৃষি এবং আমদানী উভয়ই বৃদ্ধি হইত। কিন্তু তৈল কলওয়ালাগণ বাজে বীজ হইতে সস্তায় তৈল তৈয়ার করেন বলিয়াই তাঁহাদের খুব বেশী সরিষার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং চাহিদা অভাবে বাজারেও এই বীজের আমদানী কম হয়।

অয়েল মিল সমূহের সেক্রেটারী ভেজাল তৈল তৈয়ারের আর এক কারণ দেখাইয়াছেন যে খাটি সরিষার তেল এত দুষ্প্রাপ্য এবং উহার দাম এত বেশী যে সাধারণ লোক উহা কিনিতে পারে না। ইহাও যে আংশিক সত্য মাত্র তাহা একটু বিশেষ করিয়া দেখিলেই টের পাওয়া যায়। বড় বড় কলগুলির পক্ষে অল্প ব্যয়ে তৈল বাহির করার কোন অসুবিধা নাই; বরং তাহাদের পক্ষে যত সস্তায় খাঁটি তৈল দেওয়া সম্ভব, অপর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহারা উত্তম জিনিস দিবার দিকে দৃষ্টি না দিয়া সস্তায় জিনিস চালাইবার চেষ্টা করেন, সুতরাং এক মণ সরিষার মধ্যে যখন ১৮ সের বাদাম তেল মিশ্রণ করা হয়, তখন তাহার দাম হয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এবং দরিদ্র জনসাধারণও সস্তা পাইয়া খাঁটি বা ভেজাল বিবেচনা না করিয়াই অল্পদামে সেই তেল গ্রহণ করে।

যাহারা দালাল বা ফড়িয়া তাহারা অধিক লাভের আশায় এই সকল তেলই মজুত করিয়া থাকে; মানুষের দুর্ব্বলতার মূলধনে তাহারা মোটা লাভের ব্যবস্থা করে। এদিকে যাহারা ঘানিতে বা অন্য কোনরূপ হাতের কলে অল্প পরিমাণ তেল উৎপাদন করে তাহাদের ঘাড়ে যাইয়া ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি পড়ে। খাঁটি সরিষার তৈল উৎপাদন করিতে গিয়া তাহারাই মারা যায়। কেন না, প্রতিযোগিতায় প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই খাঁটি জিনিস অপেক্ষা সস্তা জিনিসের জয় বেশী হয়। আজকালকার বাজারে খাঁটি সরিষার তৈল, যাহাতে কিছু মাত্র ভেজাল নাই, তাহাও সাত আনা সেরে বিক্রয়

করা যাইতে পারে। অথচ মিশ্রিত বা ভেজাল তৈলের বাজার দরও বর্ত্তমানে সাত আনা। ইহা কোন অনুমানের কথা নহে, বহু বৎসরের একজন তেল ব্যবসায়ীর ইহা পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং যাঁহারা খাঁটি সরিষার তেল দুর্ম্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া থাকেন, তাঁহারা লোক ভুলাইবার চেষ্টা করেন মাত্র।

তেল সত্বাধিকারী সমিতির সম্পাদক মহাশয়

আরও বলিয়াছেন যে ভেজাল তেল শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। এই উক্তির সমর্থনে তিনি মাদ্রাজ, গুজরাট; মালাবার প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত স্থান সমূহের লোক নারিকেল, তিল, চীনা বাদাম প্রভৃতির তেল খাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না। এই উক্তি সত্য হইলেও প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা আবহাওয়া প্রভৃতি এক নহে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যাহা সুখাদ্য, শীত প্রধান দেশে হয়তো, তাহাই অনিষ্টকর। আবার শীত প্রধান দেশের খাদ্য হয়তো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনুপযোগী। এই কারণে অনেক সময়েই বিভিন্ন দেশের খাদ্য বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। মাদ্রাজের খাদ্য বাঙ্গলা দেশে উপকারী না হইতে পারে।

এই উপরোক্ত কারণে তেলকল স্বত্বাধিকারী সমিতির সম্পাদকের বিবৃতি কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। মিশ্রিত তৈল কেবল শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী হইতে পারে বলিয়াই নহে, ইহা দ্বারা খাঁটি জিনিসের প্রচলন বন্ধ হইতে পারে, এবং ব্যবসায়ে চুরি জুয়াচুরি বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে বলিয়াই ভেজাল তেল উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অনুরোধ দ্বারা সম্ভব না হইলে আইনের সাহায্যে দেশ হইতে ভেজাল তৈল দূর করিতে হইবে।
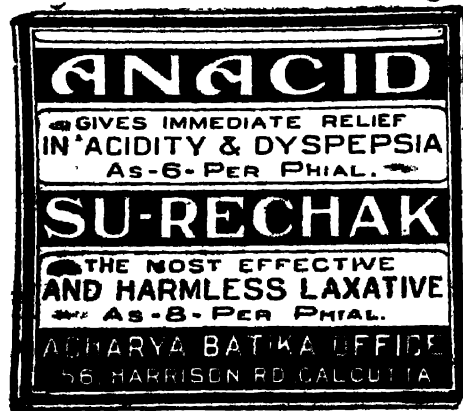
নানাবিধ জিনিষ তৈয়ারীর ফরমূলা

নরম সাবান

৭৷৷০ পাউণ্ড শক্ত সাবান ৭৷৷০ গ্যালন গরম জলে মিশাইয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিবে। তারপর ৭।০ পাউণ্ড স্যাল্ সোডা ৭৷৷০ গ্যালন গরম জলে মিশাইয়া উহাতে তিন পাউণ্ড চূণ যোগ করিবে। এইরূপ মিশ্রিত দ্রব্য ২০ মিনিট কাল জ্বাল দিবে। তারপর উহা ঠাণ্ডা হইয়া থিতাইলে যে তরলসার হইবে তাহা সাবান সলিউসনের সহিত ঢালিয়া মিশাইবে। এই মিশ্রণকেই নরম সাবান বা Soft Soap বলে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভিনিগার

৪ গ্যালন জল, তিন জিল ঝোলা গুড়, (১ জিল ¼ পাইণ্ট) আধ পাউণ্ড এসেটিক এসিড, একটি হাঁড়ি বা পিপায় রাখিবে, উহা একমাস পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে ফেলিয়া রাখিবে এবং মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে। তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট ভিনেগার পাওয়া যাইবে।

ক্ষুরের ষ্ট্রপ পেষ্ট

খুব ভালো গুঁড়া করা অত্যুৎকৃষ্ট এমারি চূর্ণ অক্সালিক এসিডে আগে ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে। পরে ষ্ট্র্যাপের উপরটা সুইট অয়েল অথবা তেল দিয়া সিক্ত করিয়া তদুপরি উক্ত মিশ্রণ ঘষিয়া দিবে।

হলুদে সাবান

৭ পাউণ্ড পটাশ ৫ পাউণ্ড লাউ, আধ পাউণ্ড রজন লও। রজন গুঁড়া করিয়া সবগুলি জিনিষ একসঙ্গে মিশাইবে। পাঁচ দিন এইরূপে উহা ফেলিয়া রাখিবে। তারপর সবগুলি ১০ গ্যালন গরম জলের মধ্যে রাখিয়া দিবে। দশদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দিবাভাগে দুইবার করিয়া নাড়িয়া দিবে। দশদিন পরে ইহাতে ১০০ পাউণ্ড ভাল সাবান পাওয়া যাইবে।

মোহর করার মোম বা সিলিং ওয়াক্স
(Sealing Wax)

সব চেয়ে সস্তা সিল করার মোম রজন, ট্যালো বা চর্ব্বি এবং রং দিয়া তৈরী করা হয়। কিন্তু ভালো দামী সিলিং ওয়াক্স (Sealing Wax) প্রস্তুত হয় লাক্ষা প্রভৃতি দিয়া। সাধারণ লাল রং এর Sealing Wax তৈরী করিতে একটা লোহার কড়াইতে খুব অল্প উত্তাপে ২০ পাউণ্ড রজন ৫ পাউণ্ড ট্যালো বা জন্তুর চর্ব্বি একত্রে গলাইবে, তারপর ৮ পাউণ্ড লাল সীসা অথবা তিন পাউণ্ড বাতির কালি দিয়া নাড়িয়া লইবে। মোম প্রয়োগ করিতে খুব সাবধানে কড়াইতে গলাইবে এবং নাড়িবে। তারপর ছিপি আঁটা বোতল গুলি লইয়া প্রত্যেকটির অগ্রভাগ মোমে

ডুবাইবে এবং তাহার উপর মোহর দিয়া একদিকে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিবে।

ধোপার কালী

ডিমের সাদা অংশ এবং জল সমান পরিমাণে মিশাইয়া উত্তমরূপে ফেটাইয়া লইবে। তারপর উহা ঘন করিবার জন্ত আবশ্যক মত মিশাইবে। পাখীর কলম ব্যবহার করিবে, লেখার পর যখন কালীটা শুকাইবে, তখন কাপড়ের পিছনে অর্থাৎ যে দিকে লেখা তাহার বিপরীত দিকে ইস্ত্রী করিয়া লইলে লেখা অথবা দাগ স্থায়ী হয়। সাবানে এই কালীর কোনো অপকার করিতে পারে না। কালীটা বেশ ভালো ছিপি আঁটা বোতলে রাখিয়া দিবে।

বেগুনী কপিং কালী

নীলাভ বেগুনী কপিং কালী করিতে ৩০০ ভাগ ফুটন্ত জল, মেথিল ভায়োলেট ৫ বি, হফ ম্যান্‌স্ ভায়োলেট ৫ বি, অথবা গুইটিয়ানা ভায়লেট বি এবং লালাভ বেগুনী করিতে উপ-রোক্ত পরিমাণ জলে মেথিল ভায়োলেট বি, আর মিশাইবে। সামান্ত পরিমাণ চিনি এইরূপ কালীর সহিত মিশাইলে ইহার কপিং এর গুণ বৃদ্ধি পায়।

উজ্জ্বল লাল কালী

ব্রেজিল কাঠ ২ আউন্স, মিউরিয়েট অবটিন ½ ড্রাম, এরাচিক এক ড্রাম—৩২ আউন্স জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধেক করিবে। তারপর ছাঁকিয়া লইবে।

কালো কালী

শেলাক ৪ আউন্স, বোরাক্স ২ আউন্স, এক কোয়ার্ট জলে মিশিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে। তারপর সামান্ত গরম জলে ২ আউন্স গাম এরাবিক গুলিয়া উহার সহিত যোগ করিবে; তৎপর উহা জ্বাল দিবে এবং উপযুক্ত রংএর জন্ত সমান ভাগ নীল এবং বাতির কালী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইবে, কয়েক ঘণ্টা কাল এইরূপে রাখিয়া পরে উহা বোতলে পুরিবে।

সবুজ কালী

৩॥০ ড্রাম প্রুসিয়ান নীল এবং ৩ ড্রাম গ্যাম-বোগের (Gamboge) সহিত ২ আউন্স (Mucilage) ঘষিয়া আধ পাইন্ট জল দিবে।

নীল কালী

চীনা নীল ৩ আউন্স, বিশুদ্ধ অক্সালিক এসিড ¼ আউন্স, চূর্ণ করা গাম এরাবিক এক আউন্স, ৬ পাইন্ট ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার বা পরিশ্রুত জলে মিশাইলেই ভাল নীল কালী হইবে।

চুল রক্ষার উপায়

এক আউন্স ভিনেগার অব ক্যান্থারাইডস্, ২ আউন্স গ্লিসিরিন ৬ আউন্স গোলাপ জলে মিশাইয়া এক রাত্রির পরে এক রাত্রি করিয়া চুলের গোড়ায় ঘষিয়া দিবে।

জমির সার

৪ পাউণ্ড নাইট্রেট অব সোডা, এমোনিয়া সালফেট এক পাউণ্ড, কাইনিট ৫ পাউণ্ড, সুপার ফস্‌ফেট অব লাইম দশ পাউণ্ড একত্রে মিশাইয়া জমিতে দিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কালী তৈয়ার

একটা তামার পাত্র মধ্যে ৮ গ্যালন জল ফুটাইয়া তাহাতে ৭ আউন্স কাঠের কয়লার নির্য্যাস দাও। উহা যাহাতে আর না ফুটে, এই ভাবে আগুণের উপর রাখ। তৎপরে এক আউন্স বাইক্রোমেট অব পটাস্ এবং ৮০ গ্রেণ প্রুসিয়েট অব পটাশ যোগ করিয়া ছাঁকিয়া লও। দেখিবে সুন্দর কালী হইয়াছে।

ষ্টোভের পালিস

(১) উত্তমরূপে চূর্ণ করা কতক গুলি অঙ্গারক লৌহ (বা পেন্সিলের সীসের গুঁড়া) লইয়া উহা শুক্‌না স্থানে রাখিয়া দাও। এক টুক্‌রা ভিজা পশমের ন্যাক্‌ড়া দিয়া উহা প্রয়োগ করিবে এবং একখানি শুক্‌না কাপড় দিয়া পালিশ করিবে। ইহাতে খুব চমৎকার পালিশ হইবে।

(২) দুইভাগ ভুতে, একভাগ পোড়া গুড়া, একভাগ কালো সীসা উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়া সরের মত কাথ তৈয়ার করিবে। এই-রূপ কাথ দ্বারা ষ্টোভ বা লোহার যে কোন জিনিস পালিশ করিয়া লইলে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, এবং দুইবার প্রয়োগের পরে আর অনেক কাল পালিশের প্রয়োজন হইবে না। ভুত দ্বারা বেশ ভালো কালো এনামেলের কাজ হইবে এবং কালো সীসা স্থায়ী ভাবে লোহার সহিত লাগিয়া যাইবে।

সুপারীর দন্ত মঞ্জন

সুপারীর গুঁড়া দুই আউন্স, বচের গুঁড়া ২ আউন্স, কাট্‌লফিস্ হাড় চূর্ণ ৪ আউন্স, চূর্ণ করা এবং তৎপরে ছাঁকা চক্ ৪ আউন্স, গুঁড়া করা গন্ধরস ১ আউন্স, দারুচিনি গুঁড়া ১ আউন্স, মার্কের এসেন্স ২ ড্রাম, কেসিয়া তেল ২০ ফোঁটা, লবঙ্গতেল, অয়েল অব পিমেণ্টো ৩০ ফোঁটা, অয়েল অব সাইট্রনেলা ১০ ফোঁটা, পরিস্কৃত ছাঁকা মধু ৪ ফ্লুইড্ আউন্স, ও প্রয়োজন মত খাঁটি গ্লিসিরিণ লইবে। গুঁড়াগুলি ভাল করিয়া মিশাইয়া গন্ধ যোগ করিবে এবং তৎপরে খুব সূক্ষ্ম চালুনী দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাকে গুঁড়া অবস্থায় না রাখিয়া যদি কেহ টুথ পেষ্ট বা দাঁত মাজার কাদা রূপে ব্যবহার করিতে চান, তবে একটি হামানদিস্তায় রাখিয়া মধু এবং গ্লিসিরিণ দিলেই বেশ নরম পেষ্ট হইবে।

নানারূপ দাগ উঠাইবার উপায়

কালীর দাগ

(১) কাপড়ে কালী পড়িলে উহা যতশীঘ্র সম্ভব ধুইয়া একটি লেবু কাটিয়া তদ্বারা ঘসিলে কালীর দাগ উঠিয়া যায়।

(২) কামরাঙ্গা বা আমরুল শাকের রস অথবা তেঁতুল দিয়া ঘ্‌সড়াইলেও দাগ উঠিয়া যায়।

(৩) গরম জলে অকজ্যালিক্ এসিড মিশাইয়া নষ্ট স্থান ধুইলেও দাগ উঠিয়া যায়; কিন্তু উহা বিষাক্ত জিনিস। কাজেই শুধু যখন দর-কার হইবে, তখন ডাক্তারের দোকান হইতে আনিয়া ব্যবহার করা উচিত।

আলকাতরা বা ছাপার কালীর দাগ

(১) কেরোসিন বা সরিষার তেলদ্বারা ঘষিলে দাগ উঠিয়া যায়। তাহার পর কিছু সোডা দিয়া কাপড় খানা সিদ্ধ করিলে আর কোন দাগ থাকে না।

(২) বেন্‌জিন (Benjene) দ্বারা ধুইলেও

আলকাতরা বা ছাপার কালীর দাগ পরিষ্কার হয়।

(৩) মটর গাড়ীর পেট্রল দ্বারা ধুইলে অতি সহজেই দাগ উঠিয়া যায়।

কলঙ্ক

আলু সিদ্ধ জলদ্বারা ধুইলে রূপার জিনিসের দাগ উঠিয়া যায়।

কাপড়ে লোহার দাগ

(১) লেবুর রসদ্বারা ঘসিয়া কিছু লবণ মাখিয়া দিলে কাপড় হইতে লোহার দাগ উঠিয়া যায়।

তাসের উপর ময়লা দাগ

ফ্লানেলের কাপড়ে একটু মাখন লইয়া ঘষিলে দাগ উঠিয়া সুন্দর পালিস হয়।

পিতলের উপর দাগ

তেঁতুল দ্বারা মাজিলে সমস্ত দাগ উঠিয়া বেশ চক্‌চকে হয়। Brasso পালিশ দিয়া ঘসিলে সব রকম দাগ উঠিয়া পিতল সোণার ন্যায় চম্‌কাইতে থাকে।

আইওডিনের দাগ

লাইকার পটাশ অথবা Sodium Theosulphate দ্বারা ধুইলে আইওডিনের দাগ উঠিয়া থাকে। ইহা কাপড়ে লাগা মাত্রই ধুইয়া ফেলা উচিত, নতুবা যে স্থানে লাগিয়াছে ঐ অংশ পুড়িয়া যাইবে। পুণঃ পুণঃ লেবুর রসে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইলেও দাগ উঠিয়া যায়।

কাঠের জিনিষের উপর দাগ

শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘসিলেই দাগ মিশিয়া যাইবে।

কাপড়ে চায়ের দাগ

সোডার দ্বারা সিদ্ধ করিলে অথবা গ্লিসারিণ দিয়া ধুইলে দাগ উঠিয়া যায়।

এনামেলের উপর দাগ

কাপড় কাচা সাবান দিয়া মাজিলে দাগ উঠিয়া বেশ পরিষ্কার হয়।

রেশমী বা পশমী কাপড়ে সাবান মিশাইয়া ধুইলে দাগ উঠিয়া যায়।

চীনামাটির জিনিষে দাগ

এমোনিয়া বা কাঠ কয়লার ছাই দ্বারা ঘষিয়া মাজিলে দাগ উঠিয়া থাকে।

ছুরীর মরিচা দাগ

পেঁয়াজের রস দিয়া ঘষিলে মরিচা উঠিয়া যায়।

কষ্টিকের দাগ

পটেসিয়াম আইওডাইড জলে গুলিয়া তাহা দ্বারা ধুইলে কাপড় হইতে দাগ উঠে।

লোহার জিনিষে মরিচা দাগ

কেরোসিনে ভিজাইয়া তাহার পর ঝামা দিয়া ঘসিলে পরিষ্কার হয়।

কাচের চিমনীর দাগ

সাবান কিম্বা কাঠের ছাই দিয়া মাজিলে পরিষ্কার হয়। নূতন বাখারীচুন দিয়া (Slaked) মাজিলে নূতনের ন্যায় পরিষ্কার হয়।

ঘামের দাগ

গরম জলে কিছু এমোনিয়া মিশাইয়া, তাহা দিয়া ধুইলে অথবা লেবুর রস দ্বারা ঘষিলেও দাগ উঠে।

পোকা মাকড় ইত্যাদি নিবারণের উপায়

তেলা পোকা

(১) ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন ফটকিরীর গুড়া ছড়াইয়া দিলে তেলা পোকার উপদ্রব নিবারণ হয়।

(২) কর্পূরতার্পিন তেল বা কাল জিরার গন্ধেও ইহারা পলাইয়া থাকে।

(৩) নেপথলীনেও কাজ হইয়া থাকে।

পিঁপড়া

(১) কর্পূরের গন্ধে পিঁপড়ার উপদ্রব কমিয়া যায়।

(২) মিষ্টি জিনিষ যাহাতে থাকে তাহার চারিদিকে জল দিয়া রাখলে তাহাতে পিঁপড়া ঢুকিতে পারে না।

(৩) কৌটার ঢাকনি খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও ভিতরে পিঁপড়া যাইতে পারে না।

ইন্দুর

(১) ইহার প্রধান শত্রু বিড়াল। ঘরে বিড়াল থাকিলে ইন্দুর সহজেই তাড়ান যায়।

(২) নানাবিধ ফাঁদ পাতিয়া ইন্দুর ধরা যায়।

(৫) খাবারের জিনিষে বিষ মাখাইয়া ইন্দুরের খাওয়ার জন্য ফেলিয়া রাখিলে খাইবা মাত্রই উহারা মরিয়া যায়। অথবা সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র পলায় এবং সেইখানেই মারা যায়। বাজারে "Rative" এবং Rough on Rats নামক ইন্দুর মারার বিষাক্ত ঔষধ সকল পাওয়া যায়। আমরা ইহা যখনই ব্যবহার করি তখনই হাতে হাতে ফল পাই। কিন্তু বাড়ীতে গৃহপালিত পশু পক্ষী, বিশেষতঃ কুকুর থাকিলে সাবধানের সহিত ব্যবহার করা দরকার এবং সর্ব্বদা নজর রাখিতে হয় যে বিষাক্ত খাদ্য ইন্দুর খাইয়াছে কিনা; যদি না খাইয়া থাকে তবে তাহা তৎক্ষণাৎ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। কিন্তু ইন্দুর না মারাই ভাল; কারণ উহা কোথাও মরিয়া পচিতে থাকিলে ঘর গন্ধে ভরিয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ অসুখেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

উকুন

নারিকেল তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া মাথায় মাখিলে বা কেরাচিন তৈল মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যায়। মাথায় ময়লা জন্মিলে উকুন হইয়া থাকে।

সাপ

সাপ কার্ব্বলিক এসিডের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না।

বাড়ীর চারিদিকে ও গর্ত্তের মধ্যে এই এসিড ছড়াইয়া দিলে সাপের ভয় কমিয়া থাকে।

ছারপোকা

(১) স্পিরিট তারপেনটাইন ও কেরাচিন তৈল একত্রে মিশাইয়া যে যে স্থানে ছারপোকা আছে সেই সেই স্থানে লাগাইলে ছারপোকা মরিয়া যায়।

(২) স্পিরিট অব স্তেপথাতেও কাজ হয়।

(৩) পেট্রোল বা গরম জলের সহিত ফিনাইল মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ছারপোকা ধ্বংস হয়।

(৪) খুব গরম জল ঢালিয়া দিলে ছারপোকা একেবারে মরিয়া যায়। চৌকি কিম্বা খাটের ফাঁকে ছারপোকা জন্মিলে গরম জল না দিলে একেবারে ধ্বংস হয় না।

(৫) জামা কাপড় ইত্যাদি রৌদ্রে মেলিয়া দিলে ছারপোকা কিছু কমিয়া থাকে। মশারি সোডা দিয়া সিদ্ধ করিয়া লওয়াই ভাল, তাহাতে ছারপোকা সমূলে মরিবে এবং জিনিষটীও পরিস্কার হইবে।

মাছি

(১) ঘর সর্ব্বদা পরিস্কার ও মেঝেটি শুকনা থাকিলে মাছি থাকিতে পারে না।

(২) ফিনাইল জলে গুলিয়া ছিটাইয়া দিলে মাছি পলাইয়া যায়।

উই পোকা

(১) কেরোচিন ও তার্পিণ তেল একত্রে মিশাইয়া দিলে উই পোকা মরিয়া যায়।

(২) ফিনাইল কিংবা আলকাতরা দিলেও উপদ্রব নিবারিত হয়।

(৩) তুঁতের জলে উই পোকা পলাইয়া যায়।

মশা

ঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া নারিকেলের ছোবরা দিয়া খুব ধুপ দিলে মশা বাহির হইয়া থাকে। ঘরে অপরিস্কার ও মাকড়সার জাল হইলে মশা বাড়িয়া থাকে।

মাকড়সা

ঘরে মাকড়সার জাল হওয়া মাত্রই ঝাড়িয়া ফেলা উচিত, তাহা হইলে মাকড়সা আর উঠিতে পারিবে না।

বইর পোকা

(১) আঠার সহিত কিছু তুঁতে মিশাইয়া বই বাঁধিলে পোকায় বই কাটিতে পারে না।

(২) নেপথলীন দিয়া বই রাখিলে পোকা নিবারিত হয়।

(৩) বইএর পিছনে কিছু নিম পাতা জমা করিয়া রাখিলেও কাজ হয়।

(৪) মাঝে মাঝে বইগুলি বাহির করিয়া পৃষ্ঠাগুলি ওলট পালট করিয়া খুব ঝাড়া উচিত। ইহাতে ভিতরে যে পোকা থাকিবে তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। বই ভাল রাখিতে হইলে ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

কাপড়ের পোকা

যে বাক্সে গরম ও অন্যান্য কাপড় থাকে, সেই বাক্সের কাঠে কিছু তার্পিণ তেল মাখাইয়া দিলে কাপড় পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। কাপড়ের ভাজে কিছু কিছু ন্যাপথলিন রাখিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে জিনিষ ভাল থাকে, পোকাও কাপড় কাটিতে পারে না।

স্বদেশী সিগারেট

ভারতবর্ষে প্রতিমাসে ১২,০০,০০০৲ টাকার সিগারেট আমদানী হয়। এই অর্থের শতকরা ৯৬ ভাগ ইংলণ্ডে যায়; এই সিগারেট ব্যবসাযের লাভ হইতেই ইংরেজের সুবর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মিত। আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ আছে যে, এই সব বিদেশীয় সিগারেটের ব্যবসায়ের জনৈক অংশীদার মিঃ সি, এইচ, ইগস্ করাচীতে তাহার কোন ভারতীয় বন্ধুর সহিত কথা প্রসঙ্গে বলিযাছিলেন —"তোমাদের এই ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের মূল্য কতটুকু? ভারতে সিগারেট ব্যবসায়ে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছি উহা স্তূপাকৃত করিলে পর্ব্বতের চেয়েও উচ্চ এবং সুবৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য অপেক্ষাও বৃহত্তর হইবে।" আমরা আশাকরি প্রত্যেক ভারতবাসীই একথা স্মরণ রাখিবে এবং কখনই বিস্মৃত হইবে না। এই সুবর্ণ পাহাড়ের মূল উৎস কোথায়? এক ভারত-বর্ষই ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে—এই অর্থ সঞ্চয়ে খোরাক জুগিয়েছে।

ভারতবর্ষে শত শত সিগারেট ফ্যাক্টরী আরম্ভ হইয়াছিল—এখনও ইহাদের কোন কোনটি বর্ত্তমান আছে। এই বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের দিনে পুরাতন সিগারেট ফ্যাক্টরীগুলি আবার দেখা দিয়াছে; কিন্তু তাহাদের আয়ুস্কাল অধিক দিন বলিয়া মনে হয় না। কারণ চাহিদা ও গুণে উহারা বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম নহে—সমুদয় বিদেশী সিগারেটই ভার্জ্জিনিয়া তামাক হইতে প্রস্তুত এবং আমাদের দেশবাসীরা এই ভার্জ্জিনিয়া সিগারেট পান করিতে অভ্যস্ত।—"অভ্যাসই স্বভাবে পরিণত হয়।" ইহা চিরন্তন স্বীকৃত সত্য; এবং অভ্যস্ত বলিয়াই আমাদের দেশবাসীরা বিদেশী সিগারেট ব্যবহার করে—কর্ত্তব্য বোধেও দেশী দ্রব্যকে সহানুভূতি দেখায না। আমাদের স্বদেশী কোম্পানীগুলির ব্যর্থতার ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ।

যাহা হউক, অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, রেঙ্গুণের মেসার্স ইণ্ডো বার্ম্মা টোবাকো কোম্পানী সর্ব্ববৃহৎ অটোমেটিক ফ্যাক্টরী আরম্ভ করিয়া একটি বহুদিনের অভাব দূর করিয়াছেন। এই ফ্যাক্টরীতে প্রতি মিনিটে ১৫,০০০ সিগারেট তৈয়ারী হয়। বিশুদ্ধ ভারতীয় দ্রব্য হইতে এই সিগারেট উৎপন্ন। সর্ব্বপ্রকারে স্বদেশী বলিয়াই বার্ম্মা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ আর, আর, কোয়ারেকান প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যবহারের জন্য এই সিগারেট অনুমোদন করিয়াছেন। আমরাও প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য ইহা অনুমোদন করি এবং ধূম-পায়ী প্রত্যেক ভারতবাসীর সহানুভূতি প্রার্থনা করি। কেবলমাত্র এই কোম্পানীই "ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ" এর সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের নিয়মাবলী।

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য।

মূল্য।

"ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ নগদ ৫।০, ভিঃ পিঃতে লইলে ৫।৵০, প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য কলিকাতায় হাতে ।০, ডাকে ।৵০, নমুনা চাহিলেও ঠিক ঐরূপ মূল্য লাগে। কিন্তু নমুনা বলিয়া আমরা কোন বিশেষ সংখ্যা ছাপাই না। চালের যে কোন সংখ্যা পাঠাই। বিনামূল্যে কিম্বা ভিঃ পিঃ ডাকে কাহাকেও নমুনা পাঠানো হয় না। অগ্রিম মূল্য বা আট আনার পোষ্টেজ পাঠাইলে তবে নমুনা পাঠানো হয়। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়; এবং বৎসরের যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম হইতে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে কাগজ লইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা।

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে ও আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগকে জানাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ডাক বিভাগে তাহার তদন্ত করিয়া সেই তদন্তের মর্ম্ম এবং ফলাফল আমাদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে। নতুবা গ্রাহকদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যাখানির জন্য মূল্য ও ডাকমাশুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন অথবা ঠিকানা পরিবর্ত্তন।

বিজ্ঞাপন কিম্বা ঠিকানা বদলাইতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যেই জানানো চাই, নচেৎ কাগজ না পাইলে কিম্বা বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত না হইলে আমরা দায়ী নহি।

পত্রোত্তর।

রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাইলে সাধারণতঃ কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি।

টিকিট দেওয়া থাকিলে কিম্বা পাঠাইয়া দিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। প্রবন্ধ "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইবে কি না, তাহা প্রবন্ধ পাঠাইবার এক পক্ষকাল পরে রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী।

"ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী" অধ্যায়ে যাঁহারা মফঃস্বলের নানা বন্দর, হাট, বাজার, গঞ্জ, মোকাম এবং আড়তদারদিগের নাম, ঠিকানা এবং সেই সকল স্থানের আমদানী রপ্তানী দ্রব্যাদির বিশেষ বিবরণ সঠিক সংগ্রহ করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশের জন্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হইলে, একখানি বিনামূল্যে উপহার পাইবেন; কিন্তু অন্ততঃ চারিটী মোকামের বিবরণ পাঠানো চাই।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য।

মলাটের ১ম অর্দ্ধপৃষ্ঠা	৫০৲	মলাটের ২য় এবং ৩য় পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ স্থানের চার্জ্জ—	৩০৲
মলাটের ২য় পৃষ্ঠা	৪০৲	পুস্তকান্তে সম্মুখের পৃষ্ঠার চার্জ্জ :—	৫০৲
মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲		
মলাটের ৪র্থ বা শেষ পৃষ্ঠা	৭০৲	পুস্তকের ভিতর প্রবন্ধাদির মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে তাহার চার্জ্জ :—	৩০৲
বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রকাশ করিলে সাধারণ পৃষ্ঠা	২০৲		

ভ্রম সংশোধন

গত বীমা বার্ষিক সংখ্যায় ছাপাখানার ত্রুটী বশতঃ যে সকল কোম্পানীর প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে ভুল ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে আমরা এইখানে তাহার একটী সংশোধিত বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

১। ২৯নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থিত বম্বে লাইফ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের বিবরণের মধ্যে ৭৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—১৯৩০ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৮, ৯৭, ৫০০ টাকা। কিন্তু উহা ৫৯, ৯৭,০০০ টাকা হইবে।

২। ৮২৩—২৪ পৃষ্ঠায় ইন্‌সিওরেন্স এজেন্ট দিগের কন্‌ফারেন্সের যে বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাতে ভ্রম ক্রমে গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। উহার নাম হইবে "দি ইণ্ডিয়া প্রভিডেন্ট কোম্পানী লিমিটেড।"

৩। ৭৯৫ পৃষ্ঠায় এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর বিবরণের মধ্যে যে বাড়ীর ছবি দেওয়া হইয়াছে উহা এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার বাড়ী।

৭৯৯ পৃষ্ঠার দশম লাইনে এম্পায়ারের বার্ষিক কাজের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকা লেখা হইয়াছে। উহা ৭০ লক্ষ টাকা হইবে।

৪। ৭৬৩ পৃষ্ঠায় ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্স লিমিটেডের যে বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাতে গত কয়েক বৎসরে মাত্র ৯ লক্ষ টাকার পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে বলিয়া লেখা হইয়াছে। উহা সংশোধিত হইয়া হইবে ৬০ লক্ষ টাকার পলিসি বাহির হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বোনাসের সম্বন্ধে ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্স প্রতি হাজারে ৫০৲ টাকার বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া লেখা হইয়াছে; উহা সংশোধিত হইয়া ২৫৲ টাকা হইবে।

যে সকল দেশী বীমা কোম্পানী স্ত্রীলোক-দিগের জীবন বীমা করিয়া থাকেন ৬৭১ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের একটী তালিকা বাহির হইয়াছে। উক্ত তালিকায় ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্সের নাম নাই। আমরা তাঁহাদিগের পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্সও স্ত্রীলোকদের জীবন বীমা করিয়া থাকেন এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলি পলিসি ইস্যু করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বীমা কোম্পানী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহাদের কোম্পানীর বিশেষত্ব, কার্য্যের ক্ষেত্র, প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধি, এজেন্টদের movements বা গতি বিধি সঞ্চয় দাবীর টাকা মিটাইবার সংবাদ,—বীমা বিষয়ক নানারূপ জাল, প্রবঞ্চনা ও শঠতার সংবাদ ইত্যাদি নানা আনু-ষঙ্গিক ব্যাপারের বিবরণ যদি প্রতিমাসে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন তবে আমরা আনন্দের সহিত তাহা পত্রস্থ করিতে পারি। কোনও কাগজকে একটী প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদিগের সর্ব্বদা সহকারিতা করার দরকার। তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহাদের কোম্পানীর প্রচারের নাম উন্মুক্ত হয় অপর দিকে তেমনি বীমা বিষয়ক নানারূপ সংবাদ বাহির হইতে থাকায় জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষত বীমা কর্ম্মীদের মধ্যে বীমা সংক্রান্ত জ্ঞানের যথেষ্ট প্রচার হইতে থাকে। এই জন্য বীমা ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল লোককেই আমরা নানারূপ সংবাদ পাঠাইবার জন্য পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

সম্পাদক

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩৮ | ১১শ সংখ্যা

ভারতে কৃষি-শিক্ষা

যদি দুনিয়ার কোন দেশে আশু কৃষিশিক্ষা বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন থাকে ত সে ভারতবর্ষে। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, ভারতের আয়তন ১৮০২৬০০ বর্গ মাইল। ইহাতে প্রায় একত্রিশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ লোকের বাস। এই সংখ্যার প্রায় শতকরা ৭১ জন লোক কৃষিজীবী এবং বাকী ২৯ জনের মধ্যে আরও ২৪ জন কোন না কোনভাবে কৃষি হইতেই গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করিয়া থাকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, সে দেশে কৃষিশিক্ষার সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই। জাতির অন্ন উৎপাদনের ও দেশের ধন উৎপাদনের সমস্ত ভার নিরক্ষর কৃষককুলের উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্তমনে কাল কাটাইতেছি।

সকল কার্য্যেই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। উকিল হইতে যাও শিক্ষার প্রয়োজন—ডাক্তার হইতে যাও শিক্ষার প্রয়োজন, এঞ্জিনিয়ার হইতে যাও শিক্ষার প্রয়োজন—কেবল কৃষিকর্ম্মটাই কি এতই সহজ যে কৃষক হইতে গেলে বিন্দুমাত্র শিক্ষার প্রয়োজন নাই? অথবা ইহাই হয় ত আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় যাহা, তাহা আমরা নিরক্ষর এবং অনভিজ্ঞের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ভালবাসি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ই নারী-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় কাল। অথচ এই সঙ্কটময় কালে তাহাকে উদ্ধার করিবার ভার

যাহার উপর দেওয়া হয় সে একজন নীচকুলোদ্ভবা অপরিচ্ছন্না অনভিজ্ঞা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। ইহার ফলে কত মাতা কত পুত্র যে অকালে প্রাণ হারাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও অনেকটা অনুরূপ। একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা একটী তরুণমতি বালককে শিক্ষা দেওয়া আরও কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারটী সম্পন্ন করিবার ভার যাহাদিগের উপর দেওয়া হয়, তাহাদিগের বিদ্যার দৌড় অপেক্ষা বেত্রের দৈর্ঘ্য যে অনেক অধিক এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের এরূপ অদ্ভুদ্ আচরণের কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহার ফলে যে অসংখ্য বালকের উন্নতির পথ চিররুদ্ধ হইয়া যাইতেছে তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের ধনোৎপাদনের প্রধানতম উপায় হইল কৃষিকর্ম্ম। সেই কৃষিকর্ম্মকে অবহেলা করার জন্যই আমাদিগের এই দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে জমীতে প্রতি বিঘায় অন্যান্য দেশের তুলনায় ফসলের পরিমাণ নিতান্ত কম হইয়া থাকে। এক একর জমীতে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয় ঈজিপ্ট বা আমেরিকায় এক একর জমীতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার আমেরিকা বা ঈজিপ্টের তুলা ভারতীয় তুলা অপেক্ষা গুণের দিক দিয়াও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। শুধু যে তুলার বেলাই এই কথা খাটে তাহা নহে, ইক্ষু বা ধান্যাদির বেলাও একথা প্রযোজ্য। যে কারণেই এইরূপ ঘটুক না কেন, ইহা যে ভারতের গৌরবের পরিচায়ক নহে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ভারতের কৃষির দুর্দ্দশার অনেক কারণ আছে। তবে কৃষকের দুর্দ্দশাই তাহাদের অন্যতম। কৃষকের অবস্থা ফিরিলেই কৃষিরও উন্নতি হইবে। কিন্তু কৃষিই ত কৃষকের একমাত্র অবলম্বন! কৃষির উন্নতি না হইলে কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসিবে কেমন করিয়া? আমার মনে হয়, কৃষককুলের দারুণ অজ্ঞতাই কৃষি ও কৃষকের সকল অনর্থের মূল। এ দেশের জমীর জোত ছোট একথা অস্বীকার করিতেছি না। জমীর জোত বড় হইলে আরও ভাল হইত। কৃষককুল যে ঋণগ্রস্ত ইহাও মানিয়া লই। কৃষককুল অঋণী থাকিলে কোনই কথা উঠিত না। তবে আমার মনে হয়, ভারতের কৃষাণ যে ঋণ-জালজড়িত তাহার প্রধান কারণ সে তাহার জমীতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করিতে অপারগ। অন্য দেশের কৃষকের মত সেও যদি প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট তুলা, আঁক, ধান প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে জমীর জোত ছোট হওয়া সত্বেও সম্ভবতঃ তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত হাহাকার করিতে হইত না। অন্য দেশের কৃষকের মত সে যে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করিতে পারে না তাহার কারণ সে অনক্ষর অজ্ঞ। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে কিরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা—কি ভাবে বীজ নির্ব্বাচন করিতে পারিলে একই মাপের ফসল বেশী দামে বিক্রয় করা যাইতে পারে—এ সকল বিষয় ভারতীয় কৃষক জানে না। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের কৃষকেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে অভিজ্ঞ। কাজেই তাহারা এক গুণের যায়গায় দশগুণ ফসল ফলাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে,—আর আমরা দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছি না।

দেশে কৃষিশিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে ?

দেশের মধ্যে কৃষিশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ঐ শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ যে কোন চেষ্টা হইয়াছে এমন কথা বোধ হয় কেহই বলিতে পারিবেন না। দেশের পক্ষ হইতে ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা হয়ই নাই; বরং গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করিতেছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সে প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সে প্রচেষ্টার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতে স্বতঃই মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

কৃষির উন্নতি করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটী বিভাগ খুলিয়াছেন। আমি কৃষি বিভাগের কথাই বলিতেছি। এই বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য দেশের কৃষি এবং কৃষকের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। ভারতবাসীদিগকে কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য ভারতের স্থানে স্থানে কয়েকটী কৃষিবিদ্যালয় এবং রিসার্চ্চ করিবার জন্য কয়েকটী কলেজও গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে খোলা হইয়াছে। এই সমস্ত স্কুল বা কলেজ হইতে প্রতি বৎসর অনেকগুলি করিয়া ছেলে পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু তাহাতে দেশের যে বিশেষ লাভ হইতেছে এমন মনে করিবার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শিক্ষা নিষ্ফল হয় কেন ?

দস্তুর মত লেখাপড়া শেখা সত্ত্বেও যে এ দেশের ছেলেরা দেশের কোনই উপকারে আসে না—ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন কৃষিকলেজের পাঠ্য তালিকা বা শিক্ষণীয় বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হইবে—"এত বিরাট বিরাট পুস্তক পাঠ করিয়া—এত অসংখ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষায়তনের বাহিরে আসিয়া ছেলেরা আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না কেন ?" এই "কেন"র সদুত্তর দিতে হইলে অনেক কথাই ভাবিয়া দেখিতে হয়।

অনেক সময় আমরা যুবকদিগকে তিরস্কার করিবার সময় উত্তেজনার বশে তাহাদিগের উন্নতির পথে অন্তরায়গুলির কথা ভুলিয়া যাই; অথবা মনে থাকিলেও হয়ত মনে না থাকিবার ভাণ করি। অবশ্য ইহাতে একটু লাভ আছে। দিন দিন কঠিন দিন পড়িতেছে। অর্থোপার্জ্জনের সকল পথই প্রায় অবরুদ্ধ। যুবকদল স্কুল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেখিতেছে—তাহাদের সে শিক্ষা ফলাইবার ক্ষেত্র বা অবসর তাহাদের নাই। এক্ষেত্রে তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু সে সন্ধান বলিয়া দিবার মত বিদ্যা বা বুদ্ধি সকলের নাই। অথচ বিজ্ঞ সাজিবার সখ আছে সকলেরই। কাজেই চোখ ঘুরাইয়া,মাথা দোলাইয়া মুরুব্বিয়ানা চালে সকলেই বলিতেছেন—"ভো! ভো! যুবকবৃন্দ! তোমরা অপদার্থ! তোমরা লেখাপড়া শিখিয়া ভূত হইতেছ। কেননা লেখাপড়া শিখিয়াও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেছ না। তোমরা চাকুরী করিও না কেননা উহা গোলামী; তোমরা ওকালতি করিও না—কেননা উহা ছ্যাঁচড়ামি; তোমরা অন্য কিছু কর—কিন্তু সেই "কিছু" যে কি, যদিও তাহা আমরা সম্প্রতি বলিয়া দিতে পারি না।"

কৃষি-কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়া

ছেলেরা যে বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না তাহার প্রধান কারণ স্বাধীনভাবে কাজ আরম্ভ করিবার মত অর্থ বা জমীজমা তাহাদের নাই। আমার মনে হয়, উপযুক্ত ভাবে ছাত্র নির্ব্বাচন করিতে পারিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজ সমূহে ছাত্র ভর্ত্তি করিবার সময় তাহাদের Meritএর উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদিগকে ভর্ত্তি করা হয়। এই ব্যবস্থাটী খুব ভাল বলিয়া মনে হয় না। যাহাদের চাষ করিবার উপযোগী প্রচুর জমীজমা আছে তাহাদের যদি Collegeএ ভর্ত্তি হইবার নিম্নতম গুণ (Minimum qualification) ও থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকেই ভর্ত্তি করা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, তাহা হইলে কলেজ হইতে বাহির হইবার পর তাহাদিগকে চাকুরীর জন্ত লালায়িত হইতে হইবে না—তাহারা নিজেরাই কৃষিক্ষেত্র খুলিয়া নিজেদের বিদ্যা কাজে খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিতে পারিবে।

জমীদার গৃহ হইতে ছাত্র সংগ্রহ কর

বাংলা দেশে জমীদার শ্রেণীর মধ্য হইতেই ছাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। কেননা বাংলার জমীদারেরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এক জোতে অনেক জমি সংগ্রহ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আরম্ভ

করিতে হইলে যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য যে প্রাথমিক মূলধনের আবশ্যক তাহার জন্যও তাঁহাদিগকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

এখন কথা হইতেছে ইচ্ছা করিলেই জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কৃষি শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক এমন ছাত্র পাওয়া যাইবে কিনা! বাংলা যদি বাংলা না হইয়া বিলাত বা আমেরিকা হইত তাহা হইলে এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন মনেও জাগিত না। বিলাত বা আমেরিকায় কৃষিকর্ম্মটা ঘৃণার বস্তু নহে। সেখানে কৃষকেরা ঘৃণা অপেক্ষা গৌরবই লাভ করে বেশী। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন একজন কৃষক, এবং কৃষক বলিয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কৃষিপ্রধান—কৃষিপ্রধান বলিলে ভুল হইতে পারে—এই কৃষিজীবী দেশে কৃষিকর্ম্মটা ঘৃণ্য কাজের মধ্যে গণ্য। কিন্তু সুখের বিষয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের মতি-গতির পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আর শিক্ষিত এবং তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম করাটাকে অপমান জনক বলিয়া মনে করে না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জমীদার পুত্রকে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়ত একরূপ অসম্ভব ছিল—কিন্তু আজকাল এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যে একেবারেই অসম্ভব—এমন কথা কেহ বলিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

শিক্ষার দোষ নাই

শিক্ষার নিতান্ত দোষ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলেজের পাঠ্য তালিকার দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া ইহার মধ্যে খুঁত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেন না কৃষি কলেজে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

১। Agricultural Chemistry বা কৃষি রসায়ন। কিভাবে মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিতে হয়; সার পরীক্ষা করিবার উপায়; বৃক্ষ জীবনে সারের প্রভাব ইত্যাদি।

২। Botany বা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব।

৩। Entomology—কীটতত্ত্ব। নানা প্রকারের কীট পতঙ্গ শস্যের হানি করিয়া থাকে। এইজন্য কীটপতঙ্গের জীবনী—তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগ—কোনগুলি ভাল, কোন্‌গুলি মন্দ—তাহাদের ধ্বংস করিবার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৪। Mythology—ছত্রক বিজ্ঞান। ছাতারোগ উদ্ভিদের একটী প্রধান শত্রু। ইহাতে প্রতি বৎসর বহুতর শস্য নষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই কিরূপে ছাতা রোগ নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

৫। Bacteriology—বা জীবাণু তত্ত্ব।

৬। Veterinary Science—পশু পালন ও পশু চিকিৎসা।

৭। Agricultural Engineering—কৃষি সম্বন্ধীয় এঞ্জিনীয়ারিং।

৮। Dairying গরুর যত্ন, গো-দহন, মাখন, ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

৯। Agricultural Science—কৃষি বিজ্ঞান।

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে একজন শিক্ষিত কৃষকের যাহা কিছু শিক্ষা করিবার আছে সে সমস্তই—বর্ত্তমান কালীন কৃষি কলেজ সমূহে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তথাপি যে ছেলেরা

বিশেষ কিছুই কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না কেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা চিরদিনই অসম্পূর্ণ

অনর্থক শিক্ষা প্রণালীর দোষ দিয়া লাভ কি? বিদ্যালয় যতই উত্তম হউক না কেন—শিক্ষাপ্রণালী যতই সুন্দর হউক না কেন, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই কেহ কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারে না। কেন না, বিদ্যালয়ের লেবরেটারী বা তৎসংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রের সহিত বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রভেদ আকাশ পাতাল লের প্রভেদের ন্যায় সুবিশাল। বিদ্যালয় গুলির ইহা যদি দোষ হয়—তাহা হইলে বলিতে হইবে এদোষ অপরিহার্য্য—ইহা শোধরাইয়া লইবার কোনই উপায় নাই জমির উপসত্ত্ব সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান কালীন আইন কানুন যত দিন অব্যাহত থাকিবে অন্ততঃ তত-কালের জন্য সৎউদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট ও জমিদারবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা না করিলে এদেশে কৃষির সবিশেষ উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

জমিদারের ঔদাসীন্য

জমিদার ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে আত্মীয়তার অভাব ও এদেশের কৃষির দুরবস্থার অন্যতম কারণ কৃষির উন্নতি কল্পে গভর্ণমেণ্টের যতখানি করা উচিত ছিল অবশ্য তাঁহারা ততখানি চেষ্টা করেন নাই। তবুও ত তাহারা আংশিক ভাবেও তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। কিন্তু দেশের জমিদার বৃন্দ কী করিয়াছেন! তাঁহাদের কি সময়মত খাজনা আদায় করা ছাড়া প্রজাপুঞ্জের প্রতি আর কিছুই দায়িত্ব নাই? জমি তাঁহাদের; কাজেই জমির উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাঁহারা সে-কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বতো-ভাবে পরাঙ্মুখ; যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের ক্রটি বিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া ঢক্কানিনাদে নিজেকে স্বদেশ হিতৈষী বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের কার্য্যাবলির প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ প্রজাপুঞ্জের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট ও জমিদার শ্রেণী—"এক ভস্ম আর ছার" মাত্র।

প্রতীকারের উপায় কি।

যাহা হউক জমিদার শ্রেণীর মধ্য হইতে যদি কৃষি কলেজের নিমিত্ত ছাত্র সংগ্রহের চেষ্টা করা যায় একবার বলিলে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহার

হইলে জমির প্রতি জমিদারদিগের যে ঔদাসীন্যের ভাব দেখা যাইতেছে তাহা লোপ পাইতে পারে। কিন্তু এখনই যে অধিক সংখ্যক জমিদার পুত্র সহরের বিলাস সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পল্লী-গ্রামের কর্দ্দমাক্ত প্রান্তরে ফিরিয়া যাইতে চাহবে এরূপ আশা করা যায় না। সহরের আকর্ষণ আফিংএর নেশার মত। এ আকর্ষণ একদিনে ছিন্ন করা অসম্ভব। আফিংখোর যেমন একদিনে আফিং খাওয়া পরিত্যাগ করিতে পারেনা অল্পে অল্পে তাহাকে আফিংএর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ বড়লোকেরা সকলেই একদিনে সহরের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, অল্পে অল্পে তাহাদের কর্ম্মজীবনের দুঃখ সহাইয়া লইতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার কথা।

কিন্তু যাক্, ইহাত গেল উচ্চশিক্ষার কথা; উচ্চশিক্ষার অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন আরও বেশী। উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিবে কয়েকজন মাত্র। কেননা, উহা লাভ করিবার মত সময় বা সামর্থ্য সকলের নাই; এবং যাহারা উহা লাভ করিবে তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরাই জমী চাষ করিবে না —জমী চাষ করাইবে অপরকে দিয়া। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বেলায় এ কথা খাটে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ দেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ কৃষক যাহারা নিজের হাতে জমীতে লাঙ্গল দেয়, চাষ করে ইত্যাদি। একথাও সকলেই জানেন যে, ইহাদের সকলেইঅশিক্ষিত। পুরুষানুক্রমে চাষের কাজে নিযুক্ত বলিয়া চাষবাস সম্বন্ধে ইহাদের মোটামুটি অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে বটে; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পক্ষে সে অভিজ্ঞতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কাজেই কৃষির উন্নতিই যদি কাঙ্ক্ষনীয় হয়, তাহা হইলে অশিক্ষিত কৃষককুল যাহারা Actual tillers of the ground তাহাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন "এদেশের জমীর জোত ছোট—কৃষি শিক্ষা বিস্তার করিয়া লাভ কি? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিতে গেলে এক বন্দে অনেক জমীর প্রয়োজন।"—উচ্চশিক্ষার বেলায় একথা প্রযোজ্য বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বেলা ওকথা সর্ব্বৈব যুক্তিহীন; বরং জমীর জোত ছোট বলিয়াই ত কৃষকের কিছু কিছু বিদ্যাবুদ্ধি থাকা প্রয়োজন! জমী প্রচুর থাকিলে যেমন তেমন করিয়া চাষ করিলেও যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা কৃষকের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ক্ষুদ্র একখণ্ড জমীকে উপলক্ষ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আত্যন্তিক চাষ বা Intensive cultivation ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; এবং শিক্ষা দীক্ষা না থাকিলে Intensive cultivation করিয়া লাভবান হইবার উপায় নাই।

এখন কথা হইতেছে কৃষি বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়? ছাত্রদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতভেদ থাকা একরূপ অবশ্যম্ভাবী বলিলেই চলে। তবে আমার মনে হয় যে কোন প্রাথমিক কৃষি বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীতে শিক্ষাদান করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে:—

১। মাতৃভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারা। খুব দিগগজ পণ্ডিত হইবার প্রয়োজন নাই।

মোটামুটি একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে।

২। শুভঙ্করী ও পাটিগণিতের কিছু কিছু।

৩। Irrigation.

৪। উন্নত প্রণালীতে চাষ করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

৫। বীজ নির্ব্বাচন।

৬। কৃষিশিক্ষা অর্থাৎ জমি চাষ করিবার প্রণালী, বীজ বপন, শস্য রোপণ, শস্যকে সকল প্রকার শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায়, শস্য কর্ত্তন, ঝাড়াই ইত্যাদি।

৭। আবহাওয়া সম্বন্ধীয় শিক্ষা অর্থাৎ মেঘ বা বাতাস দেখিয়া বৃষ্টি হইবে কি না বুঝিতে পারা ইত্যাদি।

৮। সারের ব্যবহার ও উপযোগীতা।

৯। পশুপালন।

উল্লিখিত বিষয় সমূহে শিক্ষাদান করিবার সময় পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী করা অপেক্ষা হাতে কলমে কাজ শিখাইবার দিকেই বেশী ঝোঁক দিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের কৃষককুলের আর্থিক অবস্থা যেরূপ অস্বচ্ছল তাহাতে দরিদ্র কৃষকের ছেলে যে বেশী বয়স পর্যন্ত গৃহের কাজ ছাড়িয়া স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে তাহা নহে।

যাহা হউক উল্লিখিত বিষয় সমূহে সম্যকরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এমন একটি করিয়া কৃষি বিদ্যালয় প্রত্যেক জেলায় খুলিতে হইবে।
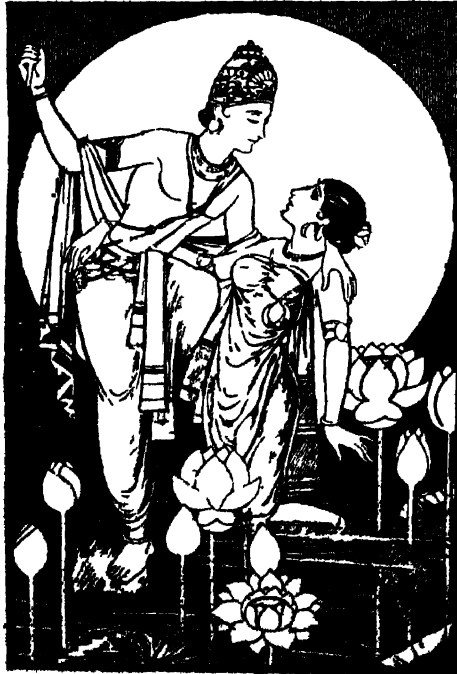
এজন্য কয়েকটি করিয়া stipend এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলা হইতে এইরূপ শিক্ষিত ছাত্র প্রতি বৎসর দলে দলে বাহির হইতে থাকিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে কৃষির এবং কৃষকের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এরূপ আশা করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে?

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলেই যে ইঁদুরের সকল আপদ চুকিয়া যাইবে, ইহাই যেন স্থির হইল; কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে?

উপরে যে ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা বলা হইয়াছে সে ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ত বহু অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ যোগাইবার ভার কাহার উপর থাকিবে?

বলা বাহুল্য এই ব্যয় ভার বহন করিবার প্রধান দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের। যদি অর্থ সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় ভার কমাইয়া তাহার কিয়দংশ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিয়োজিত করিলেও লাভ বৈ লোকসান নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেলপথ বিস্তারের জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। অবশ্য রেলপথ বিস্তারে দেশের যথেষ্ট লাভ আছে; কিন্তু জনসাধারণের মোট লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া "বাজেট" তৈয়ারি করা যদি গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে মনে হয়, লৌহবর্ত্মের আবর্ত্তে রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া না দিয়া তাহার একাংশ কৃষি শিক্ষা বিস্তার কল্পে ব্যয় করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

জমিদারদিগের দায়িত্ব

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি শিক্ষার ব্যয় ভার বহনের প্রধান দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের। কিন্তু দেশের ধনী জমিদারেরাও অনায়াসে ইহার সকল দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারেন না। জনসাধারণের সহিত গভর্ণমেণ্টের যোগ না থাকিলে একা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন কিছুই করিয়া উঠা অসম্ভব। কোন দেশেই একা গভর্ণমেণ্ট কৃষি শিল্পের সম্যক উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্ট অগ্রণী বা পথ প্রদর্শক হইতে পারেন মাত্র। দেশপ্রেমিক ধনীদিগকে সেই পথ অনুসরণ করিতে হয়

শিক্ষা বিস্তারের অন্য উপায়

এপর্য্যন্ত কৃষি শিক্ষা বিস্তার কল্পে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয় স্থাপন ব্যতীত অন্য উপায়েও শিক্ষা বিস্তার করা যায়। সংবাদ পত্রাদি, মাসিক বা দৈনিক এবং পুস্তিকাদি প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষিত করা যায়। ইউরোপ এবং আমেরিকার নানাস্থানে সম্প্রতি রেডিওর সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে কৃষি এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞান প্রচারের বিপুল আয়োজন করা হইতেছে। তাহা ছাড়া ম্যাজিক লণ্ঠন ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই সকল বিষয় প্রচার করার জন্য প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগে এক এক প্রচারক বাহিনী নিযুক্ত আছে।

গভর্ণমেণ্টের কথা

গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে কৃষি বিভাগ খোলা হইয়াছে সেই কৃষি বিভাগ হইতে সময়

সময় নানা প্রয়োজনীয় পুস্তিকাদি প্রচারিত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত পুস্তিকায় অনেক সময় অনেক মূল্যবান তথ্যই লিখিত থাকে। কাজেই কৃষকেরা সেইগুলি পাঠ করিতে পারিলে দেশের অনেক উপকার হইত। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, যে তাহার অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় লিখিত; কৃষকদিগের তাহার এক অক্ষরও বুঝিবার সাধ্য নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে শতকরা দুই জন লোকও মাতৃভাষায় লিখিতে পড়িতে জানে কি না সন্দেহ—সে দেশে কৃষি বিষয়ক পুস্তিকাদি ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাদিগের উপকার করিতে চাহেন বা উপহাস করিতে চাহেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কথামালার গল্পে পড়িয়াছিলাম এক শৃগাল একটী সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া থালায় করিয়া সুস্বাদু ঝোল পরিবেশন করিয়াছিল। থালায় ঠোকর মারিয়া ক্ষুধার্ত্ত সারসের উদরের জ্বালা ত বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই, অধিকন্তু ঠোঁটের জ্বালাই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। এস্থলে শৃগাল মুখে অতিথিকে যত্ন করিবার আগ্রহ দেখাইলেও দুর্ব্বল অতিথিকে বিদ্রূপ করাই ছিল তাহার অন্তরের প্রকৃত অভিলাষ। আমি বলিতে চাহি না যে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত গল্পোক্ত শৃগালের মত ব্যবহার করিতেছেন, কেন না গভর্ণমেণ্ট জানেন যে গল্পোক্ত সারসও তবু শৃগালের প্রতি প্রতিশোধ লইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সে শক্তিটুকুও নাই; —তথাপি যদি কেহ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত দোষ দেওয়া যায় না।

গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে ভিন্ন মত আছে কিনা জানি না; কিন্তু দেশবাসী সকলেই একমত যে কৃষি বিভাগ হইতে প্রচারিত সমস্ত পুস্তিকাদিই দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট বলিবেন টাকার অভাব; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না। গভর্ণমেণ্ট যদি কিছু টাকা খরচ করিতে রাজী থাকেন তাহা হইলেও আমার মনে হয় অন্য উপায়েও কৃষি বিভাগের কার্য্যাবলী দেশের মধ্যে প্রচার করা যাইতে পারে। দেশের মধ্যে যে সমস্ত কৃষি বিষয়ক বা শিল্প বিষয়ক পত্রিকাদি রহিয়াছে তাহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিলে সম্ভবতঃ তাহারা গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদাদি অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে অসম্মত হইবে না। এ ব্যবস্থা কতখানি যুক্তিসঙ্গত, গভর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

সম্পাদকের দায়িত্ব

এতো গেল গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের কথা। এইবার দেশের সম্পাদক সম্প্রদায়কে দুই চারিটী কথা বলিয়াই বিদায় লইব।

সম্পাদকদিগকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা সকলেই জানেন, দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার গুরুদায়িত্ব তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত। তাঁহারা জানেন যে একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপেক্ষা একজন সংবাদ পত্রের সম্পাদক বা সাহিত্যিক ঢের অল্প সময়ের মধ্যে ঢের বেশী সংখ্যক লোককে ঢের বেশী শিক্ষা-

শিখাইয়া দিতে পারেন। কাজেই এ সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাদিগকে তাঁহারা নিজ নিজ দায়িত্ব কি ভাবে পালন করিতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আলোচনা বনাম সমালোচনা

আজকাল যে কোন দৈনিক বা মাসিক পত্রিকা খুলিলে সন্দেহ হয় সম্পাদকগণ বুঝি মনে করিতেছেন গভর্ণমেণ্টকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অবসান হইল। বস্তুতঃ আলোচনা অপেক্ষা সমালোচনার ভাগই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আমি সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতেছি না। তবে আমার মনে হয়, সমালোচনা অপেক্ষা আলোচনার প্রয়োজন অনেক বেশী।

গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখা চোখা শর পরিত্যাগ করিতে পারিলে অর্থ এবং যশ এই উভয় বস্তুই অতি সহজেই লাভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একমাত্র ঐ উপায়েই যাঁহারা দেশোদ্ধার করিতে চাহেন তাঁহাদের সাধনা সম্পূর্ণ নিস্ফল। গভর্ণমেণ্টের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও—তাঁহাদিগের মন্দ কাজের প্রতিবাদ কর—ইহা সম্পাদকের কর্ত্তব্য, কিন্তু ঐ খানেই যদি কর্ত্তব্যের ইতি হইল মনে কর তাহা হইলে মস্ত ভুল হইবে। নিজেদের বাঁচিবার জন্য নিজেদেরও ত চেষ্টা থাকা চাই! গভর্ণমেণ্ট আলো জ্বালাইয়া দিল না বলিয়া আমাদিগকে যে চিরদিন অন্ধকারে থাকিতে হইবে তাহার মানে কি? আমাদের দেশে কত সংবাদ পত্র মাসিক পত্র আছে, তাহাদের সাহায্যে কৃষি-বিষয়ক সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় খবরাখবর প্রচারিত না হইলে আমরা চিরদিন যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইব!

শিক্ষার জন্য যে যে বিদ্যালয় খোলা হইবে তাহার সংলগ্ন অন্ততঃ দুইশত একর জমি থাকা আবশ্যক। এই জমীতে ছেলেদের দ্বারা চাষ করাইয়া তাহাদিগকে practical training দেওয়া হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রপাতি ও গরু ঘোড়া প্রভৃতি কৃষি সহায় পশু পক্ষীও আমরা চাই। সর্ব্বোপরি অভিজ্ঞ এবং বহুদর্শী ব্যক্তিদিগকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

শুধু স্কুল খুলিলেই চলিবে না প্রথম প্রথম ছাত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক জিলা বোর্ড হইতে উপযুক্ত ছাত্রদিগের শিক্ষার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। তাহাতে একদিকে কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ক'রে কৃষির যেমন একটা উৎকর্ষ সাধন হইবে, তেমনি নিরক্ষরতা দূর হইয়া তাহাদের অন্তরে একটি জ্ঞানের আলোক এবং শিক্ষার প্রচেষ্টা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে।

দুনিয়ার এই দুরবস্থার দিনে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ভূষিত হইয়া সংসার প্রতিপালন করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে; ঘরমুখো এবং পরমুখো বাঙ্গালীর জাত আমরা—এসব কথা লিখে লিখে আর শুনে শুনেই কর্ণ ঝালাপালা করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তবে একটি সুখের বিষয় এই যে আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের এই সুজল সুফলা শস্য শ্যামলা সোণার দেশে আবার সেই পূর্ব্বযুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে, সেই আনন্দরোল, সেই হাসির লহরী আবার ঘরে ঘরে প্রত্যেকের মুখে

প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র লইয়া পরের দুয়ারে দুয়ারে নকরি নকরি করিয়া বাঙ্গালী আজ অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত; তার ক্ষুধায় অন্ন নাই, রোগে চিকিৎসা নাই, শোকে সান্ত্বনা নাই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই—ঘরে ঘরে কেবল রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা ও যন্ত্রণা। বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী আর কতদিন এইভাবে দিন কাটাইবে? আজ এই সব কথা ভেবে দেখবার দিন এসেছে।

চা ও কফিপানের ফলাফল

(কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভিমত)

চা ও কফিপান সম্বন্ধে আলোচনা আমরা নানা বিষয়ে করিতে পারি; তন্মধ্যে স্বাস্থ্য, মিতব্যয়িতা, ঔষধ ও বিজ্ঞানবাদ ইত্যাদি যেদিক দিয়াই আমরা ইহার বিচার করি না কেন, ইহা যে একটা মস্ত চিত্তাকর্ষক বিষয়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

চা ও কফি উভয় বস্তুর মধ্যে alkaloid 'এ্যাল্‌কালয়েড্' বা caffeine 'কেফিন্' নামক এক প্রকার সুরাসার বিদ্যমান আছে এবং ইহা পান করিলে তাহা হইতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 'কেফিন' আছে বলিয়া কফি নাম হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে আমরা 'কেফিন' শব্দ চা ও কফির মধ্যস্থ সুরাসারের সত্তা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছি।

বৈজ্ঞানিক তথ্য পরীক্ষার ফলে চা ও কফি পানের ফলাফল সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাই আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাংলায়, কফিপানের প্রচলন এখনো হয় নাই, কিন্তু চা পান আজকাল অনেকেই করিয়া থাকেন। মাদ্রাজ ব্যতীত ভারতের অন্য সকল প্রদেশেই চা পান বিশেষ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, মন্দ্রাজীরা চা অপেক্ষা কফিকে বেশী পেয়ার করিয়া থাকেন। তবে বিজ্ঞানের চক্ষে ইহার গুণাগুণ হিসাবে উভয় বস্তুই প্রায় এক—উভয়ের ফলাফলের তারতম্য নগণ্য বলিলেই হয়। সেবনে উভয় বস্তুই অনিষ্টকর।

Caffein "কেফেইন" এর প্রধান কাজ

প্রথমতঃ, "কেফেইন" শরীরের মধ্যে প্রবেশমাত্র শরীরের কেন্দ্রস্থিত স্নায়ু সকলকে সতেজ করিয়া তোলে—ইহাতে মস্তিষ্কের ও মেরুদণ্ডের স্নায়ুগুলিকেও সতেজ করে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে শরীরের নিস্তেজ পেশীগুলিকে তৎক্ষণাৎ সতেজ করিয়া তোলে; তাহার ফলে মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এবং সকল অবসাদ ও শ্রান্তি দূর করে।

তৃতীয়তঃ, 'কেফেইন' এর মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা থাকায়, ইহা হৃৎপিণ্ডের ন্যায় কাজ করে; সুতরাং ইহা পান করা

মাত্র রক্তের গতির উন্নতি সাধন করে। চতুর্থতঃ, ইহা kidney বা মূত্রাশয়ের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করে বলিয়া প্রস্রাবের গতি সরল রাখে এবং মূত্রাশয়ের কোনো অনিষ্ট করে না। এই সকল কারণে কেফেইন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বিশেষ করিয়া যে সকল রোগীর শরীরের মধ্যে জলীয় ভাগ অতিরিক্ত রকমে থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অব্যর্থ উপকারী।

"কেফেইন" পানের উপকারিতা

আমাদের দেশের লোকের মনে চা ও কফি পান সম্বন্ধে অনেক প্রকার কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে কতখানি খাপ খায়, এই অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতামত পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি কোনো জিনিসের কোনো সৎগুণ থাকে, তাহার অজ্ঞতা দূর করা যেমন একদিকে বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য, তেমনি যদি তাহার কোনো অসৎ গুণ থাকে, তাহাও প্রকাশিত করিয়া লোকের চোখের সামনে ফুটাইয়া তোলা—এবং তাহা হইতে সাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য। প্রতীচ্যের জনৈক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই প্রবন্ধে তুলনার মানদণ্ড যথাসম্ভব সমভাবে ধরিয়া চা ও কফি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ইহা পাঠ করিয়া অনেকের চক্ষু ফুটিবে।

সাধারণতঃ এক পেয়ালা চা'তে মোটামুটি ১.৫ গ্রেণ "কেফেইন" থাকে; এবং কফির ভিতর শতকরা ১.২ ভাগ ও চাতে শতকরা ২ ভাগ "কেফেইন" থাকে। কফি বা চা যাহাই আমরা পান করি না কেন, স্থুলকথা ৫ গ্রেণের বেশী "কেফেইন" খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর; পরিমিত মাত্রায় "কেফেইন" পান করিলে তাহার ফল এইরূপ দাঁড়ায়, যথা—

ধারণাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট ও উন্নত হয়, চিন্তাশক্তির প্রবাহ সহজ ও দ্রুতগামী হয়, আলস্য ও শ্রান্তি দূরীভূত হয়, মস্তিষ্কের কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অতি সহজে বোধগম্য হয় এবং ধারণাশক্তির সাফল্য ক্রমেই বাড়ে। সর্ব্বোপরি ইহাতে মানসিক কাজ-কর্ম্মের দক্ষতা ও নিখুঁতভাবে কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হোলিং-ওয়ার্ড সাহেব তাহার অনেক ছাত্র ও সহকারী শিক্ষকদের ৪০ দিন "কেফেইন" খাওয়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এক দলকে তিনি Citrated Caffeine (সাইট্রেটেড্ কেফেইন) এবং আর এক দলকে তিনি শুধু চিনি ও দুধ দিয়া এই Experiment করিয়াছেন। এইরূপে হাজার হাজার বার পরীক্ষা করিয়া তিনি ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে মানসিক শক্তিতে সকল রকম কঠিন সমস্যার ভঞ্জন হয়, কেফেইন ব্যবহার করিয়া সে শক্তি তীব্র ও নিখুঁত হইয়াছে। গণিতের অঙ্কাদি কষারও ক্ষমতা ইহাতে বাড়িয়াছে। "কেফেইন" পান করার এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করা গিয়াছে এবং তাহা অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়াছে। যে মাত্রায় সেবন করা হইয়াছে, তাহা ১ হইতে ৪ গ্রেণ অথবা ·০৬ হইতে ·২৫ গ্রামস্ সাইট্রেটেড কেফেইন। যাহাদিগকে ৬ গ্রেণ বা ·৩৯ গ্রামস্ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। ইহাও

প্রমাণ করা হইয়াছে যে টাইপরাইটিংএর speed বা দ্রুততা অল্পমাত্রায় "কেফেইন" পানে বাড়িয়াছে ও ভুল-ভ্রান্তি তাহাতে অনেক কম হইয়াছে।

ইউরোপ যখন চা ও কফি পান করা প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন অনেকে বলাবলি করিত, এই নুতন পানীয় সাধারণের মদ্যপানের অভ্যাস কমাইয়া দিয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ লেখক ১৭৪৮ সালে লিখিয়াছিলেন, "অন্য যাহাই হউক না কেন, চা ও কফি পান প্রচলিত হওয়ায় যে মদ্য পানের ফ্যাসনটা সমাজে কমিয়া গিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। আমাদের পরিবারবর্গ যে এখন পয়সা খরচ করিয়া 'মাতাল' সাজে না ইহাই প্রশংসার কথা।" চা বা কফি মানুষের আনন্দবর্দ্ধন করে, কিন্তু মানুষকে গোল্লায় পাঠায় না।

অতিরিক্ত পানের কুফল

চা বা কফি যাহারা অতিরিক্ত মাত্রায় দৈনিক পান করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার কুফলগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে :—Dyspepsia জাতীয় নানারকমের অজীর্ণ রোগ, স্নায়ু শিথিলতা যাহা হইতে পরে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জন্মে, অস্থিরতা, চঞ্চলতা, উত্তেজনা, কম্প, অনিদ্রা বা অল্প নিদ্রা, মাথাঘোরা, মাথাধরা, মানসিক গোলমাল, বুক ধড়ফড় করা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও মূর্চ্ছা ইত্যাদি। তবে এই সকলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কম মাত্রায় চা ও কফি পান করা দরকার, এবং যাহারা মাত্রা বাড়াইয়া এই রোগের কবলে পড়িয়াছে, মাত্রা কমাইলে তাহাদের রোগ সারিতে পারে।

Tea-tasters বা যাহারা প্রচুর পরিমাণে চা সর্ব্বদা চাখিয়া থাকে, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তামাক, মদ এবং এই শ্রেণীর অন্য নেশাকর দ্রব্যও এই অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। এক পেয়ালা চা এবং কফির মধ্যে যে পরিমাণ 'কেফেইন' থাকে তাহা খাইয়া কেহ মারা গিয়াছে বলিয়া এপর্য্যন্ত শোনা যায় নাই, কিন্তু ১০ গ্রামের (১৩০ গ্রেণের) অতিরিক্ত পান করিলে, যাহা অন্ততঃ ১ পাউণ্ড চা'তে থাকে, মারাত্মক হইতে পারে।

কেফিনের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে।—

যাহারা 'কেফিন' পানের ফলে কোনো রোগের কবলে পড়িয়াছে, এই শ্রেণীর দুর্ব্বল লোকদিগকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে চা ও কফি হইতে 'কেফিনের' মাত্রা কমাইবার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক ইহার মধ্যে Caffeol 'কেফ্‌ওল' নামক যে এক প্রকার volatile উড্ডীয়মান তৈলের মত পদার্থ থাকে, তাহাতে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটায় বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন। তবে 'কেফিন' এর মধ্যে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটাইবার জিনিসও আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোনো কোন ব্যাপারে একটা বিশেষত্ব ইহার দেখা গিয়াছে, যাহাতে ইহার অনিষ্টকারিতার সন্তোষ-জনক কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাহারা চা পান করিতে অভ্যস্থ তাহারা দিবা-রাত্রির যে কোনো সময় চা পান করিলে কখনো তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু যদি তাহারা রাত্রে কফি পান করে, তবে হয়ত সমস্ত রাত্রিতে তাহাদের আর ঘুম হয় না। পক্ষান্তরে যাহারা কফি পান

করিতে অভ্যস্ত, তাহারা রাত্রে চা পান করিলে আদৌ তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ হয় না। ইহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিশেষ পাওয়া যায় না, কেননা উভয় জিনিসের মধ্যেই 'কেফিন' বর্ত্তমান আছে।

পরিমিত ব্যবহারে কুফল নাই।

মোটের উপর কথা হইতেছে যে চা ও কফি পরিমিতভাবে ব্যবহার করিলে তাহাতে উপকার ছাড়া কোনো অপকার হয় না; বরং যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে চা ও কফি পানে শরীরে যেটুকু স্ফূর্ত্তি বা আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহার তুলনায় ইহার দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই বেশী দেখা যায়। তবে ইহার দোষের জন্য আমরা পানকারীর Common sense বা সহজ বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিকে দায়ী করিতে পারি; যদি কেহ কাণ্ড-জ্ঞান শূন্য হইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় কফি বা চা'খোর হইয়া পড়ে, তাহার ঐ সকল কথিত কুফলের হাত হইতে নিস্তার নাই।

যদি আমরা (over eating) অতিরিক্ত ভোজনের সঙ্গে চা ও কফি পানের তুলনা করি, তবে উভয়ের ফলাফল যে একইরূপ দূষনীয় তাহা সহজে বুঝিতে পারিব। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত ভোজনে শুধু যে মানুষকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে তাহা নহে, ইহাতে মেদ বৃদ্ধি করিয়া মানুষের আয়ুষ্কাল কমাইয়া দেয়; সেজন্য কথায় বলে অল্পাহারী দীর্ঘায়ু হয়। বিশেষতঃ অতিরিক্ত ভোজনে ভুঁড়ি ইত্যাদি বাড়িয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতভাব করিয়া দেয়। আজকাল যুবক-বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নিজ নিজ অঙ্গ সৌষ্ঠব বজায় রাখিতে ব্যস্ত; অল্পাহারী শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষার সঙ্গে কর্ম্ম-প্রাণতাও সমভাবে রক্ষা করিতে পারে। অপরদিকে গুরুভোজন মানুষকে ক্রমে অদ্ভুত আকারের 'মাংসপিণ্ড' করিয়া মরণের পথে টানিয়া আনে। যদিও চা ও কফি পানে ক্ষুধা-শক্তির কিয়ৎ পরিমাণে হানি হয়, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে গুরুভোজনের গুরুতর পাপ অপেক্ষা চা ও কফি পানের কুফল খুব বেশী নহে।
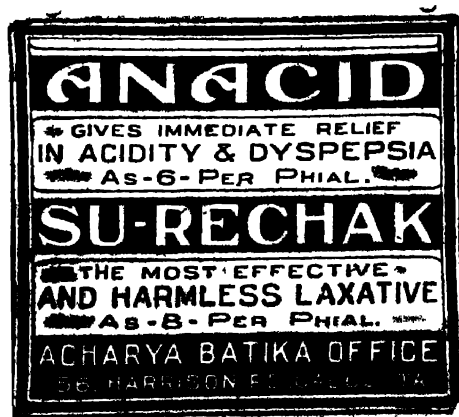
মানভূমের কুটীর শিল্প

[শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী]

তসর

মানভূমের তসরশিল্প ভারতের জাতীয় সম্পদ। কুটিরবাসী গ্রাম্য পরিবারের স্ত্রী পুরুষদের স্বাধীন শ্রমের দ্বারা প্রস্তুত। বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় এবং স্বদেশী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শিল্পটি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। মানভূমের রঘুনাথপুর, নওয়াগড়, সিংবজার প্রভৃতি বহু গ্রামে তসর প্রস্তুত হয়। বাউরী, সাঁওতাল, ভুঁইয়া, মাহাত প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা 'গুটি' আবাদ করে। সেই গুটি তাঁতিরা কিনিয়া লয়। প্রতি তাঁতি পরিবারে মেয়েরা সুতা প্রস্তুত করে ও পুরুষেরা তাঁত বুনিয়া তসর প্রস্তুত করে। রঘুনাথ পুর, সিংবাজার ও নওয়াগড়ের তাঁতিরা বৎসরে তিনলক্ষ টাকার তসর প্রস্তুত করিতে পারে। চাহিদার অভাবে বর্ত্তমানে ৫০০০০ টাকার তসর প্রস্তুত হয়। ২৫০০০ টাকার গুটি বাউরী সাঁওতাল মাহাতরা বিক্রয় করে। ১৫০টি তাঁতি পরিবারে মেয়েরা গড়ে প্রতি পরিবারে বর্ত্তমানে বার্ষিক ৮০৲ টাকা রোজগার করে, তাঁতিরাও ঐরূপ। বাজার পাইলে ও কর্ম্মীদের সাহায্য পাইলে বৎসরে তিনলক্ষ টাকা তসর তাহারা অক্লেশেই দিতে পারে।

শ্রদ্ধেয় দেশনেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। গান্ধী আশ্রম মানভূমের এই শিল্পোন্নতির জন্য অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু কর্ম্মীদের মানভূম প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই।

দর :— ১০ হাত সাড়ী ভাল ৬৷৷০
১১ „ „ ৭৷০
১২ „ „ ৮৷০

ব্লাউজ পিস্ ৷০

থান :—প্রতি গজ এক টাকা হইতে

ধুতি :—প্রতি জোড়া ৬৲ হইতে ৮৲

চাদর :— „ „ ৬৲ „ ৮৲

মানভূমের কংগ্রেস কর্ম্মীরা, পল্লী কর্ম্মীরা সকলেই বর্ত্তমানে কারারুদ্ধ। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দিনও আসন্ন। ক্রমশঃ একদল কর্ম্মী যদি মানভূমের দরিদ্র পল্লীবাসীদের শ্রমের দ্বারা প্রস্তুত তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জনের অবলম্বন ঐ শিল্পের প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন ও তসর কাটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশের একটি শিল্পের সহিত দেশের বহু দরিদ্র পরিবার বাঁচিয়া যায়। বিশেষ বিবরণ নিম্ন ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র মজুমদার—৭০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা। তসর খাদিসঙ্ঘ—পুরুলিয়া।

শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী—মানভূম পল্লীমঙ্গল সমিতি, পোঃ মুরাড়ি, মানভূম।

খদ্দর

মানভূমের সনাতন, কালাপাথর প্রভৃতি

গ্রামে এবং বহু সাঁওতাল পল্লীতে যথেষ্ট পরিমাণে চরকায় সূতা প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত কাটুনীদের নিকট হইতে সূতা লইয়া খদ্দর প্রস্তুত কার্য্য বেশ সুন্দরভাবে চলিতে পারে। মানভূমের প্রয়োজনীয় খাদি মানভূমে প্রস্তুত করিবার জন্য যদি একদল যুবক অগ্রসর হন তাহা হইলে মানভূমের একটি বিরাট সমস্যার সমাধান হয়। যে যে প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, সেগুলি বে আইনী ঘোষিত হওয়ায় ও কর্ম্মীরা কারারুদ্ধ হওয়ায় কেবলমাত্র এই বিষয়ের জন্য যুবকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গ্রামে গ্রামে যাইয়া ঘরে ঘরে চরকা চালাইবার ব্যবস্থা ও প্রতি পরিবারের প্রয়োজনীয় কাপড়ের সূতা প্রতি পরিবারে উৎপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করা সকলেরই উচিৎ।

ঝালদার ছুরি, কাঁচি ও অস্ত্রশস্ত্র

ঝালদার লৌহশিল্প সকলেরই সুপরিচিত। ঝালদার শিল্পীদের নির্ম্মিত ছুরি, কাঁচি, তরোয়াল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র খুবই সুন্দর। মূল্য অল্প, অথচ মজবুত এবং কার্য্যকরী। মানভূমের বাহিরের সর্ব্বত্র এই লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রচলন করিয়া এই শিল্পটিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে সকলেরই চেষ্টিত হওয়া উচিৎ।

বাঁশের কাজ

বাঁশ হইতে ঝুড়ি, টুকরি, বাক্স, টুকি, ডালা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বহু প্রকারের জিনিষ তৈয়ারী করিয়া মানভূমের মাহালি ও ডোমেরা তলব্ধ অর্থে জীবিকা অর্জ্জন করে।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কাজ করে। এক একটি মহিলা দিনে অন্ততঃ ৵০ ও পুরুষ এক টাকা উপার্জ্জন করে। তাহারা অনেকে বাঁশের চাষ করে। মানভূমে বাঁশ যথেষ্ট কিনিতে পাওয়া যায়। ঝালদাতে সুন্দর বাঁশের ছড়ি তৈরী হয়।

তালপাতার কাজ

ডোম, বাউরী প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা তালপাতা হইতে চাটাই তৈয়ারী করে। মানভূমে চাটাই খুব বেশী বিক্রয় হয়। প্রত্যেকটি চাটাইর দাম ⁄১০ হইতে ৶০। প্রত্যেকে এই উপায়ে অন্ততঃ দিন ।৵০ উপার্জ্জন করে। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই কাজ করে।

কাঠের ঝুড়ি

মানভূম জঙ্গলে "আঁটুড়ি" নামে এক প্রকার গাছ জন্মে। ইহা দ্বারা মাহালীডোম, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা ঝুড়ি তৈয়ার করে। দাম ⁄১০ হইতে ৶০; স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা সকলেই প্রস্তুত করিতে পারে। দৈনিক উপার্জ্জন ||০ আনা হইতে ৸০ আনা।

গালার কাজ

লাক্ষার চাষ মানভূমের সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। লাক্ষা হইতে গালা প্রস্তুত করা হয় ও তাহা বিক্রয় হয়। গালা দিয়া অন্যান্য জিনিষ তৈয়ারী করয়াও বিক্রয় করা হয়।

সিকা তৈয়ার

"কঙ্গা" গাছের শণ হইতে দড়ি প্রস্তুত করিয়া সিকা প্রস্তুত করিয়া একশ্রেণীর লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দৈনিক উপার্জ্জন গড়ে ||০ আনা।

মালা তৈয়ার

তুলসীর মালা এবং অন্যান্য মালা তৈয়ার করিয়া অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করে—আয় দৈনিক ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা।

ঘুঁঙ তৈয়ার—(পাতার বর্ষাতি)

বর্ষাকালে পাতা দিয়া এক প্রকার বর্ষাতি তৈয়ার করা হয়। সাঁওতালেরা এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। দাম প্রতি বর্ষাতি ৴১০ হইতে ।০ আনা। উপার্জ্জন দৈনিক জনপ্রতি ৷৷০ আনা। ডোম ও মাহালীরা বাঁশ ও তালপাতা দিয়া ছাতি তৈয়ার করে, মূল্য বড় ৷৷০ আনা ছোট ।০ আনা।

শিংএর চিরুণী

এক শ্রেণীর লোক কাড়া ও গরুর শিং হইতে চিরুণী তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিয়া তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে—দৈনিক আয় গড়ে জন-প্রতি ৷৷০ ; এই চিরুণীই মানভূমের পল্লীতে সর্ব্বত্র প্রচলিত। লোকে ক্বচিৎ অন্য চিরুণী ব্যবহার করে।

কাঠের পুতুল

কাঠের পুতুল তৈয়ার করিয়া এক শ্রেণীর লোক গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৷৷০ আনা হইতে এক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

পাথরের বাসনপত্র

চাণ্ডিলে পাথরের বাসন তৈয়ারী হয়। মানভূমের আরও অনেক স্থানে পাথরের বাসন তৈয়ারী করিয়া তৎবিক্রয়লব্ধ অর্থে বহু লোক জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, কুমারের কাজ এবং জাল বোনা পলুই তৈয়ার প্রভৃতি কাজ দ্বারা বহুলোক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

মৃণ্ময়মূর্ত্তি গঠন

কাশীপুরে স্বর্গীয় কান্তিপালের পুত্রদের নির্ম্মিত মৃণ্ময়মূর্ত্তি বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। পঞ্চকোটের মহারাজা বাহাদুর এই শিল্পীদের শিল্প-সম্ভারকে অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। মৃণ্ময়মূর্ত্তি গঠন দ্বারা কান্তিপাল পরিবার যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। চিত্র বিদ্যাতেও তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী। তাঁহারা মৃণ্ময়মূর্ত্তি গঠন করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করেন।

পিতল নির্ম্মিত দ্রব্য ও বাসন নির্ম্মাণ

পিতল ও কাঁসার বাসন নির্ম্মাণ করিয়া এক শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জ্জন করেন।

পিতলের মাপিবার পাত্র

পিতলের সের, পাই, আধ পাই, পোয়া, আধ পোয়া, ছটাক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া কুঁইরি ও মালার জাতীয় লোকেরা জীবিকা অর্জ্জন করে।

কাঠের পাই

সের, পোয়া, আধ পোয়া, ছটাক, খাটের পায়া কুঁদিয়া কড়া জাতীয় এক শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। দৈনিক জনপ্রতি আয় ৷৷০ হইতে ১৲ টাকা।

ঝালদা, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে টিন, করগেট হইতে মগ, বালতি তৈয়ার করিয়া ও ল্যাম্প প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বহু লোক জীবন ধারণ করে।

রঞ্জন কার্য্য

মানভূমের অনেক স্থানে কাপড় রং ও ছাপ দিবার ব্যবসা করিয়া অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

রঘুনাথপুরের প্রসাধন দ্রব্য

রায় চৌধুরী ভ্রাতৃবৃন্দের চেষ্টায় আবিষ্কৃত নানারূপ প্রসাধন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অনেক

নিষ্কর্ম্মা যুবক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। জিনিষগুলি উৎকৃষ্ট অথচ মূল্য সুলভ।

ঠোঙ্গা তৈয়ারী, রেশমের কাজ, উলের কাজ, কার্পেটের কাজ, ছবিতে কাপড় পরান, জামা তৈয়ার, গেঞ্জী মোজা বোনা প্রভৃতি কাজগুলিও পল্লীলক্ষ্মীরা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতেছেন। অনেকে এই উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনও করিতেছেন।

মেসিনের সুঁচ তৈয়ারী

মুরাডি গ্রামে এক নাপিত সিঙ্গার মেসিনে কাজ করিবার উপযুক্ত সুঁচ তৈয়ারী করিতেছে, তাহার নাম রমণী নাপিত। মাছের বঁড়শী প্রভৃতিও সে সুন্দরভাবে প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছে।

সাবানের কারখানা

মানভূমে অনেক স্থলে সাবান তৈয়ার হইতেছে। অনেক যুবক অল্প মূলধনে সাবান তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ করিয়া উপার্জ্জন করিতেছেন।

জুতা তৈয়ার

মানভূমের প্রায় অধিকাংশ পল্লীতেই মুচি আছে ও তাহারা জুতা তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। মূল্য প্রতি জোড়া ॥০ হইতে ১॥০ পর্য্যন্ত। মানভূমের পল্লীবাসীই এই জুতা ব্যবহার করেন।

স্বপ্ন ফল

মানুষ মাত্রেই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে ; এবং স্বপ্নকে ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ এবং আপদ বিপদের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া মনে করে। ইহা কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই প্রচলিত নহে, শিক্ষিত অশিক্ষিত সভ্য ও অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই স্বপ্নে বিশ্বাস করা একটি প্রধান সংস্কার। কার্য্যক্ষেত্রে অনেক স্বপ্নের ফল ফলিয়া থাকে বলিয়াই ইহাকে নিছক ভ্রান্ত সংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অনেক স্বপ্ন সত্য হয়, আবার অনেকগুলি হয় না। সুতরাং ইহাকে একেবারে বিশ্বাস করাও চলে না, আবার ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। নানা দেশে স্বপ্ন ফল সম্পর্কে নানারূপ সংস্কার বিদ্যমান আছে। এই প্রবন্ধে তাহার সামান্য কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হইবে।

স্বপ্নেরও আবার বিভাগ আছে। অনেক সময় লোক জীব জন্তু জিনিসপত্র প্রভৃতির দৃশ্য অত্যন্ত অসংলগ্ন ও এলোমেলো ভাবে দেখিয়া থাকে। এসকল স্বপ্নে ভবিষ্যতের কোনো ইসারা বা নির্দ্দেশ থাকে না। গুরুভোজন হইলে অথবা অন্য কোনও কারণে খাদ্যদ্রব্য হজম না হইলেই মানুষ এইরূপ হিজিবিজি, মাথামুণ্ডহীন অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখে। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের ইহা একটি লক্ষণ। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখা স্নায়ুর বিশৃঙ্খলা বা দৈহিক উত্তেজনার আর একটি লক্ষণ। স্বাভাবিক অবস্থার ঘুমের মধ্যে যে সকল সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাকেই ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া কথিত হয়। অনেকে বলেন, কতকগুলি বিষয় যাহা স্বপ্নে দেখা যায়, কার্য্যে তাহার উল্টা ফল ফলে। এইরূপ পরের মৃত্যু দেখিলে নিজের বা আত্মীয়গণের কাহারো মৃত্যুর আশঙ্কা বুঝিবে। আত্মীয়ের শোক দেখিলে পরের শোক বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয়ের প্রচলিত স্বপ্ন ফল নিম্নে বর্ণিত হইল।

অদ্ভুত বাসস্থান—জীবনের পরিবর্ত্তন সূচনা করে। যদি দেখা যায় সেই ঘর হইতে কাহাকেও তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে বুঝিতে হইবে।

নৌকা বা জাহাজ ভ্রমণে—সাফল্য। বিদেশ ভ্রমণে ভাগ্য পরিবর্ত্তন সূচিত হয়।

অনুপস্থিত ব্যক্তি—যদি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অসুস্থ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার বিপদ বুঝিতে হইবে। সুস্থ দেখিলে বুঝিতে হইবে তাহারা সুখে আছে।

প্রাচুর্য্যে কোনও কিছু একস্থানে খুব বেশী দেখিলে অভাব বুঝিতে হইবে।

গর্ত্ত বা নিম্নে পতনে—আসন্ন বিপদ সূচনা করে।

বাজীকর—জীবনের ঝুঁকি বা বিপদ বুঝায়।

সাজসজ্জা—পরিপাটিরূপে সাজিতেছি এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে আয় অথবা অন্য কোনো আর্থিক হ্রাস হইবার আশঙ্কা।

দুঃখ কষ্ট—সৌভাগ্যের পূর্ব্বাভাষ।

উপদেশ বা অনুশাসন—কেহ উপদেশ দিতেছে দেখিলে বুঝিতে হইবে ব্যবসায়ে বিপদ সম্মুখে।

স্নেহের অবজ্ঞা—ইহার উল্টা বুঝায়।

যন্ত্রণায়—সমৃদ্ধি বুঝিতে হইবে।

অঙ্গচ্ছেদ—আত্মীয়গণের মধ্যে কাহারও মৃত্যুজ্ঞাপক।

নোঙর—নাবিককে প্রেমিক বা স্বামীরূপে পাইবার সম্ভাবনা।

পরী—বন্ধুগণের সহিত সুখ ও শান্তি সূচনা করে।

ক্রোধ—স্বপ্নে বন্ধুর প্রতি ক্রোধ দেখিলে বুঝিতে হইবে তাঁহার বন্ধুত্বে খাঁদ নাই।

বড়শী ছিপ—মাছধরা স্বপ্নে দেখা সমৃদ্ধির চিহ্ন।

পিঁপড়া বা অন্য পোকা—বাসস্থান পরিবর্ত্তন বুঝায়।

বাঁদর—দেখিলে শত্রুতা অথবা বিপদের আশঙ্কা।

পোষাক পরিচ্ছদ—সাদা পোষাকে সৌভাগ্য, কালো পোষাকে দুর্ভাগ্য, নীল পোষাকে সমৃদ্ধি। বেগুনী পোষাকে বিপদ ও বন্ধু বিচ্ছেদ। নানা-রূপ বর্ণের পরিচ্ছদে সুখ, দুঃখ বিপদ বাধা মিশ্রিত ভাগ্য।

প্রশংসা—প্রশংসা স্বপ্নে দেখিলে নিজের কেলেঙ্কারী বুঝিতে হইবে।

আপেল—প্রেম ও সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করে।

ভস্ম—প্রেমিকের ঈর্ষা এবং ক্ষতি ও বিপদ সূচিত হয়।

হত্যাকারী—হত্যাকারী স্বপ্নে দেখিলে বুঝিতে হইবে বন্ধুগণ অকপট নহে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায়।

আশ্রয়—ঝঞ্ঝাট অথবা খুব সম্ভবতঃ দারিদ্র্যের চিহ্ন।

নীলাম—কোনো কিছু খরিদ করিলে তাহাতে ঠকিতে হইবে।

শিশু—শিশুদিগকে শুশ্রূষা করা স্বপ্নে দেখিলে দুঃখ বুঝিতে হইবে।

ব্যাগ্‌পাইপ বাদ্যযন্ত্র—দুর্ভাগ্য সূচিত হয়।

নাজির—ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌভাগ্য সূচনা করে।

উপরের বারান্দা—উপরের বারান্দায় প্রেমিক বা প্রেমিকার সহিত বসিয়া গল্প করিতেছি এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে তাহার ঈর্ষা বা বিদ্বেষ বুঝিতে হইবে।

বেলুন—বেলুনের স্বপ্নে ব্যবসায়ে বহু লাভের ফন্দী নির্দ্দেশ করে।

ভোজ সভা—সমৃদ্ধি সূচক।

স্নান—ঠাণ্ডা জলে স্নান স্বপ্নে দেখিলে আনন্দ, গরম জলে স্নানে বেদনা বুঝিবে।

ভল্লুকের—স্বপ্নে ছোটখাটো বিপত্তি বুঝায়।

বিছানা প্রস্তুত—বিছানা প্রস্তুত করা স্বপ্নে দেখিলে বৃহত্তর বাড়ীতে বাস করা অদৃষ্টে আছে।

ঘণ্টায়—বিবাহ ও সৌভাগ্য বুঝায়।

ভিক্ষা দান—ভিক্ষা দান স্বপ্নে দেখিলে সৌভাগ্য সূচনা করে।

পাখী উড়া—পাখীউড়া স্বপ্নে দেখিলে বুঝিবে টাকা আসিতেছে।

বিস্কুটে—পীড়া বুঝায়।

কামড়ে—যাহাকে বন্ধু মনে হইয়াছে সে ক্ষতি করিবে।

অন্ধতা—যে প্রেমে পড়িয়াছে সে যদি ত হার অন্ধতা স্বপ্নে দেখে তবে বুঝিতে হইবে তাহার নির্ব্বাচন ভাল হয় নাই।

রক্ত—খারাপ চিহ্ন।

নৌকা—সাধারণ শান্ত নদীতে নৌকা সৌভাগ্য সূচক, তরঙ্গায়িত জলে নৌকা দুঃখ সূচনা করে।

নূতন শিরস্ত্রাণ—স্বপ্ন দর্শকের প্রশংসাকারী বাড়িতেছে বুঝায়।

বই—অবিবাহিতা নারী বই স্বপ্ন দেখিলে সে একজন বিদ্বান স্বামী পাইবে বুঝিতে হইবে।

বুট জুতা—তোমার অবিমৃষ্যকারিতা হইতে তোমাকে সতর্ক করিতেছে।

ফুলের তোড়া—বিবাহে বিলম্ব বুঝায়।

শ্রীরাসবিহারী কড়ুরি।

জন্ম---১৬ই মাঘ, ১২৫১ সাল।   মৃত্যু---৩০এ মাঘ, ১৩৩৮ সাল।

পরলোকগত রাসবিহারী কড়ুরী

[শ্রী সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্-সি]

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ, একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী কেরাণী,—আর অশিক্ষিত বাঙ্গালী মুজুর একথা চিরদিনই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই বাংলাদেশে এমন কয়েকজন কৃতকর্ম্মা পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, যাঁহারা বাঙ্গালীর চিরন্তন অপবাদ বিদুরিত করিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি ও সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজ আমি যাঁহার জীবনকথা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি, তিনি ঐ সকল কৃতকর্ম্মা পুরুষদেরই একজন।

বাংলা ১২৫১ সালে ১৬ই মাঘ হাবড়া জেলার অন্তর্গত মাকরদহ গ্রামে প্রসিদ্ধ মাহিষ্য বংশে রাসবিহারী কড়ুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ কড়ুরী স্বগ্রামে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া উহা কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিতেন। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল ;—কলিকাতা তখনও এমন সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে নাই। মাকরদহ গ্রাম দিয়া সরস্বতী নদীর এক শাখা প্রবাহিতা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই নদীপথে নৌকাযোগে রামকৃষ্ণ গুড় ও চিনি লইয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র রাসবিহারী এই ব্যবসায় কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল।

রামকৃষ্ণের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল না। তিনি নিজবাড়ীতে তৎকালোপযোগী পূজা ও নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার গৃহে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবও হইত। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র ;—তন্মধ্যে রাসবিহারী কনিষ্ঠ ছিলেন। রামকৃষ্ণ পুত্রগণকে নিকটে রাখিয়া ব্যবসায় পরিচালনার কৌশল ও নীতি যথাবিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাসবিহারীর জীবনে সেই শিক্ষা কখনও ব্যর্থ হয় নাই।

পিতার মৃত্যুর পর রাসবিহারী ব্যবসায় কার্য্য অধিকতর মনোযোগের সহিত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। চিনির ব্যবসায়ের সঙ্গে তিনি আরও কয়েকটী ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন। ক্রমশঃ কারবার বাড়িয়া উঠিলে তিনি কলিকাতায় স্থায়ীরূপে গদী স্থাপন করেন। ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত অর্থসঞ্চয় হইলে, তিনি পৈত্রিক বাসভূমিতে বৃহৎ পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। মাকরদহে চাঁদিনীর বাগান নামে যে সুন্দর উদ্যানবাটিকা বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, উহা রাসবিহারী কড়ুরী ক্রয় করিয়াছিলেন। এই বাগানের জমি অতি নীচু ছিল। সরস্বতীর শুষ্ক গর্ভ শাখা প্রবাহের উপরে উহা প্রতিষ্ঠিত। রাসবিহারীর যত্নে ঐ নিম্নভূমি উন্নত ও সুন্দর উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। তিনি স্বহস্তে তাহাতে নারিকেল, লিচু, আম প্রভৃতি বিবিধ ফলবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা কেন্দ্রের ব্যবসায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি

পাইলে রাসবিহারী কাশীপুরের চিনির কারখানার সহিত কনট্রাক্ট্ করেন। এক সময়ে তিনিই উক্ত কারখানার চিনি বিক্রয়ের প্রধান এজেন্ট ছিলেন। এইরূপে রাসবিহারী কড়্রী চিনির কারবারে কলিকাতায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা চিনির ব্যবসায়ে অথবা অন্য কোন কারবারে বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রাসবিহারী কড়্রীর গদীতে চাকুরী করিয়া গিয়াছেন।

রাসবিহারী কড়্রী ব্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থের প্রভাবে তাঁহার মোহ উপস্থিত হয় নাই। তিনি নিরন্তর অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কালীঘাটে আদিগঙ্গাতে স্ত্রীলোকদের স্নান করিবার ঘাট ছিল না। সেই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত রাসবিহারী কড়্রী বহু অর্থব্যয়ে স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য তথায় একটি সুন্দর ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বগ্রামে মাকর চণ্ডীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে তিনি একটী গৃহ প্রস্তুত করান। ঐ গৃহ পূজা ও উৎসবাদি উপলক্ষে নানা প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

দরিদ্রকে অর্থদানে রাসবিহারী কড়্রী মুক্তহস্ত ছিলেন। শীতকালে তিনি সাধারণ ভিক্ষুকগণকে কম্বল দিতেন। প্রার্থীরা তাঁহার কাছে কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিত না। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ, দয়ার্দ্রচিত্ত এবং দেবতাব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি কখনও কাহারও হৃদয়ে ব্যথা দেন নাই।

যে সকল গুণ থাকাতে রাসবিহারী কড়্রী ব্যবসায়ে এত উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে অনুকরণীয়। সাধুতা ও সুনাম রক্ষার চেষ্টা এই দুইটীই রাসবিহারী কড়্রীর ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি কখনও খরিদ্দার ফিরাইতেন না। যেরূপেই হউক তাহাকে কিছু মাল গছাইয়া দিতেন। তিনি কখনও পরিশ্রমে কাতর ছিলেন না। ব্যবসায়সম্পর্কে নানা কাজে সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়াও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এই শ্রমপ্রবৃত্তি তাঁহার বাল্যকাল হইতেই গঠিত হইয়াছিল। কড়ি বিক্রয় করিয়া দুটীমাত্র পয়সা লাভের জন্য বালক রাসবিহারী প্রতিদিন মাকর দহ হইতে ৭ মাইল পথ পদব্রজে চলিয়া কলিকাতায় আসিতেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার এই শ্রম-প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয় নাই। মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বেও তিনি বড় বাজারের গদীতে আসিয়া বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যথানিয়মে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতেন।

ব্যবসায়ীর আর দুইটি প্রধান গুণ, মিতব্যয়িতা ও বিলাসশূন্যতা, রাসবিহারী কড়্রীর চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তিনি ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু সামান্য ধুতি, গায়ের উড়্নী ও একজোড়া চটি জুতা ব্যতীত আর কিছু কখনও ব্যবহার করেন নাই। কলিকাতার কলেজষ্ট্রীট্ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও বৌবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে বৌবাজার নামে যে বৃহৎ বাজার আছে, রাসবিহারী কড়্রী প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া উহা ক্রয় করেন। যখন তিনি নীলাম ডাকিতে যান, তখন দেখিলেন সেখানে কলিকাতার অনেক বড় বড় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা উপস্থিত আছেন। তাঁহার পোষাকপরিচ্ছদ দেখিয়া কেহ মনে করে নাই যে তিনি নীলামে বৌবাজার কিনিতে গিয়াছেন। ডাক উঠিলে যখন তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক টাকা মূল্যে নীলাম

ডাকিলেন তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইংরাজ বিচারপতি চাহিয়া বলিলেন "এই হাঁটু অবধি কাপড়-পরা, চাদর গায়ে দেওয়া কি আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া বৌবাজার কিনিবে? রাসবিহারী কড়ূরীর সঙ্গে তাঁহার গদির কর্ম্মচারী ছিল। তিনি কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি আড়াই লক্ষ টাকার সিকি চান,—না দুয়ানি চান,—না মোহর চান?" তারপর যখন সেই সমবেত ধনিমণ্ডলীর মধ্যে রাসবিহারী কড়ূরী তাঁহার বগলের পুঁটুলী হইতে বাহির করিয়া হাজারে হাজারে টাকা গুণিয়া দিতে লাগিলেন, তখন ইংরাজ বিচারপতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন।

ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুতা, মিতব্যয়িতা, বিলাসশূন্যতা ও শ্রমানুরাগ প্রভৃতি গুণ থাকাতেই রাসবিহারী কড়ূরী ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ প্রতিযোগিতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী বীরের মত উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। আজ তিনি ইহজগতে নাই;—কিন্তু শুধু বড়বাজারের চিনিপট্টিতে নহে, সমগ্র বাংলাদেশের ব্যবসায়ক্ষেত্রে রাসবিহারী কড়ূরী চিরদিন অমর হইয়া থাকিবেন।

গত ৩০শে মাঘ শনিবার বেলা ১১টার সময় ৫৪।৭ নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট কলিকাতা স্থিত নিজ ভবনে ৮৭ বৎসর বয়সে আত্মীয়স্বজন পুত্র-পৌত্রাদিপরিবেষ্টিত অবস্থায় রাসবিহারী কড়ূরী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কোন রোগ হইয়াছিল না। বার্দ্ধক্যে শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ হওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

রাসবিহারী কড়ূরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাংলার ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার মত শত শত বাঙ্গালীর সৃষ্টি হউক,—তাহা হইলে এই কৃতী পুরুষ মরিয়াও চিরদিন অমর হইয়া থাকিবেন।

কাঁচা মাছ ও "শুটকী" মাছ

(আহ্‌মদুর রহমান আজ্জাজ)

বি-এ (কলিঃ) বি-এস-সি (ফিসারী) এম্‌-এস-সি (ওয়াশিং) এফ-জেড-এস্‌
এফ-আর-এস (লণ্ডন)

আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যতগুলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য রয়েছে, তন্মধ্যে খাদ্য-সার শর্করা, চর্ব্বি ও ভাইটামিনই প্রধান। আহার্য্যের মধ্যে যাহাতে উপযুক্ত অনুপাতে উপরোক্ত দ্রব্যাদি থাকে, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার. নতুবা স্বাস্থ্যের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। খাদ্যের মধ্যে খাদ্য-সারের অভাব ঘটিলে শরীরের মাংসপেশী বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয় না, এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দেহের উত্তাপ রক্ষার জন্য carbohydrate বা শর্করা প্রয়োজন। ভাইটামিন পাঁচ প্রকার। আহার্য্যের মধ্যে ইহার যে-কোনটীর অভাব হ'লেই কোন না কোন রোগ দেখা দেয়। মাছ, মাংস ও ডিম হতে আমরা অধিকাংশ খাদ্য সার সংগ্রহ করে থাকি।

মৎস্য ও মাংস

রুই, কাংলা, মৃগেল, চিতল, ভেটকী, ইলিশ, বাটা ও ভাঙ্গন বা খরুল মাছের খাদ্য-সারের অংশ মাংসের প্রায় সমান বলিয়া ডাঃ চুণীলাল বসু ও অন্যান্য জীবতত্ত্ববিৎদিগের (Biochemists) ধারণা। মাংসের মধ্যে গো-মাংসেই সব চেয়ে বেশী সার বা প্রোটিন আছে। বাঙ্গলা-দেশে শতকরা প্রায় ৪৬ জন হিন্দু; তাদের জন্য গো-মাংস নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৫৪ জন মুসলমানের মধ্যেও অনেক লোক গো-মাংস খায় না, বা নানা কারণে খেতে পারে না। বাঙ্গলার আবহাওয়ায় গো-মাংস ভক্ষণ করা অনেকের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য। যাহা হজম হয় না, তাহা খাওয়া বৃথা, বরং অনিষ্টকর। পাড়াগাঁয়ে একমাত্র কপোত ও মুরগী ছাড়া অন্য মাংস প্রায়ই পাওয়া যায় না। এদেশে শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক পাড়াগাঁয়ে বাস করে। সুতরাং কয়জন লোক গো-মাংস খেতে পায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে দেশের লোকের দৈনিক আয় ⁄৬ পয়সা, যে দেশে শতকরা ৪০ জনেরও বেশী লোক অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের পক্ষে আহার্য্যের মধ্যে নিয়মিত খাদ্য-সার ও চর্ব্বি সরবরাহের জন্য গরু, ছাগল, মুরগী বা কপোতের মাংস সংগ্রহ করা শুধু কষ্ট-সাধ্য নয়, কতকটা অসম্ভবও বটে।

মাংসের চেয়ে মাছ সহজে হজম হয়। প্রায় প্রত্যেক ভাল মাছেই চর্ব্বি ও খাদ্যসার বর্ত্তমান। বাঙ্গলা নদী-মাতৃক দেশ; ইহা ছাড়া পুকুর, ডোবার অভাব,অন্ততঃ পল্লীগ্রামে নাই। যে কোন গরীব-দুঃখী সামান্য চেষ্টা করিলেই প্রত্যেকের বাড়ীর আশপাশের পুকুর ও ডোবায় মাছের চাষ ক'রে সমস্ত বৎসরের খাওয়ার জন্য মাছের

আয়োজন করতে পারে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পুষতে হলে তাদের খাদ্যের ও বাসস্থানের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। লীলাময়ের এমনি লীলা যে, যেখানে জল সেখানে কোন না কোন মাছ আছেই, এবং আমাদের বিনা-চেষ্টায় জলীয় কীটাণুকীট ও জীবাণুর দ্বারাই মৎস্য জগতে খাদ্য সমস্যার সমাধান সুচারুরূপে হয়ে যাচ্ছে।

ভাইটামিন

Cod মাছের যকৃতে A ও D ভাইটামিন বর্ত্তমান; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কড্‌ মাছ দেখা যায় না। হাঙ্গর মাছের যকৃতের তৈলে ভাইটামিন A ও D প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা আমেরিকার University of Washington ও কানাডার University of British Columbia-র বিজ্ঞানাচার্য্যগণ বহু বৎসর গবেষণার পর প্রমাণ করিয়াছেন। এদেশে হাঙ্গর যথেষ্ট পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঙ্গরের যকৃতের তৈল বের করে তাতে যে ভাইটামিন A ও D-র অভাব-জনিত রোগ নিবারণ করা যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আহার্য্যের মধ্যে আইয়োডিন (iodine) অভাবে গলগণ্ড হয়। চিংড়ী জাতীয় মৎস্যে আইয়োডিন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সময়ে সময়ে উহা খেলে গলগণ্ড রোগ থেকে বাঁচা যায়।

যত প্রকারের লবণ ও খনিজ দ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজন, তাহার কোন-কোনটা সমুদ্রের জলে, আবার কোন কোনটা বৃষ্টি বা পার্ব্বত্য স্রোতের জলে বর্ত্তমান; জলজ মৎস্যেও উহা প্রায় একই অনুপাতে রয়েছে। মৎস্যাহারে উপরোক্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনায়াসে পাওয়া যায়।

আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-সার, চর্ব্বি, শর্করা, ভাইটামিন ও খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে একমাত্র Carbohydrate বা শর্করা ছাড়া সবই যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্যে বর্ত্তমান; ভাত ও ডালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা পাওয়া যায়। বাঙ্গালী যদি উপযুক্ত পরিমাণে ভাত ও মাছ খেতে পায়, তবে তাদের খাদ্য-সমস্যার বিহিত সমাধান হয়।

শুট্‌কী মাছ

কাঁচা মাছের ৭৫-৮০ ভাগ জল শুকাইয়া গেলে উহা শুট্‌কীতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ কাঁচা মাছ রৌদ্রেই শুকান হয়। চিংড়ী (স্থান বিশেষে ইহা 'ইচা' মাছ নামে পরিচিত) মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের মাছ আগুনে শুকাতে প্রায়ই দেখা যায় না। সূর্য্যের তাপ যতই প্রখর হোক না কেন, ফুটান জলের তাপের চেয়ে উহা ঢের কম। সূর্য্যতাপ ১০৯। ১১০ ডিগ্রী ফাইরেনহাইটের ঊর্দ্ধে বাঙ্গালা দেশে প্রায়ই উঠে না। ফুটান জলের তাপমান ২১২ ডিঃ ফাঃ; অত্যধিক তাপে ভাইটামিন নষ্ট হয় ও খাদ্যসার গলে যায় বলে বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা। কিন্তু কত ডিগ্রী তাপমানে উহা নষ্ট হয় ও গলে যায়, তার এখনও শেষ সিদ্ধান্ত হয়নি। ২১২ ডিঃ ফাঃ ফুটান জলে কাঁচা মাছ রান্না করিলে যদি খাদ্য-সার ও ভাইটামিন না কমে, তবে ১০৯—১১০ ডিঃ ফাঃ সূর্য্যতাপে শুকান শুট্‌কীতে যে উহা নষ্ট হবে, তাহার মূলে কোন সত্য নাই।

শুট্‌কী মাত্রেই দুর্গন্ধ, এ ধারণা ভিত্তি-

হীন। তাজা মাছ শুকান হলে তাতে মাছের স্বাভাবিক গন্ধ ছাড়া অন্য কোন খারাপ গন্ধ থাকতে পারে না।

শুটকীর পোকা

কেহ কেহ বলেন, শুটকীতে পোকা হয়, সুতরাং ইহা অখাদ্য। শুটকীর পোকা প্রায় মাছির ডিম থেকে হয়, এবং উপযুক্ত আবহাওয়া পেলে উহা মাছিতে পরিণত হয়। Maggot বা ক্রিমিগুলি অল্পক্ষণ উত্তাপে রাখলেই মরে যায় বা জ্বলে যায়। পোকায় খেলে মাছ অখাদ্য হয় না। জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌রা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, দুগ্ধে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর জীবাণু বা bacteria না জন্মালে দধি ও পনির হয় না। জাম, খেজুর ও আঁকের রসে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর জীবাণু উৎপন্ন হইলেই উহা সির্কায় পরিণত হয়।

দধি, পনির ও সির্কার জীবাণু বা তাল রস খেতে যদি আমাদের ঘৃণা না জন্মে, তবে পোকা ছাড়ান শুটকী খেতে অশ্রদ্ধার কোন কারণ আছে কি? শুট্‌কীর প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক।

শুট্‌কী কতকটা গুরু-পাক। কারণ, ইহাতে চর্ব্বি ও খাদ্য-সার অনেকটা ঘণীভূত। কাঁচা মাছের ১৩-২০ ভাগ খাদ্য সার ও ৬-৭০ ভাগ জল। সুতরাং জল-মিশান কাঁচা মাছ যে পরিমাণে পাওয়া যায় বা হজম করা যায়, চর্ব্বি ও খাদ্য-সার কেন্দ্রীভূত শুট্‌কী সে পরিমাণে হজম করা যায় না। শুট্‌কী কাঁচা মাছের অর্দ্ধেক পরিমাণে খেলেই যথেষ্ট।

বিভিন্ন দেশে শুটকীর প্রচলন

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, বিহার, সমুদ্র-কূলবর্ত্তী বাঙ্গলা দেশ ও ব্রহ্ম দেশে প্রচুর শুট্‌কীর আমদানী হয়। শুটকী যদি অখাদ্যই হত, তবে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের শুক্‌নো হেরিং (ইংলিশ জাতীয় মাছ) স্কটল্যাণ্ড ও ইউরোপের স্থানে স্থানে ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের জন্য দেশ-বিদেশে চালান হচ্চে কেন? তারা আমাদের চেয়ে স্বাস্থ্যের মূল্য বেশী বুঝে ও আহার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সামান্য অনুসন্ধান করিলেই জানা যাবে যে, বোম্বাই থেকে অনেক 'বোমলা' বা সটিয়া শুটকী Bombay duck নামে বিলা-তের বহু উচ্চ দরের হোটেলের ডাইনিং টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। স্থানীয় Cold storage ও railway co operative storeএ ও শুকনো হেরীং, হেডক্,ও সেলমন ইউরোপীয়ান-দের রসনা তৃপ্তির জন্য বিরাজ করিতেছে।

খাদ্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় অভাবাদি মোচ-নের জন্য কাঁচা মাছ এবং তার অভাবে শুট্‌কী আহার্য্যে উপযুক্ত পরিমাণে সংযোগ করা বাঙ্গা-লীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে একান্ত আবশ্যক।

—মোহম্মদী।
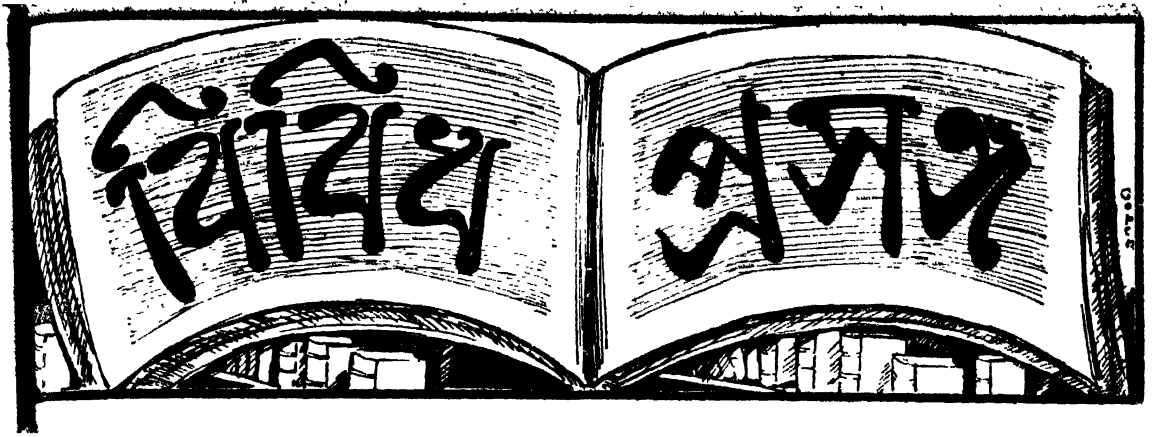
কোকোর জন্মস্থান

কফি এবং চাএর আদি জন্মস্থান যথাক্রমে আরব ও চীন দেশ। আমরা ছেলে বেলায় সুর করিয়া পড়িতাম,—চীন দেশে চা, দেখেছ কি তা, সাহেবেরা যা খায়? এখন চায়ের জন্মস্থান আর চীনে সীমাবদ্ধ নাই। আজ আসামই সমগ্র এশিয়া মহাদেশে চায়ের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত আবাদে পরিণত হইয়াছে। কফি আগে এক আরব দেশেই জন্মাইত, এখন মান্দ্রাজ এবং দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে কফির বিস্তৃত চাষ আবাদ হইতেছে।

কোকোর জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকায়। Aztees জাতীয় লোকেরা সর্ব্ব প্রথম কোকোর আবিষ্কার করে। তাহারা এই ফলের স্বাদে এবং গন্ধে এতই বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল যে এই গাছ এবং ইহার ফলকে তাহারা বিধাতার বিশেষ দান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল, তাই তাহারা ইহার নাম দিয়াছিল, cacao। এই ক্যাকাও শব্দ ক্রমে কোকোতে পরিণত হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত বোটানিষ্ট্ Linuacusও এই ফলের আস্বাদনে মুগ্ধ হইয়া ইহা দেবতাদেরই ভোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে যে ফল বন্য অবস্থায় মাটীতে প'ড়িয়া নষ্ট হইত আজ তাহা হইতে কোকো এবং চকোলেট প্রস্তুত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে যে কত কোটী টাকার ব্যবসা বাণিজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সভ্য জগতে কোকো আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয় – চা পানের বিরুদ্ধে যেমন লিভার খারাপ করে, ডিস্পেপ্সিয়া আনে ইত্যাদি অনেক কথা বলিবার আছে এবং সবচেয়ে বলার কথা এই যে, চা আদৌ খাদ্য নহে—ইহা কেবল উত্তেজক পানীয় মাত্র, কোকোর বিরুদ্ধে বলার কিছুই নাই। ইহাতে খাদ্যের অংশ এবং চর্ব্বি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে, সেইজন্য কোকো এক হিসাবে পুষ্টিকর পানীয়। চকোলেটের যে কি বিরাট জগদ্ব্যাপী ব্যবসা চলিতেছে তাহা ধারণা করাই দায়। কোকো ফলের সারাংশকে বাটিয়া paste বা কাদার আকারে পরিণত করিলেই তাহা হয় চকোলেট, আর ঐ ফলকে গুঁড়া করিয়া উহার মধ্যস্থ fatty বা চর্ব্বির অংশ বাহির করিয়া লইলে যে নিছক গুঁড়া থাকে তাহাই কোকো। এইজন্য কোকো হজম করিতে কোনও কষ্ট হয় না; কিন্তু

চকোলেট শুরুপাক। জঙ্গলের বুনো ফল আজ পৃথিবীর বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে এবং এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী শুধু যে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা নহে, এই সূত্র হইতে আরও নানারূপে ধনাগমের নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিতেছে।

বিজ্ঞানের দান

বিজ্ঞানের বলে প্রতিদিন বহু অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। রেল, ষ্টীমার, মটর গাড়ী, গ্রামোফন এরোপ্লেন, রেডিও, টেলিগ্রাফ, বায়স্কোপ, টেলিফোন প্রভৃতি দেখিয়া জগতে আর কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মানুষ একদিন শূন্যে উড়িতে পারিবে, একথা একশত বৎসর পূর্ব্বে কে কল্পনা করিতে পারিত?

কলিকাতায় বসিয়া একদিন দিল্লী বোম্বাই অথবা আরও দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের সহিত যে আলাপ করা যাইবে ইহাই বা কে জানিত? বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ আকাশ পথে পৃথিবী ভ্রমণ করে, বায়স্কোপের ছবির সঙ্গে মানুষের কথা অবিকল ভাবে শুনে। কলিকাতার লোক ঘরে বসিয়া বেতার সঙ্গীতে জার্ম্মেনীর গান বাজনা শ্রবণ করে। বৈদ্যুতিক আলোকে রাজপথ আলোকিত হয়, গ্রামোফোন রেকর্ডে বিশ্বের সঙ্গীত বাজিয়া ওঠে। রান্না করিতে আজকাল কাঠ কয়লা না হইলেও চলে। গ্যাস বা বৈদ্যুতিক শক্তিতেই যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী অনায়াসে অল্পকালের মধ্যে রান্না করা যায়। বিজ্ঞানের বলে এমনি বহু সম্পদ আমাদের মানব সমাজকে সুখে ও সাচ্ছন্দ্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

ঘুম হইতে উঠিয়াই অতি ভোরে যাহাদের চা পানের অভ্যাস আছে, তাহাদের সুবিধার্থে সম্প্রতি একপ্রকার চা তৈয়ারের সরঞ্জাম আবিষ্কৃত

হইয়াছে। ইহাতে কেটলিতে জল ভরিয়া দিলেই আপনা হইতে জল ফুটিয়া টিপট পূর্ণ হইবে এবং সেই সঙ্গে চা সেবনকারীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য একটি এলার্ম বেল বাজিয়া উঠিবে। গৃহস্বামী যদি ঘুমাইয়া থাকেন, তবে ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইবে, এবং চোখ মেলিয়াই তিনি গরম চা প্রস্তুত পাইবেন। বিছানা হইতে উঠিতে না উঠিতেই আরাম উপভোগের এমন অপূর্ব্ব পন্থা সত্যসত্যই অভিনব। সমাজের পক্ষে এইরূপ সহজ আরামের ব্যবস্থা ভালো অথবা মন্দ সে কথা আলোচনা না করিয়া, যে শিল্পীর সাধনা বলে এই কাজ সম্ভব হইয়াছে তাঁহার কর্ম্মের আদর্শ যে প্রত্যেক জাতির অনুকরণীয় "ব্যবসা বাণিজ্যের" গ্রাহকগণকে আমরা শুধু সেই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, কর্ম্মবিমুখ বাঙ্গালীর জীবনে যেদিন এইরূপ কর্ম্মসাধনা দেখা দিবে, সেদিন বাঙ্গালীর জয় অনিবার্য্য।

মোটর গাড়ীর আবিষ্কর্ত্তা

মোটর গাড়ীতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ছোট বড় সকল সহরেই আজকাল এই গাড়ীর প্রচলন দেখা যায়। মাল বহন করিতে যাত্রীদিগকে তাহাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিতে বহু মোটর লরী ও বাস ব্যবহৃত হয়। যেখানে রেল বা ষ্টীমার নাই সেই সকল সুদূরবর্ত্তী স্থানেও মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। অত্যল্প কালের মধ্যে দূরের পথে পৌঁছিতে এরূপ সহজ যান আর নাই। কিন্তু যাঁহার বহু কষ্টার্জ্জিত শ্রমের ফলে আমরা এই সকল সুখ সুবিধা উপভোগ করিতে পারিতেছি তিনি কে,—কবে এবং কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহল জাগে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মোটর গাড়ী আবিষ্কৃত হয়। ইহার আবিষ্কারক একজন অষ্ট্রীয়াবাসী, নাম—সিগ্‌ফ্রিড্‌ মার্কাস। কেহ কেহ বলেন, ফ্রেঞ্চ জিন লেনয়ের জনৈক লোকই ইহার আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ঠিক নহে। সে লোকটি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিজ হইতে চলে এরূপ একখানি গাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে গাড়ী কয়লার গ্যাস দিয়া চালানো হইত। ইহার চারি বৎসর পরে মার্কাস তাঁহার প্রথম গাড়ী নির্ম্মাণ করেন, এবং বেনজিন (benzin) তেল দিয়া উহা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার নির্ম্মিত এই প্রথম মেসিনটি রাস্তায় ব্যবহারের উপযোগী হয় নাই। তারপর আবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি আর একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি যে গাড়ীখানি তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা এখনও ভিয়েনা টেক্‌নিক্যাল মিউজিয়ামে সকলকে দেখাইবার জন্য রক্ষিত আছে। মার্কাস নিজেই এই গাড়ীখানি চালাইয়া ভিয়েনার সকল রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু অত্যন্ত জোরে শব্দ হইত বলিয়া পুলিশ ইহা রাস্তায় চালাইতে আপত্তি করে। এইরূপ নিরুৎসাহের ফলে, বিশেষ ভাবে আর্থিক সাহায্যের অভাবে তিনি বড়ই দমিয়া যান, এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর কাল তাঁহার মোটর নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ থাকে। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃও পরে তাঁহার কাজ করা কঠিন হইয়া উঠে। তৎপরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রোটাণ্ডের জুবিলি প্রদর্শনীতে অষ্ট্রিয়ান অটোমোবাইল ক্লাব তাঁহার গাড়ী প্রদর্শন করেন। সেই হইতেই মোটর

গাড়ীর প্রথম নির্ম্মাতারূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। সিগফ্রিড মার্কাস ভিয়েনার মেকলেনবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ সমাপনান্তে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যন্ত্র নির্ম্মাণের একটি দোকান খুলিয়া নিজেই উহার কারিগরের কাজ করেন। রোটাণ্ডের জুবিলি প্রদর্শনীতে তিনি মোটর গাড়ীর প্রথম নির্ম্মাতা বলিয়া অভিহিত হন, সেই বৎসরেই গ্রীষ্মকালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সিন্‌কোনার চাষ

ভারতবর্ষ এবং যবদ্বীপে একই সময় ম্যালেরিয়ানাশক সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সিন্‌কোনা বৃক্ষের ছাল হইতেই কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীতে যতটা কুইনাইনের ব্যবহার হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগ একমাত্র যবদ্বীপই যোগাইয়া থাকে—ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যবদ্বীপ ভারতবর্ষকে কুইনাইন উৎপাদন ব্যাপারে কতখানি পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে।

বিলাতের কোন এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার পের্ট্রিক হেহির সাহেব বলিয়াছেন যে একমাত্র ভারতবর্ষেই কমপক্ষে ৯ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইনের যখন দরকার, তখন তাহার ঐ শতকরা ৪ ভাগ উৎপন্ন কুইনাইনে কিছুই কুলায় না। কাজেই বাধ্য হইয়া যবদ্বীপ হইতে অসম্ভব রকমের বেশী মূল্য দিয়া আবশ্যক মত কুইনাইন ভারতবাসীকে আমদানী করিতে হয়। এমত অবস্থায় যদি চাকুরীর উমেদারী না করিয়া শিক্ষিত ভদ্র যুবকগণ যে সকল স্থানে সিন্‌কোনা বৃক্ষ ভাল জন্মায় এবং ঐ বৃক্ষের কি রকম চাষ আবাদ করিতে হয় তাহা গভর্ণমেণ্টের দার্জ্জিলিংস্থ সিন্‌কোনা বাগানে গিয়া বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হইয়া উক্ত বৃক্ষের প্রচুর পরিমাণে চাষ করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে একপক্ষে যেমন স্বদেশী ঔষধ ব্যবহার করা হয়, অন্যপক্ষে বেকার সমস্যারও কতকটা সমাধান হইতে পারে। এদিকে আমরা দেশের শিক্ষিত উৎসাহশীল যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জুতা নির্ম্মাণের ব্যবসা

১১০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট কলিকাতা টেক্‌নিক্যাল স্কুল সংলগ্ন ভূমিতে বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট অবস্থিত। তথায় চামড়া পরিষ্কার করা শিক্ষা দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ এই স্কুল পরিচালনা করেন। মিঃ বি, এম, দাস ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মিঃ দাসের চেষ্টায় উক্ত স্কুলে সম্প্রতি বুট ও জুতা তৈয়ারী বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেখানে নানা প্রকারের জুতা, সুটকেস, এটাচি কেস প্রভৃতি নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়।

মিঃ দাস একজন উৎসাহী ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীর কুসংস্কার দূর হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলে চামড়া পরিষ্কার এবং জুতা নির্ম্মাণ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা প্রবল হইয়াছে, এসময়ে জুতা নির্ম্মাণ দ্বারা কমপক্ষে

১৫০০০ হইতে ২০০০০ লোকের কাজের সংস্থান হইতে পারে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর ৩॥০ লক্ষ জোড়া জুতা তৈয়ারী হয়। ইহার দাম ১৪ লক্ষ টাকার কম নহে। তারপর বিদেশ হইতেও জুতা, স্যুটকেস, এটাচি কেস প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানী হয়। কলিকাতা ও বাঙ্গালার অন্যান্য সহরে অতি সহজেই এই সমস্ত চামড়ার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

মিঃ দাসের স্কুলে উত্তমরূপে জুতা নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই বহু ছাত্র তথায় প্রবেশ করিয়াছেন। শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা বাহির হইবে তাহারা অনায়াসেই স্বাধীনভাবে জুতা, স্যুটকেস, এটাচিকেস, ক্যাসব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিবে। কুটীর শিল্প হিসাবে জুতা নির্ম্মাণ চলিতে পারে। ইহাতে খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই। কয়েক শত টাকাই যথেষ্ট। একটা সেলাই করিবার কল কিনিলেই হাতে জুতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার শিক্ষিত বেকার যুবকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রেডিয়াম চিকিৎসার কথা

বিলাতের ৫ জন খ্যাতনামা রেডিয়াম বিদ্যাবিশারদ কয়েক দিন পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, দুরন্ত ক্যানসার রোগে প্রতি বৎসর ৬০ হাজার লোক অকালে ইহলোক ত্যাগ করে, ইহাদের জীবন রক্ষার্থে পার্লামেণ্টের অবিলম্বে একটী তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করা উচিত। এই কমিটী রেডিয়ামের ব্যবহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবে। পার্লামেণ্টের সদস্য সার আরনেষ্ট গ্রেহামলিট্‌ল, এম, ডি এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

উল্লিখিত রেডিয়াম বিদ্যাবিশারদগণ লণ্ডনের বড় বড় হাসপাতালে রেডিয়াম চিকিৎসার ভার লইয়া আছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, যেরূপ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে তাঁহাদের কাজ করিতে হয় তাহাতে তাঁহারা এক্ষণে নৈরাশ্যের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন।

ব্যাপারটী হইল এই :—

রেডিয়াম ক্রয় ও রেডিয়াম চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিলাতের লোক ৪ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছে।

রেডিয়াম ট্রাষ্টের নিকট এই টাকা গচ্ছিত আছে। কিন্তু ইহারা এই টাকার মধ্যে ৪০ লক্ষাধিক টাকার উপর কখনই হাত দেন নাই। ট্রাষ্টের শেষ যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এই টাকাটা যে উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া অনর্থক অপচয় হইতেছে।

অথচ এদিকে রেডিয়াম চিকিৎসায় গ্রেট-বৃটেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ১৫ বৎসর পিছনে পড়িয়া গিয়াছে।

যাহাদের অবস্থায় কুলায় তাহারা ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য বিলাতে না থাকিয়া ভিন্ন দেশেই যায়। রেডিয়াম কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিখিবার জন্য ছাত্রগণও বিদেশে গমন করে। যে সমস্ত রোগী অর্থাভাবে বিদেশে যাইতে পারে না তাহারা স্বদেশের রেডিয়ামের সুবিধাও পায়না। অথচ তাহাদের জন্যই দেশবাসীগণ রেডিয়ামের ব্যবস্থা করিয়াছেন; এসম্বন্ধে আর একজন রেডিয়াম বিদ্ বলিয়াছে, "অবস্থা এমনই বিশ্রী যে তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে অপমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণ এখানে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠেন"

পার্লামেণ্টের সদস্য সার আরনেষ্ট গ্রেহামপোল্ জনৈক সংবাদ পত্রসেবির নিকট বলিয়াছেন, "আমার মনে হয় জন-সাধারণের প্রদত্ত বিপুল অর্থ ট্রাষ্টের কবলমুক্ত করিয়া যথাযুক্ত উদ্দেশ্যে ব্যয় না করা পর্য্যন্ত রেডিয়াম-চিকিৎসার কোনই উন্নতি হইতে পারে না। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, অর্থের বিন্দুমাত্রও অস্বচ্ছলতা নাই অথচ গবেষণার দিকটা ভয়ানক শোচনীয়।"

ফেণীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীগণের তালিকা

[পীরজাদা হাফিজ এ, বি, এম, আবদুল গফুর]

ষ্টেশনারী ও মনোহারী দোকান

১। মেসার্স প্রতাপ সরকার এণ্ড কোং,
পোঃ ফেণী, জিং নোয়াখালী

২। শেখ মোহাম্মদ ইয়াকুব এণ্ড কোং ”

৩। মথুরা মোহন, নিশিকান্ত সাহা, ”

৪। মনোমোহন দাস এণ্ড কোং, ”

৫। কলেজ ষ্টোর এণ্ড এজেন্সী,

৬। বানার্জ্জী ব্রাদার্স, ষ্টেশন রোড, ”

ইহা ব্যতীত আরও ১২ খানি মনোহারী দোকান আছে।

হোমিও প্যাথিক ঔষধালয়

পোঃ ফেণী নোয়াখালী

১। রজনী ফার্ম্মেসী, ”

২। হৃষীকেশ ফার্ম্মেসী, ”

৩। গোবিন্দ ফার্ম্মেসী, ”

৪। সরকার ফার্ম্মেসী, ”

৫। রহমানীয়া ফার্ম্মেসী, ”

৬। এস, বি, মজুমদার এণ্ড কোং, ”

৭। ধর্ম্মদাশ ফার্ম্মেসী, ”

৮। কোহিনুর ফার্ম্মেসী, ”

সাইন বোর্ড লেখা

১। বীণাপাণি ষ্টোর, নূতন বাজার ”

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১। গোলকানন্দ ঔষধালয়,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী’

২। আদী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ”

৩। রামলক্ষ্মী ঔষধালয়, ”

৪। আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম, ”

পিতলের বাসন ইত্যাদি

১। পরেশ নাথ দাশ, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

২। বিনোদ বিহারী সাহা, ”

ছাতার কারখানা

১। পি, সি, দেব, আমব্রেলা ফ্যাক্টরী
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

২। দেশবন্ধু ভাণ্ডার, ”

৩। রজনী মোহন দাস এণ্ড কোং, ”

শ্রেষ্ঠ জুতার দোকান

১। বিরাজ মোহন সাহা, সুলভ ভাণ্ডার,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী
২। রাজেন্দ্র মোহন পোদ্দার, ”
৩। মথুরা মোহন পোদ্দার, ”
৪। প্রসন্ন কুমার সাহা ”

চশমা বিক্রেতা

১। ও, হক, নূতন বাজার, পোঃ ফেণী

মশলা বিক্রেতা

১। বণিক ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
পোঃ ফেণী জিঃ নোয়াখালী
২। মতি ভাণ্ডার, নূতন বাজার ”

ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরী

১। চক্রবর্ত্তী গুহ দাস এণ্ড কোং, নূতন বাজার
পোঃ ফেণী, জিঃ নোয়াখালী
২। প্রলাদ চন্দ্র দে, বীণাপাণি ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরী
নূতন বাজার ”
৩। দি বেঙ্গল ষ্টিল ট্রাঙ্ক ফাক্টরী,

ঘড়ি মেকার

১। এস্, সি, দে এণ্ড কোং
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী
২। এস, সি দাস, ”
৩। বিলাস্ চন্দ্র মজুমদার, ক্লক মেকার, ”

খদ্দর

১। খাদী প্রতিষ্ঠান, ষ্টেশন রোড,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী
২। জাতীয় ভাণ্ডার, নুতন বাজার ”

কাপড়ের দোকান

১। স্বদেশী বস্ত্রালয়, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী
২। মেসার্স নন্দকুমার মজুমদার এণ্ড কোং ”
৩। সত্যনারায়ণ বস্ত্রালয়, ”

ইহা ব্যতীত প্রায় আরও ২৪ খানি দোকান আছে।

লোহার দোকান

১। ব্রজেন্দ্র মোহন দে এণ্ড কোং
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

গ্যাস্ লাইট

১। সিংহ এণ্ড কোং, সেন রোড,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

ফলের দোকান

১। আলীজান মিয়া, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী
২। আনছর আলী, ”

খাতা ও বহি পত্র বাঁধান

১। কুটুমিয়া দপ্তরী, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী
২। আক্রম আলী দপ্তরী, ”

কলের সিলাই

১। সুরেন্দ্র টেইলারীং ওয়ার্কস্,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী
২। দেবেন্দ্র টেইলারীং হাউস্, ”

কেতাবের দোকান

১। মৌলবী আবদুল বারী, কেতাব এজেন্সী,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

সাইকেল মেকার

১। কাজি ছিদ্দিকর রহমান,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

লাইব্রেরী

১। দত্ত চাটার্জ্জী এণ্ড কোং,
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

২। ষ্টুডেন্স্ লাইব্রেরী, ”

৩। হৃষিকেস লাইব্রেরী নূতন বাজার ”

ফটোগ্রাফার

১। এম্ দাস, ফটোগ্রাফার,
পোঃ ফেণী নোয়াখালী

বাদ্য যন্ত্র বিক্রেতা

নোয়াখালী গ্রামোফোন এজেন্স',
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

প্রেস

১। বরদা প্রেস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

২। গোবিন্দ প্রেস, ”

৩। হৃষীকেশ প্রেস, নূতন বাজার ”

৪। রামেন্দ্র প্রেস, ”

৫। অলিম্প প্রেস, তাকিয়া বাড়ী ”

ব্যাঙ্ক

১। ফেণী লোন কোম্পানী লিঃ
পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

২। ফেণী নিউ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ”

৩। সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ঘ্যাঙ্ক লিঃ”

পেটেন্ট ঔষধ

১। “জ্বরারী বটিকা, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

২। “গর্ভিনী বান্ধব,” ”

৩। “শান্তি সিন্দুর,” ”

ইত্যাদি

নানা প্রকার ব্যাধির ঔষধ

সর্পদংশনের ঔষধ

কাহাকেও বিষধর সর্পে দংশন করিয়াছে কি না, তাহা জানিতে হইলে রোগীর মুখে কিছু লবণ দিলে, উহা যদি চিনির ন্যায় মিষ্ট বোধ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাকে বিষধর সর্পে দংশন করিয়াছে। ইহাই সর্পদংশনের প্রথম পরীক্ষা।

১। হাতে কিংবা পায়ে কামড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে দষ্টস্থানের এক ইঞ্চি উপরে সরু সূতা দ্বারা খুব জোরে কসিয়া বাঁধিতে হইবে। তাহার পর দষ্টস্থানে বরাবর আগুন লাগাইয়া রাখিতে হইবে, যেন মাঝে মাঝে আগুন বন্ধ রাখা না হয়। সর্পাঘাত করামাত্রই তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা বিষ নষ্ট করিতে বেশী সময় লাগিবে। আরম্ভ হইতে এবং বিষ না নামা পর্য্যন্ত রোগী অগ্নিদাহজনিত কোনরূপ কষ্ট অনুভব করিবে না। কিন্তু বিষ নামিয়া গেলে পর যন্ত্রণা মোটেই সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং অগ্নিই সর্পদংশনের মহৌষধ। অতঃপর রোগীকে যেন এক ঘণ্টাকাল ঘুমাইতে দেওয়া হয়। পরে স্নান করাইয়া ডাবের জল দিতে হইবে।

২। সর্পদষ্ট স্থানে গরম লৌহ শলাকা দ্বারা গোলাকৃতি দাগ দিয়া পরে এক পোয়া খাঁটি সরিষার তৈল রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। ঐ সময় রোগীকে শুইতে বা দাঁড়াইতে দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। হেলাইয়া রাখাও যাইতে পারে। এভাবে রাখার পর রোগীর বমন ও মলত্যাগ হইতে পারে। তখন রোগীর মাথায় ঘণ্টাকাল জলের ধারা দিতে হইবে। ইহাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিবে। সর্পাঘাতের ২ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা কাজে লাগিতে পারে। পরে ফল নাও হইতে পারে। ইহা পরীক্ষিত।

৩। কলাগাছের থোড়ের রস (ভিতরকার সাদা পদার্থকে থোড় বলে, সাধারণতঃ ইহা "আইলা" নামেও পরিচিত) যথেষ্ট পরিমাণে

খাওয়াইলে এবং নাক, কাণ প্রভৃতি স্থানের ছিদ্রপথে ঢুকাইয়া দিলে, বিষধর সর্পের দংশনেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। শুনা যায়, সিংহলদ্বীপে এখনও শতকরা ৯৫ জন থোড়ের রস খাইয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

৪। ৩টি কচি লাল ভেরাণ্ডার পাতা লইয়া লবণ সহ রগড়াইয়া রস পান করাইলে বিষ জল হইয়া যায়।

৫। শ্বেত করবীর মূলরস দুইআনি পরিমাণ ওজনে খাওয়াইলেও বিষ নামিয়া যায়।

৬। মনসা সিজের আঠা দষ্ট স্থানে লাগাইলে এবং ঐ আঠা ২১ ফোঁটা খাওয়াইলে বিষ কমিয়া যায়; আঠা খাওয়ানের পর ভেদ হইতে থাকিবে। তখন রোগীর মাথায় জলের ধারা দিতে হইবে।

৭। শ্বেত পুনর্ণবা মূলের খানিকটা রস পান করাইলে, গায়ে মাথাইলেও চোখে অঞ্জন দিলে এবং দষ্ট স্থলে উক্ত মূল বারংবার ঘষিলে রোগী ভাল হইবে যতক্ষণ কালবর্ণ দেখা যাইবে ততক্ষণ ঘষিতে হইবে। মাঝে মাঝে মূল বদলাইয়া ঘষিলে ভাল হয়।

৮। ভাইট ফুলের গাছের উত্তর দিকের তিন গাছি শিক্‌ড় ২১টি গোল মরিচসহ বাটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

৯। কালতুলসীর পাতার রস ৮।৯ ফোঁটা খাওয়াইলে ও গায়ে মাথাইলে সর্ব্বপ্রকার বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাও পরীক্ষিত।

১০। দষ্ট স্থানে ও উহার চারিপার্শ্বে শ্বেত আকন্দের রস বেশ করিয়া লাগাইতে হইবে। পরে ২।৩ ফোঁটা রস সামান্য ময়দা সহ বাটিয়া রসের সঙ্গে খাওয়াইতে হইবে। জ্ঞান না

থাকিলে, ৬ ফোঁটা রসের সঙ্গে ৪৫ ফোঁটা বিশুদ্ধ জল শিরাপথে ইন্‌জেকশন করিতে হইবে। ইহা পরীক্ষিত।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ।

হাঁপকাশি

ইক্ষু গুড় ॥০ তোলা, সরিষার তৈল ॥০ তোলা, কণ্টিকারীর রস ॥০ তোলা একত্রে মিশাইয়া লেহন করিলে সঙ্গে সঙ্গে রোগের উপশম হয়। ময়ূরপুচ্ছের মধ্যে যে চন্দ্রিমা থাকে তাহা ভস্ম করিয়া মধু, পিপুল চূর্ণ।০ তোলা, বন যোয়ান ॥০ তোলা সহ সেবন করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। বাদুড়ের মাংস অথবা তেলাপোকা ।৶০ মাত্রায় সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ খাইলে রোগ আরোগ্য হয়।

মাথাধরা

১। এই ব্যাধি অনেক কারণে হয়। কারণের চিকিৎসা না করিলে ব্যাধি একেবারে আরোগ্য হয় না। প্রাতে ত্রিফলা চূর্ণ (অথবা বাটা) প্রত্যেক ॥০ তোলা পরিমাণে মধু সহ সেবন করিয়া গরম দুধ পান করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। ইহা বহুদিন সেবন করিতে হয়। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পুরাতন গব্যঘৃত কপালে মালিশ করিলেও রোগ নির্ম্মূল হয়।

২। যূঁইফুল ভিজাইয়া সেই জল মাথায় দিলে, মাথাধরা খুব শীঘ্রই সারিয়া যায়।

২। যে ধারে মাথা ধরে, সেইধারের বাহু খুব কষিয়া বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মাথাধরা সারে।

৩। শ্বেতচন্দনের সহিত নিশাদল বা কর্পূর মিশাইয়া প্রলেপ দিলেও বেদনার উপশম হয়।

৪। রাই সরিষা বাটিয়া লাগাইলেও বেদনা কমে।

৫। কিঞ্চিৎ চিনিসহ দুগ্ধ বা ডাবের জল এবং শতমূলীর রস পান করিলে, আধকপালে মাথাধরা সারিয়া যায়। এরূপ আরও বহু পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ আছে।

শিশুদের সর্দ্দি ও কাশি

১। নূতন অবস্থায় পুরাতন ইক্ষু গুড় ও খাটি সরিষার তৈল সমভাগে লেহন করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

সরিষার তৈল গরম করিয়া গলদেশে ও বুকে মালিশ করিয়া শিমুল তুলা দ্বারা সেক দিলে তৎক্ষণাৎ কাশি বন্ধ হয়।

যষ্টিমধু বাটা ॥০ তোলা, পিপুল বাটা ১ রতি, তুলসী পাতার রস।০ তোলা মধু সহ দিবসে ৩ বার সেবন করাইলে বুকেবসা সর্দ্দি ২।১ দিনে কমিয়া যাইবে।

কাসবজ্র ব্যবহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে কাশি কমিয়া যায়। দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে রোগমুক্ত হয়।

প্রস্তুত করিবার নিয়ম

পিপুল, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, দারুচিনি তালিশ পত্র প্রত্যেক ১ ভাগ বংশলোচন ৬ ভাগ যষ্টিমধু ১২ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টি চিনি এক দুয়ানী মাত্রায় মধু সহ কাশির সময় সেব্য। সর্দ্দি কাশি, বিশেষতঃ হুপিং কাশির (Hooping cough এর) আশ্চর্য্য ফলদায়ক ঔষধ। আশা করি ইহা রীতিমত ব্যবহারে কেহ নিরাশ হইবেন না। এই ঔষধের সহিত foot bath লইলে আরও ফল দর্শিবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত শ্রীজ্বরমুরারী ॥০ রতি পরিমাণে চিনির সরবৎসহ সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। ইহা চিকিৎসকের উপদেশ ব্যতিরেকে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(ক) ছোট এলাচ, লবঙ্গ, আদা, কর্পূর, তুলসী পাতা দিয়া পান সাজাইয়া খাইলে সর্দ্দি সারে।

(খ) রাত্রে শয়ন কালে হাতের ও পায়ের তলায় উৎকৃষ্ট সরিষার তেল গরম করিয়া লাগা-ইলে সর্দ্দি সারে।

(গ) আধতোলা বাসকপাতার রস মিশ্রির সহিত মিশাইয়া দিবসে তিনবার করিয়া খাইবেন। ইহাতে কাশি, সর্দ্দি উভয় উপকার পাইবেন।

(ঘ) মধুর সহিত পিপুল মিশাইরা ২।৩ বার খাইবেন।

শিশুদের পেটের অসুখ

১। কচি আম শুকাইয়া রাখিয়া দরকার মত উহার কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহা খাওয়াইলে শিশুর পেটের অসুখ সারিয়া যায়।

২। কচি আম পাতা কিংবা আমের কসি (আঁটির মধ্যকার সাদা অংশকে কসি বলে) জলের সহিতসিদ্ধ করিয়া সেই জল খাওয়াইলেও উদরাময় ভাল হয়।

৩। সমান পরিমাণ লবণ ও যোয়ান একত্রে মিশাইয়া খাইলে, অচিরেই অজীর্ণ দোষ ও পেটফাঁপা দূর হয়।

৪। গরমজলে লেবুর রস ও সৈন্ধব মিশাইয়া খাইলে অজীর্ণ রোগ সারে।

সাদা জীরা এবং জোয়ান সমভাগে লইয়া ১৬ পরতা কাপড় দিরা শক্ত করিয়া জড়াইয়া একটি 'বলের' মত করিতে হইবে। পরে উঁহা মাটির পাত্রে রাখিয়া অগ্নিতাপে ভাজিবে। কাপড় কালো হইলে অথবা ১০ পরতা পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেলে নামাইয়া শীতল করিবে। ঐ জীরা ও যোয়ান সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহাতে ধুনা চূর্ণ ১৬ ভাগের এক ভাগ মিশাইয়া পথ্য অথবা আহারের সহিত ／০ আনা মাত্রায় সেব্য। আহারের পূর্ব্বে অথবা পরেও সেবন করা যাইতে পারে। ইহা অবর্থ্য ফলদায়ক। দুগ্ধ বটি ॥০ রতি মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইলে শতকরা ৯৯টি শিশু আরোগ্য হইবে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

বীমা কোম্পানীর প্রসপেক্টাস

(প্রিমিয়ামের কিস্তী)

(অগ্রহায়ণ মাসের অবশিষ্টাংশ)

বীমা করা এবং টাকা পাওয়ার মধ্যে অনেক বিষয় আছে। তন্মধ্যে বীমার কিস্তী আদায় একটি প্রধান ব্যাপার। প্রত্যেক কোম্পানীর প্রিমিয়াম জার্নাল নামে একখানি হিসাবের খাতা থাকে। এই খাতাখানি মাস অনুযায়ী বারো ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশে এক একটি মাসের নাম এবং কাহার কবে প্রিমিয়াম দিবার তারিখ তাহা উল্লেখ করা থাকে। এইরূপে যে সকল প্রিমিয়াম জানুয়ারীতে প্রাপ্য তাহা সব জানুয়ারীর পাতাগুলিতে লেখা থাকিবে, ফেব্রুয়ারীতে এইরূপ বারোমাসের প্রাপ্য প্রিমিয়াম বারো মাসে হিসাব করা থাকিবে। এ খাতা দেখিয়াই renewal notice বা কিস্তী দিবার বিজ্ঞাপন এবং রসিদ দেওয়া হয়। renewal নোটিশ, হয় কোম্পানী হইতে সরাসরি, না হয় শাখা অপিসের মারফতে দেওয়া হয়; যে মাসে কিস্তীর টাকা প্রাপ্য তাহার পূর্ব্বমাসে নোটিশ দেওয়াতে প্রিমিয়াম দিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়. সুতরাং grace এর দিন লইয়া বীমাকারী প্রকৃতপক্ষে বিনা জরিমানায় প্রিমিয়াম দিতে প্রায় একমাস কাল সময় পাইয়া থাকেন। এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কোম্পানী টাকার জন্য দ্বিতীয় তাগিদ দিয়া থাকেন, নতুবা তাঁহাদের এজেন্ট পাঠাইয়া বীমাকারীকে এই ভুলের কথা

স্মরণ করাইয়া দেন। যে পর্য্যন্ত বীমা উদ্ধারের সময় আছে, সে পর্য্যন্তও যদি কিস্তীর টাকা কোম্পানীতে না পৌঁছে, তবে কোম্পানী হইতে আর একবার স্মারক লিপি বা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। যদিও এই দ্বিতীয়বারের পরে পলিসি বাতিল হইয়া যায় এবং কোম্পানীর খাতায় বীমা কারীর নাম কাটিয়া দেওয়া হয়, তথাপি উহা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বীমাকারী আবেদন করিলে ডিরেক্টরগণ তাহা সুবিবেচনা করেন এবং তাঁহারা যদি দেখিতে পান যে বীমাকারী সুস্থ শরীরে কাজকর্ম্ম করে এবং তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে, তবে তাঁহারা বীমা উদ্ধারের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে বীমাকারীর কিছু জরিমানা এবং ডাক্তারী পরীক্ষার ফি দিতে হয়।

এসাইন্‌মেণ্ট (Assignment)

বীমা করার পরে কেহ কেহ উক্ত পলিসি বন্ধক রাখিয়া জমিক্রয় অথবা টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোম্পানীকে ইহা নোটিশ দিয়া জানাইলেই তাঁহারা পলিসি সংক্রান্ত কাগজে উহা রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখেন। যখন এইরূপ বন্ধক রাখার নোটিশ দেওয়া হয়, তখন তাহার সহিত দুই এক টাকার ষ্টাম্প দিতে হয়। এই ষ্টাম্প হইতে কোম্পানী নোটিশের প্রাপ্তি সংবাদ বিক্রেতাকে দিয়া থাকেন; কিন্তু প্রাপ্তি সংবাদ দেওয়া হইল বলিয়াই কোম্পানী বন্ধকের দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। সাধারণতঃ যখন পলিসির অধীনে কোন ক্যাস্ বোনাস্, কর্জ্জ, প্রত্যর্পণ মূল্য, বা দাবীর টাকা চাওয়া হয় তখন কোম্পানী বীমাকারীকে তাহার দাবীর প্রমাণ দিতে বলেন। এই প্রমাণের মধ্যে যিনি দাবীর টাকা পাইবার অধিকারী, তাঁহার অধিকারীত্বের দলিলও দাখিল করিতে হয়। এই সকল প্রমাণ পাইলে কোম্পানী উহার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং দাবী সম্পর্কে কোনরূপ গোলমাল না থাকিলে উহা অবিলম্বে বীমাকারীকে দেওয়া হয়। নানাপ্রকারের এসাইন্‌মেণ্ট আছে। তন্মধ্যে ইকুইটেবল চার্জ্জ, মর্টগেজ, Absolute Assignment প্রধান।

ইকুইটেবল চার্জ্জ

ব্যাঙ্ক সমূহ সাধারণতঃ এইরূপ এসাইন্‌মেণ্ট করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা তাঁহাদের কোন গ্রাহককে overdraft বা অগ্রিম টাকা দিয়া থাকেন তখন তাঁহারা উক্ত টাকার জামীনরূপে বীমার পলিসি এসাইন্ করিয়া থাকেন। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে বীমাকারীর যখন ব্যাঙ্কে আর over-draft বা অগ্রিম টাকা ধার থাকে না, তখন কোম্পানী বীমাকারীকে তাহার পলিসি ফিরাইয়া দিয়া থাকেন; তখন পুনরায় এসাইন্‌মেণ্ট করার আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং ইহা যে অতি সহজ পন্থা তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাঙ্কের প্রাপ্য টাকা শোধ হইয়া গেলে ব্যাঙ্ককে বীমাকারীর পাওনা শোধের কথা জানাইতে হয়।

মর্টগেজ

বীমার পলিসি বন্ধক রাখিয়া যখন একজন লোক আর একজনকে টাকা কর্জ্জ দেয়, তখন তাহাকে পলিসি মর্টগেজ রাখা বলে। এইরূপ মর্টগেজে কর্জ্জগৃহীতা নির্দ্ধারিত সুদে নির্দ্দিষ্ট

কাল মধ্যে অথবা ছয় মাসের নোটিশে কর্জ্জ শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। যদি এই সময় মধ্যে নিয়মিতরূপে সুদ আদায় না হয় তাহা হইলে কর্জ্জদাতা পলিসিখানি বিক্রয় করিতে অথবা কোম্পানীর নিকট বীমার প্রত্যর্পণ মূল্য দাবী করিতে পারিবে,এবং ইহা দ্বারা সে তাহার অনাদায়ী সুদ কাটিয়া লইবে। যদি পলিসির প্রদত্ত প্রিমিয়ামের মূল্য কর্জ্জের সুদ ও আসল টাকার পরিমান অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে বীমাকারীকে তাহার পলিসির টাকা হইতে কর্জ্জ শোধ করিবার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া হইবে।

Absolute Assignment

Absolute Assignment তিন প্রকার। যথা—মূল্য বিবেচনায় এসাইনমেণ্ট, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সাধারণ বিবেচনায় এসাইনমেণ্ট এবং আইনের বিধান মতে এসাইন্মেণ্ট।

মূল্য বিবেচনায় এসাইনমেণ্ট পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ইহাতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নাই। এইরূপ এসাইনমেণ্ট পলিসির পৃষ্ঠেও করা যায়, অথবা সম্পূর্ণ পৃথক দলিল রূপেও করা যায়। এসাইনমেণ্টের দলিলের সহিত পলিসিখানি ক্রেতার নিকট দিয়া দিলে, উক্ত পলিসির সমুদয় টাকা, উহার বোনাস্, লাভ প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে ক্রেতার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। যিনি এসাইন্ করিবেন তাঁহাকে অবশ্য এসাইন্ করার কথা যতশীঘ্র সম্ভব কোম্পানীকে জানাইতে হইবে। এসাইন্মেণ্ট দলিলে যাহাতে কম টাকার ষ্টাম্প দেওয়া না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টিরাখা একান্ত প্রয়োজন।

Voluntary assignment

কোন পাওনাদার যাহাতে তাহার প্রাপ্য টাকা হইতে বঞ্চিত না হইতে পারে তজ্জন্য এইরূপ এসাইন্মেণ্ট হইয়া থাকে। কেহ বীমা করার দুই বৎসর পরে যদি দেউলিয়া হয়, অথবা বীমা এসাইন্ করার দশ বৎসর মধ্যে দেউলিয়া হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার assignment বাতিল হইতে পারিবেনা। এইরূপ এসাইন্ করা পলিসির টাকা দিবার সময় কোম্পানী বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কেননা,ইহাতে আইনের নানা খুঁটিনাটি থাকার সম্ভাবনা; অবশ্য বীমা-কারীর মৃত্যুতে এসাইন্মেণ্টটি স্বাভাবিক দাবীর টাকা রূপে পরিণত হইলে আর এরূপ কোন গোলমালের আশঙ্কা থাকেনা। কেননা, দেউলিয়া ষ্টেটে মৃত-ব্যক্তির বীমার এসাইন্ করা টাকা দাবী করা যায় না।

আইনানুযায়ী এসাইন্মেণ্ট

কোন বীমাকারী দেউলিয়া হইয়া পড়িলে তাহার সমুদয় সম্পত্তি তখন রিসিভারের হাতে যায়। বীমার পলিসিও সেই সঙ্গে তাহার হাতে অর্পিত হয়। তখন তিনি যাহাকে বীমার টাকা দেওয়া সঙ্গত মনে করিবেন, তাহাকেই উহা দিতে পারেন। এই প্রকার এসাইন্মেণ্টকে আইনা-নুযায়ী এসাইন্মেণ্ট বলে।

দাবীর প্রমান

কোন তৃতীয় ব্যক্তির হাতে পলিসি থাকিলেই তাহাতে তাহার স্বত্ব প্রমাণিত হয় না। তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্ব প্রমাণ করিতে বীমাকারীর স্বাক্ষরিত তৃতীয় ব্যক্তির দাবী সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া দলিল

থাকা প্রয়োজন। কোম্পানী যখন কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে দাবীর টাকা দিবেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম দেখিবেন যে আবেদনকারীই প্রকৃতপক্ষে উক্ত টাকার অধিকারী এবং উহার জন্য আর অপর কেহ ভবিষ্যতে দাবী দিবেনা, অথবা মামলা মোকদ্দমা করিবেনা। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তির দাবীর বৈধতা স্বীকারের পূর্ব্বে বিশেষ তদন্ত আবশ্যক। এইজন্য কেহ বীমার টাকা দাবী করিলেই কোম্পানী হইতে তৎক্ষণাৎ বীমা সম্পর্কিত সমুদয় কাগজ পত্র চাওয়া হয়। এই সকল কাগজ পত্র তখন কোম্পানী পরীক্ষা করিয়া দেখেন, এসাইন্‌মেণ্ট ও আবেদন পত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করা হয়। কেননা আইনানুযায়ী এসাইন-মেণ্ট পত্রে কম টাকার ষ্ট্যাম্প থাকা সত্ত্বেও যদি দাবীর টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে যাঁহারা টাকা দিবেন তাঁহাদের নিকট হইতেই ষ্ট্যাম্পের টাকা আদায় করা হইবে।

দাবীর টাকা দিবার সময় অনেক ক্ষেত্রে আর একটি অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। হয়তো দলিল গুলি পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা গেল যে মাঝ-খান হইতে একখানি দরকারী কাগজ পাওয়া যাইতেছে না। তখন কোম্পানী টাকার দাবী-দারের নিকট হইতে একখানি Indemnity Bond আদায় করিয়া থাকেন। উহাতে তাহাকে হারাণো কাগজ সম্পর্কে লিখিয়া দিতে হয় যে

উহা কোথাও খোয়া গিয়াছে, নাহয় নষ্ট করা হইয়াছে। দীর্ঘকাল পরে যে এসাইন্‌মেণ্টের দাবী পাওয়ার সময় হয়, তাহাতে আর একটি অসুবিধা এই যে, কখনো কখনো দলিলে লিখিত ব্যক্তিগণের কেহ্ হয়তো মরিয়া যাইতে পারেন, দেউলিয়া হইতে পারেন অথবা অন্য কোন কারণে দূরে থাকা বশতঃ উপস্থিত হইয়া দলিলে স্বাক্ষর না'ও করিতে পারেন। এইসকল ক্ষেত্রেদাবীর টাকা পাইতে বিলম্ব হওয়া অনিবার্য্য। যখন পলিসি সম্পর্কে কোন দলিল, বিত্ত বা সম্পত্তি হয়, যাহা কোম্পানীর নিজের নিকট রাখা সম্ভব নয়, তাহা হইলে তাঁহারা উহা হয় সম্পত্তির মালিক অথবা উকীলের নিকট প্রত্যর্পণ করেন, এবং প্রয়োজন মত উপস্থিত করার কথা জানাইয়া দেন। কিন্তু এসাইন্‌মেণ্টের দলিল যদি অন্য কোন কোম্পানীর পলিসি হয় তবে সেই কোম্পানীই উহা নিজের নিকট রাখিয়া যে কোম্পানীতে এসাইন্ করা হইয়াছে তাহাকে এই মর্ম্মে চিঠি দিয়া থাকেন যে তাহাদের পক্ষ হইয়া কোম্পানী উক্ত পলিসি রাখিলেন।

বোনাসের ইচ্ছা সুযোগ

যখন কোম্পানীর নিকট Reversionery Bonus এর cash value অথবা বোনাসের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যৎ প্রিমিয়ামের টাকা কমাইয়া দেওয়ার অনুরোধ করা হয়, এবং কোম্পানীকে যদি assignment এর নোটীশ দেওয়া হয়, তখন দাবীর টাকা বিবেচনার সময় যেরূপ পলিসি পরীক্ষা করিতে হয়, এক্ষেত্রে তদ্রূপই করিতে হইবে।

কর্জ্জগ্রহণ

পলিসি বন্ধক রাখিয়া যাঁহারা কর্জ্জ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁহার উক্ত পলিসি কোথাও বন্ধক অথবা ঋণ-গ্রস্ত করিয়া রাখেন নাই। টাকা কর্জ্জ লইতে হইলেই বীমাকারীকে প্রমাণ দিতে হইবে যে তিনিই উক্ত বীমার একমাত্র অধিকারী অথবা যদি কোথাও পলিসি মর্টগেজ করা থাকে, তবে যাহার নিকট উহা মর্টগেজ আছে, তিনি তাহার পাওনার জন্য বীমাকারীর কর্জ্জ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা আর শোধ চাহিবেন না। পলিসি উপস্থিত না করিলে কোনক্রমেই টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে না। যদি কোম্পানী জানেও যে বীমাকারীর সত্যি সত্যিই পলিসি আছে এবং কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট উহা বন্ধক নাই, তথাপি পলিসি উপস্থিত না করিলে কর্জ্জ দেওয়া অসম্ভব। কোন কোন কোম্পানী অবশ্য পলিসি হারাইয়া গেলে বীমাকারীর নিকট statutary declaration লইয়া পৃথক পলিসি ইস্যু করিয়া থাকেন।

বীমার দাবী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনেকে তাহাদের উত্তরাধিকারিত্বের দাবীর প্রমাণ করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে বীমাকারী বা তাহার কোন আত্মীয় দাবীর প্রমাণ শেষ করার একখানি পত্র দিতে বলেন, এবং কোম্পানীও তাহা দিয়া থাকেন। তবে সাধারণতঃ কোম্পানী এরূপ অগ্রিম দাবী প্রমাণের সার্টিফিকেট দেওয়া পছন্দ করেন না, যদিও এরূপ করায় বিশেষ কিছু ঝুঁকির আশঙ্কা নাই, তথাপি প্রায় কোন কোম্পানীই এরূপ অগ্রিম দাবী প্রমাণে উৎসাহ প্রদান করেন না।

পরলোকে মিঃ কৃষ্ণস্বামিয়ার

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ওরিয়েণ্টাল বীমা কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী মিঃ এল, আর, কৃষ্ণসামিয়ার হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বদিনেও সুস্থ দেহে অফিসে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন। এমন সময় এ পৃথিবীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে উপস্থিত হইবার জন্য জীবনবিধাতার নিকট হইতে আহ্বান আসিল; তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বীমাজগতের যে স্থান শূন্য হইল তাহা পুরণ করিবার লোক আর পাওয়া যাইবে কিনা বিধাতাই জানেন! বীমা জগতে তিনি যে খ্যাতি ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন,তাহা অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা দ্বারা তিনি খ্যাতি এবং যশ লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিলন নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি পালঘাটে ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ওটাকামণ্ডে সৈন্যবিভাগে কেরাণীর কার্য্য করেন এবং পরে কারাবিভাগের ইন্স্পেক্টার জেনারেলের অফিসে কার্য্যগ্রহণ করেন। কেরাণীর কার্য্যে জীবন ক্ষয় করিতে তিনি অসম্মত হইলেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমা কোম্পানীর মান্দ্রাজের শাখায় একটি নিম্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের কয়েকটি জেলার বীমার এজেণ্টদিগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন এবং সেই বৎসরেই মাদ্রাজ শাখার প্রধান সহকারী এবং ১৯ ৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তাঁহার অনন্যসাধারণ কার্য্য পরিচালনশক্তি এবং সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞানের ফলে তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টালের এলাহাবাদ শাখার সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন। তিনি ঐ পদে সাত বৎসর কার্য্য করেন এবং তাঁহার সকল কার্য্যে অসামান্য সফলতা লাভ করেন। তিনি অদম্য উৎসাহ এবং একাগ্র নিষ্ঠার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী হইয়া এখানে আসেন। কলিকাতা অফিসে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছেন। বীমাজগত হইতে আজ এমন একজন সুযোগ্য, সহৃদয়, সরল এবং সৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট কর্ম্মী মরণের ওপারে চলিয়া গেলেন।

মিঃ কৃষ্ণস্বামিয়ারের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের যেরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল তাহাতে তাঁহার এই আকস্মিক তিরোধান আমাদিগকে বিশেষ মর্ম্মপীড়া দিতেছে। তিনি ঝড়ের ন্যায় কথা বলিতেন, অথচ অপর পক্ষের কথা ধীর ও শান্তভাবে শুনিতেন। কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিতে অযথা দেরী করিতেন না। কাহাকেও বলিতেন না যে আমি ইহা করিব। সব সময়েই বলিতেন চেষ্টা করিব। যাহারা তাঁহার মুখ হইতে এই কথাটুকু বাহির করিতে

পারিত তাহারা জানিত যে তাহাদের কাজ হইবেই। আজ তাঁহার অভাবে শুধু ওরিয়েণ্টালই যে ক্ষতগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু বীমা জগত হইতে একজন স্বাবলম্বী কৃতকর্ম্মা পুরুষ

পরলোকে মিঃ কৃষ্ণস্বামিয়ার

অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারদিগের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

কৃষ্ণ স্বামীয়ারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের গৃহে এক শোক সভার অনুষ্ঠান হয়। ভারতীয় লাইফ্ এসিওরেন্স এসোসিয়েশান সমূহের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বীমা কোম্পানী সমূহের অনেক প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় দিগের মধ্যে কেবলমাত্র মিঃ ল্যাং এবং মিঃ কুষ্টী উপস্থিত ছিলেন।

নিউইণ্ডিয়ার ডাক্তার এস, সি, রায়, নলিনী বাবুকে সভাপতির আসনে প্রস্তাব করেন এবং ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লডের সম্পাদক মিঃ এস. সি, রায় শোকব্যঞ্জক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র

প্রসাদ বসু অনুরুদ্ধ হইয়া এই সভায় কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি এজেণ্ট ও বীমা কর্ম্মীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে,আজকাল অনেকে বীমার কাজ করিতে আসিয়া প্রথমেই একেবারে আকাশের চাঁদ হাতের মুঠার মধ্যে ধরিতে চাহেন। টেলিফোন, মোটর কার, বয়, বেয়ারা ইত্যাদি সমন্বিত সুসজ্জিত আপিশ না হইলে অনেকের বীমার কাজে নাবিতে মন বসে না। অথচ এ সকল সজ্জা গজ্জা প্রথম ধাপেই কাহারও ভাগ্যে মেলে না। ধাপে ধাপে পা দিয়াই উপরে উঠিতে হয়। এই সকল কর্ম্মীদের সম্মুখে কৃষ্ণস্বামীয়ারের জীবন আদর্শ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। সামান্ত কেরাণী গিরি হইতে নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং সততার গুণে কেমন করিয়া বড় হইতে হয় তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় দিগের মধ্যে মিঃ ল্যাংও এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার সভাপতিরূপে বলেন,—

ভদ্রমহোদয়গণ!

কৃষ্ণ স্বামীয়ারের মৃত্যুতে বীমা ব্যবসাযে যে ক্ষতি হইল তাহা বীমা কর্ম্মীগণ ব্যতীত অন্ত কাহারও পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নহে। তাঁহার মৃত্যু আজ আমার নিকট স্বীয় ভ্রাতৃ বিয়োগের মত মর্ম্মন্তুদ মনে হইতেছে। কৃষ্ণস্বামীয়ারের সহিত আমার বিশেষ মেলা মেশা না থাকিলেও আমি তাঁহাকে একান্তই আপনার মনে করিতাম এবং এ কথাও সত্য যে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ সকলেই তাঁহাকে সেইরূপই মনে করিতেছেন। মৃতাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি; কিন্তু চিত্ত যেখানে দুঃখে মুহ্যমান, ভাষা সেখানে শব্দ জোগায় না।

আজ দেশের এই জাগরণের দিনে কৃষ্ণস্বামীয়ারের ন্যায় ব্যক্তির প্রয়োজন যে কতখানি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন লোকের আবির্ভাব এক দিনে হয় না—বা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফ্যাক্টরী হইতে যখন তখন এমন ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক তৈয়ারী হয় না।

মৃত্যুকালে কৃষ্ণস্বামীয়ার মাত্র ৪৯ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। দেশ যখন তাঁর পরিণত বুদ্ধির নিকট বেশ কিছু আশা করিতেছিল, তখনি তিনি চলিয়া গেলেন। তিনি প্রথম গভর্ণমেণ্টের অধীনে সামান্য কেরাণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট এবং সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তির কেরাণী জীবনের গতানুগতিক জীবনপাত করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। একারণ তিনি তাঁর নিজের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংঘশক্তির পিছনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাই আমরা তাঁহাকে Oriental Govt. Securityর Madras শাখায় প্রথম দেখিতে পাইলাম। ঐকান্তিক পরিশ্রম, একনিষ্ঠা, ও পরম কর্ম্মকুশলতার ফলে তিনি দিন দিন কোম্পানীর অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য ভার পাইতে সুরু করেন।

প্রথমে Madras এর জেলা Superintendent, পরে Allahabad ও Bangalore শাখায় Branch Secretary এবং পরিশেষে Oriental Govt. Socurityর কলিকাতা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। একদিকে যেমন ছিল তাঁর হৃদয়গ্রাহী আচরণ ও ব্যক্তিত্ব, অন্য দিকে তেমনি ছিল তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নিরপেক্ষতা। তিনি নিরতিশয় দয়ালু ও ভদ্র হইলেও কোনরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। এই সকল গুণের সমবেশেই তাঁহাকে এত বড় করিয়াছিল।

শ্রীযুত আয়ার স্বীয় চেষ্টা বলে জীবনবীমা ক্ষেত্রে যে ভাগ্য রচনা করিয়াছিলেন, তেমন খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আজ আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও office এর সকলের প্রতি আমরা সহানুভূতি জানাই।

জীবনবীমা অনুরক্ত প্রচারকের নিকট তাঁর স্মৃতি অবিনশ্বর হউক তাঁর আত্মার কল্যাণ হউক।

কৃষ্ণ স্বামীয়ারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য রাঁচীর সাবব্রাঞ্চ অপিশেও এক সভা হইয়াছিল এবং সেখানকার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ স্বামীয়ারের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করতঃ রাঁচীর আপিশ খোলা সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ও সাহায্যাদির উল্লেখ করত এক আবেগময়ী বক্তৃতা করেন। সভা হইতে শোক সূচক মন্তব্যাদি গৃহীত হয়।

জীবন বীমার বিভিন্ন দিক

[জনৈক বীমার এজেণ্ট কর্ত্তৃক তাহার বন্ধুর নিকট লিখিত পত্র]

গত সাত বৎসরের মধ্যে তিন সাতে একুশ জনই প্রশ্ন করিয়াছেন "দুনিয়ায় এত কাজ থাকিতে অবশেষে বীমা কোম্পানীর দালালী করিতে গেলে কেন?" তুমিও মনে হয় এই প্রশ্ন একাধিকবার করিয়াছ। সকলেই আমার শুভানুধ্যায়ী—অনেকেরই মনে ভয়, একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নহে, আবার যাহারা আমার বাল্যকালের স্বদেশপ্রীতি সমাজ-সেবা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত, তাঁহারা আমাকে জীবন-বীমার দালাল হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। বলি বলি করিয়াও তোমাদিগকে সব কথা বলা হয় নাই। তাই আজ এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিয়াছি।

আচ্ছা, আমাদের মত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা আজকালেকার দিনে চলনসই মত লেখা পড়া শিখিয়া কি চায়? দেশবাসীগণই বা তাহাদের নিকট কি প্রত্যাশা করেন? জীবনের শ্রেষ্ঠতাই বা প্রতিপন্ন হয় কিসে? এক কথায় বলিতে গেলে—আত্মপ্রতিষ্ঠা, জনসেবা ও স্বাদেশিকতায়। তুমিও আমার সহিত এ বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত হইবে। যদিও প্রথমে দালালির অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করিতে আমারও বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়াছিল,—তবুও যিনি আমার কর্ম্মগুরু, যাঁহার মন্ত্রই হচ্চে "Works will win" তিনি আমাকে শুধু বলিয়াছিলেন—"এবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিন" সেই কৃতি পুরুষের নিজের উপর অসাধারণ বিশ্বাসই হয়ত সহকর্ম্মীদের সামান্য কথায় বুঝাইয়াছিলেন—"works will win"। আমার বাল্যের আদর্শ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—তোমরা ক্ষোভ করিও না। কাজ করিয়া আমি জয়ী হইয়াছি। ইহা ধ্রুব যে, কাজে আনন্দ না পাইলে কর্ম্মী যেমন কাজ করিতে পারে

না—তাহার ফলও তেমনি আশানুরূপ হয় না। আমার কাজের আনন্দই আমাকে সাফল্যের দিকে টানিয়া লইয়াছে ও লইতেছে। সেই কথাটাই তোমাকে আজ লিখিতে বসিয়াছি।

আত্ম-প্রতিষ্ঠা

আত্মপ্রতিষ্ঠা তুমি কাহাকে বল জানিনা; আমি মনে করি, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিয়া সৎপথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের ও আত্মীয়বর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। আমার বড় বড় কথা শুনিয়া হয়ত তুমি মনে মনে হাসিতেছ? কেন না আমি জানি কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমাদের মত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং শিক্ষিত লোকরাও আমার মত জীবন-বীমার দালালগণকে একটু "কৃপার চক্ষে" দেখিতেন। এখনও হয়ত তাঁহাদের সংখ্যা দেশে বিরল হইয়া যায় নাই, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি—আমাদের কারবারে কাহাদের নিয়া কাজ করিতে হয়?

জীবন বীমার দালালী করিতে গেলেই কতকগুলি মূলসূত্র নিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার বাইরে যাওয়ার আমাদের অধিকার নাই। প্রথম লোক নির্ব্বাচন। তুমি আইনজ্ঞ—কাজেই জান, নাবালকের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয় না—তাই অন্ততঃ ১৯ বৎসর বয়স্ক লোকের নীচে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া নিষেধ। আবার মানব-জীবনের জীবিত কাল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অনুরূপ পর্য্যালোচনার অধীন অন্যান্য সারা ব্যাপারের মতই মানব-মৃত্যুও একটী বিশিষ্ট বিরাট নিয়মের অধীন। ফলে বীমা কোম্পানী সমূহ মানবজীবনের ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্তই বীমার মোটামুটী কার্য্যকরী কাল ধরিয়া লন। কাজেই শিশু বা বৃদ্ধ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে; তার পর বীমা কার্য্যের সমুচিত সাফল্যের জন্য সাধারণতঃ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই বীমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। উপরন্তু বীমার চুক্তি সাধারণতঃ ২০।২৫।৩০ বৎসরের জন্য হয়, কাজেই তাহা রীতিমত চালাইতে মোটামুটি লেখাপড়া জানা আবশ্যক।

অশিক্ষিত লোক নিয়া তোমাদের ওকালতীর কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আমার কাজের বহু অসুবিধা হয়। সুতরাং সে পথটা আমরা এড়াইয়া চলি। আবার সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সময় মত চাঁদা (Premium) দিয়া বীমা বাচাইয়া রাখিতে হয় সুতরাং বীমা গ্রহণকারীর অর্থ সামর্থ্য থাকিতেই হয়। কাজেই মোটামুটী হিসাবে আমরা দেশের সুস্থ, শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোক নিয়াই ব্যবসা করি।

জন-সেবা

স্কুলে পড়িবার সময় তুমিত জানই—আমাদের একটা দল ছিল—রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা, মড়া পোড়ান, চোরের উপদ্রব হইতে রাত্রি জাগিয়া পাড়ায় পাহারা দেওয়া—এ সকল তখনকার মত কতই না করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে সমাজের স্থায়ী মঙ্গলের কতটুকু করিতে হইয়াছে, বা হওয়া সম্ভব একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? হইতে পারে মুমূর্ষুর ক্ষণিক আরাম হইয়াছে, হইতে পারে পৃথিবী হইতে বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে রোগীকে ভগবানের নাম শুনাইতে পারিয়াছি। কিন্তু যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল তাহাদের কতটুকু করিতে পারিয়াছি। তোমাকে লিখিতে বসিয়া বাল্যের কত কথাই না মনে পড়িতেছে। তুমি বোধ হয় দক্ষিণ পাড়ার বিধু বাবুর কথা ভুলিয়া যাও নাই। ২৩ বৎসরের সুস্থ যুবক বিধু

বাবু অপিস হইতেই জর নিয়া আসিয়া চার দিনের দিন মারা গেলেন। ডাক্তার cerebral malaria বলিয়া খালাস পাইলেন—আমারাও প্রথমে রাত্রি জাগিয়া ওষুধ খাওয়াইয়া শেষে শ্মশান-বন্ধুর কাজ পর্য্যন্ত করিলাম।

কিন্তু ছয় মাস পরে অকালবৃদ্ধা মাতা যে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া মারা গেলেন এবং ১৩ বৎসর বয়সের ভগ্নীটিকে শুনিয়াছ কে না মিশনারী মেম আসিয়া লইয়া গেল, এখন বল দেখি, যদি বিধু বাবুর অন্ততঃ ২০০০৲ টাকারও বীমা থাকিত তবে এই অনাথা ভগ্নীকে কি এইভাবে স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইত? বিধু বাবু তখন ৬০৲ টাকা মাহিনা পাইতেন, তাঁহার পক্ষে কি ২০০০৲ টাকার বীমা সম্ভব হইত না?

তোমাদের মুন্সেফ সূর্য্য বাবুকে তোমার সঙ্গে গিয়াই'ত ১৫ হাজার টাকার বীমা করাইয়া আসিয়াছিলাম। তাহার অল্প দিন পরেই সূর্য্য বাবু হঠাৎ মারা গেলেন। তখন তুমি কলিকাতায়—আমাকে তুমিই সংবাদ দিয়াছিলে। সূর্য্যবাবুর মৃত্যুর পর যাহা স্বাভাবিক তাহাই হইল—জ্ঞাতি খুড়তুত ভ্রাতাগণ অনাথা বিধবা ও নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া বিষয় আশয় সহ পৈতৃক ভিটা পর্য্যন্ত বেদখল দিলেন। সূর্য্য বাবুর স্ত্রী মণিকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় লইলেন। হাতে ১৫০০০৲ টাকা ছিল বলিয়া আদরের ত্রুটি হইল না। মণিও লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। গত বৎসর তাহার ল', এম·এ হইয়া গিয়াছে। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মামার তাহাকে পিতার কার্য্য যাহাতে পায় তাহার চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। এখন খুল্লতাতগণও যথেষ্ট আত্মীয়তা করিতেছেন; এমন কি মণির বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

এইরূপ নানাপ্রকার কত ঘটনাই না সর্ব্বত্র ঘটিতেছে। তুমি যে দুটি ঘটনা আমারই মত জান সেই দুটির কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম।

কাজেই জনসেবার ধারা একটু বদলাইতে হইয়াছে। চিকিৎসা করিতে হইলে গোড়া ধরিয়া না করিলে সুফল ফলিবে না। জানি না কোন শুভ মুহূর্ত্তের কোন্ মনীষীর মনে বীমার ধারণা প্রথম জাগিয়াছিল; এত বড় সমাজ সমস্যা সমাধানের পন্থা কি আর দ্বিতীয় আছে? দাতা দান করেন—দুঃখীর দুঃখ দূর করেন—তিনি মহৎ, আমার নমস্য। কিন্তু দেশব্যাপী এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করা কি একজন দুইজন বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি-সঙ্ঘের কার্য্য? নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়াইলে কে দাঁড় করাইয়া দিতে পারে? এতবড় বাঙ্গালী জাতিকে কি ২।৪ জন লোকের ব্যক্তিগত কার্য্যে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব? জাতিকে বাঁচিতে হইলে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যদি সূর্য্য বাবুর বীমার ব্যবস্থা না থাকিত তবে মনির কি হইত? তুমি সূর্য্যবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু হয়ত তাহার পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটা বাধ্য হইয়া কায়ক্লেশেই করিতে; কিন্তু তাহাই কি সব? মণি যদি এখন বাঁচিয়া থাকে, ভগবানের কৃপায় দশজনের মধ্যে একজনের মত দাড়াইতে পারিবে; আর যদি মূর্খ হইয়া বাঁচিয়া থাকিত তবে নিজের ভারই নিজে বহন করিতে পারিত না—অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইলে তাহাতে সমাজের ক্ষতির কারণ বাড়িত বই কমিত না। কাজেই বলিতেছিলাম এত বড় সমাজ সেবার কাজ আর নাই। আমি এই সেবক-সঙ্ঘের একজন সামান্য

কর্ম্মী ; কিন্তু তত্রাচ ইহাতে আত্মপ্রসাদের অভাব ঘটে না।

আমার কার্য্যের স্বাদেশিকতার দিকটা দেখাইয়া চিঠি শেষ করিব। তুমি কি ভেবে দেখেছ, এই বীমাক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের কত টাকা বৎসর বৎসর বিদেশীয়ের হস্তে যাইতেছে এবং সেই টাকা বিদেশীয়ের হস্তে ভারতবর্ষের পক্ষে নিয়ত মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়িতেছে। বাহিরের বিচারে তোমরা হয়ত বলিবে যে বীমার প্রিমিয়ামের টাকা যাহা বিদেশীয়ের হস্তে যায়, তাহাত' আমরা ফিরিয়াই পাই। তবে বিদেশীয় কোম্পানীতে বীমা করায় ক্ষতি কি? ক্ষতি কি নাই, এবং এত বড় ক্ষতি জগতে কিছুই আছে কি? আধুনিক আন্দোলনের ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট জীবন বীমাসংক্রান্ত বার্ষিক পুস্তিকা (Blue Book 929) যাহা অল্পদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বীমার চাঁদা হিসাবে অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা বিদেশীয় বীমা কোম্পানীর হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে বীমার প্রারম্ভ আজ বোধ হয় ৬০ বৎসর। এই ৬০ বৎসর কাল ভারতবর্ষ এই ভাবে মোটামুটী কত কোটী টাকাই না বিদেশীয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন! অবশ্য এ কথা আমি বলি না যে আমরা কেবল দিয়াছিই, কিছুই পাই নাই—ইহা সত্য যে বৎসর বৎসর এই বিদেশীয় কোম্পানীগুলি ভারতীয়গণের claim এর টাকা যোগাইয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের টাকা আমরা ফিরাইয়া পাইতেছি কিনা ইহাই ত' একমাত্র কথা নহে, অথবা প্রধানতম কথা নহে। তুমি অর্থনীতির ছাত্র—Money power বলিতে কি বুঝায়, তাহা তোমার হয়ত অবিদিত নাই। এইরূপে বৎসর বৎসর কোটীর পর কোটী টাকা ভারতবর্ষ বিদেশীয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, এই টাকার প্রত্যেক পাই পয়সাটিও কি বিদেশীয়েরা পদে পদে আত্ম স্বার্থসিদ্ধি ও আত্ম বল সমাধানের পথে ব্যবহার করেন নাই, বা করিতেছেন না? তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ—আমরা জনে জনে আত্যন্তিক ভাবে বিচ্ছিন্ন ও একা—এই বিচ্ছিন্ন, একা, আপনাপন ব্যক্তিগত স্বার্থটুকুর দিকে চাহিতে গিয়া আমরা পদে পদে বিদেশীয়ের বিপুল সঙ্ঘশক্তিকে আরও বিপুল করিয়াই তুলি। বৎসর বৎসর ব্যক্তিগতভাবে আমরা যে claim এর টাকা ফিরাইয়া পাইলাম, তাহাতে আমাদের দুর্গতি ঘুচিল কি? এই জাতি আবার শিল্প বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া উঠুক, ইহা কি তুমি চাহিবে না? কিন্তু মূলধনের অভাবে এই শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলা আদৌ সম্ভবপর কি? মূলধন যোগাইবার পক্ষে দেশের বীমা কোম্পানীগুলি কি পরিমাণে সহায়তা করিতে পারে তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? তুমি কি জান, কানাডা প্রভৃতি দেশে বিদ্যুৎ, রেল, খনি প্রভৃতি সম্বন্ধে যতপ্রকার জনহিতকর কারবার আছে, তাহার মূলধনের এক প্রধান অংশ তত্তৎদেশের বীমা কোম্পানীগুলিই যোগাইয়া থাকেন? এই দীন, কঙ্কালসার, ভারতবাসীর প্রিমিয়ামের কত না টাকাই এইরূপে বিদেশে খাটিয়া বিদেশের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতেছে—নিজেদের অর্থশক্তি বিদেশীয়ের হস্তে তুলিয়া দিয়া দিনে দিনে নিজেকে এইরূপে ক্রমেই রক্তহীন করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা আর কতদিন তোমরা চলিতে দিবে? তাই আমার বাল্যের স্বাদেশিকতা বর্ত্তমান পথেই আশ্রয় পাইয়াছে। "নবশক্তি"

দেশীয় ভেষজের গুণাগুণ

কবিরাজ—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কত রোগের যে সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে তাহার বহু দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি। আজ যে গাছ-ড়াটীর বিষয় লিখিতেছি, তাহা প্রত্যেক পল্লী-গ্রামের খানা, ডোবা ও নদীর ধারে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই গাছটির নাম—

কুলেখাড়া

ইহার সংস্কৃত নাম—কোকিলাক্ষ। ইহাকে কুলেকাঁটাও বলে। পুরুলিয়া অঞ্চলে ইহাকে "কুইলেকাড়া" বলে। এই গাছের গায়ে কাঁটা থাকে, ইহার ফুল নীল বর্ণ, ক্বচিৎ গোলাপী হয়। ইহার পাতা, বীজ ও মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার পরীক্ষিত কয়েকটা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলাম।

রক্তহীনতায়

বহুদিন জ্বরভোগের পর—রক্তহীনতা হইলে কুলেখাড়ার পাতার রস প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে এক তোলা পরিমাণ একটু মধুসহ কিছুদিন সেবন করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়; আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুপানরূপে কুলে-খাড়ার পাতার রস সহ ঔষধ ব্যবহার করিতে দিয়া আমি যথেষ্ট ফল পাইতে দেখিয়াছি; শোথ, পাণ্ডু ও মূত্রকৃচ্ছ্রে কুলেখাড়ার পাতার রস—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার করিয়া সুন্দর উপকার পাইতে দেখিয়াছি। কুলে খাড়ার পাতার রসে পিত্ত নিঃসারক ও মূত্রকারক শক্তি বহুল পরিমাণে আছে—ইহা আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ করিয়াছি; সে জন্য শোথে ও পাণ্ডু রোগে ইহা এত ফলদায়ক। জলোদরী রোগেও কুলেখাড়ার রস সহ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ খাইতে দিয়া আমি চমৎকার ফল পাইতে দেখিয়াছি; জলোদরী রোগে কুলে-খাড়ার গাছের ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে দিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে বেশ মূত্র পরিষ্কার হইয়া থাকে। ঐ সকল রোগে কুলে-খাড়ার পাতা শাকের মত ভাজিয়া খাইলেও উপকার হইয়া থাকে। শোথ রোগে কুলেখাড়ার পাতা, নিশিন্দাপাতা, জয়ন্তী পাতা ও আপাং এর পাতা—এক সঙ্গে সেক দিলে শোথ দূরীভূত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, কিছুদিন যাবৎ কুলেখাড়ার পাতার রস সেবন করিলে যকৃতের দোষ বিনষ্ট হয় ও শরীরে নূতন রক্ত কণিকার উদ্ভব হইয়া থাকে।

পাথুরী রোগে

কুলেখাড়ার মূল, গোক্ষুর ও এরণ্ড মূল প্রত্যেকটি এক আনা মাত্রায় লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তাহাতে দুই আনা হইতে চারি আনা পরিমাণ যবক্ষার মিশাইয়া দীর্ঘ দিন সেবন করিলে পাথুরী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয় শৈথিল্যে

কুলেখাড়ার বীজ এক আনা ও আলকুশীর বীজ এক আনা, একটু চিনি ও আধ পোয়া ধারোষ্ণ দুধের সহিত (দুহিবামাত্র যে উষ্ণতা থাকে তাহা শীতল হইতে না হইতে) সেবন করিলে শিথিলতা নষ্ট হইয়া থাকে ও তরল শুক্র গাঢ় হইয়া থাকে। ইহা বিশেষভাবে পরীক্ষিত।

সন্ধিবাতে

গাঁটে গাঁটে বাত হইলে কুলেখাড়ার বীজ বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে অথচ প্রসব হইতেছে না, এরূপ স্থলে একটু চিনির সহিত কুলেখাড়ার মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রসব বেদনাক্রান্তা নারীর কর্ণে উহার রস প্রক্ষেপ করিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে বলিয়া 'বঙ্গসেন' উল্লেখ করিয়াছেন ; এসম্বন্ধে পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

নিদ্রা জননার্থ

মহামতি "হারিতের" মতে—কুলে খাড়ার ক্বাথ পান করিলে বা কুলেখাড়ার মূল শিরোদেশে বন্ধন করিলে অনিদ্রা দূর হইয়া রোগীর সুনিদ্রা হয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

শঙ্কর জনন বা নূতন নূতন ফল মূল উৎপাদন

আমাদের দেশে এখনও শশা গাছে ঝিঙ্গে ফলাইবার কথা বলিলে অনেকটা পরিহাসের মতই শোনায়। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে, এরূপ কল্পনা মোটেই অলীক নহে। জ্ঞান বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত উন্নতি এবং মানবের বহুমুখীন্ প্রচেষ্টা এই দুইটির সম্মিলনে আজকাল অনেক অসম্ভব পরিকল্পনাই রূপপরিগ্রহ করিয়া বাস্তব জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এমন এক সময় ছিল যখন মেঘনাদ মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন—রামায়ণের এই কাহিনী শুনিয়া অনেকেই মনে করিতেন,—হয়ত ইহা নিছক কল্পনা, নয়তঃ এ সমস্তই দেবতার লীলাখেলা, মানবের বুদ্ধির অগম্য এবং তাহার শক্তি সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অতীত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। বিমানপোতের আবিষ্কার দ্বারা, মেঘের আড়ালে অবস্থান করিয়া সার সন্ধান না হইলেও কামানের সন্ধান করা মানুষের সাধারণ শক্তি সামর্থ্যের সীমার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভবিষ্যতে মানুষের অপরিসীম কর্ম্মশক্তি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার সৃজনী শক্তিকেও হার মানাইবে কি না—কে বলিতে পারে?

শশা গাছে ঝিঙ্গে ফলাইবার কথা পাড়িয়াছিলাম। পাশ্চাত্য দেশে ইহা সম্ভবপর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু প্রমাণিত নয়,—তথায় আজকাল রীতিমত নূতন নূতন শাক সজী লতা পাতা ও পুষ্পাদি উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এই পন্থা ধরিয়া গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং দুই কিম্বা ততোধিক উদ্ভিদের সমন্বয়ে নূতন নূতন শাক সব্জী ও পুষ্পাদি উৎপাদন করিয়া প্রকৃতির রাজ্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে "বর্ণশঙ্কর" বলিয়া একটা কথা আছে। মানব সমাজ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। সমবর্ণের না হইয়া দুই বিভিন্ন বর্ণের সম্মিলনে যে নূতন বর্ণ সৃষ্টি হয় তাহাকে "বর্ণশঙ্কর" বলে। উত্তরকালে এরূপ অনেক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। সর্ব্বপ্রথম যখন আর্য্যেরা জাতি বিভাগ করিয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারিটি মাত্র জাতি ছিল। কিন্তু অধুনা তৎপরিবর্ত্তে অসংখ্য জাতি হিন্দু সমাজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আসিল কোথা হইতে? কে ইহাদিগকে গড়িল? মানুষই ইহাদের স্রষ্টা—বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণেই ইহাদের উৎপত্তি; এই সত্যটি আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মানব সমাজে যেরূপ, উদ্ভিজ্জ সমাজেও সেরূপ "বর্ণশঙ্কর" উৎপাদন সম্ভবপর। বনে জঙ্গলে কোন কোন সময় এক একটি নূতন ধরণের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যে কয়েকটি ফল মানুষের

নিকট সাধারণ ভাবে পরিচিত হইত তাহাদের কোন একটির সহিতও উপরোক্ত ফলের সাদৃশ্য নাই। আমরা তখন ইহাকে বিধাতার অভিনব সৃষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যা করি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার কি তাহাই? বিধাতা নূতন করিয়া কিছুই সৃষ্টি করেন না। এই প্রকৃতির রাজ্যে কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আপনা আপনি কার্য্য করিতেছে। সেই সমস্তের ফলেই নিত্য নূতন ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। এই যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া—তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ভগবানের রাজ্যে নব সৃষ্টির রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। বিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানও আজ সমস্বরে এই বার্ত্তাই ঘোষণা করিতেছে। অকস্মাৎ যদি কোনও দুইটি বিভিন্ন উদ্ভিদের মিলন সম্ভবপর হয় তাহা হইলে "বর্ণশঙ্কর" হওয়া অনিবার্য্য। তাই আমরা মাঝে মাঝে উদ্ভিদের মধ্যে, জীব জন্তুর মধ্যে, পশু পক্ষীর মধ্যে এবং মানব সমাজের মধ্যে পর্য্যন্ত অদ্ভুত রকমের সৃষ্টি দেখিতে পাই। এই জন্যই অকস্মাৎ এক এক দিন বাগানের লাল গোলাপের গাছে সাদা গোলাপ ফুল ফুটিয়া উঠে, কুমড়ো গাছে প্রকাণ্ড শশা ফলিয়া থাকে। ইহা ভগবানের লীলা খেলা নয়—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন মনীষী এই প্রাকৃতিক নিয়ম অধ্যয়ন করিয়া গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহার ফলে সমগ্র বিজ্ঞান জগত সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহারা রীতিমত নূতন নূতন শাক সব্জী ও তরিতরকারী উৎপাদনে ব্রতী হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে আমেরিকার অধিবাসী লুথার বার ব্যাঙ্কের (Luther Bur bank) কথা বলা যাইতে পারে। ক্যালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত সাণ্টা রোজা নামক স্থানে থাকিয়া ইনি উদ্ভিদের মধ্যে "বর্ণশঙ্কর" সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি আজীবন এই বিষয়ে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ঐকান্তিক গবেষণা নিষ্ফল হয় নাই। আমেরিকার আজ হাজার হাজার রকমের নূতন নূতন ফল, ফুল, মূল এবং শাক সব্জী দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অনেক গুলিই লুথার বার ব্যাঙ্কের সৃষ্ট। অধিকন্তু তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া অধুনা আরও অনেক ব্যক্তি এই বর্ণশঙ্কর উৎপাদনে নিরত হইয়াছেন। সহজ বঙ্গভাষায় ইহাকে "শঙ্কর জনন" বলা যাইতে পারে।

লুথার বার ব্যাঙ্ক যে সমস্ত নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমস্তের পরিচয় দেওয়া এস্থলে সম্ভবপর নহে। তাঁহার চেষ্টায় নূতন রকমের সীম, মোটর, ফুল, কপি ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি অনেক প্রকার বীজ বিহীন সুস্বাদু ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। এগুলি খাইতে যেমন সুস্বাদু তেমনি বীজ ছাড়াইবার কোনই বালাই নাই। বহুদিন ধরিয়া ধীরভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ উপাদেয় ফসল লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। মোটামুটি কোন প্রণালী অবলম্বনে কাজ করিলে আমাদের এদেশেও নূতন নূতন শাকসব্জী উৎপাদন করা সম্ভবপর হইতে পারে—তাহাই এস্থলে আলোচনা করিব। এ বিষয়ে আমাদের দেশের সুবিধা কিন্তু আমেরিকা হইতে অনেক বেশী। এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ভারতের আবহাওয়া, মাটির উর্ব্বরতা, রৌদ্র বৃষ্টির পরিমাণ ইত্যাদি সমস্তই কৃষিকার্য্যের পরম অনুকূল। এই অবস্থায় অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিলে আমাদের দেশে সুফল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। দূর হইতে উপরোক্ত

সুবিধার কথা লক্ষ্য করিয়া অনেক বিদেশী আসিয়া আজকাল এদেশে চাষবাসের বন্দোবস্ত করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতেও আমাদের চোখ ফুটিতেছে না। অনেক বুদ্ধিমান যুবক কর্ম্মাভাবে বেকার বসিয়া অসহ্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ এই "শঙ্কর জননের" দিকে মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে নিশ্চিত অর্থাগমের পথ হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য দেশের গবেষণার ফলে নূতন নূতন শাক সব্জি এবং ফল মূল উৎপাদনের কয়েকটি প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি প্রণালীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা :—(১) Selection (২) Crossing (৩) Hybridization (৪) Mutation.—এই চারিটি নামের কোনও বাংলা প্রতিশব্দ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মোটের উপর এগুলি দ্বারা কি কি বুঝায় তাহাই আমরা এ স্থলে আলোচনা করিতেছি।

Selection : এই ইংরাজী কথাটির সাধারণ মানে হইল মনোনয়ন করা অর্থাৎ বাছিয়া লওয়া। সাধারণতঃ দেশের সর্ব্বত্র যে সকল শাক সব্জীর চাষ হয় তাহাদের মধ্যে কোন কোন গাছের ফল, ফুল কিম্বা মূল এক একটু স্বতন্ত্র রকমের হইয়া থাকে। কয়েকবার এরূপ বিভিন্নতা দেখিতে পাইলে সেই গাছের বীজগুলিকে বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। সেই বীজ হইতে যে গাছ আবার জন্মিবে তাহার ফলও যদি পূর্ব্বের ন্যায় একটু স্বতন্ত্র রকমের হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই গাছের বীজ দ্বারা নূতন কোন শাক সব্জী ফলান সম্ভবপর। এইরূপে বীজ পৃথক করিয়া রাখিয়া অন্ততঃ ছয়বার পর পর ফসল উৎপাদন করিলেও যদি দেখা যায় যে, তাহাতে নূতনত্ব বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে সেইটিকে নূতন উদ্ভিদ বলিয়া প্রচার করা যাইতে পারে। মোটের উপর দেখিতে হইবে যে, ফসলের যেটুকু নূতনত্ব তাহা স্থায়ী কিনা! স্থায়ী হইলেই তাহা নূতন জিনিষ—অন্যথা আরও কয়েকবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ছয় বার ফসল উৎপাদনের কথা বলা হইল বটে; কিন্তু কোন কোন স্থলে ৩।৪ বারেও নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা আরও পরিস্ফুট হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার কৃষিতত্ত্ব বিশারদ লুথার বার ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি কমলা রঙ্গের Poppy হইতে উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বনে গাঢ় লাল রঙ্গের এক প্রকার চমৎকার Poppy উৎপাদন করিয়াছেন। অকস্মাৎ একদিন লুথার বারব্যাঙ্কের চোখে পড়িল যে, কমলা রঙ্গের Poppy গুলির মধ্যে একটির রং একটু রক্তিমাভ। এইটুকু লক্ষ্য করিয়া তিনি উহার বীজ পৃথক ভাবে সংগ্রহ করিলেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে নূতন করিয়া ঐ বীজ হইতে গাছ জন্মাইলেন। এবারে দেখা গেল যে, Poppy গুলি আরও একটু বেশী লাল হইয়াছে। তারপর আর একবার তিনি সেই গাছের বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিলেন। এবারে Poppy গুলি গাঢ় লাল রঙ্গের হইল। এইরূপে তিন চারি বার ফসল উৎপাদনের পর দেখা গেল যে, এক প্রকার গাঢ় লাল রঙ্গের চমৎকার Poppy সৃষ্টি হইয়াছে। অধুনা এই শ্রেণীর Poppy নূতন জিনিষ বলিয়া আমেরিকার সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে এবং সকলেই ইহার আদর করিতেছে।

উপরে যে প্রণালীর কথা বর্ণিত হইল,

তাহাকে "মনোনয়ন প্রণালী" নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বনে আমাদের দেশের সাধারণ ফল ফুল হইতে নূতন নূতন জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে। ধান, ডাল, ভুট্টা, গম প্রভৃতি সম্পর্কে এরূপ প্রণালী অবলম্বনে পরীক্ষা করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

Crossing :—দ্বিতীয় প্রণালী হইল Crossing—প্রকৃত পক্ষে ইহাকেই "শঙ্কর জনন" নামে অভিহিত করা যাইতে পাবে।

তৃতীয় প্রণালীর নাম দেওয়া হইয়াছে Hybridization,—দ্বিতীয় প্রণালীর সহিত তাহাব বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। মোটের উপর এই উভয় প্রণালীই এক। তবে crossing এর বেলায় সম জাতীয় এই গাছেব ফুলেব সমন্বয়ে নূতন নূতন শাক সব্জী উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়। Hybridizationএর বেলায় সমান জাতীয় না হইয়া দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকৃতির উদ্ভিদের সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, crossingএর দ্বারা উৎপন্ন ফসল মূল ফসল হইতে খুব বেশী বিভিন্ন হয় না; কিন্তু Hybridizationএর দ্বাবা যে ফল পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ নূতন আকাবের এবং নূতন গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাই সাধারণতঃ তৃতীয় প্রণালী অর্থাৎ Hybridization প্রায় সর্ব্বত্রই অবলম্বিত হইয়া থাকে। কাবণ এই প্রণালী অবলম্বনে অতি শীঘ্র অভিনব ফল ফসল সৃষ্টি করা সম্ভবপর। যাহারা লাভজনক ব্যবসা হিসাবে এইরূপ "শঙ্কর জনন" কার্য্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই প্রণালীই আশু ফলদায়ক।
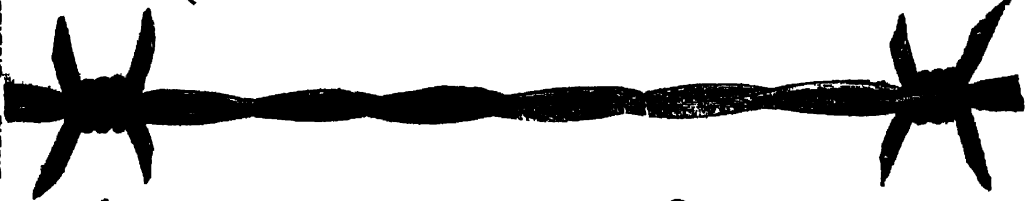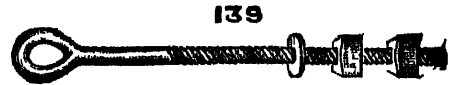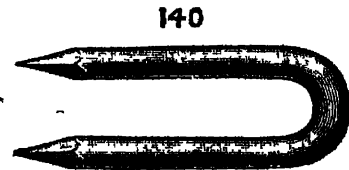
কিরূপে নূতন খরিদ্দার জুটাইতে হয়

[শ্রীসুশীলকুমার দাস]

কোন্ অতীত যুগের শুভমুহূর্ত্তে যে দোকানদারী ও পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে আমাদের ভারতবর্ষে আর্য্য সভ্যতার সময়েও দোকান খুলিয়া ব্যবসা করা কিংবা প্রকাশ্য হাটে নানাবিধ দ্রব্য সম্ভারের ক্রয় বিক্রয়ের প্রচলন ছিল। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্রই শিক্ষিত যুবকগণকে দোকানদারীতে দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কেননা তাঁহারা স্কুল কলেজের পড়াই মাত্র শিখিয়াছেন।

দোকান করিয়া ব্যবসা করাও লেখাপড়ার মত একটী বিজ্ঞান। রীতিমত ইহাতে হাতে খড়ি দিতে হয়। যেমন অ, আ, ক, খ প্রভৃতি না শিখিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করা ও বিদ্বান হওয়া যায় না, সেইরূপ কোনও দোকানে থাকিয়া প্রথমে ব্যবসাটী ভালরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে দোকান খুলিয়া নূতন খরিদ্দার জুটান যায় না এবং ব্যবসাও শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। খরিদ্দার জুটানোর একটী কৌশল আছে। আমাদের অনেক শিক্ষিত যুবক মনে করেন যে দোকান খুলিয়া কেনাবেচা করা কিম্বা অন্য কোনও প্রকার ব্যবসা করা খুব সহজ—যদি কিছু মূলধন সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কেবল মাত্র মূলধনে কি হইবে যদি সেই মূলধন খাটাইয়া কারবার বাড়াইতে না পারা যায়। একটা বিদ্যা না শিখিলে কিরূপে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ চলে? আমি জানি এক জন B. A. উপাধিধারী যুবক কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া দর্জ্জির দোকান দিলেন এবং ছয় মাস যাইতে না যাইতেই দোকান উঠিয়া গেল কারণ কি জানেন? ভদ্র লোকটী দর্জ্জি-ব্যবসার কিছুই জানিত না। কেবল মূলধনে ব্যবসা চলে না। নূতন খরিদ্দার সংগ্রহ করিতে হইলে দোকানদারের হাঁটিবার, দাঁড়াইবার, কাজ করিবার, খাইবার এবং কথা বলিবার নিয়মাদি জানা আবশ্যক। এই সব কায়দা কানুন কোন দোকানে শিক্ষানবিস থাকিয়া তবে শিখিতে হয়। যিনি ব্যবসা করেন, তাঁর প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া নূতন খরিদ্দার চাই। মনে রাখিবেন খরিদ্দারেরাই ব্যবসাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলে। কাজেই তাহাদের সন্তুষ্ট করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। নূতন খরিদ্দার সংগ্রহ করার সময়ে মনে রাখিবেন যে আপনি যেসব দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে যাইতেছেন তাহা ভাল কি মন্দ এবং আপনি ঐ সকল সস্তা দরে দিতে পারিবেন কি না? যেসব খরিদ্দারদিগের নিকট আপনি আপনার জিনিষ সকল বেচিতে চান, তাদের এই-সব জিনিষের আবশ্যক আছে কিনা, কিংবা অন্য কোন্ জিনিষের আবশ্যক হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে জানিয়া লইয়া তবে তাহাদিগের নিকট অগ্রসর হইতে হইবে। তারপরে আর একটী বিষয় ভালরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে যে আপনি যে জিনিষটী বিক্রয় করিতে চান ক্রেতাগণের সেসব

কিনিবার ঝোঁক আছে কিনা! যদি ঝোঁকেও কিনিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে না জাগে তবে যেরূপেই হউক তাহা জাগাইতে হইবে। ধরুন আপনি একটী মনোহারী দোকান নূতন দিয়াছেন এবং দোকানে খরিদ্দার আসিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে আপনি আপনার দোকান হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটী জিনিষ একটা ব্যাগে ভরিয়া বাহির হউন এবং এইসব জিনিষ যারা যারা কিনিতে পারেন মনে করেন তাদের নিকটে যান এবং আপনার জিনিষ সকল একটা একটা করিয়া বাহির করিয়া তাদের দেখাইতে থাকুন ও কোন জিনিষ তাদের কি উপকারে লাগিবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। বুঝাইবার সময় আপনার চক্ষু দুটী যেন ক্রেতার দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু যখন ক্রেতা কথা বলিবে তখন আপনি তার দিকে না তাকাইয়া অন্যদিকে তাকাইয়া ধীরভাবে উত্তর দিতে থাকিবেন। কেবল দোকান খুলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কখনও খরিদ্দার আসে না। ইহা সত্য কথা। আমাদের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা একথা মোটেই বোঝে না। তারা কেবল দোকান সুন্দররূপে সাজাইয়া প্রচুর অর্থ নষ্ট করে, কিন্তু খরিদ্দার সংগ্রহের দিকে মনঃসংযোগ দেয় না। তাদের ধারণা যে খুব জাঁকজমকের সহিত দোকান খুলিয়া বসিলেই বুঝি খরিদ্দারগণ ছুটিয়া আসিবে। ইহা মস্ত বড় ভ্রম। নূতন ব্যবসা করিতে গেলে ধৈর্য্য, পরিশ্রম, অনলসতা, নির্ম্মল বুদ্ধি প্রভৃতি থাকা চাই। যাহারা অমিতব্যয়ী, চঞ্চল, অলস ও অসচ্চরিত্র তারা ব্যবসায়ে কখনও উন্নতি করিতে পারে না। মনে রাখিবেন খরিদ্দার সকল বাহির হইতেই আসে, নিজের দোকানের ভিতর হইতে কিম্বা নিজ সংসার হইতে আসে না। যে কোন ব্যবসায় প্রথম আরম্ভ করিয়া আপনি আপনার বন্ধুবান্ধবগণকে জানাইবেন এবং প্রত্যহ আপনার দোকানে আসিয়া তাহাদিগকে বেড়াইয়া যাইতে বলিবেন। আরো বলিবেন যে, তারা যেন আসিবার সময় তাদের বন্ধু-বান্ধবগণকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। যাহাতে ক্রেতা-গণের দৃষ্টি আপনার দিকে সর্ব্বদাই পতিত হয়, সেজন্য একজন মিষ্টভাষী ও সুশ্রী বিক্রেতা দোকানে রাখা ভাল। সে-ই খরিদ্দার আসিলে দোকানের সব জিনিষ ভালরূপে দেখাইবে, বুঝাইবে ও বিক্রী করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যবসায়ের স্থান সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং জিনিষ পত্রাদি এরূপ সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিবে যাহাতে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহেবদের দোকানে অনেকে মেম্ সাহেব রাখেন। তাতে নাকি বিক্রী বেশী হয়। নিয়মই এই যে, একটী স্ত্রীলোক নিজহাতে একটা জিনিষ তুলে নিয়ে যদি কোনও পুরুষ ক্রেতার হাতে দিয়ে কিনিতে অনুরোধ করে, তবে সে না কিনিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্লীলতা এর মধ্যেও রক্ষা করা চাই, নতুবা ভদ্র ও বিশিষ্ট গ্রাহক সরিয়া যাইবে। আরো একটী কথা মনে রাখিবে, যে, তোমার দোকানে কোনও খরিদ্দার প্রবেশ করিলে প্রথমেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে "আপনি এই প্রথম আমার দোকানে আসিলেন না পূর্ব্বেও অনেকবার আসিয়াছেন?" যদি তিনি বলেন "আমি নূতন খরিদ্দার" তখন তাঁহাকে দোকানের এক প্রান্তে বসিতে দিবে, এক খিলি পান ও তামাক দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনামূল্যে একটা কিছু উপহার দিবে ও তাঁহার পূর্ণ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলেই তোমার ব্যবসায়ের সুনাম হইবে, খরিদ্দার বাড়িবে। যাহাতে সকলেই জানিতে পারেন সেজন্য বিশিষ্ট

ও বিখ্যাত সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে,—'আমার দোকানের যিনি নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হইবে' ইহাতে দেখিবে, দোকানের অবস্থা অল্পদিনের মধ্যে কিরূপ দাঁড়ায়। দোকানে যাহারা থাকিবে সকলেই যেন ভাল ও পরিস্কার কাপড় পরিধান করে ও কোনওরূপ অভদ্রোচিত কার্য্য যেন দোকানের মধ্যে না করা হয়। সম্রান্ত ব্যক্তি তোমার দোকানে আসিলে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ভাল আসনে বসাইবে, পান তামাক দিয়ে অভ্যর্থনা করিবে ও বিনা-মূল্যে উপহার দিবে। খুব ভদ্র ও বিনীত ভাবে তাঁর নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবে। অনেক ব্যবসায়ী পুরাতন খরিদ্দারগণকে সন্তুষ্ট করে না। ইহাও নূতন খরিদ্দার সংগ্রহের পক্ষে একটা মস্ত অন্তরায়। খরিদ্দার কিছু বলিলে বিরক্ত হইলে বা চটিয়া গেলে নূতন খরিদ্দার কিরূপে জুটিবে? খরিদ্দারকে সব সময়ে বুকের ধন বলিয়া মনে করিবে। খরিদ্দার যদি সামান্য এক পয়সার জিনিষও ক্রয় করে তবেও তাহাকে আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে; কেননা এক পয়সার জিনিষ কিনিয়া যদি তোমার নিকট হইতে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা পায় তবে সে খুসী হইয়া তার বন্ধু বান্ধবগণকে সঙ্গে নিয়া আসিয়া তোমার ব্যবসায়ের খরিদ্দার করিয়া দিবে। ঢাকা সহরে অনেক দোকানে গিয়া এক আনার জিনিষ কিনিয়া একটা দশ টাকার নোট দিলে খুব বিরক্ত হয়, রাগিয়া যায় · ভাঙ্গতি দিতে পারেনা কিংবা দিতে চায় না। বস্তত, ইহাতে কি খরিদ্দার বাড়ে? কিন্তু কলিকাতায় আমি উনিশ বৎসর থাকিয়া দেখিয়াছি, সেখানকার ব্যবসাদার এক আনার জিনিষ কিনিলেও অম্লান বদনে ও হাসিমুখে ভাঙ্গতি দেয় ও বলে দয়াকরে পুনরায় আমার দোকান হইতে জিনিষ পত্রাদি কিনিবেন। ইহাতেই ক্রেতার প্রাণে সেই দোকানদারের জন্য সহানুভূতি আসে যে সব সদ্‌গুণ থাকিলে ব্যবসা পরিচালন সোজা এবং জয়যুক্ত হইয়া উঠে তাহা পাশ্চাত্যের প্রত্যেক জাতিই অনুধাবন করে। আমাদের দেশেও এই নীতি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিলে সাফল্যের আশা একেবারে সুদূরপরাহত হইবে না। আশা করি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট এবং ব্যবসায়েচ্ছু প্রত্যেকেরই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য হইবে।

শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থে জার্ম্মানীর বৃত্তিদান

ভারতীয়দিগের ভিতর প্রতিযোগিতা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে জার্ম্মানীর অন্তর্গত বার্লিন সহরের নিকটস্থ রুসডো গ্রামের" Zethelas Horritzions ফার্মের প্রোপ্রাইটার Mr Heinrich Steinheil, Celluloid এবং Guttapercha র পুতুল, খেলনা, চিরুণী, মাথার কাঁটা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত শিক্ষার নিমিত্ত ভারতীয় ছাত্রদিগের ভিতর দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৭০ মার্ক (অর্থাৎ ৫০৲ টাকা) হিসাবে একটি বৃত্তি ঘোষণা করিয়াছেন যিনি "The prospects of celluluid and Gutta-percha industry in India" সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারিবেন এবং যাঁহার স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা ভাল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাকেই এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। উপরন্তু এই ভদ্রলোক ভারতবর্ষ হইতে জার্ম্মাণী যাতায়াতের খরচও অর্দ্ধেক বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই বৃত্তি আগামী ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাস হইতে দেওয়া হইবে এবং নির্ব্বাচিত ব্যক্তি জার্ম্মানীতে না পৌঁছান পর্য্যন্ত এই বৃত্তি লাভে সক্ষম হইবেন না। গত ৩১শে মার্চ্চ রচনা পৌঁছিবার শেষ তারিখ ধার্য্য হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ৫৪টি রচনা প্রেরিত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে বাংলা হইতে ৭টি, বোম্বাই প্রদেশ ২১টি, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে ৩টি, পাঞ্জাব হইতে ১২টি, মাদ্রাজ হইতে ৪টি এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে ৭টি লিখিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় যাঁহারা প্রথম হইতে সপ্তম স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা পরীক্ষার জন্য স্থানীয় Consulএর officeএ Selection Boardএর সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। এই Boardএর বিচারের উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

১। শ্রীযুক্ত অরুণোদয় রায়, বি, এ। (জলপাইগুড়ি)

২। শ্রীযুক্ত ধ্রুবলাল দোবে, বি, এস, সি, (পাটনা)

৩। শ্রীযুক্ত মোহনলাল নেহেরু, এল, এল, বি। (এলাহাবাদ)

৪। শ্রীযুক্ত বোধমল মেটা, বি, এস, সি। (পুনা)

৫। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি, এস, সি। (ঢাকা)

৬। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকমল শাস্ত্রী, এম, এ। (গঞ্জীগ্রাম)

৭। শ্রীযুক্ত বিধুরাম মোহন্ত বি কম। (সুরাট)

পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে জনৈক বাঙ্গালী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আজিও বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক উষর হইয়া যায় নাই।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১১শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৩৮ | ১২শ সংখ্যা

বঙ্গীয় সরকারী কৃষিবিভাগের প্রচেষ্টা

প্রাদেশিক কৃষি গবেষনা সমিতি

প্রাদেশিক কৃষি গবেষণা সমিতি সবে মাত্র গঠিত হইয়াছে। বিগত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষ ভাগে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। উহাতে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যসূচী ছিল :—

(ক) মাটীর উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসন্ধান এবং ধানের চারার পুষ্টিবৃদ্ধির গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী দান।

(খ) প্রাকৃতিক রসায়ন বিজ্ঞানের (physical chemistry) জন্য একজন সহকারী কর্ম্মচারী রাখিতে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে অর্থ দান।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে colloid মাটির উপাদান সমূহ গবেষণার জন্য দান।

(ঘ) ইক্ষু ছেঁচা ও রসজ্বাল দিবার যন্ত্র সম্বন্ধে রিসার্চের জন্য বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে দান।

(ঙ) ইক্ষুর চারা পরীক্ষা করিতে একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বঙ্গীয় কৃষি বিভাগকে ব্যয় মঞ্জুর।

(চ) আলু সংরক্ষণ ও পশুর খাদ্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর (শান্তি নিকেতন) একটি স্কীমে দান।

(ছ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখায় পাটের আঁসের ভাল মন্দ, পাটের মধ্যে chlorosis এবং কচুরি পানা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য সরকারী দান।

(জ) একজন নিখিল ভারত তামাক অভিজ্ঞ কিওরার (curer) নিয়োগের স্কীম।

(ঝ) অধ্যাপক মহালানবীশের কৃষি হিসাব সম্বন্ধে গবেষণার স্কীম।

(ঞ) মহিষগুলির শরীর রক্ত মোক্ষণে বিষাক্ত না হওয়ার প্রতিকার কল্পে bacterio-

logy প্রণালীতে চিকিৎসা গবেষণার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের স্কীম।

আলোচ্য বৎসরে ঢাকায় বঙ্গীয় কৃষিবোর্ডের একটি সভা হয়। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি আলোচিত হইয়াছিল।

(১) মৃত্তিকার নিম্নের জল দ্বারা কৃষিক্ষেত্র সেচনের ব্যবস্থার জন্য টিউবওয়েল প্রভৃতির মত মাটি খুঁড়িবার ব্যবস্থা এবং এতদুদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহ।

(২) জমিতে জল সেচনের জন্য সাধারণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাম্পের কল প্রদর্শন।

( ) ছোট ছোট শস্য ঝাড়াই কল প্রদর্শন।

রেশম শিল্পশিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়

আলোচ্যবর্ষে মালদহের পিয়াসবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে ২৪ জন, অমৃতি স্কুলে ৩২ জন, কামারপুরে (মুর্শিদাবাদ) ৪১ জন ছাত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত কামারপুরের নৈশবিদ্যালয়ে ২৫জন ছাত্র পড়িত। সরকার এজন্য রেশম বিভাগের হাতে মাসিক দশ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন। জিলা বোর্ড হইতে শিক্ষকের বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। কালীচক মধ্যই রেজী বিদ্যালয় ও রোস্তমনগর (মালদহ) উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের মাসিক সাহায্য যথাক্রমে দশ টাকা ও পাঁচটাকা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। কলিথা (বীরভূম) স্কুলে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। কালীচক স্কুলের ১৩৮ জন ছাত্রের মধ্যে ১০৮ জনই রেশম শিল্প অধ্যয়ন করে। রোস্তমগড়ে ৪০ জনের মধ্যে ১৮ জন পড়ে এবং কলিথায় ১৭ জন রেশম উৎপাদনকারীর পুত্র এই শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে যাহারা পড়িয়াছিল তাহাদের কয়েক জন ছাত্র তাহাদের অভিভাবকগণকে উন্নত প্রণালী অবলম্বনে রেশমের চাষ করিতে সম্মত করাইয়াছিল।

মালদহ জিলার গ্রাম্য স্কুলগুলির সহিত রেশম চাষ শিক্ষা প্রবর্ত্তনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্থের অভাবে এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতি দেখানো সম্ভব হয় নাই। প্রচারকগণ মফস্বল ভ্রমনের সময় লণ্ঠন সহযোগে রেশমশিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন; এইরূপে মালদহ জিলার প্রায় একশত পঁয়ত্রিশটি প্রাইমারী স্কুলে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। আনুমানিক প্রায় ২৬০০ ছাত্র এই সকল বক্তৃতায় যোগদান করিয়াছিল।

রেশমের বাগানেরেশমচাষীর সন্তান গণকে মজুর নিয়োগ করিয়া তাহাদের কাজ শেখানো

রেশমের বাগানে হাতে কলমে কাজের শিক্ষা পাইয়াছে—১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ২৩৯ জন, ১৯২৮-২৯এ ২৯৫ জন এবং ১৯২৭-২৮এ ১৯৫ জন। মালদহ জিলায় গায়েমবাড়ী ও মেহেরপুরে দুইটি শিক্ষিত ছাত্র নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এবিষয়ে বেশ সুন্দরভাবে বয়স্ক রেশম চাষীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। কুমারপুর প্রাইমারী স্কুলে বয়স্কদের জন্য যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে, এই বিদ্যালয়েও সেই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কৃষক-সন্তান-দেরশিক্ষার ব্যবস্থা।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কৃষকগণের সন্তান-দিগকে আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা আশানুরূপ সাফল্য লাভ

করে নাই। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে গভর্ণমেণ্ট তিনখানি কৃষিক্ষেত্রের সহিত তিনটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। এই সকল প্রাইমারী স্কুল সিউড়ী, বুড়ীর হাট ও কিশোরগঞ্জ কৃষি উদ্যানের সহিত স্থাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের এখনও সময় আসে নাই। কেন না ইহার কার্য্যাবলী বর্ত্তমানে বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করা হইতেছে। বিজ্ঞ অভিজ্ঞ এবং কৃষির সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী চাষী তৈয়ার করা এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে। রেশমশিল্প বিদ্যালয়ের ন্যায় কৃষির ক, খ, শিক্ষা দান করা ও কৃষির উন্নতিমূলক প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

ফরিদপুরে ভদ্রযুবকদের শিক্ষাব্যবস্থা

ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ বরোস্ ভদ্রযুবকদের শিক্ষার জন্য একটি স্কীম করিয়াছেন। এই স্কীম অনুসারে ভদ্র সন্তানগণ ফরিদপুরের কৃষি উদ্যানে শিক্ষালাভ করিলে তাহাদিগকে কৃষির জন্য খাস মহলের জমি দেওয়া হয়। প্রথমদল শিক্ষার্থী তাহাদের শিক্ষা শেষ করিলে পর তাহাদিগকে জমি দান করা হইয়াছে। এই পরীক্ষার ফল কিরূপ হইবে এখনও বলা যায় না।

টটোখপ নজ সার

পূর্ব্ববঙ্গের চরা জমিতে এমোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রয়োগ করিয়া বেশ উপকার পাওয়া গিয়াছে। চুণ যুক্ত লালজমিতেও ইহা যথেষ্ট কাজ দেয়।

পাটে ক্লোরোসিস্—আর্থিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিদের সহায়তায় পাটে ক্লোরোসিস সম্বন্ধে এখনও তদন্ত চলিতেছে।

পাটের আঁশ—

যে পাট যত উঁচু হইবে তাহার আঁশ তত লম্বা ও সুন্দর হইবে, লম্বা পাট ভাল জিনিষের একটি প্রধান লক্ষণ। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে মাটি হইতে দুই তিন ফিট উঁচু অংশেই পাটের আঁশ সবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। আঁশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈর্ঘ্যের ও বেড়ের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে।

বীজ পরীক্ষা—

১৫৪ ডি দুইহাজার মণ এবং ৬৭০ চুঁচুড়ার কাঁচা বীজ নারায়ণ গঞ্জে সরকারী পাটের বীজ বিক্রয়ের এজেণ্ট মিঃ এ, এল, গডেন কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে।

শণ

আয়র্ল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী রীগার শণের বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল হইতে যে নমুনা পাঠানো হইয়াছিল, তাহা আয়র্ল্যাণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শণের আঁশ হইতেও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। উত্তর বঙ্গে যে অতি উৎকৃষ্ট শণের চাষ হইতে পারে তাহা বহুদিন হইল নিশ্চিতরূপে বুঝা গিয়াছে। কিন্তু শণ তোলাই বিশেষ অসুবিধাজনক ব্যাপার। কারণ বর্ষাকালে যে শণ গাছ কাটিয়া ভিজাইতে হইবে তাহার আঁশ ছাড়াইতে হয় শীতকালে। বিশেষতঃ শণ Retting এবং Scutching এ নানারূপ কল কৌশলের আবশ্যক! উহা চাষীর পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। তাই এজন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি অথবা ধনী মহাজনের আশ্রয় লইতে হয়।

তুঁতের সার—

রেশমের দাম ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ায় বাংলার রেশম শিল্পের বড়ই সংকট উপস্থিত হইয়াছে।

ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহার তৈয়ার করার খরচ অন্ততঃ অর্দ্ধেক কমানো আবশ্যক। তুঁতের ঝোপগুলিতে সার দিয়া বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে সবুজ সারে (Green manuring) জমির উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধিপায়, এবং আগাছা গুলি নষ্ট হওয়াতে রেশম উৎপাদনের খরচও কমিয়া যায়। বর্ষার শেষ ভাগে ফস্ফেট অবএমোনিয়া প্রয়োগ করিলে তুঁতের গাছ সমস্ত শুক্‌না সময়ে খুব ভাল থাকে। যে জমিতে ক্ষার নাই অথবা যাহাতে ক্রমাগত সবুজ সার দেওয়া হয়, তাহাতে মাঝে মাঝে চূণ দিলে জমির উপকার হয়। নিয়মিত সবুজসার দেওয়া ঘন ঝোপের মধ্যে কখনও কখনও পটাশের সার দেওয়া বিশেষ হিতকারী।

ধানও পাটের সার

বাঁকুড়ার জমিতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আমন বা রোয়া ধানের পক্ষে Luna phos এর সার দিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মৈমনসিংহে এমোনিয়াম সাল্‌ফেটের সার দিয়া দেখা গিয়াছে যে ফসলের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বাংলার কৃষকদের মধ্যে খনিজ সার ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

খেজুর চিনি

চিনির দাম অসম্ভবরূপে কমিয়া যাওয়াতে এই শিল্পটি প্রায় ধ্বংসের মুখে। যদি মিষ্ট খাবার তৈয়ার করিয়া অথবা দোবারা চিনি প্রস্তুত করিয়া ইহা রপ্তানীর ব্যবস্থা করা যায় তবেই এই শিল্পটি এখনও বাঁচাইবার আশা আছে। গত বৎসরের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে টাট্‌কা খেজুরের রসে প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র Sucrose আছে, ইহাতে গ্লুকোসের অংশ একরূপ নাই বলিলেই হয়। জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বিবেচনায় জমিতে জল সেচনের উপরেই খেজুরের রসের পরিমাণ স্থির থাকা বা বৃদ্ধি পাওয়া নির্ভর করে। চূণ দিয়া রসের পচন নিবারণ করা যায়। তারপর চূণের সহিত 'সালফিউরিক' বা 'ফস্ফরিক এসিড দিয়া' অল্প পরিমাণ বাইসালফাইট অব সোডা প্রয়োগে সিদ্ধ করিলে খুব ভাল পাটালি গুড় তৈয়ার হয়।

তামাক

তামাকের বিভিন্ন অবস্থায় ইহার 'নিকোটিনে'র পরিমাণ জানিবার জন্য তদন্ত চলিতেছে। বুড়ির হাট কৃষি উদ্যানে নয় একর জমিতে খুব ভাল জড়াইবার তামাক পাতার চাষ হইয়াছিল এবং ৬৫ একর স্থানে অন্য প্রকারের তামাক (প্রধানতঃ সুমাত্রা) বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় কৃষকগণ তৈয়ার করে।

ইহার ফলে বুঝা গিয়াছে যে বাংলাদেশে অতি উচ্চ শ্রেণীর তামাক পাতা উৎপাদন করার সম্ভাবনা আছে। দুনিয়ার বাজারে সে তামাক যে অতিশয় সমাদর লাভ করিবে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কৃত্রিম সার

সরকারী সকল কৃষিক্ষেত্রে ও রেশমের বাগানে কৃত্রিম সার তৈয়ার চলিতেছে। একমাত্র ঢাকাতেই যে সকল জিনিস সকলে ফেলিয়া দেয় তাহা হইতে বৎসরে প্রায় দশ হাজার মণ বা তিন শত পঞ্চাশ টন সার প্রস্তুত হয়। ইহার ফলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন মত প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়া যাইতেছে অথচ পূর্ব্বে ইহা বাহির হইতে কিনিয়া আনিতে হইত। কিরূপে এই সার প্রস্তুত করা

যায় তাহার বিবরণ মুদ্রিত করিয়া বহুল পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছে।

ধানের বীজ বিতরণ

ধানের বীজ বিতরণের জন্য ২৪৭টি বীজক্ষেত্র তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন জিলার ৩৪৭০ বিঘা বা প্রায় ১২০০ একর জমিতে অবস্থিত। তন্মধ্যে ৪৪টি কেন্দ্র কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতির অধীন, ২৮টি ইউনিয়ন বোর্ডের, ১৬টি খাসমহল বা সরকারের, ৪টি কৃষি সমিতির দ্বারা পরিচালিত। অবশিষ্টগুলি কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, জমিদার বা তালুকদারের অধীনে পরিচালিত।

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সব দিক হইতে মোট ১৩ হাজার মণ বা প্রায় ৪৬০ টন বীজ বিতরিত হইয়াছে তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট একাই বিতরণ করিয়াছেন এক হাজার মণ।

ডাল

উদ্ভিদ তত্ত্ববিদগণ ডাল সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিতেছেন। মাটি কলাইএর তদন্ত প্রায় শেষ হইয়াছে, মুগের উন্নতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। মস্যাম কলাই নামে দার্জ্জিলিং এ একপ্রকার মাটি কলাই উৎপন্ন হয়। সেগুলি পশুর খাদ্যের জন্য ব্যবহারে সাধারণ মাটি কলাই হইতে অনেক উপযোগী বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনাবাদাম

চীনাবাদাম সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে পশ্চিম বঙ্গে এই জিনিসটির চাষ দিতে হইলে এমন বীজ পাওয়া চাই যাহার ফল অক্টোবর নভেম্বর মাসের মধ্যে পাকে। কারণ বৃষ্টির সময় পশ্চিম বঙ্গের যে মাটি ভিজিয়া বেশ নরম থাকে শীতকালে বৃষ্টির অভাবে উহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। এইরূপ কঠিন জমিতে বাদাম আট্‌কাইয়া যায় কাজেই মাটি হইতে উহা বাহির করা দুঃসাধ্য হয়। এই জন্য মাটি নরম থাকিতে থাকিতে যাহাতে বাদামের ফসল তোলা যায় সেজন্য শীতের পূর্ব্বেই ফসল পাকা আবশ্যক। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং তিরাই অঞ্চলে অনেক হাল্‌কা জমি আছে। সেখানে বেশ ভাল চীনাবাদামের চাষ চলিতে পারে।

পশুর খাদ্য

পশুর শুষ্ক খাদ্য বা ঘাস সম্পর্কেও কম গবেষণা হয় নাই। সরকারী দ্বিতীয় উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ মিঃ দত্ত এই গবেষণায় বেশ সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছেন। গিনি ঘাস, ভুট্টা, জুয়ার প্রভৃতির পুরাতন আবিষ্কৃত পশুর খাদ্যের উপরে তিনি সুডান, নেপিয়ার, প্রিটোরিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানের শুক্‌না ঘাস দিয়াও পশুর উৎকৃষ্ট আহার্য্য এদেশে উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক ঢাকার ক্ষেত্রেই তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রতি একর জমিতে বৎসরে প্রায় পনর শত মণ অর্থাৎ পঞ্চাশ টনের বেশী ঘাস হইতেছে। এই এক একর জমির ঘাসে আটটি পশুর এক বৎসরের খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়। নেপিয়ার ঘাস খুব তৃষ্ণা নিবারক। জল সেচনের ব্যবস্থা না থাকিলেও ইহা আপনা হইতে বৃদ্ধি পায়। বাড়ীর পাশে ইহা লাগানো যাইতে পারে। ইহাতে গৃহপালিত পশুগুলি সারা বৎসর কাঁচা ঘাস খাইবার সুযোগ পায়।

গোল আলু রক্ষা

আলুগুলি আলো হাওয়াপূর্ণ শুষ্ক ও শীতল স্থানে রাখা আবশ্যক। যখনই উহাতে পচন ধরিবে, তখনই পচা আলুগুলি ফেলিয়া দিবে। ইহা ছাড়া পেট্রলের ধোঁয়া দিলে (যেমন fleet আদি vapourize করিয়া দেওয়া হয়) আলুর পোকা নিবারিত হয়।

পানের পোকা

পানের লতার পোকা নিবারণ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনেক পরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে যে বোর্ডো মিকশ্চার ছিটাইয়া দিলে পানের লতার এই রোগ অনেকটা কমে; পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, 'বোর্ডো মিকশ্চার' না ছিটাইয়া যেখানে শতকরা ৮০টি চারা মারা গিয়াছে, সেখানে ইহা দিবার পরে পানের চারার মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৭ হইতে ১১টি।

হাওড়া ও সাঁতরাগাছির,বরোজে স্প্রে দেওয়ার পরে এই রোগ একেবারে দূর হইয়াছে। যে বরোজে স্প্রে দেওয়া হয় নাই তাহার মাত্র শতকরা পঞ্চাশটি চারা রোগ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বীর বল্লভ পাড়ার বরোজে স্প্রে দিবার পূর্ব্বে শতকরা ৮০টি লতা রোগগ্রস্ত হইত; স্প্রে দিবার পরে অতি অল্প কয়েকটি মাত্র লতা রোগাক্রান্ত হইয়াছে।

পশু পালন

বাংলা দেশের গরুগুলি যে বড় ও বলশালী হয় না তাহার প্রধান কারণ এই যে,সাধারণ ষাঁড়গুলির সহিত ইহারা অবাধে মিশিয়া থাকে। এই সব নির্জীব

দুর্ব্বল পশুর সহযোগে কখনই ভাল গরু জন্মিতে পারে না। এই কারণে কৃষকায় বৃষের সহিত গরুগুলির অবাধ মেলামেশা বন্ধ করিতে না পারিলে পশু পালনে উন্নতির আশা নাই।

চিনির কল

কুষ্টিয়ার রেণউইক এণ্ড কোং একটি ইক্ষু মাড়াই কল তৈয়ার করিয়াছেন। কলটির অনেক উন্নতি সাধন আবশ্যক। কিন্তু এখনই উহা যেরূপ ভাবে চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে তাড়াতাড়ি ইক্ষু চালাইবার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াও ইহা তিন রোলার মিলের সমান রস বাহির করিতে পারিবে। ইক্ষু রস জ্বাল দিবার জন্য কৃষি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় একটি কল তৈয়ার করিয়াছেন। উহা রামনগর, নদীয়া প্রভৃতি স্থলে পরীক্ষিত হইতেছে এবং বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

উন্নত প্রণালীর লাঙ্গল

কৃষি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার সাধারণ পশু দ্বারা টানিবার উপযোগী কয়েক প্রকারের লোহার লাঙ্গল তৈয়ার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "সোবকাম্ নং২" নানাস্থানে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কুষ্টিয়ার মেসার্স রেণ উইক কোম্পানী উহা তৈয়ার করেন। শক্ত কাঠের ফ্রেমসহ উহার মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা। সুতরাং

বাজারে প্রচলিত লাঙ্গলের মধ্যে 'সোবকাম'ই সস্তা। যদিও দামে ইহা দেশী লাঙ্গলের সমান, তথাপি ব্যবহারে ইহা সাধারণ লাঙ্গলের দ্বিগুণ ত্রিগুণ কার্য্যকরী এবং টেঁকসই অন্ততঃ দ্বিগুণ। সকল সরকারী ক্ষেত্রেই এখন 'সোবকাম' লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। সাধারণের নিকট হইতেও ইহার জন্য অনেক অর্ডার পাওয়া যাইতেছে।

ক্ষেত্রে জলসেচন

বহু ক্ষেত্র জলসেচনের অভাবে অনুর্ব্বর থাকিয়া যায়। অথচ নিকটে খাল বা নালার অভাবে জলসেচন করাও সম্ভব হয় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ঢাকা, মীরপুরে বর্ম্মা শেল অয়েল কোম্পানী আট অশ্বশক্তি বিশিষ্ট, ক্রুড অয়েল দ্বারা পরিচালিত cold starting পিটার এঞ্জিন দ্বারা ৬" পরিমাণ পাম্পে জলসেচন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ৫০ হাজার গ্যালন জল সেচন করা যাইবে। বর্ম্মা শেল অয়েল কোম্পানী ঐ ক্ষেতের মধ্যে বসাইবার প্রণালী বিনামূল্যে দেখাইতে প্রস্তুত আছেন। একদল কৃষকের নিকট ইহার উপযোগিতা বুঝাইবার আয়োজন করিতে পারিলেও তাঁহারা উহার কর্ম্মপ্রণালী দেখাইয়া থাকেন।

পশ্চিম বঙ্গে জল সেচনের ফলে প্রতি একর জমিতে সাত হইতে আট মণ ধান ফলিয়া থাকে। এই বর্দ্ধিত ফসলের মূল্য প্রতি একরে প্রায় পঁচিশ টাকা; কিন্তু প্রতি একরে জলসেচনের মূল্য পড়ে মাত্র দশ টাকা। অথচ আমাদের কৃষকগণ এমনই অন্ধ যে তাহারা পঁচিশ টাকা লাভের জন্য দশ টাকার জলসেচনের প্রস্তাব চাহেনা। যখনই সেচ বিভাগের সহিত একযোগে এইরূপ নালা কাটিয়া জমিতে-জল সেচনের কথা হইয়াছে কৃষকগণ তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছে। কিন্তু একবার যদি এইরূপ প্রণালীর উপকারীতা প্রকাশ্য ভাবে তাহাদিগকে দেখানো এবং বুঝানো যায় তাহা হইলে একদিন যে ইহারাই আবার ক্ষেত্র সেচনের জন্য আকুল হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"স্বদেশী"

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

ইউরোপে শিল্প-প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষসমূহের নমুনার এত অত্যধিক সমাবেশ হইয়া থাকে যে, ঐ জিনিষসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করতে একজনের যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু ভারতে যখন ভারতজাত শিল্পের প্রদর্শনী হয়, তখন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বিভিন্ন শিল্পের নমুনার অল্পতা দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়।

এই নিমিত্তই যখন আমি বিদেশ হইতে আমদানি করা জিনিষসমূহের পরিমাণ দেখিতে পাই তখনই অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ি। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ১৯২৭-২৮ সনে ভারতে বস্ত্র এবং চিনি ব্যতিরেকে মোট ৭০ কোটী কিংবা তদুর্দ্ধ টাকার দ্রব্যাদি আমদানি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে—

সিগারেট (৩—৪ কোটী) ঔষধ পত্রাদি ২ কোটী, গাড়ী ও যন্ত্রাদি (মোটরগাড়ীসহ ৬ কোটী), শুধু মোটর গাড়ী (৩॥০ কোটী)।

শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার বস্ত্রই যে শুধু বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইত এমন নহে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র বাঙ্গালা হইতে রপ্তানিও করা হইত।

সম্রাজ্ঞী নুরজাহান দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাই মস্‌লিনের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

পূর্ব্বকালে বস্ত্র শিল্প দ্বারা বহু লোকের অন্নের সংস্থান হইত। ১৮২৪ সন হইতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানি হইবার পরই এই শিল্পের ক্ষতি এবং ১৮২৮ সন হইতে ইহার ক্রমিক অবনতি ঘটে।

প্রত্যেক পরিবারে চর্কায় সূতা উৎপাদন করা হইত এবং উহাতে বহু লোকের জীবন যাত্রা নির্বাহ হইত। বিলাতী সূতা সস্তা হওয়ায় ক্রমে লোকে সূতা কাটা পরিত্যাগ করে। এই প্রকারে ৬০ বৎসরের মধ্যে বস্ত্র-শিল্প অন্য জাতির হস্তে চলিয়া যায়।

১৮৭১ সনেও বাঙ্গলা দেশে তাহার নিজ আবশ্যকীয় গুড় এবং চিনি উৎপাদিত হইত, এমন কি, লণ্ডনেও বিশুদ্ধ চিনি রপ্তানি করা হইত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে প্রায় ১৫ কোটী টাকার জাভা চিনি আমদানি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই আসিয়া থাকে ইহার অর্দ্ধেক।

আমাদের কলেজ হইতে যে-সকল যুবক বিজ্ঞান শিখিয়া বাহির হন, তাঁহারা ২৫।৩০ টাকার জন্য না ঘুরিয়া ছোট রকমের ট্যানারি ফ্যাক্টরি স্থাপন করিতে পারেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে টেঙ্গরা এবং বেলিয়াঘাটাতে জাঠ মুসলমান এবং চীনাগণ কর্ত্তৃক চালিত প্রায় ২৫০টী ট্যানারী ফ্যাক্টরী আছে, এই ব্যবসায়ে তাঁহারা বেশ দু' পয়সা রোজগার করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি

বৎসরই বহু শত বি-এস-সি, এম-এস-সি, ডি-এস সি, প্রভৃতি বাহির হইতেছেন, কিন্তু জীবন সংগ্রামে তাঁহারা সদ্যোজাত শিশুর মতই নিরুপায়।

আমার খুবই দুঃখ যে, ভারত হইতে প্রায় ২৬৷৷০ কোটী টাকার সর্ষপ, তিসি, বাদাম ইত্যাদি রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে ১৪ কোটী টাকার উপর। প্রায় ১২ লক্ষ টন ওজনের সর্ষপ, তিসি ইত্যাদি রপ্তানি হয়। যখনই আমি মনে করি যে, ঐ সাথে ঐ ওজনের ৩(২) অংশ খইল ইত্যাদি বিদেশে চলিয়া যায়—যাহা গরুর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য ও সাররূপে ববহৃত হইতে পারে—তখনই আমরা বুঝিতে পারি দেশের কি দুরবস্থা। এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে ঐ তৈলের সারাংশ ভেজিটেবল ঘী প্রভৃতি আমাদের দেশে আসিয়া চড়া দরে বিক্রয় হয়। এ সকল কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় আমরা কতদূর অসহায়।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি ও নেতাগণ ইহার এই, একমাত্র প্রতিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াইতে হইবে।

আপনারা অবগত আছেন যে, চীনাগণ ব্যবসার জন্য বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দলে দলে তাহারা মালয় উপদ্বীপে যাইতেছে। আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ লেখক মালয় উপদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্যবসার উন্নতির একটা অন্তরায় হইতেছে উচ্চশিক্ষা।

চীনাগণ প্রথমে কুলী থাকিলেও পরে হয় কোটীপতি। ইউরোপীয়গণের চেয়েও চীনাগণের অধীনে অনেক বড় বড় রবারের কারখানা রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুঁথিগত বিদ্যায় কিছুই হয় না।

যদিও বাঙ্গালা দেশের বহু শিল্প সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে, তথাপি আমি চরকারই উপাসক।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বহু লোকেরই ব্যবসার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে আমেরিকা এবং ইউরোপকে আদর্শরূপে রাখা উচিত নয়। একথা ঠিকই বলা হইয়াছে "কি করিয়া পরিশ্রম বাঁচান যায় তাহা নিয়াই শিল্প প্রধান দেশের অর্দ্ধেক লোক চিন্তা করে, বাকী অর্দ্ধেক লোক বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করে।"

ইংলণ্ডে বেকার-সংখ্যা ১৯ লক্ষ এবং মিঃ টমাসের মতে জার্ম্মাণিতে ৩০ লক্ষের উপর ইতালীতে ৫ লক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ।

কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের অবস্থাই বলি। এখানে মাত্র কয়েকজন বণিক্ তাঁহাদের টাকার সংখ্যা বাড়াইতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কোন রকমে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছে। এখানকার শিশু মড়কের সংখ্যা হাজারে ৪০০ হইতে ৫০০ শত পর্য্যন্ত। বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশে কতিপয় চাউলের কল স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল মিল দ্বারা স্বত্বাধিকারীদের পকেট ভর্ত্তি হয়। কিন্তু এরূপ একটী মিল দ্বারা বহু অসহায় বিধবার মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়া হয়।

এক্ষণে ম্যাঞ্চেষ্টারের কথা বলি। কবডেনের সময় হইতে গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাল সময় ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে, সমগ্র স্থান হইতে কাঁচা মাল আমদানি করিয়া বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া অন্যান্য দেশে উহা রপ্তানি করিবে

কিন্তু এখন চীন, জাপান, এমন কি ভারতেও বহু মিল স্থাপিত হইয়াছে। ফলে মেসার্স ম্যাকডোনাল্ড ও লয়েড জর্জ্জকে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

সিগারেট, গাড়ী ইত্যাদি, সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য, গ্রামোফোন, খেলনা প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানি হয়, কিন্তু অল্প আয়াসেই এ সকল জিনিষ আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে।

সম্প্রতি ভারতের খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আমি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি। একজনের মনে স্বতঃই ধারণা হইবে যে, বাঙ্গলায় তাহার প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রতিবৎসরে জনপ্রতি একমণ করিয়া চাউল ঘাটতি পড়ে। মিঃ লতিফ তাঁহার "ইকনমিক অ্যাস্পেক্ট অব ইণ্ডিয়ান রাইস একস্পোর্ট ট্রেড" নামক বহিতেও এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা অনুযায়ী ভারতে মোট ৩৩।১১ মিলিয়ন টন চাউলের প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন হয় ৩২ মিলিয়ন টন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতে ভারতে চাউল না আসিলে ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইত।

লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল মিঃ ম্যাক্‌ফারসন রয়েল কমিশনের নিকট বলিয়াছেন যে, "ভারতে অন্যান্য অভাবের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই প্রধান। বৎসরে বৎসরে কলেরা ম্যালেরিয়া, আমাশয়, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে হাজার হাজার লোক মারা যায় বটে, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মারা যায় তদপেক্ষা অধিক।" বিলাসিতার উপকরণ যোগাইতে গিয়া আমরা যে সকল আহার্য্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হই, তাহাতে পুষ্টিকর কিছুই থাকে না।

যাহা হোক আমাদের গ্রামে গ্রামে চরকার প্রচলন করতে হবে। মিঃ জ্যাক পূর্ব্ববঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "কৃষকগণ ৩ মাস পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট ৯ মাস আলস্যে কাটায়।" সুতরাং তাহাদের জন্য দ্বিতীয় একটি ব্যবসায় থাকিলে ভাল হয়।

"স্বদেশীতে" কি লাভ তাহা খুব অল্প কথায়ই বুঝান যায়। যখনই বর্ত্তমান আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন হইতে কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই সিগারেট বর্জ্জন করিয়া বিড়ী ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। ফলে এই হইল যে, অনেক বেকার যুবক, অনেক গুণ্ডা জুয়াচোর প্রভৃতি "বিড়ী" প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার গলিতে গলিতে দেখা যায় যে, অনেক লোক দিনরাত পরিশ্রম করিয়া "বিড়ী" তৈয়ার করিতেছে ও দৈনিক এক টাকা কিংবা তাহারও অধিক উপার্জ্জন করিতেছে। আশা করি, দেশের সর্ব্বত্রই এরূপ হইবে। যদি প্রত্যেকেই "বিড়ী" ব্যবহার করেন তাহা হইলে দেশে প্রায় ৩৪ কোটী টাকা থাকিয়া যাইবে।

শিশুদিগের রোগ নির্ণয়

শিশুদিগের রোগ হইলে তাহা কেমন সহজে জানিতে পারা যায়, সে বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। শিশুদিগের রোগ হইলে তাহারা কোন যন্ত্রণাই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, এজন্য তাহাদিগের চিকিৎসা করা বিশেষ শক্ত। এরূপ অবস্থায় শিশুর রোগ নিরূপণের উপায় সকলেরই কিছু কিছু জানিয়া রাখা ভাল, বিশেষতঃ প্রত্যেক মহিলারই ইহা বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখা আবশ্যক।

শিশু কাঁদিলেই তাহাকে শান্ত করিবার জন্য মাতা তাহাকে স্তন দিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষুধা পাইলেই যে শিশু কেবল কাঁদিয়া থাকে তাহা নহে, ক্ষুধা না পাইলেও শিশু অনেক নানা কারণে সময় কাঁদিয়া থাকে।

নিম্নে সাধারণতঃ কয়েকটি লক্ষণের সহিত মিলাইয়া কি কি রোগ হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিতেছি,—

১। যে শিশু স্তন্য পানের সময় বারংবার স্তন ছাড়িয়া দেয়, বুঝিতে হইবে তাহার সর্দ্দি হইয়া নাক বন্ধ হইয়াছে এবং স্তন পানের সময় সে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইবার জন্য দুধ ছাড়িয়া দিতেছে।

২। সুস্থ শিশু ক্ষুধা না পাইলেও বিনা কারণে কাঁদিয়া উঠিতেছে দেখিলে মনে করিতে হইবে, তাহার পেট কামড়াইতেছে।

৩। যে শিশু বারংবার মাথায় হাত দেয় এবং কান ধরিয়া টানে, সে শিশুর কপালের দিকে লক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে, কপালের চামড়া কোঁচকাইয়া গিয়াছে কিনা। যদি কোচকাইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ শিশুর শিরঃ-পীড়া হইয়াছে।

৪। যে শিশু বারংবার জিহ্বা বাহির করিতেছে বুঝিতে হইবে, তাহার পিপাসা পাইয়াছে।

৫। তিন চারি মাস পর্য্যন্ত কাঁদিবার সময় শিশুদিগের চক্ষু দিয়া জল পড়ে না, বয়স তিন চারি মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পর জল পড়ে, কিন্তু তিন চারি মাসের পর ও কাঁদিবার সময় চক্ষু দিয়া যদি জল না পড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার শক্ত রোগ হইয়াছে বা হইবে।

৬। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে শিশুর নাকের ছিদ্র যদি বড় দেখায়, এবং নাকের ডগা নড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার কাশি খুব বেশী হইয়াছে এবং তাহার শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে।

৭। শিশুদিগের পেট সাধারণতঃ একটু মোটা, কিন্তু অধিক মোটা দেখিলে মনে করিতে হইবে, তাহার প্লীহা বা যকৃত বড় হইয়াছে।

সুতাকাটা

শ্রীসুশান্তকুমার বসু

মাস পাঁচ ছয় আগে, কলিকাতার হাটে, মাঠে, ঘাটে, পথে, ছাতে বন্‌বন্‌ করে চরকা ও তক্‌লী চলেছিল আজ আর তার বড় সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। সে অহেতুকী আগ্রহ যেমন দপ করে জলে উঠেছিল, তেমনি খপ করেই নিভে গেল। এই নিভে যাবার জন্য দায়ী কে, যদি এমন প্রশ্ন করা যায়, তাহলে খুব বেশী জায়গা থেকেই উত্তর আসবে আমাদের নিজের অসহিষ্ণুতা ও অক্ষমতা।

উত্তরটা ভুল নয়, কিন্তু এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা চলেনা যে, উত্তরটা সম্পূর্ণ। আমাদের নিজের দৌর্ব্বল্য ছাড়াও বাংলার স্বাবলম্বন পন্থায় কর্ত্তৃপক্ষদের বিরাট অমনো যোগীতা ও উপেক্ষা এবং এখানকার ব্যবসা-দারদের অসাধুতা, সেই উৎসাহ নির্ব্বাণে বড় কম সাহায্য করে নি। সেই জন্য, এখনও যাঁরা ধৈর্য্য ধরে সুতা কাটায় মন রাখতে পেরেচেন বা ভবিষ্যতে যাঁরা এ কাজে হাত দেবেন, তাঁদের এ বিষয়ে কিছু জেনে রাখা ভাল।

পাঁচ ছয় মাস আগে যখন খুব তকলী চ'লেছিল লোকে অক্লান্ত পরিশ্রমে মিল্‌এর তুলোর সুতো কেটে যখন কাপড় বোনাতে গেল, কোনও প্রতিষ্ঠান তাদের কাপড় বুনতে রাজি হল না। লোকেরা বল্‌লে, "প্রতিষ্ঠান চোর। কেন আমাদের এ সুতোতে কাপড় হবে না? নিশ্চয়ই হবে।" তারা কোন যুক্তির ধার ধারেন না।

তাদের জানা উচিত বাজারে মালার মত আকারে যে তুলো বিক্রি হয়, তা'তে কাপড়ের সুতো হয় না। কাপড়ের জন্য যে সুতো দরকার তা শক্ত হওয়া চাই এবং তা সতরঞ্চির সুতোর মতন মোটা হোলে চলবে না। সুতরাং সুতো সরু অথচ শক্ত হতে হলে তুলো ভাল হওয়া চাই। মিলে সুতো তৈরী হয়। সুতো তৈরীর আগে তুলোকে ধুনতে হয়। মিল এ জালের ঘরের মধ্যে তুলো ধোনা হোয়ে থাকে। তুলোর যে সব ছোট আঁশ ধোন্‌বার সময় উড়ে যায়, তারা জালের গায়ে আটক পড়ে। ধোনা তুলো মিল্‌ নিজের সুতোর জন্যে রাখে, আর ঐ য জালের গায়ে আটকানো ছোট ছোট তুলোর ফেঁসো সে গুলোকে সংগ্রহ ক'রে বাজারে বিক্রী করে—বাজে কাজে লাগবে বোলে। জালে-ধরা ঐ তুলোকে বরবাদ তুলো (Waste cotton) বলে। ঐ বরবাদ সব বিক্রী হয় না; বেশীর ভাগই অবিক্রীত থেকে গিয়ে নষ্ট হয়। সামান্য যা বিক্রী হয় তা ডাক্তারখানায় বোরিক কটন্‌ (Boric cotton) হবার জন্য বা ঐ ধরণের অপ্রধান কাজের জন্য হয়। একটা কথা হোচ্চে এই যে, মিলে ধুন্‌বার পদ্ধতি যে রকম, তা'তে তুলো বড্ড চোট খায়। জালে তুলোর আঁশও জখম হোয়ে পড়ে, সে কারণে মিলের কাপড় উচিতমত টেঁকসই হয় না। ঐ চোট-খাওয়া তুলো যদি বরবাদ তুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া

হয়, তবুও তা কাজের উপযুক্ত হয় না। তকলী ঘোরবার আগের সময়, ঐ বয়বাদ তুলোর দর ছিল ৫৷৬ হন্দর অর্থাৎ ১ মণ ১৬ সের। তকলী ঘুরতে দেখেই, বাজারে দর উঠে গেল ১৫৷১৬ টাকা কোরে মণ। দোকানদারবা খুচরো খদ্দেরকে বিক্রি করলে পাঁচ সিকে সের অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা মণ। কি ভয়ানক অবস্থা! যাক; দু পয়সা সেরের তুলো পাঁচ সিকে দাম দিয়ে কিনে, অত পরিশ্রমের পর যখন সুতো হল, বুনুনীরা সাফ ব'লে বসলো এতে কাপড় হয় না। কাজেই তকলীর গতি বন্ধ হোল। কতক লোক কিন্তু ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় তৈরী করিয়ে নিলেন, এবং সুতোটির যে সৎব্যবহার হোলো, এই আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে, 'পড়তা পোষায় না' বলে চরকাকে শিকেয় তুললেন। কিন্তু সাবলম্বনের সূত্র ধরে যে সুতোর জন্ম হলো, অধ্যবসায়ী হোলে নিশ্চয়ই তাতে তার পড়ত পোষাতো এবং পোষায়; কেন না খদ্দরের অনেক পয়সাই তার নিজের পকেটে থেকে যেতে পারে। খদ্দরের দামের প্রতি টাকাটা এই রকম ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষক তুলোর দঃ	৶১৫
স্ত্রীলোকের পারিশ্রমিক, বীজ ছড়ান দঃ	৴১০
ধুনুরী ধোনাবার দঃ	৴১৫
সুতা কাটুনী	৶১৫
তাঁতি বোনাবার দঃ	।১৫
ধোপা কাচাই দঃ	৴১০
দোকান দার লভ্য দঃ	৴৹
মোট	১৲

উপরকার দফাগুলোর ভিতর, কেবল তাঁতির ।১৫ ছাড়া, সবগুলোই ত বাঙালার গৃহস্থের পকেটে থাকতে পারে। সুতরাং না পোষাবার বিশেষ কারণ নেই। তুলো উৎপন্ন করা খুব শক্ত কাজ নয়; বরং অনেক কাজের চেয়ে সহজ। তবে যত দিন না কেউ নিজে উন্নতি করচেন্ ততদিন তুলো কেনা ছাড়া উপায় নাই, কিন্তু, তাতেও না পোষাবার কারণ নেই। সে ক্ষেত্রে কিন্তু, তুলো কেনবার সময় কেবল তুলো ভাল দেখলেই চল্‌বে না দরটাও বিশেষ করে যাচিয়ে নেওয়া দরকার, কেননা, তুলোর দর আজও বে-হিসাবী পথে চলছে। গত ২২।১০।৩০ তারিখে কয়েক জায়গায় এই রকম দর ছিল:

শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার (পাঁজ না করা)	॥৶৹
বিদ্যাশ্রম (পাঁজ করা)	৸৹
প্রবর্ত্তন সঙ্ঘ (ঐ)	৸৶৹
খাদি মণ্ডল (ঐ)	১৲
মিল্-এর (ঐ)	১৶৹

তুলোর দর সম্বন্ধে ঐ রকম তফাৎ থাকাটা সঙ্গত নয়। অবশ্য প্রত্যেকেই ঐ তফাতের জন্য একটা কৈফিয়ত দিবার তর্ক খাড়া করতে পারেন, কিন্তু এ সত্য গোপন কোরে লাভ নেই যে, যুক্তি তাঁদের যতই নিভুল হোক না কেন, তার ভেতর সত্যবস্তু কিছুই পাওয়া যাবে না।

স্বাবলম্বনের পথ-প্রদর্শকরা ঐ সব বিষয় সাধারণকে আগে থেকে সতর্ক কোরে দেবার দরকার বোধ করেন নি। এ জন্যে সাধারণে প্রবঞ্চিত হোয়েচে এবং আজও হোচ্চে। যাঁরা সুতো কেটে বানী দিয়ে কাপড় বোনাতে চেষ্টা করেন, তাঁদের কাছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকম ওজনের সুতো চেয়ে বসলে—কেউবা ৵॥৶৹ কেউবা ৵৸৹ তুলো চান—একখানা ৮ × ৪৪ কাপড়ের দরুন। তার ওপর আরও মজা এই

যে আড়াই পো-ই চান বা তিন পো ই চান্‌, সুতো সরু হোলেও ওই ওজনই দিতে হবে !

কোন কোন প্রতিষ্ঠান কিন্তু সুতো সরু মোটা হিসাবে ওজনের কমতি বাড়তি করেন। কিন্তু এই কমতি বাড়তির ভিতরে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না, যে যার নিজের খেয়াল মত কমতি বাড়তি করেন। এতেও সাধারণে ঠকে। সেইজন্তে মোটা মুটি কতকগুলো নিয়ম জানা থাকলে সাধারণের পক্ষে সুবিধা হতে পারে। সে গুলো এই—

(১) চরকার মতন দেখতে হোলেই, সে গুলো যে চরকা, এমন মনে করার কারণ নেই। সত্যি-কারের চরকাতে দস্তর মতন ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, নির্ভুল মাপ ঝোঁক কাছে। অভিজ্ঞ লোককে দেখিয়ে বিশ্বস্ত স্থান থেকে চরকা কিনতে হয়।

(২) একটা পিতলের চাকতিতে একটা লোহার শলা এটে দিলেই তা তকলী হয় না। ভাল তকলীতে অনেক মুন্সীয়ানা আছে। তকলী ঘুরুতে ওস্তাদ যারা, তাদের দেখিয়ে তকলী কিনতে হয়।

(৩) মিল্‌-এর তুলোয় সুতো হয় না কিম্বা বাজারের যা তা' তুলোতেও সুতো হয় না, বড় রোঁয়া বা আঁশ দেখে তুলো নিতে হয়। সম্প্রতি কার্পাসের সঙ্গে শিমুল তুলোও ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। হুসিয়ার হোয়ে তুলো কেনা উচিত।

(৪) তুলোকে চরকায় বা তকলিতে পাক্‌ দেবার আগে পাঁজ করতে হয়। পাঁজ কোরতে হোলে তুলোকে আগে পরিষ্কার কোরে ধুনতে হয় এই কাজটায় খুব যত্ন ও পরিশ্রমের দরকার হয়, কাজটা শক্ত বটে, প্রথমে তুলোর বীজ, কাঠি ইত্যাদি ময়লা বেছে ফেলে হাতে কোরে কিছু কিছু পিঁজে তুলোর চাপ বা চাবড়া শিথিল কোরতে হয়। তারপর ঘন্টা খানেক রোদ খাইয়ে ধুহুটী দিয়ে ঐ রোদ খাওয়ানো তুলোকে দস্তুরমত ধুনতে হয়—যেন এক ছটাক তুলোতে একটা বড় চ্যাঙারী ভর্ত্তি হোয়ে যায়, হাত দিয়ে তুলো টিপে অনুভব কোরতে হয় তুলো খুব মোলায়েম হোয়েছে কিনা। যদি না হয়, পেঁজা তুলা উঠিয়ে নিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় রেখে সামান্তভাবে চেপে দিয়ে, আবার ধুহুটী দিয়ে পিঁজতে হয়। (মিল-এ একাধিকবার ধোনা হয় বোলে, তুলো এত পরিষ্কার হয়)। পছন্দ মত ধুনা হোলে, ছেলেদের লেখবার একটা শ্লেটের উপর (কিন্তু ফ্রেমের উপর নয়) ১ ইঞ্চি আন্দাজ পুরু করে তুলো বিছুতে হয়। তারপর একটা বড় বেলুন ঐ শ্লেটের ফ্রেমের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলে, তুলো নরমভাবে চেপে যায়, কেন না ফ্রেমের উপর রক্ষিত বেলুন ও শ্লেটের মাঝে যে ফাঁক রয় তুলো তার মধ্যে থেকে যায়। এই যে চার চৌখো তুলোর একটি কটী তৈরী হোলো ঐটাকে একটা বড় পেন্সিল বা বেত কঞ্চির (গিট না থেকে) গায়ে বেণ্ডেজের মত জড়াতে হয়—মাঝারি জোর দিয়ে—বেশী জোর না পড়ে।

এইবার ঐ জড়ান তুলো থেকে পেন্সিল বা কঞ্চিটা পিচকারীর ডাটির মত টেনে নিলে, একটা ফাঁপা নলের মতন তুলোর পাঁজ তৈরী হোয়ে যায়।

(৫) ধোনা তুলা পাঁজ না কোরে ফেলে রাখা ভাল নয়, পাঁজ সদ্য সদ্যই কোরতে হয় এবং কখনই অনাবৃত অবস্থায় ফেলে রাখা ভাল নয়।

(৬) সুতোর পাক যাতে কম বেশী না হয়, তা দেখা উচিত, পাক কম হোলে সুতো নরম হয় আর টানলে ফস্‌ কোরে ছিঁড়ে যায়, আবার পাক

বেশী হোলে সুতো কুঁকড়ে গিয়ে মোচড় খায় ও টানলে কট্ কোরে কেটে যায়, কম পাকের সুতোর কাপড় ধোপার আছাড় সইতে পারে না, পিঁজে যায়, বেশী প্যাকের সুতোর কাপড় ছেঁদা হোয়ে ছিঁড়ে আর বড্ড গুটিয়ে যায়।

(৭) সুতো মোটা বা সরু হোক, একরকম হওয়া চাই, যেন সরু-মোটা না হয়। যাঁরা প্রথম আরম্ভ করবেন, তাঁরা মোটা আরম্ভ করবেন, হাত দোরস্ত হ'য়ে গেলে, সরু করবার দিকে যেতে হয়।

(৮) ১ ফুট অর্থাৎ ১২ ইঞ্চি চওড়া ৪ পেথে লাটাইয়ে সুতো জড়ালে প্রতি পাকে ১ গজ সুতো ধরবে। এই রকম ১০০ পাকে ১০০ গজ সুতো হোলে অপর একটা হাতখানেক লম্বা সুতো নিয়ে একটা বাঁধন দিতে হয়, এই সুতোর গোছাকে "নাচি" বলে। ঐ রকম পর পর পাঁচটা নাচি হোলে একটা ফেটী হয়, যে অতিরিক্ত সুতোটা দিয়ে প্রথম নাচি বাঁধা হোয়েছে, সেইটে দিয়েই বাকি নাচিগুলো বেঁধে ফেটীটা বাঁধতে হয়, কিন্তু লক্ষ্য থাকা দরকার সে নাচি বা ফেটীর বাঁধনগুলো যেন সুস্পষ্ট ও সহজ থাকে, যাতে দরকারের সময় চট কোরে খোলা যেতে পারে।

(৯) সুতো ভেজাবার বিশেষ দরকার নেই, কিন্তু ফেটী তৈরী হ'য়ে গেলেই, গামছা নেংড়াবার মতন পাক দিয়ে দু'ফেরতা কোরে পাক-খাওয়া দড়ির মতন দু'ভাঁজ কোরে কাগজ মুড়ে রাখতে হয়—যেন হাওয়া না লাগে, হাওয়া লাগলে সুতোর আশ ফেঁপে উঠে পাক আল্‌গা হোয়ে যায়।

(১০) কত নম্বরের সুতো হোল, তা জানা খুব দরকার, কেন না কাপড় বোনাতে হোলে কত সুতো লাগবে তা জানা না থাকলে ঠকবার সম্ভাবনা বেশী। ১ থেকে ২০০ নম্বর পর্য্যন্ত সুতো হয়। সুতো যত সরু হয়, নম্বরও তত উচু হয়। ইংরেজী হিসেবে ৮৪০ গজে হয়, ১টা ফেটী। এক পাউণ্ড অর্থাৎ আধসের ওজন পরিমাপ কোরতে যদি একটা ফেটী লাগে—সেটা ১ নং সুতো, দুইটা ফেটী লাগলে ২ নং, তিনটী ফেটী লাগলে ৩ নং, এই রকম ২০০টা ফেটী লাগলে ২০০নং সুতো হয়। ঐ থেকে এই অঙ্ক পাওয়া যায় যে ১ তোলা সুতোতে যদি ২১ গজ সুতো হয়, সেটা ১ নং সুতো, ৪২ গজ হোলে ২ নং, ৬৩ গজ হোলে ৩নং। অর্থাৎ ঐ এক তোলাতে প্রতি ২১ গজ বাড়তির জন্যে এক এক নং বেড়ে যায়, তা' হোলে ১ তোলা সুতোয় ৮৩ গজ হবে, তাকে ২১ দিয়ে ভাগ দিলেই, ঐ ভাগফলের অঙ্কটা সুতোর নং হয়, এক সঙ্গে বেশী সুতো ওজন কোরতে হোলে, এই রকমভাবে নং বেরুবে :—

"যত গজ দীর্ঘ ÷ যত তোলা × ২১।"

(১১) একখানা কাপড়ে কত নং সুতো কতটা দরকার তা না জানা থাকলে ক্ষতি হওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ ১০ নং-এর কম সুতোয় কাপড় হয় না এবং "পোড়েন" সুতোর চেয়ে "ট্যানার" সুতো একটু মোটা (প্রায়শঃ ৫ নং কম হয়। কাপড়ের লম্বা-লম্বি দিকে যে সুতো থাকে, তাকে টানা বলে, আর আড় আড়ি দিকে যে সুতো থাকে তাকে "পোড়েন" বলে। যদি ১৫ নং সুতোর টানা এবং ২০ নং সুতোর পোড়েন দিয়ে ১০ হাত × ৪৪ ইঞ্চি কাপড় কোরতে হয়, তা হোলে এই রকম হিসেবে তার সুতোর দরকার হয়ঃ—১ ইঞ্চি ফাঁক ভর্ত্তি হোতে ৪০ গাছা সুতো লাগে। কোঁকড়াবার জন্যে ৫/০ বাদ হোয়ে ৩৮ গাছা সুতো লাগে। ৪৪ ইঞ্চি

চওড়া কাপড় কোরতে হোলে ৪৬ ইঞ্চি কাটামো ভর্ত্তি কোরতে হয়—গুটিয়ে যাবার জন্যে ৫ নং হিসাবে ঐ দুই ইঞ্চি বেশী লাগে। তা হোলে ৩৮×৪৬=১৭৪৮ গাছা টানা হয়। ১০ হাত অর্থাৎ ৫ গজ কাপড়ের জন্যে, গুটিয়ে যাওয়ার বাবত শতকরা ৫ ভাগ বাড়তি দিয়ে, প্রতি গাছা টান ৫ গজ ৮ ইঞ্চি হয়, তা হোলে টানার জন্যে মোট সুতো লাগে ১৭৪৮×৫ গজ ৮ ইঞ্চি= ২৭৪৮×৫২/৯ গজ=৯১২৯ গজ।

পোড়েনের জন্যে ১ ইঞ্চি ফাঁক বুজুতে ৪৫ গাছা সুতো লাগে। কোঁকড়াবার জন্যে ৫% বাদ হোয়ে ৪৩ গাছা সুতো লাগে।

৫ গজ ৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৮৮ ইঞ্চি লম্বা কাপড় কোর্‌তে ৪৩×১৮৮ গাছা=৮০৮১ গাছা পোড়েন চাই। প্রতি গাছা পোড়েন ৪৬ ইঞ্চি লম্বা হোলে ৮০৮৪×৪৬ ইঞ্চি=৩৭১৮৬৪ ইঞ্চি=১০৩২৯ গজ সুতো পোড়েনের জন্যে দরকার, তা'হোলে সব শুদ্ধ ৯১২৯+১০৩২৯=১৯৪৬৮ এবং সাস্তা বাদ দঃ অতিরিক্ত বেলোন্ বা ধরতাই) ৬% অর্থাৎ ৯৭৩ গজ=২০৪৩১ গজ সুতো লাগে, ঐ সুতোর ওজন হয়, টানার দঃ ৩০১/২ তোলা এবং পোড়েনের দঃ ২৫১/২ তোলা=৫৬১/২ তোলা=৵॥৴৫ ছটাক। এই কথাটা মনে রাখলে সব রকম কাপড়ের হিসেব করা চল্‌বে যে সুতোর নম্বর যেমন এক এক কোরে বাড়ে বা কমে, ইঞ্চি প্রতি টানা বা পোড়েনের সুতোও ১ গাছা কোরে বাড়তে বা কম্‌তে থাকে, তাতে ফল হয় এই যে সুতোর নং যত উঁচু হয় পরিমাপে (গজ সংখ্যা) তত বাড়তে থাকে, কিন্তু ওজন সেই সঙ্গে কম্‌তে থাকে।

ঐ হোলো নিখুঁত হিসাব। কিন্তু ব্যবসায়ের কারচুপির জন্যে ঐ হিসেব সব জায়গায় ঠিক মেলে না, কেননা, ৪০ গাছা সুতোর জায়গায় যদি কেউ ৩৯ বা ৩৮ বা ৩৭ গাছা ব্যবহার করে, কে তা ধরতে যায়? আবার ঐ যে কাপড় ধুয়ে এলে ছোট হযে যাবার আশঙ্কা থাকায় ৫% বাড়তি মাপ দেওয়া হয় কে ই বা তা' যাচায়? ঐ সব কারচুপির জন্যে বিভিন্ন মিলের ১০×৪৪ কাপড়েও মাপে গর্‌মিল তো হয়ই, দামও তফাৎ হয়।

খদ্দর আমরা সাধারণতঃ ৮×৪৪ মাপের ব্যবহার করি, ১৫ এবং ২০ নং—দু'রকমের সুতো দিয়ে খদ্দর প্রস্তুত করাতে ৪৫ তোলা বা ৵॥৴০ ছটাক সুতোর বেশী লাগা উচিত নয়। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ ২ রকম সুতো কাটিনা, যে রকমই কাটিনা কেন, তাতেই খদ্দর হবে; আর উপরের হিসেব মত কত সুতো লাগবে তাও জানতে পারবো। কিন্তু নিজের হাতের সুতোর কাপড় পরতে হোলে অন্ততঃ ৪ খানা কাপড়ের সুতো জমিয়ে, বোনাবার ব্যবস্থা করা উচিত। কেননা যারা কাপড় বোনে তারা একখানা কোরে কাপড় বোনেনা—৪ খানা, ৬ খানা একসঙ্গে বুনে থাকে।

ঐ গেল ধুতির কথা; শাড়ীর জন্যে কিন্তু সুতো কিছু বেশী লাগে। শাড়ীর চওড়া পাড়ের জন্যে গজ প্রতি ১৪০।১৫০ গাছা অতিরিক্ত সুতোর দরকার হয়।

কুটির-শিল্পে এণ্ডী রেশম

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

ভেরেণ্ডার বা রেড়ীর (শুদ্ধ কথায় এরণ্ড) পত্র খাইয়া কীট কোয়া বা গুটী প্রস্তত করে বলিয়া, এরণ্ডের অপভ্রংশ এণ্ডী বা এড়ী বলা হয়। এই কীট পালন তসর, মুগা ও গরদের কীট পালন হইতে অধিকতর সহজ। বঙ্গদেশে, আসাম ও ভারতের কতিপয় প্রদেশে উহাদের পালন প্রথা প্রচলিত আছে।

রেড়ী গাছ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বন্য অবস্থায় ও আবাদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহাদের বাটীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যদি বর্ষার প্রারম্ভে রেড়ী-বীজ ছড়াইয়া দেন, তাহা হইলে উহা সহজেই জন্মাইতে পারে এবং প্রতি বৎসরই উহাদের বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং রেড়ী পাতা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য কর্ম্ম। আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, এণ্ডী কাপড় বিশুদ্ধ, দেব-কার্য্যে উপযোগী এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহার করিলে ছিড়ে না, একারণ উহার চাহিদা ও আদর। এই কীট পালন সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি মোটামুটি কথা বলিব।

বাটীর যে কোন স্থানে এই কীট পালন করা যায়, এমন কি শয়নগৃহে অল্প পরিমাণে কীট পালন করিলে, স্বাস্থ্যের হানি হয় না। খড়, গোলপাতা বা অন্য কোন প্রকার আচ্ছাদিত স্থানেও এই কীট পালন করা যায়,—পাকা বাড়ীর কথা বাহুল্য মাত্র। ঘরের দাওয়ায়, বারাণ্ডা বা অন্য কোন স্থানে যেখানে প্রখর রৌদ্র বা বৃষ্টির ছাট আসে না, যেরূপ আচ্ছাদিত স্থানে পালন করা যায়। কেবলমাত্র বড় মাছি বা পক্ষীতে কীটগুলিকে নষ্ট না করে ইহার জন্য চীক', জাল বা কাপড় ঝুলাইয়া র খিলে চলিবে। পিপীলিকা মাকড়সা, আরসুলা, তেলাপোকা বড় ইন্দুর ইহাদের পরম শত্রু, উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ছয় ফুট লম্বা, ৩ ফুট চওড়া ও ৫ ফুট উচ্চ বাঁশের বা কাষ্ঠের মাচা বা র‍্যাক প্রস্তত করুন। এই মাচার ৪টী ধাপ থাক থাকিবে, এবং ৪টী পায়ার নীচে, কোন অগভীর পাত্রে জল ও ১/১০ ভাগ কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া অথবা জমী হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ৪টী পায়াতে আলকাতারা বা ধুনার আটা লাগাইলেও চলিতে পারে, তবে, আটা শুকনা হইবার পূর্ব্বেই পুনঃ প্রলেপ দরকার। ঐ মাচানটী দেওয়াল হইতে ১ হাত পরিমিত ব্যবধানে রাখিলে মাকড়সা, পিপালিকা বড় ইন্দুর উঠিবে না। তৎপরে কতকগুলি অছিদ্র ডাল, চাঙ্গারী বা চুপড়ী (২ হাত ব্যাস ও ৬ অঙ্গুলী পরিমিত উচ্চ) সংগ্রহ করিয়া উহার উপর রাখুন। মৃত্তিকা ও গোময় প্রলেপে ছিদ্র বন্ধ হইতে পারে।

এখন ডিমগুলি একটি ডালার রাখুন। এই ডিমগুলি গ্রীষ্মকালে ৮ দিন এবং শীতকালে ১২—১০ দিনের মধ্যে মাথা ফুটিয়া কীট বাহির হইয়া থাকে। ইহার পর ৩ ঘণ্টা বাদ ঐ কীটগুলির

উপর এরোগুর পাতা কচি শাকের ন্যায় কুচাইয়া দিন এবং যখন সকল কীট পাতার উপর উঠিবে তখন সেগুলিকে অন্য একটি ডালায় গোল বা চৌকা আকারে মধ্যস্থলে রাখিবেন। ইহার কারণ এই যে, পাতাগুলি ছড়াইয়া থাকিলে শুকাইয়া গিয়া কীট মরিয়া যাইতে পারে।

পাতা দিবার নিয়ম—পাতলা কচি পাতা হইতে মোটা পাতা এবং কুচান হইতে গোটা আস্ত পাতা দেওয়া দরকার। সকাল ৬টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সময়কে এক দিন হিসাব ধরিয়া, প্রথম ও ২য় দিনে ২ বার, (এইদিন কীটগুলি খোলস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে ও অলসভাবে বসিয়া থাকে পাতা খায় না,) ৪র্থ দিনে ৪ বার, ৫ দিনে ৬ বার (এইদিন ২য় বার খোলসা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে,) ৬ষ্ঠ দিনে ৩ বার, ৭ম ও ৮ম দিনে ৫বার, ১১শ দিনে তিন বার, (এই দিন তাহারা ৪র্থ বার খোলস পরিত্যাগ করে,) ১২ দিন হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত ৪ বার, ১৫ দিনে ৫ বার, ১৬ দিনে ৪ বার, ১৭ দিন হইতে ২০ দিন পর্য্যন্ত ৫ বার এবং ২১ দিনে ২ বার পাতা দেওয়া দরকার। ১৮ দিন হইতে ইহারা গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং ২২ দিনে সকল কীটই গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ঐ কীটগুলি পাকিলে হরিদ্রাভ হয়, পাতা না

খাইয়া ডালার উপর উঠিতে এবং নরম বা পাতলা দাস্ত প্রস্রাব করে। এখন কীটগুলিকে একটি ১ হাত ব্যাস, ১ হাত গভীর টুকরীতে কতকগুলি খড়, আধশুকন আম, কাঁটাল বা কলার পাতা দিয়া আন্দাজ ০টি কীট রাখুন। এবং পুনরায় ঐরূপ চাপা দিন এবং আর ১০০টী কীট রাখুন এইরূপ স্তরে স্তরে একটী টুকরীতে ৪০০।৫০০ কীট গুটীর জন্য রাখুন এবং উহার মুখে একটি পাতলা কাপড় বাঁধিয়া উল্টাইয়া মাচার উপর রাখিয়া দিন, ৭।৮ দিন পর উহার ভিতর হইতে গুটীগুলি বাহির করিয়া লইয়া কতকগুলি শাদা বেশী রেশমযুক্ত গুটী ডিমের জন্য রাখিয়া দিবেন। শীতকালে গুটী প্রস্তুত করিবার দিন হইতে ৩০।৪০ দিন এবং গ্রীষ্মকালে ১১।১৬ দিন পরে প্রজাপতি (চোকড়াচকড়ী) বাহির হইয়া আপনা হইতেই সংযুক্ত হইবে এবং সংযুক্ত প্রজাপতি গুলিকে একটী টুকরীর ভিতর কাপড় বা কাগজ বিছাইয়া মুখটী পাতলা কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া ১ দিন রাখিবেন। পরে পুরুষ প্রজাপতি বা (চোকড়া) গুলিকে ফেলিয়া দিয়া উক্ত টুকরিটী ৩ দিন আবৃত রাখিবেন এবং পরে প্রজাপতিগুলিকে ফেলিয়া দিয়া ডিমের কাগজ বা কাপড়টী একটী ডালায় রাখিয়া পূর্ব্বকথিত উপায়ে পুনরায় পালন করিবেন।

এই কীট পালন করিলে আমাদের দেশের বর্ত্তমান বেকার সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ অবসর সময়ে এবং নিজ তত্বাবধানে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে, মেয়ে ও পরদানসীন মহিলাগণের দ্বারা উক্ত পালন কার্য্য করাইয়া বিনা মুলধন ও খরচায়, স্বাধীনভাবে ঘরে বসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

আমাদের দেশের লুপ্ত কুটির-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠানের মানসে লেখক ২৫০টি এণ্ডী চোকড়ীর ডিম্ব (প্রত্যেক চোকড়ী ১৪০—২৬৫টী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে) প্রচার উদ্দেশ্যে বিনামুল্যে বিতরণ করিবেন। যদি কোন ভদ্র মহোদয় আধ আনা ডাক টিকিটসহ পত্র লিখেন বা স্বয়ং আসেন তবে তাঁহারা আবশ্যকমত ডিম্ব পাইবেন এবং পালনের নিয়মাবলী পাইবেন।

ঠিকানা—

চৈতলাপাড়া লেন, পোষ্ট বালী, জিলা হাওড়া, ই, আই, আর।

বাড়ীতে লজেনচুষ প্রস্তুত

একটী এলুমিনিয়ামের হ্যাণ্ডেল-ওয়ালা প্যানের মধ্যে পাঁচ পোয়া সাদা দানাদার চিনি, পাঁচ ছটাক জল দিয়া উনানে চড়ান এবং চিনি না উৎলাইয়া উঠা পর্য্যন্ত কাঠি দিয়া নাড়িতে থাকুন। চিনি ফুটিয়া উঠিলে উনানের উপর হইতে নামাইয়া দেখুন, চিনি জলের সহিত মিশিয়াছে কিনা। না মিশিলে অল্প জল দিয়া পুনরায় উনানে চড়াইতে হইবে। চিনি গলিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া গেলে পর নীচে নামাইয়া দুই আনা আন্দাজ গুঁড়া ক্রিম টার্ট (Cream of Tarter) অল্প জলে গুলিয়া রসের মধ্যে ঢালিয়া দিন ও পুনরায় উনানে চড়ান। এখন নাড়া দেওয়া কাঠিটি তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ ইহার পর আর পাকে নাড়া দেওয়া চলিবে না। রস ঘন হইয়া আসিলে আবশ্যকানুরূপ বর্ণযুক্ত করার জন্য কাঁচা রং (রং পাকা না হয়) জলে গুলিয়া দুই চার ফোঁটা দেওয়া যাইতে পারে। তারপর রসের ধোঁয়া যখন কমিয়া আসিবে তখন একটি সরু কাঠির এক দিক পাকের মধ্যে অল্প ডুবাইয় তাহা ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া দেখুন পাকের অবস্থা কি রকম। জল হইতে কাঠি উঠাইয়া রসের টুকরাটুকু কাঠি হইতে ছাড়াইয়া দেখিতে হইবে নরম আছে কি না। যখন চাপ দিলে তাহা সহজে গুড়া হইয়া যাইবে, তখন জানিবেন পাক ঠিক হইয়াছে।

পাক ঢালার জন্য পূর্ব্ব হইতে একখানা পাথরে তেল মাখাইয়া রাখিতে হয়। পাক ঠিক হইয়া গেলে পর ঐ পাথরে ঢালিয়া ফেলুন। ঠাণ্ডা পাথরে পাকটা শীঘ্র শক্ত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা; সেই জন্য অতি তৎপরতার সহিত এক কাঁচ্চা গুড়া সাইট্রিক এসিড (Citric Acid) ও পছন্দ মত দুই চারি ফোঁটা এসেন্স দিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পাকের সঙ্গে মিশাইয়া দিন। এবং কাঁচি দ্বারা কাটিয়া আবশ্যকানুরূপ হাতে গুলি পাকান যাইতে পারে অথবা সন্দেশের ছাচে ফেলিয়াও যে কোন আকারে পরিণত করা যায়। লজেনচুষগুলি আবার রেখাঙ্কিত করা যায়। কিন্তু রেখাঙ্কিত করিতে হইলে একটুকু অভিজ্ঞতা থাকার দরকার। মনে করুন, পাক ঢালার সময় হইতে শক্ত হইয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাহারইমধ্যে উপরোক্ত কাজ গুলি ত করিতেই হইবে, অধিকন্তু রেখাঙ্কিত করিবার জন্য আরও করিতে হইবে,—অল্প একটু পাক কাঁচি দ্বারা কাটিয়া নিয়া কদ্মার পাক টানার ন্যায় দুই হাত দিয়া টানিতে হইবে। টানিতে টানিতে যখন সেটা সাদা শিল্কের মত হইয়া আসিবে, তখন প্রথমতঃ রুল করিতে হইবে; তারপর কাঁচি দিয়া পাঁচ ছয় টুকরা করিয়া উপরোক্ত মূল পাকের ঢেলার উপর সমান ভাবে বসাইতে হইবে এবং পাকে ধরিয়া যাওয়ার পর এক দিক হইতে টানিয়া পছন্দমত লজেনস্ তৈয়ারি করা চলিবে এবং রেখাও শেষ পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে।

ফিরিওয়ালা ঘণ্টা বাজাইয়া গোলাপি হাসুলি

গোলাপ ছড়ি, সাপ, সিঙ্গাড়া, গুলি, গেলাস ইত্যাদি প্রকারের যে সমস্ত লজেনচুষ বিক্রয় করে তাহাও এই উপায়ে প্রস্তুত। ইহার জন্য কোন রকম কলকব্জার আবশ্যক হয় না, মাত্র একখানা কাঁচির সাহায্যেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা যায়। বিনা মূলধনে পল্লীগ্রামে এই উপায়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা যায়। লাভও যথেষ্ট হয়; টাকায় টাকা লাভ, কথার কথা নয়, ইহাতে তাহাই হয়। এক টাকার চিনি ইত্যাদি কিনিয়া যদি ঘরে তৈয়ারি করা যায়, তবে তাহা খরিদ্দারকে না ঠকাইয়াও স্বচ্ছন্দে দুই টাকায় বিক্রয় করা সম্ভব! আর, বৎসরের মধ্যে ছয় সাত মাস এ কাজ বেশ চলে; বর্ষার দিনেই এ কাজে যাহা একটু অসুবিধা। —স্বদেশী বাজার।

ঘোড়দৌড়ের নূতন প্রণালী

একমাত্র ঘোড়ার কৃতিত্বের উপরেই সকল সময় ঘোড়দৌড়ে বাজী জেতা নির্ভর করে না। ইহার জন্য ঘোড়া চালক বা জকির' দক্ষতাও বিশেষ আবশ্যক। ঘোড়া ভাল হইলেও অনেক সময় জকির দোষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘোড়ার পরাজয় ঘটে। কখনও কখনও দুষ্ট লোকেরা নিজের ঘোড়াকে জয়ী করার আশায় ভাল ঘোড়ার জকিকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়া থাকে। ফলে যে ঘোড়াটি জিতিবে বলিয়াই একরূপ স্থির ছিল, কার্য্যকালে দেখা যায় সে হারিয়া গিয়াছে। অথচ উহার প্রকৃত কারণ কাহারও নিকট ধরা পড়ে না। ঘোড়দৌড়ে এইরূপ আরও এমন অনেক চালাকি আছে যাহাতে ভাল ঘোড়া পিছে পড়িয়া থাকে, এবং পিছের ঘোড়া আগাইয়া যায়। উহাদের অল্প কয়েকটি কৌশল নিয়ে বর্ণিত হইল।

কেহ কেহ অতি সংগোপনে ঘোড়ার পিঠের উপর জকির সামনের নীচে এমন ভাবে ভারী পদার্থ চাপাইয়া দেয়, যে দৌড়াইবার সময় ঘোড়া তাহার পূর্ণশক্তিতে দৌড়াইতে বাধা পায়, এবং সেই সুযোগে অন্য ঘোড়া তাহাকে ছাড়াইয়া যায়। ইহাকে ঘোড়ায় load দেওয়া বলে।

কেহবা ঘোড়ার গায়ে বা পায়ে এমন ভাবে ইলেক্‌ট্রিক তার লুকাইয়া রাখে যে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেই ঘোড়া তাহাতে 'শক্' বা আঘাত পায়। ক্রমাগত এইরূপ 'শক্' পাইয়া ঘোড়াটি আর জোরে দৌড়াইতে পারে না।

আবার কেহবা জকির পায়ে এমন ভাবে কাঁটা লাগাইয়া দেয় যে দৌড় আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে জকিও ঘোড়াটির গায়ে সেই কাটা ফুটাইতে থাকে। ইহাতে ঘোড়ার দৌড়াইবার শক্তি কমিয়া যায়, এবং সাধ্যানুযায়ী অগ্রসর হইতে পারে না।

কেহ কেহ ঘোড়ার গায়ে ঔষধ ইন্‌জেক্‌সন করিয়া উহার ধাবনের শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। কেহবা মদ খাওয়াইয়া অতিরিক্ত পরিমাণ উত্তেজিত করিয়া রাখে, তাহাতে উহা দৌড়ের সময় অতিশয় জোরে ছুটিতে পারে। অথচ ঘোড়দৌড়ে নিয়ম এই যে, ঘোড়ার স্বাভাবিক অবস্থায় উহাকে দিয়া দৌড় দেওয়াইতে হইবে। কোন প্রকার কৌশল বা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে তাহার প্রতি কঠোর দণ্ড বিধান হইবে। তথাপি ঘোড়দৌড়ে এইরূপ অন্যায় পন্থার গোপন আশ্রয় লওয়া অনেককাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি ইহার প্রতিকার কল্পে মেক্সিকোতে একপ্রকারের নূতন ঘোড়দৌড় প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে দৌড়ের সময় 'জকি' ছাড়াই ঘোড়া দৌড়াইবে। যে সত্যই সব চেয়ে দ্রুত দৌড়াইতে পারে সে নিজ শক্তি বলেই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিবে। মেক্সিকো সহরের অন্তঃপাতী এল্‌গোড্রোমো নামক স্থানে এখন এইরূপ ঘোড়দৌড় চলিতেছে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা মেরিও ক্যাসা গুয়াল ডো। তিনি মনে করেন ইহাতে ঘোড়দৌড়ে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

নিমের গুণাগুণ

সংস্কৃতে একটি কথা আছে যে,"যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্‌" ; এর মানে হচ্ছে এই যে—যে দেশের প্রাণী, সেই দেশজাত ঔষধই তার পক্ষে সম্যক্‌ উপযোগী। আমাদের দেশের বাড়ীর আশেপাশে যে সকল আত্ম-সম্ভূত গাছ-গাছড়া দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি সেবন করিলে আমরা অতি সহজে রোগ হতে সেরে উঠ্‌তে পারি। আমাদের এই দুঃখ দুর্দ্দিনে যদি বিনা পয়সায় রোগ হতে সেরে উঠ্‌তে পারি, তাহলে অনর্থক অর্থ ব্যয় করে কি লাভ? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ (Chemical Works) গুলির আবিষ্কৃত গাছগাছড়ার তরলসার (Liquid extract), ও Essence of Neem এর ব্যবহার আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমাদের বাড়ীর চারিধারে যেসব গাছগাছড়া আছে, এর গুণাগুণ অবগত হয়ে সেই সব গাছ গাছড়ার ক্বাথ যদি আমরা ব্যবহার করতে আরম্ভ করি, তাহলে অনেক সময় অনেক দুঃসাধ্য রোগ হতে বিনা পয়সায় মুক্তিলাভ কর্ত্তে পারি। গাছগাছড়ার তরলসার অপেক্ষা টাট্‌কা গাছের রসে অতি অল্প সময়ে রোগ ভাল হয়ে থাকে। ইহা বহু পরীক্ষিত এবং সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায়। টাট্‌কা গাছগাছড়ার পাতার রসে যেরূপ শীগ্‌গির উপকার পাওয়া যায়, তরল সারে সেরূপ পাওয়া যায় না।

নিমগাছের পরিচয় কাহাকেও নূতন করে দিতে হবে না। নিমগাছ আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বসন্তে নিম্ব ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী বলে অনেকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহার কচি পাতা ভেজে খেয়ে থাকেন ; কিন্তু কেবল এর পাতা নয়, ইহার পাতা, ছাল, ফুল ও ফল সব গুলিই আমাদের খুব উপকারী।

যাক্‌, এখন নিম কি গুণ সম্পন্ন, আর কি ভাবে ইহা ব্যবহার কর্ত্তে হয়, আজ আমি সেই কথাই বল্‌ব।

নিম তিন প্রকার,—নিম, ঘোড়া নিম ও মিঠা নিম। ঘোড়া নিমকে আর্য্য ঋষীগণ মহানিম বলে গেছেন। মিঠা নিম হিন্দী কথা, সংস্কৃতে ইহার নাম কৈডর্য্য। বাঙ্গালায় এর অন্য নামকরণ হয় নাই। বাঙ্গালীরা একেও ঘোড়া নিমের প্রকার ভেদ মনে করে থাকেন।

সব রকম নিমই যে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইহা যেরূপ রক্ত পরিষ্কারক সেইরূপ বলকারক। কেবল বসন্ত কালে নয়, আমার মনে হয়, মধ্যে মধ্যে যদি ইহার পাতা ভেজে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে অনেক সময় আমরা নানা প্রকার রোগের হাত হতে মুক্তি লাভ কর্ত্তে পারি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নিমকে নানা প্রকার রোগ বিনাশক বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলেন,—

শিশুর জ্বরে—মধু ও গব্য ঘৃত একটু নিয়ে এর সঙ্গে নিমের পাতা পুড়িয়ে সেই ধুম শিশুর গায়ে দিলে শিশুর জ্বর ভাল হয়ে থাকে।

ক্রিমিরোগে—নিম পাতার রস, মধুর সঙ্গে কতকদিন সেবন কর্লে বহুদিনের ক্রিমিরোগও ভাল হয়ে থাকে।

কামলারোগে—নিমের ছালের বা পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশাইয়া প্রাতঃকালে কয়েকদিন সেবন কর্লে অতি বড় কামলারোগও ভাল হয়।

বাতরক্তে—নিমছাল বা নিমের পাতা আধ তোলা ও পলতা আধতোলা একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকৃতে নামিয়ে কিছুদিন প্রাতঃকালে সেবন কর্লে বাতরক্ত ভাল হয়। শুধু বাতরক্ত কেন, সব রকম চর্ম্মরোগ, এমন কি কুষ্ঠ রোগীকেও ইহা সেবনের ব্যবস্থা করা যায়।

কুষ্ঠরোগে—কুষ্ঠরোগীকে উপরিলিখিত ক্বাথ পানের ব্যবস্থা ছাড়া তার স্নানের এবং পানের জলও ঐরূপ নিমপাতা ও পলতার ক্বাথে হওয়া উপকারক।

চর্ম্মরোগে—নিমপাতা দুইটি ও তিনটি গোলমরিচ সহ বেটে ৭ সাতদিন সেবন করিলে চর্ম্মরোগ ভাল হয়।

মেহরোগে—প্রত্যহ আধতোলা নিমছাল এবং আধতোলা গুলঞ্চ একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকৃতে নামাইয়া সেবন কর্লে সব রকম মেহ রোগই ভাল হয়ে থাকে।

দাহযুক্ত জ্বরে দাহযুক্ত জ্বর রোগীকে দুই তোলা নিমপাতা আধসের জলে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকৃতে নামাইয়া সেই ক্বাথে চারি-আনা ইক্ষু গুড় মিশাইয়া সেবন করাইলে দাহ নষ্ট হয়ে থাকে।

কফজ তৃষ্ণায়—নিমের ফুল আধ-তোলা, ঐরূপ আধসের জলে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকৃতে নামাইয়া গরম গরম ক্বাথ পান করিতে দিবেন।

ব্রণে—মধুর সঙ্গে নিমের পাতার প্রলেপ দিলে ব্রণের কদর্য্য স্রাব নিবৃত্ত হয়।

কেশের অকাল পক্কতায়—একটু দীর্ঘকাল ধরে নিমের তৈলের নস্য নিলে কেশের অকাল পক্কতা দূর হয়।

চুলকণায়—নিমের পাতা গুঁড়া করে বা নিমের পাতা ও আমলকী একত্র বেটে চুলকণায় দিলে ভাল হয়। ইহা দিলে নানারূপ ক্ষত এবং অম্লপিত্ত ও ভাল হয়ে থাকে।

রক্তপিত্তে—নিমের পাতা ভেজে খাওয়া রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে খুব হিতকর।

চক্ষুরোগে—নিম পাতা, অল্প শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ শীতল জলে পিষে নিয়ে গরম কর্ব্বেন এবং চক্ষু বন্ধ করে সূক্ষ্ম বস্ত্র ঢেকে প্রলেপ দেবেন। চক্ষু ফুল্‌লে বা ব্যথা হলে বা চক্ষু চুল্‌কাইতে থাকৃলে এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকার হয়ে থাকে।

কফজ হৃদ্রোগে—নিম ছাল এক তোলা ও বচ এক তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করে আধ পোয়া থাকৃতে নামাইয়া সেই ক্বাথ কফজ হৃদ্রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেবন কর্ত্তে দিলে উপকার হয়।

বাতে—নিম পাতা বেটে গরম করে প্রলেপ দিলে বাতের উপকার হয়।

পুরাতন জ্বরে—নিমের শিকড়, নিমের ছাল নিমের পাতা, নিমের ফুল ও ফল—সকলগুলি গুঁড়া করে প্রত্যহ গরম জলের সঙ্গে চারি আনা হতে আধ তোলা মাত্রায় সেবন কর্‌লে বিশেষ উপকার হয়ে থাকে। পালা জ্বরেও উপরি-লিখিত নিয়ম বিশেষ উপকারী।

সাধারণ দৌর্ব্বল্যে—সাধারণ দুর্ব্বলতা ভাল কর্ব্বার জন্য নিমের পাতা ভেজে খাওয়া উচিত।

শিরঃপীড়ায়—নিমের ফুল ও পাতা একত্র বেটে গরম গরম অবস্থায় কপালে প্রলেপ দিলে বায়ু জনিত শিরঃপীড়ায় বিশেষ উপকার হয়ে থাকে। নিমের তৈল বহুবিধ চর্ম্মরোগ নাশক। গলিত কুষ্ঠে ইহা খুব উপকারী। ইহার পাতা ফুল রসায়ন এবং মূত্র নিঃসরণের কাজও ইহা দ্বারা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ঘোড়া নিমের ফুলের প্রলেপে মাথার চুলকানি অতি সত্বর নষ্ট হয়ে থাকে।

শ্রীসুবোধ কুমার নন্দী মজুমদার

হায়দ্রাবাদ

দাক্ষিণাত্যের একটী দেশীয় রাজ্য। পরিমাণ ফল ৮২৬৯৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ১৪৩৭৪৪৯৩ ; দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে ইহা দ্বিতীয় স্থানীয় হইলেও লোকসংখ্যায় প্রথম স্থানীয়। দেশীয় রাজ্যগুলিতে যত লোকের বাস তাহার একপঞ্চমাংশেরও অধিক লোক এইখানে বাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন হিন্দু, ১০ জন মুসলমান এবং ৫ জন আদিম অধিবাসী। দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজামই প্রথম বৃটীশ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই রাজ্যটী দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হায়দ্রাবাদ পূর্ব্বে মোগল সম্রাটের অধীন একটী সুবা ছিল। নিজাম এই সুবার শাসনকর্ত্তা ছিলেন ; অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগলসাম্রাজ্যের ভাগ্য যখন অস্তগামী, সেই সময়ে নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিছুদিন স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসনের পর মারহাট্টাদের ভয়ে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। তদবধি ইহা বৃটীশ সরকারের মিত্র রাজ্য। বৃটীশ গভর্ণমেন্টের একজন রেসিডেন্ট নিজামের রাজধানীতে বাস করেন। মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য-গুলির ন্যায় এই রাজ্যটি উন্নত নহে, যদিও নিজামের আয় অনেক বেশী। এই রাজ্যে প্রতিনিধিমূলক কোন ব্যবস্থাপক সভা নাই। বৃটীশ ভারতের প্রদেশগুলির তুলনায় এই রাজ্য অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। মনে হয় শাসক যদি হিন্দু হইতেন অথবা প্রজাদের অধিকাংশই যদি মুসলমান হইতেন তাহা হইলে এই রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হইত। নিজাম একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু উর্দ্দু ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়াছেন। উত্তর ভারতে উর্দ্দু ভাষা যেমন ব্যাপকভাবে প্রচলিত, দক্ষিণ ভারতে সেরূপ নহে ; কাজেই নিজামের এই ব্যবস্থায় প্রজাদের হিত সাধিত হয় নাই। প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি উর্দ্দু ভাষার প্রচলন করিয়াছেন। রাজ সরকারে কর্ম্মচারীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। উচ্চপদগুলি মুসলমানদের একচেটিয়া। উত্তর ভারত হইতে মুসলমান আনাইয়া নিজাম তাহাদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। অথচ তাঁহার দেড় কোটী প্রজাদের মধ্য হইতে লোক লইয়া উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য পরিচালনের যোগ্য করেন নাই। নিজামের বার্ষিক আয় ৭॥০ কোটী টাকা। তাঁহার নিজের রেল, পোষ্ট ও তারের অফিস আছে। এই রাজ্যে রেলওয়ের পরিমাণ এক হাজার মাইল। পোঃ অফিসের সংখ্যা ৭০০, P. W. Dর রাস্তার পরিমাণ ৩১১৫ মাইল। রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭৭৯, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দুই লক্ষ। ৪৩টি হাই স্কুল আছে, ইহার মধ্যে ২৩টীতে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয় ; তন্মধ্যে ১৮টী বালকদের জন্য এবং ৫টী বালিকাদের জন্য। ২০টীতে উর্দ্দু শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্রছাত্রী ১৬ হাজার। ১০৮টী মাত্র বিদ্যালয় আছে। ৪টী কলেজ আছে।

বালিকাদের জন্ত একটী কলেজ আছে। আয়ের শতকরা ১৯ টাকা শিক্ষা এবং ১২ টাকা স্বাস্থ্য বিভাগে ব্যয় হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ১১৬; তন্মধ্যে ইউনানী ৭৮, এলোপ্যাথিক ৭ ও আয়ুর্ব্বেদিক ৩১টী। সমবায় সমিতির সংখ্যা ২০৬৫; ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ২৪টী, সমবায় কৃষি সমিতি ১৬৭৩, সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৬৬৩৮, মোট মূলধন ১৫৮ লক্ষ টাকা। পশু চিকিৎসা বিভাগে ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা মাত্র; কিন্তু সামরিক বিভাগে ব্যয় ৬১ লক্ষ টাকা। আবগারী বিভাগে আয় ১৩৮ লক্ষ টাকা। নিজামের নিজস্ব টাকশাল ও কারেন্সী অফিস আছে। ৪৭১ লক্ষ টাকার নোট প্রচলিত আছে। এই রাজ্যে বাহির হইতে আমদানী দ্রব্যের মূল্য ১৩ কোটী এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ১৬ কোটী টাকা। রাজ্যে ৫৫৭টী বড় কারখানা আছে। বয়লারের সংখ্যা ৩৭৬, কাপড়ের কল ৫টি, তুলার বীজ ঝাড়াই ও তুলার গাঁইট বান্ধাই কারখানার সংখ্যা ২৮২, চাল, ময়দা, ডাল, তেল প্রভৃতি নানাবিধ কলের সংখ্যা ২৭০। রাস্তা সংস্কারে বৎসরে ব্যয় ৪১ লক্ষ টাকা। জল সেচনের জন্ত এপর্য্যন্ত ৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। নিজাম ইসলাম ধর্ম্মের জন্ত বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন; কিন্তু তাঁহার হিন্দু প্রজাদের ধর্ম্মের জন্ত এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না। এখানে ছাপাখানার সংখ্যা ৩৪টি মাত্র। রাজ্য হইতে সামরিক পত্রিকা ৯টি এবং সংবাদপত্র ৬টি মাত্র প্রকাশিত হয়। বৎসরে বিবিধ বিষয়ে প্রায় ৪০০ পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ অজন্তা গুহা এই রাজ্যে অবস্থিত। ইলোরা আওরঙ্গাবাদ ওসমানাবাদ, গোলকণ্ডা, গুলবার্গ ওয়ারাঙ্গল, রাইছুর, মুরগল, পারেণ্ডা এবং মলঙ্কুগে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অনেক প্রাচীন মূর্ত্তি বিদ্যমান।

আমদানী দ্রব্য—কাপড়, সূতা, চিনি, লবণ, গুড়, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল, বাসন, সোণা-রূপা।

রপ্তানী দ্রব্য—তুলা, ডালকলাই প্রভৃতি শস্য, তিল, রেড়ীর বীজ, কার্পাস বীজ, তিসি, চীনা বাদাম, খৈল, চামড়া প্রভৃতি।

রাজ্যের জমী উর্ব্বরা। কত একর জমীতে কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল—

তুলা ৩২৬৭৪০৩ একর

গম ৯৫৯৮৭৯

ধান ৫৩৯৩০৬

৮২০৮৮৯৯

তিল ৫০৪৫৭০

তিসি ২২০৪২৯

সরিষা ৭১১৭

চীনা বাদাম ৩০৪৫৫৩৮

অন্যান্য তৈল বীজ ৩০০০৭৬

রেড়ী ৬১১৪১০

এই রাজ্যে মারহাট্টা, ক্যানারী ও তেলেগু জাতির বাস আছে। গোদাবরী, কৃষ্ণা পেঙ্গাঙ্গা, সিনা, মাঞ্জরা, কাঙ্গা, নদীসমূহ এই রাজ্য দিয়া প্রবাহিত। জালনা, সহ্যাদ্রি, পাণ্ডয়াথ, কাণ্ডিকল গুট্টা পার্ব্বত্য শ্রেণী এই রাজ্যে অবস্থিত। সোণা, হীরা ও কয়লার খনি বিদ্যমান। রাজ্যে বিস্তৃত নিবিড় বন রহিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই রাজ্য ১৫০০ ফুট উচ্চ। বিস্তৃত ভূভাগ সমতল। বৎসরে ৩০।৩২ ইঞ্চি বারিপাত হয়। আওরঙ্গাবাদ, ওসমানাবাদ, পারভনী, ও নির্ম্মলের আশেপাশে বিস্তৃত জমীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লেবুর চাষ হয়।

এই রাজ্যে আম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। শাক শব্জীর আবাদও যথেষ্ট পরিমাণে হয়। দৌলতাবাদে আঙ্গুরের চাষ হয়। শ্রীপুর, তাণ্ডুর, মাভূবনগর ওয়ারাঙ্গল, এবং ইলগণ্ডাপে ইক্ষুর চাষের যোগ্য প্রচুর জমী অনাবাদী পড়িয়া আছে। এই রাজ্যে সর্ব্বত্র ঘোড়া পাওয়া যায়। প্রত্যেক মেলায় বিক্রয়ার্থ ঘোড়ার আমদানী হয়। নল-গোণ্ডা, রাইছর মাভূবনগর, সিংহগড়, আওরাঙ্গাবাদ, ইন্দুর ও ইলগণ্ডালে পশমের কাপড় তৈয়ার হয়। ওয়ারাঙ্গকে হাসানপটী, নারায়ণ পেট, কস্‌গী মটওয়াদা প্রভৃতি স্থানে তসর উৎপন্ন হয়। বিদরে নানাবিধ বাসন তৈয়ার হয়। ছোরা ছুরি, তরোয়াল, এবং অন্যান্য অস্ত্র হায়দ্রাবাদ ওয়ানপটী, গাড়য়াল, কস্থাপুর, জগদেও-পুর প্রভৃতি সহরে তৈয়ারী হয়।

এই রাজ্যে ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান—আও রঙ্গাবাদ, ওসমানাবাদ, দৌলতাবাদ, পারভনী, নির্ম্মল, রাইছর, মালগাওন, লিংসুর ইন্দুর, পৈথান, মাভূবনগর, নলগণ্ডা, ইলগণ্ডাল, ওয়ারঙ্গল, হাসানপটি, নারায়ণ পেট, কস্‌গী, মাধওয়াদা, বিজাপুর, গাড়য়ান, জগদেওপুর, গুলবার্গ, লাটুর, নান্দের হিঙ্গোলী, মুকাপুর, কোপাল, সাহাবাদ, সিরাম, সাদা সিওপেট সিদ্দিপেট খামামেট, ইংলাবাদ, কারখেলী।

এই রাজ্যে ৮৯টি সহরে প্রায় ১৪ লক্ষ লোক বাস করে। রাজধানী সেকেন্দরাবাদের লোক সংখ্যা ৩৭৭০০৬। ভারতবর্ষে এই সহরটী সপ্তম স্থানীয়।

শ্রীরামানুজ কর।
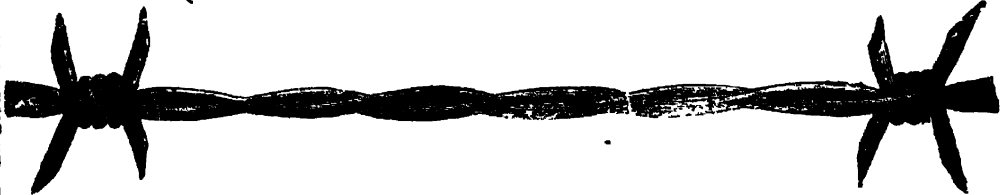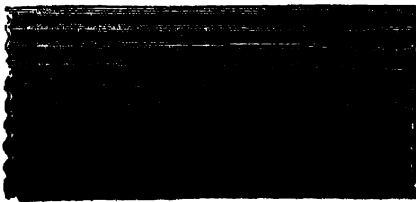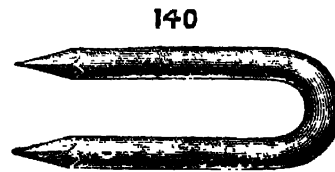
মাদুর চাষ

মাদুর চাষ একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি। মেদিনীপুর, সিলেট, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জিলার নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে মাদুর কাঠি জন্মাইয়া থাকে। বাড়ীর বালক বালিকারা এবং মেয়েরা সুন্দরভাবে মাদুর বুনিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। মেদিনীপুর জেলার নানা-স্থানের গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা অতি পরিপাটি রূপে মাদুর ও মছলন্দী বুনিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এমন কি ইহাদের প্রস্তুত এক একখানি মছলন্দী ৮৲।১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চাষের প্রণালী

মূলা, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিবার পর চৈত্র বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রটী এক কি দেড় ফিট গভীর করিয়া উত্তমরূপে কোপাইয়া ফেলিতে হয়। তদন্তর কিছুদিন সেই কোপান ক্ষেত্র বাতাস পাইলে তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ছড়াইয়া দিতে হয়।

এই পাঁকই উহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। মাদুর ক্ষেত্র চতুপার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত একটু গভীর হইলেই ভাল হয়। দো-আঁশযুক্ত বালুকা-ময় কিম্বা এটেল মাটীই মাদুর চাষের পক্ষে প্রশস্ত। ছায়াপূর্ণ স্থলে কিম্বা পুষ্করিণীর পাড়ের নিম্নদিকেও ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে।

মাদুর চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোপান ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে আল বাঁধিতে হয়, যেন বৃষ্টি হইলে উহার জল কোন-দিকে গড়াইয়া যাইতে না পারে এবং ঐক্ষেত্রেই কয়েক দিবস জমিয়া থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ বৃষ্টি আরম্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ঐ কোপান ক্ষেত্রে হলুদ কিম্বা কচুর সারির মত এক একটী সারি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরাতন গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল আনিয়া রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিংবা ক্ষেত্রে রস থাকে,তাহা হইলে আর জল দিবার আবশ্যক করে না। ২।১ মাসের মধ্যে ঐ রোপিত চারাগুলি কথঞ্চিৎ বড় হইলে যদি উহার মধ্যে ঘাস জন্মিয়া থাকে তবে সে-গুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া ঐ পাটীর মৃত্তিকার দ্বারা গাছের গোড়াগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়। অতঃ-পর আর বিশেষ কিছু যত্ন করিতে হয় না।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ গাছগুলি ৪।৫ হাত লম্বা হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইলে তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। তারপর পুন-রায় ঐ ক্ষেত্রের আগাছাদি পরিষ্কার করিয়া অগ্র-হায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক মিশ্রিত জল সেচিয়া দিলে ঐ কর্ত্তিত পুরাতন গাছের চতুর্দ্দিক হইতে বহুপরিমাণে চারা জন্মিয়া থাকে। ঐ চারা-গুলি বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে একবার তরল পাঁক সেচিয়া দিতে হয়। ঐ পাঁকই বিশেষ সারের কাজ করে; তখন চারাগুলি খুব তেজাল ও মোটা হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইতে হয় এবং মূলগুলিকে কোন ছায়াযুক্ত

সরস স্থানে লাগাইয়া চারার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। তারপর পুনরায় নূতন করিয়া ঐ ক্ষেত্রে পাঁক সার দিয়া চারা লাগাইতে হয়; কিন্তু একই ক্ষেত্রে একাদিক্রমে প্রতি বৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপে জন্মে না। এজন্য দুই বৎসর অন্তর একটা ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উহার চারা রোপণ করিলে খুব ভাল হয়।

মাদুর বয়ন।

ঐ মাদুর কাঠিগুলি কাটিবার পর অগ্রে বড় ছোট পৃথক পৃথক বাছিয়া মোটা সরু অনুসারে সেগুলিকে লম্বাদিকে দুই চারি অথবা ততোধিক খণ্ডে চিরিয়া ফেলিতে হয় এবং খুব লম্বা কাঠিগুলিকে প্রস্থের দিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। তারপর সেগুলিকে একদিন রৌদ্রে রাখিবার পর ২।১ দিন জলে ফেলিয়া এবং জল হইতে উঠাইবার পর পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া ঐ কাঠির দ্বারা মাদুর বুনিতে হয়। মছলন্দী বুনিবার কাঠিগুলিকে সুন্দর ভাবে খুব সরু সরু করিয়া চিরিতে হয়। খুব মোটা ও লম্বা কাঠিগুলি মছলন্দী বুনিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

মছলন্দী বুনিতে সুতার দরকার হয়। পাটের দড়ির দ্বারা মাদুর বোনা হইয়া থাকে। এই মাদুর ও মছলন্দী বুনিবার জন্য একটী এক কি দেড় ফিট চওড়া ও ৫।৬ হাত লম্বা কাঠ নির্ম্মিত হাতার প্রয়োজন। হাতাটিতে লম্বালম্বীভাবে কাছাকাছি দুইটি করিয়া দুই সারিতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। প্রথমে কাপড় বুনিবার টানার ন্যায় মাদুর বা মছলন্দীর দীর্ঘ বিস্তারের মাঝে দড়ি বা সুতার টানা করিতে হয়। টানার দুই মাথায় দুইখানি কাঠের দ্বারা ঐ টানার দড়ি গুলি আবদ্ধ থাকে ও পূর্ব্বোক্ত হাতাটির ছিদ্রের মধ্য দিয়া টানার দড়িগুলি থাকে। ঠিক কাপড় বুনিবার ন্যায় এক একটী কাঠি ঐ টানার মধ্য দিয়া চালাইয়া দুই এক ইঞ্চি বোনা হইলে ঐ হাতার দ্বারা সেগুলিকে একত্রে বেশ করিয়া ঠাসিয়া দিতে হয়। ঐ প্রকারে বয়ন কার্য্য শেষ হইলে তৎপরে উহার উভয় দিকের মাথা-গুলি দড়ির মধ্য দিয়া মুড়িয়া বাঁধিয়া বেশীর ভাগটা সমান করিয়া কাটিয়া দিতে হয়।

চাষের লাভালাভ।

ইহার চাষে বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। বৎসরের মধ্যে গড়ে দুই মাসের বেশী পরি-শ্রম করিতে হয় কি না সন্দেহ। প্রতি বিঘা জমিতে প্রত্যেক বৎসর প্রতিবারে ৫০।৬০৲ টাকা করিয়া দুইবারে শতাধিক টাকার কাঠি জন্মিয়া থাকে। এই কাঠি হইতে প্রায় ২।৩ শত টাকার মছলন্দী মাদুর প্রস্তুত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার খরচাদি বাদে প্রতি বিঘায় চাষের জন্য মাদুর বয়নে খুব কমপক্ষে প্রায় শতাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে।

মেদিনীপুরের প্রাচীন শিল্প

মছলন্দী মাদুর ধ্বংসের পথে

রঘুনাথ বাড়ী (পাঁশকুড়া থানা মেদিনীপুর) মছলন্দীর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে ৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মছলন্দী প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাপান হইতে প্রস্তুত মাদুর অপেক্ষা এই মছলন্দী সুন্দর ও কারুকার্য্য খচিত এবং মজবুত হইয়া থাকে। ইহাতে বাঙ্গালা, ইংরেজী ও নানা ভাষায় নাম ধাম লেখা থাকে। গ্রীষ্মকালের পক্ষে সুশীতল এবং আরাম দায়ক। এতদঞ্চলে পূর্ব্বে এবং এখনও ইহা বিবাহের যৌতুকরূপে দানের ব্যবস্থা আছে। বহু প্রদর্শনীতেও এখানকার মছলন্দী উচ্চ প্রশংসিত। ইণ্ডিয়ান ইনড্রাষ্ট্রীয়াল একজিবিশন ১৯০১ সালে এবং কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিশন ১৯২৮ সালের প্রদর্শনীতে এই মছলন্দী উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল এবং বহু রৌপ্য পদক ও সার্টিফিকেট পাইয়াছিল। অধুনা এই মছলন্দির চাহিদা না থাকায় শিল্পিগণ অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান কারণ বশতঃ এই বিখ্যাত ব্যবসাটি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। প্রথমতঃ জাপানী মাদুরের অবারিত আমদানী। এই জাপানী মাদুর যদিও কম মজবুত এবং তেমন সুন্দর নহে তথাপি সস্তা বলিয়া বাজারে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই দেশের বিভিন্ন অংশে এই মছলন্দির বিজ্ঞাপন বা প্রচারের অভাব। তাহার কারণ এই যে শিল্পীগণ অতি দরিদ্র ও নিরক্ষর। এই শিল্পটিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে কতিপয় উৎসাহী মহাজন ও ধনী আড়তদারের আবশ্যক। তাঁহারা নিয়মিত ভাবে টাকা দাদন দিয়া ও মছলন্দী প্রস্তুত করাইয়া সেই মছলন্দী বাজারে প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিলে নিজ নিজ প্রচুর অর্থাগমের উপায় করিতে পারেন, এবং সেইসঙ্গে বুভুক্ষু শিল্পীগণের অন্নের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে ডাক টিকিট কিম্বা রিপ্লাই কার্ডসহ নিম্নের ঠিকানায় পত্র দিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীরবীন্দ্র কুমার মাইতি
গৌরাঙ্গপুর, রঘুনাথবাড়ী মেদিনীপুর।

আমাদের বক্তব্য :—

কিছুদিন পূর্ব্বে মেদিনীপুরের স্থানীয় সংবাদ-পত্রে "মেদিনীপুরের মছলন্দী মাদুর ধ্বংসের পথে" নামক এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়। আমরা সেই পত্রখানি এখানে প্রকাশ করিলাম। মছলন্দী মাদুর এদেশের একটা অতি প্রাচীন শিল্প; সৌন্দর্য্যে এবং আরাম দানে ইহা অতুলনীয়। এক উৎকৃষ্ট শীতলপাটী ছাড়া ইহার সহিত অন্য কোনও শয্যাবরণের তুলনা হয় না। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই প্রাচীন শিল্পটী লোপ পাইতে বসিয়াছে আর তাহার স্থান দখল করিতেছে জাপানের মাদুর।

সমগ্র দেশে মাদুর ও পাটির ব্যবহার কম নহে। এই ব্যবসায়ে বহু লক্ষ টাকা খাটিতেছে,

কিন্তু জাপান হইতে সস্তায় রংকরা মাদুর আমদানী হওয়ায় এবং দেশের লোকের বিদেশী জিনিষের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকায় বহু শতাব্দীর প্রাচীন এই মছলন্দী মাদুর শিল্পটী নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমাদের নিকট বহু লোক প্রশ্ন করিয়া পাঠান যে মহাশয় কিসের ব্যবসা করিব ? তাঁহাদিগকে শত শত ব্যবসার কথা বলিয়াছি ; এবার এই মছলন্দী মাদুরের ব্যবসার কথা বলি। কয়েকজন উৎসাহী এবং পরিশ্রমী যুবক যদি কোনও ধনীকে এই ব্যবসায়ের আড়ৎদার করিয়া কাজে নামাইতে পারেন এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলের সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া নমুনা দেখাইয়া (Sample cuttings সঙ্গে রাখিতে হইবে) অর্ডার আনিতে পারেন তবে গরমের ৬ মাস কাল খুব ভাল ভাবে ব্যবসা চলিতে পারে।

বর্ত্তমান যুগের হাওয়ানুযায়ী ব্যবসায়ের ভোল্ বদ্‌লাইতে হইবে। ফেরীওয়ালারা মাথায় করিয়া বাড়ী বাড়ী মাদুর বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। তাহারা ২।৩ রকমের বেশী মাল সঙ্গে রাখে না, কারণ বোঝা বাড়িয়া যায়। পত্র লেখক লিখিয়াছেন যে ৩৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকার মছলন্দী মাদুর তৈয়ারী হইতে পারে। সুতরাং সাধারণের অবস্থা বুঝিয়া ১০।১২ রকমের নমুনা তৈরী করিয়া লইয়া খরিদদারের সন্ধানে Canvassingএ বাহির হইতে হয়। কাপড়ের দালালেরা যেমন Sample Books লইয়া দোকানে দোকানে যাইয়া অর্ডার সংগ্রহ করে তেমনি মছলন্দীর Sample Books লইয়া Canvassingএ বাহির হইলে লোকে জিনিস এবং দরাদি দেখিয়া অর্ডার দিতে পারে। এক বাংলা দেশেই যে কত লক্ষ টাকার মছলন্দী মাদুর ও শীতলপাটীর কেনা বেচা হইতেছে তাহার ধারণা করাই দায়। জাপান নিকৃষ্ট মাদুর বেচিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশ হইতে লইয়া যাইতেছে। আমরা ভাবি যে ইংলণ্ডের বিলাতী বস্ত্র শিল্প বয়কট করিতে পারিলেই আমাদের ইকনমিক্ শোষণ বন্ধ হইল। কিন্তু অতি ছোট ছোট ব্যাপারেও জাপান ও জার্ম্মাণী যে কত কোটী টাকা এদেশ হইতে লইয়া যাইতেছে আমরা তাহার হিসাবও রাখি না। আশা করি ব্যবসায়েচ্ছু যুবকগণের এদিকে লক্ষ্য পড়িবে।

টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা উৎসব

১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্ট মাসে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী রূপে রেজিষ্ট্রীকৃত হয়, তদবধি ২৫ বৎসর যাবত উক্ত কোম্পানী কাজ করিয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষে কোম্পানীর পঞ্চ-বিংশতি উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য জামসেদপুরের জনসাধারণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কোম্পানীর চেয়ারম্যান সার নৌরাযজীটাটাকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জামসেদজীটাটার ৯৩ তম জন্মতিথি উৎসব পালন করিবার জন্য জনসাধারণ স্থির করিয়াছেন।

জামসেদজী টাটার জীবনী

জামসেদজী টাটা ১৮৩৯ সালের ৩রা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। জামসেদজী টাটা এবং দাদাভাই নৌরাজী উভয়েই নাভাসারী সহরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রেটব্রিটেনে দাদাভাই নৌরাজী যে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন জামসেদজী টাটা অধিক ঔৎসক্যের সহিত সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। দাদা ভাইর আদর্শ ও ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জামসেদজী স্বদেশের উন্নতিকল্পে বাস্তব কর্ম্ম পন্থা অবলম্বন করেন।

তিনি অনতিবিলম্বে জে, এন, টাটা এডুকেশন স্কীম নামে একটী ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষে একই সময়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া দেন কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি অপেক্ষা তিনি শিল্প বাণিজ্য প্রসারের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্নবান হন। আত্ম-নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস দ্বারা উন্নতির চরম শীর্ষে উত্তীর্ণ হইবার আদর্শ তিনি হৃদয়ে পোষণ করেন। এবং এই সম্পর্কে বাঙ্গালোরে "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স" নামে একটি আদর্শ রিসার্চ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করেন। বিজ্ঞান ও শিল্পে নব ভারতের পাদপীঠ সুদৃঢ় করিয়া গঠন করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যখন এই দানের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে নিন্দাবাদ করেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য উক্ত টাকা পৃথকভাবে গচ্ছিত রাখিবার দাবী জানান। কিন্তু জামসেদজী নিজের দেশকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহার মনে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী কোন প্রকারে রেখাপাত করিতে পারে নাই। তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসীর উন্নতির জন্য উক্ত টাকা দান করেন।

শিল্পে নবযুগ

মিঃ টাটা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় প্রতিভাবলে তিনি ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্যের নূতনতর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সমগ্র জগত তাঁহাকে শিল্প বাণিজ্যের নায়ক বলিয়া

অভিহিত করিয়াছে। তিনি ভারতের এই নবপরিকল্পনার প্রথম স্রষ্টা।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ

তাঁহার সহকর্ম্মী নির্ব্বাচনও অপূর্ব্ব হইয়াছিল। জি, আই, পি, রেলওয়ের ওয়ার্কসপের তদানীন্তন পরিদর্শক স্বর্গীয় বিজঞ্জী মেটাকে কিছু শিক্ষা দিয়া সহকর্ম্মীরূপে মনোনীত করেন। সুদূর আমেরিকা হইতে চার্লস পেজ পেরিনকে তিনি ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। এইরূপে প্রাচ্যের ভাবধারা ও প্রতীচ্যের কলাকৌশল একত্রে সংমিশ্রণ করিয়া ভারতবর্ষে এক অপূর্ব্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান তিনি গড়িয়া তোলেন।

ইহাছাড়া অনেক ছোটবড় ব্যাপারেও মিঃ টাটার প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের তোরণদ্বারে সমগ্র বিশ্বের পর্য্যটক মণ্ডলের বিস্ময় উৎপাদনকারী মনোমুগ্ধকর "তাজমহল প্যালেস হোটেল" নামক বিরাট প্রাসাদটিও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকল্পে নিত্য নবনব স্কীমের উদ্ভাবন হইতেছে। এই সমস্ত শিল্পের উপকারিতা জামসেদজী বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু নানাবিধ প্রতিকুল আবহাওয়ার জন্যই তাঁহার স্বপ্ন সফল হয় নাই।

হাইড্রো ইলেকট্রিক প্লেট এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের স্কীমের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই ১৯০৪ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন খ্যাতনামা বিচারপতি উক্তি করিয়াছেন যে,—"ধন সম্পত্তি তিনি প্রচুরই পাইয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তিনি পরদত্ত মান কিম্বা যশের কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সরলভাবে সাধারণ ভদ্র জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং যে দেশ তাঁহাকে জন্ম দিয়াছিল, তাহার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করিয়া তিনি পরপারে গমন করেন,—" তাঁহার সহিত পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন।

স্বদেশপ্রেমিক দাদাভাই নৌরাজী জাতিকে স্বরাজ ও স্বাধিকার বোধের প্রেরণা দিয়াছিলেন— আর জামসেদজী টাটা নিজের চেষ্টা ও আত্মনির্ভরতা দ্বারা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলেন।

তিনি জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশীবোধের প্রেরণা উদ্দীপ্ত করেন। যখন দেশবাসী স্বায়ত্ত শাসনের ভাবধারা পরিপুষ্ট হইতেছিল তখন তিনিই প্রথম ভারতের মূলধনে ভারতীয়ের পরিচালনায়, ভারতীয়ের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বাস্তবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদেশে ভারতীয় পাট, শন ও তুলার বাজার

(১৯২৮-৩০)

পাট—ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মধ্যে পাটের স্থান সকলের উপর। কাঁচা এবং তৈরী উভয় প্রকার পাটের ব্যবসা বহুকাল হইতে এবং রীতিমত শৃঙ্খলার সহিত চলিয়া আসিতেছে। বিদেশে পাটের পসার ক্রমেই বাড়িতেছে। দূরদেশস্থ ফার্ম্মগুলি এখন সরাসরি ভাবে ভারতবর্ষ হইতে মাল লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কিউবা দ্বীপের সান্টিয়াগো নগরস্থ একটা ফার্ম্ম এতদর্থে বিলাতস্থ ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনারের সহিত রীতিমত পত্র ব্যবহার করিয়াছে। এই ফার্ম্মের লিখিত পত্রে প্রকাশ—ফার্ম্মটি এতদিন মার্কিণ দেশের কমিশন-এজেণ্টদের নিকট হইতে পাট-জাত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ঠকিয়া আসিতেছে; কারণ এই কমিশন-এজেণ্টগণ মালের জন্য অত্যন্ত চড়া দাম লইয়া থাকে। মন্টিভিডিও হইতে একজন ব্যবসাদারও এইরূপ সরাসরি ভাবে ভারতবর্ষ হইতে থলিয়া আমদানি করিতে চায়। লাইপজিগ সহরস্থ একটা জার্ম্মাণ ফার্ম্মও এইরূপ চেষ্টা করিয়াছে। ইহারা সকলেই ভারতীয় থলিয়া এবং পাটরপ্তানিকারকদের সহিত সরাসরি সম্বন্ধ পাতাইতে উৎসুক।

পক্ষান্তরে ভারতীয় রপ্তানিকারকগণও বিদেশে এজেণ্ট নিয়োগের পক্ষপাতী। বার্সিলোনা সহরের জনৈক সওদাগর স্বচেষ্টায় এইরূপ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। স্পেনদেশে এই নয়া এজেণ্ট নিয়োগে ফলও ফলিয়াছে, আরও দু চারিটি স্পেনীয় ফার্ম্ম অন্যান্য ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের এজেণ্ট হইবার জন্য লেখালেখি করিয়াছে। মিশিগান সহরের একজন সওদাগরও ভারতীয় থলিয়ার এজেন্সী লইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভারতীয় পাট ও পাটজাত বস্তুর জন্য যে সমস্ত দেশ এইরূপ মাথা ঘামাইতেছে তাহাদের মধ্যে স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা, মার্কিণ, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এবং বিলাতই প্রধান। স্পেন কাঁচা পাট আমদানির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং মার্কিণ কাঁচা পাট, ও ব্যাগ আমদানির অভিলাষী; আর এই দুই স্থানে কমিশন এজেণ্ট, কলওয়ালা সকলেই ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে প্রয়াসী। জার্ম্মানী, ব্যাগ, তন্তু দড়ি ইত্যাদি চিজ সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতেছে আর ফ্রান্স চায় ব্যাগের থরচ। ফরাসী অনুসন্ধানকারীরা সকলেই সওদাগর। ভারতের পাট সম্বন্ধে বিলাতের মাথা ব্যথাই সব চেয়ে বেশী; আর এইজন্য বিলাতের তরফ হইতে খোঁজ খবর অনুসন্ধানের পালাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শণ—বেলজিয়াম, বিলাত এবং জার্ম্মানীই ভারতীয় শণের প্রধান খরিদ্দার। ইতালি, ফ্রান্স এবং মার্কিণও ভারতীয় শণের নিতান্ত খারাপ গ্রাহক নহে। দড়ি, সামুদ্রিক তার (কেব্‌ল্), টোয়াইন এবং জাল তৈরীর জন্যই শণ বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়। বহুকাল হইতে বেলজিয়ামই

ভারতীয় শণের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। চেষ্টা করিলে ইউরোপে আরও শণ কাটান যাইতে পারে। লড়াইয়ের আগে রুশিয়াই ছিল ইয়োরোপের প্রধান শণ রপ্তানিকারক। লড়াইয়ের অবসানে রুসিয়া হইতে ইয়োরোপে শণ আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রুশিয়ান গবর্ণমেণ্ট শণের আবাদ কমাইয়া দিয়া এখন ফ্লাক্সের আবাদ বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী। সুতরাং ভারতীয় শণ এখন অক্লেশে ইউরোপের বাজার দখল করিতে পারে, তবে ভারতীয় শণের আরো উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। নিম্নে ভারতীব শণের দোষগুলি উল্লেখ করা হইল :—

(ক) ভারতীয় শণ নানা ধরণের। আবাদ সম্বন্ধে হুসিয়ার না হওয়ার জন্যই এই দোষ ঘটে।

(খ) ভারতীয় শণে ধুলামাটি থাকে যথেষ্ট। কারণ, ময়লা জলে শণ ধোওয়া হয়। সময়ে সময়ে ভারতীয় শণে ভেজাল মিশাইবারও অপবাদ শোনা যায়।

(গ) বেল বাঁধার দোষ।

(ঘ) শ্রেণী বিভাগের অভাব।

যে যে কারণে ভারতীয় শণের দোষ জন্মে তাহা অক্লেশে নিবারণ করা যায়, কারণ প্রতি-কারের উপায়গুলি সেরূপ কঠিন নয়। যদি আবাদকারীদিগকে আবাদ এবং পচান দেওয়া সম্বন্ধে হুসিয়ার হইতে বলা হয়, এবং উহাতে দু'পয়সা বেশী আসিতে পারে এই সহজ সত্যটা সমঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করিবে। শণ চালান দেওয়ার সময় শ্রেণী বিভাগ করা হয় না, ইহাতে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। লণ্ডনস্থ একটি ফার্ম্ম এ সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করিয়াছে। এই ফার্ম্মটির মতে মাত্র শ্রেণীবিভাগ করিয়া রপ্তানি করার ফলে পূর্ব্ব আফ্রিকায় সিশল নামক তন্তু ক্রমে ক্রমে দুনিয়ার বাজার হইতে ভারতীয় শণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। কারণ, সিশলের ন্যায় শণ কিনিবার সময় তাহারা আদৌ টের পায় না, কিরূপ মাল খরিদ করিতেছে। তথাপি দুনিয়ার বাজারে ভারতীয় শণের বিশেষ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ভারতীয় শণ উৎকৃষ্ট ধরণের চিজ। ভাল করিয়া আবাদ করিলে এবং শ্রেণীবিভাগ করিয়া রপ্তানী করিতে পারিলে পাশ্চাত্য জগতে ইহার প্রচলন হইতে পারে। স্বয়ং এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রুশিয়া এবং ইতালিতেও উৎকৃষ্ট ধরণের শণ জন্মিয়া থাকে। বিলাতের ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট, ভারত, রুশিয়া এবং ইতালি এই তিন দেশের শণ লইয়া গবেষণা করে। এই সমস্ত শণ সমুদ্রের জলে এবং সাধারণ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতীয় শণের তুলনায় ইতালিয়ান এবং রুশিয়া শণই আগে পচিয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় তন্তুরই যে জোর বেশী ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই গবেষণার ফলাফল এম্পেয়ার মার্কেট বোর্ড পুস্তিকাকারে দেশ বিদেশে প্রচার করিয়াছেন।

সম্প্রতি শণ ও তুলা একত্রে মিশাইয়া কাপড় প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। বোম্বাইয়ের কয়েকটি মিলের মালিক একটি বড় ফার্ম্ম এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন, পরীক্ষার ফল যদি ব্যবসা হিসাবে সাফল্য লাভ করে তাহা হইলে দুনিয়ায় শনের চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে।

তুলা — ১৯২৮-৩০ সনের মধ্যে ইয়োরোপের বাজারে ভারতীয় তুলার আসন ক্রমে সুদৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইতালি, বেল-

জিয়াম এবং বিলাত ভারতীয় তুলার প্রধান খরিদ্দার। ১৯২৬-২৭ সনের পরে এই সমস্ত দেশের ভারতীয় তুলা আমদানি দ্বিগুণিত হইয়াছে। বিলাতে আমদানি বাড়িয়াছে প্রায় তিন গুণ। ইয়োরোপে আমদানি বৃদ্ধির কারণ—১৯২৭-২৮ সনে ভারতে অসম্ভব তুলা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘট-দুর্য্যোগ। ধর্ম্মঘটের জন্য বোম্বাইয়ে মিলগুলি তুলা লওয়া একরূপ বন্ধ করে। তুলা ব্যবসায়ীরা তখন বাধ্য হইয়া সস্তায় তুলা বিক্রয় করিতে থাকে। আমেরিকান তুলার তুলনায় ভারতীয় তুলা যথেষ্ট সস্তা হওয়ায় ল্যাঙ্কাশিয়ার ভারতীয় তুলায় পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। এতদিন এই ভারতীয় তুলার আশ খাটো বলিয়া কিনিতে চাহিত না। ভারতীয় তুলা বেশী পাওয়া যাইত না এই জন্যই ল্যাঙ্কাশিয়ার এইরূপ আপত্তি করিত। ভারতীয় তুলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক পাওয়া যাইত না বলিয়াও আপত্তি উঠিত। এখন গাদায় ভারতীয় মাল পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ার ভারতীয় তুলার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ডেফার্ড ডেলিভারি কন্‌ট্রাক্ট করিয়া ভারতীয় মাল লওয়ার জন্য ল্যাঙ্কাশিয়ার এখন জিদ করিতেছে।

পূর্ব্বে মাঝারি ধরণের তুলা ক্রয় সম্বন্ধে বিলাতে খুব কড়াকাড়ি ছিল। ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত নীতি অবলম্বন হওয়ার পর এই কড়াকড়ি আর নাই। ইণ্ডিয়ান সেন্‌ট্রাল-কমিটী এবং লিভার পুল কটন অ্যাসোসিয়েশান এখন রফা করিয়া ভারতীয় মাল লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯২৯ সন হইতে এই নয়া বন্দোবস্ত মাফিক কাজ হইতেছে। এই সমস্ত মিলিত চেষ্টার ফলে বিলাতে ভারতীয় তুলার কাটতি বাড়িবার সম্ভাবনা। আর এই কারণে গত দুই বৎসর হইতে বিলাতে ভারতীয় তুলা কাটিতেছেও বেশী।

বিদেশে উৎকৃষ্ট ভারতীয় তুলা বড় একটা রপ্তানি হয় না। উৎকৃষ্ট তুলা ভারতীয় মিলগুলিই গ্রহণ করে এবং দেশী মিলগুলির তরফ হইতে এই ধরণের তুলার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বিদেশের বাজারের কোন স্থিরতা নাই। এই অনিশ্চয়তার জন্য বিদেশে তুলা প্রায়ই রপ্তানি করা হয় না। আর বিদেশী চাহিদার চেয়ে দেশী চাহিদা মিটানোই লাভজনক। তবে ভারতীয় তুলার যাহাতে বিদেশে পসার বৃদ্ধি হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। এইজন্য ল্যাঙ্কাশিয়ারে ভারতীয় তুলার কাটতি বৃদ্ধি সুলক্ষণ বলিতে হয়।

বিলাতে ভারতীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধির আরও একটা কারণ বর্ত্তমান। ক্যানেডিয়ান গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত পণ্যের হিস্যা সাম্রাজ্য-জাত বস্তুর মধ্যে বেশী সেই সমস্ত পণ্যই পছন্দ করিতেছে এবং তাহার জন্য শুল্ক সুবিধারও ব্যবস্থা করিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতীয় তুলাজাত কাপড় চোপড় ক্যানাডায় কাটিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিলাত এইরূপে ভারতীয় তুলাজাত বিলাতী কাপড় দ্বারা ক্যানাডার বাজার দখল করিতে চায়।

বোম্বাই এবং করাচীর তুলা ব্যবসায়ীরা ডেফার্ড ডেলিভারি কন্‌ট্রাক্ট (বিলম্বে মাল ছাড়ানোর চুক্তি) মানিয়া লইতে স্বীকৃত হওয়ায় ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে ভারতীয় তুলা আমদানির সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সওদাগরগণ এইরূপ চুক্তি মানিয়া লইতে পারিত না। তবে এইজন্য সওদাগরগণ ষ্টোরেজ চার্জ্জ এবং আটকান পুঁজির সুদ ইত্যাদি আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

ভারতীয় তুলার জাতির ও আশের উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারিলে এবং আবাদ বাড়াইতে পারিলে ইউরোপে ভারতীয় তুলা রপ্তানি-বাণিজ্য জোরসে চলিবে। সাক্কর ব্যারেজএর নির্ম্মাণ শেষ হইলে তুলার আবাদ যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। অনেক সময় ভারতীয় তুলার ভেজাল দেওয়া হয়। উৎকৃষ্ট আমেরিকান তুলার সহিত দেশী তুলা মিশ্রিত করা হয়। এই অসাধু ব্যবসার পন্থা পরিহার করা দরকার। ইহাতে দেশীয় মিলগুলির সুবিধা তো হইবেই, অধিকন্তু রপ্তানী বাণিজ্যেরও সুবিধা হইবে।

নারিকেলের দড়ির মাদুর শিল্প

ভারতীয় এবং ইউরোপের মধ্যে ভারতজাত নারিকেলের দড়ির মাদুর-শিল্পের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ জোরে চলিতেছে। ভারতের এই শিল্প-বস্তুর প্রধান খরিদ্দার জার্ম্মাণী, বিলাত, হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স ; গত দুই বৎসর এই সমস্ত দেশে বেশ রপ্তানি হইয়াছে। বিলাতে এবং ইউরোপের বড় বড় ব্যবসা মেলাতে ভারতের দড়ি শিল্পের রীতিমত ষ্টল খোলা হইয়াছে। এই ষ্টল খোলার ফলে নানাদেশের ব্যবসাদারদের মনে ভারতীয় দড়ি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু জাগিয়াছে এবং ইহারা নানাপ্রকার অনুসন্ধানও করিতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতের এই শিল্পটি একটী জীবন্ত শিল্প এবং ভবিষ্যতে ইহার প্রসারও ঘটিবে যথেষ্ট। কার্পেট এবং কাটেন প্রস্তুতকারী একটি ফার্ম্ম দড়িশিল্পের কলওয়ালাদের নামধাম জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছে। আর একটী জিম্‌নাষ্টিকের উপকরণ নির্ম্মাতা ফার্ম্মও এইরূপ খোঁজ খবর লইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি ফার্ম্মও ভারতের নারিকেলের দড়ির কলওয়ালাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পাতাইতে চায়। উহারা নাকি এই ভারত-জাত দ্রব্যাদি লইয়া মস্ত কারবার চালাইতেছে।

(আর্থিক উন্নতি)

বাঙ্গলার কাপড়ের কল ও স্বর্গীয় কেশবলাল মেহতা

১৯০৫ সনে বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়। সেই সময়ে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয় যে, বিদেশী বা বিলাতী কোন দ্রব্যই তাহারা আর ব্যবহার করিবে না। এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞাকে সহায়তা করিবার ও স্ব স্ব দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য বহু স্বদেশী অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গদেশেও ছোট বড় নানাপ্রকার শিল্পেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের লজ্জা নিবারণের উপযোগী বস্ত্রের সমীচিন ব্যবস্থা ছিল না। কেবল মাত্র হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ে বাংলার লজ্জা নিবারণ কিছুতেই সম্ভবপর হয় নাই। বাংলায় তখন বাঙ্গালীর নিজস্ব কোনও কাপড়ের কল ছিল না। সেই সময় বোম্বাই, আমেদাবাদ অঞ্চলের মিল কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গালীকে এই আন্দোলনে সহায়তা করা দূরে থাকুক বরং কাপড়ের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি করিয়া বিপদেই ফেলিয়াছিলেন। তৎসাময়িক বাংলার নেতাগণ বাংলার বস্ত্র-সমস্যা দূর করিবার জন্য ও যাহাতে বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলওয়ালারা কাপড়ের মূল্য অন্যায়রূপ বৃদ্ধি না করেন, সেই জন্য বাংলা-দেশ হইতে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ঐ দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তৎদেশের মিল-কর্ত্তাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সম্পূর্ণ হতাশ ভাবে দেশে ফিরিতে হয়। তাঁহারা পরিষ্কার বলিলেন—আমরা অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছি, আমরা তাহা করিব না কেন? স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতে সমগ্র ভারতে ১৯৭টি কাপড়ের কল ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৬ হয়। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ বাঙ্গালার "স্বদেশীযুগ"। সেই সময় স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যার মধ্যে বাঙ্গালী বোম্বাইবাসী দ্বারা পরিচালিত শ্রীরামপুরে একটী পুরাতন কাপড়ের কল ক্রয় করিলেন।

সেই কলই "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল"। কিন্তু সেই সময়ে বাংলার বস্ত্র ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কিংবা বস্ত্র-শিল্পে নিপুণ কোন যান্ত্রীক পারদর্শী না থাকায় উক্ত মিল চালাইবার জন্য বাঙ্গলার বাহির হইতে পারদর্শী শিল্পী আনাইতে হইয়াছিল এবং কাপড়ের কলের ম্যানেজিং এজেণ্ট হইয়াছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ।

তখনও আমাদের দেশের নেতাগণ বাংলার যুবকদের এই বিষয়ে কোন প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। যদিও বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল কর্ত্তাগণ বাংলার নেতাদের-নিজেদের স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া বিদ্রূপ ও হতাশ করিয়া ছিলেন, কিন্তু সেই সময়েই আমেদাবাদের কোন মিলের কর্ত্তা ও তাঁহার প্রধান সহকর্ম্মী এই বিষয়ে বাংলাকে সাহায্যের জন্য যে উদারতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না—ভুলিতেও পারে না। সেই মহাপ্রাণ দুই ব্যক্তি—একজন গুজরাটের বিখ্যাত মিল-ওনার

স্বর্গীয় সোরাবজী দিনসা কারাকা ও অপর তাঁহারই প্রধান সহকর্ম্মী স্বর্গীয় কেশবলাল মান্তকরাম মেহ্‌তা। সেই সময় এবং এখনও বোম্বাই অঞ্চলে কোন কটন-মিলে কার্য্য শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষানবীশ অবস্থায় বহু অর্থ 'ফি' স্বরূপ দিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপ্রাণ দুইব্যক্তি বেনারসের জাতীয় অধিবেশনের সময় ঘোষণা করিলেন "বাঙ্গালী যুবকগণ এস, তোমাদের দেশের কার্য্যের সহায়ক হও—আমরা তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিব না।" যেদিন এই বাণী পবিত্র বারানসী ধামে উচ্চারিত হইয়াছিল সেই দিন বাংলার এক শুভদিন সন্দেহ নাই। সেই বৎসরই ও তাহার ২।১ বৎসরের মধ্যে বাংলার কতিপয় উৎসাহী যুবক আমেদাবাদে সেই প্রদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বস্ত্র শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ারগণের তত্ত্বাবধানে কার্য্য শিখিবার জন্য গমন করেন।

আমেদাবাদে বাঙ্গালী যুবকেরা প্রধানতঃ কেশবলালের তত্ত্বাবধানেই বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পারদর্শী দ্বারা ৩।৪ বৎসর কাপড়ের কলের ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে শিক্ষা করেন। কেশবলাল যে এই বিদেশী—অজানা যুবকগুলির শিল্প-শিক্ষকই ছিলেন তাহা নহে, বিদেশে তাহাদের অভিভাবকের গুরুতর দায়ীত্বভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যুগে বাঙ্গলার যুবকগণকে রাজ পুরুষগণ বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। বিশেষতঃ তখন ভারতের কোন কোন স্থানে বিপ্লব-বাদের সৃষ্টি করিয়া বাংলার যুবকগণ অপর দেশের লোকের চক্ষেও একটা ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই দারুণ সময়ে বাংলাদেশ হইতে আগত অপরিচিত যুবকগণের সম্পূর্ণভাবে দায়ীত্ব গ্রহণ করা বিদেশে কোন বাঙ্গালীর পক্ষেও যাহা সন্দেহের ছিল, তাহা এই মহাপ্রাণ গুজরাটী নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রকার মহাপ্রাণ ব্যক্তিরই তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালী যুবকগণ অতি যত্নের সহিত বস্ত্র শিল্পের প্রত্যেক বিভাগের (কার্ডিং, স্পিনিং, উইভিং, ইঞ্জিনিয়ারিং) ও ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় বিষয় যাহা সাধারণতঃ কোন ব্যবসায়ীই কখনও শিক্ষা দেন না তাহাও শিক্ষা করেন। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে কয়টি কাপড়ের কল বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে সেই সমুদয় মিলের প্রায় প্রত্যেকটিই স্বর্গীয় কেশবলাল মেহ্‌তার ছাত্রগণ দ্বারা কল স্থাপন, কল চালন ও ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। এমন কি বাংলার বাহিরেও বোম্বাই অঞ্চলে কোন কোন প্রসিদ্ধ কলে সুখ্যাতির সহিত তাঁহারা বিশেষ দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আজ বাংলার বিশেষ গৌরবের দিন; কাপড়ের কল চালাইবার জন্য বাংলার বাহিরের লোকদিগকে আহ্বান করিতে হয় না। কল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এইপ্রকার দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য শিক্ষা করিবারও আবশ্যকতা বাড়িয়াছে। সুখের বিষয় বাঙ্গালীর চালিত কলে শিক্ষিত-যুবকগণ বস্ত্র-শিল্পের কার্য্য শিখিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কাপড়ের কলের বিভিন্ন বিভাগের পারদর্শীদের বেতন মাসিক দুই শত হইতে সাত, আটশত এবং কোন স্থলে হাজার বারশ টাকাও আছে। বোম্বাই অঞ্চলে ৪০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন আছে জানা যায়। বাঙ্গলার যুবকগণের নিকটও একটা নূতন দায়ীত্বপূর্ণ অর্থকরী বিদ্যার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভবিষ্যতের মস্ত একটা বেকার সমস্যার সমাধান হইয়াছে। কেবল মাত্র

যে শিক্ষিত যুবকগণেরই একটা অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত হইল তাহা নহে। এই সব কাপড়ের কলে যে সব শ্রমজিবী কার্য্য করিতেছে তাহারা পূর্ব্বে বাংলার বাহির হইতেই আগত হইত। বর্ত্তমানে দেখা যায় সেই সমস্ত কলে স্থানীয় লোক দ্বারা কার্য্য হইতেছে। ইহাতেও বহুল পরিমাণে বেকার সমস্যা দূরীভূত হইতেছে।

আমরা অনেক সময়ই বাংলার বেকার সমস্যার ও দারিদ্রতার জন্য চিন্তাকুল হই। কখনও ভাবিয়াছি কি, কি প্রকারে ইহা দূর হইতে পারে? কার্য্য দেখিয়াতো কিছু মনে হয় না। আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যতটা উৎসাহ দেখাই, বক্তৃতা দেই, কোন প্রকার গঠনমূলক কার্য্যে আমাদের সেই প্রকার উৎসাহ দেখি না কেন? লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালী-সোডা ওয়াটাবের ন্যায়, যেই মুখ খুলিল অমনি কিছুক্ষণ ফস্ ফস্ শব্দ, তার পরেই একেবারে ঠাণ্ডা।" কথাটার মধ্যে কিছু সত্যতা আছে! যেখানে কোন প্রকার গঠনমূলক কার্য্য নাই, কেবল বাগাড়ম্বর, সেখানেই প্রকৃত কার্য্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। পাট আমাদের বাংলা দেশেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, জগতের আর কোথায়ও হয় না, কিন্তু সমস্ত কলের মালিক বিদেশী। বাংলাদেশে অনেক অনেক কয়লার খনি আছে, কয়টা খনি বাঙ্গালীর হাতে এখন আছে? এই দুইটি ব্যবসা হইতে বিদেশীগণ প্রভূত ধনশালী হইতেছে আমরা তাহা দেখিয়াও উদাসীনের ন্যায় চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছি! কিংবা কখনও কখনও বিস্ফারিত-নেত্রে একবার চাহিয়া তাহাদের বিপুল সম্পদের ঈর্ষা করিতেছি। এই প্রকার বহু বড় বড় যৌথ কারবারও আছে যাহার মালিকগণ বাংলা দেশের লোক নয়। তাহাদের ব্যবসায়ে যে সব পরিচালক শ্রমজিবী আছে তাহারাও অধিকাংশ বাংলার বাহিরের লোক। তাহারা যতটা পারে আমাদের দেশ হইতে অর্থ শোষণের জন্যই আসিয়াছে! তাহাদের কার্য্য দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

যদি অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য আজ-আমাদের হাতে থাকিত তাহা হইলে বাংলার সম্পদ আজ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া দেশের হাহাকার প্রশমিত করিত। আজও বাংলা দেশ এক মাত্র কাপড়ের জন্য বোম্বাই প্রদেশকেই কোটী কোটী টাকা মুনাফা দিতেছে। আমরা যদি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও এই সব শিল্প-বানিজ্যের প্রসারতার সাহায্য না করি—তাহার প্রতিষ্ঠা না করি তাহা হইলে অগৌনে ঐ বোম্বাইবাসী বা অন্য দেশবাসীই আসিয়া সেই সব জায়গা দখল করিবে। ইহার আভাবও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে! আমাদিগকে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব। আমরা বাঙ্গালী, আমরা চাই বাংলার টাকা বাংলার বাইরে পারত-পক্ষে না যায়, বাঙ্গালী এই প্রকারে নির্ধন না হয়। বাংলার দরদী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুস্থানে তাঁহার লেখায় ও বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন যে বাংলার দারিদ্রতা ও তাহার সহিত যাহা কিছু যুক্ত আছে—সমুদায় কিছু বাংলাকে মুক্ত করিতে হইলে বাঙ্গালীকেই তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে ও ব্যবসায়ী হইতে হইবে! বাঙ্গালীর ইহা খুব ভাল করিয়া প্রণিধান করা দরকার। ভারতের অন্য প্রদেশস্থ যে কোন লোকই বাংলায় ব্যবসা করিয়া ধন উপার্জ্জন করুক তাহাতে বাংলার অতি সামান্য লাভ, বরং বলিতে গেলে অত্যন্ত ক্ষতি—কারণ মুনাফার মোটা

ভাগটা বাংলার বাহিরেই চলিয়া যাইতেছে!

আজ বাংলায় বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিতে সবে মাত্র তিনটী কাপড়ের কল, যাহার সমবেত উৎপন্নের পরিমাণ বৎসরে ৫০।৬০ লক্ষ টাকার বেশী নয়! অথচ এই বাংলা দেশেই প্রত্যেক বৎসর ২৪।২৫ কোটী টাকার কাপড় দরকার। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন বাংলায় যদি আরও ১০০ কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে বাংলার অভাব কথঞ্চিৎ পুরণ হইতে পারে। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন আমরা কোথায় আছি? বাংলায় আরও কয়েকটি কাপড়ের কলের সুচনা দেখা যাইতেছে। তাহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। তাহা ব্যবসায় অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বস্ত্র-শিল্পের পারদর্শী দ্বারা অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া বাংলার গৌরব বৃদ্ধি ও বর্ত্তমান ভীষণ দারিদ্র সমস্যার সমাধান করুক ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ইহা উল্লেখ করা চলে, অনেক সময় হুজুগে পড়িয়া আমরা অনেক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করি কিন্তু সেই ব্যবসায়ে নিজেদের কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা তাহা একবারও ভাবিনা! পরিণামে বিফল মনোরথ হইয়া দেশবাসীর নিকট অপদস্থ, অবিশ্বাসী হই! জমিদার, উকীল, ব্যারিষ্টার, ধনী, নির্ধনী, অ-ব্যবসায়ী সকলেই ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, যেমন সকল দেশেই করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন ব্যবসা চালাইতে হইলে সেই সেই ব্যবসাভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারাই চালান সমিচীন।

বাংলা দেশে যে কয়টি বাঙ্গালী পরিচালিত কটন-মিল চলিতেছে, তাহা ছাড়াও বর্ত্তমানে নারায়ণগঞ্জের নদীর উপর চিত্তরঞ্জন কটন-মিল নামে একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ইহার অনুষ্ঠাতা মহাপ্রাণ কেশবলালের ছাত্রগণ যাঁহারা বাংলায় ও বাংলার বাহিরে গত ২০।২৫ বৎসর যাবত বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাপড়ের কলের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করতঃ যশোলাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে দেশ যে দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে—যে অর্থসঙ্কট উপস্থিত, তাহা একদিনে কিছু হয় নাই—তাহা ভবিষ্যতে আরও ভীষণতম হইবে যদি না, দেশবাসী এখনও ব্যবসা-বাণিজ্যদ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধির সহায়তা না করেন। দেশের উপযোগী ব্যবহারের জিনিষ উৎপাদন (Manufacturing) দ্বারাই প্রকৃত ভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অন্যথা কিছুতেই হয় না। দেশের কাঁচামাল যদি আমরা আমাদের কাজে না লাগাইতে পারি ও প্রচুর উৎপাদন দ্বারা বিদেশ হইতে অর্থাগমের উপায় না করিতে পারি তাহা হইলে এই দারিদ্র সমস্যা কিছুতেই দূর হইবে না। মহাজনী করা, বা বিদেশ হইতে আনীত মাল বিক্রয় দ্বারা দেশ কখনও সমৃদ্ধশালী হইতে পারে না—ইহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারাই দেশের কল্যাণ হয়।

"বাংলার বাণী"

বঙ্গের অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান

(শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

পরিধেয় বস্ত্র

পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর জন্য নেহাৎ পক্ষেও ২৫ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্রের প্রয়োজন। বাংলার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের অভাব নিশ্চয়ই বাড়িবে। এই বস্ত্রের অভাব মিটাইবার জন্য বাংলায় ছিল ঘরে ঘরে তাঁত এবং বহু সংখ্যক চরকা। যে সব কারণে তাহা লোপ পাইয়াছে তাহা নিয়া বহু গবেষণা হইয়াছে কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। বাঙ্গলার বস্ত্রের অভাব যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে মিটাইবার বাঙ্গালীর প্রথম চেষ্টায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জন্ম হইল ১৯০৬ সনে। তাহার পর দীর্ঘ ১৫ বৎসর কেহ কোন মাথা ঘামায় নাই। বঙ্গলক্ষ্মীর আভ্যন্তরিক পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, কতিপয় কর্ম্মী ঢাকাতে যাইয়া ঢাকার সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিগণের সাহায্যে ঢাকেশ্বরী কটন মিল গড়িয়া তুলেন। ঢাকেশ্বরীর গঠনে উদ্যোক্তাগণের কর্ম্ম-তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং উহার পরিচালনে যে দক্ষ শিল্পির হাত আছে একথা প্রমাণ করিয়াছে—ঢাকেশ্বরীর প্রস্তুত, বাঙ্গালীর ব্যবহারোপযোগী সূক্ষ্ম বস্ত্র।

মিল পরিচালনা

মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী। প্রথমে এই মিলটী বিলাতি সূতায় বস্ত্র প্রস্তুত করিত। সূক্ষ্ম মিল প্রস্তুত বস্ত্রের জন্য এই মিল ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মোহিনীবাবুর অভাবে তদীয় পুত্রগণ এই মিল পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিলাতি সূতায় দেশের লোকের আপত্তি হওয়ায় ইহাঁরা মিলের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া নিজকলে সূতা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সূক্ষ্ম সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুতে এই মিল দক্ষতা দেখাইয়াছে; বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের আরম্ভ হইতে তিন বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার ইতিহাস কেবল বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধির দৈন্যের পরিচায়ক নহে, কলঙ্ক জ্ঞাপকও বটে। মোহিনী মিলের ক্রম বর্দ্ধনের ইতিহাস এবং ঢাকেশ্বরীর কর্ম্ম কর্ত্তাদের তৎপরতা বাঙ্গালীকে আরও কয়েকটী মিল প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যদি এইরূপ কর্ম্ম প্রচেষ্টা বা ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় বঙ্গলক্ষ্মীর পূর্ব্বতন কর্ত্তৃপক্ষ দেখাইতে পারিতেন তবে বাঙ্গালী আরও ২০ বৎসর পূর্ব্বে যন্ত্রশিল্পের (Mill Industry) সাহায্যে বস্ত্রের অভাব মিটাইতে বদ্ধ পরিকর হইত।

বঙ্গলক্ষ্মীর ইতিহাস হইতে আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, রাজনৈতিক মতবাদীদের হাতে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে না। তাঁহারা, যখন যে প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের হাতে পান, তাহার নিজ স্বার্থের কথা ভুলিয়া, তাঁহাদের দলের স্বার্থের জন্য উহার জনবল অর্থবল সবই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে, বঙ্গলক্ষ্মীকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার পর কৃতকর্ম্মা ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য চৌধুরী Silver Tonic প্রয়োগে, ঘরে ফিরাইয়া যথাযোগ্য চিকিৎসা করিতেছেন; শুনিতে পাওয়া যায় রীতিমত প্রাণ সঞ্চারও হইয়াছে। প্রাণের স্পন্দনের পরিচয় (ডিভিডেণ্ট) শীঘ্রই হয়ত দেশের লোক পাইবেন।

নব প্রচেষ্টা

বর্ত্তমানে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে, মহালক্ষ্মী, লক্ষ্মী-নারায়ণ বঙ্গেশ্বরী, এই তিনটী মিল হইয়াছে এবং অতি সামান্য পরিমাণ বস্ত্রও বাজারে বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মফঃস্বলে ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামে ২টী মিলের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এইত গেল জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানীর কথা; এতদ্ভিন্ন বাংলার একটী তরুণ শিল্পি শ্রীযুক্ত এ, কে, সেন প্রথমে বোম্বাই আহম্মদাবাদ, পরে ল্যাঙ্কাশায়ার জেলার ম্যানচেষ্টার প্রভৃতি স্থানে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া আসিয়া ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানরূপে হুগলি কটন মিল গড়িয়া তুলিতেছেন। বাড়ীঘর প্রায় সবই প্রস্তুত হইয়াছে। যন্ত্রাদি আসিলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইহার কৃতিত্বের উপর বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ বাঙ্গালীর জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর পরিচালনায় সুনাম নাই। এই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানটী লাভজনক হইলে বাংলার ধনী ব্যবসায়ী যুবকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে।

অবাঙ্গালীর মিল

এখন বাংলায় অবাঙ্গালীদের পরিচালিত মিল সমূহের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। (১) ভারত অভ্যুদয় কটন মিল মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা (২) কেশোরাম কটন মিল মূলধন ৮০ লক্ষ (৩) রাম পুরিয়া কটন মিল কোং (৪) রাধাকৃষ্ণ কটন মিল ১ ও ২ নং এই কয়টী মাড়োয়ারীদের।

অভারতীয়দের মিল

(১) বাউরিয়া কটন মিলস কোং মূলধন ১৮ লক্ষ টাকা (২) ডানবার মিলস ১, ২, ৩ ও ৪ নং মূলধন ১৯ লক্ষ টাকা (৩) নিউরিং মিলস (মূলধন অজ্ঞাত) এই কয়টী মিল সাহেবদের পরিচালিত।

বয়কটের অপ প্রয়োগ

পূজার পূর্ব্বে বাঙ্গালী মিল কর্ত্তৃপক্ষের কেহ কেহ বেকার সংঘের যুবকদের দ্বারা বাংলায় অবাঙ্গালীর মিলের কাপড়ের বয়কট প্রচার করিয়াছিলেন। অবাঙ্গালীও অভারতীয়দের ৮টী মিলের মধ্যে সর্ব্বজন মান্য বিড়লার নামের গুণে, সংবাদপত্রে প্রচারের ফলে উহার জনৈক কর্ম্মকর্ত্তা জনসাধারণের কাজে অল্পাধিক যোগদান করেন বলিয়া 'কেশোরাম' বাজারে সুপরিচিত। সুতরাং উদ্যোক্তা যিনিই থাকুন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল একপক্ষে কেশোরাম অপর পক্ষে বাঙ্গলার পরিচিত মিল তিনটী, বঙ্গলক্ষ্মী, ঢাকেশ্বরী, মোহিনী। এই কার্য্যটি বিচার সহ করা হয় নাই। ইহার স্থায়ী ফল এই হইয়াছে যে, 'বাঙ্গালীর মিলের উৎপাদনের খরচ বেশী পড়ে। এইরূপ একটি ধারণা ক্রেতাদের মনে স্থান পাইয়াছে। পিসিমা খোকাকে যতই ঠাকুর ঘরে যাইতে মানা করেন ততই খোকার ঠাকুর ঘরের 'লুকান কলার' দিকে নজর পড়ে। ব্যবসা-পরিচালনে মনস্তত্ত্বের অল্পাধিক জ্ঞান থাকা উচিৎ। ভলাণ্টিয়ার যেমন বলিল 'অবাঙ্গালীর মিলের কাপড় কিনিবেন না'—অমনি ক্রেতার সহজ চিন্তায় বাধা পড়িল। দোকানী বুঝাইল 'বাঙ্গালীদের মিলের কাপড়ের দাম বেশী বলিয়া বয়কট করাইতেছে।' টেঁকে হাত পড়িবার চিন্তায় স্বেচ্ছাসেবকদের শত চীৎকার এক কথায় ঠাণ্ডা হইল।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

নিম্নে তুলনা মূলক হিসাব দেওয়া যাইতেছে তাহা হইতে বাঙ্গালী পাঠক দেখিবেন, বাঙ্গালীর পরিচালনায় খরচ বেশী পড়ে এই ধারণা অমূলক। একটী মিল প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে না পারিয়া ফেল হওয়া অপেক্ষা বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধির প্রতি অবিশ্বাস অনেক বেশী ক্ষতিকর বলিয়া এই ধারণা নিরসনকল্পে নিম্নে তুলনা মূলক বিবৃতি দেওয়া হইতেছে ; আশাকরি ব্যক্তিগতভাবে কোন মিল কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধ লইবেন না। বাঙ্গালীদের পরিচালিত বঙ্গলক্ষ্মী, ঢাকেশ্বরী, মোহিনী তিনটী মিলের একত্রীকৃত মূলধন ৫৬ লক্ষ টাকা ; একা কেশোরাম ৮০ লক্ষ টাকা, ইহার উপর ভারতের ধন কুবের 'বিড়লা' ম্যানেজিং এজেণ্ট। বাঙ্গালীদের তিনটী মিলে চরকা চলে ৬৭,৬০৪, কেশোরামে ৭৫,৮৮৮ বাঙ্গালীর তিনটী মিলে তাঁত আছে ১৪৯১ খানা কেশোরামের ১৭৫০ খানা। বাঙ্গালীর তিনটী মিলে বার্ষিক ৫৮৩৯ গাঁট তুলা খরচ হয়, কেশোরামের হয় ১১৭০৫ গাঁট। বাঙ্গালীদের তিনটী মিলে লোক খাটে ২৯৬০ কেশোরামে

খাটে ৩৯৬০। নিম্ন 'শতকরা (Percentage) হিসাবে দৃষ্টি করুন :—

	কেশোরাম	বাঙ্গালীর মিল ত্রয়
মূলধন	৫৯·	৪১·
তুলাখরচ	৬৭·	৩৩·
লোকসংখ্যা	৫৭·	৪৩·
তাঁত	৫৩·	৪৭·
চরকা	৫৩·	৪৭·

উপরিলিখিত বিবরণে বাঙ্গালীদের ৪১০ ভাগ মূলধন লইয়া অপেক্ষাকৃত অনেক কম তুলা খরচ করিয়া অধিক সংখ্যক তাঁত ও চরকা চালানোর হিসাবই পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং বাঙ্গালীর পরিচালিত মিলে কাপড় প্রস্তুতের খরচা বেশী পড়ে, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ অমূলক। অবাঙ্গালীর পরিচালিত আর একটী বড় মিল ভারত অভ্যুদয়, তাহার সহিত বঙ্গলক্ষ্মীর তুলনা করুন। ভারত অভ্যুদয়ের মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা, চরকা ৪৪, ৩৫০ খানা তুলা খরচ ৪১০০ গাট তাঁত মাত্র ২৯১ খানা লোক খাটে ১৩৫৯ জন। বঙ্গলক্ষ্মীর মূলধন ২৮ লক্ষ টাকা চরকা ৩৫৬৫২ খানা, তুলা খরচ ৪৭৮৩ গা'ট, তাঁত ৭২৪ লোক খাটে ১৬৮৫ জন। বাঙ্গালীর অযোগ্যতা কোথায় ?

অবাঙ্গালীর ২টী বড় মিল এবং বাংলার পুরাতন মিল তিনটীর তুলনামূলক হিসাব বোম্বাই মিল এসোসিয়েশনের প্রকাশিত (১৯২৯-৩০ জুলাই) বিবরণী হইতে লওয়া হইয়াছে। কাহাকেও বড় ছোট করা উদ্দেশ্য নহে একমাত্র উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যার প্রতিকারের চেষ্টা। বাঙ্গালীর প্রস্তুত কাপড় বাঙ্গালী অবশ্যই কিনিবে। এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটা বাংলা দেশে "বয়কট" নীতির সাহায্যে বুঝাইতে হইলে বাঙ্গালীর দৈন্যতা জগত সভায় প্রকাশ পায়।

পাটের বদলে কি কি শস্য উৎপন্ন করা যায়

পাট চাষ সংকোচ করিবার জন্য দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট হইতে সুরু করিয়া দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীগণ সকলেই যোগদান করিয়াছেন। পাট চাষের পরিমাণ কমাইবার জন্য নানারূপ প্রোপাগ্যাণ্ডা চলিতেছে। এবার সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে এরোপ্লেন সহযোগে লক্ষ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল পাট চাষের কেন্দ্র সমূহে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে চাষীগণ সেই সকল বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে।

পাটের বাজার মন্দা পড়ায় পাটচাষিদের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা নাই। সর্ব্বত্র উহাদের প্রতি সহানুভূতি পরিলক্ষিত হইতেছে। পাটচাষিদের বিপদের সাহায্যের জন্য সরকার ইতঃপূর্ব্বেই কৃষি ঋণ-হিসাবে ছয় লাখ টাকার বেশী সাহায্য দান করিয়াছেন এবং আরও তিন লাখ টাকা ঐ উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান সঙ্কটের জন্য যেন এই ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও ত এই সমস্যা দেখা দিবার আশঙ্কা আছে, তাই এই অর্থ সঙ্কটের মূল কারণের উচ্ছেদসাধন করিয়া যাহাতে আর কখনও এই অবস্থার উদ্ভব হইতে না পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ অবস্থা কেন হইল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, অতিরিক্ত উৎপাদনই ইহার কারণ।

গত কয়েক বৎসর পাটের খুব চাহিদা ছিল, ভাল দরও পাওয়া যাইতেছিল বলিয়া চাষীরাও অতিরিক্তমাত্রায় পাট আবাদ করিয়াছিল, তাই একমাত্র বাংলা ১৩৩৩ সন ছাড়া অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এবার সমগ্র জগতের ব্যবসায়ের বাজার পড়িয়া গিয়াছে এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের ফলেও এদেশের ব্যবসায়ের বাজার পড়িয়া গিয়াছে এবং গুণচট বা পাট-বস্ত্রের চাহিদা একেবারে নামিয়া গিয়াছে। পাট-উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা পাটের দর অনেক কমিয়া গিয়াছে, আগামী বৎসরও পাটের দর স্বাভাবিকের নীচে থাকিতে পারে, তাই আগামী বৎসর যাহাতে এরূপ অবস্থা না হয় তাহা করিতে হইলে চাষীদিগকে অনেক কম পরিমাণে পাট বুনিতে হইবে। কত কম বুনিতে হইবে তাহার অবশ্য কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না, তবে এইমাত্র বলা যায় যে, পাট যত কম পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, দর তত ভাল পাওয়া যাইবে এবং অন্যান্য লাভজনক শস্যবপনের জন্য জমিও ততই বেশী পরিমাণে পাওয়া যাইবে। অনেক

চাষী ইহা শুনিয়া মনে করিতে পারে—"বেশ ত, এবার সকলেই যদি কম করিয়া পাট বুনে এবং দরও যদি বেশ ভাল পাওয়া যায়, তখন আমি বেশী পরিমাণ পাট বুনিয়া এই সুযোগে বেশী লাভ করিয়া লইব না কেন ?" এইরূপ কার্য্যের ফলে শুধু ঐরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন চাষীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে, অপর সকল চাষীরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

এইরূপ একটী প্রাচীন বাঙ্গালা গল্প প্রচলিত আছে যে, এক রাজা প্রজাদের সুবিধার জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার খেয়াল হয় যে উহা দুগ্ধ দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। তদনুযায়ী এক হুকুম জারি করিলেন - তাঁহার প্রত্যেক প্রজাকে এক ঘড়া করিয়া দুগ্ধ আনিয়া ওই পুকুরে ঢালিয়া দিতে হইবে,—হুকুম শুনিয়া প্রত্যেক প্রজাই মনে মনে ভাবিল, "সকলেই ত দুধ দিবে, আমি যদি এক ঘড়া জল দিয়া আসি তাহা হইলে কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না, আমারও দুধের দামটা বাঁচিয়া যাইবে।" সকলেই পর পর জানিয়া নিজ নিজ ঘড়া পুকুরে ঢালিয়া আসিল। একদিন সকালে রাজা প্রাসাদ চূড়া হইতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন যে পুকুরটী শুদ্ধ জলে ভর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। তখন রাজা অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া পুকুরটী নিজের ব্যবহারের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেন। দরিদ্র প্রজাসাধারণের অদৃষ্টে দুগ্ধপান ত ঘটিলই না, অধিকন্তু তাহারা পানীয় জল পর্য্যন্ত পাইল না। সে রাজ্যের প্রত্যেক প্রজা নিজেকে অপরের অপেক্ষা চালাক মনে করার ফলে তাহাদের এই অবস্থা ঘটিল।

অপর সকলে কম পাট বুনিবে মনে করিয়া বেশী লাভের লোভ-সম্বরণে অক্ষম হইয়া পাটচাষীগণ যদি আগামী বৎসরও বেশী পরিমাণ পাট বপন করে, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থাও উক্ত রাজ্যের দরিদ্র প্রজাদের অবস্থারই অনুরূপ হইবে।

পাটচাষে যদি সঙ্কোচসাধন করা হয়, তাহা হইলে চাষীর হাতে অনেক উদ্‌বৃত্ত জমি থাকিবে। ঐগুলিকে পতিত রাখা কোন ক্রমেই লাভ জনক হইবে না। এতৎসম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিলে আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধানের কথাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। পাটের বদলে ধান চাষ ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকে আশঙ্কা করেন যে, যদি উদ্‌বৃত্ত জমির অধিকাংশেই ধান করা হয়, তাহা হইলে ধানের দর বর্ত্তমানের নীচু দর হইতে নীচে নামিয়া যাইবে। এতৎসম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার ধানজমির পরিমাণ ২২,০০০,০০০ একর; উহার সহিত আরও ১,০০০,০০০ একর যোগ করিয়া দিলে শতকরা ৫ ভাগের বেশী উৎপাদন বাড়িবে না,—বার্ষিক উৎপাদনে ঐ পরিমাণ কমবেশী স্বভাবতঃই হইয়া থাকে।

ধান ছাড়া আরও কয়েকটী শস্য পাটের বদলে উৎপন্ন করা যাইতে পারে; তবে বিভিন্ন জমীর বিভিন্নরূপ গুণাগুণ ও অবস্থান জন্য ঐ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না।

খুব নামী জমীতে বর্ষাকালে পাট ও আমনধান বোনা চলে, জল নামিয়া গেলে খেঁসারী, মাসকলাই, ছোলা সেই জমীতে বোনা চলে, কোথাও কোথাও, যব, কাওন, চীনা ইত্যাদি বপন করা যায়।

টানী জমীতে আশুধান্য, অড়হর, লঙ্কা, বেগুণ ও অন্যান্য তরকারী, ভুট্টা, গবাদি পশুর খাদ্যশস্য,

ইক্ষু ইত্যাদি খারিফ্ শস্য বপন করা চলে, তবে এই শস্যগুলি রবি মরশুমেও জমিতে থাকিবে।

পলী জমীতে রবিশস্য বিশেষ উপযোগী। শীতকালে তরকারী, ছোলা, মাসকলাই, মুগ, ইত্যাদি ডাল, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গম ও যব, ইত্যাদি রবিশস্যের অন্তর্ভুক্ত।

গুড়ের দর যদিও কমিয়া গিয়াছে, তথাপি ইক্ষুচাষ এখনও বেশ লাভজনক ব্যবসায়। সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে যে ইক্ষুবীজ সরবরাহ করা হয়, উহা উপ্ত হইলে বিঘাপ্রতি গড়ে ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। আলুতেও লাভ মন্দ নহে, সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে, যেস্থানে বাজার আছে

ঐসকল স্থানে, বিলাতী বেগুনের চাষও লাভজনক, ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে বেশ ভাল লাভ, আর জন্মায় ও সকল জমিতেই।

যে সকল স্থানে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ সকল স্থানে রবিশস্য স্বভাবতঃই কম উৎপন্ন হইয়া থাকে, কেননা চাষীরা নিজেদের সংসারে প্রয়োজনানুরূপ ডাল, তৈলবীজ, ইত্যাদি পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। এ বৎসর পাটের দর কম হওয়ায় অত্যাবশ্যকীয় মাছ, তেল, ডাল ইত্যাদি কিনিবার মত সামর্থ্য চাষীদের নাই, কাজেই এবার রবিশস্যের উপর তাহাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। ডাল ও তৈলবীজ ছাড়াও সরকারী কৃষিবিভাগ চাষিদিগকে শীতকালীন সব্‌জি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বীট, পালং বিলাতী বেগুন ইত্যাদি উৎপাদনে উৎসাহ দানের জন্য চেষ্টিত আছেন। খাদ্যের দিক দিয়া বিলাতী বেগুন খুব মূল্যবান। আলু ও মিষ্টি আলু বহুল পরিমাণে আবাদ করা যায়, কিন্তু অন্যান্য শীত-সবজীর তুলনায় আলুবীজের দর অনেক বেশী হওয়ায় উহার চাষ খুব বাড়ান সম্ভবপর নহে।

সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে আনায় এক প্যাকেট করিয়া সব্‌জিবীজ বিক্রয় করা হয়। একজন চাষী যদি উপরোক্ত কয়েকপ্রকার সব্‌জি বুনিয়া রাখে, তাহা হইলে দুই-তিন মাস কাল তাহারা সংসারের আবশ্যক পূরণ করিয়াও কিছু কিছু বিক্রয় করিতে পারিবে।

টানী জমিগুলিতে কিছু কিছু গবাদী পশুর খাদ্যশস্য বপন করা মন্দ নয়, কেননা, গবাদি পশুকে ভাল খাওয়াইলে প্রচুর পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়। দুধ অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য।

সবচেয়ে কঠিন সমস্যা মাঝারী জমি লওয়া। লাল মাটিতে কেবলমাত্র এক আমনের রোয়া বপন করা যায়। এই প্রকার জমী পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রভূমি ও পূর্ব্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গল অঞ্চলে দেখা যায়। সেচ ব্যবস্থা ব্যতীত খারিফ শস্য উৎপাদন কঠিন, অনেকস্থলে অসম্ভব। যে সকল মাঝারি জমীতে পলি পড়ে, ঐ সকল জমীতে আশু ধান্য, পরে আমন ধান্য বপন করা চলে—ঐ সকল জমিতে পাটের বদলে কতক পরিমাণে ইক্ষু চাষও চলে, অন্যথায় একমাত্র আশু ধান্য ব্যতীত আর কিছু বোনা চলে না, কেননা বর্ষাকালে ঐ সকল জমীতে জল জমিয়া থাকে—কাজেই ঐ সব অঞ্চলে ধান্যই বেশী উৎপন্ন হয়।

মোট কথা, নামী ও মাঝারি জমিতে খারিফ্ মরশুমে পাটের বদলে প্রধানতঃ ধান্যই বপন করিতে হইবে, তবে কতকটা মাঝারী জমিতে ইক্ষু চাষও বেশ চলিতে পারে। টানী জমিতেও পাটের বদলে অনেক স্থানে ইক্ষু চাষ সুবিধা হইবে। গত কয়েক বৎসর পাট চাষের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ইক্ষু চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার জমীর শতকরা ৭০ (১৫০,০০০ একর) ভাগ জমিতে ইক্ষু চাষ হইত; পুনরায় ইক্ষুচাষের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিবার পক্ষে (বিশেষতঃ, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি যে সকল জেলায় ইক্ষুচাষ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে) ঐ সকল জেলায় কেন পূর্ব্বের অনুরূপ পরিমাণে বাড়ান হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই।

অন্যান্য টানী জমিতে খারিফ শস্য গ্রীষ্মকালীন তরীতরকারীর মধ্যে নিবদ্ধ—যথা, বেগুন, লঙ্কা, আদা, ভুট্টা, অড়হর ও গবাদি পশুর খাদ্যশস্য।

পর বৎসরও রবিশস্য খুব প্রয়োজনীয় হইবে। ইহা তামাকের মত কেবল অর্থকরী শস্যই নহে, ডাল, শীত-সবজি, অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যশস্য, সরিষা, তিসি ও বিভিন্নপ্রকার তিলের মত তৈল বীজও রবিশস্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কৃষকগণ স্বভাবতঃ রবিশস্যের যেরূপ যত্ন লইয়া থাকে, তাহাদিগকে রবিশস্যের চাষে তদপেক্ষা অনেক বেশী মনোযোগ দিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে, কেননা রবি-শস্যের মধ্যে স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যের অনেকগুলি উপাদান রহিয়াছে।

অকেজো জিনিষের সদ্ব্যবহার

দিয়াশলাইর খালি বাক্স ফেলিয়া দিওনা। ঘরে যখন একেবারে দিয়াশলাই থাকিবে না, তখন অন্য কাহারও নিকট হইতে শুধু দু'একটী কাঠি চাহিয়া আনিয়া উহাতে ভরিয়া কাজ চালান যায়।

দাঁতের গোড়া ফুলিলে, বেদনা করিলে, পোকা পড়িলে বা অন্যান্য দন্তরোগে "তামাকের গুল" দ্বারা নিয়মিতভাবে দাঁত মাজিলে অনেক প্রকার দন্তরোগ সারিয়া যায়। যে সব ছোট গাছ পোকায় নষ্ট করে, তাহাতে হুকার জল ছিটাইয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়। মাথার উকুন নষ্ট করিবার জন্যও কেহ হুকার জল মাথায় মাখিয়া থাকে।

কমলার খোসা রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে, পানের সঙ্গে খাইবার ভাল মসলা হয়। ইহা সকল প্রকার পেটের অসুখের পক্ষে খুব উপকারী।

জুতা ছিঁড়িয়া গেলে বা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে, মুচির নিকট উহা বিক্রয় করা যায়।

আখের বাকল শুখাইয়া লইলে, সহজে উনান ধরাইবার সহায়তা হইয়া থাকে।

নারিকেলের ছোবড়া ঘরে ধূপ দিবার প্রয়োজনীয় জিনিষ। দেওয়ালে বা মেঝের শেওলা উঠাইবার জন্যও ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

চিঠি খুলিয়া এন্‌ভেলাপখানা দুই টুক্‌রা করিয়া ভিতরের অংশটা ছোট খাট লেখার জন্য ব্যবহার করা চলে।

লেবু খাওয়ার পর পুনরায় উহা দ্বারা থালা প্রভৃতি মাজা চলে।

উনানের অঙ্গার দ্বারা অনেকেই দাঁত মাজিয়া থাকে; ইহা ভিন্ন কেহ কেহ কেরোসিনের টিনে ভরিয়া প্রতি টিন ৵০ বা ।০ আনা দামে স্বর্ণকারের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে।

ছোট ছেলের অসুখ বা ক্রিমি হইলে, দুধের সঙ্গে অল্প পরিমাণে চুণের জল ব্যবহার করা উচিত।

কাগজের ঠোঙ্গার তলা শক্ত করিবার জন্য পুরাণ পোষ্টকার্ড বিক্রয় হয়।

কলমের নিব বা সূচ নষ্ট হইয়া গেলে একটু আগুণে পোড়াইয়া লইলে পুনরায় ব্যবহার করা চলে।

ভাঙ্গা কাঁচ রসুনের রসে জোড়া লাগিয়া থাকে।

জুতার বার্ণিশ কমিয়া গেলে একটু লেবু ঘষিয়া বা তার্পিণ তেল মাখাইয়া বুরুশ করিলে চক্‌চকে হয়।

গাছপাকা কুমড়া কাটার পর বিচিগুলি ভিন্ন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ঘরে রাখিলে সময় মত বুনিয়া অনেক গাছ জন্মান যায়।

তালার ভিতর মরিচা পড়িয়া কল বন্ধ হইয়া গেলে কিছু তেল ঢালিয়া দিলে পুনরায় ঠিক হইয়া যায়।

চা খাওয়ার পর চা পাতা ভিজান জল দ্বারা জানালাদি ধুইয়া ফেলিলে সমস্ত দাগ উঠিয়া বেশ পরিষ্কার হয়।

সমালোচনা

The Insurance and Finance year Book & Directory ১৯৩০-৩১।

শ্রীযুত মণীন্দ্র মোহন মৌলিক সম্পাদিত এবং ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ আপিশ হইতে প্রকাশিত। দাম ৩৲ তিন টাকা।

বীমা বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই ইয়ার বুক বা বার্ষিক বিবরণী খানি পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এতদিন যাবৎ একমাত্র Tuli র vade Mecum নামক Insurance year Book খানিই বীমা সংস্থষ্ট ব্যক্তিদিগের একমাত্র সম্বল ছিল। সম্প্রতি Insurance & Finance Review আপিশ হইতে এই অত্যাবশ্যকীয় পুস্তকখানি বাহির হওয়ায় বীমা ব্যাপারে সংস্থষ্ট জন মাত্রেরই বিশেষ সুবিধার কারণ হইয়াছে।

৩৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকে বীমা রাজ্যের অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারী Blue bookএ যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয়,তাহা সবত আছেই, তাহা ছাড়া বীমা সংক্রান্ত এমন অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ ইহাতে সংযোজিত হইয়ছে যাহা পাঠে বীমা কর্ম্মীগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

একটী অধ্যায়ে ইনসিওরেন্স সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য সকল প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে; সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষে তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না। আর একটী অধ্যায়ে বীমা বিষয়ক অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সহজ এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সকলেই এই technical পরিভাষার অর্থ সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন। এইরূপে নানা দিক দিয়া পুস্তকখানিকে বীমা কর্ম্মীদিগের প্রয়োজনীয় সঙ্গী করিয়া তোলা হইয়াছে। এবার আমাদের একান্ত স্থানাভাব বলিয়া বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। বারান্তরে বীমা কর্ম্মীদিগের নিকট এই পুস্তকের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

Insurance & Finance Reviewএর কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে এই মাসের মধ্যে তাঁহাদের কাগজের বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া গ্রাহক হইলে "ইয়ার বুক" এবং ডাইরেক্টরী খানি (যাহার দাম ৩৲ টাকা) বিনামূল্যে উপহার পাইবেন। কেবল উহা পাঠাইবার পোষ্টেজ ব্যয় স্বতন্ত্র লাগিবে।

Success in Business or Practical Business Hints By Mr. A. C. Ghose, M, A. S, M, R, A, S.

ইংরাজিতে লিখিত পুস্তক; দাম ১৷৹ টাকা ১৭নং জষ্টীশ চন্দ্র মাধব রোড,

কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট এবং ভারতের সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

অম্বিকাবাবুর লিখিত এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। পুস্তক খানির মধ্যে কৃষি, শিল্প প্রতিষ্ঠান, এবং সাধারণ

ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আলোচিত হইয়াছে যাহা মনোযোগের সহিত পড়িলে সকলেই উপকৃত হইবেন। সকল দিক হইতে ধাক্কা খাইয়া শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত যুবকেরা সকলেই নানারূপ কাজ কারবারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইঁহাদের অনেকেই মনে করেন যে হাতে কিছু টাকা নিয়া যে কোনও ব্যবসায়ে নামিয়া পড়িলেই বুঝি উপায়ের পথ খুলিয়া যায়। সকল বৃত্তির ন্যায় বণিক বৃত্তির সম্বন্ধেও যে অনেক জানা শোনার দরকার একথা অনেকে ভুলিয়া যান। ব্যবসায়ী মাত্রেরই চার চোখ থাকার দরকার এবং নানা বিষয়ের সন্ধান রাখা দরকার। বলাবাহুল্য এ সকলই জ্ঞান সাপেক্ষ। অম্বিকাবাবু তাঁহার পুস্তকে জীবনের বৃত্তি নির্ণয় হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় সম্বন্ধে নানাতথ্য সম্বলিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহা কোনও বিশেষ ব্যবসা সম্বন্ধে টেক্‌নিক্যাল পুস্তক নহে; কিন্তু ব্যবসায়ে নামিতে হইলে যেরূপ হাওয়ার মধ্যে মনকে রাখিতে হয়, এই পুস্তকের মধ্যে সেইরূপ একটী আবেষ্টন রচিত হইয়াছে। ব্যবসায়েচ্ছু যুবকগণ এবং যাঁহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহারা সকলেই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

সম্পাদকের বিবাহ

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের কর্ণধার আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায় এতদিনে 'ঘর লাগিলেন', অর্থাৎ দার পরিগ্রহ করিলেন। আমাদের কেমন দুর্ভাগ্য যে যখনই তাঁহার নিমন্ত্রণ পাই, তখনই কোনও না কোন অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী থাকি। এই জানুয়ারী মাসে তাঁহার বীমা বার্ষিকীর প্রীতি সম্মিলনে যখন নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম তখন food poisoning এ একেবারে যা দশাপন্ন; আবার এই সেদিন বিবাহের নিমন্ত্রণ যখন আসিল তখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় একেবারে শয্যাশায়ী। বিছানায় শুইয়া শুইয়াই বাদ্য ভাণ্ড এবং দীয়তাং ভুজ্যতাং এর মিষ্ট আওয়াজ কল্পনায় শুনিয়া বন্ধুবরের সৌভাগ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। উভয়ের এই মিলন দেশের এবং দশের কল্যাণের কারণ হউক।

বাঙ্গালীর যৌথ কোম্পানীর পরিণাম ও প্রতিকার

শ্রীহেমচন্দ্র রায়

যৌথ কারবার গঠন করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার উপলক্ষ্য করিয়া কতকগুলি অসাধু ধূর্ত্ত লোক দেশকে যেভাবে বিষাক্ত করিয়াছে, ইহার প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করাই আমার আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গালীর যৌথ কোম্পানীর সৃষ্টি হইবার প্রথম যুগে দেখিলাম, দেশের সর্ব্বসাধারণ এমন কি বাড়ীর ঝি, চাকর, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকলই দেশ সমৃদ্ধিশালী হইবে শুনিয়া সরল বিশ্বাসে যাহার যাহা ধনসম্পত্তি ছিল তাহা দ্বারা যৌথ কোম্পানীর মূলধন যোগাইল। কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি নির্ম্মূল করিয়া পরিচালকগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন।

প্রথম বারের যৌথ কোম্পানীর পাণ্ডা এবং পরিচালকগণ চালাকি চাতুরি দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া লাভবান হইয়াছে দেখিয়া আর একদল ধূর্ত্ত দিল্লীর লাড্ডু পাইবার আশায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন এবং কতকগুলি রং বেরংএর কোম্পানীর আবির্ভাব করাইলেন। তখনও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নূতন কোম্পানীগুলিকে সহানুভূতি করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সর্ব্বনেশে অসাধু পরিচালকগণের বারবার প্রতারণায় দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোক জর্জ্জরিত হইয়া ঘৃণায় ক্ষোভে দেশীয় যৌথ কারকারবারের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। তাহার উপর আবার সম্প্রতি নূতন ধরণের কতকগুলি "নেসীন গান"এর মত কোম্পানী সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের নিয়ম কানুনের মায়াজাল এবং প্রলোভনগুলির এতই আকর্ষণ শক্তি যে এই প্রলোভনে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী, এজেণ্ট সকলেই প্রলুব্ধ এবং প্রতারিত হইতেছেন।

এজেণ্টগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যে কোন যৌথ কারবারের বিজ্ঞাপন, মোটা বেতন, সাজ-সরঞ্জামযুক্ত বড় বড় অফিস প্রভৃতি দেখিয়া ও লম্বা-চৌড়া বক্তৃতায় আকৃষ্ট না হইয়া মাত্র এই কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন—(১) কোম্পানীর statutary report অথবা হিসাব নিকাশ (২) যথেষ্ট অংশ বিক্রী না হইলে পরিচালকগণ তাঁহাদের নিজ পকেট হইতে কতদিন কোম্পানী চালাইতে পারেন? (৩) ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর—নিজের অংশ দেয় টাকার অতিরিক্ত কত টাকা পর্য্যন্ত কোম্পানীকে নিঃস্বার্থভাবে ছাড়িয়াছেন বা ছাড়িতে পারেন? (৪) ম্যানে-

জিং ডিরেক্টর—যিনি কোম্পানীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা—তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও কর্ম্মপটুতা কিরূপ এবং যে ব্যবসায় পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অভিজ্ঞতা কত বৎসরের? (৫) ম্যানেজিং ডিরেক্টর কত এলাউন্স পান? কোম্পানীর শিশু অবস্থায় তাঁহার প্রাপ্য কি ভাবে গ্রহণ করেন? যদি কোম্পানী তাঁহার পারিশ্রমিক যোগাইতে অক্ষম হয়, তবে কতদিন পর্য্যন্ত তিনি কোম্পানীর সেবা করিতে পারেন? এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এজেণ্টগণ নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। অবশেষে আরো দেখিবেন—ডিরেক্টারগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন কিনা, অর্থাৎ তাঁহাদের অংশের টাকা-গুলি কত দিয়াছেন এবং বোর্ডের মিটিংএ কে কত দিন উপস্থিত হইয়াছেন।

দেশীয় যৌথ কারবারগুলি ডানা গুটাইয়া কেবল অংশীদারগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে না,—সারা দেশ সারা জাতি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে বিপদাপন্ন করাইতেছে। এজেণ্টগণ শুধু কোম্পানীর প্রতিনিধি নহেন, অংশ-গৃহীতারও মুরুব্বি, কোম্পানীর আপদ বিপদে অংশীদার-গণের নিকট তাঁহাদিগকেই জবাব দিতে হইবে। অংশীদারগণের প্রতি অনুরোধ এই যে, যৌথ কারবারগুলির কার্য্য পরিদর্শন করিবার এবং বোর্ড বহাল বরখাস্ত করিবার জন্য বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একটি ঘণ্টা সময়ও কি তাঁহারা ব্যয় করিতে পারেন না?

ব্যবসায়ে লাভ লোকসান সর্ব্বদাই হইতেছে এবং হইবে; লাভ লোকসানই ব্যবসা। সৎ-কর্ম্মের পরিচালনায় দৈব দুর্ঘটনাতে কোন কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও অংশীদারগণের যত দুঃখ কষ্ট না হইবে, অসাধুতা দ্বারা একটি পয়সা প্রতারণা করিয়া লইলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ হইবে। অতএব কোন যৌথ কারবারের রামা শ্যামা ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে নসিবের দোহাই দিয়া ভাগ্য অর্পণ না করিয়া অংশীদারগণের উচিত—নিজেদের কোন বিশ্বাসী যোগ্য ব্যক্তিকে সেই কোম্পানীতে শিক্ষানবিশ রাখিয়া সর্ব্ববিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা করা।

দেশীয় যৌথ কারবারের প্রতি দেশের লোকের আন্তরিক ঘৃণা থাকিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ইহার প্রতিকার দেশবাসীকেই করিতে হইবে। দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে যৌথ কারবার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নৈরাশ্যই আমাদের জাতির উৎসাহ উদ্যমের উৎস নষ্ট করিতেছে। আমাদের বুদ্ধিমত্তা এবং সম্পদ পৃথিবীর অন্য কোন জাতি অপেক্ষা কম নয়। মানসিক দুর্ব্বলতা এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং ধ্বংসোন্মুখ করিয়াছে।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বাঙ্গালী ব্যবসায়ে অপটু—এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। অথচ এই অপটুত্ব নিরাকরণের প্রয়াসের অভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চাকরি এবং ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি পেশা ছাড়া জীবিকা উপার্জ্জন ও ধনবৃদ্ধির আর কোন পথই নাই। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে অভারতীয়রাই তাহার মালিক; রাষ্ট্রশাসন-ক্ষমতা যতদিন দেশের লোকের হাতে না আসিবে ততদিন আমরা বিদেশীর এই অন্যায় সর্দ্দারি নিবারণ করিতে পারিব না।

কিন্তু বাংলার ব্যবসার সমস্তটাই অভারতীয়ের হাতে নয়; দেশী কিন্তু অ-বাঙ্গালী লোকও অনেক আছে যাহারা বাংলা দেশে ব্যবসা করিয়া, বাঙ্গালীর সঙ্গে বেচা-কেনা করিয়া সংসার চালায়, সুখে থাকে এবং অর্থগৌরবে লোকের কাছে সম্মান পায়। ইহাদের সাফল্যের কারণ ইংরেজ-রাজত্ব নয়, আমাদের অক্ষমতা ও ঔদাসীন্য। বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত শ্রমবিমুখতা, অতি অল্প প্রয়াসের ফলে প্রচুর আরামের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মোদ্যমের পরিবর্ত্তে কর্ম্মারম্ভেই বিলাসলিপ্সা, সাধারণতঃ যাহাকে 'বাবুগিরি' বলা হয় তাহার আতিশয্য, এইরূপ কয়েকটি দোষ ব্যবসা ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছে। সুখের বিষয়, সংসার-সংগ্রামে নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী অবশেষে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ব্যবসা-বাণিজ্য দোকানদারি 'মেড়ো'দেরই উপযুক্ত কাজ আর ভদ্রলোকের পক্ষে চাকরির নিঙ্গাঙ্গামা ভব্যতা ও সাবকাশ সৌখীনতাই প্রশস্ত মার্গ, এ নীতির দৈন্য, লজ্জা, ও দুঃখ অনেক।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ে নামিয়াছেন, আরও নামুন। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাতি; বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের সঙ্গে উদ্যম দূরদৃষ্টি ও সততা অবলম্বন করিলে অচিরে আমরা নিজের ঘরে নিজে মালিক হইতে পারিব। যে সব শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ ব্যবসা করে তাহাদের চেয়ে বাঙ্গালী বুদ্ধি ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বাঙ্গালী ব্যবসায়ের কাছে আশা করি যে উত্তম ব্যবসানীতি যাহা তাহা তিনি অবলম্বন করিবেন। সন্তুষ্ট ক্রেতাদের সংখ্যা বাহুল্যই বিক্রেতার লক্ষ্মী, একথা ব্যবসায়ে যাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। জুয়াচুরি, খরিদ্দার ঠকান প্রভৃতি ব্যবসায়ের নিকৃষ্ট মার্গ, এ পথে ব্যবসা স্থায়ী হয় না; কারণ লোককে চিরকাল ঠকান যায় না। বুদ্ধি বেশী হওয়ার একটা বিপদ আছে, প্রায়ই দেখা যায় অতিবুদ্ধি লোক ভারে না কাটিয়া সব জায়গাতেই ধারে কাটিতে চায়; দুঃখের বিষয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত কোন কোন বাঙ্গালীকে অতি-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া ব্যবসায়ে 'সততাই শ্রেষ্ঠনীতি' একথার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতে দেখিয়াছি। কলেজে পড়িবার সময় কয়েকজন বন্ধু একত্রে একটা বড় দোকানে কাপড় কিনিতে

গিয়াছিলাম; আমাদের মধ্যে একজন ৪৬ ইঃ ধুতি আনাইয়া বলিল, ঐ মিলের ধুতি যাহা লেখা থাকে আসলে তাহার চেয়ে ২ ইঃ বড় হয়। আমরা ফিতা দিয়া মাপিয়া দেখিলাম ধুতি লিখিত মত ৪৪ ইঞ্চিই, বিক্রেতা তখন মিথ্যা বজায় রাখিবার জন্য ধুতি টানিয়া ত্যাবৃচা করিয়া মাপিয়া দেখাইল ৪৬॥ ইঃ! একটি স্বনামখ্যাত দোকানে অল্প কিছুদিন আগে কম্বল কিনিতে গিযাছিলাম; বিক্রেতা একখানি কম্বল দেখাইয়া যে দাম বলিল আরও কয়েকখানি কম্বল দেখাইবার পর ঠিক প্রথমটির মত আর একখানি বাহির করিয়া পূর্ব্বের চেয়ে একটু কম দাম বলিল। আরও একটি দৃষ্টান্ত দিব। এক ভদ্রযুবক আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, তিনি এম্, এ পাশ করিয়া সরিষার তৈলের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমাদের কাছে মাসিক অর্ডার প্রত্যাশা করেন। শিক্ষিত লোকের কাছে জিনিষ কিনিব কিনিলে খাঁটি পাইব ভাবিলাম এবং তাঁহাকে উৎসাহ দিবারও ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যুবক কথায় বলিলেন, তিনি ভাল জিনিষই দিবেন কারণ দেশ হইতে গরু আনাইয়াছেন। খাঁটি তেলের সঙ্গে দেশের গরুর সম্বন্ধটা কি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, প্রশ্ন করিয়া জানিলাম ঘানি ঘুরাইবার জন্য গরুর প্রয়োজন। আমি বলিলাম দেশের গরু ভাল ঘানি ঘুরাইতে পারে অন্য গরু পারে না, এমন কথা তো শুনি নাই। উপরন্তু রেলভাড়া না দিয়া কলিকাতাতেই সেই দামে ভাল গরু মিলিত। ভদ্রলোক বলিলেন রেলভাড়া দিতে হয় নাই, বরিশাল জেলা হইতে হাঁটাইয়া গরু আনা হইয়াছে; নদীবহুল বরিশাল হইতে কলিকাতায় হাঁটাইয়া গরু আনার ব্যয়বাহুল্যের কথা না বলিয়া বলিলাম, তিনি হাঁটাইয়াই যদি আনিলেন তবে হরিহরছত্র হইতে গরু কিনিলেন না কেন? সেখানে অনেক সস্তা হইত; ভদ্রলোক বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন "তাই না কি।

লোক ঠকাইতে পারায় ব্যবসায়ীর ধড়িবাজিত্ব প্রমাণ হয় জানি, ধড়িবাজ বলিয়া জামিন হইলে অনেক ব্যবসায়ী কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাও মনে করেন। যে কয়টি দৃষ্টান্ত দিলাম তাহাতে ধুতি, কম্বল ও তেল-বিক্রেতার ধড়িবাজি সফল হয় নাই অর্থাৎ আমি ঠকি নাই; বরং কাহার সঙ্গে কি রকম উপায় অবলম্বন করিতে হয় না জানায় ঐ ব্যবসায়ীদের কাঁচা বুদ্ধিও প্রমাণিত হইল। নিম্নশ্রেণীর দোকানদাররা অনেক রকমে খরিদ্দার ঠকায় সককেই জানে, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে এই অসৎ উপায় বর্জ্জন করা উচিত। অনেক ব্যবসায় প্রচেষ্টায় দেখি তাঁহারা প্রথম হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে ব্যবসায়ের প্রধান প্রয়োজন কি করিয়া লোক ঠকান যায় তাহা জানা, অনেক কথা বলা, 'বচন' দেওয়া প্রভৃতি। ইহা অদূরদর্শীর নীতি, পাকা ব্যবসায়ী এরূপ কথা বলিবেন না। বিশ্বাস-ভঙ্গ যে ব্যবসায়ের পক্ষে কত ক্ষতিকর আমাদের দেশের তাহা সাধারণতঃ বুঝে না; দোকানদার, গোয়ালা ডালওয়ালা, কয়লাওয়ালা যাহাকেই বিশ্বাস করা যায় সেই একটু সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই ঠকাইতে আরম্ভ করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বাঁধা খরিদ্দার হইলে ক্রেতাকে আর ভাবিতে হয় না, বিক্রেতা আর যাহাকে ঠকাক বা না ঠকাক বাঁধা খরিদ্দারকে ঠকাইয়া কখন ব্যবসা নাশ করে না। সাময়িক দু'চার আনা লাভের লোভ ছাড়িয়া চিরদিনের

জন্য বাঁধা খরিদ্দার পাওয়া যে বেশী লাভ ব্যবসায়ীর জাত ইংরেজ ইহা বুঝে। খরিদ্দারকে খুসি করা, খাতির করা, জিনিষ 'গছাইবার' চেষ্টা না করিয়া খরিদ্দার বাস্তবিক যাহাতে তাহার মনোমত জিনিষ পায় সেজন্য যত্ন নেওয়া, খরিদ্দারের বিশ্বাসভাজন হইবার উপযুক্ত আচরণ করা প্রভৃতি যাহা ইংরেজ দোকানদার অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাহার অভাব দেখা যায়।

শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ইতর শ্রেণীর দোকানদারের নীতি অনুসরণ করিয়া দু'দিনে ব্যবসা পণ্ড না করিয়া ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও সম্ভ্রম যাহাতে বাড়ে সেরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী অ-ব্যবসায়ী এই দুর্নাম অপনোদন করিবেন এবং ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ পথের প্রদর্শক হইয়া তাঁহার শিক্ষা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির সার্থকতা দেখাইবেন, এই প্রত্যাশা করি।

কলিকাতার বাজার দর

নিম্নলিখিত দরগুলি ২৩শে চৈত্র তারিখের বাজার দর।

পাটের বাজার

পাকা বেল—লণ্ডনের পাটের বাজারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেখানে পয়লা নম্বর ও লাইটনিং পাটের ৩১।০ ও ২৮।০ টাকায় কিছু কাজ হইয়াছে।

কাঁচা বেল—কোন কাজ হয় নাই। ফটকা বাজার ৩৩৲ টাকায় খোলা হয় পরে উহা ২॥ টার সময় ৩২॥৵০ দাঁড়ায় এবং সর্ব্বশেষে ৩৩।০ বাজার স্থির হয়।

সোণা ও রূপা

৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা

টাকশালের বাব প্রতি ভরি	২৭৲
বড়ালের "	২৬৸৵০
চিনাপাত "	২৬৸৶০
রূপা পাইকারী প্রতি ১০০ ভরি	৫৪।০
ঐ খুচরা	৫৪৷৷০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স ২৮নং সোযালো লেন, কলিকাতা

ঘৃত

৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা, প্রতি মণ

শ্রী—	৫৯৲
মটকা	৫৩৲
ভারতী	৫৩
খুচরা—	৫২৲
সিকোয়াবাদ—খুরজা মার্কা	৫১৲
লক্ষ্মী—	৪০॥০
বাঁদাসাগর—	৪৬৲
"অভয়"	৫৮৲
দেশলক্ষ্মী	৪৯॥০
সিকোয়াবাদ—খুচরা মার্কা	৫০৲
বাঁদাসাগর—	৪৭॥০
সোহনলাল—১নং খুরজা—	৫২৲

৺রাইচরণ চেল এণ্ড কোং, ১৫২নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল

গণেশ	৫৭৲
কৈলাস	৫৪৲
গোলাপ	৫২৲
রাধাকৃষ্ণ	৫১৲
সোহনলাল	৫১৲
রতনজী	৫৫॥০
প্রেমলক্ষ্মী	৪৯৲
রাসবিহারী	৪৬৲
বেনারসী	৪৬৲
শ্রী (চালানি)	৫৯॥০

রামগোপাল রামরতন ৫নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিনির দর

৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা

যাভা

রেডি	১০॥৵০ পাই
ষ্টীমার	১০॥৴১০

চাউলের দর

৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা

দাদখানি			৯৲
কাটারি ভোগ			৬৲
বাদসা ভোগ	৫।০	হইতে	৫॥০
মাজাবাঁকতুলসী (সরেস)			৬৲
ঐ কোরা	৪॥০	”	৫৷৷০
ঐ আতপ	৫॥০	”	৫৷৷০
ভাসা মাণিক	৪।০	”	৪॥০
মাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল	৩৷৷০	”	৪৲
পাটনাই (সরেস)			৪৲
কল্‌মা	৪।৴০	”	৩॥০
ছাঁটা বালাম ১নং	৫৲	”	৫॥০
ছাটা মোটা	৩৵০	”	৫।০

বঙ্গলক্ষী চাউলের আড়ং ৩নং মহেন্দ্র সরকার লেন, বড়বাজার, কলিকাতা ফোন নং কলিঃ ৬৪২৬

আটা ও ময়দা

৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা

প্রতি মণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲	হইতে	৫৵০
সুপার ফাইন	৪৷৷০	”	৪৷৷৵০
হাউস হোল্ড	৪॥০	”	৪॥৵০
সুজী	৪৷৷০	”	৪৷৷৵০
আটা ‘বি’	৪॥৵০	”	৪৷৷০
আটা ২নং	৪॥৵০	”	৪॥০
আটা ‘এস’	৪॥০	”	৪॥৵০
আটা ক	৩৷৷০	”	৩৷৷৵০
আটা ৩নং	৩॥৵০	”	৩॥০
পোলার্ড	২৷৷০	”	২৷৷৵০
ব্যান	২॥৵০	”	২৷৷০

ইউরোপীয়ান পরিচালিত মিল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যেরই এই সকল দর দেওয়া হইল।

কাশিম ও ইসমাইল ময়দার দালাল ৫।২ গষ্টি ন প্রেস কলিকাতা।

ধাতু ও রং

৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা

ব্লকটিন বা বাং	১০৪॥৵০	প্রতি হন্দর
তামার ইনগট	৩৬॥০	”
সীসার বার বি, এম, ছাপ	১৪৷৷০	”
ঐ ঐ দেশীয়	১৩৷৷৵০	”
এন্টিমনি	৩১৷৷০	”
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	৯৯॥৵০	”
পিতলের চাদর	৪৬৷৷০	”
পিতলের ছড	৪১৷৷০	”
তামার চাদর	৫৬।৵০	”
তামার ছড়	৫৮৷৷৩	”
সীসার চাদর	২০॥০	”
দস্তার টালি আমদানী	১৩॥৵০	”
ঐ দেশীয়	১২॥০	”
সাদা দস্তা বং	৩৫॥৵০	”
সাদা রং	১৮৷৷০	”
সবুজ রং	২২॥০	”
লাল রং	২৭॥/০	”
তাবপিন তৈল	১৮॥৵০	প্রতি ড্রাম
তিসির তৈল (পাকা)	১০।০	”
ঐ (কাঁচা)	৯।৵০	”
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৭॥০	প্রতি টন
	১০৷৷০	প্রতি পিপা

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ ২৬এ ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা। ফোন নং ৬৬৪ কলিকাতা।

করগেট ও লোহা

৪ঠা, এপ্রিল কলিকাতা

টাটা— প্রতি হন্দর

কড়িমার্কা	৫।০ হইতে	৬॥০	"
ঐ বে-মার্কা	৪।০ "	৫৲	"
বরগা	৫॥/০ "	৬॥০	"
এঙ্গেল	৫/০ "	৬॥০	"
বোল্ট (আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ)		৫।০ হইতে ৬৲	
গরাদে ঐ	*॥০ "	৬৲	
ব্ল্যাকসিট ও প্লেট	৬৵০ "	১০৲	
করগেট টিন (২২ গেজ		১২॥০	
" ২৪ গেজ	১১ "	১২৲	
গ্যাল্‌ভেনাইজড্ চাদর (২৪ গেজী		১২॥০	

কন্টিন্যান্টাল :— প্রতি হন্দর

গোল রড (সুতা নিম্ন

৪॥০ হইতে ৫৲

টানা রড ৫॥০ হইতে ৬৲

করগেট টিন (২৬ গেজ ১৩৸৹ হইতে ১৪॥০

গ্যালভেনাইজড চাদর (২৬ গেজ)

১১॥০ হইতে ১৩॥০

কাঁটা তার ১১৲

কন্টিন্যান্টাল ও অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান।

টাটার বৃটিশ মালের সমান মাল ও বৃটীশ মালের দাম উপরোক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ॥০ হইতে ১॥০ টাকা অধিক

করগেট—

আর, পি, ডি (২৪ গেজ) ১৩।/০

কুবের লিমিটেড, লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ ৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, টেলিফোন নং কলিঃ ৫৯৪৫

করগেট ও লোহা

৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা

করগেট	চাদর	২২ গেজ	১১৸৶০	হন্দর
"	"	২৪ "	১১।৵০	"
"	"	২৬ "	১৬৵০	"
জয়েষ্ট বা কড়ি			৪॥৵০ হইতে ৬৸৵০	
টী বা বরগা			৫॥০ " ৬॥৵০	
এঙ্গেল			৪॥০ " ৬॥/০	
বোল্ট গোলা			৫॥৶০ " ৬॥৵০	
" (চৌকা			৫॥৵০ " ৬॥৵০	
কাঁটা তার			১২।০	

মটকা ॥০ হইতে ১।৵০ প্রত্যেকটী

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বদেশী গেঞ্জী ও মোজা

এন, বসুর বেলেচাটা হোসিয়ারী লিমিটেড ৪ নং ধোয়া ও কোরা দেশী সুতার

গেঞ্জীর দর

ছিঃ প্রত্যেকটি

দর ১৮"		।০		
২০"	"	।১৫	"	
২২"	"	।/০	"	"
২৪"	"	।/১০	"	"
২৬"	"	।৵০	"	"
২৮"	"	।৶০	"	"
৩০"	"	।৶১০	"	"
৩২"	"	॥০	"	"
৩৪"	"	॥১০	"	"
৩৬"	"	॥/০	"	"
৩৮"	"	॥৵০	"	"
৪০"	"	॥৶০	"	"
৪২"	"	৸০	"	"
৪৪"	"	৸/০	"	"

লেডীগেঞ্জী ॥/০ হইতে ৸/০ পর্য্যন্ত

উলের পুলোভার ৫ হইতে ৮৲ পর্য্যন্ত

Publication No. 3-11-31

এই রাসায়নিক খাদ্য সেবন করিয়া নবস্বাস্থ্য লাভ করুন

আপনি কি দুর্ব্বলতা বা ক্লান্তি অনুভব করেন? আপনি কি পুরুষোচিত ক্ষমতা হারাইয়া বিচলিত হইয়াছেন? নিরাশ হইবেন না। স্বাস্থ্যগঠনোপযোগী স্যানাটোজেন সেবন করিলে এই সমস্ত কুউপসর্গগুলি শীঘ্রই দূর করিতে পারিবেন। স্যানাটোজেন প্রকৃতই স্বাস্থ্যবর্দ্ধক এবং সমগ্র জগদ্ব্যাপী চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত।

স্যানাটোজেন দুর্ব্বলকে সবল এবং পীড়িতকে নবস্বাস্থ্য প্রদান করে। ইহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। শরীর রক্ষার জন্য যে সব উপকরণের অর্থাৎ এল্বুমিন্ ও ফস্ফরাসের প্রয়োজন হয়, স্যানাটোজেনে তাহা সবই যথাযথভাবে বিদ্যমান আছে। আপনি সুস্থবোধ না করিলেই বুঝিতে হইবে যে আপনার শরীরে এই সব উপকরণের অভাব হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার পর দুর্ব্বলতা দূর করিতে স্যানাটোজেন অদ্বিতীয়।

কার্য্যকরী শক্তি দেখিয়াছি। যে সকল রক্তহীন রোগীর পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্যানাটোজেন সেবন করাইয়া সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি।"

চিকিৎসকগণের মন্তব্য

প্রায় পঁচিশ হাজার চিকিৎসক রোগের বিভিন্ন অবস্থায় স্যানাটোজেনের উপকারিতা সম্বন্ধে পত্র বা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এমন কি সর্ব্বোচ্চ বৈজ্ঞানিকেরাও ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। শরীর অটুট রাখিতে, ক্লান্তি দূর করিতে, কিংবা রোগমুক্তির পর শীঘ্র স্বাস্থ্যবান্ হইয়া কার্য্যক্ষম হইবার জন্য সহস্র সহস্র চিকিৎসক নিজেরাও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বহু চিকিৎসক তাঁহাদের সন্তানদিগের শরীর ও মনের সুস্থজনোচিত উন্নতি এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি ও ব্যাধিপ্রতিরোধ করিতে স্যানাটোজেনের নিয়মিত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অনেক চিকিৎসক তাঁহাদের নিজ স্ত্রীদিগকে দুর্ব্বল কিংবা স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে অথবা অত্যধিক রজঃস্রাব এবং তজ্জনিত বিবর্ণতা ও দুর্ব্বলতা দূর করিতে স্যানাটোজেন প্রয়োগ করিয়া থাকেন। স্যানাটোজেন চিকিৎসাজগতে বিশ্বাসভাজন হইয়াছে, তবে আপনারই বা কেন ইহাতে আস্থা থাকিবে না? অদ্যই এক বোতল ক্রয় করিয়া পরীক্ষা করুন।

"ব্রীটিশ মেডিক্যাল্ জার্ণাল্" লিখিতেছেন—"স্যানাটোজেন শুধু জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে তাহা নহে, শরীরের পুষ্টিসাধনে বিশেষতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় সুস্পষ্ট উপকারিতার জন্য প্রত্যেক চিকিৎসকই ইহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।"

SANATOGEN

The True Tonic-Food

স্যানাটোজেন প্রস্তুত ও বোতলে বন্ধ করিবার সময় কখনও হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না। যে কোন জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

সকল ঔষধবিক্রেতার নিকট এবং বাজারে পাওয়া যায়।

দি কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী, প্রিণ্টার্স, কর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত।